সংখ্যা-১, ৮-১৩, ১৫-১৭, ১৯-২০, ২২-২৫, ২৯-৩০, ৩৩-৩৫,
৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৪-৫০,

১৩৩৩ - ১৩৩৪

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(ভাদ্র ১৩৩৩ হইতে মাঘ ১৩৩৩)

সসঙ্ঘে সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি,এ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০

প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৪শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠা
সারকথা	১।১, ৭।১, ৮।১, ৯।১, ১০।১, ১১।১, ১২।১, ১৩।১, ১৪।১, ১৫।১, ১৬।১, ১৭।১, ১৮।১, ১৯।১, ২০।১, ২১।১
মঙ্গলাচরণ	১।২
গৌড়ীয়ের প্রতি (কবিতা)	১।৪
নগর-সংকীর্ত্তন	১।৫
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক	১।৮, ৩।৯, ৪।৭, ৪।১১, ৭।২, ৮।২, ১০।৩, ১১।২, ১৫।৩
পারমার্থিক গৌড়	১।১০, ২।১৫, ৩।১৬, ৪।১৩, ১৬।১৪
ভক্তিমতী রমণী	১।১৪
(গৌড়ীয়মঠে উৎসবের) নিমন্ত্রণ পত্র	১।১৫
প্রচার-প্রসঙ্গ	১।১৯, ২।২১, ৪।২৪, ৫।২৪, ১১।১৫, ১২।১৩, ১৪।১১, ১৫।১৫, ১৭।১৩, ১৮।১১, ১৯।১৪, ২১।১৫, ২২।১৪, ২৩।১৫, ২৪।১৪, ২৫।১২
শ্রীগৌড়ীয়মঠের আয়ব্যয়-তালিকা (সন ১৩৩২ সাল)	১।১৭, ২।২২
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে আহ্বান (পদ্য)	২।১
মানস-পূজা	২।২
শ্রীচৈতন্যদাস (পদ্য)	২।৬
শ্রীল পরমহংসঠাকুরের উপদেশ	২।৭
বাউনিয়া বিশ্বাস	২।১০
"বৃক্তন্তি সারমেয়াঃ" !!	২।১৬
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য	২।১৮
অধিবাস-কীর্ত্তন-মহোৎসব (পদ্য)	২।২১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব	৩।২৪, ৪।১৯, ৫।২৩
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	৩।২
যোগমায়া ও মহামায়া (পদ্য)	৩।৭
প্রকৃপাদপদ্মকম্ (পদ্য)	৩।১১
প্রাত্যহিক জীবন	৩।১১
নন্দোৎসব (পদ্য)	৩।১৫
বৈষ্ণব-গৃহিণী	৩,১৮
প্রশ্নোত্তর-মালা	৩।২২, ৭।১৩, ৮।১২, ৯।১৪, ১২।৭, ১৩।১২, ১৪।১৩, ১৯।১০, ২১।১৪
ধ্যান ও সংকীর্ত্তন	৪।২
তীর্থ-যাত্রা (পদ্য)	৪।৬
পত্রাবলী	৪।১০
প্রেরিত পত্র	৪।১৫, ৭।১৬, ১৭।১২
সমালোচনা ৪।১৬, ১৭।১৪, ১৮।১৫, ১৯।১৬, ২০।১৪, ২২।১৩
সম্পাদকীয় মন্তব্য	৪।১৭
শ্রীঠাকুরের পত্রাবলী	৪।২২, ১৪।৫, ১৯।৯, ২০।৭, ২১।৮, ২২।৭, ২৩।১৩
প্রাপ্ত পত্র	৪।২৩, ১৪।১২, ১৯।১৩
ভ্রম সংশোধন	৪।২৪
বেদান্তাচার্য্যের সিদ্ধান্ত	৫।২
সন্দেহ-নিরসন	৫।৫
মুক্তি ও ভক্তি	৫।৬
জনকরাজ	৫।৯
শ্রীভগবান্ আচার্য্য	৫।১৩
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত	৫।১৬
"আলালনাথ"	৫।১৭
ধাত্রীর ধাত্রী বা সার্ব্বভৌম-গৃহিণী	৫।১৯
দুষ্প্রাপ্য ভক্তিগ্রন্থ-বিবরণ	৫।২২
সীতাবির্ভাব	৬।২
প্রকটোৎসবে শ্রীজীব	৬।৩
ভক্তিবিনোদ-স্তব (পদ্য)	৬।৬
ভক্তিবিনোদাবির্ভাব	৬।৭
গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৬।১৭
দৈনদাসের অনভিজ্ঞতা	৬।২০, ৮।১০
গৌড়ীয় বুকিনা কেন ?	৭।৫
গৌড়ের নৈমিষ	৭।৭

P2947

প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
গৌড়ীয়-পাঠে	৭।৮, ১১।৬
মহামহোৎসব	৭।১১
কণ্ঠহার (পদ্য)	৭।১৬
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব পণ্ডিত	৮।২
শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব	৮।২
মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়	৮।১২
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র	৮।১৫
দ্বাদশ বৈষ্ণব ৯।১৬, ১০।১৩, ১২।১৫, ১৪।১৫, ১৪।৬	
বিচারের সত্যাসত্য	১০।২
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আয়ব্যয় তালিকা (সন ১৩৩২ সাল)	১০।৭
পরোপকার	১১।৩
প্রশ্নোত্তর—প্রেরিতপত্র	১১।৯
উত্তর ও সিদ্ধান্ত	১১।১১
শ্রীমদ্বাচার্য্যের আবির্ভাব মহামহোৎসব	১১।১৫
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩।২, ১৪।২, ১৫।২, ২২।২	
প্রাপ্ত প্রবন্ধ	১২।৩
বালিয়াটী শ্রীগৌরগদাধর-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব	১২।১২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-স্মৃতি	১৩।২
প্রার্থনা-বিংশতি ১৩।৭, ১৪।৮, ১৫।৫	
দণ্ড-দর্শন (পদ্য)	১৩।৭
প্রশ্নোত্তর	১৩।১২
শ্রীবলদেবতীর্থ-বিরচিত 'কর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থের বিবরণ	১৪।১০
বিরহ মহামহোৎসব	১৪।১২
নিজস্ব সংবাদদাতার তার	১৪।১৪
নির্য্যাণ ১৪।১৫, ১৫।১৬, ১৬।২, ১৭।১৬, ১৮।১৫, ২৪।১৫	
পর-উপকারী কে ?	১৫।২
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা (পদ্য)	১৫।১২
সুসিদ্ধান্ত-সমালোচনী ১৬।৬, ১৭।৮, ১৮।৮, ২১।১১, ২৩।৬	
দেবাদর্শ	১৬।১০
শোকপাতন	১৬।১২
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ১৬।১৩, ১৯।১০ ২১।১৪, ১৬।১০	
"ভবানী-ভর্ত্তা" ?	১৭।২
সঙ্গ ও কুসঙ্গ	১৭।৬
গৌরনাগরী 'গৌড়লিক' কেন ?	১৮।২
আত্মলিপি (প্রাপ্ত)	১৮।১০
গৌরনাগরী 'গৌরভোগী' কেন ?	১৯।২
শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা	১৯।৮
গুরুশ্রাদ্ধ	১৯।১৬
গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ?	২০।২
কুরাঙ্কার-ললাট-ভাস্কর	২০।৯,২২।২,২৩।৮
শ্রীশ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য	২০।১২
গৌরনাগরী লীলাবিনাশিনী কেন ?	২১।২
মুদ্রাকর-প্রমাদ	২১।১৬
শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য	২২।১,২৩।১,২৪।১, ২৪।১
পরা ও অপরা বিদ্যা	২২।৯
গৌরনাগরী গুরুপরাধী কেন ?	২৩।২
গৌরনাগরী রসতত্ত্বান্ধ কেন ?	২৪।২
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাবোপলক্ষে (পদ্য)	২৪।৯
বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ	২৪।১৩
দুঃসঙ্গ বর্জ্জনীয়	২৪।৩
শ্রীসরস্বতী পূজা	২৪।৬
শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুর	২৪।১১

চিত্র-সূচী

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৩ ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ ১৩৩৪)

সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরা বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২৬শ—৫০ শত্তম সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
নাম যজ্ঞে আহ্বান (পদ্য)	২৬।১
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব	২৬।২
নিমন্ত্রণ পত্র (ঐ শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	২৬।১১
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাস-পূজা	২৬।১২
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী	২৬।১২, ২৮।১৩, ৩২।১৪, ৩৫।১২, ৩৬।৯, ৫৭।১৩, ৪১।৭, ৪৬।১০
শ্রীধামে শ্রীনাম-যজ্ঞ	২৬।১৩
স্পর্শমণি—শ্রীগৌড়ীয় মঠ (প্রাপ্ত) (শ্রীতারকনাথ পাল)	২৬।১৫
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি পঞ্চকম্	২৭।১
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি (পদ্য)	২৭।২
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি	২৭।৩
শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চক (পদ্য)	২৭।১৫
প্রণামাঞ্জলি (হিন্দি)	২৭।১৬
ক্ষুদ্র পূজা (পদ্য)	২৭।১৬
শ্রীগুরু-প্রশস্তি	২৮।১
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে ভক্তার্ঘ্য (আসামী-ভাষা হইতে অনূদিত)	২৮।২
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (উড়িয়া ভাষায়)	২৮।২
To The Holy feet of My Divine Master. (ইংরেজী ভাষায় গুরু-প্রশস্তি)	২৮।২
গুরু-প্রশস্তি (মালয়লম্ ভাষা হইতে অনূদিত)	২৮।৪
শ্রীল প্রভুপাদের সত্যাভিভাষণ বা শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি	২৮।৫
শ্রীব্যাস-পূজা-মহামহোৎসব	২৮।১১
নিমন্ত্রণ পত্র (শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার বিশেষ অধিবেশন)	২৮।১২
প্রচার-প্রসঙ্গ (প্রাপ্ত)	২৮।১৪, ৩৮।১৬, ৪২।১৪
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব	২৮।১৬
শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য	২৯।১
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা	২৯।১
শিবরাত্রি ব্রত	২৯।২
শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবের আয়ের তালিকা	২৯।১১, ৩৩।১৪
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার ব্যয়ের তালিকা	২৯।১৬
ত্রুটী স্বীকার	২৯।১৬
নির্য্যাণ (নিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী)	২৯।১৬
পূর্ণিমা-প্রশস্তি (পদ্য)	৩০।১
ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিজয়াভ	৩০।২
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে প্রদত্ত কুসুমাঞ্জলি	৩০।১০
চরিতামৃত-শিক্ষা	৩০।১১
নিত্যপ্রকাশ	৩০।১৫
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (পদ্য)	৩১।১
পরিক্রমা, জন্মোৎসব ও অভিষেক-মহামহোৎসব বিবরণ	৩১।২
সত্যের জয় (পদ্য)	৩১।৭
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী	৩১
বিবিধ সংবাদ	
মুদ্রাকর-প্রমাদ ৩১।১৬, ৪২।১৬, ৫৭।ক্রোড়পত্র	৩০।১২
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-প্রসঙ্গে সংকীর্ত্তন	৩২।১
দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান	৩২।২
"ভাই সজিনা"	৩২।১৩

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
প্রেরিত প্রবন্ধ (শ্রীকালীকুমার পোদ্দার)	৩২।১৫, ৩৩।১৪, ৩৪।১৪
প্রচার-প্রসঙ্গ	৩২।১৬, ৩৪।১৬, ৩৪।১৬, ৩৬।১৫, ৩৬।১৬, ৩৯।১৬, ৪১।১৫, ৪৪।১৬, ৪৬।১৫, ৪৮।১৫, ৪৯।১৬
সাধকথা	৩৩।১, ৩৪।১, ৩৫।১, ৩৬।১, ৩৭।১, ৩৮।১, ৩৯।১, ৪০।১, ৪১।১, ৪২।১, ৪৩।১, ৪৪।১, ৪৫।১, ৪৬।১, ৪৭।১, ৪৮।১, ৪৯।১
শ্রীধাম-পরিক্রমার শিক্ষা (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ)	৩৩।২
কুশাঙ্কুর-ঘোষ-ভাস্কর	৩৩।৮, ৩৪।১৩
নিমন্ত্রণ-পত্র (ভাগবত-জনানন্দ মঠ)	৩৩।১৩
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক	৩৪।২, ৩৫।৩, ৪৮।২
শ্রীচৈতন্যলীলা-শিক্ষা	৩৪।৬, ৩৬।২, ৩৭।৭, ৪০।২
মন্তব্য	৩৪।১৬, ৪০।৯, ১৩
সাময়িক-প্রসঙ্গ	৩৪।২, ৪৯।২
বিপ্রলিপ্সায় ধর্ম্মহানি	৩৫।৭
প্রভুপাদের পত্রাবলী	৩৫।১৩
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ('ভগবৎ পূজা' হইতে 'ভক্তপূজার' শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে)	৩৫।১৪
সুখ কি ?	৩৬।৬
বিজ্ঞপ্তি (পদ্য)	৩৬।৮
শুদ্ধভক্তি (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বরিশাল)	৩৬।১১
শ্রীগৌরপদাঙ্কপূতস্থান-তালিকা	৩৬।১৩
শ্রীনিত্যানন্দ-পর্য্যটিত-তীর্থ	৩৬।১৪
প্রাপ্ত পত্র (শ্রীযদুনীশচন্দ্র বিশ্বাস)	৩৬।১৪
বৈষ্ণব—(তীর্থ)	৩৬।১৬, ৩৭।১৫, ৪২।১০, ৪৩।১৪, ৪৪।১৫, ৪৮।১৪
রূপদর্শন	৩৭।২
পারমার্থিক গৌড়	৩৭।১০, ৩৮।৪, ৩৯।৬, ৪০।৪, ৪৩।১৩
দর্শনে ভ্রান্তি	৩৮।২
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অভিষেক-দর্শনে (পদ্য)	৩৮।৮
বালিয়াটীর পত্রের উত্তর	৩৮।১০
কাজিরামি কেন ?	৩৯।২
নিবেদন (পদ্য) (শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাঙ্খ্য বিদ্যাবিনোদ)	৩৯।৮
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন	৩৯।৮
আঁধার ও আলো (শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম, এ।	৩৯।৯
ভাগ্রেদাদি অবস্থা-চতুষ্টয়	৩৯।১১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরুদেবের মধ্যে প্রভেদ, অসদাচারী কুলগুরু দীক্ষামন্ত্র দিতে পারেন কিনা এবং শিক্ষামন্ত্র নামক কোন মন্ত্র আছে কিনা ও সদ্গুরু প্রাপ্তির উপায়)	৩৯।১৪
প্রাপ্ত পত্র (শ্রীযুক্ত নাথ পরামাণিক)	৩৯।১৫
প্রশ্ন-পত্র (মৎস্যাদি ব্যবহার সম্বন্ধে)	৪০।৯
প্রাপ্ত প্রবন্ধ (শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	৪০।১০
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পূর্ব্বাশ্রমস্থ মাতৃ-বিয়োগে অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে)	৪০।১৪, ৪১।১১
সন্তের অপলাপ (শ্রীসতীচরণ শ্রাদ্ধ)	৪১।২
ভক্তবালকের প্রয়াণে (পদ্য)	৪১।৮
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের কটক নগরে শুভ-বিজয় উপলক্ষে ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলী (পদ্য)	৪১।৯
দেবাসুর সংগ্রাম (অধ্যাপক শ্রীহরিদাস সাহা)	৪১।৯
প্রশ্নোত্তর (কামিনী-কাঞ্চনরত বহুজীবের মুখে শুদ্ধনাম বা নামাভাস উচ্চারিত হওয়া সম্ভব কিনা ? ব্যবসায়ী কুলগুরু-ত্যাগে বা তাঁহার অভিসম্পাতে অপরাধ ঘটে কিনা এবং মৃতক পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণে জীবের কল্যাণ হয় কিনা ?)	৪১।১৩, ৪২।১৩
নির্য্যাণ (ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, বোড়াবাগান)	৪১।১৬
পদ্য-নিষ্ঠা-পীঠ	৪২।২
শ্রীনীলাচল মহোৎসবে আহ্বান	৪২।৬
নিমন্ত্রণ পত্র (শ্রীপুরুষোত্তম মঠ)	৪২।৭
প্রেরিত পত্র (শ্রীসরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	৪২।৭
প্রার্থনা (পদ্য)	৪২।৯, ৪৫।১০
মীমাংসা-প্রার্থনা (চিকিৎসার ভাষাপত্রের প্রতিবাদ)	৪৩।২
শাস্ত্রীয় মীমাংসা	৪৩।৪, ৪৪।১৪, ৪৬।৭, ৪৮।৮
আনন্দ সংবাদ	৪৩।৮
শ্রীপুরুষোত্তম মঠের আয়-তালিকা	৪৩।৯

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগুরুবর্গের মঠের ব্যয়-তালিকা	৪৭।১১
প্রাপ্ত পত্র (শ্রীকেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ভাগবতীয় ভাগবতপাঠীর কীর্ত্তি)	৪৭।১৪
আমার দুষ্কৃতি !	৪৮।২
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসবে (পদ্য)	৪৮।৩
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি	৪৪।৭
আমি কোলাই থাকিব !	৪৪।২
সম্পাদকের পত্র (শ্রীচরিদাস গোস্বামীর 'বৈষ্ণব-সংবাদের' প্রতিবাদ)	৪৪।৩
মৎসরতা ভক্তি নহে (ছিতবাদী ও মেদিনীপুর হিতৈষীর অসত্য সংবাদ-প্রচারের প্রতিবাদ)	৪৪।৪
প্রতিবাদ (শ্রীরাসেন্দ্রসুন্দর দেবশর্ম্মা) (রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে)	৪৫।১৪
প্রাপ্ত পত্র (শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়)	৪৫।১৪
পুরীধাম হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার ভাস (ভক্তিবিনোদ-অপ্রকট মহামহোৎসব সম্বন্ধে)	৪৫।১৬
স্তবনীয় তত্ত্বানুসন্ধান (শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রণাভব)	৪৬।২
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহমহোৎসব-উপলক্ষে জয়োল্লাস (পদ্য) (শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন)	৪৬।৬
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (ভোতারাম দাস বাবাজীর পরিচয় ও আউল, বাউলাদি তেরটী ভিন্ন-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্বন্ধে)	৪৬।১১
সম্পাদকীয় (ছিতবাদীর প্রতিবাদ)	৪৭।২
প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
কলাপ-কামনা (শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য)	৪৭।২
(সংকীর্ত্তনাসার-দীক্ষিকা-সম্বন্ধে ছিতবাদীর অমূলক কথা প্রচারের প্রতিবাদ)	
প্রেরিত পত্র (শ্রীনিধিকান্ত দেবশর্ম্মা) (ছিতবাদীর প্রতিবাদ)	৪৭।৭
আলোচকের আলোচনা (সদ্বীক্ষা প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত) (ছিতবাদীর প্রতিবাদ)	৪৭।৯
ন্যাকা-বোকার স্বরূপ	৪৭।১০
প্রতিবাদ পত্র (প্রাপ্ত) (শ্রীহরিনাথ দেবশর্ম্মা) (ছিতবাদীর অমূলক কথার প্রতিবাদ)	৪৭।১৩
ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি ?	৪৮।৪
আত্মগতা (শ্রীনিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এল্,)	৪৮।৬
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ('নগরকীর্ত্তন' —শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ?)	৪৮।১১
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা (পদ্য)	৪৯।৫
শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে আহ্বান	৪৯।৬
নিমন্ত্রণ পত্র (গৌড়ীয় মঠের উৎসব)	৪৯।৮
(সংকীর্ত্তনাসার-দীক্ষিকা ও দীক্ষিতের উপবীতাদি ধারণসম্বন্ধে)	৪৯।৯
প্রাপ্ত প্রবন্ধ (শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাহা)	৪৯।১৫
পরা-বিদ্যার-কুটৈকশরণ (পদ্য) (ঐ)	৪৯।১৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫০।২
বর্ষশেষে নিবেদন	৫০।৩
গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কি ?	৫০।৫
প্রেম (শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম)	৫০।৯
অনধিকার চর্চ্চা (শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী) (ছিতবাদীর প্রতিবাদ)	৫০।১১

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

আগামী ২২শে শ্রাবণ ইং ৭ই আগষ্ট রবিবার হইতে ২৫শে ভাদ্র ইং ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে (১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, পরেশনাথ-মন্দিরের দক্ষিণ) ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে মাসাধিক কাল প্রত্যহ শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, উপনিষৎ, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ প্রভৃতির পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। এতদ্ব্যতীত বহু শুদ্ধ বৈদান্তিক বৈষ্ণব-পণ্ডিত-মণ্ডলী ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে বহু গবেষণাময়ী বক্তৃতা করিবেন। সঙ্গীতাচার্য্যগণের সুললিত মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেব-জন্মোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের-জন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব, ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রকটোৎসব, অনন্ত-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিবসোপলক্ষে বিশেষ বিশেষ অধিবেশন এবং বিশেষ নির্দ্ধারিত দিবসে 'মহানগর-সংকীর্ত্তন' বহির্গত হইবেন। সজ্জনগণ সর্ব্বান্তরে এই মাসাধিকব্যাপী শুদ্ধ-নাম-যজ্ঞে যোগদান করুন্।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম বর্ষ	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩, ১৪ই আগষ্ট, ১৯২৬	১ম সংখ্যা

সার কথা

ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, প্রভুরও প্রভু কে?

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই এক সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫...)

ভক্তের নিকট ভগবান্ কি গুপ্ত?

সূর্য্যবৎ হয়ে থাকে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৯)

গৌরপ্রেম বন্যা কিরূপ?

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবিল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৪-২৬)

প্রভুর কৃপা কি দেশকাল-পাত্রাবদ্ধ?

তাঁ'-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হৈলা।
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহা ভাগবত'।
সঙ্গতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১০-২১২)

সাধুসঙ্গে অপরাধনির্ম্মুক্তি ব্যতীত কি নামোদয় সম্ভব?

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
'কলুষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণ-নাম' লয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৬)

গৌরলীলা কি নিত্য নহে?

অদ্যাপিও চৈতন্য এ' সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৫০৮)

প্রভু-কথিত 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা কি?

সহজ-নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্য-স্থান হয়।
'মাৎসর্য্য-চণ্ডাল' কেনে ইহা বসাইলা।
পরম-পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৫)

মানদ-ধর্ম্মই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে?

অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতে।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৬,২৮-২৯)

মঙ্গলাচরণ

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১।১০-২১)

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেবার বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্টসেবা-সিদ্ধির জন্য গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের নমস্কার ও যশঃকীর্ত্তনাদির দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। আচার্য্যের আচরণের অনুবর্ত্তন করাই অনুগামিগণের কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

সেবা-সাধন-পথ কোটী কণ্টক-রুদ্ধ। যদিও ভক্তিপথই একমাত্র সমীচীন পথ এবং মঙ্গলপ্রদ ও অকুতোভয় (ভাঃ ৬।১।১৭), যদিও ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও,কখনও সে প্রত্যবায়গ্রস্ত বা ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় না (ভাঃ ১১।২।৩৫), তথাপি সেই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সাধনপথে চলিতে চলিতেও আমাদের 'দুর্দ্দৈব' নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত করে। ভক্তি, পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; ইহা নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই একমাত্র ভজনীয়। মৎসর পুরুষগণ,—এমন কি দেবতাগণ কোনও ব্যক্তিকে সেই শ্রেষ্ঠা পদবীতে আরোহণ করিতে দেখিয়া মনে করেন যে, 'এই ব্যক্তি ভক্তি-বলে নিশ্চয়ই আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহাকে বাধা দেওয়া যাউক্'—এইরূপ বিচার করিয়া দেবতাগণও নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথে ঐ সকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অভক্তের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক।

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মাধব, আপনাতে আসক্ত ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিঘ্নসৈন্যগণের সেনাপতির মস্তককে সোপান তুল্য করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। সুতরাং ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশনের জন্য একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। তিনি অনুক্ষণ ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না। তাঁহার কৃপায়ই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সব জানিতে পারি। তাঁহার বাণীই শ্রুতি, তিনি অশ্রৌত কথা বলেন না। তাঁহার কৃপায় মুক ব্যক্তিও [illegible] লাভ করে, তাঁহার কৃপায় জীবের জিহ্বা শুদ্ধা [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। তাঁহার কৃপায় জীব হরিজন-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীহরির 'যশোরত্নভাণ্ডার'। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব) সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্র-বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
মহারত্ন খুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
'যশোরত্ন ভাণ্ডার' শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥
তাঁহার চরিত্র সেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তা'রে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তা'রে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তা'র শুদ্ধা সরস্বতী॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১১ ১৪, ১৮-১৯)

শ্রীগুরু নিত্যানন্দ সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ গৌরসেবায় মগ্ন। তাঁহার সেই চরিত্র শ্রবণকীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পরম সহায় হন; বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহেশ পার্ব্বতী মহাপ্রীত হন। বলদেবের কৃপায় যাবতীয় জড়ত্ব-দৌর্ব্বল্য বা অনর্থ বিদূরিত হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বায় তখন শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-

বাণী নৃত্য করিতে থাকেন। এক গুরুদেবের চরিত্র-স্মরণ-কীর্ত্তনে যুগপৎ 'গুরু', 'বৈষ্ণব' ও 'ভগবান্' তিনেরই স্মরণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মহত্ত্ব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু, তিনে—এক, একে তিন—স্বরূপের অচিন্ত্য- ভেদাভেদ-লীলা।

গুরু স্মরণ নিষ্কপট হইলেই আমাদের 'বিঘ্নবিনাশ' ও "অভীষ্টপূরণ" হইতে পারে। কপটতাপূর্ব্বক গুরুর স্মরণের ছল বা গুরুক্রবের স্মরণে বিঘ্নেরই আবাহন করা হয়। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। বহির্মুখ জগৎ দুঃসঙ্গে ভরা; এই জন্যই করুণাময় ভগবান্ তাঁহার কোনও প্রিয়তম নিজ-জনকে সাধুশ্রেষ্ঠ মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন। চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে যে সকল দুঃসঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়াছে, মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে যে সকল অসৎসঙ্গ মনোমুগ্ধকর বিবিধ রচনা করিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, সঙ্গের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সমর্থ। সেই অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগুরুদেব প্রাণী-রাজ নর বা নরোত্তমরূপে আমাদের দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, যদি আমরা তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি ও তাঁহার প্রতি অসূয়া অর্থাৎ প্রাকৃত-জড়তা-বশতঃ মৎসর হইয়া তাঁহাকে নিজের ন্যায় শাসনযোগ্য মনে করি এবং তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে আমার শাস্তা এবং একমাত্র সেব্য মনে না করি, তাহা হইলে কোটীজন্মেও আমাদের 'বিঘ্ন-বিনাশ' বা "অভীষ্ট-পূরণ" হইবে না। অধিচ প্রবল বিঘ্ন-স্রোত আমাদিগকে উত্তালতরঙ্গ ও নক্রমকরাদি সঙ্কুল অসদ্ভিলাষ-সাগরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তথায় 'হাবু ডুবু' খাওয়াইবে।

জগতে আমার ন্যায় শতকরা কিংবিধ্যুন শতজনের কেন-ই বা বিঘ্ন-বিনাশ ও 'অভীষ্টপূরণ' হয় না? ইহার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা আমাদের জীবন-গ্রন্থ খুলিবার প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করিতে ভুলিয়া যাই অথবা 'অমঙ্গলাচরণকেই' 'মঙ্গলাচরণ' বলিয়া ভাবি। ভগবদভিন্নবস্তু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য অসূয়াবৃত্তি বিদূরিত হয় না। তাই, আমরা তাঁহার চরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। বেদবাক্য, ভাগবত-বাক্য, গীতা-বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও ভগবানে ভোগ-বুদ্ধি, শিলা, পাথর, কাঠ, মাটী বুদ্ধি করিয়া থাকি।

লঘুকে বা গুরুক্রবকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনা করিয়া নিলেও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যথা—

"যেনাস্য যো ভবেৎ বাপি যো গৃহীয়াদবীক্ষয়া।
হরিম্ গুরুং সমিশ্বেতু সেবতাসাপ আপতেৎ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৫

অর্থাৎ স্নেহ-বশতঃ বা লোভবশতঃ যে 'গুরু' দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই সেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

"যো বক্তি ভ্রান্ত-রহিতমজ্ঞানেন শৃণোতি বা।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

কঃ তঃ বিঃ ১।৬২

যিনি (আচার্য্যরূপে) অন্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধিনী কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি (শিষ্যরূপে) অজ্ঞান-ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয়কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করেন।

অতএব আমরা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মত্ত, অহৈতুক, পরদুঃখ-দুঃখী, আদর্শ শ্রীগুরুদেবের শরণগ্রহণের জন্য যেন আজ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ও ব্যাকুল হইতে পারি।

গুরুর সেবকগণ—বৈষ্ণব, ভগবৎ-সেবকগণ—বৈষ্ণব। তাঁহাদের চরণে যেন নিষ্কপটে নিবেদন করিতে পারি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া-পদ-ছায়া, মোরেহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥
* * *
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমিত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলি',
হাই তব পাছে পাছে॥"

অথবা "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস"—সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, তখন যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষী তাঁহাদিগকেও দূর হইতে বন্দনা করিয়া বলি,—"হে

স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাসগণ ! আপনারা বিরক্ত হইয়া আমাদের সেবাপথে যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা সেই সকল বিঘ্নকেই আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্রের সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের অভীষ্ট পূরণ করিব।।'

সর্ব্বশেষে আমরা অধয়জ্ঞান-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করি। তিনি রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্রলম্ভাবতার। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান-ই যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম, ইহা শ্রীগৌর-পাদ-পদ্মে শরণ-গ্রহণ ব্যতীত উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীগৌরপদাশ্রিত জনে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই—কৃষ্ণভজন। অত্যন্ত সেবাসৌভাগ্যে মগ্ন থাকিয়াও প্রেমাতিশয্য-হেতু তদ্বিষয়ে অতৃপ্তিই "অভীষ্টপূরণ" ; পরন্তু সম্ভোগ গৌরদাসানুদাসগণের নিকট "অভীষ্টপূরণ" নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরে কোনও সৌভাগ্যবান্ জীবের যাদৃশী ভক্তি-লাভ হয়, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধাপদাম্বুজের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণের ভাষায় "মঙ্গলাচরণ" করিতেছি—

"ভক্তিপ্রেম-মহার্ঘরত্ননিকর-ত্যাগেন সম্ভোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তনমাত্তিভিস্তুতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিহূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাক্ষরৈঃ
শ্রীমন্নাসি-শিরোদশিখিরিজয়তাং চৈতন্যরূপপ্রভুঃ ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের সেবনস্বরূপ শ্রীল রূপ প্রভুর 'বিদগ্ধ-মাধবে'র মঙ্গলাচরণের ভাষাও মস্তকে ধারণ করিয়া লইতেছি—

"সনন্দাৎ সন্ত্রাসোদ্গম-বিবশসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাংহরতু হরি-লীলা-শিখরিণী।"

গৌড়ীয়ের হরি-লীলা-শিখরিণী ত্রিতাপোৎপাদক বিষয়-সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসংতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন।

"গৌড়ীয়ের" প্রতি

জয় "শ্রীগৌড়ীয়", বচন অমিয়,
রচন মাধুরী সার।
সরল গরলে, পরম হরষে,
বহহ চারিটী ধার॥
শুনি' তব বোল, যত গণ্ডগোল,
বাদবিসম্বাদ শত।
উহে হ'ল রণে, অহি-গরুড়নে,
তেক-কোলাহল মত॥
নাশিয়া তিমির, বেদতি মিহির,
বিতরে বিমল কর।
তুমিও তেমন গভীর-গগন
উজলি' অজ্ঞান হর॥
বেদার্থে নির্ম্মল, কদর্থ গরল
মাখায়ে পুতনাগণ।
ভুবন ভিতরে, করিল যখন পণ॥
তুমি সে বিষয়ে উদয় হইয়া ক্ষণে।
শুদ্ধ ভক্তিনাদ- নাশিলে নির্ভয় মনে॥
শ্রৌতবাণি-সার শ্রীমুখে তোমার
বহে কি অমিয়-পূর।
সরল সুজনে, সদা সে বচনে
পিয়ে সুধা সুমধুর॥
কিন্তু মায়াজ্বরে জ্বর যে অন্তরে,
তা'রে না পরশ কর'।
বিমুখ মোহনে উন্মুখ পালনে
বিপুল বিক্রম ধর'॥
তোমার স্বরূপ অতি অপরূপ
রূপ রঘুনাথ জানে।
শ্রীজীবানুগত গৌরপদ-রত
সজ্জন সদাই মানে॥
শ্রুতি-স্মৃতি-সার পুরাণাদি আর
পঞ্চরাত্র সুবিধান।
ভাগবত মত অনুভব গত
সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণ॥
তুমি গুরুজন, পরমার্থ ধন,
তুমি সে আমার বাণী।

নহ তুমি অন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দ শক্তি-মানি ॥
কৃপা কর' যা'রে প্রেমের পাথারে
ডুবায়ে তাহারে ছাড়'।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে— স্মরণ-বন্দনে,
ঝটিনাটি সব কাড়'॥
শুদ্ধ-গৌরহরি প্রভু-গিরিধারী
গান্ধর্ব্বিকা-পদ-প্রিয়।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল, ভূমি-আখণ্ডল
নমি তোমা' "শ্রীগৌড়ীয়"।
গলায় বসন, দিয়া নিবেদন,
মনম-বেদন কই।
পরমার্থ-প্রিয় তুমি হে "গৌড়ীয়"
তব প্রিয়-প্রিয় হই যেন জনে।
শ্রীসেবেন্দ্রনাথ সেন বিভূষণ

নগর-সংকীর্ত্তন

বহুলোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য ও নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্‌গুণগান পূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নাম-প্রচারই—"নগর-কীর্ত্তন"। ভগবান্—এক অদ্বিতীয় বস্তু। বেদ বলেন, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—তিনি এক অদ্বয়বস্তু, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীব-প্রভু, সুতরাং তিনি সকলেরই এক—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥
* * *
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৭৬-৭৭)

মুসলমান-শাস্ত্রেও "কালমায়ে শাহাদাত" (সাক্ষ্য-মন্ত্র) বলেন,—'খোদা' ভিন্ন আর কেহ-ই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আর শরীক্ নাই। হজরত মহাম্মদও 'খোদা' নহেন, তিনি 'খোদাতায়ালা'র 'বান্দা' (সেবক) ও তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

তাঁহাদের "কালমায়ে তাম্‌জীদ" (গুণপ্রকাশকবাক্য) বলেন,—"সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালারই জন্য ইত্যাদি।" তসাহ্ হুদ বলেন,—"সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা, দৈহিক আরাধনা ও আর্থিক উপাসনা খোদাতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এমতাবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয়—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আমারও কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য, প্রভু, ভোক্তা বা "খোদা" এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস, সেবক বা 'বন্দা', সেই স্থানে কখনও পরস্পরের মধ্যে ঐক্যতানের অভাব হইতে পারে না। জাগতিক জীব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই 'নিত্যদাস' বা 'বন্দা' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধরূপে 'প্রভু' বা 'খোদা' সাজিতে অগ্রসর হয়। এইরূপ ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে বহু প্রভু ও বহু ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে প্রভু বা ভোক্তার সংখ্যা অনেক, সেইখানেই সংঘর্ষ; আর যেখানে প্রভু, ভোক্তা বা খোদা একজন, আর বাদবাকী সকলই তাঁহার দাস—সেবক বা 'বন্দা', সেখানে সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও চিত্তের গতি একপ্রকার। সকলেই এক প্রভুর সন্তান—পারমার্থিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট।

"পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।"

—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অদ্বিতীয়বস্তু ভগবান্ পরমার্থতঃ সকলেরই এক। বাহ্য মতভেদ বা বিবাদে প্রকৃতবস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের (Subjective existence) পরিবর্ত্তন হয় না। কেহ যদি পৃথিবীকে চতুষ্কোণ, কেহ বা ত্রিকোণ বা গোলাকার বলিয়া পরস্পর অনন্তকাল ধরিয়াও বিবাদ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীর যাহা প্রকৃত আকার, তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে পশ্চিমদিক, কেহ বা দক্ষিণদিক, কেহ বা উত্তর দিক, আবার কেহ বা পূর্ব্বদিক বলিয়া

নির্ণয় করেন, এইরূপ পরস্পর বহির্ভেদহেতু যথা কখনও তাঁহারা নিজ ঈপ্সিতস্থল পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যেখানে আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দাস বা 'বন্দা', সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যও এক হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যাহাতে সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিত্য-সেবক বা 'বন্দা' অভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ কোরাণ—সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা হয়। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ত' কথাই নাই, ইসলাম শাস্ত্রেও বহুস্থানে 'খোদাতায়ালা'র যশঃকীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। আমরা উপরে 'তালাচ্ছুহুরে' যে অনুবাদ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও দেখা যায় যে, সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা 'খোদাতায়ালা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সাংগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আমরা শ্রুতিশাস্ত্রে 'উদ্গান' 'উদ্গাথা' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। কলিসন্তরণোপনিষৎ কলিকালে একমাত্র নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদবিস্তার-শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কলি যুগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'জপ' হইতে 'উচ্চকীর্ত্তন' শ্রেষ্ঠ।—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥"

—শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্য

উচ্চকীর্ত্তনদ্বারা প্রকারান্তরে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গললাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগর-কীর্ত্তনাদি দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও সেই ধ্বনি সঙ্কুচিত-চেতন পশুপক্ষী বা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতাদির সৌভাগ্য উদয় করায় না, কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম-লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। রাঢ়িদেশের পথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
রাঢ়িদেশে যাঁহা তাঁহা কাহে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪৫-৪৬

গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপার 'তৌর্য্যত্রিক' নামে অভিহিত। এই তৌর্য্যত্রিক বাদ্য যা কামজ দশবিধ দোষের অন্যতম। কিন্তু ইহাই আবার ভগবৎ-প্রীতির জন্য সাধিত হইলে ভক্তাঙ্গ মধ্যে গণিত হয়। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাই—'কাম' আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাই—'প্রেম'। ভগবৎ-প্রীতির জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির আধিক্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮।১১০ সংখ্যার নারদীয় বাক্যে এইরূপ লিখিত আছে—

"[illegible] নৃত্যক নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
[illegible] কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ॥"

—শ্রীহরির উদ্দেশে নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণ-গণের নিত্যক্রিয়ার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশে নৃত্যগীত না করেন,—"জিহ্বা কিং ন ভবেদ্ভেকী গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না? সুতরাং হরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষ অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

এই ত' গেল সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেই বা কি দেখিতে পাই, তাহাও বিচার করা যাউক্। আজ চারিশত বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান-শাসনের অধীন ছিল। নবদ্বীপে তখন কোতোয়ার কাজীর শাসন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনানুসারে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনা কাজিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ইঁহারা সুবাবাঙ্গালার সুবাদারের অধীন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করেন, তখন সেখানকার কোতোয়ার ছিলেন—মৌলানা সেরাজুদ্দিন অপর নাম চাঁদকাজি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরের সকল লোককেই সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে—

"মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩)

—নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইল। মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির নিকট আসিয়া নিবেদন জানাইলেন। সন্ধ্যাকালে কাজি ক্রুদ্ধ হইয়া এক নাগরিকের ঘরে আসিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন,—

"কেহ কীর্ত্তন না করিও সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তা'র জাতি যে লইমু॥"

নগরিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের কীর্ত্তন-বাধার কথা [illegible] করিলে এবং তাঁহারা [illegible] কীর্ত্তন করিতে [illegible] না জানাইলে, মহাপ্রভু নগরিয়াগণকে বলিলেন—

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দিউটী সবে জ্বাল' ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজি আসি' মোরে মানা করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া সন্ধ্যাকালে নগর সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিন সম্প্রদায় রচনা করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক হইলেন ঠাকুর হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই। এইরূপে তিন সম্প্রদায়ে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি নিজগৃহে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কাজির গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিয়া লোক দ্বারা কাজিকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কাজি ও মহাপ্রভুর মিলন হইল। কাজি মহাপ্রভুকে সম্মান করিলেন, মহাপ্রভুও কাজিকে সম্মান করিয়া বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার গৃহের অভ্যাগত; কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিয়াছ, তোমার এ কিরূপ ধর্ম্ম?" কাজিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাকে শান্ত করিবার জন্যই আমি লুকাইয়া ছিলাম। আপনি শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিলাম। আমার পরমভাগ্য যে আজ আমি আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়াছি। গ্রামসম্বন্ধে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার 'চাচা' (খুল্লতাত) ও আপনার 'নানা' (মাতামহ) হন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আপনি আমার 'ভাগিনা'। ভাগিনার দোষ 'মামা' অবশ্যই সহ্য করেন, আর মাতুলের অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" এইরূপ উত্তরের মধ্যে গূঢ়ার্থসূচক অনেক কথা হইল অর্থাৎ চাঁদকাজি কৃষ্ণলীলায় কংস বা দেবকী-নন্দনের মাতুল ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজির মধ্যে ইসলাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং কাজিও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য সুসত্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কাজি মহাপ্রভুকে একদিনের ঘটনা এইরূপ জানাইলেন—

• • •
পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল।
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দু শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহাতত্ত্ব জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জ্জন॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে "পাষণ্ডীহিন্দু"গণ—যাঁহারা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি পূজায় সারারাত্র জাগিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি

করিতেন এবং উহাকেই 'হিন্দুর ধর্ম্ম' মনে করিতেন, তাঁহারাও নিমাই পণ্ডিতের নগর সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমপ্রদ-বিগ্রহ গৌরহরির এমনই বদান্যতা যে, কাজী প্রতিকূল হইয়াও পরে অনুকূল হইলেন। নিমাঞির বিরুদ্ধে হিন্দুগণ অভিযোগ করিলে, কাজি উল্টা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গৌরহরির কৃপায় কাজীর মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজি নিমাঞির নিকট বর চাহিয়াছিলেন,—

"এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি"। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু আমার কাজিকে আত্মীয় বোধে বলিয়াছিলেন,—

• • • এক দান মাগিয়ে তোমার।
সংকীর্ত্তন যান যৈছে নহে নদীয়ায়॥"

পাঠকগণ! কাজীর উত্তর শ্রবণ করুন্—শুধু উত্তর নয়—প্রতিজ্ঞা।—

'কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

এখনও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে চাঁদকাজীর সমাধি পরমসম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। আজিও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আজও কাজীর কবরের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা কাজির সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীকাজীর সমাধি পরিক্রমা করেন।

অতএব যে স্থানে আমরা পরমপালক অন্তঃ-জ্ঞান-ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সে স্থানে কাহারও মধ্যে অপ্রীতির কথা থাকিতে পারে না।

মহামান্যা সদাশয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য এক অদ্বয়জ্ঞান ভজনীয় বস্তুরই আরাধনা হয়, তাহা হইলে একজনের আরাধনার প্রকার ভেদে আর একজনের আরাধনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। রাজাধি-সংযোগে 'নগরসংকীর্ত্তন' সনাতন ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। আমরা জানি যে, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভা"র নগর সংকীর্ত্তন প্রচারকালে বহু সম্মানিত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয়গণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সহিত নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছেন। বিভিন্নপরিচ্ছদে পরিচিত ভ্রাতৃগণ আমাদের গৌড়ীয় ও ভাগবতের গ্রাহক আছেন। আত্মধর্ম্মের রাজ্য প্রীতির রাজ্য, সে স্থানে বিবাদ নাই। যেখানে স্বার্থ সেখানেই বিবাদ। অতএব আমাদের বিদ্বেষের ধর্ম্ম বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

—:০:—

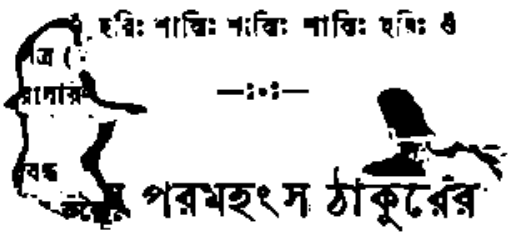

পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীধাম, মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১, শুক্রবার—সন্ধ্যা

ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয়-বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ আছে। সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদ-বুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ-বাদী হয়, কখনও বা ভোগিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে। সেবাবিস্মৃত-জীবই কখনও 'বাউলে', 'কর্ত্তাভজা', 'সহজিয়া', 'গৌরনাগরী' অভিমান করিয়া নিজকে 'কৃষ্ণ, ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' ভজনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করে, কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই সেবা চাহিয়া বসে, পক্ষান্তরে 'গৌরনাগরী'র আবরণে গৌরাঙ্গকে ভোগ করিবার বুদ্ধি করে; আবার কোনও সেবাবিস্মৃত জীব (অদেব) বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, "আমি সৃষ্টি রক্ষা না করিলে, কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার

সৃষ্টি রক্ষা হইবে"—এইরূপ বিচার আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। কোন সময়ে বা পতি-লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ায়, কখনও গোদান, ঘোড়াদান করিয়া থাকে, কখনও বা তীর্থ [illegible] করে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাচরণ করে, কখনও আবার পতঞ্জলীর আশ্রয়গ্রহণ করে, নিজকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া 'মুক্ত' হইবার জন্য ধ্যান ধারণা করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত কাম-দেবের কামপূর্ত্তিরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত আমরা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা লোকবঞ্চনা করিবার জন্য "আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম ভক্ত"—এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক-[illegible] বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপটতা-[illegible]কে 'ভগবান' [illegible] চাই।

সাধু বলেন,—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুরূপ [illegible] ভাবের মনোমুগ্ধকর বেশে লুব্ধ হইয়া উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য 'পচা-পতি'র জন্য আমাদের গঙ্গা-সাগরে স্নান বৃথা।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে—যদি এমন সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। মর্কটবৈরাগী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে 'সখী' সাজাইয়া আত্ম-বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করে, কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র-ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন। পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

হে নিষ্কিঞ্চনাকাঙ্ক্ষি ভদ্রবরোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন। স্ত্রী-পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর হাতে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা যে প্রকার সেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সতত যুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী-চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন।

ভবানী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রম্ভা, তিলোত্তমা, সরস্বতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার,—"আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য।" কিন্তু হরি-সেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে,—শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্য-পতি-সেবা।

যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই 'বদ্ধতা' বা 'অবিবিক্তমুক্ততা'।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
• • •
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের স্বামী সেই মাধব॥
• • •
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিলে গৌরব।

কড়ু ঠাকুর নশ্বরপত্নীতে পত্নী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমার জন্য এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃতবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কান্দর্পে নিহিতা কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত ভোগ-অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন।

কৃষ্ণকে ভোগ করিবে, কি দুরাশা! ভোক্তা কৃষ্ণ ত' ভোগের বস্তু নন। তিনি ত' 'গৌরাঙ্গ নাগর' নন, যে

তাঁহাকে নাগর ছলনায় কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। জীবের ঐরূপ দুর্বুদ্ধি হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। সোমগিরি গুরুরূপে উদিত হইয়া সিদ্ধনমিশ্রের বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া দিলেন; মিশ্রের নাম হইল 'বিল্বমঙ্গল'।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় কনক-ত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে 'ঘোষা বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মবস্তুতীয় কনক। চিন্ময়-কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূলবস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা বঞ্চকবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি?

সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কুটিনাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্তপুরুষ যথাযথরূপে দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

জয়দেবের রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ বা অষ্টপদী বিদ্যা শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীল রায়ের নাটকগীতি, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী তখন আপনারা পাঠ করিতে পারিবেন,—তখনই ঐসকল কথায় আপনাদের অধিকার জন্মিবে, যখন বাহ্যজগতের ভোগ-প্রধান চিন্তাস্রোত হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। ঐ সৌভাগ্যভাণ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপটে সেবোন্মুখ হইলে, পাঁচপ্রকারের কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগতরূপে আপনাদের স্ব স্ব অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না। কৃষ্ণ 'ভক্ত' একমাত্র রাধারাণীর বশ্য। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকারলাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যকিঙ্করীবিশিষ্ট রাধারাণীর পাদদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন্। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

পারমার্থিক-গৌড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"গৌড়" শব্দের উৎপত্তি

'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গৌড়' শব্দটী বহু প্রাচীন। 'গৌড়' শব্দের প্রয়োগ আমরা [illegible] পাণিনিসূত্র মধ্যেও দেখিতে পাই। মহর্ষি [illegible] পাণিনি ৬।৩।১০০ সূত্রে 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অরিষ্টগৌড় পূর্ব্বে চ"

'পূরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিলেন।

বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে এই 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য হইতে জানা যায় যে, 'গৌড়', 'পৌণ্ড্র', 'বঙ্গ', ও 'বর্দ্ধমান' স্বতন্ত্র প্রদেশ। কেহ কেহ বলেন, বরাহমিহির খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক মধ্যে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"

অর্থাৎ অত্যুত্তম গৌড় প্রদেশের অন্তর্গতই নিরুপমা রাঢ়াপুরী বা রাঢ়দেশ। অতএব কৃষ্ণমিশ্রের উক্তিমতে রাঢ়দেশও গৌড়প্রদেশেরই অন্তর্গত। আবার কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তীপুত্র মহাতেজা বৃহদশ্ব গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা:—

"শ্রাবস্তীশ্চ মহাতেজা বৃহদশ্বস্ত ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

এই শ্রাবস্তীপুরীর বর্ত্তমান নাম সেট্ মেহেট্। অযোধ্যা প্রদেশের বড়হরচ ও গোণ্ডা জেলা যেখানে রাপ্তীনদী স্রোতস্বিনীর দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে রাপ্তী নদীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন শ্রাবস্তীপুরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির Journal (1892)এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত 'গৌড়' নামে একটী প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়; এখানে একটী প্রাচীন একটী সূর্য্যদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ পাঠকালে আমরা 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ অনেকেই দেখিতে পাইয়াছি, যথা—

"অস্তি গৌড়-বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী"। প্রাচীন কৌশাম্বী নগরী বর্ত্তমানে 'কোশাম্ ইনাম্' ও 'কোশাম্ খিরাজ' নামে দুইটী গণ্ডগ্রামে পরিণত। উহা প্রয়াগ হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, হিতোপদেশ রচনাকা[illegible] গৌড়-জনপদস্থ কৌশাম্বীনগরী প্রয়াগের পশ্চিম প্রদেশ[illegible] তীর-বর্ত্তী স্থান বিশেষ। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ [illegible]রাজ গো[illegible] ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ [illegible] পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বঙ্গরাজকে পরাজয় করিয়া 'গৌড়' অধিকার করেন।

মালবরাজ্যের কিয়দংশ যে এককালে 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত, তাহা নয়চন্দ্রসূরীর হম্মীর কাব্যে মালব-রাজ উৎপাদিত্যকে 'গৌড়েশ' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিবার কথা হইতে জানিতে পারা যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খান্দেশ ও উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গতী একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশকে 'গোণ্ডোয়ানা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 'চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রায় সার' নামক গ্রন্থের মহোবাখণ্ডে এই প্রদেশের অধিকাংশই 'গৌড়' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাহেব বলেন, বেতুল, ছিন্দোয়াড়া, সিওনী ও মণ্ডলা—এই চারিটী জেলা লইয়া প্রাচীন 'গৌড়প্রদেশ' অবস্থিত ছিল। 'রাজতরঙ্গিনী' পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বসাগরের নিকট কাশ্মীররাজ 'ললিতাদিত্য' 'গৌড়েমণ্ডল' দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎপরে জয়াদিত্য গৌড়ের রাজধানী গৌণ্ডবর্দ্ধন নামক নগরে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৪।১৪৭-১৪৯ ও ৪।৪২০-৪২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতে পারে যে, বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-সীমা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান 'গৌড়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এই গৌড় দেশ ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণবর্গের অধিকারকালে বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। এই আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে 'পঞ্চগৌড়' দেশের উল্লেখ স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধাচৈব পঞ্চগৌড়া প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরবাসী, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়—এই পঞ্চস্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ 'পঞ্চগৌড়' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইহা হইতে বুঝা যায় 'গৌড়' নামক প্রদেশ একটীমাত্র ছিল না, পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ বর্ত্তমান ছিল। এই পাঁচটী গৌড়াখ্য জনপদের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরস্থ কুরুক্ষেত্র একটী, প্রয়াগ ও কান্যকুব্জের অন্তর্গতী একটী, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডোয়ানার মধ্যে একটী, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী—সর্ব্বসাকল্যে এই পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ ছিল। এই পঞ্চ গৌড়াধিবাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একসময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি বুঝাইতে হইলে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই উহা লক্ষিত হইতে পারিত। কবি কঙ্কণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী-মঙ্গলে সম্রাট্ আকবরকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

'পঞ্চগৌড়' নামে দেশ পৃথিবীর সার।
'একাক্ষর' নামে রাজা অর্জ্জুনাবতার॥

পরবর্ত্তিকালেও এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত।

পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়-রাজাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে বঙ্গপ্রমুখ গৌড়দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন।

সেন-বংশীয় প্রথম নরপতি বিজয় সেন গৌড়ের অধীশ্বর হন। তদ্বংশীয় নৃপতিগণও 'গৌড়েশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তৎকালে 'গৌড়দেশ'

নামক জনপদ থাকিলেও 'গৌড়' নামে কোন নগর ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল। গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়রাজগণ গৌড়বর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগরে বাস করিতেন।

গৌড়াধিপতি বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন। ইনি ভাগীরথীর তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন আবার ঐ নগরের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। বালদহ জেলার অন্তর্গত গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে সেই প্রাচীন গৌড়নগর এখনও অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন কিছুকাল পরে নবদ্বীপে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় নৃপতিগণ সাম্রাজ্য-সিংহাসন শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আনিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে 'গৌড়-ভূমি' বলা হয়। হরিমিশ্রের প্রাচীন কারিকায় বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশবসেন যবন ভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কেশবসেনের রাজত্ব-কালেই বোধ হয় বক্তিয়ার খিলিজী গৌড় অধিকার করেন।

মুসলমান রাজগণের অধিকৃত গৌড়নগর হইতে অধিকাংশ হিন্দু-কীর্ত্তিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমানদের অধিকার কালেও বঙ্গের রাজধানী নগর অপেক্ষা শ্রীসমৃদ্ধিতে গৌড় নগরই বিশেষ অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর কলহে বিশেষ সমৃদ্ধ গৌড়নগর ক্রমে ক্রমে শ্রীহীন ও জনতা শূন্য হইতে লাগিল। এখনও প্রাচীন-গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে একদিন গৌড়নগর যে শ্রী ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরে তদীয় অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপসনাতন প্রভুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন—

"ঐছে চলি, আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥"

তখন হুসেন সাহা বাদশাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শ্রীল রূপসনাতন তখন উক্ত যবন-রাজ-প্রদত্ত 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহের মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত হুসেন সাহ বাদশাহকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গৌড়াধীশ' ও 'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

গৌড়াধীশ যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

অন্যত্র এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥

• • •

[illegible]তন কহে, তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
[illegible]নি
[illegible]বা—
শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ধ[illegible]

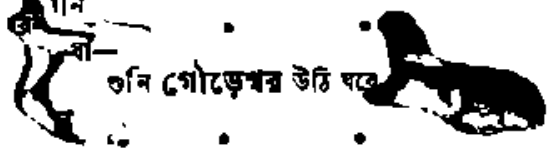

• • •

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ।

অন্যত্র—

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।

চৈঃ চঃ মধ্য [illegible]

এই স্থানে যেমন 'গৌড়' শব্দে প্রাচীন গৌড়নগর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার অন্যত্র 'গৌড়' বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশ লক্ষিত হইতে দেখা যায়। যথা—

গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল॥

• • •

গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।

• • •

গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে।
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে॥

• • •

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম।

• • •

আর যত ভক্তগণ গৌড়-দেশ-বাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি'॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ম।

গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়।

চৈঃ চঃ আদি ১।৮৫

• • •

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪২

• • •

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১১৬

• • •

এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি [illegible]॥

চৈঃ [illegible] ১।৩৭

[illegible] দিনে।

[illegible] গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন।

চৈঃ অন্ত্য ২।১৭

• • •

তাহাতে দেখিতে চাহিলে পূর্ব্ব গৌড়দেশ।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।২০

• • •

সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৩

• • •

যেন কালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৫৭

• • •

গৌড়দেশে যাইতে হবে তাঁকে আজ্ঞা দিল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৬৫

'গৌড়দেশ' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দৃষ্ট হয়—মধ্য ১৯।২৩৮, ২৫।২৪৮; অন্ত্য ২।৮, ১২।৭, ১৩।৩২, ১৬।৯, ৩৮, ৭৭ এবং 'গৌড়' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে দৃষ্ট হয়—আদি ১।১০২, ১১।১৪; মধ্য ১।১৩১, ১৪৮, ১৬৮, ২১২, ১৭।১৬, ৫২, ২০।৩; অন্ত্য ১।১৩, ৩৭, ৯৩, ২১৪, ২২১; ২।১৫, ৪০, ৪৪; ৩।১৮৯, ৪।৩, ২৬, ১০৫, ২১৪, ২১৫, ২৩২; ৯।১৭৮, ২৪৮; ৭।৪৭, ৫৪, ১০।৫, ১০৭; ১২।৬২, ১০৭, ১৭০, ১৭৮।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়া' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে 'গৌড়ীয়া' শব্দটীর উল্লেখ আছে—আদি ১।১৯, মধ্য ১২। ১২৭, ১৮।১৬৬, ১৭২, ১৭৫; ২০।৮৪, ২৫।১৯৯, অন্ত্য ১।৫৮, ৬।২৪১, ১০।৪৯, ৪৮; ১৩।৩৫, ৭৫; ২০।১৪৩।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে 'গৌড়ীয়ার নাথ' (অন্ত্য ২০।১৪৩), 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' (অন্ত্য ১০।৪৬) ও গৌড়ভক্ত' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। আমরা পর পর পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' পরিচয় বর্ণনকালে এই সকল কথা আরও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও 'গৌড়' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক যেন আছে।"

চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১০

• • •

কেহ বলে, বিপ্ররাজা হইবেক গৌড়ে।

চৈঃ ভাঃ আদি ১২।২৬৮

• • •

গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী আদি করি'।
ওড়িয়াট, বিজয়নগর, কাঞ্চিপুরী॥
হেরম্ব, তৈলঙ্গ, ওড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৬১, ১৬২।

• • •

শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিলা গৌড়-ক্ষিতি॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১।৯১

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীচৈঃ। মুকুন্দ! যদি গতে মতি শ্রীপাদ-নিত্যানন্দেন ক গতঃ।

বহু। গৌড়ে।

(৮ম অঙ্ক)

* * *

সার্ব্বভৌমঃ। ওদ্রদেশীয়ে গৌড়ীয়া এবৈতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য শিষ্য-পার্ষদাঃ। (৮ম অঙ্কঃ)

'সঙ্গীত-মাধব-নাটকে' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃব্যভ্রাতা শ্রীসন্তোষ দত্ত মহাশয়কে 'গৌড়াধিরাজ মহাবাত্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায়—

"গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজ ভূমে বাস।"—

—বাক্যটী এখনও গৌড়দেশবাসীর ও সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কর্ণে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালের "ভক্তিরত্নাকর" "নরোত্তম বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, 'ওড়' শব্দ হইতে 'গৌড়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'ওড়' শব্দ 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'গৌড়' শব্দ সাধিত হয়; পূর্ব্বকালে 'ওড়' হইতে একপ্রকার আসব অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত হইত। শুনা যায়, সোমপানের ন্যায় গৌড়-সুরাসব-পান-প্রথা গৌড়দেশবাসীর নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার 'গৌড়' নামে একটী দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে তাঁহার শাসিত রাজ্যের 'গৌড়' আখ্যা হইয়াছে।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু সাম্প্রকারিকা-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতার 'গৌড়পাদ' ও 'মায়াবাদ'-শত-দূষণী' বা "তত্ত্বমুক্তাবলী' গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমদ্বিদ্যাচার্য্যের অপর নাম "গৌড়পূর্ণানন্দ।"

ভক্তিমতী-রমণী

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

"স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রীই হউক্, বৈশ্যই হউক্ অথবা শূদ্রই হউক্, সকলেই পরাগতি লাভ করে। স্বরূপ-দর্শনে বাহ্য স্থূল-লিঙ্গদেহ-দর্শন নাই, সকলেই ভগবানের নিত্য দাস। বিরূপদর্শন হইতেই 'স্ত্রী' 'যোষিৎ' প্রভৃতি দর্শন ও ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। বস্তুতঃ একমাত্র ভগবান্‌ই ভোক্তা আর সকলই তাঁহার ভোগ্যবস্তু। কোনও বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব।"

কামিনী কাঞ্চন জীবের ভোগ্যবস্তু নহে। জগতের যাবতীয় কাঞ্চন শ্রীহরির সেবোপকরণরূপেই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত; কারণ লক্ষ্মীপতি নারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। জগতের কোন রমণী মানুষের ভোগের বস্তু নহে; এক-মাত্র নরই সকলের ভোক্তা। যে সৌভাগ্যবতী রমণীর এইরূপ [illegible] উদয় হইয়াছে, তিনিই ধন্যা ও কৃতার্থা। [illegible] কামবোধকা অধিক [illegible] সেবা ব্যতীত [illegible] ও নশ্বর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। আমরা এইরূপ পরমপূজনীয়া ঐকৈকপ্রাণা বৈষ্ণবীশক্তিগণের চরিত্র গৌড়ীয়স্তম্ভে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। অধুনা শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের একটী ভক্তিমতী রমণীর চরিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুরথাংশে জাত শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আলবারের স্বহস্ত-রচিত তুলসী-কাননে এক অমানুষীরূপ-লাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। ইঁহার নাম ছিল অণ্ডাল। ইনি অতি মিষ্টভাষিণী ছিলেন বলিয়া ইহার আরও একটি নাম হইয়াছিল—গোদা। 'গাং মনোহরাং বাচাং দদাতি ইতি গোদা'। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তির অন্যতমা ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও নীলা বা নীলা—এই শক্তিত্রয় ত্রিমূর্ত্তিতে সতত শ্রীবিষ্ণুসেবারতা। তৃতীয়া নীলাই দুর্গা; ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী। তাঁহারই অংশে এই কন্যার আবির্ভাব। ইনি অতি শৈশব হইতেই বালোচিত ক্রীড়া ও ক্রিয়াকলাপে কেবল কৃষ্ণা-সক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ইঁহার পিতা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের একজন পূজ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত পুষ্প-তুলসী-কাননে প্রত্যহ পত্র-পুষ্প চয়ন ও তদ্দ্বারা মাল্যাদি রচনা করিয়া বটপত্রী শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। ঐ কন্যাটি পিতার অগোচরে পূজার পূর্ব্বে তদাহৃত

পুষ্পাদি লইয়া খেলা করিতেন, কখনও বা গলদেশে মালাধারণ করিতেন। ইঁহার পিতা একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ইঁহাকে তিরস্কার এবং ইঁহার স্পৃষ্ট ঐ পুষ্পাদি ত্যাগ করেন। সেই দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার বটশায়ী শ্রীহরি বলিতেছেন,—"আলোয়ার, তুমি কাহাকে তিরস্কার কর? কাহার স্পৃষ্ট মাল্যাদি অশুচি বোধে ত্যাগ কর? তোমার কন্যা মাহুষী নহে, আমার প্রেয়সী, আমার নিত্য-সেবিকা সহচরী। তাহার স্পৃষ্ট বস্তু আমার অধিকতর প্রিয়।" তদবধি আলোয়ার আর এই কন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন না। অণ্ডালের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ—তাঁহার হৃদয়ের কোন দেশে পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের [illegible] ক্রীড়া তাঁহার [illegible] হইল। তদ্ভাবভাবিতা পরম-প্রেমপাত্রকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ পাইল। বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্গতাভিপ্রায় সংগ্রহ-মাননে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। গোদা মর্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে, একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়-ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তর-শত মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গ-নাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পার সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়া-ছেন, প্রকাশ করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে সেবকগণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাড়ম্বরে শিবিকা, বাদ্যভাণ্ড ও লোকজন লইয়া কন্যাগ্রহণের জন্য অণ্ডাল বা গোদা দেবীর পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। অণ্ডাল শ্রীরঙ্গরাজসভাস্থিত সহযোগে মণিময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীরঙ্গে রঙ্গ-নাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচরীভূতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তখন দৈববাণী হইল,—"বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের স্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।" পঞ্চ-রাত্রোক্তবিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা-পাঠে জানা যায় যে, অণ্ডাল পঞ্চাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অণ্ডালের ন্যায় কুলশেখরের কন্যাও শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল ধরা উচিত। অণ্ডালদেবী-রচিত তামিল ভাষায় 'তিরুপ্পাবই' নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম 'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি।'

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

কলিকাতা।

তারিখ—২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট সোমবার হইতে ৪ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার মাসব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্য-বর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ) শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীমুজবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যাত্রিক)— (শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকগণ)। শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসবের তালিকা

সোমবার	৬ই ভাদ্র	২৩শে আগষ্ট শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
সোমবার	১৩ই "	৩০শে " শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব।
মঙ্গলবার	১৪ই "	৩১শে " শ্রীনন্দোৎসব।

রবিবার ২৬শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
মঙ্গলবার ২৮শে „ ১৪ই „ শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার ২৯শে „ ১৫ই „ শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার ২রা আশ্বিন ১৯শে „ শ্রীজীবগোস্বামীর অন্নোৎসব।
সোমবার ৩রা „ ২০শে „ শ্রীভক্তিবিনোদ অন্নোৎসব। সাধারণ মহোৎসব। অনন্ত-চতুর্দ্দশী।
মঙ্গলবার ৫ই „ ২২শে „ শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।
বুধবার ৬ই „ ২৩শে „ উৎসব-সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষাঃ—অরুণোদয়-কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান। অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা। প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

প্রচার প্রসঙ্গ

THE UTKAL MIRROR.

Thursday the 22nd July 1926.

It will be a matter of delight for the people of Orissa to know that a new Vaishnaba Math as n branch of the Sree Chaitanya Math at Navadwip has recently been started at Cuttack under the auspices of the Sree Viswa Vaishnaba Raj Sabha. Excluding the one recently started at Cuttack, the Sabha has already started as many as sixteen branches all over India. The well known Gouriya Math of Calcutta and the Purusottam Math at Puri are two of the branches. The Sabha commands the service of a large number of highly cultured and also highly educated Vaishnabas who are solely devoted to the task of preaching the true Vaishnaba religion. The essential cult of which is *love* and universal brother-hood. We are inclined to believe that religious institutions are much more needed in India than political. India must seek salvation through spiritual culture, and not through material. It is after all, a great pleasure to us to be able to introduce the new Math (called Sachidananda Math) to the people of Orissa. The following are stated to be the objects of the Sabha.

(1) To adopt, practise and propagate pure Vaishnavism as practised and propagated by Sree Chaitanya-deva and thus to eradicate its apparently pure but realy corrupted forms prevailing every where.

(2) To establish or reinstate Maths in different places all over the world, where pure Vaishnavism (the religion of universal love and brotherhood) may be practised and which will serve as the refuges of devotion.

(3) To admit and train the young and old, the fallen and the hopeless. of all sections of all societies as Bramhacharies where by their real and ownselves are developed.

(4) To teach all learners the Vedic Shastras free of costs.

(5) To stop and discourage the prohibited and condemned practice of earning money etc by mechanically explaining the Shastras and singing the pastimes of Sree Krishna, the Supreme Lord, with this end in view preachers (fully awaken and able to awake the sleepers) are sent to all doors where they display their devotional activities by singing and explaining the sublime glories of the Lord which dispel the ignorance of the mind.

(6) To publish rare and costly Shastras at an easily approachable price and with easy notes.

(7) To celebrate the sacred days of appearance and disappearance in this world of the Supreme Lord and His eternal devotees at different places throughout the year to enable the home-sick to obey the injunctions of devotion.

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩২ সাল

আয়ের তালিকা

বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত—৭১২৪৸৶৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কুলটী, ধানবাদ, রাজসাহের, আঠারোবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, বাকিতপুর, শ্যাম নগর ও গরুমহিষাদি হইতে ২৩৮২৷৵১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, গড়বেতা, বিষ্ণুপুর, আমলা সদরপুর, যশোহর, খুলনা, নৈহিবাবণা, পার্ব্বতিপুর, তালমলিহাট, শক্তিপুরও জামালপুর হইতে ২০৯১৷৵১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিসাংঙ্গ গোস্বামীপ্রভু, ছাতক ও বালাগঞ্জ হইতে ৮০৬৸১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিজগদ্বন মহারাজ বাটকিবারী, সিলেট ও ছাতক হইতে ৭৪৬৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা, ডুমুরিয়া ও মিকসিমিল হইতে ৪০০৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর হইতে ৩৭৬৸০

মাঃ শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর বরহমগঞ্জ হইতে ১৯৬৸৵১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ ৮৬৷৵৫

মাঃ শ্রীযুক্ত নবোত্তম দাসাধিকারী ধানবাদ হইতে ৬১৪৸০

মাঃ প্রসাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ২৫৲

মাঃ শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ ৮৷৵০

মাঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় সাউরী প্রসন্নাশ্রম হইতে ৭৷৵০

মাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪৷৵০

মাসিক বৃত্তি—৮৮১৷০

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী	১৩৫৲
„অন্নদ জানানন্দ অধিকারী	৬৪৲
„বিষ্ণুচরণ প্রহরেরাজ	৬০৲
„জগবন্ধু দাসাধিকারী	৫৫৲
„মঙ্গলময় ব্রহ্মচারী	৪০৲
„উপেন্দ্রমোহন অধিকারী	৭৫৲
„এন, জি, ঘোষ	৪৪৲
„শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪৲

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ অধিকারী ৩৪৲
„ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ৩০৲
„ নৃসিংহচরণ নন্দীচৌধুরী ২৬৲
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৫৲
„ জ্যোতিষচন্দ্র রায় ২০৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲
„ চুনীলাল দত্ত, শ্রীনিবাস ডালমিয়া ১২৲
„ সতীশচন্দ্র দাস ১২৲
„ কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা ১২৲
„ বনমালী মল্লিক ১১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ বেরা ১১৲
„ দেবেন্দ্রনারায়ণ ধর ১১৲
„ পুলিনবিহারী মণ্ডল ১০৲
„ সুবুদ্ধকান্ত ভৌমিক ১০৲
„ কালিদাস দত্ত ১০৲
„ সদানন্দ অধিকারী ১০৲
„ বলাইচাঁদ পাল ১০৲
„ প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া ৯৲
„ সর্ব্বানন্দ অধিকারী ৯৲
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা ৮৲
„ উপেন্দ্রনাথ সাহা ৮৲
„ দেবেন্দ্রকুমার সাহা ৮৲
„ বলাইচাঁদ মল্লিক ৭৲
„ নৃপেন্দ্রনাথ বসু ৭৲
শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস ৭৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার ৬৲
„ প্রবোধকুমার সাহা ৬৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী ৫৲
„ এ, চক্রবর্ত্তী ৫৲
শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস ৫৲
„ সুরেশচন্দ্র গুহ ৪৲
„ প্রশান্তকুমার সুর ৪৲
ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার দাস ৪৲
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী ৪৲
শ্রীযুক্ত পাওন মৃধা ৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য ৩৲
„ হরিনারায়ণ নন্দী
„ ধীরেশচন্দ্র ঘোষ
„ প্রফুল্লচাঁদ বসু
„ নরেশচন্দ্র সিংহ
„ [illegible]রথি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ পারীমোহন অধিকারী

আনুকূল্য দাতৃগণ

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভক্তিরত্ন ৩৮৫৲
„ অবিনাশচরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব ২৬৫৲
আচার্য্যত্রিক কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন ২৪৫৲
শ্রীযুক্ত হরিহর প্রসাদ সাহা ২০০৲
„ [illegible]ন্দ্র সিংহ ১৫০৲
[illegible]সার [illegible]রায় চাকেরিয়া বাহাদুর ১২৫৲
শ্রীমতী [illegible]বী দাসী ১০৫৲

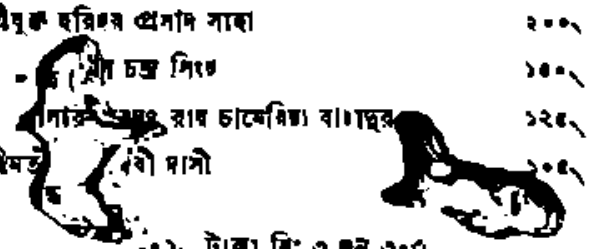

৫০১৲ টাকা হিঃ ৩ জন ৩০৩৲

শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দাস বিরলা, রামেশ্বর লালা, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

১০০৲ টাকা হিঃ ৭ জন ৭০০৲

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরচরণ সাহা, N. G Ghose, V. D. Sankaranarain Pillai, শীতল প্রসাদ খড়্গপ্রসাদ, গোকুলচাঁদ আগরওয়ালা, হরেশ্বর অধিকারী।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ ১৫৲
ভক্তাভিধানাচার্য্য কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ১৫০৲
শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার ৭৬৲
„ আনন্দ চন্দ্র রাহুত ৭৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ ৭০৲
„ বিনোদিনী মিত্র ৫০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র ৪০৲
শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ ৩০৲
শ্রীযুক্ত রামরতন শেঠী ২৯৲

৫১৲ টাকা হিঃ ২ জন ১০২৲

শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ গোপীরাম, নৃপেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী।

৫০৲ টাকা হিঃ ৩ জন ১৫০৲

মহারাজা বাহাদুর দিনাজপুর; বিহারীলাল মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল।

২৫৲ টাকা হিসাবে ২২ জন ৫৫০৲

শ্রীযুক্ত গোপীরাম রামচন্দ্র, জয়লাল হরগুলাল, শুকদেও দাস রামপ্রসাদ, শ্রীকিষণ মোহনলাল, রায় হরবাম গোয়েনকা বাহাদুর, নীলমণি আঢ্য, দেওয়ানচাঁদ এণ্ড সন্স, যতীন্দ্রনাথ পাল, রাজা হৃষীকেশ লাহা, তুলসীদাস রামমল, আনন্দজী হরিদাস, পূর্ণচন্দ্র বাসিক, আশুতোষ দাস, শশি-ভূষণ মাইতি, রাজা দামোদর দাস বর্ধন, রাজা [illegible]খনাথ মালিয়া, মাখনলাল বিশ্বাস, সাক্ষীগোপাল [illegible] ত্রৈলোক্যনাথ। [illegible] রাণী দেবী, [illegible] সতীশচন্দ্র [illegible] রাণী দেবী, পরমানন্দ [illegible] মাতা, [illegible] এম [illegible] মাধবচন্দ্র, K. Banerjee

২১৲ টাকা হিসাবে ৬জন ১২৬৲

শ্রীযুক্ত দেবমুখ রায় সাগম, তুলসীপ্রসাদ কোং হাতীমল বাবু, ভগবান দাস বাগলা, নরেন্দ্রকুমার চাটার্জ্জী, [illegible]খনলাল চক্রবর্ত্তী।

২০৲ টাকা হিসাবে ১৫ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, কমলাপ্রসাদ দত্ত M. A. B.L. সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, রায় অনাথনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, K. C. Seth, দেবপ্রসন্ন ঘোষ, মণিমাধব মিত্র শুকসুহৃৎ, রায় কৈলাসচন্দ্র বসু, ভবদেব মুখার্জ্জী, জীবনকৃষ্ণ দাসাধি-কারী, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, উপেন্দ্রনাথ বসু, লোকেন্দ্রনাথ বাগচীর মাতা, ত্রৈলোকানাথ মৌলিক।

১৮৲ হিসাবে ১ জন

Mr. Aruni Kumar Pillai.

১৫৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত মণিলাল হরগোবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ সাহা, ইন্দ্রকুমার আঢ্য, রণছোড় দাস পুরুষোত্তম, রায় কালীলাল আবির চাঁদ বাহাদুর, সাধুচরণ কালীচরণ সাহা, গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোবিন্দরাইন মিল্‌স, এস, পি, চাটার্জ্জীর মাতা, গোপালচন্দ্র মাজি, রায় রাধিকাচরণ বস্ত বাহাদুরের স্ত্রী, হৈরবাম রামবিলাস, রাইমোহন বেরতীমোহন রায় চৌধুরী, S. C. Mitra, রামনারায়ণ নিত্যানন্দ নন্দী, ভগবান দাস শিউকিষণ লাল, কৈলাসচন্দ্র দে, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, শ্রীনাথ হোড়।

দ্বারিকানাথ কবিরাজ ১৩৲

বনমালী মল্লিক ১২৲

১১৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ২২০৲

শ্রীযুক্ত রামগোপাল লক্ষ্মীনারায়ণ, তিনকড়িদাসের স্ত্রী, রাধপ্রসাদ চিমন লাল, মদনলাল কুঠারী, সরোজকুমার মল্লিক, মুরারীরাম বাংরো, P. S. Subramhina Pillai. রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুর, গোপালদাস সিউ বক্স, মতিলাল রাধাকিষণ, P. Paramananda Pillai, নিম-রাজ মুরলীধর, শ্রীনিবাস রামচন্দ্র, ভগলাল তুলারাম, হরমুখ দাস বাগরিয়া, [illegible] নরেন্দ্র নরমমল, নারায়ণদাস বাজাজ, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, বৈরবতীমোহন রায়চৌধুরী, মুনক্কুরাম আগরওয়ালা।

১০৲ টাকা হিসাবে ৮৯ জন ৮৯০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সাহা, রামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সুরেন বিহারী রায়, Justice M. N. Mukherjee, সদানন্দ দাসাধিকারী, হরিশঙ্কর পাল, প্রবোধকুমার বিশ্বাস, P. N. Biswas, প্রসন্নকুমার সুর, প্যারীমোহন সীল, দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ দে, হরিদাস সেন, জীবনকৃষ্ণ রায়, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, অপ্রাকৃত প্রভৃতি মাতা, পাঁচুগোপাল গুপ্ত, বিধুভূষণ সিংহ; B. C. Banerjee, B. N. Ghose, উদয়চন্দ্র দাস, কালীপ্রসাদ সরকার, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, যোগেন্দ্রলাল আঢ্য, বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চুনীলাল বর্ধন, বসন্তবিহারী পোদ্দার, Con-tractor Sukhnadan, বসির আহম্মদ, কালীপদ বাসিক, রমণীমোহন দত্তের মাতা, প্রমোদকুমার মুখো-পাধ্যায়ের মাতা, বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শিবদাস মুখার্জ্জী, সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, A. K. Mitra, অবিনাশচরণ দাসাধিকারীর স্ত্রী, ঈশানকালী নন্দি, রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, পুলিনবিহারী সেন, জটাশঙ্কর দয়ারাম, বিহারীলাল মিত্রের স্ত্রী, গোষ্ঠ-বিহারী মাল্লা, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, P. J. Bhattacharjee,

S. G. B sc. বাহাদুর রায়সাহেব লালা, জিতেনচন্দ্র দত্ত, রায় আর, এন্, ওহ বাহাদুর, হরিচরণ দে, নটবর পোদ্দার, নিস্তারিণী ঘোষের সিসিমাতা, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়তমা বসু, কেশবচন্দ্র ভক্ত চৌধুরী, নিত্যনন্দ মিত্র, রামকৃষ্ণ দে, Rai Saheb Janaki Prosad, শরচ্চন্দ্র দাস, Dr. J. N. Maitra, রায় এ. সি. বাহাদুর, তুলসীদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন সীল, ত্রিলোকনাথ চট্টোরিয়া, যোগেশচন্দ্র দাস, W. C. Banerjee, কালীকৃষ্ণ বসু, সনাতন ব্রহ্মচারী, অনাথবন্ধু দাস, শ্রীমতী শিবসুন্দরী রায় চৌধুরী, মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, হরকিশোর রায় চট্টোপাধ্যায়, প্যারিমোহন ভট্টাচার্য্য, সত্যগোপাল অধিকারী, গোপীনাথন দাস অধিকারী, M. C. A. K. Paul. গোষ্ঠবিহারী কর, পান্নালাল বক্সীরমল, তারিণীপ্রসাদ রায়, নলিনীরঞ্জন ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগী, গণেশচন্দ্র [illegible], রাজা প্রসন্নদেব রায়কট, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টা[illegible], ভৌমিক, লক্ষ্মী-নারায়ণ বসুমদার।

৮৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৪৮৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক, রামচন্দ্র কুমারের মাতা, উপেন্দ্রনাথ লস্কর, কালীকিশোর পঞ্চপতি ঘোষ, প্রফুল্লনাথ সিংহ বাজাজি, যামিনীলাল যোগেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী।

৭৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৪৯৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামজীদাস বাজরিয়া, সূর্য্যনাথ নাগ, বরদাচরণ রায়, কানাইলাল, কালকাপ্রসাদ সুবলা, [illegible]চন্দ্র সিংহ, আনন্দচন্দ্র শশীমোহন রায়।

৬৲ টাকা হিসাবে ১১ জন ৬৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু, ওমারসী মুলী কোং, প্রমোদিনী দাসী, নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, প্রবোধ কুমার সাহা, হরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, কমলা, নৃসিংহচন্দ্র নন্দী, মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাধাচরণ গোস্বামী।

৫৲ টাকা হিসাবে ৬১ জন ৩০৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি, পরমানন্দ দাস, মাধবলাল বিশ্বাস, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, অনাথবন্ধু দত্ত, গোষ্ঠবিহারী হালের কন্যা, ক্যালকাটা সেলার ট্রেডিং কোং, হীরালাল গদাধর লাল, কুসুমকুমারী দাসী, দেবদত্ত সরাওগী, মনীন্দ্রনাথ দত্ত, রামলাল খাঁ, এইচ,এন ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, রামচন্দ্র বসুমদার, হরিনারায়ণ সিংহ, গোষ্ঠবিহারী দালের স্ত্রী, গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস অধরচন্দ্র মহেশচন্দ্র সাহা, নরোত্তম দাস কর্ণ দাস, নগেন্দ্রনাথ বানার্জী, ভোলানাথ চাটার্জী, রাজা জানকী নাথ রঘুনাথ রায়, শিবচরণ বসু, মনতোলা দাসী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, [illegible]রি বৃন্দাবন সাহা, গোপালচন্দ্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, B N Mitra ভূপচাঁদ পিরামল, তারাচাঁদ ঘনশ্যাম দাস, হেমলতা, প্রমীলা, ভবানী, রায় হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বাহাদুর, সতীশচন্দ্র সাহা, মানবেন্দ্রনাথ বসুর মাতা, সনৎকুমার বসু, ভূপচাঁদ মুন্সিরাম উদয়চন্দ চাঁদমল, সরোজচরণ রায়, যামিনীকান্ত বসু, সুরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়, গৌরহরি মিত্র, মোহিনীমোহন ঘোষ, সুদর্শন বসু, পুলিনেন্দু বসাক, Dr. K. B. Mondal, রামশরণ রায় কুমারী চন্দ্রার, গঙ্গাদীন সা, যামিনীনাথ মণ্ডল, যোগেন্দ্র নাথ [illegible] পদ্মনাথ পোদ্দার, বেণীমা[illegible] বিনোদবিহারী নন্দী, [illegible]বী মোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, [illegible] দে, [illegible]তলাল সাহা, গোপালকৃ[illegible]র ভৌমিক, শ্রীরামচন্দ্র হারাণচন্দ্র সাহা, শ্রীমন্তচন্দ্র দাস, অমূল্যচরণ পাড়ই, সুরেন্দ্রনাথ রায়, প্রয়াগদাস যমুনা দাস, সারদাপ্রসাদ দাস, গৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ মিত্র, শৈলেশনাথ, N, C. Ghosh. উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, M. C. Mowji. কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সতীশচন্দ্র মি[illegible] BT. S. M. firm Chetty Bros, ধনলক্ষ্মী বিলাস, শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, হরদৎ রায় নন্দলাল, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বসু, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রকুমার আচা, Dr. U. C. Samanta A. P Ghosh গোপালচাঁদ কোং, কৈলাসচন্দ্র বসু উকীল, রাধানাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবতীচরণ সাধুখাঁ, নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, নেৎরাম সাগরমল, শীতলচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা, কুমারজী ভোজা কোং, হরিদাস ধনজী, মাধবলাল খাইতান, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেশ্বর লাল দ্বারকা দাস, রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, আশুতোষ পাল,শুকদেবদাস রামলাল, মুন্নালাল গঙ্গানন্দ, কানাইলাল ডাগা, ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, হরিদাস সাহা, পূর্ণচন্দ্র পাহাড়ী, বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, L. M. Chowdhury অটলকুমার সেন, H. K. Ghose & Co, চন্দ্রমোহন মুখ, Mercantile Printing

Works. হরিহর মুখার্জী, সুরেশচন্দ্র সিংহ, কামদেব অধিকারী, শরৎকুমারী ঘোষ, কুমার জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, রাধানাথ পাণ্ডারী, হীরালাল গোয়েনকা, কিরণচন্দ্র দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, Mr S. K Roy, B. E বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] দে, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, দীনেশচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র সাহা, নীলমণি ধালবার, জগন্নাথ সিউবরাল, রোলানাথ বানার্জী, রামকুমার খুন খুন ওয়ালা, রাজা নীলকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী, বিপিনবিহারী মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রেবতীমোহন চৌধুরীর স্ত্রী, রাইমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, রমণীমোহন রায় চৌধুরী, যোড়শী মোহন রায় চৌধুরী, মণিলাল, যোগেন্দ্র দত্ত, মোহন্ত গদাধর রামানুজ দাস, রাইমোহন পোদ্দার, হরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুসুম কুমারী দেবী, N. C. Chatterjee কৃষ্ণপ্রসা[illegible]ধিকারী, পরমানন্দ দাসাধিকারী, নারায়ণী দেবী, শিউ[illegible] মুন্দ্রা, [illegible], গঙ্গাজল পণ্ডিত, [illegible] পণ্ডিত, [illegible], লালবিহারী দাস, [illegible] সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন।

৩৲ টাকা হিসাবে ৩৮ জন ১৪২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, হীরালাল মণ্ডল, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মণ্ডল, নরেন্দ্রনাথ দাস, হরিচরণ দে, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র দাস, অতুলচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, পি, দি, দত্তের মাতা, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সীতানাথ দাস, শীতলচন্দ্র নাগ, দ্বারকানাথ রাইমোহন চৌধুরী, মহারাজ হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুর, বিজেন্দ্রনাথ চাটার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ কুলভি, নবনাথাল অধিকারী, হারাণচন্দ্র সরকার, ভর্ত্তকিশোর বসাক, ভুজঙ্গভূষণ মিত্র, হরিনারায়ণ নন্দি, অতুলকুমার নন্দি, দেবেন্দ্রনাথ রায়, দ্বারকানাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া, কর্ত্তেচাঁদ, ব্রজচাঁদ, তিলকচাঁদ দাগা, কুশলচাঁদ, চুনীলাল, ডাঃ অটলবিহারী ঘোষ, ললিতকুমার ঘটক, জনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, পুলিনবিহারী মণ্ডল।

৩৲ টাকা হিসাবে ১২ জন ৩৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত, কালীকৃষ্ণভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বসন্তকুমার ঘোষ, নিবারণচন্দ্র সরকার, দীননাথ দে, প্রিয়নাথ ধাপধার, সুধাসাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সাহা, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, রাধানাথ দাসাধিকারী, সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সাহা, হরিশচন্দ্র, কেদারনাথ সাহা, কালীনারায়ণ সাহা, মনমোহন বসু, কালীকৃষ্ণ, পশুপতি ঘোষ, পাঁচকড়ি বিশ্বাস, গয়াপ্রসাদ ঘোষ, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন সরকার, মন্দাকিনী দাসী, ধনলোচনলাল দাস অধিকারী, শ্যামলাল তালুকদার, নীলমণি আঢ্য, অখিলেশ্বর সাহা, চুনীলাল শীল, শ্রীনিবাস তালমিয়া, চন্দ্রকান্ত দাস, রামরতন বাহেটী, কেদারনাথ সেন।

২৷৹ টাকা হিসাবে ৩ জন ৭৷৹

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র পাল, ফকিরচন্দ্র নন্দী, মুন্সীলাল রাধাকিষণ, মদনমোহন পট্টনায়ক।

২৲ টাকা হিসাবে ২১৹ জন ৪২০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নটবরেশে, [illegible]চন্দ্র বোস, হরবল্লভের বাক্স, সিদ্ধেশ্বর দে, গয়াদত্ত, জানে, খুব, নাথি দাসী, এম্প্রেস্ ষ্টেডিং কোং, হরিপদ বসু, সুরেশচন্দ্র গুহ, নবদ্বীপচন্দ্র ভক্তিভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বক্সী, লৌলভরাম চোধানী, রাধিকা সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বিহলকৃষ্ণ বানার্জী, কৃষ্ণবিহারী, যোগেন্দ্রনাথ, কানাই লাল সাহা, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সরোজিনী, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীপতিচরণ রায়, মূলজিপ্রেস্ কুণ্ড, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ, ভবিশঙ্কর, বংশীধর, দুর্গাধর, বরদাপ্রসাদ ঘটক, অনন্তলাল পাকড়াসী, চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, উপেন্দ্রনাথ বক্সী, কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, গোবিন্দ রাইস মিলস্, ধর্ম্মদাস অধিকারী, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, রজনীকান্ত শেঠ, ললিতমোহন পাল, বঙ্কেশ্বর, ব্রজকিশোর রায়, মুন্সীধর আইয়ান, মঙ্গলচাঁদ, নন্দলাল, A. Sarkar রাসবিহারী সেন, গৌরমোহন সাধুখাঁ, উপেন্দ্রনাথ সরকার, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, বিপিনবিহারী পাইন, আশুতোষ নাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ কাপালী, নরেন্দ্রকুমার দাস, বল্লভ দাস, পূর্ণচন্দ্র সাধুখাঁ, দেবেন্দ্রনাথ [illegible] পাইন, নবীনচন্দ্র, অখিলচন্দ্র সাহা, ভূতনাথ বসু। ধর্ম্মদাস শেঠ, শ্যামাদাস পাতেপতি, বরদা কান্ত রায়, দেবেন্দ্রলাল দত্ত পরেশনাথ সিংহ B N. Sannyal, ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, ব্রীজলাল তুলারাম, সতা নারায়ণ শুভরাজ,

সুকুমার বানার্জ্জী, সরোজিনী দেবী, মন্ত্র লাল গুহ, লাল, দৈবরাগ দেবীদাস দা, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, অতুলকৃষ্ণ রায়, বনমালীলাল রায় ওঙ্কারমল হীরালাল, গোপীনাথ মণ্ডল, কেদারনাথ বিশ্বাস, ঈশ্বরচন্দ্র পাল, লক্ষ্মী নারায়ণ মুরারিকা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী মল্লিক যগেন্দ্র নাথ মিত্র, কুইলাল সাহা, নিত্যানন্দ, দ্বারিকানাথ সাহা, সতীশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, রাধা মোহন সর্দ্দার, রামচন্দ্র কুশচন্দ্র পোদ্দার, হরিপদ চন্দ্র নন্দী, গণপৎ রায় সিউমুখরাম, হীরালাল সিউসুখ রায়, গণেশ টিবার ওয়ার্কস্, নবকিশোর কামিনী কুমার বসু, ষষ্ঠীচরণ দাসাধিকারী নিগুঢ় কামিনী দাসী, কামিনী দাসী বৈষ্ণব দাসের মাতা, সুরেন্দ্রলাল গঙ্গাপ্রসাদ, গণেশদাস ভুকামল, আশুতোষ লাইব্রেরী, রামধন ওঙ্কারনাথ সাহা, রূপচাঁদ পাল চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সাহা, রমানাথ ভট্টাচার্য্য, করুণাকর ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ সাধু খাঁ, [illegible] পাল, পঞ্চানন বক্সী, হরিদাস পাল, [illegible] চন্দ্র গুপ্ত, উমা চরণ রক্ষিত, Oriental Paper Store, K. N. Tagore, রাজনারায়ণ রায়, বিনয়কৃষ্ণ রায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, A. K. Halder, Kar Co, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শম্ভুচরণ সিংহ কোং, রামকুমার কোং, রামলাল দাস, বৃন্দাবন নাথ সুখলাল পোদ্দার, অবিনাশ চন্দ্র শীল কোং, শশধর দত্ত ওমরাও সিং, সত্যচরণ পঞ্চানন, সিংহ, চুনীলাল দে, বিপিন বিহারী দত্ত, কৃষ্ণলাল দত্ত, অমিয়বালা মিত্র, ত্রিগুণাম অধিকারী, হরিময় চক্রবর্ত্তী যোগেন্দ্রজীবন কোং, গোপালচন্দ্র দে মদন মোহন পোদ্দার রামগোপাল দত্ত, বিশ্বম্ভর ঢালদার, বক্সরা কাষ্ঠ বন্দর, আশুতোষ কুণ্ডু, সৌরচন্দ্র তালুকদার এণ্ড কোং, শ্যামলাল পাল চৌধুরী প্রাণনাথ সাহা, দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সরলী বালা দাসী, দামোদর জানা, উপেন্দ্র নাথ সিকদারের মাতা, বীরকৃষ্ণ তলর ভাণ্ডার, অক্ষয় কুমার পাঁ, বংশীদাস সামন্ত, ভাস্করেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ রায়, সাধু চরণ কালীচরণ সাহা, রূপচন্দ্র মধুনাথ সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কানাই লাল পোদ্দার, দুর্গাচরণ সাহা, নবকিশোর অভয়চরণ সাহা, গোপিনাথ মদন মোহন সাহা, গ্রাণ ব্রেদার্স, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবাস চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, নৃপেন্দ্রনাথ দেব, জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী, সদানারায়ণ পাল প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, কুসুমকুমারী দাসী, রামচন্দ্র দে, বিধুচরণ প্রামাণিক, মুক্তাসুন্দরী রায় চৌধুরী, মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মাতা, মোহিনীমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, শৈলেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর মাতা, শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরীর মাতা, রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, গজেন্দ্র মোহন চৌধুরী, জগৎহরি সাহা, কানাইলাল, হীরালাল রায় চৌধুরী, রাইমোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় যোগেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, গোষ্ঠ চরণ দাস, শিশির কুমার মিত্র, তুলেন্দ্র নাথ মিত্রের পরিবার, কেশবচন্দ্র ভক্তিরত্ন B. D. Mazumder, রাধা-বল্লভ দাস, কিশোরী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, রামচন্দ্র দাস দিকানী, পরমেশ্বর লালাল, ভগবতী চরণ ব্রহ্মচারী, সতীশচন্দ্র রায়, আশুতোষ গুহ, জীবিত নাথ দাস, যতেন্দ্র মোহন [illegible] আশাগাম সারদা, জানকীনাথ মজুমদার, অতুল [illegible] ভাগীরাম, ঠাণ্ডিরাম, হরি[illegible] দাস গুহর লাল, [illegible] কল্যাণী চিমনী রাম আগ[illegible] হরি [illegible] চাঁদ মঙ্গলচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] আগরওয়ালা শশীকুমার বানার্জ্জী অনাথবন্ধু সরকার মহেশ চন্দ্র পাল।

১৫০ টাকা হিসাবে ৫ জন ৭৫০

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বীট, হরলাল কুণ্ডু দিং, নগেন্দ্রনাথ সরকার, হরিপদ মণ্ডল এণ্ড ব্রাদার্স, নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জী,

১।০ টাকা হিসাবে ৪ জন ৫৲

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকারের মাতা, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শম্ভুনাথ রুদ্র।

১৲ টাকা হিসাবে ৪৩৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, রাইচরণ দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, গোপালচন্দ্র মাইতি, কুঞ্জবিহারী হেল্থ, ত্রিকর্ম্মজী জীবন দাস, গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ কর ও চৌধুরী কোং, হরিদাস মণ্ডল বিপিনচন্দ্র খাঁ, কার্ত্তিকচন্দ্র কালীচরণ ঘোষ, হুসেন আলম্বদ ইসমাইল, বিপিনবিহারী নন্দী, জ্ঞানদাপ্রকাশ খাঁ, কালীপ্রসাদ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ প্রিয়নাথ মাঝি, গোপাল চন্দ্র নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ, তুলসী-চরণ মাঝি, মাধবচন্দ্র দাস, হরমোহন সাহা, অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হরিদাস দত্ত, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র-

নাথ কালিদাস চৌধুরী, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, রামকানাই মদন-মোহন কৈলাসচন্দ্র কুণ্ডু, রাজেন্দ্রনাথ দে, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র দে গোষ্ঠবিহারী পাল, বিহারীলাল দে, হেমন্তচরণ চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি পাল, গোস্তার বাবু মাতা, পরীক্ষিৎচন্দ্র নাথ দালাল, হরিদাস পাল, ভুলোদালাল পাল, হরিদাস গোবিন্দচন্দ্র সাহা, রাধাবল্লভ নলিনীকুমার দাস, নকড়ি বঙ্কবিহারী পাল, মধুসূদন ঘোষ, জহরলাল আঢ্য, মতিলাল দত্ত, বিপিনচন্দ্র ধর এণ্ড কোং, ঈশানচন্দ্র দে, ভগবতীচরণ চাঙ্গড়া, গঙ্গানারায়ণ সামন্ত, সরচন্দ্র বসু, সত্যচরণ কুমার এণ্ড ব্রাদার্স নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রতনচন্দ্র সাধুখাঁ, বলরাম সাহা, শিবচন্দ্র সাহা, বিনোদেন্দ্রনাথ অধিকারী, M. N. Das, বুড়ুমুনিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিজেন্দ্রকুমার মনোমোহন সাহা, রায় বসন্তনাথ পালচৌধুরী বাহাদুর, গণেশচন্দ্র ঘটক, মতিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ বিপিন চন্দ্র নন্দী, কুঞ্জকুমার বাগ্চী, দশরথ [illegible] হরি [illegible] মণ্ডল, [illegible] ব্যানার্জ্জী, গবিনী দাসী, শ্রীযুত [illegible] শশিভূষণ সাধুখাঁ, বৈকুণ্ঠচরণ মণ্ডল, বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাসী, বঙ্কেশ্বর রেবতীশ্বর রায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্র লাল পাল সুদর্শন বসুর মাতা, কৈলাসচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা মাহিতি, নরেন্দ্র দেব, তিনকড়ি শেঠ, হরিসাধন মণ্ডল, বাহাদুর মল জুবমল, নেতারাম পিতারাম চৌধুরী, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, P. C Dutt পন্নরাজ জৈন, সুধাংশুকুমার মুখার্জ্জী, বঙ্কেশ্বর সাহা, হরিপ্রসাদ বণিক, বিনোদবিহারী সাহা, চন্দ্রকান্ত দে, জানকী নাথ সাহা, অক্ষয়কুমার সাহা, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, গৌরমোহন শশিভূষণ কুণ্ডু, মতিলাল সাহা, অবিনাশচন্দ্র সাহা, মদনমোহন স্বর্ণকার, বিশোরীমোহন সাহা, সতীশ চন্দ্র সাহা, ধরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, অমূল্যচরণ সাধুখাঁ রাধাবিনোদ সোনারিমোহন সাহা, ভুবনচন্দ্র সাধুখাঁ, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবনচন্দ্র বোস, তারাপদ বোস, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার পাল, Dr. S. K. Nag, নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিদাস মণ্ডল ভগীচরণ নন্দী, প্রসন্নকুমার সাহা, রামধন দাস, ঠাকুর দাস, গোবিন্দলাল ভারাচাঁদ, ধনঞ্জয় শীল, হরিধন গাঙ্গুলী, রামপ্রসাদ দুর্গা প্রসাদ, গোপেশ্বর পাল, অপূর্ব্বচন্দ্র বিজয়গোপাল ভড় মদনমোহন বদরীপ্রসাদ, N. P. De & Co, রমণচন্দ্র পাল মদনলাল চামেরিয়া, ঘোষ কোং N, C. Bose মতিলাল আশ, আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ভগীরথমোহন সাধুখাঁ অনাথনাথ মণ্ডলের বাটী বাধাকিষণ মাড়োয়ারী হৃষীকেশ চাঙ্গড়া গাঙ্গুলী দাজাচান কোং অনাথ নাথ মণ্ডল নরানদি কুমারজী রতনলাল রামরতন বসন্ত লাল শিবলাল রাইমোহন রাই চৌধুরী মনোহরলাল কুল চাঁদ মনোহর অনাথবন্ধু সামন্ত কীরোদ প্রসাদ পাইন S. S. Rattanlal হরিদাস আসুনী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহানন্দ দত্ত অধিকাচরণ মজুমদার নীরোদমোহন রায় Biswas Co, Chowdhury Bros গণপৎ রায় মতিলাল বনবিহারী ভগচ্চন্দ্র সাহা ধনচন্দ্র উমেশচন্দ্র হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কালিদাস দীনবন্ধু সাহা রায়, N. C. Mitra, Indo Burma Trading Co. নলিনীনাথ মিত্র Basu & Friends উমেশচাঁদ সামন্ত গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত A. K Chakravarty [illegible] Mr. Pillai ভগলা সাহা অবনীভূষণ বন্দে[illegible]শে, [illegible]ক [illegible]ন রায় রূপচন্দ্র পাল চৌধুরী দেবেন্দ্রনাথ দেবপ্রয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী ত্রিলোচন রায় মহেন্দ্রনাথ নন্দী নিবারণচন্দ্র সাধুখাঁ বিপিনবিহারী দত্ত অরুণচন্দ্র মাল নন্দলাল চন্দ্র পাঁচকড়ি ঘোষ রায় শৈলেন্দ্র নাথ বানার্জ্জী বাহাদুর সুশীলকুমার আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া শ্যামাচরণ সমাদ্দার যতিন্দ্রনাথ কর্ম্মকার রসিকলাল পাখারি যোগেন্দ্রনাথ দাস রামগোপাল মহাদেও জগত্তারণ সামন্ত নিরাপদকুমার বীরেন্দ্রকুমার মণ্ডল হরিপদ ঘোষ এণ্ড দত্ত Dr. J. N: Gupta সুধীরচন্দ্র দে নরেন্দ্রনাথ সরকার হেম চন্দ্র পাল রামমোহন নন্দী কোং রামব্রহ্ম পূর্ণচন্দ্র নন্দী গৌরচন্দ্র নন্দী গোপালকৃষ্ণ নিয়োগী শশিভূষণ দত্ত ইন্দ্র নারায়ণ মাইতি সুধাকুমার জানা রাধাচরণ দত্ত কনকচন্দ্র পাল সত্যচরণ পাল Agarti Ghose Co সুরেন্দ্রনাথ রায় বনওয়ারী লাল সাহা অর্জ্জুন দাস হরিধন পঞ্চানন নফরচন্দ্র সাধু ইসলাম মহম্মদআলী ভূপেশ দাস গুপ্ত দুর্গা চরণ রায় নিবাইচরণ বিশ্বাস Sikdar Nephew & Co হরিপদ শিকদার রাধাচরণ বিশ্বাস চন্দ্রনাথ গোপালচন্দ্র সাহা রামমূর্ত্তি সাধুচরণ রায় কৃষ্ণচন্দ্র পাল রমণী চূড়ামণী পাল মাধবচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র সাহা ভেষুরচরণ নবীনচন্দ্র সাহা পাঁচকড়ি রায় নবীনচন্দ্র হরিমোহন সাহা সুরেন্দ্রনাথ হরি-

প্রসাদ সুদর্শন সুরেন্দ্রকুমার রায় সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু লছমী নারায়ণ সাহা কামিনী দাসী চন্দ্রকান্ত বসু রতনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হরিচরণ অধরচন্দ্র বৈদ্য সাহা অক্ষয়চন্দ্র রায় চৌধুরী মতিলাল সাহা প্রতাপচন্দ্র সেন এণ্ড ব্রাদার্স S C. Ghose বামাচরণ গুহ কুঞ্জবিহারী ঘোষ গুপ্তসিদ্ধ নন্দর নীলমাধব রজনীকান্ত ঘোষ কেদার বক্স দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা, কালিদাস মুখার্জ্জী যতীশচন্দ্র রায় সন্তোষ কুমার [illegible] হরিমোহন অনন্তলাল পাল চৌধুরী রসিক লাল পাল চৌধুরী হরেন্দ্রকুমার রায় হরেন্দ্রকুমার সাহা কৃষ্ণলাল চৌধে ব্রজেন্দ্রনাথ দে কড়্যতানন্দ যোগেশচন্দ্র পুলিনবিহারী পাল অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উমানাথ হস্তনিধি কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য বঙ্গলাচরণ বসন্তকুমার রায় মহেশচন্দ্র সেন রজনীকান্ত ঘোষ দিনরাজ মাড়োয়ারী মহেন্দ্রনাথ গাইন এণ্ড কোং বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ-মোহন রায় অন্নপূর্ণা রাইস [illegible] মহাদেব, জগু বাবু কে দি [illegible] কুণ্ডু মুখিষ্টির লালাল ভুবনেশ্বর নাথ দীনাল [illegible] চন্দ্র নাথ লালাল মহেন্দ্র চন্দ্র দে চন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাধুচরণ মহেশচন্দ্র সাহা পঞ্চানন সাহা জানকীনাথ রায় বিনয়কৃষ্ণ সাহা বেণী মাধব দাস যষ্ঠী গুপ্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ অঘোর নাথ সরকার ঘোষ কোং অবিনাশ চন্দ্র বসু হরিনারায়ণ পাল মধুসূদন রুদ্র যতীন্দ্র মোহন দাস উপেন্দ্র নাথ দাস শিউ পূজন রায় ইন্দ্রানন্দ রায় মধুসূদন শীল হরগুচাঁদ ভূপতি নন্দী ব্রাদার্স নীরোদবরণ দে অমৃতলাল দে ঈশ্বর কোং বসাইচাঁদ শীল সত্যানন্দ দে ভামরচাঁদ সেন কালীকৃষ্ণ চন্দ্র এণ্ড সন্স পান্নালাল দাস রসিকলাল চন্দ্র মহীতোষ সেন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা লালুরাম ব্রাহ্মণ প্রমথনাথ দে জগত্তারণ দাস সন্তোষনাথ দাস সৈল সরকার সতীশচন্দ্র সাহা মুকুন্দ লাল মণ্ডল নাথন বাবু গোপাল বাবু হরিপদ কুণ্ডা উমা নারায়ণ ভট্টাচার্য্য শিবকৃষ্ণ সাহা লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসাধিকারী পান্নালাল নাগ ক্ষুদিরাম মিত্র কুমারেশ চন্দ্র ঘোষ সৈল বালা মিত্র সনাতন ব্রহ্মচারী বিষ্ণুদাস প্রামাণিক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শীতলচন্দ্র মিত্র ফণীভূষণ চাটার্জ্জী গিরিধারী কুণ্ডু শশীভূষণ কর্ম্মকার কালীলাল শীল Dr. K. L. Gupta যামিনীকান্ত মিত্র নগেন্দ্রচন্দ্র সরকার রাজেশ্বর সাহা রামকুমার গুরুচরণ সোদ্দার উমেশচন্দ্র কুণ্ডু বঙ্কবিহারী সোদ্দার মতিচাঁদ সোদ্দর দাশুচরণ সোদ্দার রামরতন গঙ্গাসাগর সোদ্দার গোলকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা ভগবানচন্দ্র গোলদার রাখালদাস সাহা সাধুচরণ কর্ম্মকার হলধর শ্রীনিবাস সিকদার তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ সুরচাঁদ সাহা ললিত মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল যোগেন্দ্র নাথ সৌরেন্দ্র রায় চন্দ্র সাহা ধরিদাস সাহা বরদা কান্ত চন্দ্র রতন তারিণীচরণ সাহা রাধালাল চণ্ডিচরণ সাহা মধুসূদন সোম বেণীমাধব দত্ত অতুলচন্দ্র কুণ্ডু রাজেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার পূর্ণচন্দ্র দে জীবন কৃষ্ণ গোস্বামী কেদার নাথ ঘোষ উপেন্দ্রনাথ দেবের স্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন ত্রিভেন্দ্রনাথ নন্দন রাইচরণ দাস যোগেন্দ্র কুমার সাহা কৃষ্ণলাল দে সুরেন বাবু বিহারীলাল পালা বিশ্বগোবিন্দ সাহা শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মাতা নিকুঞ্জ বিহারী সাহা দিগম্বরী রায় চৌধুরাণী [illegible] মাধব সাহা হর্ষনাথ সাহা উপেন্দ্র নাথ সাহা [illegible] ভুবন মোহন সাহা [illegible] মোহন বসাক মেধু [illegible] গোপালচন্দ্র বসাক রামরত্ন পাঠক সহদেব [illegible] শুকলাল পাঠক রাধামোহন [illegible] দামগোবিন্দ পাঠক রামদত্ত ওয়েস্টারী নারায়ণ সিং জয়চন্দ্র সিং মনরাখন পাড়ে গদাধর মাঝা শ্রীনাথ পড়িয়া নটবর পোদ্দার দেবেন্দ্র কুমার সাহা তুলরাম ওসাল যোগেশচন্দ্র সেন বিভূতিভূষণ রায় জেসরাজ রামপ্রতাপ জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নগেন চন্দ্র অধিকারী ভগবান দাস শিউ নারায়ণ নবনাল ধর বলরাম কুমার দাস জানকী প্রসাদ দ্বিজেন্দ্র নাথ পাল অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত হারাণ চন্দ্র মল্লিক শরচ্চন্দ্র গুপ্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় অন্নদারণ ঠাকুর নিমাইচাঁদ পাটোয়ারী যোগেন্দ্রনাথ বসু জানকী প্রসাদ দত্ত হরিমোহন দাস রাধিকা চরণ চক্রবর্ত্তী বরদা কান্ত গাঙ্গুলী যোগেন্দ্র দত্ত, হরিদাস বিশ্বাস শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেশচন্দ্র দাস অনিলকুমার বিশ্বাস অবিনাশচন্দ্র ঘোষ অপরন্তু সরকার রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শশীভূষণ চাটার্জ্জী।

খুচরা প্রণামী	৬৮৪৮/০
সাবেক তহবিল	৫০৲
মোট জমা	১৬১১১/৫

২-৭৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অসাধারণ বিষয়ের যথাযথমুপস্থাপকঃ।
নির্ভীকঃ কুলধর্ম্মকে কুরুঃ বৈরাগ্যমুদ্ভাবে।
ভাবলি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি ত্যাগে।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতা ত্যজ্য। ধরিবস্তুবিবরণঃ।
মুহূর্মুহুঃ পরিত্যাগে বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
ঈশ্বরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই আশ্বিন, ১০৩৩, ২ অক্টোবর ১৯২৬ | ৮ম সংখ্যা

সারকথা

কৃষ্ণলীলা নিত্য কেন ?

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ ভুবনে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অনাদিচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
ভক্ত, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ॥
পূতনা-বধাদি করি' যৌবনান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম পুরাণ।

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়া কিরূপ ?

অভক্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৮, ৪১

কর্ম্মজ্ঞান-যোগপন্থা ত্যাজ্য কেন ?

সর্ব্বশাস্ত্রের বাক্যে মূলসাধনের অন্বয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
যাহার ধন আছে, জানে, ধন তাঁহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তাঁরে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুনিবে।
'ভীমরুল-বরণী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুনিবে, উঠে 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুনিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুনিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাঁতে মাটি অল্প খুনিতে।
ধনের কলসি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্তে' কৃষ্ণবশ হয়, ভক্তে তাঁরে ভজি'॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩০।১৩৬

বৈরাগীর কর্ত্তব্য কি ?

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাকপত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৪-২২৭

শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তারিখ ৫।৯।২৬]

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

সকলকার্য্যের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণ বিহিত হয়। সুতরাং ভগবানের কথা যাঁরা আলোচনা করেন—যাঁরা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন, তাঁদের পাদপদ্মে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করাই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাচরণের আকর। সেই বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি। সেই বৈষ্ণবগণ—পতিতপাবন; আমি—পতিত, তাঁদের শরণাগত হ'লে তাঁরা আমাকে রক্ষা ক'রবেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব—নানাপ্রকারে অভাবে পিষ্ট হ'চ্ছি। বৈষ্ণবগণ কল্পতরু—তাঁরা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ ক'রতে সমর্থ। তাঁরা যদি কৃপণ হ'তেন, তা' হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্তু ভগবান্ তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ক'রে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। তাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরু, দয়ার সাগর, পতিতপাবন। তাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আমরা মঙ্গলপ্রার্থী হ'য়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা' হ'লে ত' অভীষ্ট লাভ হবেই না, পুনরায় তা'র উপর আমাদের অমঙ্গলই হ'বে।—

বৈষ্ণবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লঘুতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। শাস্ত্র বলেন :—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ-বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

এই শ্লোকের আলোচনামুখে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন্ জিনিষ আছে? 'বৈষ্ণব' ব্যতীত 'বিষ্ণু' ব'লে একটী বস্তু আছেন আর 'অবৈষ্ণব' ব'লে একটী কথা আছে। যাঁরা নিত্যকাল বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁরা বৈষ্ণব; যাঁরা বিষ্ণুর পূজা করেন না, কিন্তু বিষ্ণুর পূজা করা উচিত, তাঁরা 'অবৈষ্ণব'। যাঁরা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর-কথা শ্রবণ, বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর-চিন্তা, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই 'সর্ব্ব' মনে করেন, তাঁরা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্যকৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। সেই সকল সেবাবঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত হই, তবে আমরা 'অবৈষ্ণব' হ'লাম।

আমাদের মনে হ'তে পারে "কেউ বা 'বৈষ্ণব' হয়, কেউ বা নিজ রুচি অনুসারে 'অবৈষ্ণব' হয়—ইহাতে আর দোষ কি? অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি ক্লেশ এসে উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিস্মৃতিই ক্লেশের একমাত্র কারণ। অন্যায় কার্য্য করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র-ইচ্ছা ক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে, যা'তে অন্যলোক আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা 'কর্ত্তা' সাজ্‌ছি। স্বরূপের উপলব্ধির অভাবক্রমেই এই বিচার এসে উপস্থিত হয়—'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা', 'আমি জ্ঞাতা', 'আমি ধ্যাতা' ইত্যাদি। যেদিন আমরা সাধুসঙ্গ করি, সেদিনই জান্‌তে পারি, "আমি কর্ত্তা নই—ভগবান্‌ই আমাদের সেব্য বস্তু"।

ভগবানের অনুভূতি এজগতে অতি অল্প। 'আমরা কর্ম্মমার্গে বিচরণ ক'রবো'—এবিচারেই আমরা আগ্রহান্বিত। কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তির নামই 'কর্ত্তা'। আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জগতের প্রীতিভাজন হ'তে চাই। ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানান্, যে, "ভগবানের সেবাই একমাত্র কৃত্য—দেবতা, পশুপক্ষী, মানুষ—সকলেরই কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা"। আমাদের মনে হয়, "পাথর হ'য়েছি, পাথরের কার্য্য আছে; গাছ হ'য়েছি, গাছের ফলদান কার্য্য আছে; যখন মানুষ হ'য়েছি, তখন মানুষ হওয়া—শিক্ষিত হওয়া—সভ্য হওয়া—সমাজ, সংসার-গঠন করা—দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি বহু কার্য্য আছে।" "আমরা গৃহে থাক্‌বো, নৌকায় চ'ড়বো" ইত্যাদি সঙ্কল্প এসে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারই নাম 'অবৈষ্ণবতা'।

বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে, পাছে তিনি 'বিষ্ণুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই কথা জানিয়ে দেন,—এ'জন্য তাঁর কাছে কথা শুন্‌তেও ভয় হয়। মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তখন তাঁকে বৈষ্ণবের ঘাড়ে চা'পাবার

চেষ্টা ক'রে বলে থাকি, "বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতা —আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একদেশে।" যেদিন আমরা "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে"—এই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বো, সেদিন আমরা দৃশ্যজগতের ভোগময় দর্শন হ'তে মুক্ত হ'ব— সেদিন আমরা পরমাণুবাদীর চিন্তাস্রোত, শূন্যবাদীর বা বিরোধিকুলের চিন্তাস্রোত হ'তে অবকাশ পা'ব। যাঁ'রা ভগবানের সেবা নিত্যরূপে অবগত হ'য়ে নিরন্তর ভগবানের প্রীতির জন্য অখিলচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তাঁ'দের আনুগত্যে কর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্‌তে পার্‌বো।

কিন্তু যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি—অবৈষ্ণবের গুরুমন্ত্র নেই; তা' হ'লে দৃশ্যজগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আবৃত অবস্থায় আমার অনন্ত কোটি জীবন কেটে যা'বে।

বৈষ্ণবের নিকট শুন্‌তে পা'বো যে, বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌লে সমগ্র চেতন ও অচেতন-পরমাণুর সেবা হ'য়ে যায়। বিষ্ণুর সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ ক'র্‌তে পারে না। পরজগতে বা এজগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপাদপদ্মাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হ'বে, মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপ্‌টে ধ'রেছে—আক্রমণ ক'রছে।

যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেশ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তা'র যতটুক, ততটুক হ'তেই সে অপরকে দান ক'র্‌তে পার্‌বে। কিন্তু বৈষ্ণবের সম্পত্তি 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে যেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। তা'তে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

গণিতশাস্ত্র হ'তে জান্‌তে পারা যায় যে, কোনও জিনিষ খাৎকলিত হ'লে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অখণ্ডবস্তু হ'তে বস্তু গৃহীত হ'লে মূলবস্তুর অখণ্ডত্বের কোনও হানি হয় না। অখণ্ডবস্তু—বাস্তবজ্ঞান যাঁ'র সম্পত্তি, যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর, তাঁ'র অনুকম্পায় পাষণ্ডীর সহিত অনাবদ্ধর তুলনা হয় না।

সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা-দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন জগতে উদিত হ'য়েছিলেন, তখন তিনি ব'লেছিলেন—'আমাকে সেবা কর'। শাক্যসিংহের উদয়-কালে বাহ্যজগতের দ্রষ্টা প্রকৃতি বিচারক সম্প্রদায় ব'লতে লাগ্‌লেন, "শাক্যসিংহ 'বিষ্ণু' নহেন, আমাদের গুরু পরমযোগি-পুরুষ, আর বিষ্ণু ত' একটী দামান্য বস্তু"। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধ—বিষ্ণু। বৌদ্ধ মাত্রেই বৈষ্ণবসমাজে গণিত হ'বার যোগ্য; কিন্তু তাহারা তর্কপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করায় স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হ'লেও তা'দের বৈষ্ণবতা আবৃত। তাই তাহাদের 'বৈষ্ণব'-অভিমান নাই। কৃষ্ণকে তর্কপন্থি-লোকসকল সেবা ক'র্‌লে নারায়ণ হ'তো। দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি মনে ক'র্‌লেন যে, 'ইনি পূর্ণতত্ত্ব নহেন, সুতরাং আমরাও এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি'। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অন্যধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি যে একমাত্র অখণ্ডবস্তু, তাই জানিয়ে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'— এ'কথা ব'লেন। কিন্তু মহাবদান্য গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর ক'র্‌বার জন্য নিজকে 'কৃষ্ণ' না ব'লে একজন কৃষ্ণের ভক্তমাত্র ব'লে পরিচয় দিলেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ ব'লছেন, 'আমার শরণাগত হও'—এ'তে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থীর কৃষ্ণকে বুঝ্‌বার অভাব ঘ'টেছিল। কিন্তু গৌরসুন্দর যখন ব'ল্‌লেন, "আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমা-দেরই মত একজন; তোমরা মনে ক'র না যে, কৃষ্ণকে ভজন ক'র্‌লে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে; এতে তোমাদেরই ষোল-আনা স্বার্থ-সিদ্ধি হ'তে পার্‌বে।" তাই তিনি তখনও বা ব'ল্‌লেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে 'বিষ্ণু' ব'লতে নাই"। কেউ তাঁকে 'বিষ্ণু' ব'ল্‌লে আচার্য্যরূপী লোকশিক্ষক কৃষ্ণ কাণে হাত দিলেন। গৌরসুন্দর মৎসর জগতের জীবের উপকার ক'র্‌বার জন্য—তা'দের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর করবার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক'র্‌লেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থি সম্প্রদায় নতশিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণার্চ্চন ক'র্‌-

ছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য্য ক'রলেন, তা'র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও আমাদের নিকট গুরুর অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজকে 'গুরু' ব'লে প্রচার ক'রলেন। তা'তে অজ্ঞভক্তগণও জান্তে পার্লেন, 'আমিও গুরু অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য'। কৃষ্ণ গুরুরূপে কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দিয়ে 'জীবের কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম নাই', তাই শিক্ষা দিলেন। জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে জানালেন, খণ্ডিত-পদার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। গৌর-সুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও নিজকে বৈষ্ণবের দাসানুদাস ব'লে প্রচার ক'রে তর্কপন্থিগণের উপকার ক'রেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশের পরেও যে সকল তর্কপন্থী উদিত হ'য়েছিল—সেই তর্কপন্থিগণের তর্কাগ্নিতে তিনি প্রভূতরূপে ঘৃত প্রদান ক'রেছেন। 'গীতা' প'ড়ে যে সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হ'য়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ পরমকৃপাময় ভগবান্‌কে 'আত্মম্ভরী', 'স্বার্থপর' প্রভৃতি ব'লে ধারণা ক'রেছিলেন, তাঁ'রাও গৌরসুন্দরের চরিত্র দেখে স্বয়ংই পুরুষ কৃষ্ণচরিত্রের মর্ম্ম ও মাধুর্য্য উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তিনি জানালেন, গুরু ভগবান্ হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান-তত্ত্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান

পঞ্চিকর-বিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পঞ্চিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের 'অনুকরণ' দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুসরণ' দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'রতে গিয়ে আউল বাউলাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে—মায়াবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

মহাজন-প্রদর্শিত-পথের ক্রমিক অনুকরণ—'কর্ম্মকাণ্ড', উহা 'ভক্তি' নহে। ভক্তি—আত্মার বৃত্তি, কর্ম্ম—আত্মার উপাধি যে অনাত্মা, তাহারই ক্রিয়ারূপে ফলভোগময় নশ্বর অনুষ্ঠান মাত্র। ভগবানের সেবা নিত্য, ভগবৎ-সেবক নিত্য, ভগবান্ নিত্য।

কর্ম্মকাণ্ডের লোকের কর্ত্তৃত্বাভিমানে কার্য্যের অনিত্যতা আছে। উহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম; উহা নশ্বর নহে, কালে ক্ষয় হয় না। ইহাকে পরমাণু-সিদ্ধ বা পণ্ডিত অণুচিৎ পরমাণুবস্তু জ্ঞান ক'রলে ভোগবুদ্ধির উদয়ে বাস্তব বস্তু লাভে বাধা হয়।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁরা কৃষ্ণকে আহ্বান ক'রছেন, সেই কৃষ্ণকে ডাকা কার্য্যটী স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্তর্গত নহে। পরন্তু কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁ'র সেবা ক'রবার জন্যই তাঁ'রা ডাক্‌ছেন। মনের মনিব আত্মা যখন জাগ্রত হন, নিজ বিষয়-কার্য্য নিজে দেখ্‌তে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধি বা নায়েব মন ইতর কার্য্যে ধাবিত হ'তে পারে না। মনিবকে ঠকাতে পারে না, মনিবের আদেশ পালন ক'রে চলে। তখন নায়েব মন যে সকল কার্য্য করে, তা'র প্রত্যেকটীই মনিবরূপী আত্মার ইচ্ছার অনুকূলে। মন যদি কোনও ছলে অন্য কার্য্যে যেতে চায়, তখন জাগ্রত মনিব নায়েবকে বাধা দেন; তখন বলে, "তুমি নিজে ভাল মন্দের বিচার ক'রবে, কর্ম্মবীর হ'বে, তোমাকে এসকল বৃথা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে দেবো না, তুমি পরমাত্মার সেবায় সাহায্য কর।"

সমগ্র জীবের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে সকল ভগবৎ-পার্ষদ জীবের মঙ্গল-চেষ্টা ক'রছেন, তাঁ'দের কথা শুন্‌লেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মনোনিগৃহীত হবে না; ও'সকল চেষ্টা কুঞ্জর-শৌচবৎ।

নায়েব-মন যখন তাহার মনিব-আত্মাকে ঠকাতে চেষ্টা করে, তখনই জীব কর্ম্মরাজ্যের পথিক হয়। বাহ্য-চিন্তা দ্বারা যে সকল ধর্ম্মসাধনপ্রণালী জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—যে সকল প্রণালী দ্বারা ভগবদুপাসনাপ্রণালী বিপন্ন হ'য়েছে, তা' হ'তে দ্বিতাপতপ্ত-জীবকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। 'পরমাত্ম-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে দিয়ে কর্ম্ম-ফলের কাজ করিয়ে নেবো, সাময়িক শান্তি (Temporary relief) করিয়ে নেবো,—এ সকল সঙ্কীর্ণ, ভোগী মনোধর্ম্মীর কথা। এরূপ মনোধর্ম্মীর কথাগুলিকে আত্মধর্ম্মী দুই শত যোজন দূরে রাখেন। কত আমরা এরূপ কর্ম্মিগণের দ্বারা পৃথিবীর অভাব, অসুবিধা কতটুক মোচন করা'তে পা'চ্ছি? নিজ অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। গীতা

বলেন, 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'। এই মনো-ধর্ম্মে চালিত হ'লে জীব ভগবানে শরণাগতি ভুলে গিয়ে কর্ম্মবীর সাজতে চায়।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকুক্। তা'-দিগকে সে সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে, ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'রবার জন্য আমরা যেন সর্ব্বকাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছাড়িয়া আমরা বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরক-পাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সেই জন্য বৈষ্ণবেরই সেবক হওয়া জীবের সাধ্য।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিত

জগতের পণ্ডিতসমাজে দুই প্রকার পণ্ডিত দৃষ্ট হন। এই দুইশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতের সংখ্যা খুবই কম। সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের আসন সর্ব্বোপরি এবং ধর্ম্ম হইতে পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত।

'পণ্ডিত' শব্দের সংজ্ঞা আমরা শাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাই—

(১) "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ"

(মহাভাঃ বনপর্ব্ব)

যিনি আচারবান্ অর্থাৎ কেবল মুখে শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি না করিয়া নিজের জীবন শাস্ত্রানুসারে যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

(২) "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"

(গীতা ৫।১৮)

যাঁহারা আত্মদর্শী অর্থাৎ যাঁহাদের স্বরূপদর্শন হইয়াছে, সেই সকল সমদর্শিব্যক্তিই পণ্ডিত।

(৩) "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"

(উদ্ধবগীতা ২০।৪১)

অর্থাৎ যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৪) ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নৈগুণলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভাঃ ৩।৩২।৩৪)

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যবধান-রহিতভাবে শ্রীবিষ্ণুতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়া-ছেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতপণ্ডিত।

(৫) "পণ্ডা বেদোক্তলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ"

আভিধানিকগণ বলেন, 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি'; যিনি বেদের সারগ্রাহী—সর্ব্ববেদ তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবদ্ভজন, তাহা যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত।

'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' ও 'বৈষ্ণবপণ্ডিত'—এই উভয়পদের মধ্যেই 'পণ্ডিত' শব্দটী সাধারণ। শাস্ত্র হইতে 'পণ্ডিত' শব্দের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হউন, আর বৈষ্ণবপণ্ডিতই হউন, উভয়েই 'ক্রিয়াবান্', 'সমদর্শী', 'বন্ধমোক্ষবিৎ' ও 'বিষ্ণুতে অনন্য-ভক্তিমান্' হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'বর্ণাশ্রমিগণ স্বাস্বপ্রভব পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভজন পরিত্যাগ করিলে স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্যুত হন' (ভাঃ ১১।৫।৩)। অতএব ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুভজন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতে পারে না।

কিন্তু অনেকস্থলে বিষ্ণুভজন হইতে বিচ্যুত থাকিয়া অথবা বিষ্ণুভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াও অনুকরণসূত্রে 'ব্রাহ্মণত্ব', 'বৈষ্ণবত্ব' ও 'পাণ্ডিত্য' রক্ষিত হইবার অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সোপানবিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'।

শ্রুতিতে 'পরা' ও 'অপরা'নাম্নী দ্বিবিধা বিদ্যার কথা কথিত হইয়াছে। ত্রিগুণবিষয়ক আলোচনা অথবা ত্রিগুণের ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ আলোচনা যে-বিদ্যাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা 'অপরা বিদ্যা'। আর অধোক্ষজ নির্গুণ-পুরুষোত্তমের কথা যে বিদ্যাদ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তাহাই 'পরাবিদ্যা'। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণব-পণ্ডিত উভয়েই পরাবিদ্যার অনুশীলন করেন। তবে পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরাবিদ্যার অনুশীলনকারী, আর বৈষ্ণব-

পণ্ডিত পরাবিদ্যায় পারঙ্গত, অতএব শ্রৌত সরস্বতীর উপাসক। বৈষ্ণবপণ্ডিতকে অনন্যভাবে 'মূর্ত্তভাগবত' বা 'জঙ্গমভাগবত' বলা যায় অর্থাৎ তাঁহার অনন্য জীবনখানিই একখানি 'ভাগবত'—ভাগবত যে উদ্দেশ করেন, তাঁহার আচরণের প্রতিবর্ণাক্ষর তাহাই বলিয়া দেয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যখন এইরূপ বৈষ্ণবপণ্ডিত বা মূর্ত্তভাগবতের সমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অভিগমন করেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য সার্থকতালাভ করে। নতুবা অনেক সময়ে বিবর্ত্ত আসিয়া নশ্বর দেহ বা কুলকেই 'ব্রাহ্মণ' এবং কর্ম্মমার্গে বিচরণ-বিষয়ে নিপুণতা ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া ধারণা করায়।

বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করিলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিজকে মূর্ত্তভাগবত বা বৈষ্ণবপণ্ডিত হইতে পৃথক জ্ঞান করেন এবং মূর্ত্তভাগবতের শ্রৌতসিদ্ধান্তকে 'বৈষ্ণব-পর 'মতবাদ'-বিশেষ মনে করিয়া নিজকে তাহা হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা দেখাইয়া কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, কখনও বা নির্ভেদজ্ঞানী হওয়াকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাধ্য বলিয়া স্থির করেন। এরূপ বিচার ভগবদ্বিমুখতাজাত। ভগবদ্বহির্মুখ হইলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিতে পান—উপলব্ধি করেন যে, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—যাহা কিছু সমস্তই 'বিষ্ণু'। সুতরাং জগতের ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্মী কিংবা জগৎকে অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি-পরিণতবস্তুকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া ভগবৎসেবোপকরণ জগতের প্রতি বিরক্তি বা ক্রোধপ্রকাশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবৎসেবোপকরণস্বরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তু এবং এই অপরা-প্রকৃতি জগৎকে অর্থাৎ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার সহিত পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুকে যাহা ধারণ করিয়াছে, সেই শুদ্ধজীবাত্মাদ্বারা পরমাত্মার সেবা করাই পাণ্ডিত্য। বৈষ্ণব-পণ্ডিতের চরিত্রের অনুসরণ করিলেই এইরূপ পাণ্ডিত্যে পারদর্শী হওয়া যায়।

বৈষ্ণবপণ্ডিত বলিয়াছেন—"ওহে ব্রাহ্মণ, তোমার শোকের কোন বস্তু নাই অর্থাৎ তুমি 'শূদ্র' নও, তুমি 'ব্রাহ্মণ'; কারণ জীবের স্বরূপে 'ব্রহ্মজ্ঞানই নিত্য। তুমি ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নও আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবস্তুও নও। তুমি বৃহদ্বস্তুর অন্তর্গত বস্তু। বৃহদ্বস্তু হইতে বিচ্যুতাভিমানেই তোমার দুই প্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তুমি কখনও নিজকে 'ছোট' মনে করিয়া ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির কামনা কর অর্থাৎ ছোট হইতে বড় হইতে চাও, কখনও বা নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাপক অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' ভাবিয়া মুক্তাভিমানে ব্রহ্মের অন্তর্গত অভিমান ছাড়িয়া নিজের অধঃপতন ঘটাও। হে ব্রাহ্মণ, তুমি এই দুই প্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়া কখনও শান্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু তুমি প্রশান্তাত্মা। তোমার শোকের বিষয়ও কিছু নাই, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও কিছু নাই। তুমি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও অর্থাৎ কৃষ্ণের ত্রৈগুণিক-দেহ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, জগদ্দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, জগৎকে ধারণ করিতেছেন যে আত্মা এবং আত্মার আধার-মূলবস্তু যিনি, সেই পরমাত্মাকে দর্শন কর। এ দর্শন নিত্য—এ দর্শন অপ্রতিহত—এ দর্শনের দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপ ক্রিয়া—তিনটীই নিত্য—ইহারই নাম 'পরাভক্তি'—এই পরমা ভক্তিই আত্মার নিত্যবৃত্তি। এই পরাচক্ষুর্ভক্তি অধিষ্ঠিত হইলে তুমি ব্রাহ্মণতা হইতে বৈষ্ণবতায় উন্নীত হইবে। তখন তুমিও 'বৈষ্ণব পণ্ডিত' নামে খ্যাত হইতে পারিবে"।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতে এইরূপ সম্বন্ধ ও ঐক্যতান রহিয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিতে কোনও বিবাদ হইবার কারণ নাই। যেখানে বিবাদ, সেই স্থানে বিবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র শোক ও আকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম গ্রাস করিয়াছে, ক্ষুদ্রত্ব ও দরিদ্রত্ব রূপ বিজড়ের ধর্ম্ম জীবের স্বরূপের অভিমানকে আবৃত করিয়াছে। সারগ্রাহিবৈষ্ণব পণ্ডিতের বিচার-গ্রহণে সরস্বতীপতি শ্রীগৌরনারায়ণ এইরূপ জগদ্ধাত্রীবাহিব্রাহ্মণপণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মুঞ্জ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
* * *
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা। তাঁহার অমৃত লেখনীতে এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, —

সবে মহা অধ্যাপক করি, গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কথা করে॥
• • •
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম পাশে ডুবি মরে॥
• • •
শ্রীভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
যেমি' শুদ্ধ সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন অপর দিকে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধে বলিতেছেন—বৈষ্ণব পণ্ডিতের আর একটী চিত্র সঙ্গে সঙ্গে দিয়াছেন—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের শুদ্ধ মূর্ত্তিধর।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা ব্যাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য়)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই একরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই সময় হইতে পাঁচ শত বৎসর পরে কলির সন্ধ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতে আরও কৌটিল্য প্রকাশিত হইতেছে—সরল নাস্তিকতা হইতে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতায় আমাদের পাণ্ডিত্য পর্য্যবসিত হইতেছে। আমরা অনেক সময়ে মনে ভাবি যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শাস্ত্র-কারগণ ভগবদ্ভক্তিরহিত পাণ্ডিত্যেরই অনাদর করিয়াছেন মাত্র। আমরা যদি আমাদের পাণ্ডিত্য—তাহার অন্তরে নাস্তিকতা লুকাইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই—যদি বাহে লোক দেখাইবার জন্য সেই পাণ্ডিত্যের মধ্যে আমাদের ভোগের সুবিধার জন্য একটু ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তির ছলনা মিশ্রিত করিয়া উহা বাজারে দেওয়া পাণ্ডিত্য বলিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদিগকে কেহ নাস্তিক বলিতে সাহসী হইবে না। এরূপ কৌশল বা ষড়যন্ত্র নাস্তিক্যবুদ্ধির উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করিলেও এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার সেতু। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে এইরূপ বঞ্চনা-বৃত্তি লইয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষ ও তৎসঙ্গে আত্মহিংসার্থ অর্জ্জিত হইলেও ঐ পাণ্ডিত্য বাহে এরূপ মনোমুগ্ধকর, কখনও বা এরূপ ঐন্দ্রজালিকের বেশ লইয়া উপস্থিত হয় যে, সাধারণে ঐরূপ পাণ্ডিত্যকে বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া বসেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের সহিত ঐ সকল বঞ্চনাকারী মায়ুকরপণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে নাংসর্য্য বা কৌটিল্য নাই। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যে 'অনুসরণ' আছে, 'অনুকরণ' নাই। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য মুখে এক প্রকার, অন্তরে আর এক প্রকার নহে। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য বক্তৃতা কালে এক প্রকার, কার্য্যকালে অন্য প্রকার নহে। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করায়, অকৃষ্ণ বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা জন্মায়। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য ত্রুটীর মধুপুষ্পিত বাক্য দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য দশবিধ নামাপরাধের কোনও একটীকেই প্রশ্রয় প্রদান করেন না অর্থাৎ বৈষ্ণব পণ্ডিত কখনও সাধুনিন্দা করে না, অসাধুকে সাধুর সহিত সমান জ্ঞান করেন না, পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু-ব্যতীত ঈশ্বর বা দেবতাগণে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধি করেন না, গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করেন না, মহাকুলে প্রসূত ও সর্ব্ব বেদ-বিদ্যাবিশারদ হইলেও অগুরু বা গুরুদ্রুবকে গুরু বলেন না, শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা করেন না, শ্রৌতবাণীকে মনোধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করেন না, হরিনামকে অতিস্তুতি মনে করেন না, ভগবৎস্বরূপ ও তত্ত্বাবতরূপ-গুণলীলা মানব-কল্পিত এরূপ বুদ্ধি করেন না, নামবলে পাপবুদ্ধির প্রশ্রয় অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ন্যায় পাণ্ডিত্যকে বিকৃত করিয়া যথেচ্ছার প্রতিপালন বা কোনও প্রকার ভোগ অর্থাৎ পাপের প্রশ্রয় দেন না অথবা পাণ্ডিত্য বা উত্তম অধ্যয়নের ফল যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপদ্ধর্ম্মের ছলে পাণ্ডিত্যকে জীবিকার উপায়-

রূপে পরিণত করিয়া ভগবদ্বিস্মারহিতা অর্থাৎ মূর্খতা বা নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন না। বৈষ্ণব পণ্ডিত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীনামকেই সাধন ও সাধ্যসার জ্ঞান করেন। তিনি ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞ, বন্ধ্যা বা প্রতিষেধ নিবারণ—নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান বা তদপেক্ষা লঘুজ্ঞান করিয়া মূর্খতা ও নাস্তিকতার অভিনয় দেখান না। বৈষ্ণবপণ্ডিত অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদির লোভে শ্রদ্ধাহীন বিমুখব্যক্তিকে কখনও নাম-উপদেশ করেন না। বৈষ্ণবপণ্ডিতের বাত-পিত্ত কফাত্মক চর্ম্ম-ভাণ্ডে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, কাষ্ঠপাষাণে কল্পিত ঈশ্বরবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি এবং বিষ্ণুভক্তে আত্মীয় ও পূজ্যবুদ্ধির অভাবরূপ মূর্খতা বা "গো-খর-ধর্ম্ম" নাই।

মহর্ষি অত্রি আনুকরণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতব্রুব ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতব্রুবগণের এইরূপ একটী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি কি প্রকারে বৈষ্ণবপণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন, অন্তরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কিরূপে বাহিরে বৈষ্ণব-পণ্ডিতের পোষাক পরিধান করেন—'অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব' সভাতে কিরূপে নিজকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রকাশ করেন—অন্তরে প্রাকৃত আড্যা, দেহে আত্মবুদ্ধি ও তজ্জাত বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পূর্ণতাও লইয়া বাজে কিরূপে একজন লোক-মনোরঞ্জক দোকানদার সাজিয়া বসেন, সেই চিত্রটী অত্রি ঋষির তুলিকায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ম্রষ্টাস্ততো ভাগবতাঃ ভবন্তি॥

(অত্রি-সংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া ফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বক্তা হন; পুরাণ-বাচনে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, পুরাণ-শাস্ত্রবাচন প্রভৃতি উহাদের অন্য জীবিকা জ্ঞান করায় এবং তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় তদ্ভজীবিকায় অনুপযোগিতা ক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাহ্মণত্বের পরিণাম বুঝেন। আবার তাহাতেও উদর-ভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল প্রকার কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে 'ভাগবত' বলিয়া প্রচার করাই জীবিকার উপায় স্থির করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার কৃতক পণ্ডিতকে অনাংক্রেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।—

কৃতকাধ্যাপকো যশ্চ কৃতকাধ্যাপিতশ্চযঃ।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥

মনু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ভাষী, যে পিতৃ বর্ত্তমানে জারজ-সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিবে না।

বর্ত্তমান বৈশ্যজগতে পাণ্ডিত্যও পণ্যদ্রব্য বা ব্যবসায়ের সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ে অর্থাগমের স্বল্পতানিবন্ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বৈষ্ণব পণ্ডিত ত' একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা 'বৈষ্ণবপণ্ডিত' বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারাও তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকেই তাঁহাদের আদর্শ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের অনুকরণ বা সজ্ঞামাত্র গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যতঃ কর্ম্মজড়ের সদাবলেহী হইয়া পড়িতেছেন। বৈষ্ণবপণ্ডিতের স্বরূপ-লক্ষণ যে কৃষ্ণৈকশরণতা—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ঊনবিংশ অধ্যায়ে ৭৪ সংখ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও কেবল 'অসুস্বর বিসর্গ পড়া বিদ্যা'কেই 'বৈষ্ণব-পাণ্ডিত্য' বলিয়া বাজারে চালাইবার জন্য অনেকে আগ্রহ-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ আবার আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ভাগবতজীবিকা, বিগ্রহজীবিকা প্রভৃতি শাস্ত্র-বিগর্হিত দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈষ্ণব-পণ্ডিত ত' দূরের কথা, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও যদি আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ঐরূপ হীনকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও পাণ্ডিত্য ঘটে—

আপদপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবং বৃত্ত্যৈ নেতরেতরং কদাচন॥
(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য)

—যিনি কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত ইতরপূজা করিবে না।

যাহারা নিজবিদ্যকে 'বৈষ্ণব পণ্ডিত' বোলাইয়া—"নামে-রস ভাগবত-ব্যবসায় না করিলে আমাদের কিরূপে চলিবে"?—এইরূপ বিচারপর, তাহাদের বিচার অপেক্ষা কি শোকাভিনিবিষ্টতা বা মূঢ়ত্ব এবং মূর্খতা অধিক বরণীয় নহে? পাণ্ডিত্য যদি জীবকে মূঢ় ও নাস্তিক করিয়াই দিল, তাহা হইলে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের ফল কি? শাস্ত্র বলেন—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনের জন্য কখনও চিন্তা করেন না, যাঁহার বিশ্বম্ভর যাঁহাদের প্রভু, সেই সকল ভক্তগণ কি কখনও দুষ্কৃতক উপেক্ষিত হইতে পারেন? বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলেন—

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাস বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥

আমরা বৈষ্ণব-পণ্ডিতের আদর্শ বিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীকেশব, শ্রীদামোদর স্বরূপ প্রভৃতির চরিত্রে অন্য আকারে দেখিতে পাই যে, বিশ্বম্ভরের ভক্তগণ, কৈবল্যকেও নরকসদৃশ জ্ঞান করেন, ইন্দ্রাধিপত্যকে আকাশকুসুমের মত জানেন, বিধি মহেন্দ্রাদির পদবীকে কীট-পদবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সকল বৈষ্ণব-পণ্ডিতের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা জগতের লোক কি করিয়া ধারণা করিবে?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পূর্ণ প্রাকৃত-পাণ্ডিত্যকে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব-পণ্ডিত হইতে পারিলে "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ" শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বলেন যে, "ভগবান্ জগতে সহস্র সহস্র বিপদ, আপদ, অসুবিধা, ব্যাধি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অসুবিধার বিষয়গুলি সঞ্চিত রাখিয়া এতদূর কৃপাময় হইয়াছেন যে, কৃষ্ণবিস্মৃতজীব কারাগারকে তাহার নিত্য-বাসস্থলী মনে করা রূপ অভিনিবেশের হস্ত হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ববাসস্থানে গমনেচ্ছু হইতে পারে; সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিষয়কে তাহার ভগবদ্ভজনের অনুকূলবিষয় জানিয়া জীব কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি" অর্জ্জন অর্থাৎ ভাগবত হইতে পারে।"

শ্রীগৌরসুন্দর এককালে বহু বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সমাবেশ ও আদর্শ নিত্য জীবনচিত্র লোকলোচনের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটস্থলী নবদ্বীপে বহু বহু বৈষ্ণবপণ্ডিত এককালে উদিত হইয়াছিলেন। সেই সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গৌরনিত্যানন্দ সূর্য্য-চন্দ্রকে মধ্যস্থানে পাইয়া বৈষ্ণবপাণ্ডিত্যের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার সেই ধাম পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন। আজও সেই শ্রীধাম সেবোন্মুখ-হৃদয়ে সেই সকল স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছেন। সেই শ্রীধামে যাহাতে আবার পরাবিদ্যার আলোচনা-কেন্দ্র অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রপীঠ সংস্থাপিত হয়—সেই পীঠে পরাবিদ্যা-পারঙ্গত হইয়া যাহাতে আদর্শ বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ জীবনাগ্র ভক্তিসহযোগে জগতের সর্ব্বত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মজ্ঞতায় ও পাণ্ডিত্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তজ্জন্য কি শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুবর্গী বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের পাদপদ্মে আমাদের কাতর প্রার্থনা জানান কর্ত্তব্য নহে? সমগ্র জগৎ বৈষ্ণবপণ্ডিতের অধীন হইলে শোকধর্ম্মের হ্রাস হইবে, জগৎ হইতে ব্রাহ্মণতার নামে বণিগ্‌বৃত্তি বিদূরিত হইবে। স্বার্থসন্ধীন কামচেষ্টা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রশান্তভাব ও নির্ম্মল ব্রাহ্মণতায় উন্নীত হইয়া জীব ভগবদুপাসক বৈষ্ণব হইতে পারিবেন। তখন বিশ্বকে আর ক্লেশের আগার বলিয়া বোধ হইবে না। এই বিশ্ব পরিপূর্ণ-সুখময় ধাম, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু পরমাত্মসুখ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

"জৈনদাসের অনভিজ্ঞতা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

কলিহত-জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই, অহরহঃ কীর্ত্তন-মহোৎসবই জীবের নিত্য ও পরধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহারা এই কীর্ত্তন মহোৎসব প্রচার করেন, তাঁহারাই 'কৃতিনঃ' (ভাঃ ১১।৫।৩২)। কীর্ত্তনপ্রচারক বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু 'মহাবদান্য' বলিয়াছেন। কীর্ত্তনপ্রচারকগণই জগদ্বান্ধব। কীর্ত্তনপ্রচার স্থগিত রাখিয়া ইতর উপায় দ্বারা জীবের আপাত-কল্যাণের চেষ্টা জগদ্বন্ধুর নামে 'হিংসা'। ঐরূপ ক্ষুদ্র জন্তুবধ বা হিংসা-প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র পিপীলিকায়, বানরে, পক্ষীতেও দেখা যায়। কিন্তু যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, ভাগবত বলেন, সে ব্যক্তি গুরু নহে, আচার্য্য নহে, পিতা নহে, বন্ধু নহে, দেবতা নহে। (ভাঃ ৫।৫।১৮) তিনি নিজে হিংসিত, বঞ্চিত, তাই অপরকেও হিংসা ও বঞ্চনা করিবার জন্য প্রধাবিত। জগতে সহস্রবার যুদ্ধ, সহস্রবার দুর্ভিক্ষ, সহস্রবার আধি ব্যাধি সহস্র আকারে আবির্ভূত হইবে। কিন্তু যাঁহারা আর্য্যগণের আদর্শ অনুসরণ করিতে লিখিয়াছেন, সেই সকল বুদ্ধিমান্ আর্য্যাবর্ত্তবাসী কুকুরের যাঁতা সেজ পুনঃ পুনঃ সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যেন সর্ব্ব ক্লেশের মূল, সর্ব্ব ত্রিতাপের মূল চিত্তস্থলে উন্মূলিত করিতে পারে যে শক্তি, সেই শোকমোহভয়াপহা ক্লেশঘ্নী ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এ সকল কথা আর্য্যাবর্ত্তের সম্পাদকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলেও অথবা তাঁহার অধিকারোচিত চিন্তার অতীত বলিয়া মনে হইলেও আমরা শ্রৌতবাণীরই কীর্ত্তন করিব।

উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানির সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ শ্যামলাল আমাদের ছাত্র; স্কুলে আমাদের নিকট পড়িয়াছেন, স্কুল পর্য্যন্তই তাঁহার বিদ্যা। তাঁহার বাল-সুলভ চাপল্য কলাই হইলেও তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাটা না করাই ভাল ছিল। শ্রীমান্‌কে কোনও সময়ে বিধবা বিবাহের চাঁদা-সংগ্রহকারী, কোন সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক, কোন কোন সময় রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীগণের সমালোচক, কোন সময়ে স্বদেশভক্ত প্রভৃতি কত কি বহুরূপে দেখিতে পাই। কোনও ধারণ-সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের চঞ্চলতা-রোগের উপশম হয় না। শ্রীমান্ ও তাঁহার সম্পাদক বন্ধু যে দুইটী উপাধি দ্বারা নিজদিগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি ভক্তসম্প্রদায় আকর্ষণ না করেন, এই জন্যই কি তাঁহাদের 'বৈষ্ণব' বা 'আচার্য্য'কে "His Holiness" লেখাতে আপত্তির কারণ হইয়াছে? "গোস্বামী" নাম লইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, কর্ণকাণ্ড দ্বারা লোককে হিংসা করা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিপ্লব বা স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কথা আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে, আর্য্যগণের চরিত্রে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু বলেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন-ব্যক্তি অজ্ঞাভিনিবেশে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগনিরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাঁহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত। তাহাতে মহদ্ গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীমান্ শ্যামলাল বা তাঁহার বন্ধুবরের শ্রীমদ্ভাগবত পড়া থাকিলে এইরূপ অনার্য্যোচিত বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না। বৈষ্ণবই সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাধি দ্বারা সম্মান-যোগ্য। মনুষ্যের কা কথা, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, 'ন চ পূজ্যো যথা হ্যহম্' আমার ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য। আরও বলিয়াছেন, "মদ্ভক্তো পূজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।" শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ভক্তের গুণানুকীর্ত্তনেই বহুপরিশ্রম লব্ধ বেদাধ্যয়নের ফল সার্থকতা লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ভক্তের গুণগানই জিহ্বার ফল।

প্রকৃতির চিন্তাস্রোতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমান্ ও তাঁহার বন্ধুবর কি এই সকল আর্য্যগণের কথায় বিরুদ্ধমতবাদ প্রচার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? এরূপ কথা ত' আর্য্যাবর্ত্তবাসীর কথা নহে? আন্দামান দ্বীপ হইতে এইরূপ কথার প্রচার হইলেই শোভনীয় হইত।

অথবা শ্রীমান কি চৈতন্যপ্রচারক হরিবংশকুলের লেখক "গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি, বাড়ি ছাড়িতে পারি না"—এইরূপ ভক্তপণের দ্বারা প্রযোচিত হইয়া এরূপ অনাবোচিত কথার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন?

গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা কীর্ত্তন-মহোৎসব স্থগিত করিয়া বক্তার সাহায্য করা নহে; পরন্তু জগতের অন্যান্য যাবতীয় হরিবিমুখিনী চেষ্টা স্থগিত করাইয়া প্রত্যেককে অনুকূল হরি-কার্য্যে—হরিকীর্ত্তনে নিয়োগ করা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন, জগতের কোন ব্যক্তির এক কপর্দ্দকও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুতে ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে। গৌড়ীয় মঠ সকলের সর্ব্বস্ব নারায়ণে অর্পণ করাইবার জন্যই এই কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরি-কথা প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন।

নাস্তিক সম্প্রদায়—প্রকৃতিবাদী সম্প্রদায়ের কোন দিন সৌভাগ্য হইলে এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। যত দিন পর্য্যন্ত জীবের বক্রা-মুখী সুকৃতির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা 'ভক্তি' অপেক্ষা কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বা ভক্তির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকে। কর্ম্মীসম্প্রদায় ভগবান্‌ও ভগবদ্ভক্তকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেবাবস্তুর দ্বারা নিজের সেবা করিবার দুর্বুদ্ধি করিয়া থাকে। ভক্তকে দিয়া চরকার সুতা কাটাইয়া লইতে চায়, ভক্তের হাতে কোদালি দিয়া তাঁহাকে 'কুলকে' পরিণত করিতে চায়, রাজা রঘুগণের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত জড়ভরতকে দিয়া পাল্কীর বেহারা করাইয়া লইতে চায়, ভগবান্‌কে 'খাজাঞ্চী' মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ, মনোরথা স্ত্রী, মুক্তি প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতে চায়—এরূপ দুর্বুদ্ধি হরিবিমুখ জীবের স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে নরক গমন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—ইহাদের ক্লেশমূল অবিদ্যা ছেদন করিবার জন্য—ইহাদের সর্ব্বস্ব হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য কীর্ত্তন মহামহোৎসবের নিত্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে এই কীর্ত্তন মহামহোৎসব প্রচারিত হউক। অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জগৎ কীর্ত্তন-মহোৎসবের বন্যায় প্লাবিত হউক। জগতের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ, অর্থ, জীবন, যৌবন—সমস্তই কীর্ত্তন-মহোৎসবের জন্য নিযুক্ত হউক। ঘুণ্ডে ঘুণ্ডে কোটিকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তিত হউক। কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী, কীর্ত্তনের উচ্চ রোল, কীর্ত্তনের সংঘ মৃদঙ্গ-করতাল জগতের সকল জীবের কর্ণকুহরে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমুদয় দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট করুক। তাঁহারা তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, কোটি কর্ম্মী একত্র হইয়া যে বস্তু, যে ভয়-শোক-মোহ, যে ত্রিতাপ-অনল, যে ভব-মহামারিকে দূরীকৃত এমন কি একটুমাত্রও উপশমিত করিতে পারেন নাই বা পারেন না—সামান্য একটু নাম-তালেই সমস্ত ক্লেশের আকর সেই ভবমহামারি অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তখনই তাঁহারা আক্ষেপ করিতে করিতে, আত্মশোচনা করিতে করিতে, রুদন করিতে করিতে কীর্ত্তনকারীর পায়ে লুটাইয়া বলিবেন, "এতদিন না জানিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার-জলধি-পার হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। পরম কারুণিক মহাবদান্য কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রচারকারী ভক্তগণের চরণে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কতই না অপরাধ করিয়াছি।"...হরিকে যদি সত্য সত্যই কাহারও ঐরূপ অনুশোচনা হয়, তাহা হইলে তিনিও নামকীর্ত্তন-স্থিত গৌরনিত্যানন্দের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলেন—

"জ্ঞান-কাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

অতএব—

উঠিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক-যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পশু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেম বৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল বাঢ়ে ত্রিভুবন॥

—চৈঃ ভঃ আদি ৭ম

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া জীবের কর্ম্মবীজ বিনাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে

যাহার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, তিনি সদ্গুরুসেবিত গৌর-সুন্দরের "কীর্ত্তনীয়: সদা হরি:"—এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য নৈমিত্তিক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক লোকের চিত্ত হরণ করিতে ধাবিত হন না।

পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসব ছাড়িল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন দুঃখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি, নৃত্যশীতে করয়ে মঙ্গল॥

—চৈ: ভা: মধ্য ১।১৬১-৪

প্রশ্নোত্তরমালা।

বিপুল সন্তানপুরের নিবেদন—

মহাজন! আমরা ধর্ম্ম লইয়া বড়ই বিপদ্গ্রস্ত। আমাদের দেশে একটী মহতী বৈষ্ণব-সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় গণ্য মান্য বহুবৈষ্ণব আগমন করিয়াছিলেন। কতিপয় বৈষ্ণব-পণ্ডিতও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহুবিধ আলোচ্য বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গতি, পরিণাম ও সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই সভায় প্রায় দশ হাজার তথাকথিত বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। আমরা নিতান্ত মহামূর্খ, তাঁহাদিগের বাদবিতণ্ডা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছি। কতকগুলি প্রশ্ন লইয়া ভীষণ দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। তাহার এক পক্ষ অপর পক্ষকে তুমুলরূপে আক্রমণ করিলে, আমরা উভয়ের নিকট প্রশ্ন-কয়েকটীর মীমাংসা চাহিলাম; তাঁহারা উত্তরে যে সকল মীমাংসা করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা অথবা ঐ প্রশ্নগুলির সংসিদ্ধান্ত কি? তাহা আমরা মূর্খ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার পর, শুনিলাম, শ্রীশ্রীপ্রভু • • • মাগুরমারি আসিতেছেন, তিনি আসিলে তাঁহার নিকট মীমাংসা শুনিয়া লইব। তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা সকলে তাঁহার নিকট প্রশ্ন ও উত্তরের সিদ্ধান্ত লইয়া উপনীত হইলাম; তিনি কহিলেন "যদি তোমরা প্রকৃত মীমাংসা চাও, তবে গৌড়ীয়পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অচিরাৎ লিখ। তাঁহারা আমার বুদ্ধিবিদ্যার ও সাধনার কারিতে পারি, জগতে একমাত্র বৈষ্ণব ও মহাভাগবত এবং সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ও সুমীমাংসাকারী।" মহাজন! তাঁহার শ্রীমুখে আপনাদের গুণানুবর্ণন শুনিয়া আমি অদ্য ঐ প্রশ্ন-গুলি ও তদুত্তরপক্ষের যথা মীমাংসা তাহা পাঠাইলাম। আপনারা আমাদিগকে সুসিদ্ধান্ত লিখিয়া পাঠান বা আপনাদের গৌড়ীয় পত্রে লিখেন, যে প্রকারেই হউক আমাদিগকে জানাইলে আমরা জীবন পাই আর এই দল হাজার লোক পথভ্রষ্ট হয় না। অলমতিবিস্তরেণ—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বর্ম্মন, পোঃ মুলগুরি।

জেলা জলপাইগুড়ি, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩১৩।

প্রশ্ন

১। সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

১। আচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বা হরিভজনের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির বা ভক্তাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে সদাচার পালন না করিলে কোন ক্ষতি নাই। ভক্তি-দেবী স্বেচ্ছাময়ী, তিনি সদাচারের অপেক্ষা করেন না।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

১। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সদাচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সদাচার পালন না করিলে হরিভক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারে না। সদাচার ভিন্ন কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। সদাচারে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে হরিভক্তির আবির্ভাব অসম্ভব।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

১। 'সদাচার' বলিতে সাধুদিগের আচার বুঝিতে হইবে। যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (৩।৮)—

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ দোষহীন ব্যক্তিরাই সাধু। "সৎ" শব্দ সাধু-বাচক; সাধুগণের আচরণই সদাচার বলিয়া অভিহিত।

সদাচার পালনের একান্ত কর্ত্তব্যতাবিষয়েও মার্কণ্ডের পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥

অর্থাৎ গৃহিব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই।

সাধুদিগের আচরণ শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের অকপটব্যক্তিমাত্রেরই উপরি-উক্ত আচরণ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তিদেবী নিরপেক্ষা। 'সদাচার' বলিলে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায় যাহা বলিয়া করিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গে তাদৃশ সদাচারের অপেক্ষা নাই। অভিধার্থে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকায়, 'সদাচার' ও 'ভক্তি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সদাচার স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'অগ্রে সদাচার পালনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে'—এরূপ সিদ্ধান্ত পাষণ্ডজনোচিত অসিদ্ধান্ত মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় বলিয়াছেন,—

"আর্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি ... নামাপরাধবশেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি"।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আর্ত্তপ্রভৃতি নামাপরাধী, তাঁহারা নিজ নিজ কুলধর্ম্মবিহিত স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া আপনাদিগকে সদাচারসম্পন্ন বলিয়া অভিমান করিলেও সদাচারী হইতে পারেন না। আবার ভক্তিদেবী সদাচার পালনের অপেক্ষা করেন না বলিয়া অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অভক্তজন প্রাকৃত সহজিয়াসমের ঘোর-স্বরূপের পরিচয়। উহা বৈষ্ণবস্মৃতি-বিরুদ্ধ—

আচারহীনো রাজেন্দ্র নরস্য নরধর্ম্মিণঃ।
লোকোন্মত্তস্য লোকাংস্ত্রীন্ নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

(ভঃ ভঃ বিঃ ধৃত সংযমাগৃত ভবিষ্যপুরাণবাক্য)

অর্থাৎ হে রাজন্! আচারহীন ব্যক্তি কি ইহ, কি পর—কোন লোকেই আনন্দলাভ করিতে পারে না। লোক পুরাণাদির অবধারণদ্বারা দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রশ্ন

১। মদ্য, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন বা জাতিবিশেষ ভগবান্‌কে নিবেদন করা চলে কি না? এবং উহা বৈষ্ণবের খাদ্য কি না?

প্রথম পক্ষের উত্তর

১। যাহা যাহা আমরা করি, তাহাই ভগবান্‌কে নিবেদন করা যায় এবং গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির ঐরূপ করা উচিত বটে। খাদ্যাখাদ্যের সহিত হরিভজনের কোন সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

২। মদ্য, মাংসাদি, জাতিবিশেষ বৈষ্ণবের অখাদ্য। উহা ভগবান্‌কে নিবেদন করিলে অপরাধ ঘটে। হরিভক্তি লাভ হয় না। বরং অধঃপতন ঘটে।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

১। বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন; তাঁহারা প্রাকৃত ভড়ংকে গ্রহণ করেন না। রসনার ও লিঙ্গসেবণে অপরিহার্য্য ও অত্যন্ত আসক্ত। মদ্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্য তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রিয় হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল অমেধ্যদ্রব্য ভক্তগণ ভগবান্‌কে নিবেদন করেন না। প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন,—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি ন তস্যান্নাদ উচ্যতে।
মধুপর্কাদিসর্ব্বমাংসাদস্তস্মাত্তৎসর্ব্বদা বিবর্জ্জয়েৎ॥

[মনুঃ ৫।৩৫

ছত্রাকং বিড্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা ভক্ষন্ পতেদ্দ্বিজঃ॥

(মনুঃ ৫।১৯)

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে 'অন্নাদ' (তাহার মাংসভোজী) বলে, কিন্তু মধুপর্কভোজী সর্ব্বমাংস-ভোজী (যেহেতু মধুপর্ক, পঞ্চনখপ্রাণি ব্যতীত প্রাণিমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মধুপর্ক ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মধুপর্কভোজন সর্ব্বভোজনে পরিত্যাজ্য।

ছত্রাক (কোড়ক), গ্রাম্য শূকর, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজর—এ সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক

টীকা করিয়া থাকিলে দ্বিজাতিরা পতিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত ও বলিয়াছেন,—

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশুন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

(ভাঃ ১১।৫।১৪

অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বিত, সদভিমানী যে সকল অসাধুব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও তদ্রূপ করিয়া থাকে।

বেদ বলিয়াছেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি।" এইবেদ বাক্য দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব-স্বভাব যে পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক থাকে, সে পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই মানব স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, আমিষ-ভোজন ও আসব-সেবা প্রভৃতি তামসিক কার্য্যে রত থাকে।

জিহ্বা ও উদরসেবাপ্রিয় ব্যক্তিগণই ভগবানের দোহাই দিয়া নানাপ্রকার অন্যায়ভাবে তদ্রূপের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—চৈঃ চঃ

প্রশ্ন

৩। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় কি না?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৩। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি কলিযুগের লোকের পালনীয় নহে। উহা পূর্ব্বযুগের পালনীয় ধর্ম্ম। একালের লোক কেহ উহা পালন করিতে পারে না। কেবল যুগধর্ম্ম হরি-নামই এখন কর্ত্তব্য। হরিভক্তি সাধারণ, উহা সর্ব্বসাধারণের সাধ্য। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অসাধারণ। অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম একালের লোকের পালন করা অসাধ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৩। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, উহা সর্ব্ব-সময়ই পালনীয়; না করিলে প্রত্যবায় ঘটে এবং হরিভক্তিতেও অধিকার লাভ করিতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) পালন না করিলে হৃদয়ে বা হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে না। হরিভক্তির অধিরোহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা ভক্তাভি-লাষীর পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বভাবজাত, অতএব উহা সকলেরই সাধ্য। ভাগবত-ধর্ম্ম সকলের সাধ্য নহে।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৩। দৈব ও আসুর ভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বিবিধ। হরি-নামপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির অনুকূলে যে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন, উহা 'দৈব'। যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভাগবত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, উহাকে 'আসুর' নামে অভিহিত করা হয়। শুষ্কতার্কিকাদী কোন ব্যক্তিরই আশ্রম-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় নহে। 'হরিনাম' প্রবণ-বলিলে দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহাতেই অনুস্যূত আছে জানিতে হইবে।

প্রশ্ন

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না?

এখানে 'অর্থ' শব্দে কাহাকে বুঝায়?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত-ব্যক্তির প্রয়োজন নহে। যেহেতু ঐসকল হরিভক্তির বাধক। দীক্ষিতমাত্রেই কেবল কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই সাধন করিবে।

'অর্থ'শব্দে যোগের ফল অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধিকেই বুঝায়।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মূখ্য প্রয়োজন। এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নৈমিত্তিক প্রয়োজন। উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় সাধন না করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভে অধিকারী হইতে পারে না। যেহেতু পাপ, পাপের বীজ ও অবিদ্যাযুক্ত না হইলে শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। শরীর রক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও অর্থের প্রয়োজন। কামনা না থাকিলে তাহার কোন চেষ্টা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কামনা প্রয়োজন, অন্য কামনা ভক্তির বাধক।

'অর্থ' শব্দে টাকা কড়ি ইত্যাদি সম্পত্তিকে বুঝায়।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে ভক্তের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐগুলি ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকে, যথা—

ভক্তিস্থখমি বিরতা ভগবন্ যদি তা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।

(কর্ণামৃত ১০৭)

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃস্বতঃ আসিয়া উদিত হন। ধর্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেন না, ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বতঃস্বতঃ স্বয়ং আমাদিগকে অবাস্তর ফল যে অবিদ্যামোচন—তাহাতে সেবা করিতে থাকে। ধর্মার্থ-কাম সকল যেমত যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সুতরাং পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। 'অর্থ' শব্দে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন

৫। বেদ ও বেদানুগত পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রসকল প্রামাণিক কি না?

ঐসকল শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিগণের সম্মত কিনা?

বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রবৃত্তিমূলক না নিবৃত্তিমূলক?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৫। ঐসকল শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তের পক্ষে প্রামাণিক নহে এবং সকলগুলি মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের সম্মত নহে। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসকল প্রবৃত্তিমূলক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের প্রমাণ আমি মানি না। হরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ আমি মানি না।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৫। বেদ ও বেদানুগত পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রসকল প্রামাণিক। উহা মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সম্মত। বেদাদি শাস্ত্র নিবৃত্তিমূলক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গোস্বামিকৃত। উহা বৈষ্ণবের ব্যবস্থাশাস্ত্র, সুতরাং মাননীয়। বেদাদিশাস্ত্র না মানিলে তাহাকে নাস্তিক বলা যায়।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৫। বেদ ও তাহার অর্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক পুরাণশাস্ত্র এবং সমস্ত পুরাণের সার বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত—পরতত্ত্বনির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিগণের অনুমোদিত। ঐ সমস্ত শাস্ত্র একমাত্র হরিকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।

(উদ্যোগপর্ব্বধৃত হরিবংশবচন)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাক্ষাৎ বেদ। শ্রীচৈতন্য অনুষ্ঠানিক বেদান্ত। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুখে মানেন, অথচ বেদ মানেন না, তাঁহারা উভয়েই ভারবাহী; শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ নহেন। সমস্ত শাস্ত্রই নিবৃত্তিমূলক। তবে যে বেদাদি শাস্ত্রের কোথাও প্রবৃত্তিমূলক কথা দেখা যায়, উহা অন্যান্য প্রবৃত্তবাক্তিগণের ভোগপ্রবৃত্তি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই কথিত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ কোন শাস্ত্রই প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন নাই।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

(মনু ৫।৫৬)

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধিবাদ (যুথে ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মানেন বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদের ভোগের সুবিধার জন্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ না মানা অর্থাৎ স্বাভিচারী প্রাকৃত সহজিয়া হওয়া। ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত বা পরমহংস-বৈষ্ণবগণও "হরিভক্তি বিলাস মানি না" এরূপ কথা বলেন না। তাঁহারা বিধির অতীত হইলেও তাঁহারা কখনও জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বাভিচার-প্রচারের প্রশ্রয় দেন না।

প্রশ্ন

৬। বিষ্ণু আমাদের উপাস্য কিনা? কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষিতের উপাস্য কিনা?।

প্রথম পক্ষের উত্তর

৬। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষিতের পক্ষে 'বিষ্ণু উপাস্য' নহে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৬। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষিতের উপাস্য কৃষ্ণ-বিষ্ণু অভেদাত্মক।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৬। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তির বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ বিষ্ণুর উপাসনা-প্রভাবে জীব মুক্ত হইয়া মাধুর্য্যময় স্বরূপ কৃষ্ণের ভজন করিবার উপযোগিতা লাভ করেন। কৃষ্ণ ব্রজকুলের উপাস্য বস্তু। বস্তুতীব কৃষ্ণোপাসক বলিয়া অভিমান করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণোপাসক হইতে পারেন না। তাঁহার কৃষ্ণোপাসনা বিষ্ণু-উপাসনারই অন্তর্গত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্তানুগত সৌভাগ্যবান্ জীব

ব্যতীত কেহই কৃষ্ণোপাসক হইতে পারেন না। কৃষ্ণ নিজ হইতে অভিন্ন নিজের অংশ বিষ্ণুতত্ত্ব বিষ্ণু দ্বারা অনর্থযুক্ত অসুরকুলের বিনাশ সাধন করাইয়া ভক্তকে নিজ পার্শ্বে আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহ। রসগত বিচারে ভক্তভেদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সাধন-ভক্তদিগের উন্নত-উজ্জ্বল-রসে অধিকার না থাকায় ঐগুলি তাঁহাদের আলোচ্য নহে। অনর্থযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে গুরু-কৃপায় রস-তত্ত্বের স্বয়ং-আবির্ভাব হইয়া থাকে।

প্রশ্ন

৭। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগা ভজনের অধিকারী কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৭। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগ ভজনের অধিকারী বটে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৭। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগ ভজনের অধিকারী হইতে পারে না। নিষ্পাপ ব্যক্তিই বৈধী-ভক্তির অধিকারী। বহুকে ভাগ্যমাধ্যমে কোটিব্যক্তি রাগানুগ ভজনের অধিকারী। এই কোটি কোটিভক্তের অস্তিত্ব জানাও কঠিন হয় না। বৈধী ভক্তি সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের রাগানুগা ভক্তের কৃপালাভের অধিকারী হইতে পারিলে উক্ত কৃপাবলে রাগানুগ ভজনে অধিকার লাভ হইতে পারে। ইহা মহাভাগ্যবানের সাধ্য, সাধারণের নহে।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৭। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতাভিমানিব্যক্তিমাত্রেই যে রাগানুগ ভজনের অধিকারী হইবে, এরূপ বলা যায় না। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের ধারণায় বিষয়-রাগই কৃষ্ণানুরাগ। সুতরাং রাগ-ভজনের দোহাই দিয়া বিশুদ্ধ-মার্গকে রাগমার্গ বলিয়া প্রচার করা তাহাদের স্বভাব। যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি হউক বা না হউক, শিশ্নোদর পরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না। এইজন্য তাহারা রাগানুগামার্গের অধিক পক্ষপাতী। অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজ সুখদুঃখে উদাসীন নিষ্কপট ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী। রাগ-মার্গের উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোপী ও তদনুগ ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের চরিত্রাবলম্বনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন;—

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৭৪-১৭৭ ও ২০১)

প্রশ্ন

৮। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই কর্ম্মজ্ঞানশূন্য শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৮। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুদ্ধা ভক্তিসাধনের অধিকারী বটে।

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐ ভক্তি আমাদের সাধনীয় নহে। কর্ম্মজ্ঞানশূন্য ভক্তিই দীক্ষিত সাধারণের সাধ্য বটে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৮। দীক্ষাগ্রহণমাত্রেই শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকারী হইতে পারে না। প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আশ্রয়ে পাপ-প্রবৃত্তির মূল তমোগুণ ও বিষয়-বাসনার মূল রজোগুণ দমন করিতে হইবে। তারপরে ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্ত্বগুণ ও অবিদ্যা দূর করিতে হইবে। অতঃপর আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে এবং ভক্তিতে গাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলে শুদ্ধা ভক্তিসাধনে অধিকার জন্মে। অতএব সর্ব্বসাধারণ প্রথমেই শুদ্ধা ভক্তিসাধনে অধিকারী নহে। সকল অনর্থের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা মুক্ত না হইলে শুদ্ধভক্তিতে বা রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। অবিদ্যামুক্ত আত্মারাম পুরুষগণই শুদ্ধভক্তি বা অহৈতুকীভক্তির অধিকারী। বাসনাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নিষ্কাম বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনা হইলে কর্ম্মবন্ধন দূরীভূত হয় না। নিষ্কাম বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ-কর্ম্মে চরিত্তদ্ধির বাধা জন্মায় না। (ক্রমশঃ)

অনন্যকৃষ্ণ বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ম্মমত্বং কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
ফল্গুবৈরাগ্য-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

পাপকিকরণা মুক্তা কবিত্বকিরণোজ্জ্বলা।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যক্তা হরিসেবা ন মুক্তিদা।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া তাহের কুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে আশ্বিন, ১৩৩৩, ৯ অক্টোবর ১৯২৬ | ৯ম সংখ্যা

সারকথা

পরমহংস বা বৈষ্ণবের লক্ষণ কি ?

শরণাগতের,—অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ॥
শরণ লইয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৬৫,৬৯)

ভক্ত কি কাহারও ধার ধারেন ?

কায় ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করান প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩৪, ১৩৭, ১৩৮)

কৃষ্ণনামগ্রহণকারী কিরূপ ?

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎপথে চলে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১২৬)

একমাত্র সত্য কি ?

সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১২৪)

বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য কি ?

যত বিধি-নিষেধ সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার ভঙ্গ সেই যায় নাশ॥
ভক্তিবিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস ইত্যাদি
সবাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিয়া প্রকাশ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬।১৪১-১৪৮)

কীর্ত্তন-বিরোধীর প্রতি প্রভু কিরূপ ?

সংকীর্ত্তন-আরম্ভেতে আমার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী কৈল সংহার॥
সর্ব্ব পাষণ্ডীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু রক্ষণ॥
তপস্বী-সন্ন্যাসী-জ্ঞানী বোলে যে যে জন।
সংহারিব যদি নব না করে কীর্ত্তন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৩২৯-৩৩১)

বিষয়ের স্বভাব কি ?

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২৫৯)

কৃষ্ণ কিসে বশ হন ?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ-বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম রস॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।৭৪)

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের গত আশ্বিন মাসের সংখ্যায় "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন" (প্রাপ্তপত্র) শীর্ষক প্রবন্ধে 'গৌরগোবিন্দ দাস' নামক জনৈক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া 'গৌর-নাগরী' মতবাদ স্থাপন করিতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তিকে তিনি অখণ্ডনীয় ও দুর্ভেদ্য ভাবিয়া মনে মনে উল্লসিত হইয়াছেন, সেই সকল যুক্তির নিরর্থকতা ও এক একটী করিয়া শাস্ত্রযুক্তিবলে খণ্ডন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—"শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে 'গৌরাঙ্গ নাগর হেন তব নাহি বর্ণে' ইত্যাদি ইহাই বলিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার ভাবানুযায়ীই হইয়াছে। কিন্তু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যমার্গের উপাসকের ভাবে কোন বাধাও দেন নাই, উপরন্তু তাঁহাদের ভাবের আনুকূল্যেই বলিয়াছেন, 'যদ্যপি সকল তব সম্ভবে তাঁহারে', অতএব শাস্ত্র-প্রমাণে গৌর-নাগরবাদ প্রতিষ্ঠিতই হইতেছে।"

প্রবন্ধলেখক 'নাগরী'মতবাদের ভোগপর চশমা লইয়া ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষার সর্ব্বদিক্ দেখিতে পান নাই। ঠাকুর বৃন্দাবনকে তাঁহার মনগড়া ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধলেখকের নিম্নলিখিত কথা গুলি লক্ষ্য করা উচিত ছিল—

"স্ত্রী কেন নাম প্রভু এই অবতারে।
ভ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"

ঠাকুর বৃন্দাবন প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের কথানুসারে ঐশ্বর্য্যমার্গের উপাসক হইলেও, তিনি "এই অবতারে" শব্দের দ্বারা এবং "বিদিত সংসারে" শব্দের দ্বারা কেবল মাত্র তাঁহার ভাবানুরূপ উপাস্য গৌরসুন্দরকেই লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন যে, কৃষ্ণ-অবতারে গৌর-সুন্দর 'নাগর'রূপে কথিত হইলেও গৌর-অবতারে নাগরের নামগন্ধও তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। ইহা কেবল তাঁহার মত নহে, পরন্তু সংসারে অর্থাৎ সমগ্র জগতে ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত। "যত মহামহিম সকলে" এই বাক্যের দ্বারা তিনি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবকে লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু জগতে যত মহামহিম ব্যক্তি, তাঁহারা কেহই 'গৌরাঙ্গনাগর'—এরূপ স্তব বলিয়া সিদ্ধান্ত-বিরোধ এবং রসাভাস-দোষ আনয়ন পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের বিরোধাচরণ করেন না—ইহাই তাঁহার সুস্পষ্ট উজ্জ্বলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, তাহা হইলে ত' স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছা ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তা খর্ব্ব হয়, সেই জন্যই তিনি বলিতেছেন,—"যদ্যপি সকল তব সম্ভবে তাহানে"। এই বাক্যের দ্বারা 'গৌর-নাগরী'বাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক্, গৌরনাগরীর স্বেচ্ছাচারিতারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ সমূলে খণ্ডিত হইতেছে অর্থাৎ ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, স্বতন্ত্র ভগবানের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে, কিন্তু বদ্ধ-জীবের বা বদ্ধত্বের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা'রই অপর নাম 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ' বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা রূপ কাম'। গৌরসুন্দর আচার্য্য লীলাভিনয়কারী, জীব-শিক্ষা-কল্পে জগতে অবতীর্ণ। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টা লইয়া জগতে অবতীর্ণ অর্থাৎ তিনি আস্বাদকের ভাব ও চেষ্টা গ্রহণ করেন নাই, তিনি আস্বাদ্যের ভাব ও চেষ্টাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ গৌরসুন্দরকে যদি কোনও ব্যক্তি ভোগ করিয়া (তিনি যাহা চান না) তাঁহার ভাব ও চেষ্টার প্রতিকূলে অভিমাত্র স্বেচ্ছাচারিতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া দেখাইতে যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে গৌরসুন্দর 'স্বেচ্ছাচারি-কামুক' জ্ঞানে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যখন প্রেম-ভরে 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন, তখন রামচন্দ্রপুরী তাঁহার নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রভো! আপনি যখন আমার গুরুদেব, তখন আপনি ত' সাক্ষাৎ 'ব্রহ্ম', আপনি কেন আবার এই-রূপ ক্রন্দনাদি করিতেছেন অর্থাৎ আপনি আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করুন)। এইরূপ ছল-গুরুভক্তি-প্রদর্শনকারী রামচন্দ্র-পুরীকে 'গুরুদ্বেষী' জ্ঞানে মাধবেন্দ্রপুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'গৌরনাগরী'গণও যদি সেইরূপ গৌরসুন্দরের ভাব ও চেষ্টা, গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূলে তাঁহাদের স্বেচ্ছা-

চারিতাকেই 'গৌরভক্তি' মনে করিয়া গৌরকে 'নাগর' সাজাইতে চান, সমস্ত সংসারের মহামহিমগণের আচরণের বিরুদ্ধে স্বমত কল্পনা করিতে চান, তাহা হইলে সেইরূপ চেষ্টাকে কখনই গৌর ও গৌরভক্তগণ প্রশ্রয় দিবেন না। স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতা থাকিলেও—'তথাপিও স্বভাব দে গায় বৃন্দাবনে'। তত্ত্ববিৎ সুকৃতিগণ ভগবানের প্রকট-লীলানুযায়ী ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন বা সেবা করিয়া থাকেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কেবল তাঁহার নিজের কথা নয়, সমস্ত মহামহিম অর্থাৎ ভগবান পরাবরগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বতোভাবে 'গৌরনাগরী'বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর যদি প্রবন্ধ-লেখকের কথানুসারে "মাধুর্য্যমার্গের সাধকের" 'গৌরনাগরী'বাদ অভীপ্সিত বস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, ষড়্‌গোস্বামিগণ তাঁহাদের কোন না কোন গ্রন্থে 'গৌরনাগরী'বাদের ইঙ্গিত বা তাহা সমর্থন করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাস এই জন্যই 'গৌর নাগরী' মতবাদকে 'ভ্রষ্ট মতবাদ' বলিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতোতারাম বাবাজী মহাশয় যে, তাঁহার দৌহার মধ্যে 'গৌর নাগরী'বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ-বিষয়ে কোনও বাধা নাই। ইহা "তাঁহার ব্যক্তিগত ভাববাচক" কথা মাত্র নহে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, মহাজনের 'ব্যক্তিগত ভাবকে' শাস্ত্রাজ্ঞা বলা উচিত নহে। এরূপ কথা অভিনব কথা বটে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন,—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য　　সমন্বয় করিয়া ঐক্য,
সতত তাহিবে প্রেম-মাঝে।"

সাধু-বাক্য, শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু-বাক্য—একটীই ভিন্নিষ। সাধু কখনও অশাস্ত্রীয়, অশ্রৌত কথা বলেন না; সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রাজ্ঞা।

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"

সাধুগণের যে উপদেশ, তাহাই শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি।

"শ্রুতয়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ধবেৎ"

বেদের প্রমাণ যেমন স্বতন্ত্র, সাধুগণের প্রতিজ্ঞা-বাক্যও তেমনই স্বতন্ত্র-প্রমাণ; তজ্জন্যই তাঁহাদের বাক্য অনাদি-কাল হইতে শাস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষাচ্ছলে "ছাড়সঙ্গবর্জ্জনাদি" করিবার আদেশ কখনও মহাজনের "ব্যক্তিগত ভাব" নহে—উহা নিখিল জীবের প্রতি অমানি-মানদ-মহাজনের কৃপাদেশ;—মহাজনগণ আমাদের ন্যায় বিষয়-জীবের নিকট ঐরূপ কৌশলেও সত্য কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে সকল মহাজন শ্রৌতবাক্য কীর্ত্তন করেন না, তাঁহারা 'মহাজন' বা 'সাধু' নামে অভিহিত নহেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তা'তে ভ্রমদর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৫,৫৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিগণই মহাজন। তাঁহারা যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, সেইরূপ 'গৌরনাগরী'বাদ 'অন্য অন্য শত মহাজন' কেন, বহির্ম্মুখ বা তত্ত্বমতবাদিব্যক্তিগণের নিকট 'মহাজন' নামে পরিচিত কোটি কোটি ব্যক্তিও যদি সমর্থন করেন (ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই "পোষকতা" করেন), তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় ব্যক্ত হইবে,—

"আর যত মত—সেই সব ছারখার"।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ 'মহাজন' খাড়া করিয়াছেন। ব্যভিচারী লম্পটগণও তাঁহাদের মহাজনের দোহাই দিয়া থাকেন। চোরেরও মহাজন আছে, বিটীরও মহাজন আছে, আবার কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদিগণেরও মহাজন আছে। অতএব সেই সকল সাধান, মহাজন তাঁহাদের মহাজনত্ব দূরে রাখিয়া সপরিকরে বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দর ও বিপ্রলম্ভের পরিপোষী গৌরভক্তগণের আনুগত্যে কৃষ্ণান্বেষণ করিলেই মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্রলম্ভ-রস-বিগ্রহ এবং ভক্তাবতার হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রিত-বিষয়ে, স্বীয় গৌরবিগ্রহে কৃষ্ণাভিমান-বশতঃ সম্ভোগবিগ্রহরূপে কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন,

তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুস্থলেই পাওয়া যায়।" প্রবন্ধ-লেখক 'গৌরনাগরী'মতবাদকে ছলেবলে স্থাপন করিতে কল্পনা ও নিরর্থক-যুক্তি দ্বারাই শোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ভ্রমে তিনি কিরূপে যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রাধা-কৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভুও তাঁহাকে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলিয়াই নমস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বিশিষ্টতার নিত্যত্ব উড়াইয়া দিয়া গৌরলীলাকে অনিত্য ব্যাপার বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই। বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগবিগ্রহরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইলে, তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না এবং গৌরলীলার নিত্যত্বও রক্ষিত হইল না। সম্ভোগবিগ্রহ বলিবামাত্রই 'গোপ-বধূবিট্' কৃষ্ণ উদিত হইল; তখন তাঁহাকে আর 'গৌর' বলা চলে না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরের ঘাড়ে কল্পনার বলে সম্ভোগবিগ্রহত্ব চাপাইয়া দিলে গৌরলীলাকে অনিত্য বলিয়াই স্থাপন করা হয়। 'গৌরনাগরী'মতের চেষ্টা গৌর-লীলাকে অনিত্য সাব্যস্ত করা বা মায়াবাদীর চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিবর্ত্তবাদিগণ যেরূপ তাঁহাদের বিবর্ত্ত ধরিতে পারেন না, অপরাধ নিবন্ধন গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার প্রয়াসি-ব্যক্তিগণও সেইরূপ এই সূক্ষ্ম-কথাটী ধরিতে পারেন না। যদি কাহারও ভগবানকে মাধুর্য্যরসের বিষয় করিয়া সেবা করিবার যথার্থ লোভ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ কি মাধুর্য্যরসের বিষয়রূপ আলম্বনের পক্ষে যথেষ্ট নহেন? কল্পনাবশে নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য 'শ্রীনব্যাসিশিরোমণি' (চৈতন্য মঙ্গল) গৌর-সুন্দরকে 'বাভিচারী' 'লম্পট' করিবার প্রয়াস, 'দ্বিজবর'কে (চৈতন্যভাগবত) গোপপুত্র করিবার চেষ্টা বা অপর কেহ যদি গৌরনাগরীর আদর্শে 'যেহেতু মহাপ্রভু কৃষ্ণ, সেই হেতু তাঁহার দ্বারা রথ-চালকের কাজ করাইয়া লওয়া যা'ক'—এইরূপ বলেন; কেহ বা যদি বলেন,—'মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ, তখন তাঁহাকে গোচারণে গোপালক করিয়া পাঠান যা'ক্ ইত্যাদি', তাহা হইলে কি ঐরূপ বলপড়া কাল্পনিক-চেষ্টা কল্পনাকারিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা এক নিত্যধামের নিত্য বাস্তব লীলার বিশ্বাস-রাহিত্যই প্রমাণ করিয়া দিবে না? গৌরের হাতে কখন গোচারণের জন্য যষ্টি দিতে হইবে না, রথ চালাইবার জন্য চাবুক দিতে হইবে না, বাঁশী দিতে হইবে না, দ্বিজবরকে গোয়ালার ছেলে করিতে হইবে না, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সন্ন্যাসিশিরোমণিকে জোর করিয়া স্ত্রী-দর্শন করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ লীলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টাই দেখান হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভক্তগণের আত্মবৃত্তির নিত্যসিদ্ধস্বরূপের ভাবানুযায়ী তত্তদ্ভাবের নিত্য-উপাস্য-বিগ্রহ 'রাম', 'নৃসিংহ', 'বরাহ' কিম্বা কৃষ্ণরূপে দর্শন দান করিতে পারেন, ইহা কিছু আপত্তির বিষয় নহে; কিন্তু শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট পুরটসুন্দরদ্যুতি গৌরসুন্দরের হাতে বাঁশী দিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া 'লম্পট' সাজান আর একটা স্বতন্ত্র-বিষয়। একটীতে স্বতন্ত্রভগবান্ নিজভক্তের নিত্য-সিদ্ধ ভাবানুযায়ী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ প্রকট করিয়া তত্তৎস্বরূপ-বিগ্রহে ভক্তকে দর্শন প্রদান করেন, আর একটীতে অস্বতন্ত্র-বদ্ধ-জীব কল্পনা ও আরোপ-চেষ্টা লইয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপবিগ্রহকে বিকৃত করিবার জন্য নিজের খেয়ালকেই বহুমানন করেন। প্রথমটী 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা' বলিয়া 'ভক্তি' বা 'প্রেম', দ্বিতীয়টী 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা' বলিয়া 'কাম'। মুরারিগুপ্ত গৌর-সুন্দরকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাবানুযায়ী নবদূর্ব্বাদলকান্তি রামচন্দ্ররূপেই দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী হেমাঙ্গী গাঢ়তরলীর ভাবকান্তিবিশিষ্ট গৌরাঙ্গের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রদান করিতে যান নাই।

শ্যামরূপব্যতীত অন্যরূপ মাধুর্য্য-রসের বিষয় হইতে পারে না। একমাত্র বিভুজমুরলীধর শ্যাম গোপরূপই মধুর-রসের পরিপূর্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। শ্রীগৌরসুন্দর কাঞ্চনপঞ্চালিকার কান্তি ও চেষ্টা লইয়া অবতীর্ণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কেবলমাত্র তাঁহার 'কান্তিটী' স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বা ভাব—যাহা তাঁহার স্বাভাবিককেও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, সেই বিপ্রলম্ভ-চেষ্টাকে 'বাধিয়া' করিয়া সেইস্থানে কল্পনাবশে কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী-চেষ্টা জোর করিয়া স্থাপন করিব—এইরূপ দুষ্কৃতি গৌরস্বরূপ, গৌরনাম ও গৌরলীলার প্রতি বিদ্বেষমাত্র। গৌরই কৃষ্ণস্বরূপে

সম্ভোগরসে 'নাগর', বা 'বিষয়বিগ্রহ' ; তখন আর তাঁহাকে 'গৌর'বলা যায় না, তিনি তখন গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি তখন নন্দকুলচন্দ্রমা, তিনি তখন গোপীকুমুদবন্ধু ; আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রীরাধা-ভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি তখন 'নাগর' হইতে পারেন না, তিনি কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষাপ্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের চেষ্টাবিশিষ্ট, লোকশিক্ষক, সন্ন্যাসিশিরোমণি, বিজয়ধ্বজ, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী। রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ তদন্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে কোন এক কুঞ্জে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ নিজকে গোপন করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকট 'নারায়ণ'রূপে দর্শন করিয়াছিলেন ;—(এইস্থলে 'নারায়ণ' কিছু কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ আত্মগোপনার্থ গোপীদের নিকট নারায়ণরূপ প্রকট নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণই করিলেন মাত্র।) কিন্তু তথাপি কৃষ্ণকে নারায়ণরূপে দর্শন করিয়া গোপীগণ সেই রূপকে সম্ভোগবিষয়-বিগ্রহ বলিয়া বরণ করিলেন না। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের পর শ্রীমতী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াও বলিয়াছিলেন,—"সেই তুমি, সেই আমি, সে নব-সঙ্গম। তথাপি আমার মন যায় বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ।"—এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ হইলেও, শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট-কৃষ্ণস্বরূপের প্রতি সম্ভোগবিগ্রহ শ্যামগোপরূপ রাধারমণের ভাব ও চেষ্টার অবৈধ-আরোপ হইতে পারে না। আস্বেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে ঐরূপ আরোপের দ্বারা রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও নানাবিধ অপরাধের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতিরূপে গার্হস্থ্যলীলাভিনয়-কারী গৌরসুন্দর ভক্তগণকে ঐশ্বর্য্যস্বরূপেই দর্শন-দান করিয়াছেন। নারায়ণরূপ, রাম-নৃসিংহ-বামনাদিরূপেই তিনি তত্তৎস্বরূপের উপাসকগণের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়।

গৌরাঙ্গচরণারবিন্দমুগ্ধ শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের 'ভজনামৃত' গ্রন্থই প্রসিদ্ধ. তাহাতে তিনি যেরূপ বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টপ্রচারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তিকালের ভক্তাভাসে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদিময় নানাবিধ ভাগ পুস্তিকা কখনই শ্রীল নরহরি ঠাকুরের অভিমত প্রকাশ করিবে না। বর্ত্তমানে যেমন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির 'পদ' বলিয়া দোহাই দিয়া সহজিয়া-সঙ্ঘের কামাবদ্ধ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদ্রূপ নরহরি সরকার, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের দোহাই দিয়াও নানাপ্রকার গৌরবিরোধিমতবাদকে ছই তিনশতবৎসরের ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে 'মহাজনানুমোদিত ভজন' বলিয়া প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রবন্ধলেখক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতপ্রবেশ ১০২ সংখ্যক শ্লোক হইতে যে 'গৌরনাগরবাদ' শব্দটী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কারণ এক একটী করিয়া দেখাইতেছি।—

কোনও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে গ্রন্থকর্ত্তার হৃদ্গতভাব পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। 'গৌরনাগরী'বাদ যে সহজিয়াদের অভিপ্রেত নহে, তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট জানা যায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত লেখক শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ তদীয় "রাধারসসুধানিধি" গ্রন্থে নিজের মনের ভাব এইরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন —

ধ্যায়ন্তঃ শিখিপিচ্ছ-মৌলিমনিশং তন্নাম-সংকীর্ত্তন
নিত্যাং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন্ তন্মন্ত্ররাজং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাকূতীষ্টং সদা ধারয়ন্
কহি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাকূতানুরাগোৎসবঃ॥

"শ্রীরাধাপদদাস্যই আমার একমাত্র পরমাকূতীষ্ট—ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তৎপরিচর্য্যা ও তন্মন্ত্ররাজ জপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহে পরম অদ্ভুত অনুরাগোৎসব কবে লাভ করিব ?"—এই বাক্যে গ্রন্থকারের 'পরমাকূতীষ্ট' যে, 'রাধাদাস্য' —তাহা স্বমুখেই তাঁহারই লেখনী হইতে জানা যাইতেছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিজরচিত অন্যান্য গ্রন্থেও নিজ মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা নবদ্বীপ-শতক ১৮সংখ্যায়—

নবদ্বীপৈকান্তে কতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোল্লসিত মৃদুলীলা ব্রজবনে।

ধারন্ বামে হামে স্বদয়চিতলেখা-সুভগয়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যেয়ুত সবয়ঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ :—

"কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
গাব মনে পাব গৌরভাবোদ্দিত মতি॥
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ সেবা-ধ্যান করি'।
তদ্রিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থেও (৮৯সংখ্যায়) চৈতন্যভক্তির 'ফল' নির্দ্দেশ করিয়া 'গৌরনাগরী'বাদ মূলে খণ্ডন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌর-পদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্গতা-
ন্যাবোপদাস্তোজসুধাম্বুরাশিঃ॥"

অর্থাৎ বহু সুকৃতিসম্পন্নব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, তদনুযায়ী তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবে উদ্গত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত 'উপক্রম', 'উপসংহার', 'অভ্যাস', 'অপূর্ব্বতা-ফল', 'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'—এই ছয়টীই শাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানের লিঙ্গস্বরূপ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বা তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা বিচার করিলে 'রাধাদাস্য'ই যে গৌর ভজনের 'ফল' (অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্ত), তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। অধিক কি, গ্রন্থ-লেখক শ্রীগৌরসুন্দরের বেদ-রচনামাধুর্য্যদ্যোতক চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে যে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী পাইয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব ও পর-শ্লোক (১৩০ ও ১৩৪ সংখ্যা) পাঠ করিবামাত্রই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের হৃদ্‌গতভাব এবং ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

বচনগত-বিরোধ-সমাধান-সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনকার বলিয়াছেন,—"অর্থ-বিপ্রকর্ষে হেতু শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যার সমবায়স্থলে যথাক্রমে পরপর প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪)। গৌড়ভজনের একমাত্র 'ফল' যখন, একমাত্র 'রাধাদাস্য' (ইহা গ্রন্থকার তাঁহার রচিত সমস্ত গ্রন্থেই পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন; উহাই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা গ্রন্থ-তাৎপর্য্যরূপে প্রমাণিত), তখন 'গৌরনাগরবর' শব্দের উদ্দিষ্ট কখনই 'গৌরনাগরী'বাদ নহে; কারণ তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে 'প্রকরণ-বাধা' অর্থাৎ গ্রন্থকারের পরমাভীষ্টের বিরোধ পরিলক্ষিত হইবে। যেস্থানে 'বাক্য' গৌরদাস্যের ফল-স্বরূপ 'রাধাদাস্যই' পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছেন, সেইস্থানে 'বাক্য'কে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র 'প্রকরণ'লইয়া বিচার করিলে, 'প্রকরণ-বাধা'রূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে অর্থাৎ প্রকরণ হইতে বাক্যই প্রবল এবং বাক্য হইতে প্রকরণ দুর্ব্বল, অতএব 'বাক্য' বা প্রবল প্রমাণ ত্যাগ করিয়া কখনও তদপেক্ষা দুর্ব্বলপ্রমাণদ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার মনোহভীষ্ট-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। বিপ্রলম্ভরসলোভী অতএব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কখনও 'গৌরনাগরী'বাদের সমর্থন করেন নাই—ইহাই শাস্ত্রযুক্তিমূলে সিদ্ধান্তিত হইল। যদি তথাপি অজ্ঞানবশে পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, 'গৌরনাগরী'বাদই প্রবোধানন্দপাদের উদ্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যের 'প্রয়োজন', তাহা হইলেও 'প্রয়োজন'টী কেবল গ্রন্থের এক-দেশে একটী শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিতে পারে না। চৈতন্যচন্দ্রামৃত বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার উপক্রম বা উপসংহারে কোথাও 'গৌরনাগরী'বাদ (পূর্ব্ব পক্ষ-কর্ত্তার মনগড়া প্রয়োজনটী) আদৌ নাই। প্রয়োজনটী নিশ্চয়ই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে এবং গ্রন্থমধ্যে পুনঃপুনঃ বর্ণনা-স্থলে অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা স্থাপিত হইবে এবং তৎসম্বন্ধে অর্থবাদাদিও থাকিবে। কিন্তু 'গৌরনাগরী'বাদ সম্বন্ধে সেরূপ কোনও লক্ষণ উক্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'আউল','বাউল, 'সহজ' প্রভৃতি শব্দ দুই একটী স্থানে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইলেও কতিপয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী মতবাদিব্যক্তি সেই দুই একটী শব্দ সংগ্রহ করিয়াই তাঁহাদের মতবাদ জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা গৌরবিরোধ করিতেছেন, তদ্রূপ যদি একটী স্থানে "গৌরনাগরবর" শব্দটী (যাহা গ্রন্থকর্ত্তা অন্য উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) দেখিয়াই কেহ মনে করেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও

আমাদের ইন্দ্রিয়যজ্ঞের একজন আহুতিপ্রদাতা, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত ও অপরাধী।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর লিখিত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় "কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ" এইরূপ পাঠের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধলেখক যে কুতর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত-পরিচয়ের একবিন্দু মাত্রও রূপে গৃহীত হইলে তাঁহার সেই কুতর্কজাল চিরনির্ব্বাপিত হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যের সম্বন্ধেও ঐরূপই সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। "কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ" বলিতে সেই স্থানে গৌরনগর সম্বন্ধিনী মাতৃগণের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে কখনও 'গৌর-নাগরী' বাদ সমর্থন করেন নাই, তাহা আমরা তাঁহারই লেখনী হইতে দেখাইতেছি—তিনি ১২শ বর্ষ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার 'গৌরকৃষ্ণ অভেদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে 'গৌর', সেই 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' স্বয়ং 'গৌর' হইয়া নিজে কৃষ্ণ-রস আস্বাদন করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নূতন-প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোনও সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামিমণ্ডলের উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল বলিতে হইবে।"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় সজ্জনতোষণী পত্রিকায় গৌরভজনের 'ফল' এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"• • কেবল গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহা-দেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই 'ফল' বলিয়া বোধ হয়।"

"শ্রীশ্রীনবগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্" গ্রন্থে ১০২ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনরায় লিখিয়াছেন—

"ভক্তা যে বৈ সকল সময়ে গৌরগাথাবিধাং নো
গায়ন্ত্যাদ্যৈর্বিগলিতভয়ো গৌরতীর্থে বিশেষাৎ।
তেষাং তূর্ণং বিজকুলমণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ
প্রেমাবেশং যুগলভজনে বচ্ছতি প্রাণবন্ধুঃ।"

সজ্জনতোষণী পত্রিকায় "গৌরবিরুদাবলী" নামক অপর কোনও ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, 'মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে'—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা। অনেক সময়ে অনেক প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীই যে সম্পাদকীয় মত প্রকাশ করিবে, ইহা অনুমান করা উচিত নহে। আমরা কখনও শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তাঁহার উপদেশ এবং সিদ্ধান্ত-প্রচারে যথার্থ সমর্থ-ব্যক্তিগণের লিখিত প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধ পাঠ করি না। 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে নানাপ্রকার অসৎমত দেখিতে পাওয়া যায়। 'মায়াবাদ' আদি অপসিদ্ধান্তেরও আভাস তাহাতে স্থান পাইয়াছে। ঐরূপ গ্রন্থ-প্রচার কিছু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু ঐরূপ গ্রন্থের অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তদ্বৎ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনই ঐসকল গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতির ন্যায় শতশত গ্রন্থের অপসিদ্ধান্তগুলিকেই তাঁহার লেখনীর সম্মুখে এবং তাঁহার সজ্জনতোষণী পত্রিকার সম্মুখে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কখনও উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় অনুমোদন করেন না। হরিসেবার অনুকূল বিচারে গৌড়ীয়ের বাক্যে বিজ্ঞাপনগুলি যেরূপ গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তজ্ঞাপক নহে, পরন্তু তাহা যেমন জগৎকে গৌড়ীয়পত্রের সুলভ প্রদানেরই গৌণ-সহায়, সেইরূপ উদ্দেশ্য গৌরবিরুদাবলী সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোনও ব্রহ্মচারী বা সেবক কোনও দিন 'গৌরবিরুদাবলী' পাঠ করেন না। বরং তাহার কুসিদ্ধান্তকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথা অবতারণা করিয়া-ছেন। অপ্রাসঙ্গিকতা নবীন লেখকগণের বহুদোষের মধ্যে একটী বিশেষ দোষ। যাহা হউক, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি একটু স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে ঐরূপ শত শত বৃথা প্রশ্ন বা কুতর্কের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। 'হরিভক্তি তরঙ্গিনী' গ্রন্থখানি কিছু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রচিত, প্রকাশিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ নহে। সেই গ্রন্থের সকল বিষয়ে তাঁহার সমর্থন আছে—এরূপ কথাসাধ্য অনুমান করার আবশ্যকতা কি আছে,

আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ অংশ, যাহা শ্রীগোস্বামী আচার্যগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রৌতবাক্যে মাত্র তাঁহার সমর্থন আছে। গ্রন্থপ্রকাশকর্ত্তা ভূমিকামধ্যে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহই বুঝিতে বা অনুমানও করিতে পারেন না যে, ঐ গ্রন্থের প্রতিবর্ণ কি-প্রকারে গ্রন্থকর্ত্তা ব্যতীত কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুমোদিত! উক্ত গ্রন্থের ভূমিকালেখক বহুব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তৎসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও • • •

প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা বা করণাপাটব দোষ নাই। তবে আমরা তদ্দোষচতুষ্টয়ে রঞ্জিত চশমা পরিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধকারী দুর্বুদ্ধি প্রবল করিবার জন্য আচার্য্যেরও সেইরূপ দোষ আছে, মনে করিতে পারি। চলন্ত ট্রেণের আরোহী যেরূপ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ ও বনরাজি দেখিয়া মনে করেন, আমি ঠিকই আছি, গাছগুলিই দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে, তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদ-দোষদুষ্ট বদ্ধজীব আমরা, অনেক সময়ে মনে করিতে পারি, "আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উপযুক্ত-বিদ্যা, সদ্‌যুক্তিতে কখনই ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে না; আমি ঠিকই আছি, আচার্য্য বা গুরুদেবই বেঠিক।" শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষায়ই বলিতে হয়, "বৈষ্ণবের আচরণ বিদ্বচ্চক্ষু ব্যতীত দর্শন করা যায় না।" বৈষ্ণবাচার্য্য বা সদ্‌গুরু বহুজীবকে বহুভাবে কৃপা করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল বিস্তার করেন। ওঁবিষ্ণুপাদ গৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য নহেন, ঈশ্বরপুরীই তাঁহার শিষ্য। বৈষ্ণবগুরু কখনও গুরুক্রবের ন্যায়—"আমি গুরু, তোমরা সকলে আমার শিষ্য"—এরূপ কথা বলেন না। পরন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'অমানী মানদ' ধর্ম্ম শিক্ষাদান করে বলেন, "আপনারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্তরভাবে আপনারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে আপনারাই আপনাদের গুরুসেবাপরায়ণ সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রণাপিতবাক্য শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীবের সৌভাগ্যোদয়ের সুযোগ-প্রদান করিবার জন্য আমাদিগকে নানাপ্রকার কৌশলে হরিভজনে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কখনও বা আমাদিগকে উচ্চ সম্মান, উচ্চ আসন, এমন কি গুরু-পদবী পর্য্যন্তও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, অমানী-মানদ বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদিগকে চৈতন্যমনোহভীষ্ট হরিকথা কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহাদের সুকৃতি প্রবল, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছেন। সুকৃতিমান্ ব্যক্তির মঙ্গল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনই গুরুক্রবকে 'গুরু' বলিয়া আশ্রয় বা তাঁহাকে সেবা করেন নাই; তবে তিনি "যত্নাবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যঃ বঞ্চনা দুর্বিদাদিভিঃ" (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)—এই ন্যায়ানুসারে আত্মবঞ্চক ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাকে কৃপাই করিয়াছেন।

এই কথাগুলি বিদ্বৎপ্রতীতির সহিত আলোচনা করিলে প্রবন্ধলেখক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে সকল কুতর্কেরই উত্তর ও মীমাংসা পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় কখনও ভূগলিঙ্গদেহের প্রাকৃত বিচারে মানব অক্ষজবিচারক নহেন, তিনি অধোক্ষজ-সেবক; অতএব সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি। বিশ্বের যে কোন স্থানে যতটুকু সত্য থাকুক, গৌড়ীয় সেই পরিমাণে তাহার সমাদর করেন। তিনি অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী বা প্রশ্রয়দাতা নহেন। প্রবন্ধলেখক পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের "গৌরসুন্দর" গ্রন্থের ১২৮পৃষ্ঠা হইতে যে অংশটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'গৌরনাগরী'-বাদের কোনও কথাই ত' দেখা যায় না, তিনি কি অযথা জোর করিয়া সর্ব্বত্রই 'গৌর নাগরী'পাদ কোথাও বিষ্ণুবিদ্বেষী না থাকিলেও টানিয়া বাহির করিতে চান? শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের পতিপত্নীভাব বা 'রস' নারায়ণ-শক্তি 'তু'শক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও গৌর-নারায়ণে থাকিলে, ইহাতে আপত্তি কি? গৌরনারায়ণ তাঁহার পার্শ্বস্থালীরূপে এইরূপভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা নিত্যকালই গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রত্যরসে বা নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর পাতিব্রত্যরসে মধুর-রস-সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা রাজের স্তরেই স্থিত।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, গৌরেন্দ্রিয়-তোষণপর চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে যে 'নাগরী' অভিমান, তাহা কখনও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শাক্তধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। অনুকরণপ্রিয়, বাস্তবসত্যকে কল্পনার সহিত সমন্বয় করিতে প্রয়াসী প্রবন্ধলেখক-মহোদয় বড়ই কল্পনার রাজ্যে উড্ডীয়মান্ হইবার প্রয়াস করিতেছেন, তাই তিনি নিজের অনভিজ্ঞতা ও ভজন-রাজ্যের যে, কোনও খবর বা কোনও উপলব্ধির কথা তিনি জানেন না, কেবল কতকগুলি বইপড়া বদ্‌হজমপর

সিদ্ধান্ত লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন মাত্র, তাহারই প্রমাণ প্রতি পদে পদে ভাল করিয়া প্রদান করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে 'নাগরী' অভিমান হইতে পারে না; আর তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌরসুন্দরের ইচ্ছানুরূপ নহে। গৌরসুন্দর কখনও ইচ্ছা করেন না যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও সপত্নী হউক, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও কখনও ইচ্ছা করেন না যে, তিনি কাহারও সহিত সাপত্ন্য-ধর্ম-বিশিষ্টা হন। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ 'নাগরী' সাজিতে যান, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছক হওয়ায় বা তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যের অভাবরাহিত্য থাকায়, তাহা নিশ্চয়ই আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শাক্তধর্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম মধ্যেই পরিগণিত হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, কেনইবা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাপত্ন্য ধর্মবিশিষ্টা হইতে ইচ্ছা করেন না, গৌরসুন্দরেরই বা কেন তাহা অভিলাষ নহে, —তদুত্তরে এইমে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরগণোদ্দেশদীপিকার নির্দ্দেশানুসারে শক্তি-স্বরূপিণী, যথা—

শ্রীরত্নাত্ মধ্যেঽহং পূজা সম্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া ভগবতী তৎকলা-ভূস্বরূপিণী॥

'শ্রী', 'ভূ' ও 'লীলা'—ইঁহারা নারায়ণের শক্তিত্রয়। 'ভূ'শক্তিং শক্তিমদ্বিগ্রহ—শ্রীনারায়ণ, অতএব 'ভূ'শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতি শ্রীগৌর-নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাতিব্রত্যরসে সাপত্ন্যভাব নাই, ইহা পারমার্থিক মাত্রেই জানেন। লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণের সহিত পত্নীভাব-বিশিষ্টা বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাব-বিশিষ্টা নহেন—লক্ষ্মীর দাসীমাত্র,তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত-অভিমানে কোন বাধা নাই; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তত্ত্ববিরোধ করিয়া 'গৌরনাগরী' সাজিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য-ধর্ম-বর্জ্জন ও গৌরেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ কামেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। প্রবন্ধলেখক আরও লিখিয়াছেন, "ব্রজগোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণকান্ত' 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিলেও তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভোগের জন্য আত্মেন্দ্রিয়-তোষণপর কোন অভিলাষ ছিল না, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের নিমিত্ত আশ্রয়শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর দ্বারা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি করাইয়া লইতেন, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিষয়বিগ্রহজ্ঞানে নাগররূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কোন সম্ভোগেচ্ছা নাই, পরন্তু তাঁহাকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বারা আনন্দদান করাই তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ, সুতরাং 'গৌরনাগর'-বাদে আত্মেন্দ্রিয়তোষণরূপ কোন ব্যভিচার নাই। 'গৌরনাগরী'-গণ উক্ত সত্যভামা বা কুব্জার ভাবেন্দ্রিত নহেন, পরন্তু তাঁহারা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত।"

এইরূপ কাল্পনিক-যুক্তি-প্রেরণপর প্রবন্ধ গৌড়ীয়মঠের যে কোনও সেবকের নিকট যদি প্রবন্ধলেখক মনোযোগ কোনও দিন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাহার সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার যে কাল্পনিক বুদ্ধিকে মস্তিকে পুরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সাধুকৃপায় বিরেচিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি সৎসিদ্ধান্ত ধারণে পারিবেন না। প্রবন্ধলেখকের ভুল কোন্ জায়গায় হইয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি কল্পনার বলে মনে করেন যে, যখন গৌরই কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা। পরন্তু তাহা নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামি-শাস্ত্রের কোথাও নাই। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু; সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগদ্ধাত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, কৃষ্ণা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী কিন্তু সেইরূপ বৈধবিচারের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং বার্ষভানবীদেবীর রস বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপর চাপাইলে রসাভাসদোষ,তত্ত্ববিরোধ ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা হইতে পারে না। কারণ—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ।৯৭

দ্বিতীয়তঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ইচ্ছা করিলেও শ্রীমতী রাধিকা ব্রজগোপীগণকে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া থাকেন; কিন্তু 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কখনও তাঁহার পতির সহিত অপর স্ত্রীর মিলন চাইবেন, ইহা ইচ্ছা করেন না বা 'ভূ'শক্তির শক্তিমদ্রূপ এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। সুতরাং গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৌরসুন্দরকে 'নাগর' প্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করা আক্ষেপ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কি? যাঁহারা এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারা নিজদিগকে 'গৌরভক্ত' বলিয়া যতই মনে করুন না কেন, প্রকৃত গৌরভক্তগণ তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলিয়া থাকেন। আর যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যেই কেহ গৌরভজন করিতে চান, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-সহায়কারিণী। তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রস-পরিপোষণকারিণী। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে গৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশপ্রদান করিয়াছিলেন—

তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া,　　সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ আর মনে।
এ তোরে কহিনু কথা,　　দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥"

—চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখণ্ড

সেই উপদেশ শিরে গ্রহণ করিয়া কলহান্তরিতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের চক্ষুরোধন চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের লেখনীতে এইরূপ পাই—

* * *

কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন-ভূমিতে।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারেই কিকিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

—শ্রীভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ তরঙ্গ

বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করিতে হইলে এইরূপ বিপ্রলম্ভ ভাবের অনুসরণ করিয়াই নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেহ যদি গৌরসুন্দরকে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধায়ক 'নাগর' মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বমত কল্পনা করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সর্ব্বশেষভাগে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, সম্ভোগ-রসবিগ্রহ নহেন—ইহাই তাঁহাদের [গৌড়ীয়ের] ধারণা। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ—ভজনীয় [ ] নহেন—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।"

'শ্রীগৌরসুন্দর' যে বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ এবং 'কৃষ্ণ' যে সম্ভোগরস বিগ্রহ, ইহা কেবল গৌড়ীয়ের ধারণা নহে, সমগ্র গৌস্বামিশাস্ত্র, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাণী তাহাই প্রতি বর্ণে বর্ণে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সম্ভোগরস-বিগ্রহ বলিবামাত্রই তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না, তিনি তখন বিভুজ মুরলীধর গোপেন্দ্রনন্দনরূপে [ ]কৃষ্ণরূপে সেবা হইলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াই এরূপ 'এলোমেলো' কথা লিখিয়া-ছেন। 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চা[ ]বিগ্রহ' 'ভজনীয় শ্রীবিগ্রহ' নহেন, এরূপ কথা গৌড়ীয় বলে [ ]। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার বিষয়-প্রতীতির অভাবে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বদহজমের উদ্গার করিয়াছেন মাত্র। গৌড়ীয় বলেন, "অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।" অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রবল। বৈধ-অর্চ্চনকারী যে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণেরই পূজা হইয়া থাকে। কারণ 'ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে' কৃষ্ণের প্রীতি বা সেবা হইতে পারে না। অর্চ্চন-মার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি প্রবলা; বৈধ-অর্চ্চনকারী কৃষ্ণকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করাইতে সাহসী হন না কিংবা অবৈধ-সাহস দেখাইয়া অধিকার লঙ্ঘনও করেন না। সুতরাং তাঁহার সম্ভ্রমমিশ্রা ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে যে পূজা হয়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা। কিন্তু ভজনমার্গে এরূপ ঐশ্বর্য্য বা সম্ভ্রমবুদ্ধির প্রাবল্য নাই। অতএব রাগমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর সেবিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাকার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'ভূ'-শক্তিস্বরূপিণী বলিয়াছেন এবং 'ভূশক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ' শ্রীনারায়ণ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব গৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার পূজা যে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা, এবিষয়ে আর

সন্দেহ কি? যেরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ তত্ত্বতঃ উপাস্যের অধিকারীর নিকট তাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াও লক্ষ্মীনারায়ণরূপে ভজনীয় বস্তু। লক্ষ্মীনারায়ণ-ভজনাকাঙ্ক্ষিগণ যেরূপ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণকে জোর পূর্ব্বক সম্ভোগরসবিগ্রহ 'নাগর' সাজাইয়া তত্ত্ববিরোধ করেন না, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যায় ও অবৈধরূপে গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার চেষ্টা করিলে শুদ্ধ ভজনকাঙ্ক্ষিগণ বলিবেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি ভজনবিহীনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল অবৈধ-কল্পনা ও অসুকরণপ্রিয়। ইহাই কাল্পনিক চেষ্টার নাম পৌত্তলিকতা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোনও বৈষ্ণব-মহাজন অর্থাৎ গৌরমনোহভীষ্টই প্রচারক ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর-বৃন্দাবন—কেহই এরূপ পৌত্তলিকতা প্রচার করেন নাই। কল্পিত মহাজনের কথা কিম্বা আউল-বাউল-সহজিয়াগণের ন্যায় 'মহাজন যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] নাই, সেই সকল অসৎ সিদ্ধান্ত' মহাজনের [illegible] চাপাইবার চেষ্টা দেখাইলে তাহাই যে মহাজনগণের মর্ম্মতে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এরূপ কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতএব প্রবন্ধলেখকের সকল পূর্ব্বপক্ষগুলিই মহাজনবাক্য ও শাস্ত্র-যুক্তিমূলে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হইল। আশা করি, প্রবন্ধ-লেখক এই যুক্তিগুলি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিবেন এবং তাঁহার যদি কিছু অন্যায় গোঁড়ামি থাকিয়া থাকে, সেইগুলিকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে দূরে পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরমার্থদ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবেন —ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

শ্রীকোলদ্বীপ (নবদ্বীপ নগর) হইতে জনৈক প্রতীচ্য ব্রাহ্মণসজ্জন শ্রীশ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায়ের অভিমত শ্রীপত্রে খণ্ডন করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা "শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না?" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপত্রে এবিষয় বহু পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। জগতে—কীর্ত্তন-ভক্তিক-প্রতিষ্ঠিত জগতে বহির্ম্মুখ জীবকুল যে কত প্রকারে কীর্ত্তন বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, কলিযুগ সর্ব্বদোষের আকর হইলেও তাহাতে একটী মহৎ গুণ আছে যে, এই কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অতি সহজেই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু দুর্দ্দৈব-বশে জীব এরূপ সুযোগ পাইয়াও নানাভাবে কীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে! পূর্ব্বে শুনা যাইত যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি শুষ্কাভক্ত-সম্প্রদায়ই কীর্ত্তনের বিরোধী অর্থাৎ তাঁহারা কীর্ত্তনাধ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে সবল-সাধন জ্ঞান করেন এবং কখনও বা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামকীর্ত্তনের সাম্য-জ্ঞান, 'নামে' অর্থবাদ বা 'নাম'কে কাল্পনিক-বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলির প্রাবল্যে আবার একপ্রকার নূতন কীর্ত্তনবিরোধি-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা নিজদিগকে 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'মহাপ্রভুর অনুগত', 'নাম-পরায়ণ', 'নামবিশ্বাসী', 'ভজনানন্দী' প্রভৃতি বলিয়া ও বোলাইয়া ও কার্য্যতঃ কলিযুগের একমাত্র সাধন ও সাধ্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ-দান 'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে'র বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন। ইহারা বলেন, "কলিযুগের তারকব্রহ্ম-নাম বা মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ, 'নামকীর্ত্তন' বলিতে অন্যান্য নামকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে।"

হায়! বঞ্চিত আমরা, আমাদের এইরূপ দুর্দ্দৈবের বিষয় জানিয়াই অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গাহিয়াছেন,—

"দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"

এই জন্যই তিনি "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়", —এই বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজ 'হরেকৃষ্ণ'-ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর শ্রীমহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য আমরা তাঁহার প্রিয়স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীমহাচার্য্যপাদের লেখনীতে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখিতে পাই।

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।"

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত চৈতন্যাষ্টক ৫ম)

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার

রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের-স্পন্দনের নিমিত্ত গ্রহীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে বাহার উজ্জ্বল বাস-বস্ত্র শোভিত—এইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর।

উক্ত শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

"ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা-রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।"

(শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'স্তবমালা বিভূষণ'-ভাষ্য)

—'হরে কৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। ষোড়শ-নামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও তথায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীর বহুস্থানে আমরা উৎকীর্ত্তিত-মহামন্ত্র-গৌরসুন্দরের স্তব দেখিতে পাই। চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের টীকাকারও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়-নাম,তাহাই তৎটীকার মধ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আচরণেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার তিন লক্ষ নামের মধ্যে তিনি এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। তবে বহির্ম্মুখ-জীব-জগতের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ স্বভাবানুসারে তৎকালেও যে উচ্চ-কীর্ত্তন-বিরোধি-সম্প্রদায় না ছিল, এমন নহে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীর মধ্যেদেখিতে পাই—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কা'র শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥

তদুত্তরে নামাচার্য্য কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাস-দেবের লেখনীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥
জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চসংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিকফল পুরাণেতে ধরি।

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
শুনি' আপনারে সবে করয়ে শোধন॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
শ্রবণমাত্র শুনিয়া, পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সঙ্কীর্ত্তনে।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম বেদ ধ্বনি॥
ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যারা হৈতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে শোধন।
কেহ বা শোধন করে সহস্রেক জন॥
ইহাতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে
এই অভিপ্রায় শুন উচ্চ-সংকীর্ত্তনে॥

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যাৎ শ্রবণে মননক্রমৌ।
যতশ্চারণ-নামেদং নয়ো দ্বারং পরংপদম্॥

সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহাডম্বচন॥

ইহার পরের ঘটনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকমাত্রই জানেন এবং সেইরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী ব্রাহ্মণব্রুবের সম্বন্ধে ঠাকুর বৃন্দাবনের অভিমত, যাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও চৈতন্য-ভাগবতপাঠীর অবিদিত নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"—এস্থলে 'কীর্ত্তন' শব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার এইরূপ বলিয়াছেন,—'উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'—উচ্চৈঃস্বরে কথন বা উচ্চারণের নামই 'কীর্ত্তন'। 'সদা' শব্দ দ্বারা স্থান, পাত্র বা কালাদির রহিত হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়েই সর্ব্বভাবে 'হরিনাম' মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। কোন কোন ভক্তবিটল বলিয়া থাকেন যে, "স্বীকার করিলাম না হয় 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তনীয়, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনযোগ্য; খোলকরতালের সহিত কীর্ত্তনীয় নহে।" ঐ সকল ব্যক্তির এরূপ কুতর্ক উঠাইবার কারণ আর কিছুই নহে, কোন ছলে ভুবনমঙ্গল তারকব্রহ্মনামের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করা। ঐরূপ বুদ্ধি 'নামে' ভেদবুদ্ধি হইতেই উত্থিত। গোস্বামিশাস্ত্রের বহুস্থানে অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্যটী আমরা দেখিতে পাই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাহারা অবহেলাপূর্ব্বক উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

'বটনা'—শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সম্যক্ প্রচার। 'ছেদনা'—শব্দের দ্বারা সাধারণি নির্জ্জন না থাকিলেও—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'হরিনাম' মহামন্ত্র খোলকরতালের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা বা নির্জ্জনের সহিত কীর্ত্তন, মানসিক রূপ ও উপাংশু-রূপ—সর্ব্বতোভাবেই নিরন্তর সেবিত। যদি কেহ মনে করেন যে, "হরিনামমহামন্ত্র-রূপ সম্বন্ধে যখন সর্ব্ববাদিসম্মত-মত রহিয়াছে, আর তাহার উচ্চকীর্ত্তন-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তখন আমরা ঐরূপ সঙ্কেতের কার্য্যে না যাইয়া মনে মনেই রূপ করিব"—এইরূপ বিচার করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনাখ্যভক্তির প্রতি অবিশ্বাস ও ভেদবুদ্ধি করা হইবে। নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেও তাহাতে শ্রদ্ধারাহিত্য-রূপ নামাপরাধ আসিয়া আমাদিগকে অসৎপথে চালিত করিবে। 'নাম' বলিতে একমাত্র 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রই কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম জানিতে হইবে। তারকব্রহ্মনামকে 'নাম' না বলিয়া "আমার ইচ্ছানুসারে আমি অন্য নাম গ্রহণ করিব"—এইরূপ বুদ্ধি হইলে হরিনামে ভেদবুদ্ধি আসিয়া আমাদিগকে নরকের পথের পথিক করিবে। তারকব্রহ্মনাম ও 'গোপাল গোবিন্দ রাম মধুসূদন' প্রভৃতি নামে ভেদবুদ্ধি হওয়া কখনও উচিত নহে।

কতিপয় ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া স্বয়ং কল্পনা করিয়া তারকব্রহ্ম-নামকে কেবলমাত্র জপ্য বলিতেছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামবিক্রয়ী, সন্দেহ নাই। তাঁহারা মনে করেন,—"মহামন্ত্র-তারকব্রহ্ম নাম যদি সকল জীবের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হন, তাহা হইলে লোক আর তাঁহাদের ন্যায় বণিগ্‌দিগের নিকট হইতে মহামন্ত্রকে গুহ্য-বস্তু জ্ঞান করিয়া অর্থ-বিনিময়ে গ্রহণ করিতে আসিবে না, তাঁহাদের ব্যবসার জিনিষ (!) সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের লোকবঞ্চনাবৃত্তিটী আর চলিবে না। অতএব তারকব্রহ্মনামকে মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয় বস্তু রাখিয়া মন্ত্র-ব্যবসায়ের ন্যায় তারকব্রহ্মনামেরও একটী 'নূতন ব্যবসায়' সৃষ্টি করা যাক্"।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নামের কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যদি তারকব্রহ্মনাম নির্জ্জনে জপের চলনা দেখাইতে যান, তাহা হইলে সেব্যক্তি হরিনাম জপ করিবার পরিবর্ত্তে হয় বিষয়-জপ, না হয় স্ত্রী-জপ, না হয় বাড়ীর বেতন-ভোগের কথা, গরুবাছুরের কথা কিম্বা সম্ভোগ রসপোষণের কথাই স্মরণ করিবে। অতএব সকল সময় সর্ব্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সকলে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সকলকে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করুন অথবা মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন করিয়া বলুন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রশ্নোত্তরমালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৭ পৃষ্ঠা ৮ম প্রশ্নের পর)

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৮। জীবমাত্রেই শুদ্ধা-ভক্তির অধিকারী। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" ভক্তি-সাধনে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা নাই অর্থাৎ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসাযুজ্যাদি শুদ্ধ অথবা অন্য যাবতীয় অনর্থ বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভক্তকে সাধনান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধজ্ঞানোদয়, ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আলোচ্য।

অভিধেয় মধ্যে 'কৃষ্ণ-ভক্তি' অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু ঐ গুলিকে বাহ্য বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলিয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই কর্ম্মের

প্রয়োজন। যদি কেহ মুখেরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, হরিভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কি লাভ হইল? সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি একমাত্র জীবনোপায় হইলেও উহা বাজ। যথা ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা অর্থাৎ জ্ঞানের ফল চিন্তচ্ছুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি জড়বস্তু বা জড়-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্তর্গত নহি, কিন্তু ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ-চিদ্বস্তু'—এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি কেহ হরিভজন না করেন অথবা প্রকৃত হরিবিদ্বেষী বা নাস্তিক্যবাদী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা বাজ অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের ফল বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে অবস্থিত জড়বিপরীত কোন কুচ্ছবস্তু সম্ভবীয়, পারমার্থিক নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্। ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

অনর্থমুক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অর্থাৎ সাধন ভক্তির পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা-ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জীবের কর্ম্ম-মিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে তাঁহারা (অনর্থমুক্ত ভক্তগণ) আপনাদিগকে শুদ্ধ-ভক্তগণের সহিত সমজ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না; তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রাভক্তিতেই আবদ্ধ থাকে। অতএব অনর্থমুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট—সাধন ভূমিকার পঞ্চমস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ সাধন-ভক্তের ন্যায় অমিশ্রাভক্তির সাধনযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। কেহ নিজ অধিকার না বুঝিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধঃপতিত হইয়া ভক্তিমার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিবেন। "যে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আমাদিগকে অধিকার-বিপর্য্যয় দোষ হইতে সর্ব্বদা সংরক্ষণে সমর্থ।

এ সকল বিষয় সম্যক্ জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়।

———

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

২৯নং নবাবপুর, ঢাকা।
তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৩ সন।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্,

আগামী ২৯শে আশ্বিন, ইং ১৬ই অক্টোবর, শনিবার হইতে ৬ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নবেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জব্রত (নিয়মসেবা) মহোৎসব হইবে। ১০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নবেম্বর, মঙ্গলবার কীর্ত্তন-মহোৎসব ও পরদিবস বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নবেম্বর সাধারণ মহোৎসব হইবে। প্রত্যহ প্রাতে নগরকীর্ত্তন এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি শ্রীহরিসেবার অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে। আপনি স্বজনসহ মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে শ্রীপ্রভু সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

প্রত্যহ

উষায়—মঙ্গল নীরাজন, অরুণোদয় কীর্ত্তন; টহল ও নগরকীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বাহ্নে—নগরে শ্রীনাম প্রচার।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদসম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

অপরাহ্নে—হরিকথা, সদাচারশিক্ষা ও বক্তৃতা।

সন্ধ্যায়—শ্রীমঠে কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

রাত্রিতে—মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্রদেবশর্ম্মা। বক্তোপাধ্যায়, ভক্তিনায়ক
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। ভাগবতরত্ন, আচার্য্যাত্মিক।
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ। এম্, এ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

[দৈবানুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য]

উৎসবের তালিকা

শনিবার ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর শ্রীমদ্বাচার্য্যের

প্রকটোৎসব। রবিবার ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর উর্জ্জাব্রতারম্ভ। সোমবার ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতিরের অপ্রকট মহোৎসব। বৃহস্পতিবার ৪ঠা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর শ্রীমুরারি গুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব। সোমবার ৮ই কার্ত্তিক ২৫শে অক্টোবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকট মহোৎসব। সোমবার ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নবেম্বর শ্রীনরহরি ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নবেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবনবাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। রবিবার ২১শে কার্ত্তিক ৭ই নবেম্বর শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ২৭শে কার্ত্তিক ১৩ই নবেম্বর, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব। মঙ্গলবার ৩০শে কার্ত্তিক ১৬ই নবেম্বর শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-[illegible]র বাদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব, কীর্ত্তন-মহোৎসব। বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নবেম্বর **সাধারণ মহামহোৎসব**। শুক্রবার ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নবেম্বর শ্রীরাসযাত্রা, ঊর্জ্জাব্রত-সমাপ্তি; শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও লোকনাথ পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নবেম্বর উৎসব সমাপ্তি।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব

ভীষ্মদেব

(৯)

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মহাভিষ ধর্ম্মাত্মা হইয়া, ভূলোকে বিখ্যাত দিলীপের পুত্র রাজা নহুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল শান্তনু।

এই সময় বসু-আদি অষ্টবসুও বশিষ্ঠের গোবধের ফল করার অপরাধে, তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। বসুগণের দুঃখে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতপাঃ বশিষ্ঠ বলিলেন,—"তোমরা মনুষ্যরূপে মানুষীর গর্ভে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই অভিশাপে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ঋষিবরের চরণে লুটাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। তখন ঋষিবর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"তোমাদের মধ্যে প্রধান অপরাধী দ্যৌ; সে-ই মনুষ্যদেহে দীর্ঘকাল যাপন করিবে; কিন্তু পরম ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এবং দারপরিগ্রহ আদি পার্থিব সুখ-সম্ভোগে বিরত হইবে। আর অপর সপ্তজন জন্মগ্রহণ মাত্রই শাপমুক্ত হইয়া স্বপদ লাভ করিবে।"

অতঃপর এই বসুদেবগণ ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহারা কোথায় কোন জনক জননীকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিবেন। এইরূপ চিন্তাতুর অবস্থায় তাঁহাদের সহিত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বসুগণ তাঁহার পাদ বন্দনা করিয়া আপনাদের অভিশাপের কথা বলিলেন এবং সকাতরে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"মাগো, আমাদিগকে তুমিই রক্ষা কর। মনুষ্যলোকে কোন্ মানবীর গর্ভে আমরা আশ্রয় লইব? তাহা ত' পারিব না মা। তুমি আমাদের জন্য মানুষীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমাদের জননী হও। আর দ্যু-ব্যতীত অন্য সকলকেই তুমিই হইয়া মাত্র সংহার কর। তাহা হইলেই আমরা ত্রাণ পাইব।"

ভক্তি পরম-সম্ভবা দীন-বৎসলা মাতা গঙ্গা তাঁহাদের বাক্যে সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এখানে মহারাজ প্রতীপ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বগুণান্বিত নবীন যুবক রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সতত স্বধর্ম্ম-রত থাকিয়া কর্ত্তব্য-পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বল্পঃ সৌরভে জগৎ পূর্ণ হইল।

একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া মহারাজ পূতসলিলা সুরধুনী-তটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী একটি পদ্মনয়নসুন্দরী যুবতীকে তথায় দেখিতে পাইলেন। বসুগণের প্রার্থনা মত গঙ্গাদেবীই এই রূপ মানবীর ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া নরচক্ষুর গোচর হইয়াছেন।

ক্রমশঃ

দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে 'প্রেস' বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবাদরক্ত বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
নিয়ত মানিয়া তাহে হয় তুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬	১০ম সংখ্যা

সারকথা

প্রাকৃত-পণ্ডিতকুল হরিবিমুখ কেন ?

রাজা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হ'ন কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে,—তাঁ'র কৃপা-লেশ হয় যা'রে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে॥
তাঁ'র কৃপা নহে যা'রে, পণ্ডিত নহে কেনে।
বেদিলে গুমিলেহ তাঁ'রে 'ঈশ্বর' না মানে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১০১-১০৩

অচিন্ত্য-লীলা কি তর্কসাধ্য ?

অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চন্দ্র।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁ'রে মিলে এই ধন॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩০১-৩১০

পরমহংসের দর্শন কিরূপ ?

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭৩-২৭৪

শাস্ত্রের পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ মর্ম্ম কি ?

রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়ে কেনে পাইয়ে অন্ন-পান॥
ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে স্বতন্ত্রধর্ম্ম-মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১১১-১১৩

নামকীর্ত্তনকারী কি নীচ ?

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজ-স্থানী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১২০-১২১

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য কি ?

তাঁ'তে বৈষ্ণবের ঝুঠা'পা ও ছাড়ি'তর্পণ-পাত্র।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাম॥
ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৬৯-৭০

বিজয়ার সম্ভাষণ

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার পূজার অন্তে—বিসর্জ্জনের অঙ্গে পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ গৌড়দেশবাসীর মধ্যে বহুকাল-যাবৎ একটী বিশেষ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়ার পর পুত্র মাতাপিতাকে দেখিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম, মাতাপিতা পুত্রকে স্নেহাশীর্ব্বাদ, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দেখিয়া পরস্পর যথোচিত সম্ভাষণ, বন্ধু বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দালিঙ্গন, পরিচিত-ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার পরিচিত-ব্যক্তিকে দেখিয়া যথাযোগ্য-আদর-সম্ভাষণাদি করিয়া থাকেন।

আবাহন ও বিসর্জ্জন, ভাঙ্গা ও গড়া, সঙ্কল্প ও বিকল্প জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাই ভাগবতের দার্শনিক পরিভাষায় অক্ষজচেষ্টা বা 'অক্ষজের সেবা' নামে কথিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশবাসীকে অথবা গৌড়দেশবাসী কেন, সমগ্র আশ্রিত-চেতন-বিশ্বকে বিষ্ণু-চৈতন্য অর্থাৎ অধোক্ষজের নিত্যসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। অধোক্ষজ বা চেতনের সেবায় 'ভাঙ্গাগড়া'-ব্যাপার নাই—চেতনের ধর্ম্মে অচেতনের ক্রিয়া নাই—শুদ্ধচেতনের বৃত্তিতে জড়ের সহিত চেতনের সমন্বয়চেষ্টাও নাই। চেতনের সেবাবৃত্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা।

চেতনের সহিত চেতনের সম্ভাষণ—চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি—চেতনের সহিত চেতনের আলিঙ্গন—চেতনের সহিত চেতনের অনুরাগ, আকৃষ্টি, স্নেহ, প্রণয়, প্রেমই যথার্থ চেতনের ধর্ম্ম। চেতনের সম্বন্ধে যে চেতনের সহিত প্রীতি, তাহাই যথার্থ নিত্য ও অহৈতুকী প্রীতি। তাহাতে অপস্বার্থ নাই, ভয়, ভোগ বা হিংসা নাই। আর বিবর্ত্তজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া জড়ের প্রতি জড় দিয়া চিদাভাস-অপরাপ্রকৃতি অপরা-প্রকৃতি-জাতবস্তুর প্রতি যে প্রীতি প্রদর্শন করে, তাহা ভয়, ভোগ ও হিংসা-পরিপূর্ণ। সেই প্রীতি, সেই সম্ভাষণ, সেই আলিঙ্গন, সেই দণ্ডবৎপ্রণাম নিত্যকাল স্থায়ী হয় না।

সাক্ষা—প্রতিবৎসর বন্ধু-বন্ধুতে কোলাকুলি হয়, পিতাপুত্রে প্রণাম-আশীর্ব্বাদ, স্বামী-স্ত্রীতে স্নেহ-ভালবাসার বিনিময় হয়; কিন্তু তাহা জড়ের স্বার্থপর বিবাহ বীজানুবাণী সকলপরিচালিত বলিয়া সেই আপাতমনোহর প্রীতি-সম্ভাষণ-কুসুম-কলিকা অচিরেই ম্লান হইয়া কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। যে বন্ধু একদিন তাঁহার বন্ধুবরকে গাঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বন্ধুই আবার তাঁহার বন্ধুবরের প্রাণ-হন্তা-রূপ শত্রু হইয়া পড়েন; যে পুত্র পিতার চরণ-যুগল প্রস্রাবারিতে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই পুত্রই আবার পিতার সম্বাদবিবাদক হইয়া থাকেন; যে পিতা পুত্রের শিরে স্নেহাশীর্ব্বাদ-চুম্বন করিয়াছিলেন, সেই পিতাই আবার পুত্রের অভিশপ্তা হন; যে স্বামী একদিন স্ত্রীর চুম্বনপাশে আবদ্ধ থাকিয়া জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই স্বামীই আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, স্ত্রীও স্বামীর সমস্ত স্নেহ-সম্ভাষণ বিস্মৃত হইয়া অন্য জড়বস্তু-সম্ভাষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীচৈতন্যদেব চেতনজীবকে এরূপ জড়ের সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া চেতনের সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। অচেতন-বিশ্বকে তিনি চেতনের নিত্যসম্ভাষণে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়া-দশমীতে আশ্রয়-জাতীয়লীলা প্রদর্শন করিয়া যেরূপ যথোচিত সম্ভাষণ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বিবৃত করিতেছি,—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য মেলা প্রভু লঞা রঙ্গমনে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষ-শাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয়-ধ্বনি করে বারম্বার॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৪।৩২-৩৫

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতদ্বারা আমাদিগকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

—ভাঃ ১১।২।৪৬

—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমভক্ত।

গৌড়ীয় মূর্ত্তভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রাকৃতভাগবতের শিক্ষানুসরণে বিজয়ার সম্ভাষণ উপরিউক্তভাবে সকলকে জানাইতেছেন। কপটতার আশ্রয়ে কর্ম্মীর ন্যায় প্রীতিসম্ভাষণ অথবা নির্ভেদ-জ্ঞানীর ন্যায় জীবে ঈশ্বর-কল্পনা করিয়া "নমো নারায়ণায়" রূপ শব্দোচ্চারণ দ্বারা সম্ভাষণের নামে হরি ও হরিজন-বিদ্বেষ কিম্বা প্রাকৃতসহজিয়ার ন্যায় উত্তম-অধিকারীর অভিনয় বা ছল শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ গৌড়ীয়কে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমে আত্মবৃত্তিদ্বারা সেবাচেষ্টা বা সেব্য অধোক্ষজের সেবক বৈষ্ণবগণের প্রতি মিত্রতা, অধোক্ষজসেবায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষাই যথার্থ নির্ম্মৎসরগণের আচরিত প্রীতি-সম্ভাষণ।

বিজয়াদশমীর দিনে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে এইরূপ প্রীতি-সম্ভাষণেরই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবানের প্রতি প্রীতি-চেষ্টা, ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, বালিশে কৃপা এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধলীলা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিজয়ার সম্ভাষণ-প্রদর্শনলীলা দেখাইয়াছেন।

আজ আমরা আমাদের কৃপাময় পাঠকপাঠিকা, গ্রাহকঅনুগ্রাহিকাগণের প্রতি আচার্য্যানুসরণে আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি—

বন্দে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বাচ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
অহো ন দুর্লভা মুক্তির্ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভা।
গৌরচন্দ্রপ্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্লভঃ॥
ভজন্তু চৈতন্য-পদারবিন্দং
স্তবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রিং
মাধুর্য্য-সৌভাগ্য-দয়া-ক্ষমাদ্যৈঃ॥
সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাদ্বয়ে বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যবীক্ষণম্।
ন তদ্বেষং সর্ব্বতোবৃত্ত্যাকৃপাস্তবমরোস্তকৈঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২০-২১, ২৪

ইহাই আমাদের সকলের প্রতি বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ, আর ইহাই প্রার্থনা—যেন নিত্যকাল আমরা এইরূপ সম্ভাষণই করিতে পারি।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সময়—শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব, ১৩শে ভাদ্র, ১৩৩৩, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬]

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আজ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসর। সীতাদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং হরির সহিত অদ্বৈত, ভক্তরূপে আচার্য্য-অভিমানে আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ী ভগবানের উপাদান-কারণ।

কারণ-নির্ণয়ে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ; দৃশ্যজগৎ কার্য্য, কার্য্য উদ্ভূত হ'য়েছে যে বস্তু হ'তে তাহাই 'কারণ,' যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা কুলালচক্র প্রভৃতি উপাদান-কারণ।

পরিদৃশ্যমান জগৎ—মানবপ্রভৃতি এল কোথা থেকে?—আসে কোথা থেকে? অনেকেই অজ্ঞানে বিচার করেন—জীব আসে পিতামাতা হ'তে।

জগতের পরমাণুগুলো হ'লো কেমন করে? ভগবানের শক্তিঃ প্রকার ভেদে অচিতের পরমাণু সমস্ত, দ্রষ্টার জ্ঞান যেখানে আবৃত হ'য়েছে—আবৃত হবার মুখে 'পরমাণু'রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে। সম্পূর্ণ জ্ঞানটাকে আবরণ ক'রে একটা অচিদ্বস্তুর পরমাণু সৃষ্ট ক'রে—'আমি পরমাণু'—এই ব'লে আমাদের কাছে আসে। বস্তুতঃ তাহার অভ্যন্তর পরমাণু নহে—বাহিরটা তাহাই ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু

আমি পাষণ্ড, আমি মনে করছি—'জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু'। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন শক্তি দ্বারা পরমাণুরূপে উদিত হ'য়ে তাঁর স্বাভাবিক-স্বরূপ আবৃত ক'রেছেন।

আমি ভোক্তৃস্বত্বে আমার ভোগের বস্তু—আমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু দেখতে ব'সেছি। বিষ্ণুই যে সমস্ত জগতের একমাত্র মূলকারণ—তাহা বুঝতে না পেরে 'পরমাণুপুঞ্জগঠিত জগৎ'—'পিতামাতা হ'তে জীব উদ্ভূত হ'য়েছে'—আমি এরূপ বলছি। আমার চেতনকে আচ্ছাদন ক'রেছে—যে কাল পর্য্যন্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট—সদ্গুরু বিষ্ণুপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে শ্রৌতবাণী না শুনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'দেখে নেওয়ার বস্তু' আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুবস্তু। তাঁহার পত্নী—সীতাদেবী। সীতাদেবী অচ্যুতানন্দের জননী। অচ্যুতের উপাদান-কারণ—নিমিত্তকারণ নহে যে বিষ্ণুবস্তু, তাহা হইতে অচ্যুতানন্দ নামক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আবির্ভূত হ'য়েছেন। উপাদান-কারণ বিষ্ণু-বস্তু হ'তে অচ্যুতানন্দ প্রকটিত হ'য়েছেন। এরূপ কোথায়ও নাই যে অদ্বৈতপ্রভু—'নিমিত্ত-কারণ'। স্বয়ং অচ্যুতানন্দই সে কথা বলেছেন—'চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি'।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগৃহীত-পাত্র। তজ্জন্য অদ্বৈতপুত্রাভিমানীর সহিত তাঁহার মতভেদ হ'য়েছিল। অদ্বৈতপ্রভুর 'পুত্র' ব'লে পরিচয় দেবার অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আরও পাঁচটী ছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন অচ্যুতানন্দের অনুগত থাকায় কিছু কিছু বিষ্ণুভক্তি দেখিয়ে ছিলেন, আর তিনজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রক্রব বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতের সামাজিক বিপ্লবের একজন প্রধান কারণ। সীতাদেবীর গর্ভসম্ভূত শ্রীঅচ্যুতানন্দই জগতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা বিস্তার ক'রেছিলেন। অচ্যুতানন্দের 'অদ্বৈতসন্তান' ব'লে বিচারপ্রণালী ছিল না। 'বাবা-মার কাছ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছি,' 'নিজের পিতামাতার থেকেই ত' মন্ত্রাদি গ্রহণ করা যেতে পারে, অন্য গুরুর কাছে যাবার আবশ্যক কি?'—এরূপ বিচার তাঁহার ছিল না। তিনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে গমন ক'রেছিলেন। একদিন তিনিই সমগ্র উৎকল দেশে শুদ্ধভক্তি প্রচার ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের কথা ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আমরা অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রচার ক'রেছিলেন—'শুক্রশোণিতজাত দেহ "আমি" নই, পিতামাতা "পুত্র" ব'লে যে জিনিসটা গ্রহণ করেন, তাহা আমার স্বরূপ নহে।' তিনি ব'লেছিলেন—

"জীবাত্মে জাতিসামান্যাৎ ন ঘাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতগৃহিণীর পুত্র মাত্রই অচ্যুতের সমান—এরূপ কথা নহে। শুক্রশোণিতজাত সম্পত্তিবিশেষ 'হরি' নহেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অচিতের উপলব্ধি হয়, তাহা 'হরি' নহেন। দরিদ্রকে 'নারায়ণ' জ্ঞান হ'লে 'দরিদ্রতা' নারায়ণ নহে। 'দরিদ্রতা' ও 'সমগ্র-ঐশ্বর্য্য-বত্তা'র সমন্বয় হ'তে পারে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

(গীঃ ৩।২৭)

'আমি কর্ত্তা,' 'আমার যোগার্জ্জিত সম্পত্তি', 'আমার দেহ', 'আমার পুত্র'—এইরূপ বিচারপ্রধান হ'লে আমরা বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্ত্তে পারি না। অন্বয়জ্ঞান নহে যে বস্তু, সে বস্তুকে বিষ্ণুরে স্থাপন ক'র্ত্তে গিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

পিতামাতার থেকে যে জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিসটা "আমি" নহে। জীবের উপাদান-কারণ পিতামাতা নহে। "সংক্লেশনিকরাকরঃ"—সুখভোগ বা দুঃখাপ্তির মূল কারণ পিতামাতা হ'তে পারেন। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। (শ্বেতাশ্ব ১।১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।১)

বাহ্যজগতের বস্তু চেতনকে গ্রাস ক'রেছে এরূপ নহে। পরিবারবিশিষ্ট, ভগবান্, লীলাময়, রূপ-গুণ-লীলা-বিভাবিত কৃষ্ণ যেখান অনুভূতির নিকট আচ্ছাদিত র'য়েছে সেখানেই ক্ষুদ্রজ্ঞান; আমাদের চেতন যে স্থানে বাধা-প্রাপ্ত হ'য়েছে সে স্থানেই খণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। আমরা হাতী, ঘোড়া, চাগল প্রভৃতি অজ্ঞানানুভূতির দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে অন্বয়-জ্ঞানের অভাব বোধ ক'রছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও

আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে জীব অধোক্ষজ্ঞান হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছে।

অতোঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
(ভাঃ ২।৯।৩৩)

(১) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের প্রতীত হয় না, (২) ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নাই, (৩) ভগবানের অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় না—সেই জিনিষটাই 'মায়া'—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'।

'আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অধোক্ষজ্ঞানকে মেপে নে'ব!' 'আমার অস্তিত্ব যেখানে নাই সেখানেকার বস্তু আমি মেপে নে'ব।'—এ কথাটী কিরূপ? যেখানে অধোক্ষজ্ঞানের ব্যাঘাত এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানেই মাপামাপি।

অনেকে বিচার করেন, ত্রিগুণবিনাশের নামই অধোক্ষজ্ঞান! 'কেন বা তৎ বিজানীয়াৎ' জড়-নির্ব্বিশিষ্টবাদকে লক্ষ্য ক'রে এরূপ মায়াবাদীয় বিচার শ্লাঘনীয় হ'তে পারে, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা মাত্র। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত ক'রবার জন্য যে নাস্তিকতা উপস্থিত হ'য়েছে, বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন ক'রলে এরূপ নাস্তিকতা —অধোধর্ম্মবিক্রম প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে না।

চিদ্বিলাসের বিভিন্ন প্রতিফলন জগতে প্রকাশিত। বাহ্য জগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল নহেন। মায়াবাদী বলেন, সৎ ও অসৎ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান সমষ্টির নাম ঈশ্বর। ভগবদ্ভক্ত বলেন, কল্যাণগুণবারিধি ঈশ্বর।

যাহাদের বিচারে উপাদনার নিত্যত্ব নাই, তাহাদের বিচারকে নাস্তিক্য বিচার জানিয়া দূর হইতে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন্। কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন, হাজার হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

ভগবদ্বিমুখগণ বেদবেদান্তের প্রকৃত বিচার, ভগবদ্ভক্তের অনুভূতি প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে অপরকে ভগবদ্বিমুখ ক'রবার জন্য ব'লে থাকেন,—মুমুক্ষুদের কথা ও ত' শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।

কৃষ্ণের কীর্ত্তন—সাক্ষাৎ লোকে শ্রীগীতায় শুনতে পাওয়া যায়—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ—৭।১৪)

যিনি কৃষ্ণপাদ-পদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধন ব্যতীত, অন্য কোনও উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

"আন কথা না কহিবে, আন কথা না বলিবে।"

অধোক্ষজভোগী এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা কৈবর্ম্মিক, কুঞ্জর-স্নানের যোগ্য। হাতী কাদা ঘাঁটে, আবার স্নান করে, আবার কাদা ঘাঁটে। 'কৃষ্ণপাদ-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই',—আমার যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, ভগবানের পাদপদ্ম সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্ব-জীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'—ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আস্থির হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্য দেখায় না।

প্রত্যক্ষের অনুজ্ঞানে আমরা সময় কাটা'চ্ছি। যিনি বুঝতে পারেন, 'কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, তিনিই কামদেব, আমরা তাঁ'র কামের ইন্ধনমাত্র,' —তাঁহার অধোক্ষজ্ঞানে যে প্রত্যক্ষবাদ, অধোক্ষজ্ঞানে যে অনুমান, তথাকথিত শ্রৌত-পন্থা—যাহা প্রত্যক্ষবাদ ও অনুমানবাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহাতে স্পৃহা কমে যায়।

আমরা যখন বলি, আমি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 'আউল সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত হই। আউলশব্দে আদি—প্রথম। 'আউল' 'দোয়েম' 'সোয়েম' 'চাহারম্' প্রভৃতি ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ, শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত।

স্থানের আনুপূর্ব্ব্য ব্যতীত আমরা অন্য কথার মধ্যে যাবো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হ'চ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করবো। শাস্ত্রের অনুগমন করলে বিষ্ণুসেবা হয় না।

'অনৈকযোগপদিষ্টেষু মন্ত্রেষু নিয়মঃ ক্বচেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হ'তে পারেন, অন্যের বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' হ'বার যোগ্যতা নাই।

অনেকে মনে করতে পারেন, 'আমার স্বতন্ত্রতা আছে—যথেচ্ছাচারিতা আছে—আমি বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ ক'রবো না, বাদ বাকী সব করবো'। জগতে বহু সাধন-প্রণালীর কথা

আছে, কিন্তু একবার মঙ্গল হয় যে নাম-গ্রহণের পথায়, তাহাই আমার ভাল লাগছে না। নাম-রূপ-গুণ ও লীলা অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্মী। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

যৈছে তৈছে তারিলেই নব মনোধর্ম।
'এই ভাল' 'এই মন্দ'—এই নব ভ্রম॥

যে কালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরি-সেবা-ধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা ক'রতে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে। নামাপরাধ দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অনর্থ, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়। বিল্বমঙ্গল বলেন,—

ভক্তিস্তন্বি স্থিরোত্তরা ভগবতি যদি স্যা-
দ্বৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহা হাত দিয়ে, পা দিয়ে, মন দিয়ে নয়। মন দিয়ে ক'রলে (ভগবানের সেবার চেষ্টা দেখাইলে) অনেক সময়ে মায়াবাদী হ'য়ে প'ড়ে। আত্মা দিয়ে ভগবানের উপাসনা হয়। আত্মার বৃত্তি আবৃত হ'লে কখনও ভগবদ্বস্তুকে 'ব্রহ্ম', কখনও বা 'পরমাত্মা' ব'লে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু যখন আমাদের ভজনীয় বস্তুকে দর্শন হয়, তখন আমাদের অনুভবের ব্যাপারে অতুল শ্যামসুন্দররূপ দর্শন হয়। আত্মা ভগবানের সেবার—উপকরণ। ভক্তরাজ ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা'হ'লে অপথ কুপথ অবলম্বন ক'রে, কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'র নাক টাক্ উঁচুতে পারে, বুকফুলা দেখাতে পারে, Athletic feat দেখা'তে পারে, ছলপাণ্ডিত্য ছলাভিজ্ঞতা জাহির করতে পারে, তা'দিকে আমরা গুরু ব'লে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'গুরু' হতে পারে না। তা'রা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'লে তা'দের কাণে মঙ্গল হয়।

অনেকে আবার বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই, বৈষ্ণবের সেবা না ক'রেই বৈষ্ণব হ'য়ে যেতে চায়। আমরা অনেকে অভক্ত' হয়ে নিজদিগে 'ভক্ত' মনে করি। রাসলীলা শ্রবণ করবার অধিকারী মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই, অনুক্ষণ ভগবানের সেবারত নই। কোন সময় পুরুষাভিমান ক'রে স্ত্রীরূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে? যা'র বাহ্যবিষয়ে বিরতি হ'য়েছে, ভগবানের কথায় লোভ হয়েছে, তা'কেই অনুগ্রহ করবার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার ক'রেছেন; কিন্তু—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

মৃত্যুঞ্জয়ের শুনবার উপযোগী রাইকানুর গান শুনবার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত। বাহ্যজগতের দৃশ্য যখন বাসুদেবময় হ'বেন, তখন না আমরা রাসস্থলীতে যেতে পারবো। তাঁ'র পুকে বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'রবার উচ্চাশা ব্যাকুলের চেষ্টা মাত্র। এই হাড়মাসের খলি নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা ক'রতে যায়, তা'র অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যা'রা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমা 'থুথু' ফেল্‌বার মত ক'রতে পেরেছেন, তা'দের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ ক'রতে পারে।

আমরা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি জ্ঞানের উপভোক্তা আর 'কৃষ্ণ বেচারা' হাত-পা কাটা হ'য়ে গিয়ে 'নির্ব্বিশেষ' নিরাকার হ'য়ে থাকবে—একটুমাত্র খেতে পারবে না, দেখতে পারবে না, চল্‌তে পারবে না,—এরূপ

বিচার যুক্তিপুষ্ট নহে। 'যখন আমি বলি ভগবান্‌কে দর্শন করব' তখন ভগবান—'পরমাত্মা'।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"।

(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)

চক্ষুর হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানকে তাঁহার নিত্যচিন্ময় স্বরূপ হইতে চ্যুত করিতে হইবে, এরূপ দুষ্টতা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা না হইলে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভোক্তৃত্বাভিমানী আমরা বুঝুক, ভোক্তৃত্বাভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা জল-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মবিশিষ্ট হইতেছি।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝতে পারি, সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁরা ভগবদ্দর্শন করেছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, সকল শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি যেটা চান, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; আমি তাঁহার আশ্রিত অণু যখন আমি ইহা বুঝতে পারি, তখন তাঁহার সচ্চিদানন্দ-সেবাই আমাদের কার্য্য হয়, যখন আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা

৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩২ সাল

শ্রীবিগ্রহ, প্রচার এবং সাধুসেবাদি উৎসব-উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

দৈনন্দিন দেবাভিক্ষা	২২৮৫৷৹
মহাপ্রভুর প্রসাদ	৫৯৯৸৵১০
প্রণামী বাঃ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	৫৬৲
মাসিক চাঁদা	৪৬০৲
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	১৩৩৸৵১০
গত বৎসরের হুচবিল	১২৪৲
বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তালিকা	৩১২২৷৹
লাওলাভ জমা	৪৩৸৵৫
	৫৭৪১৸৵১৫

খরচের তালিকা।

চাউল খরিদ	২৩০৸৩
বাজার তরকারী	১১৭২৷৵০
ডা'ল	১০০৵০
তৈল	১৩০৷৵১০
চিনি, গুড়	১৭৪৸৵১০
ঘৃত	২৭৫৷১০
লবণ	৪০৷৵১০
হলুদ	১০৩৷১০
কাষ্ঠ, কয়লা	৩৫০৷৵১০
রাসন পত্র	১৬০৲
দুগ্ধ	১০৪৷১০
মরদা	৭০৵০
কেরোসীন	৪৸৲
হরিগুরু-গুরুাদি	৭৮২৵৫
প্যাম্পেট	৬২২৷০
ডাক খরচ	৭২৷০
পারিশ্রমিক	৩৭৫৷০
বিবিধ	৬০৵০
মুদ্রাঙ্কন ...	১৬০৷৫
গৃহ সংস্কার, আসবাব ইত্যাদি	১৭৪৷০
চিকিৎসা	৬০৵০
ঘণ্টি	৬০৷০
আলো	২৫৵০
	৫৭৪১৸৵১৫

সংশ্লিষ্ট তালিকা

মাসিক চাঁদা।

ললিত মোহন ঘোষ
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
দ্বিজদাস দত্ত
বিনোদবিহারী গোপ
অমৃতলাল সেনগুপ্ত
করুণাকর ব্রহ্মচারী
নিরঞ্জন রায়

২৪৲ হিঃ ৩ জন—৭২৲

নদীয়াবাসী সাহা, সীতানাথ সাহা, প্রভাসচন্দ্র বসু

১৩৲ হিঃ ৩জন—৩৯৲

হরিদাস সাহা, বঙ্কিমদাস বনাব্জি, মনোমোহন গুহ

১০৲ হিঃ ২জন—২০৲

সতীশচন্দ্র গুহ, কৃষ্ণচন্দ্র দে

৮৲ হিঃ ২জন—১৬৲

কৃষ্ণকিশোর ধারাধিকারী, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নাথ

৭৲ হিঃ ২জন—১৪৲

জ্যোতিষচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র কর

৬৷৷০ হিঃ ৬জন—৩৯৲

উমেশচন্দ্র দত্ত, জগচ্চন্দ্র ধর, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভোলানাথ সাহা, রাধাগোবিন্দ বসাক, রায় শরৎ কিশোর বসু বাহাদুর।

৬৷০ হিঃ ২জন—১২৷৷০

রসিকলাল বসাক, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ।

৬৲ হিঃ ৭জন—৪২৲

মদনমোহন বসাক, কে, বি, দে, কৈলাসচন্দ্র সেন, জানকীবল্লভ দত্ত, নবগোপেন্দ্র দাসাধিকারী, ললিত মোহন অধিকারী, বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।

৩৷৷০ হিঃ ৬জন—২১৲

অতুলচন্দ্র চৌধুরী, চিন্তাহরণ দে ডাঃ, মনোমোহন সেনগুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, বনবিহারী দাস, হরিনারায়ণ রায়।

৩৷০ হিঃ ২জন—৬৷৷০

বিনয়কুমার ধর, অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত।

৩৲ হিঃ ৯জন—২৭৲

নগেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র নিয়োগী, লোকনাথ ঘোষ, শশাঙ্কমোহন বসু, রাজেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার রায়, অতুলচন্দ্র সরকার।

২৬৷০ হিঃ ১১জন—৩০৷০

পরিমলকুমার ঘোষ,পূর্ণচন্দ্র সাহা মোক্তার,নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, বৈদ্যনাথ শীল, যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্যামবল্লভ দে, সুরেন্দ্রনাথ গুহ, ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রলাল বসাক, পূর্ণচন্দ্র সাহা উকিল, নৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র।

২৷৷০ হিঃ ৬ জন—১৫৲

প্রিয়নাথ গুহ, নবীনচন্দ্র দাস, পাঁচুগোপাল দাস, নৃসিংহ রঞ্জন রায়, রাধাবল্লভ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু।

২৷০ হিঃ ২ জন - ৪৷৷০

অরুণেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধরণীমোহন চন্দ্র।

২৲ হিঃ ৭ জন—১৪৲

প্রদ্যোতকুমার বসাক, বসন্তকুমার রায়, ডাঃ টি, সি, বসু, ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, মদনমোহন পাত্রুনী, ডিঃ কে, রায়, হেমচন্দ্র নাথ।

১৸০ হিঃ ৩ জন—৫৷০

রেবতীনাথ গুহ, রেলওয়ে মেস, শচীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।

১৷৷০ হিঃ ৩ জন—৪৷৷০

পূর্ণচন্দ্র দাস, বংশীরাম গোয়ালা, শচীন্দ্র মোহন শীল।

১৷০ হিঃ ২ জন—২৷৷০

ডাঃ মুকুন্দলাল বড়াল, হরিচরণ খান।

১৲ হিঃ ৫ জন—৫৲

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কালাচাঁদ সাহা, সুরেন্দ্রমোহন চন্দ্র, জগচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়।

৷৷০ আনা হিঃ ২ জন—১৲

নিবারণচন্দ্র নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১০১৲ হিঃ ১ জন

ললিতমোহন ঘোষ

১০০৲ হিঃ ২ জন—২০০৲

জনৈক বন্ধু

গিরিনাথ শেঠ

৯০৲ হিসাবে ১ জন

সতীন্দ্রনাথ সেন

৫১৲ হিঃ ১ জন

দীনেশচন্দ্র দে

৩০৲ হিঃ ২ জন—৬০৲

অপরাজিতা সেন, রাধাবল্লভ দত্ত।

২৫৲ হিঃ ১২জন—৩০০৲

Messers R. Sim & Co, Mr V. J. Stephen রামচরণ গোপীমোহন মোদক, ভাণ্ডারিলাল কড়েচাঁদ, সেন এণ্ড কোং, গোলাকান্দা বেলিং ষ্টক্, Mr. J. Denald Esq., আনন্দ মোহন পোদ্দার, Staff of M. Sirkur & Son, রমানাথ দাস জমিদার, কেত্রনাথ পোদ্দার, জানচন্দ্র চৌধুরী।

২৩৲ হিঃ ১জন

A. Jacob's Staff ২৩৲

২১৲ হিঃ ১জন

নারদ রায় নগের ঘর

২০৲ হিঃ ৮জন—১৬০৲

Mr. V. Stephen, বার্ক ম্যায়ার ষ্টাফ্, আর সিম এণ্ড কোং, ল্যাথেল এণ্ড ক্লার্ক ষ্টাফ্; তুলারাম বাসরাজ, Mr. Alex Peters Noringanj. Co Ltd. Staff, নীলরতন মুখার্জ্জী, যতীন্দ্রনাথ সেন, চক্রপাণি দাদাধিকারী।

১৮৷৹ হিঃ ১ জন

অভয়চন্দ্র রায় ১৮৷৹

১৮৲ হিঃ ১জন

পূর্ণচন্দ্র অভয়চন্দ্র পাল ১৮৲

১৭৲ হিঃ ১জন

অখণ্ড কুমার বসু

১৫৲ হিঃ ৬জন—৯০৲

রামতনু সূর্য্যকান্ত মোদক, সুরেন্দ্র সুন্দর দে সরকার, অহরলাল চম্পালাল, বাল মুকুন্দ ওঙ্কার মল, প্রকাশচন্দ্র সরকার, সুধনাবালা দেবী।

১৪৲ হিসাবে ২জন—২৮৲

গোপালচন্দ্র কর, রায় সাহেব গৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি।

১২ টাকা হিসাবে ২ জন ২৪৲

প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আনন্দ মোহন রায়।

১১৲ হিঃ ৩ জন ৩৩৲

কর্ণধর নাথ মহল, চুনীলাল ভৈরব দাঁ, Jardine Skiner Staff

১০৲ হিঃ ৩৪ জন ৩৪০৲

জগন্নাথ ভৌমিক, জি, দি, সাহা, নিত্যানন্দ রায় গোপাল মণ্ডল, রাজেন্দ্রলাল শীল, বিন্ধেশ্বরী রায়, পার্ব্বতী চরণ সিংহ, অতীন্দ্রিয় ভক্তিশুণাকর, গোপীনাথ দাদাধিকারী, ভৈরবতলা অধিকারী, বেণীমাধব বুকুটী সুরেশচন্দ্র নৈত্র, অভয়চাঁদ চকুমচাঁদ, কাশিরাম রামশঙ্কর সাহা, নেপু দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুকীকিশোর দাসাধিকারী, আর, দি, এণ্ড কোং, রাধাবল্লভ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, কানাইয়ালাল পোহাইয়া, গোবিন্দচন্দ্র রাইমোহন পাল, গোবিন্দবিহারী সাহা, কুণ্ড মৌজি, মোহিনী মিলের ষ্টাফ্।

১০৲ হিঃ ১১ জন ১১০৲

রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র গুহ, কে, জি, সাহা এণ্ড কোং, অভয়চন্দ্র নাগ, গোবিন্দচন্দ্র দে সরকার, A. S. Woodthrops, Mr. A. D. Boldy, Mr. A. Jacob, Mr. G. S.S. Leith, Jute Supply Agency Co., Mr. Ale Peters Narainganj Co. Ltd.

৮৲ হিঃ ২জন ১৬৲

Staff of Mr. M. David & Co, রামধন রামেশ্বর দে, শ্রীনাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, হাবেলালী বনতাজুদ্দিন, নিতাই বৃন্দাবন সাহা, হরিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, রাধারমণ বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা, জগন্নাথ যশোদালাল রায় চৌধুরী, কৈলাস নবদ্বীপচন্দ্র সাহা।

৭৷৹ হিঃ ১ জন

কৈলাসচন্দ্র সেন।

৭৲ হিঃ ৮জন ৫৬৲

যাদিনীকান্ত সাণ্ডাল, চলাসচাঁদ, তারকচাঁদ ছোটলাল, নিত্যানন্দ জগন্নাথ যশোদালাল রায় চৌধুরী, রাধাকিষণ শ্রীনিবাস, জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, এস্, সি, চন্দ্র, ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়।

৯৲ হিঃ ১ জন

নিত্যানন্দ স্বরূপ দাসাধিকারী।

৫৲ হিঃ ১৭ জন ৮৫৲

Mr. J. H. Looque, Mr. J. Corsie, জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, রামদুর্লভ সাধুচরণ রায়, অমৃতলাল মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রামচরণ কৃষ্ণমোহন দত্ত, সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, Staff of Mr. David & Co, শ্রীশচন্দ্র রায়,

নগেন্দ্রলাল রায়, রায়সুন্দর হরিশ্চন্দ্র রায়, বিনয়ভূষণ অশ্বিনী কুমার, শীতাম্বর কৈলাসচন্দ্র পাল, কালীচরণ মোহিনীমোহন রায়, বৃন্দাবন চন্দ্র শর্ম মোহন রায়, নগরবাসী মোদক, কৃষ্ণ চরণ রাধা বল্লভ পোদ্দার, রজনীকান্ত রাধাকান্ত সাহা, Mr. Killer Watt. Bros. Co. Ltd. Staff of Union Jute Co., মোহনবাসী অমর চাঁদ, শশি ভূষণ দত্ত, রোহিণী নন্দন পোদ্দার, শ্যামলাল দাস, সতীশ চন্দ্র সেন, ব্রজ গোপাল সাহবণিক, কুমুদ কান্ত ভৌমিক, সুরেন্দ্র নাথ চাকলাদার, উমেশ চন্দ্র দত্ত মোক্তার, গঙ্গা চরণ মৈত্র, হরিদাস বসাক, মোহিনী মোহন সিংহ, শ্রীমতী হরেশ্বরী চৌধুরাণী, নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা, রাধাশ্যাম দাস, রাই মোহন পোদ্দার, পূর্ণচন্দ্র শুহ, নবীন চন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, গোপী নাথ হরিশ্চন্দ্র পোদ্দার, প্রসন্ন কুমার দাস, রোহিণী কুমার রায়, Landle Clerk Staff বিষ্ণুপদ আঢ্য যোগেশ চন্দ্র সরকার, নন্দলাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র চন্দ্র কাংস্যবণিক, ব্রজলাল চৌধুরী, ক্ষেত্র মোহন তালুকদার, অমর কৃষ্ণ পাল চৌধুরী, সুরেন্দ্র নাথ চাকলাদার, উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, জয়সুখরায় সলিমচাঁদ, বৈকুণ্ঠচন্দ্র মোদক, হরিচরণ মোদক, রাজেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য, শরচ্চন্দ্র দে সরকার, রাম দয়াল মোদক, বিধুভূষণ আচার্য্য, কামিনী কুমার মোদক, ডাক্তার উমেশচন্দ্র ভৌমিক, মধুসূদন দালাল, কৈলাসচন্দ্র মোদক, হরকিশোর কৈলাসচন্দ্র মোদক, রজনী ভূষণ দত্ত, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র সাহা, রাজেন্দ্র মোহন খাঁ ভাতুড়ী, চুনীলাল রায় চৌধুরী, বদ্রীনাথ শুকলাল পোদ্দার, কালীকিঙ্কর দত্ত, সুরীরচন্দ্র রায় জমিদার, অন্নপূর্ণা দাতা, রায় শরৎ কিশোর বসু বাহাদুর, হরিদাস সাহা, আনন্দ চন্দ্র রায় জমিদার, যুধিষ্ঠির চন্দ্র বণিক, কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেঙ্গল বেলিং কোং।

৪৲ হিঃ ২৩জন—৯২৲

পাণ্ডব মৃধা, জগন্নাথ প্রসাদ ক্ষেত্রি, যোগেশচন্দ্র মোদক, ক্ষেত্রমোহন গোপ, রমেশচন্দ্র দাসাধিকারী, মনোমোহন পাল, কুঞ্জবিহারী পাল, চুনীলাল সাহা, জি, বি, আগর অইল, রাজচন্দ্র চণ্ডীচরণ সরকার, শশীমোহন দত্ত, সীতানাথ নবদ্বীপচন্দ্র সাহা, বিভাগীলাল চক্রবর্ত্তী, জীবন কুমার সতীশচন্দ্র মজুমদার, তারাপচন্দ্র পাল, নরসিংহ পুরষোত্তম দাস, পরশুরাম রাম নারায়ণ, J. N. Co. সাহেব। (নাটোরের মহারাজের কাছারীর আমলাবর্গ) নিত্যানন্দ কটাক্ষদাস, ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী, মনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ পাল।

৩৲ হিঃ ৩১জন—৯৩৲

মধুসূদন সাহা, যশোদালাল পাল, সূর্য্যমণ ভীমরাজ, গোপীমোহন সাহা, সি, এ, সেনিয়টী, গোবিন্দচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা, ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দে রায়, কালীদাস সাহা, গোপীনাথ দাস, যতীন্দ্রকুমার দাস, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, উপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, বিপন লাইব্রেরী, প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, জগবন্ধু ধর, শ্রীনাথ পোদ্দার, বেনীমাধব পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী কুঞ্জবিহারী সাহা, রামেশ্বর রামগোপাল দে, কৈলাসচন্দ্র বরদাকান্ত সাহা, কেবলকৃষ্ণ গোবিন্দচন্দ্র সাহা, মহিম বাবু ম্যানেজার, কে, জি, সাহা গোসাইদাস পাল, যগেন্দ্র কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ চাকলাদার, গোপালচন্দ্র কর, মনোমোহন পাইন, মনোমোহন শুহ, দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, Staff of Rali Bros

২৲ হিঃ ১৭০ জন ৩৪০৲

জ্যোতিশচন্দ্র রায়, রাধাশ্যাম দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোপীমোহন সাহা, নন্দলাল সেন, অতুলমোহন দাস, কুঞ্জলাল শীতাম্বর বণিক, ললিতমোহন পোদ্দারের স্ত্রী, রাইমোহন পোদ্দার, নিত্যানন্দ কটাখ্য দাস অধিকারি, রাধারমণ দাসের মাতা, রাজনারায়ণ দাস, যশোদা নন্দন দত্ত কবিরাজ, যোগেশ্বর পোদ্দার, জয়চন্দ্র চারুচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র কুমার রায়, মতিলাল দাস জমিদার, গঙ্গাসাগর লোকনাথ সাহা, অন্নদা ভাণ্ডার, কালিচরণ রাধাগোবিন্দ সাহা, রাজেন্দ্রকুমার মনীন্দ্র কুমার দাস, ইন্দ্রমোহন দাস, হেমাঙ্গিনী ঘোষ যদুকুমার ঘোষ প্রতাপচন্দ্র প্রভুচরণ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ধর, পাঁচুরাম নবীন চন্দ্র পাল, ইন্দ্রনারায়ণ হরচন্দ্র পাল, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র দে, অনিল কুমার আচার্য্য, নবীনচন্দ্র পাল, রামকুমার প্রাণনাথ ভৌমিক, যোগীন্দ্র মোহন সাহা, শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, ব্রজেশ্বর রায়, মনীগোপাল পোদ্দার, বেণী ঘাট, রাম মোহন লালবিহারী মোদক, রামদয়াল মোদক, মহেন্দ্র মোদক, বেণীলাল সাহা, হরিদাস দত্ত, যুধিষ্ঠির বিপিন বিহারী, বরদাকান্ত ধর, অনিলচন্দ্র সাহা, ডাক্তার কামিনী কুমার

ভৌমিক, রায় সাহেব যামিনী কুমার বিশ্বাস, হরিরাম ধর, গোপীনাথ ডাক্তার, কদমালি বেপারী ডাঃ মুকুন্দলাল বড়াল, নবীনচন্দ্র দাস ভৌমিক, জগবন্ধু সেন গুপ্ত, রাজকুমার রায় চৌধুরী, নদীয়াবাসী পোদ্দার, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত কৈলাসচন্দ্র নাথ, সন্তুচন্দ্র বণিক্য, রাজকুমার নাথ, গোলোকচন্দ্র পোদ্দার, কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার, হরিদাস পোদ্দার, হরিমোহন বেপারি, কমলাকান্ত কবিরাজ, মদনমোহন বেপারি, চরলাল কালিচরণ সাহা, নগরবাসী চৌধুরী নন্দকুমার নাথ, বিহারীলাল বণিক্য, বঙ্কিমচন্দ্র দে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Mr. J. Stiphen. হরিদাস নন্দকুমার সাহা, লক্ষ্মীকান্ত হরিদাস, অশ্বিনী কুমার দীনবন্ধু, অম্বিকাচরণ সেন, নদীয়াবাসী সরকার, রসরাজ গুহ, গোঁসাই দাস ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, গৌরচন্দ্র শ্যামাচরণ সাহা, দুর্গাদাস উমেশমোহন সাহা, মদনমোহন ক্ষেত্রমোহন সাহা, পরশুরাম হরিদাস সাহা, মনোমোহন কর্ম্মকার, পরেশলাল বণিক্য, অন্ধন সুলতান, কৈলাসচন্দ্র শ্রীনাথদাস, বিপিনবিহারী রায়, রাজেন্দ্রলাল মধুরামোহন সাহা, রতন সরদার, মকবুল সরদার, আলেপ সরদার, মদনমোহন পোদ্দার, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, Mr. Carbet. নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, মনমোহন গুহ, রাইমোহন কবিরাজ, শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দাস, অজিতকুমার দাস, নগরবাসী সুর, সর্ব্বমঙ্গলা বস্ত্রালয়, পদ্মনিধি মেডিকেলহল, কটন লাইব্রেরী আলবার্ট লাইব্রেরী, হরেন্দ্রকুমার বণিক, লালমোহন কৃষ্ণমোহন পাল, বংশী সাহা, ফাকিরা সাহা, বাবুলাল, কাপুড়িয়া, ঝুঙ্গীলাল কাবরা, রেলী ব্রাদার্স ষ্টাফ্, সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, নারদা প্রসাদ সেন, রাধাচরণ পোদ্দার, শরৎচন্দ্র বণিক, প্যারিমোহন বণিক্য জগদীশচন্দ্র দাস, সাধুচরণ কুণ্ডু, আনন্দচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, মোহিনীকুমার সোম, বিনোদলাল পাল, দলিত পালের স্ত্রী, নিকুঞ্জবিহারী পাল, ঈশ্বর মণ্ডল, সাহাজদ্দিন চৌধুরি, নাথ মনমোহন লাল, যশোদালাল কুণ্ডু, নলিনীকান্ত মিত্র, মহেশচন্দ্র শ্যামেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, নারণী উমাকান্ত রাধাকান্ত পোদ্দার, মুদাই গৌরকিশোর সুরকিশোর সাহা, J. N. Gossain হরিদাস রায়, প্রিয়নাথ ধর, রামশরণের স্ত্রী ঘতীন্দ্রনাথ কুণ্ড, পূর্ণচন্দ্র দাস মোক্তার, নন্দলাল সাহা, গোবিন্দচন্দ্র বণিক্য, রামশরণের স্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, পূর্ণচন্দ্র সাহা, বনবিহারী পালচৌধুরী, মনোমোহন পাল, মেঘরাজ শুকমল, নবকিশোর কামিনীকুমার রায়, মনোমোহন ধর, ভূপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী, অক্ষয়কুমার নাথ, গোবিন্দচন্দ্র বণিক্য, বনবিহারী কাংস্যবণিক, রামধন বাংস্যবণিক, অশ্বিনীকুমার দাস, J. C. Nag. শ্রীশচন্দ্র রায়, কটিক কার্ত্তিকচন্দ্র মজুমদার, এস, এন, বানার্জ্জি বিপিনকুমার বসু, রতনাথ মণ্ডল যামিনীমোহন রায়, মধুসূদন মৈত্র, পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, স্বর্ণকুটীর, অবনীরঞ্জন মজুমদার, শিবীজানাথ বসু, গোপাল ভাণ্ডার।

১৪০ হিঃ ২জন—২৲

কালীমোহন পোদ্দার, রামদয়াল কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা।

১৫০ হিঃ ২জন—২৪০

রামকিঙ্কর রায়ত, কালাচাঁদ পুলিন বিহারী সাহা।

১৲ হিঃ ৪৯১জন—৪৯১৲

দাস, মুখার্জি এণ্ড কোং, ঘতীন্দ্রনাথ সেন, উমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ চাকলদার, মতিলাল রায়, কৃষ্ণমোহন সাহা, সুরেন্দ্রনাথ বসু, হরিসাধন পাল, কানাইলাল গোপ, খগেন্দ্রকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র রায়, রামনারায়ন গোবিন্দচন্দ্র সাহা, বৈষ্ণবচরণ কৃষ্ণধন রায়, হরগোবিন্দ রঘুনাথ পাল, গগনচন্দ্র সাহা, রত্নমণীকান্ত বড়াল, পুলিনবিহারী দাস, বৃন্দাবনচন্দ্র হেমচন্দ্র দাস, হরেন্দ্রকুমার সেন, হীরালাল গোষ্ঠবিহারী সাহা, অক্ষয়কুমারী সাহা, গৌরচন্দ্র দাস, কেশবলাল দাস, কৃষ্ণমোহন প্যারীমোহন সাহা, অক্ষয়কুমার অজিতকুমার সাহবণিক, ভারতচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র মোদক, শশীমোহন হরেন্দ্রলাল সাহা, রাইমোহন মোদক, মুরারীমোহন মোদক, বিপিনচন্দ্র বণিক্য, চন্দ্রকান্ত নাথ, মনোমোহন নাথ, সুরেশচন্দ্র উকিল, হরিলাল সাহা, কনকলাল বণিক, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন পাল, জীবনকৃষ্ণ চাটার্জ্জী দ্বারকানাথ গোপ, নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গৌরবিনোদ পাল, বিপিনবিহারী সাহা, রাজবিহারী গোপ, হরলাল পাল, বিহারীমোহন কুণ্ডু, বঙ্কচন্দ্র পাল, রমণী মোহন ঘোষ শশীমোহন গোপ, অশ্বিনীকুমার দে, রাজচন্দ্র প্রসন্নকুমার দাস, ডাঃ অম্বিকা চরণ দাস, শ্যামলাল সাহা, নরেন্দ্রকুমার ধর, মনমোহন নাথ, চন্দ্রকুমার নাথ, রাধিকামোহন সাহা, বিপিনবিহারী সাহা, যুধিষ্ঠিরনাথ কবিরাজ, রাধাবল্লভ পাল, রসিকলাল পাল, মদনমোহন পাল, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র বসু নগেন্দ্রকুমার রায়, গুরুপ্রসাদ মিত্র, শশাঙ্কমোহন গুহ রায়,

জ্যোতির্ময় রায়, নগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, সুরেন্দ্রনাথ বসু, কালীপদ সরকার, বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, গৌরচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র গুহ, প্রবোধচন্দ্র রায়, হরকুমার বসু, মনোমোহন গুহ, ডাক্তার ললিতমোহন অধিকারী, বিপিনবিহারী দাস এণ্ড ব্রাদার্স, রবিদাস কৃপানাথ সাহা, ভুবনমোহন সাহা, জগন্নাথ রেবতীমোহন সাহা, হরিমোহন কৈলাসচন্দ্র সাহা, মিহিলাল শশীমোহন সাহা, হরিমাধব বেণীমাধব সাহা, রজনীকান্ত নবীনচন্দ্র দাস, রাধাচরণ সাহা, সনাতন সাহা, গোপীমোহন দত্ত, আশুতোষ লাইব্রেরী, গদাধর ইন্দ্রমোহন সাহা, হরিপদ্ম পোদ্দার, রামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ নাগ, জগচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাক্তার চারুচন্দ্র সিংহ, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এস. সি. ঘটক, শ্রীশচন্দ্র দাস, অতুলানন্দ গুহ, নগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, রাধাবল্লভ দাসের স্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র বসাক, যজ্ঞেশ্বরলাল বসাক, যদুনাথ দয়ানাথ বসাক, যোগীন্দ্রমোহন বসাক, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরনাথ ঘোষ, ডি সি, সেন এণ্ড চাদ, কোহিনুর বাস্কেট ফাক্টরী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ সাহবনিক, ব্রজলাল সাহবনিক, গোষ্ঠবিহারী সাহা, ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু সাহা, কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন চিন্তাহরণ সাহা, অমৃত বস্ত্রালয়, বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়, লোকনাথ বস্ত্রালয়, নলিনী বস্ত্রালয়, নিত্যানন্দ রায়, দীননাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার, শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,কৃষ্ণদাস লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, সাধুচরণ রায়, রাধিকামোহন সাহা, রমণীমোহন রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরমোহন শীল, অক্ষয়কুমার দাস, বনবিহারী সাহা, গজেন্দ্রকুমার মঙ্গলচন্দ্র সাহা, অক্ষয়কুমার রূপলাল সাহা, কুঞ্জমোহন সাহা, শরচ্চন্দ্র বসাক, সুরেন্দ্রলাল বসাক, হরিনাথ দাস, রাইমোহন প্যারীমোহন গোপ, কানাইলাল পোদ্দার, প্রাণবল্লভ সাহা হরিশ পবন বলাইচন্দ্র সাহা, ডাক্তার ললিতমোহন দাস, গোপীমোহন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন সেন, নন্দকুমার দাস এণ্ড ব্রাদার্স রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কার্ডটাইল ব্রিক মিল্ড মদনমোহন কেশবলাল দাস, হরিমোহন পাল, নফরচাঁদ দাস, সীতানাথ দাস, গৌরচন্দ্র কৃষ্ণমোহন দাস, পুষ্পলাল দাস, বৈষ্ণবচরণ রাধাচরণ সাহা, নীলরতন মুখার্জী রায় ব্রাদার্স, ধরণীমোহন চন্দ, দশরথ শরচ্চন্দ্র সাহা, চন্দকার্শেসী, সত্যেন্দ্রনাথ রাজেশ্বর দাস, কৃষ্ণদাস সাহবনিক, ঝি, ঘোষ, সুধেন্দু রঞ্জন ঘোষ, বিজেন্দ্র নাথ দাস, নলিনী কান্ত রায়ের স্ত্রী ত্রৈলোক্য নাথ রায়, সখা-প্রেস, প্রদন্ন লাইব্রেরী বিনোদ বিহারী বণিক্য। মহেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ সাহবনিক, রেবতীমোহন রায়, বৃন্দারাণী দাসগু, শশাঙ্কমোহন বসু, হেমচন্দ্র নাগ, কানাইলাল সিংহ, প্রসন্নকুমার রায়, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, মনোমোহন মজুমদার, শচীন্দ্রলাল গুহ, নীলকমল চক্রবর্ত্তী, ভগীরথচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস সাহা, রমেশচন্দ্র রায় দামোদর গোপীনাথ পাল রামকুমার বসাক দয়নীমোহন বসু নায়েক হরমোহন বে মাখনলাল সাহা ভূপতিমোহন দাস আর, কে বসাক অনন্তলাল সাহবনিক গোপীনাথ পোদ্দার শ্রীশচন্দ্র গুহ বসন্তকুমার ঘোষ ধুলিচাঁদ অমরচাঁদ গোকুলচন্দ্র বসাকের স্ত্রী নবদ্বীপচন্দ্র বসাকের স্ত্রী ঈশানচন্দ্র বসাকের স্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক, শরচ্চন্দ্র দাস, দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, মহিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বঙ্কচন্দ্র দাস, নবীনচন্দ্র দাস, নিশিভূষণ সেন, প্রকাশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, বিপিনচন্দ্র সাহা ভেলচন্দ্র সাহা, চিন্তামণি চৌধুরাণী, হরগোবিন্দ সুত্রধর, গিরীশচন্দ্র দাস, সুরধনী দাস, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিমোহন বণিক্য, গোবিন্দচন্দ্র বণিক্য কালীমোহন মিত্র, মোহনচন্দ্র বণিক্য, নগরবাসী কর্ম্মকার, গিরীশচন্দ্র কর্ম্মকার, প্রসন্নকুমার পাল, হরগোবিন্দ পাল, সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস গুপ্ত দুর্গাচরণ বণিক্য কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা রাজকুমার সাহা নিশিকান্ত বণিক্য কালাচাঁদ নাগ, অনন্তচন্দ্র পোদ্দার,নন্দমোহন পোদ্দার নবীনচন্দ্র পোদ্দার, ভুবনেশ্বরী দেবী, মহেন্দ্রচন্দ্র বণিক্য, পূর্ণচন্দ্র দাস, বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস, রাধাকৃষ্ণ রায়, প্যারীলাল সাহা, তারকচন্দ্র দাস, কুঞ্জচন্দ্র সে, হরিমোহন দাস, জগবন্ধু দাস, আনন্দচন্দ্র সাহা, অশ্বিনীকুমার বণিক্য, চৈতন্যদাসাধিকারীর মাতা, অনাথবন্ধু পাঞ্জুলীর মাতা, মহিমচন্দ্র দত্ত উকিল, প্রাণকুমার দাস গুপ্ত, বিপিনচন্দ্র সাহা, আনন্দচন্দ্রকুণ্ডু নিশিকান্ত পাল, রাধাবল্লভ রাধিকামোহন সাহা, দুর্গারাম কৈলাস চন্দ্র জগবন্ধু দত্ত, ক্ষেত্রচন্দ্র রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলারাম বাসওজা সাহেব, গোবিন্দচন্দ্র বসু, তরণীকিশোর গুহ, রাজমোহন দত্ত, রসিকলাল সাহা, মদনমোহন সাহা, তারিণী চরণ সাহা, রেবতীমোহন পোদ্দার, প্যারীমোহন রক্ষিত মনোমোহন ঘোষ, ভুবনমোহন দাস, হরকুমার নিবারণচন্দ্র দাস বীরালাল সাহা, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিবারণ চৌধুরী, মরনচাঁদ

বসাক, অক্ষয়কুমার দাস, জ্ঞানচন্দ্র সাহা, বিজয়কুমার দাস প্রসন্নকুমার সেন পোদ্দার, শ্যামসুন্দর দে, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, ব্রজগোপাল বসাক, রাধাবল্লভ দাস, মহিম সনাতন লাইব্রেরী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মদনমোহন বসাক, নেপাল বসাক, কমলাকান্ত দাস গুপ্ত, চিন্তাহরণ দে, সীতানাথ পাল, গোপীমোহন মাষ্টার, বিনোদবিহারী গোপ, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, জগদীশচন্দ্র বসু, বেঙ্গল লাইব্রেরী, বসু মিত্র কোং, কৃষ্ণগোবিন্দ সাহবণিক, গোবিন্দচন্দ্র পাল, চামারু খোপী-নাথ পাল, কৃষ্ণমোহন রঘুনাথ পাল, সন্তোষ লাইব্রেরী, কানাখ্যাচরণ সরকার, মনোমোহন দাস উকিল, লক্ষণ দাস কালীপ্রসাদ, রামচরণ সাহা, হাজারীলাল বেনারীলাল, ইন্দু-ভূষণ দত্ত, বসন্তকুমার রায়, হরদেও গণেশনারায়ণ বিজয়া-কান্ত লাহিড়ী, রাধাবিনোদ মল, সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবকান্ত বিশ্বাস রামেশ্বর দেওয়ান, কুমার নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রজনীকৃষ্ণ চৌধুরী, রামগোপালপুর কাছারী আমলাগণ, কুমুদকমল নাগ, বিজয়চন্দ্র নাগ, কমলাকান্ত দাস গুপ্ত, রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রায়, ঐ স্ত্রী, সরযূবালা গুপ্তা, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত বসাক, অনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত, তারকনাথ সেন, শ্রীধর ভাণ্ডার, কালীকুমার দাস, কুঞ্জলাল দাসের মাতা, নবদ্বীপচন্দ্র পোদ্দার রাখালচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র দাস কবিরাজ, গোবিন্দচন্দ্র কবিরাজ, সানন্দচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ পাল, নশধর পাল হরেন্দ্রলাল পোদ্দার, টোকানী অমরচাঁদ দে, দ্বারকানাথ নন্দী, যোহিন্দীকুমার ঘোষ, নশধর ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাধিকা-মোহন মণ্ডল, শ্রীচরণ গোপ, মহানন্দ তালুকদার, ভারতচন্দ্র সাহা, রাধাবল্লভ কুণ্ডু, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, পীতাম্বর কৈলাসচন্দ্র পাল, মহাদলাল বণিক্, নিত্যানন্দ কুণ্ডু গোসাই দাস ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, শশীমোহন দে প্রসন্নকুমার দে রাখালচন্দ্র পাল, রাধাবল্লভ দে, কামিনী-কুমার পাল, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামমোহন পাল, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পাল ব্রাদার্স কোং, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ পালের মাতা, কৃষ্ণদাসের মাতা, প্রমথ পালের স্ত্রী, যশোদালাল পাল, গোষ্ঠ পালের মাতা, মুরলীধর পাল, নটেন্দ্রকুমার পাল, বিপিনবিহারী ঘোষ,গোষ্ঠ পালের স্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ দে,গুরুচরণ নন্দী, কুঞ্জবিহারী নন্দ রাধিকমোহন দত্ত, ত্রিবিক্রমপুর ট্রেডিং কোং, ঐ বাবুরা, রজনীকান্ত বণিক, রামচন্দ্র মোদক, প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকুমার সেন, গিরীশচন্দ্র ধর, ডাঃ রসিকলাল সৈন্ত, সুধন মোহন সুর, রাধিকামোহন আনন্দ মোহন চৌধুরী, সি, আর, সাহা, চামরু কোং, যজ্ঞেশ্বর পাল, বাবুলাল কানু, হরেন্দ্রচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র রায়, কালীকুমার দে, সতেন্দ্রচন্দ্র ধর, যমুনা সুন্দরী দাসী, ভগবান গগন গোবিন্দচন্দ্র সাহা, হাজী বোলাকী মোল্লা, আবদুল আবিদ মিয়া, নলিনমোহন দাস গুপ্ত বঙ্কবিহারী দত্ত পঞ্চানন নবকিশোর সাহা উমেশচন্দ্র সাহা মাধবপ্রসাদ মনিলাল সুকুল লোকনাথ দত্ত এইচ, ভিলস্ কোং, মে, এল্ মৈত্র কুমুদিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী বুলু মোহন রায় অমূল্যকুমার মুখার্জ্জি হরলাল পোদ্দারের ব্যাপারী জীবনকৃষ্ণ বঙ্কবিহারী রায় হরিলাল রায়, রাজ কাছারীর আমলাবর্গ, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, নলিনমোহন দাস, হরিমোহন নাথ,রসিকলাল বণিক, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহেন্দ্রলাল পাল অনাথবন্ধু কর শ্রীনাথ কুণ্ডু রায় সুরেন্দ্রমোহন সরকার হারানচন্দ্র রক্ষিত মহিম চন্দ্র দত্ত রাধিকালাল তরফদার সরলা সুন্দরী দাসী রুক্মিণী দাসী রাজকুমার সাহা দুর্গাচরণ বণিক কালীনাথ দাস গুপ্ত রাখালচন্দ্র বসাক জগৎহরি বসাক প্রেমধন ঘোষ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল ব্রজকিশোর দে অনুকূলচন্দ্র সর-কার গোষ্ঠবিহারী পাল দৌলত মল মোহন মল কিষণ লাল ব্রজলাল সুজন মল আসকর মল চান্দালাল কুটারী রামকান্ত বঙ্কচন্দ্র তালুকদার, গোপাল রায় সিউরাম সেমানী, হরেন্দ্রলাল পাল, হরলাল কুণ্ডু, রামমোহন তাকাদার, বেনীমাধব কুণ্ডু, গোপেশ্বর কাংসবনিক, রাই মোহন তালুকদার, দীননাথ লালমোহন পাল, অক্ষয়কুমার তালুকদার, কৃষ্ণপ্রেয়সী দাস্তা, মহেন্দ্রলাল রায় উকিল, হরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, গৌরহরি পাল, পার্ব্বতীচরণ বসু নরেন্দ্রনাথ গুহ, নিশ্মলচন্দ্র নাগ, ডাঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় উমেশ চন্দ্র নিয়োগী, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, যামিনীকান্ত মুখার্জী, সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, নশধর চাটার্জী, কালীকৃষ্ণ চাটার্জি মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, , যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুল, মন্মথনাথ মৈত্র, নৃপেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র মোহন রায়, হরেন্দ্র চন্দ্র ঘটক, অনুকূল চন্দ্র পাকুলী, লোহিরাম কুণ্ডু রামসুন্দর সাহা, গৌরচন্দ্র

গুরুচরণ চৌধুরী, যাদবলাল কর, বসন্তকুমার কুণ্ডু, শ্যামলাল কুণ্ডু, শশধর দাস, কামাখ্যানাথ মিত্র, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তারিণীচরণ দাস, মাধবচন্দ্র গোপ, ভামাপ্রসন্ন ঘোষ, আশালতা রায়, গঙ্গাচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ বণিক, গুরুদাস বণিক, সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, বসন্তকুমার ঘোষ, অদ্বৈত দাস অধিকারী, রাধাগোবিন্দ বৈরাগী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার ঘোষ।

মুগ কলাই

সুরেন্দ্র নাথ রায়	।৭॥
রামকেশব রাজগোপিক দাস	/৩৸০

/৫ সিঃ ২ জন—।০

অখিল চন্দ্র সাহা

মনমোহন মঙ্গল চন্দ্র দাস

মুগের ডাল

রায়সাহেব গৌরনিতাই সাহ লক্ষনিধি	১/০
জানকী বল্লভ দত্ত	৭০

মটরের ডাল

ভজহরী তপতগ হোসেন	/৩৸০

/২॥ সিঃ ৩ জন /৭॥

হালিক মিস্ত্রি, ভাগবত দাস, লিয়াকৎ মিঞা

বুটের ডাল

কৈলাশচন্দ্র সেন	১/০
হরচন্দ্র ও গণেশ নারায়ণ	।৫

৪০ সের সিঃ ৩ জন ১৷০

মহাভারত সাহা

দীননাথ সাহা

হরিশ্চন্দ্র গণপৎ চন্দ্র বলরাম

ডাল

।০ সের সিঃ ৩ জন ৸০

বুধুরাম বংশীরাম, প্রয়াগ লালবাবু, রাজ কুমার সাহা ।

/৭॥০ সের সিঃ ২ জন ।৫

জগন্নাথ দীন নাথ ব্রজ বিহারী লক্ষ্মীনারায়ন, প্রসন্ন কুমার সাহা।

/৫ সের সিঃ ৬ জন ৸০

গোপী চরণ সাহা, গঙ্গা চরণ সাহা, মাখন লাল সাহা, নিধু ছিদাম দাস, মহানন্দ সাহা, বগলু দাস।

/৩৷০ সিঃ ৩ জন ।১।০

নদীয়া চাঁদ দাস, নন্দলাল বিশারী লাল সাহা, মহানন্দ দাস।

/১ সিঃ ২ জন /৬

বঙ্কচন্দ্র দাস, বংশীবদন মুরলী মোহন।

/২॥০ সিঃ ৪ জন ।০

রাম প্রসাদ রাধা রমণ দাস, পুনি চন্দ্র দাস, মথুরা মোহন দাস, হাবিব সাবির।

/১। সিঃ ২ জন /২॥০

পরাণ চন্দ্র দাস, দুর্য্যোধন সাহা।

আটা

পুলিন বিহারী দাস

আলু

/২৪ সিঃ ৪ জন ।০

গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, চন্দ্র মোহন সাহা, যশোদা লাল দে, আবদুল হাকিম্ মিঞা।

মসলা

ব্রজ গোপাল সাহবনিকা—

জিরে	/১
মরিচ	/১
ধনে	/১
মেথি	/৸৹
গোলমরিচ	/৸৹
গরম মসলা	/৸৹
মিছরি	/১।০

চাউল

ভাওয়ার লাল ঘতে চাল	১১।০
জয় রূপরাম দলিল চাঁদ	৬৸০
প্রভাত চন্দ্র বসু	৪/০
রাধা কিষন মতিলাল	৬/০
রসিক লাল বসাক	।০

৫/০ হিঃ ২ জন ১০/০

রাধা কান্ত দাস, রাম মোহন পাল।

৯।০ হিঃ ৩ জন ৬৸০

বৈকুণ্ঠ চন্দ্র মোদক, হরি চরণ মোদক, কামিনী কুমার মোদক।

২/০ হিঃ ৩ জন ৬/০

গোবিন্দ চন্দ্র দে সরকার, চুনী লাল রায় চৌধুরী জমিদার, লাল ভাইএ, জ্ঞান নাগরা।

১/০ হিঃ ৮ জন ৮/০

গঙ্গা সাগর সাহা, জানকী বল্লভ দত্ত, জগচ্চন্দ্র কাণ্ডিক চন্দ্র দাস, অক্রুর কুমার দাস, অক্রুর বাবুর বেপারীবর্গ, দীননাথ গুরুচরণ তীর্থবালী পাল, দীননাথ গুরুচরণ পাল, যতীন্দ্র নাথ সেন।

৪০ হিঃ ৮ জন ৪/০

প্রদিপ মোহন রায়, রমানাথ রায়, মহাভারত সাহা, লালমোহন গোপীনাথ পাল, গগনচন্দ্র তিলকচন্দ্র দাস, গগন চন্দ্র দে, তিলক প্রতাপ চন্দ্র দাস, নীল কমল দত্ত।

।৫ হিঃ ২ জন ৸০

রাজেন্দ্র কুমার রায়, রাজ কুমার সাহা।

দ্বাদশ-বৈষ্ণব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

মহারাজ যথাবিধি সেই রমণী-রত্নকে-পরিণয়-সূত্রে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এই মোহিনী মহারাজকে একটি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। তাহাতে এই পণ রহিল যে, মহারাজ ঐ কামিনীর ভাল বা অভাল কোনও কার্য্যে প্রতিকূলতা করিতে পারিবেন না। যে দিন তাহা করিবেন, সেই দিনই রমণী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন।

শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সাত জনকেই তিনি সর্পজননীর মত জন্মমাত্র বিনাশ করিলেন। তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় নির্দ্দয় আচরণে শান্তনু ক্রমে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। যেই যেমনি আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অমনি তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অতি কাতরে কহিলেন,—"কে তুমি? কি অদ্ভুত আচরণ তোমার! আর সহ্য হয় না,—ক্ষান্ত হও; এ পুত্রটিকে আর নষ্ট করিও না; আমাকে ভিক্ষা দাও!"

রমণী মধুর হাসো আমার মুখ চাহিয়া, সেই পরম সুন্দর পুত্রটিকে তাঁহার কোলে দিয়া কহিলেন;—"হে পুত্রকাম, এই লও,—পুত্র গ্রহণ কর। কিন্তু আজ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমিও চলিলাম। আমি বসিষ্ঠ ঋষির কন্যা জাহ্নবী, মানবী হইয়া ছিলাম। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত বসুগণকে গর্ভে ধারণ, এবং শাপমুক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ জন্যই আমার এই ভাব অবলম্বন। ইনি সেই বসুর অন্যতম প্রভাতি, ইনিই এখন তোমার পুত্ররূপে রহিলেন। অপর সকলকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।" দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

শান্তনু কৌরববিদের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে থাকিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি সাধৈশব গুরুব্রত, পুণ্যপ্রভ পুত্রের নাম রাখিলেন দেবব্রত।

অল্পকাল পরেই তিনি কিশোর কুমারকে রাজপুরে রক্ষা করিয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী অরণ্যে গিয়া তপস্যার ব্রত লইলেন। এই অবকাশে গঙ্গাদেবী পরোক্ষভাবে কৌশলে পুত্র দেবব্রতকে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ-শাস্ত্র-বিদ্যা, এবং মহর্ষি জামদগ্ন্য সকাশে সমগ্র শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বলোকের অজেয় করিয়া তুলিলেন। বিষ্ণুপাদরতা জননীর কৃপায় তাঁহার শ্রীহরিতে দৃঢ়া মতি ও ভক্তি জন্মিল। শ্রীহরিকেই তিনি বেদবেদ্য পরম সাধ্যরূপে জানিতে পারিলেন।

একদিন তপস্যারত শান্তনু গঙ্গাকূলে গিয়া দেখিলেন,—গঙ্গার গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন,—কে একটি দিব্যকান্তিনবীন বীরপুরুষ বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে দিব্যাস্ত্রজালে জলপ্রবাহ রোধ করিতেছেন! কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য অস্ত্রশিক্ষা! কি সুন্দর দেবমূর্ত্তি! ইনি যে তাঁহারই সেই গঙ্গাদত্ত পুত্র পূত-চরিত্র দেবব্রত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চত্বারিংশৎ বৎসর তপস্যা করিতেছেন, পুত্রকে শিশু দেখিয়া আসিয়াছিলেন, চিনিবেন কেমনে?

এই সময় স্বয়ং গঙ্গাদেবী দেবাত্মা দেবব্রতের হাত ধরিয়া

তপস্যা-সংবৃত শান্তনুর সম্মুখীন হইলেন। রাজা তাঁহাকে পূর্বপূর্বা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এ মূর্তি তাঁহার সেই মানবী মূর্তি নহে; দেবীমূর্তি। ভাগ্যবান মহারাজ দেবী-জ্ঞানেই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদেবী কহিলেন,—"মহারাজ, ইনি তোমারি পুত্র দেবব্রত। আমি ইঁহাকে সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া সকলের অগ্রেয় করিয়াছি। তুমি পুত্র সহ গৃহে গমন কর। তোমার কর্ম এখনও শেষ হয় নাই।" দেবী অদৃশ্য হইলেন। মহারাজও পুত্র সহ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় শুভক্ষণে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহারই উপর রাজ্যশাসন ভার দিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়,সেই দুরন্তরা ভোগলালসা, সেই সর্বগ্রাসিনী রাক্ষসী, যে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকচ্যুত করিয়া ভূলোকে আনিয়াছে, সে ত আজও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই! সে-ই আবার তাঁহাকে রমণীর রূপে মুগ্ধ করিল। রাজা একদা যমুনা-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় আবাল্য এক অনুঢ়া-কন্যার ন্যায় রূপবতী যুবতী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। আগ্রহ তিনি যতবারই সুন্দরীর মুখ তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। তাহার অঙ্গ-সৌরভে বন আমোদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—কামিনী দাসরাজ ধীবরের পালিতা কন্যা; কুমারী; পিতার আদেশে ঘাটে তরণী বাহন করিতেছে।

শান্তনু আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই দাসরাজ ধীবরের সন্ধানে লইয়া তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; এবং কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ বলিলেন; "যদি আপনি ধর্মপত্নীরূপে আমার কন্যা সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, তাহাকেই রাজ-সিংহাসন দান করিবেন।"

শান্তনু পুত্র-স্নেহে একান্ত পীড়িত হইলেও, তাঁহার সদ্গুণান্বিত পুত্র দেবব্রতকে স্মরণ করিয়া, ধীবরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। অতীব মনোকষ্টে ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইল। শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিল। ধীবর-কন্যার রূপ-যৌবন তৃষ্ণা তাঁহার প্রাণ শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুবুদ্ধি সত্যব্রত তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি পিতার এইরূপ শোচনীয় পরিবর্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তখনই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ধীবর-কন্যার কথা অবগত হইয়া, পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

অবিলম্বে মহামতি সত্যব্রত পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-সহ সেই দাসরাজ ধীবর-ভবনে উপনীত হইলেন। দাসরাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানদান ও অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আসন গ্রহণ করিয়া সার্থকনামা সাধু সত্যব্রত, ধীবরের নিকট তাহার কন্যা সত্যবতীকে পিতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ কহিলেন,—"আপনার মত পুত্র থাকিতে, আপনার পিতাকে কন্যাদান করিলে ভবিষ্যতে একটা বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রাণরক্ষা করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং আপনার পিতাকে কন্যাদান করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্রের যখন রাজা হইবার সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন ইহাতে আমি কিরূপে সম্মত হইতে পারি?"

দাসরাজের কথা শুনিয়া সত্যব্রত কহিলেন;—"হে দাসরাজ, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। তোমার কন্যার গর্ভে আমার পিতার যে পুত্র হইবে, সে-ই আমাদের রাজা হইবে। আমি রাজ-সিংহাসন চাহি না।"

তখন দাসরাজ আবার বলিলেন,—"তা' হইতে পারে, আপনি মহাত্মা। কিন্তু আপনার পুত্র হইতে বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে।"

কূটবুদ্ধি দাসরাজের ঝুকের মর্ম জ্ঞাত হইয়া, পিতৃ-বৎসল বীরেন্দ্র দেবব্রত তৎক্ষণাৎ আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার আয়তোজ্জ্বল নয়ন যুগলে, মুখিয়া বদনমণ্ডলে অপূর্ব জ্যোতিঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দক্ষিণ বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া মেঘমন্দ্রে ধ্রুবস্বরে সকলের সমক্ষে কহিলেন,—"হে ক্ষত্রিয়গণ, হে দাসরাজ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি ইতঃপূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আমি অদ্যাবধি আজীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিব। দার-পরিগ্রহ করিব না। আমি অপুত্র থাকিলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

যাবতিকৃত্যা বুদ্ধ্যা নির্ব্বাহপ্রতিপত্তয়ে।
যুক্তযুক্তিঃ সমীচীনা তাবতী সঙ্গতা মতা।
শ্রীরূপ রেবার সাথে অনুকূল
বিষয় বলিয়া তাহে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌরাব্দ ৪৩, শনিবার ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ৩০ অক্টোবর ১৯২৬	১১শ সংখ্যা

সারকথা

মর্য্যাদারক্ষণসম্বন্ধে প্রভুর মত কি ?

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?
(চৈঃ চঃ অ ৪।১২৯-১৩২)

ফল্গুত্যাগ কি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ?

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণাদি পাইবে।
কোটিদেহ অনেকে তবে ছাড়িতে পারিবে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইবে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোন নাহি 'ভক্তি বিনে'॥
(চৈ চঃ অ ৪।৫৫-৫৯)

প্রেমি-ভক্তের চেষ্টা কি ?

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, দেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুধাবী বাঞ্ছে আপন মরণ॥
(চৈঃ চঃ অ ৪।৮১-৯২)

গৌরকৃপালব্ধব্যক্তি কিরূপ ?

ইশ্বরস্য ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বাঞ্ছিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'সারঙ্গ' পড়াইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?
(চৈঃ চঃ অ ৬।৩৯-৪১)

বৈষ্ণবাচার্য্যের আদর্শজীবন কি ?

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অ ৪।১০২-১০৩)

ব্রজগোপীর শুদ্ধপ্রেম কিরূপ ?

প্রেমময় বপু কৃষ্ণ—ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধপ্রেম, রসশূন্যে, গোপিকা—প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বোধ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।১৪৫ ১৪৭)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—নৈমিষারণ্য, শ্রীল সূতগোস্বামীর গদি।
সময়—১৯শে অক্টোবর ১৯২৮, অপরাহ্ণ।

[গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত সীতাপুরের Executive Engineer Mr. Madan Gopal Sardhana মহাশয়ের জন্য এই বক্তৃতাটী ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা-ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল।]

"শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি এক তাৎপর্য্যময়। ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য পেড়া'লে দুঃখই আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্ম-কাণ্ড মুক্ত-পুরুষের কৃত্য নহে। কর্ম্মের ফল কখন ভাল, কখন মন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যা'তে জীবের পরম মঙ্গললাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের কথা আছে। ভাগবত শুনতে হ'বে, পড়তে হ'বে ও বিচার করতে হ'বে। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে 'ভাগবত' কি বলেন, তাহা বিচার্য্য।

ভাগবত ছেড়ে অন্য গ্রন্থ প'ড়লে কর্ম্ম-জ্ঞান মার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হ'তে পারে। মোক্ষ-কামী ভোগ ত্যাগ করলেও ঈশ্বর উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

যোগের দ্বারাও ভগবানের ওজন হয় না—তাহাতে 'অণিমা', 'লঘিমা' লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist) এর কথা ছেড়ে দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা (recipient)।

যিনি কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক'রেছেন, ভাগবত বলেন, তিনি ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়ো বস্তু হ'লে শ্রেয়ো বস্তু নাও হ'তে পারে। কিন্তু শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন, আমি আমার ভগবানের সেবাই করবো, তিনি গ্রহণ ও ক'রতে পারেন, নাও পারেন, ইহাই ভক্তি।

কর্ম্মিগণ এজীবনে ও পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। *Bhakti* is the function of pure soul. If we regain our real position, then we have the chance of disassociating ourselves from the world.

পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপ-লক্ষণে তিনি শুদ্ধ সত্তা। সপরিকরে সেই নিত্য বাস্তব সত্তাই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। তটস্থ লক্ষণেই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়।

ভগবানের আমার ন্যায় হাত, পা', নাক নাই। আমার ইন্দ্রিয়ের পরস্পরে ভেদ আছে। ভগবানে দেহ ও দেহী (Proprietor and properties) ভেদ নাই (identical) —তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এক। পৃথিবীর প্রাকৃত শব্দের সংজ্ঞা ভিন্ন, রূপ ভিন্ন, গুণ হ'তে গুণ স্বতন্ত্র। 'কম্বল' শব্দ ও 'কম্বল-বস্ত্র' এক নহে। পৃথিবীতে রূপীর রূপ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু ভগবান্ স্বরাট্। He does not require any other help. He may come upon the scene of anybody and everybody.

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা। তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)। তাঁহার কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি অচিন্ত্য নয়—সকলই চিন্ময়। Electron theory বা পরমাণু-বাদে স্নাত জীব ইহা ধারণা করতে অসমর্থ। Electron theory ও theism এক নহে।

ভগবান্ নারায়ণ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধ সত্তা প্রকাশ করেন। হৃষিকেশের বাস্তবসত্তা (Absolute Truth) ধারণা (catch) করতে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে—Absolute Truth এ ভুল নেই। "সত্যং পরং ধীমহি" শ্রীভাগবতের আদি শ্লোকে আছে। জাগতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাগবত জানা যায় না। সদ্-গুরুপাদাশ্রয় দরকার।

ভাগবতের এই বিশুদ্ধ সত্যের কথা শ্রীল সূতগোস্বামী এই স্থানে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন ক'রেছিলেন। Mental activity is to be stupified here. ব্রহ্মার মনোময় চক্র এখানে স্তব্ধ হ'য়েছিল ব'লে এই স্থানের নাম "নৈমিষারণ্য।" এটী আত্মবিরামের স্থান।"

অতঃপর চক্রতীর্থ দর্শন করিয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য ভক্তগণ ষ্টেশনের নিকটস্থ কোনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরোপকার

[পণ্ডিত শ্রীনরেন্দ্রলাল রায় কাব্যতীর্থ, বি, এ।]

"ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

সাধারণতঃ দেহাত্মবাদী, অহৈতুক তার্কিক ও অজ্ঞাভিলাষী নাস্তিক ব্যক্তিগণের এই অমূল্য বাক্যের অর্থ একান্ত দুরধিগম্য। তাঁহারা দেহ বা দেহের সম্বন্ধকেই সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার মনোধর্ম্মের বশে নানা পথে পরোপকারীর সজ্জায় প্রকৃতই পরবঞ্চনা ও তৎসঙ্গে আত্মবঞ্চনা করিতেছেন। কেহ 'হাসপাতাল', 'পশুচিকিৎসালয়', 'দরিদ্র-নারায়ণ-(!) সেবাশ্রম', 'শব-সৎকার' 'দুর্ভিক্ষ-দমন' 'বন্যা-সাহায্য' 'পশুক্লেশ-নিবারণ' ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্যকেই পরোপকারের আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বা কোন না কোনও অভ্যাভিলাষযুক্ত হরিবিমুখতা হরিবিদ্বেষ পোষণ-করে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, ইহার শেষ ফল কেবল নিজেন্দ্রিয় তর্পণ। অবশ্য শাস্ত্রে উক্ত কার্য্যসকলের বিধান যথেষ্ট দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূঢ় পণ্ডিতম্মন্য আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া মনোধর্ম্মের বশে কদর্থ করিয়া অন্যের উপদেশে পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপন করিয়া থাকি। সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ ও তদ্ব্যাখ্যা-স্বরূপ সমুদায় স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকৃত সৎসম্প্রদায়াচার্য্য মহাজনের আনুগত্যে অধ্যয়ন না করিয়াই আপনাদিগকে সুবৃহৎ পণ্ডিত অভিমানে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য এইরূপ কদর্থিত হইলে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সংরক্ষণ অথবা তদনুকম্পিত মহাজন-মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট আমরা এত মায়া-মোহিত যে, দেহগুলিতে সম্পূর্ণ আত্মা স্থাপন না করিয়া আসুরিক প্রবৃত্তিবশে আপনাদিগের মনোবৃত্তির অনুসরণে ইচ্ছামত অর্থ করিয়া লোকের নিকট প্রচার করিয়া অজ্ঞানদিগকে অধিকতর মোহিত করি। সুতরাং তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা ও পর-প্রতারণা কার্য্য যুগপৎ সাধিত হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা নানা-শাস্ত্রে উপদেশ পাইয়াও তাহা গ্রহণ করি না, ইহাই ঐশী মায়ার বল। যেহেতু শ্রীগীতাদি-শাস্ত্র বলেন,—

মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, আমরা যে সমুদায় কার্য্যকে 'পরোপকার' আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কিরূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর। আমাদের পার্থিব ভোগ এবং পারলৌকিক ভোগই একান্ত ভাবে এই সকল কর্ম্মের চরম ফল কিনা প্রত্যেকেই নিজ হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া চিন্তা করি, আসুন। আবার স্বর্গাদি-লোকে সেলেও নিস্তার কোথায়? "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন' সুতরাং জন্মমরণমার্গেই চিরকাল ঘুরিতে হইবে। এমন কি এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা নিতান্ত তুচ্ছ ফল যে, মোক্ষাদি, তাহাও পাইবার নহে। এইজন্য শ্রীগীতা বলিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

অতএব এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মকারিগণ 'মূঢ়' ও 'কর্ম্মজড়' এইরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা যখন অনাদি-সংসার-গতাগত-প্রবাহ-রোধে অসমর্থ

বর্ত্তমান সুতরাং এইরূপ হেয়জনক কথাদির কখনও অত্যাপ্রও প্রকাশ একান্ত নরাধমের কার্য্য।

এই সমস্ত ধর্ম্মগ্লানি নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,

ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

অবশ্য এই কথাটীর নিতান্ত সঙ্কীর্ণার্থ বিচার করিবেন না। যেহেতু অনেকেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বুঝি এই কথা দ্বারা কেবল ভারত ভূমিকে, পরে মনুষ্য জন্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিলেন? আদৌ বিশেষ অনুধাবন না করিলেই এইরূপ অসঙ্গতি সম্ভব। শ্রীভগবান্ অবশ্য অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, পৃথিবীরও সর্ব্বত্রই শক্ত্যাবেশাদি-অবতার রূপে আসিয়া তাৎকালিক লোকের শ্রেয় উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন যে স্থানের লোকের যতদূর উপযুক্ততা হয়,তখন তথায় তাহাদের উপযোগী ধর্ম্ম বিধানের জন্য তাঁহার আগমনের আবশ্যকতা হয়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস পুরাণ আলোচনা করুন, কোথাও শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া জীবোদ্ধার করিয়াছেন, দেখিতে পাইবেন না। যীশু বা মহম্মদাদি কেহই আপনাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যেহেতু তত্ত্বতঃ তাঁহারা স্বয়ং ভগবান নহেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য ঋষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা ভারতবাসিগণকে পার্থিব জীবনে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রথম সোপান-স্বরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ধর্ম্মে অবস্থিত পুরুষগণেরই অধিকতর যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শনার্থ স্বয়ং ভগবান্ এই ভারতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই কারণেই ভারত ভূমিই পুণ্যভূমি এবং এই স্থানের বিবেকবান্ মানবগণই প্রকৃত 'মানব' পদবাচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্।'

এই মানব দেহ ব্যতীত জীবের পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে না ওয়ায় শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। অতএব এই ভারতবাসিগণকেই পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে শ্রীভগবানের মুখ্য আদেশ। পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ আরও লক্ষ লক্ষ বর্ষ সাধনা দ্বারাও বেদাম্নোপনিষদাদির সম্যক্ জ্ঞান সঞ্চয়ে অসমর্থ; কিন্তু ভারতবর্ষে মহাজনানুগত হইলে তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুলভ। এই কারণেই ভারতবাসীর সৌভাগ্যের কথা এইরূপ উচ্চনাদে লিখিত। 'পর' শব্দ দ্বারা অন্য, অনাত্মীয় প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলেও আমরা কিন্তু 'পর' শব্দ দ্বারা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন,—

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

আবার অপর পক্ষে বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

অতএব দেহাত্মবাদী, অপণ্ডিত, লঘুচিত্ত-ব্যক্তিদিগের অর্থই 'অনাত্মীয় বা অন্য'। 'পর' শব্দের শ্রেষ্ঠার্থই পারমার্থিক। সেই শ্রেষ্ঠ উপকার করিতেই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সারগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন;—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জীবের কল্যাণসাধনই এই মহাবাক্যের উদ্দেশ্য। আবার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥"

জীবের ইহলোকের ও পরলোকের যুগপৎ শ্রেয়ঃসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। এই বাক্য বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বিবেকিজনগণ কদাপি দেহারামী, ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পর বা পরলোকে ভুক্তিকামী এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত-ব্যক্তির আপাতমনোরম কার্য্যকে চরমশ্রেয়ো লাভের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। বিবেকিগণ বলেন,—

"ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥"

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে পাই,—

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু ছানী, কভু সুখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ও শ্রীভগবান্ স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অতএব ;—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব মম শ্রীমদ্গুরুপদিষ্টে ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধ্যসাধনদশাদ্বয়োল্লাসকমপ্যেতদেব যে কামমেতদেব যে কার্য্যমেতদেব, অন্যৎ ন যে কার্য্যং নাপ্যভিনিবেশযোগ্যম্ যদপেক্ষ্যৈতাদৃশ সুখমন্ত্র দুঃখং বাস্ত সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈবভক্তানামেব সম্ভবেৎ"।

এই সমুদয়বাক্যই আমাদিগকে জন্মসাফল্য শিক্ষা দিয়া পরোপকারের পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। অন্নদানীয় বস্ত্রদান, অধ্যয়নের বিদ্যাদান যেরূপ অসম্ভব,সেইরূপ অসার্থকজন্মার পরোপকার কোনরূপেই সম্ভব নহে। যে কার্য্যদ্বারা কোনকালে সাংসারিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার ত্রিতাপ জীবকে অভিভূত করিতে না পারে, সেই কার্য্যই 'পরোপকার' আখ্যা পাইয়া থাকে। অন্য সমস্তই পরবঞ্চনা-মাত্র। কোন ঈশ্বর-বিমুখীর দণ্ডবিধানার্থ শ্রীমায়াদেবী তাঁহার কারাগার মধ্যে যোগ্যতানুসারে যে সকল শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহা ভগবদ্বহির্মুখতার-সহায়ক বিচার করিয়া এবং ঐরূপ শাসনের হেতু জানিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের শ্রীচরণ-স্মরণ যাহাতে সর্ব্বজীব করিতে পারে, তাহা 'পরোপকার', কি কারাবাসীকে কারাগৃহে সুখী অনুভবে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া তাহাকে দিগুণিত দণ্ডিত করা 'পরোপকার' ? এই বিষয়টী বিশেষ চিন্তা করিয়া, আসুন, অদ্যে আমরা নিজ নিজ জীবন সার্থক করি। মহাজনের আনুগত্যই যে জন্ম-সার্থক করিবার প্রধান উপায় তদ্বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদির ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। সেই মহাজনই শ্রীগুরুদেব। তিনিই বাঞ্ছা-কল্পতরু এবং পতিতপাবন।

"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

এই বিষ্ণুময়-জগতে বৈষ্ণব-সদ্গুরুই প্রকৃত কৃপাসিন্ধু। প্রকৃত-দয়ালাভের পাত্র হইলেই তিনি দয়া দেখাইয়া তাঁহার কৃপা-কণাদ্বারা শ্রীভগবান্‌ও যাহা দর্শন দিতে পারেন না, এইরূপ বস্তু (অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে) পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। এই হেতু শ্রীভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রথমেই মহাবদান্যতা প্রদান করিয়াছেন।

যথা—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই ভগবৎ-সম্পত্তি প্রদানের মালিক। অতএব এইরূপ দাতা সর্ব্বশাস্ত্রেও একেবারেই নাই। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে লোকের ভোগাদির পরিতৃপ্তি ইহাতে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অভিযোগ আসিতে পারে, এইজন্য ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিতেছেন যে, "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, 'তেষাং শরীরপোষণভারো মদ্বৈ-বোঢ়ব্যো।' শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বলেন, 'মদ্ব্যতি-রিক্তানাং বিষ্ণুতদ্ভক্তব্যাত্রাপাদকমেব যোগক্ষেমমন্যদাহরণং তৎসংরক্ষণং চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্ত তৎপোষণভারো মদ্বৈব সোঢ়ব্যো গৃহস্থস্য কুটুম্বপোষণভার ইতি যাবদ্ভক্তি।'

তিনি স্বেচ্ছায় যদি আমাদের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক সুবিধা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং কোন প্রকার প্রতিদান অপেক্ষা না করিয়া কেবল আমাদের অনন্যভক্তি বা অকৈতবসেবা অভিলাষ করেন, তবে ইহা অপেক্ষা সুলভতম উপায় আর জগতে কি হইতে পারে ? বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীশৌনক বলিতেছেন—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥"

প্রত্যেক মহাজনের পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্তই এই

বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অন্যত্র অনুসন্ধানার্থ যাইতে হইবে না; প্রতি জনপদের প্রতি পল্লীতেই এইরূপ। মহাজনানুগত সেবকের জীবন-পরিচালন-প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়া এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। আরও দেখুন, দৈন্যাতিশয় বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন,—"জীবের পাপ লঞা মুঞি করঙ নরক ভোগ।" আহা! এতবড় বদান্য আর কোথায় দৃষ্ট হইবে? হে বদান্যবরগণ! আপনারা কি এরূপ কথা কদাপি প্রাণের সহিত বলিতে পারেন? আবার সেই মহাবদান্যের শরণগ্রহণার্থ অনুরোধ করিয়া কি বলিতেছেন দেখুন,—

ধত্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

কোন ইতিহাসগ্রন্থে এইরূপ নিঃস্বার্থ-পরোপকার-ব্রত প্রদর্শিত করিবার অবসর প্রদর্শন করুন; প্রাকৃত ব্যক্তির মধ্যে অনুসন্ধানে একান্ত নিরাশমনোরথ হইতে হইবে। কেবল মহাবদান্যশিরোমণির শ্রীচরণাশ্রিত-দাসই এইরূপ বলিবার এবং কার্য্যে প্রদর্শন করিবার যোগ্য।

প্রাচীনকালে কূপাদিখনন, বৃক্ষাদিপ্রতিষ্ঠা, পান্থশালাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তকার্য্য, প্রকৃত চতুর্থাশ্রমী ও পরম-বন্ধু অনন্যচেষ্ট শ্রীভগবৎপরায়ণগণের সেবার্থ কৃত হইত, যেহেতু প্রত্যেকব্যক্তিই এইরূপ সাধুগণের, যে কোন প্রকার সেবা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সাধুদিগের অবশ্য কদাপি কোনপ্রকারে ঐরূপ সেবাপ্রাপ্তির চেষ্টা থাকিত না; তথাপি সেই তীর্থপাদের সেবকগণ প্রাকৃত লোককে কৃপা করিবার জন্য ঐ সকল সেবা অঙ্গীকার করিতেন এবং ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে শ্রীভগবচ্চরণে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সেই সমস্ত কার্য্যের হেয় অনুকরণেই বর্ত্তমান সময়ের বদান্যতার ভাণ জগতকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। হায়! কলিহত-জীব আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমাদের জন্য শ্রীভগবানের এই সহজ-উপায়-বিধান সত্ত্বেও, আমরা আত্ম-বঞ্চনাকেই পাণ্ডিত্য বরণ করিয়া দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অতএব এক্ষণে আর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সেবাবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সৎসঙ্গাশ্রয় স্বীকার পূর্ব্বক সাধুমহাজনের শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক. তিনিই আমাদের জন্ম সার্থক করিয়া পরোপকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সমস্ত-জ্ঞানিগণের এই বিষয়ে একমত।

———

গৌড়ীয় পাঠে

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, ভক্তিপ্রঞ্জন)

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না; কিন্তু দেবীর প্রসাদ হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুর্গাদেবীর সম্মুখে যদি ছাগবলির বিধি থাকে, তাহা হইলে, মহিষবলিরও ত অবশ্য বিধি আছে, কিন্তু ছাগ-প্রসাদভোজী কি মহিষবলি প্রসাদ ভোজন করেন? তাঁহাকে বলিলে কি তিনি নিজের অরুচির জন্য বা লোকাচারের জন্য আপত্তি করেন না? তাহা হইলে সে সময় প্রসাদে ভক্তি থাকে না কেন? এক প্রসাদে রুচি ও অন্য প্রসাদে অরুচিতে তাঁহার পাপ স্পর্শে না; মা যদি পূব, রক্ত ভিন্ন আর কিছু পান না, তাহা হইলে সুরথ রাজা মা'র সম্মুখে এক লক্ষ বলিদান করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পর এক লক্ষ পক্ষা তাঁহার উপর পতিত হইত না। তাহা হইলে দেবী এরূপ কথা বলিতেন না যে, "যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার লালসার জন্য কোন জীব আমার সম্মুখে বধ করে, তাহা হইলে, সে পশুর গাত্রে যত লোম থাকে, হত্যাকারীকে তত বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি স্বহস্তে কোন জীব বধ করেন না, কিন্তু কেহ পাক করিয়া দিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মগণ ভক্ষককেও ঘাতক বলিয়াছেন—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥
মনুঃ ৫।৫১
বিষ্ণুসূত্রেও ৫১ অধ্যায়ে।

অর্থাৎ যাহার আজ্ঞায় বধ হয়, যে বধ করে, যে খণ্ড খণ্ড করে, যে ক্রয় করে, যে বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে ও যে ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই ঘাতক।

দুর্গাপূজায় যিনি যজ্ঞ বসাইয়া বলিদানের ব্যবস্থা করেন, তিনিও পাপী—

উৎসর্গকর্ত্তা হন্তা চ তথা যজমানো বান্ধবঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥

ভবিষ্য পুরাণে (১)

(১) [বাঁকুড়া—মাটসনাড়া গ্রামনিবাসী অমরেশ-বিশ্রুত পরম ভাগবত পণ্ডিত কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় হইতে প্রাপ্ত; ভবিষ্যপুরাণ পাঠ কালে এ শ্লোক পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।] লেখক।

যদি কোন স্থানে মৎস্য, মাংসভক্ষক না থাকে, তাহা হইলে তথায় কে বধ করিবে?

যদি চেৎ খাদকো ন স্যাৎ তদা ঘাতকো ভবেৎ॥

অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫।৩১

শ্রীবৃন্দাবনধামে কেহ মৎস্য মাংস-ভোজী নাই, সুতরাং সে স্থানে কোন জীবও বধ করা হয় না।

জীবে সমজ্ঞান হইলে অন্য মাংস পুত্রমাংসের ন্যায় বোধ হয়—

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।
জীবসাম্যং গতো নিত্যং তথাঽবিদ্ধকণ্টকঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১০।১৪

যাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, তিনি যেরূপ অঙ্গের মুখবিকারাদি চিহ্নে তাহার ব্যথা বুঝিতে পারেন, কারণ তিনি জীবে সমভাবাপন্ন হইয়াছেন (যেহেতু তিনি জানেন যে, তাঁহার শরীর যেমন প্রিয়, অন্য জীবের শরীরও তাঁহার তেমন প্রিয়), সেইরূপ যাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তিনি অন্যের সে ব্যথা বুঝিতে পারেন না।

পুত্রমাংসোপমং রাজন্! মন্যতে যোঽবিচক্ষণঃ।
মাংসং মোহসমাবিষ্টঃ পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ।

অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৪ অধ্যায়ে

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে কহিয়াছিলেন,হে রাজন্! যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি মোহসমাবিষ্ট হইয়া পুত্রমাংসের ন্যায় মাংস ভক্ষণ করে সে পুরুষ অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

মৎস্যাশী জীবন্মৃত, সে কখনও সুখী হয় না—

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৫১ অধ্যায়ে।

যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য অহিংসক জীবগণকে বধ করে, সে জীবন্মৃত এবং কখনও সুখলাভ করিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইল যে "নিজের সুখের জন্য"; নিজের সুখই বা কতক্ষণ? খাইয়া মুখ ধুইয়া ফেলিলেই সুখ হইয়া গেল। তজ্জন্য কহিয়াছেন—

ভক্ষ্য-ভক্ষকয়োঃ প্রীতিস্তয়োঃ পশুর্ত্তাত্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥

হিতোপদেশে মিত্রলাভে

ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রীতি, তাহাদের উভয়ের পার্থক্য দেখ যে একজনের (ভক্ষকের) ক্ষণিক আনন্দ; কিন্তু অন্য (ভক্ষ্য) চিরদিনের জন্য প্রাণ হারায়।

ধৃত হইলেই প্রতিঘাত; এ জন্মে যে কোন জন্তুকে বধ করিবে, পর জন্মে হত জন্তু ভক্ষককে হত্যা করিবে—

যে যদ্যেবংবিধোৎসন্নাঃ পশবঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ ভক্ষয়ন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

শ্রীভাগবতে ১১।৫।১৪

যে অসৎ, ক্ষুদ্র, সদভিমানী ব্যক্তি পশুগণকে হত্যা করে, পরজন্মে হতজীব হত্যাপশুকে ভক্ষণ করিয়া থাকে—

এ স্থলে "পরজন্মে" বলিতে, ঠিক পরজন্মে না হইতে পারে; কোন না কোন জন্মে তাহা শোধ লইবে তাহা লীলাময়ের ইচ্ছা। কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জীবও অনাদি—

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ
ন্নাদপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥

বেদান্ত দর্শনে ২।১।৩৫

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গভীরত্ব; কারণ মুসলমানগণের ১৩০৩ সাল, ইংরাজগণের ১৯২৬ সাল, কারণ Bibleএর প্রথমে কহিয়াছেন—In the begining God created the heaven and the earth.

তাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—পরমেশ্বর কোন কর্ম্ম করেন নাই; তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে ভগবান ছিলেন কি না জানি না; তাহা হইলে অসীমকে সসীম করা কত ক্ষুদ্র হৃদয়ের কার্য্য! সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না। তিনি বিরাট পুরুষ; বেদে যাঁহাকে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ... ৮।৪।১৭
সামবেদ ... ৯৮।৪।৩
শুক্লযজুর্ব্বেদ ... ৩১।১১
অথর্ব্ববেদ ... ... ১৯।৬।১)

বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনি কখনও কি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন? তিনি লীলাময়, ভাঙ্গা গড়া তাঁহার কার্য্য—

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্ ॥

বেদান্ত দর্শনে ২।১।৩২

তবে কেন ভাঙ্গেন কেন গড়েন, সে তাঁহার ইচ্ছা। চিরকালই ত তাঁহার স্বভাবের স্বভাব—

বংসান্ মুহুন্ কচিদসন্ধরে ক্রোশ-সঞ্জাত-হাসঃ
স্তেয়ং স্বাধেয়্যবধ বিধিনয়ন্ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিকরভি ন চেন্নাতি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগুহরুপিতো মাদৃশাপক্রোশ তোকান্ ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৮।২৯

আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার কোন দোষই দেখিতে পাইব না; তাহা হইলে মহাপ্রভুর ন্যায় ভক্তভাবে কহিব—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং শিক্ষাষ্টকে'

"মাংসাস্থক্পূরবিন্মূত্র আত্মমজ্জাস্থিসংহতি",—নিজের দেহকে, স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসিব আর সচ্চিদানন্দ পুরুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিব না? তজ্জন্য পাশ্চাত্য অমর কবি কহিয়াছেন যে ভালবাসা অন্ধ- -

Love looks not with the eyes, but with the mind. And therefore is wing'd cupid painted blind. [Shakespeare Midsummer nights, dream Act I, Sc. I.]

জীব প্রারব্ধকর্ম্মভোগের জন্য সংসারে আসিয়া থাকে—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥

পাতঞ্জলদর্শনে ২।১৩

সুতরাং এজগতে হত্যা কোনরূপে হত কর্ত্তৃক নিহত হইবে তাহা লীলাময়ই জানেন।

কুদেব! তোমার কি শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় একটি নিরীহ জীব বধ করিতে প্রাণ কাঁদে ও না? মৎস্য কিরূপ আনন্দ পূর্ব্বক জলে খেলা করে তাহা দেখিয়া কি তোমার আনন্দ ও হয় না? তোমাকে যদি ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি তোমাকে রক্ষা করিতে কাহাকেও ডাকিতে হয় না? প্রাণ সকলেরই প্রিয়—

প্রাণাদধ্যাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥

অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায়ে

পুনরায় কহিয়াছেন যে শাকদ্বারা যদি ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহা হইলে এই ঘণ্টোদরের জন্য কে পাপ করে?

যদ্ধ্যবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য ঘণ্টোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

হিতোপদেশে মিত্রলাভে।

ব্রাহ্মণ! তুমি ত কুদেব, তুমি তোমার খাদ্য ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া খাও কি? তাহা হইলে পূয-রক্ত-পূর্ণ মৎস্যও নিবেদন কর কি? যদি না কর, তাহা হইলে অনিবেদিত দ্রব্য কিরূপ পবিত্র তাহা দেখ নারদ-পঞ্চরাত্রে ১।৪৩—

ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া।
স ভুঞ্জীত বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্বুধাঃ ॥

কুদেব! ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যদেহ—তাহা মৎস্য ভক্ষণের জন্য নহে।—

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৭৩৪

আহারের জন্য যত্ন করিবে কতক্ষণ পর্য্যন্ত? প্রাণধারণ পর্য্যন্ত; সে প্রাণধারণ কেন? তত্ত্বচিন্তার জন্য; সে তত্ত্বজ্ঞান হইলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

যায় না কে? শূকরও অমেধ্য দ্রব্য খাইয়া উদর পূরণ করে। ব্রাহ্মণকে বেদে উচ্চস্থান দিয়াছেন, কারণ তিনি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ... ৮।৪।১৯
শুক্ল যজুর্ব্বেদ ... ... ৩১।১১
অথর্ব্ববেদ ১৯।৬।৬

ভগবান্‌ ব্রাহ্মণকে উচ্চস্থান দিয়াছেন, যথা—

যৎসেবয়া চরণ-পদ্ম-পবিত্র-রেণুঃ
সদ্যঃ ক্ষতাখিলমনঃ প্রতিলব্ধশীলম্‌।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্‌ বহন্তি।

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৭

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণের সেবা করাতেই আমার পদধূলি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি সমুদায় লোকের মল নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এরূপ লোভনীয় চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যে লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভ করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও সমাধি অবলম্বন করেন, আমি বিরক্ত হইলেও সেই লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না—পুনরায় কহিয়াছেন—

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে-
শ্চোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্‌মুখেন।
যদ্‌ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টা ময়াদহিতৈর্নিজকর্মপাকৈঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮

স্কন্দপুরাণে কুমারিকা খণ্ডে ৪।৯০ চ।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ঘৃতস্রাবী পায়সাদি রসাস্বাদন পূর্ব্বক ভোজন করিলে আমার যেরূপ রুচিকর আহার হয়, যজ্ঞস্থলে অগ্নির মুখদ্বারা ঘৃত ও পুরোডাশাদি ভোজন করিয়াও আমার সেরূপ তৃপ্তি জন্মে না।

ইহা মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণের মুখ নহে; মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণের মুখতঃ পূয-রক্তনির্গমন পরঃপ্রণালী বিশেষ।

মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে; তিনি নিষাদ ব্রাহ্মণ; কারণ ব্রাহ্মণ দশশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

মেধো মুনির্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পঞ্চমশ্চোচ্যতে চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রি সংহিতায়াং

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণপুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হইতেন না, তিনি কর্ম্মানুসারে সেই সেই জাতি হইতেন; কিন্তু এক্ষণ ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ, তিনি মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ; এক্ষণ গোস্বামীর পুত্র হইলেই তিনি গোস্বামী; তিনি গোস্বামীর পূর্ব্বার্দ্ধ হইলেও কিম্বা গো + স্বামী হইলেও তিনি গোস্বামী; কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের হৃদয় কত উচ্চ ছিল! নিজের পুত্রগণকেও কর্ম্মানুসারে তিনি সেই সেই জাতি করিয়া দিতেন, যথা—

পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥

শ্রীহরিবংশে ১।২৯।৭ (বোম্বাই মুদ্রিত)

অন্যত্র—

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতা ভূৎ॥ বিষ্ণুপুরাণে ৪।৮

অন্যত্র—

পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্যবংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বায়ুপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৩০।৪
(এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত)

নাভাগারিষ্ট মুনির দুই পুত্র কর্ম্মবশে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—

নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যং ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥

হরিবংশে ১।১১।৯

পূর্ব্বে কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ হইত, যথা—

তপোবীজপ্রভাবৈস্তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

মনুসংহিতায়াং ১০।৪২

এই জন্য ভগবান্‌ নিজে যুধিষ্ঠির মহারাজার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন—

———কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে॥

শ্রীভাগবতে ১০।৭৪।৫

ব্রাহ্মণ! তুমি কি সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চেতি ভৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

ভারতে উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪৫ অধ্যায়ে

ভূদেব! যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দাও, তাহা হইলে এই সকল গুণের কয়টী গুণ তোমার মৃতদেহ-ভক্ষণকারী দেহে বর্ত্তমান আছে, চিন্তা করিয়া দেখ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যো বদেদ্বিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যস্য চাত্ম সমো লোকো ধর্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
ধর্মেষু চ রতস্যতং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

বনপর্ব্বণি ২০৪ অধ্যায়ে

এখানে "হিংসিতশ্চ ন হিংসেত" কথা আছে, এজন্য কয়জন ব্রাহ্মণ নিরীহ জলচর মৎস্যগুলি হিংসা করেন না? কত ভাগবতপাঠী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি যে, পূয-রক্তপূর্ণ মৎস্য না হইলে তাঁহাদের দধ্যোদর পূর্ণই হয় না!

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রেরিত পত্র)

মাননীয় নমস্ত—

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-পত্র-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু।

বিদ্বৎপ্রবর! শুভবিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি অজ্ঞাধম অদ্য একটী প্রশ্ন করিতেছি,—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় অনতিবিলম্বে আমার প্রার্থীত প্রশ্নের যথাযথ সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক উপকৃত ও বাধিত করিতে আজ্ঞা হউক। বিষয় বা প্রশ্নটী এই,—

আমাদের শিষ্যদের প্রায়শঃ বাটীতে পূর্ব্ব প্রাচীন গোস্বামী প্রভুপাদ-আদিষ্ট শ্রীশ্রীগুরুপাদুকা (কাষ্ঠ নির্ম্মিত) স্থাপিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু গত বৈশাখ মাসে, আমাদের অনুপস্থিতিতে পূর্ব্বোক্ত চাকা জেলা নিবাসী শ্রীভাগবত-ব্যবসায়ি-কুলাবিত (স্বয়ং ঐপন্থিত) একজন যুবক কথক ঠাকুর, (শ্রীনবদ্বীপের শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র বলিয়া পরিচিত) ফরিদপুর নগরকান্দা থানার অধীন ভৌমিক বাবুদের বাটীতে দিন পোনর পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতকথা বলেন। ঐ ভৌমিক বাবুদের বাটীতে বহুকাল যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদুকা (কাষ্ঠনির্ম্মিত) স্থাপিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

স্বয়ং উপস্থিত কথক ঠাকুর ৬ই চারিদিন পাঠের পর শ্রীগুরুপাদুকার উপর লক্ষ্য করেন, নিরুক্তি প্রকাশ করেন এবং শ্রীপাদুকাযুগল উক্ত যুবক কথক ঠাকুর অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে পারিবারিককে শাসন করেন। বাবুরা তাঁহার আদেশ পালন করিতে শিথিলতা প্রকাশ করিলে তিনি বারপর নাই রাগান্বিত হইয়া বলেন,—"তোমরা শীঘ্রই পাদুকাপূজা পরিত্যাগ কর,—জলে ফেলিয়া দাও; না হইলে তোমাদের বড় অমঙ্গল ঘটিবে। **যেহেতু কলিকালে পাদুকা পূজার ব্যবস্থা নাই,—শাস্ত্রানভিজ্ঞ গুরুদেরই এই সকল অবৈধ সাধন ভজন প্রচার!!**"

ঐরূপ তীব্র শাসনেও কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য না হওয়ায়, মনোযোগ না করায়, ইহার পর ঐ কথকঠাকুর তাঁহার সঙ্গী **পরিচারক বৈরাগী** (?) বিশেষের দ্বারা 'স্থাপিত শ্রীগুরুপাদুকা জোড়াটী' আসনচ্যুত বা স্থানভ্রষ্ট করেন, ফেলিয়া দিতে আদেশ করেন। এই সময় মাতৃজগতে একটা ভীষণ ব্যাকুলতা, চঞ্চলতা বা হাহাকার পড়িয়া যায়। হৈচৈ পড়িয়া গেল, শ্রীমান্ বাবুদের কাণে গেল এবং কথক মহাশয়কে বহু স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপাদুকা রক্ষা করে,—স্থানান্তরে (কথকের অলক্ষ্যস্থানে) লুক্কায়িত-ভাবে রাখিয়া অর্চ্চন ও নিত্য অভিষেকাদি করে। স্বয়ং উপস্থিত (অনিমন্ত্রিত বা আবাহন-বর্জ্জিত)কথক ঠাকুরের হাতে নিরীহ গৃহস্থব্যক্তিরা বিশেষ ঠেকা। যেহেতু সঙ্গীত ভাগবতপাঠ কার্পাটী উহাঁর হাতে; সুতরাং পায় ধরিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা ব্যতিরেকে আর ব্রাহ্মণের কাছে সূদ্রের প্রতিকার বা রক্ষা পাইবার কি আছে?

এক্ষণে এই বিপন্নপক্ষের জিজ্ঞাস্য এই যে, 'কলিতে গুরুপাদুকা স্থাপিত বা অর্চ্চিত—অভিষিক্ত হইতে পারে না এবং করিলে অবৈধ হয়, অমঙ্গল হয় তাহার কোনপ্রমাণ বচন বা শাস্ত্রীয় আখ্যায়িকা আছে কিনা? এইটী উপস্থিত ধর্ম্মবিভ্রাট-ভজনসঙ্কট-দুরূহ-সময়ে আর্য্যভারতে একমাত্র—'বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ পারমার্থিকপত্র শ্রীগৌড়ীয় ভিন্ন কে সুমীমাংসা —সুসিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবে বলুন? **মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসরের তীব্র আলোচনায় ত' সকলকেই**

বেশ জ্ঞাত হইয়াছি, মহাশয়! তাই, একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ ব্যতিরেকে আর যে দাঁড়াইবার, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অথবা সুমীমাংসা পাইবার স্থান নাই, বিদ্বজ্জ অথবা সুবিজ্ঞ ব্যক্তি নাই।

আশা করি,—প্রার্থীত-প্রশ্নোত্তর পারমার্থিক-বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা-প্রকাশক শ্রীগৌড়ীয়পত্রে অবিলম্বেই দেখিতে পাইব এবং তৎসিদ্ধান্ত পাঠে পরম প্রীতিলাভ করিব ইতি।

নিত্যানুগত—

শ্রীগৌড়ীয়গ্রাহক　　শ্রীবসন্তকান্ত শর্ম্মণঃ—
নং ৩৪৩৪　　(ভক্তিবিশারদ)
শ্রীচৈতন্য চঃ গ্রাঃ নং ৮০৭　　শ্রীনবদ্বীপ।
শ্রীচৈতন্য ভা.....১০৮

উত্তর ও সিদ্ধান্ত

শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে একজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণের প্রেরিত উপরি-উক্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রগণ্য বৈষ্ণবসূত্যাচার্য্যবর্য্য ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শ্রীগুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজক-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের একটি সত্যবাণী আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—

"কালঃ কলির্ম্মলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯ সংখ্যা)

শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্য যে পরম সত্য তাহা সাধারণ জীবকুল না ঠেকিলে বুঝিতে পারেন না। ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, নামাপরাধী অতএব বৈষ্ণবাপরাধী গুরুব্রুবগণ অবৈধভাবে বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যে কিরূপ শুদ্ধভক্তিমার্গের প্রবেশ পথের দ্বারদেশে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কালে কালে প্রত্যক্ষপ্রমাণাবলীর সহিতই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অর্থাৎ দুগ্ধ অতি পবিত্রবস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও সুধানিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সমুদ্ধরিত পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্যাকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

শূদ্রাণাং মূঢ়কারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যা বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥

(ব্রঃ বৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড ১৩শ অঃ)

অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক, **হরিনাম** এবং **বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্র**, 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খশিষ্যের ভীতি-উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারেন না।

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

(ভাঃ ৭।১৫।৬)

অর্থাৎ মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, **শাস্ত্রব্যাখ্যা**, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায়শঃ অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়-তোষার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গো-দাসগণ ঐসকল দ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে।

ন শিষ্যাননুবধ্নীত ... ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত।

(ভাঃ ৭।১৩।৮)

অর্থাৎ প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে না।

কৃতকাধ্যাপকো যদ্ধ কৃতকাধ্যাপিতস্তথা।

শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥

(মনু ৩।১৫৬)

অর্থাৎ যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সন্ধ্যা নিষ্ফল-ভাষী, যে নিষ্ফলবক্তমানে ভার্য্যাসন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্নসন্তান, তাহাদিগকে ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না।

"অপি চাচারভ্রষ্টেষ্বাভ্রাহ্মণ্যং প্রহীয়তে।

বৃত্তিতো দেবপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্॥"

(শ্রীবাসুদেবাচার্য্যধৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত সাত্বতসারবাক্য)

অর্থাৎ বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়।

গীত-নৃত্যাদি কুর্ব্বীত বিপ্র-দেবাদি-তুষ্টয়ে।

ন জীবনায় গৃহ্নীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ॥

(ভঃ ভঃ বিঃ ৮।২২১)

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন গৃহ্নীত ন কুর্য্যাৎ, তত্র হেতুঃ পাপাদ্বিয়া, তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ।

(শ্রীল সনাতনগোস্বামি টীকা)

অর্থাৎ দেববিপ্রের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকা—দ্বিজাতিগণ নিজ বৃত্ত্যর্থ কখনও গীত নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।

ধনশিষ্যাদিভির্যাবৎ ক্রিয়তে ভক্তিরুত্তমা।

তাবন্নৈবাধমত্বাদ্যা ভক্তাঙ্গং নাম তত্তথা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৮ সংখ্যা)

ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, উহা কখনও উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে শৈথিল্যবশতঃ উত্তমত্বের হানিই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' অর্থাৎ "জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত" এইবাক্যে 'আদি' পদে শিথিলতা প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল অঙ্গ বুঝিতে হইবে। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারায় যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না, উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায়; সুতরাং ধন-শিষ্যাদির দ্বারা লব্ধ-ভক্তিকে কখনই উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ শাস্ত্র ও আচার্য্য-মহাজন-বিগর্হিত-ভাগবত এবং নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়কেই ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচাররূপে কলি কালে কোন কোন অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হওয়ায় যাবতীয় অনর্থের উৎপত্তি এবং শুদ্ধ-ভক্তি-পথ কণ্টক-রুদ্ধ হইতেছে।

এইরূপ নামাপরাধী ভাগবতব্যবসায়িগণের মুখে ব্যাখ্যাদি শুনিবার রুচি লোকের কেনই যে হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, জীবের হরিবিমুখতোষ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসাই উহার একমাত্র কারণ। প্রথমতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার উদ্দেশ্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বভাব কৃষ্ণপ্রাপ্ত-প্রকটীকরণ, ইহারই নাম প্রেম-সম্পত্তি লাভ। প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা নাই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম। ইহাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শতমুখে গাহিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঐ প্রকার ভাগবতাদি-ব্যবসায়ী, তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু, তাঁহারা কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার কোন না কোন একটীর জন্যই ঐরূপ অবৈধবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা অভাবগ্রস্ত, স্বভাব বা কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা উপরি-উক্ত ত্রিবিধ বস্তুর কোন না কোন একটীর অভাবে পীড়িত হইয়া শোককারী, অতএব শ্রুতির নির্দ্দেশানুসারে শূদ্র। এই সকল শূদ্র অবর্ণজ্ঞ হইয়াও উত্তম আসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক লোক-দেখান' ধর্ম্মের বাক্য-বাগীশ হইলে কি হইবে? তাহার দ্বারা জীবের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। অভাবগ্রস্ত ও শোককারিব্যক্তির মুখে পাঠ শুনিয়া জীবের দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ ভয়, শোকাদি বিদূরিত হইতে পারে না। যাঁহারা কেবল ভাবভঙ্গী সুর-তাল-লয়, কথক ও পাঠক ঠাকুরের

বাহ্য চেষ্টারা, তাঁহার লোক-চিত্তরঞ্জন করিবার ক্ষমতা, তাঁহার অনুস্বার-বিসর্গ জ্ঞান, তাঁহার কণ্ঠের রাগিনী, সুরের তাঁজ, তাঁহার কৃত্রিম বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম অশ্রু-পুলক প্রভৃতিতে অভিভূত হইয়া; বঞ্চিত হইতে চান, সেই সকল আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিই ঐরূপ নামাপরাধিগণের মুখে ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত হন।

ভাগবত ও নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়িগণকে 'নামাপরাধী' বলিবার কারণ এই যে, তাঁহারা অধোক্ষজ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীভাগবত ও শ্রীনামকে প্রাকৃত পণ্যদ্রব্যের ন্যায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে বিক্রয় করাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ ইহাদের 'অহং মম-বুদ্ধি-রূপ নামাপরাধ, দ্বিতীয়তঃ ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর-রূপ-অপরাধ, তৃতীয়তঃ অশ্রদ্ধাবানে হরিনাম-উপদেশ রূপ নামাপরাধ, চতুর্থতঃ নামবলে পাপ-বুদ্ধি-রূপ অপরাধ, পঞ্চমতঃ ভাগবত-শ্রবণে প্রাকৃত বুদ্ধি-রূপ শুশ্রূষাজ্ঞা-রূপ-অপরাধ প্রভৃতি অপরাধ কৃত হইয়া থাকে।

অধিকাংশস্থলেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যাকারিগণ ভক্তির অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারহীন কোমলমতি গ্রাম্যসমাজেই বহুমানিত হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত পত্রখানিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ব্যবসায়ী পাঠকগণের বিগর্হিত-আচরণের চিত্র সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ-জগতেও প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। গত কার্ত্তিক-মাসের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রে ভাগবত-ব্যবসায়ীর দুইটী চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভাগবত-পাঠক মহাশয় নাকি বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বহুব্যক্তির নিকট সুপরিচিত এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা বলিয়া গণিত শুনা যায়! চিত্র দুইটী এই—

"অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী সহজিয়া গোস্বামির বিপদ",—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম—(১) পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিশেষ গণ্ডগ্রামে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া কোন ভ্রষ্টচরিত্র-সহজিয়া-গোস্বামিপ্রভু রীতিমত প্রহৃত ও মহা অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছেন—গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তাঁহাকে হাতে পাতে ঝুকাঝোঁ ধরা পাকড়া করিয়া উপযুক্ত শাস্তিদানে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক ধনী সাহার বাড়ীতে এই গোস্বামী-প্রভুর পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় সেই ধনীর শিক্ষিত পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে তাঁহার বন্ধুবর্গ এই ভ্রষ্টচরিত্র পাঠক গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—তাহার ফলেই এই ধরা পাকড়া। স্থান, কাল ও পাত্রের নাম এখন করিব না—প্রয়োজন হইলে প্রকাশিত হইবে। সে গ্রামে ভাগবত-পাঠ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। সাধু সাবধান!

(২) শ্রীখণ্ডের নিকট বেলগ্রামনিবাসী জনৈক ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ী পাঠক গোস্বামীসম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান-সমিতি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ প্রসঙ্গে একটী বিষম অভিযোগ আনিয়াছেন। শ্রীধামের দক্ষী টোলপাড়ায় এই কাণ্ড হয়। এই—গোস্বামীপ্রভুর রাধারমণবাগের মন্ত্রের নিয়মিত পাঠক। একণে এক প্রকার পলাতক। সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।"

এইরূপ পাঠকগণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইতে পারে কিনা, সুধীগণই বিচার করুন। এই উদ্ধারের অর্থাৎ নিয়মসেবার একমাস এইরূপ অনেক ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠক ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য 'হয়াৎ তৎপরী' সাজিয়া থাকেন। এইরূপ ভাগবত-ব্যবসায়িগণের কণ্ঠের সুর-তান বা নানাপ্রকার ভাবভঙ্গীর অভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বা ততোধিক ইন্দ্রিয়তর্পণ ত' রঙ্গালয়েও পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত যেরূপ গ্রামোফোনাদি-যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু-ভাগবত-শ্রবণকারিগণ তাঁহাদের প্রত্যেকের ঘরে এক একটি গ্রামোফোন ও তৎসঙ্গে রাসপঞ্চাধ্যায় (!!) বা বস্ত্রহরণ (!!) প্রভৃতির এক একটী রেকর্ড রাখিয়া দিলেই ত' তাঁহাদের ভাগবত-শ্রবণ-পিপাসা অল্পব্যয়ে নিবৃত্তি করিতে পারেন।

সদ্বস্তুবিত বীর্য্যবতী ভগবদ্বার্ত্তা অচেতন-জীবকে চেতন করিয়া দেয়। জীবকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রী করে, বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রী ভয়, ভোগ বা শোকের দ্বারা অভিভূত নহেন। যদি ভাগবত-বক্তার সেই চেতনতাই না থাকিল, সেই জগত্ত আদর্শজীবনই না থাকিল, সেই সুসিদ্ধান্ত পূর্ণা ভৌতবাণীই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত না হইল, যদি সেই স্থানে তৎপরিবর্ত্তে কাপট্যকেই 'ভক্তি', ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'প্রেম', অর্থলালসা, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা

ও বিপ্রলিপ্সাকেই 'অধিষ্ঠান' ভাগবত-ব্যাখ্যা বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস হইল, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য কপট কার্য্য ব্যতীত আর কি ?

এই সকল কথার উত্তরের পরিবর্ত্তে ভাগবতব্যবসায়িগণ বলিয়া থাকেন, "প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচারকগণও ত' অর্থ ভিক্ষা করিয়া থাকেন ?"—এইরূপ নিরর্থকযুক্তি বারবনিতাগণ সতী-সাধ্বী-গৃহলক্ষ্মীগণের প্রতিও প্রদান করিয়া বলিয়া থাকে যে, "গৃহলক্ষ্মীগণ আমাদের সাজ সজ্জা, কেশ-বিন্যাস, বসন-ভূষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারাও ত' আমাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে উত্তম উত্তম বস্ত্র, উত্তম-অলঙ্কার সুচারুরূপে কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি করিয়া থাকেন ?" সুবুদ্ধি নিরপেক্ষ-বিচারকসম্প্রদায় উত্তরে বলেন, "বারবনিতাগণের আচরণ ও গৃহলক্ষ্মীগণের আচরণে অনেকটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। এক সম্প্রদায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণা, আর এক সম্প্রদায় দেবাবস্থার ইন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু। অভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু, আর ভক্তগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু। শুক্রাচার্য্য দক্ষিণামার্গীয় পুরোহিতগণের ন্যায় শিষ্যের প্রত্যেক ধন-স্বজন অর্থাদি গ্রহণ করিবার জন্যই ব্যস্ত, আর শ্রীবামনদেব বলিমহারাজের যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষা বা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত। উভয়ের উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত পৃথক্"।

উপরি-উক্ত পত্রে ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাসিক্ত জনৈক ব্যক্তির কীর্ত্তি-কথা পড়িয়া সাধারণ সুধী-সমাজ কিরূপ বিচার করিয়াছেন জানি না, তবে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রণীত লেখক ব্যাসাবতার জগদ্গুরু নিত্যানন্দ-কৃপা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ভাগবতপাঠক দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে বলেন,—"গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ"। আমরা এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি না। "আচার ও আচার্য্য" প্রবন্ধে বর্ত্তমান ভাগবত-ব্যবসায়িগণের এক একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্তের শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন পাঠ করিলেই বর্ত্তমান ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণের ভাগবত শাস্ত্রে নিপুণতার পরিচয় পাইবেন। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া পরম ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐরূপ সিদ্ধান্তকারীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লিখিয়াছিলেন—"আশা করি, তিনি যদি গুরু বৈষ্ণবের নিকট শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ পুনরুক পাঠ করিয়া শ্রীচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি হইবেনা।" গ্রন্থের ষট্‌সন্দর্ভ বা শ্রীগোস্বামিশাস্ত্র দেখা নাই ('অ' 'আ' বর্ণ, 'অনুস্বার-বিসর্গ' দেখা নহে) তাঁহারাই স্বয়ং কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "কলিকালে গুরু-পাদুকা পূজার ব্যবস্থা নাই! শাস্ত্রানভিজ্ঞ গুরুদেরই ঐ সকল অবৈধ সাধনভজন প্রচার!"

সদুত্তর ও মীমাংসাপ্রার্থী প্রাচীন ব্রাহ্মণ মহোদয় নিম্নলিখিত গোস্বামী ও সন্ধান্ত প্রমাণাবলী হইতে সৎসিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন।

নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান দিক্‌পাল আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ কি শাস্ত্রানভিজ্ঞ ? তিনি কি বলিয়াছেন, সুধীসমাজ দেখুন :—

"তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্ধামে **শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনম্** নেবং সঙ্গচ্ছতে। যথা, য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্বধাম প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্তত ইতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ সংখ্যা)

বৈষ্ণবসত্তাচার্য্যবর্য্য—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থরাজ **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগুরু-পাদুকাপূজা** সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ শ্রবণ করুন :—

"পীঠে ভগবতোবামে **শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাম্**।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৯ম সংখ্যা)

পীঠে শ্রীভগবানের বামদিকে **শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরু-পাদুকা**, নারদাদি প্রাচীন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণববৃন্দের অর্চ্চনা করিবে।" এই শ্লোকের দিগ্‌দর্শনী-টীকায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রয়োগ মন্ত্রের সহিত শ্রীগুরুপাদুকা পূজার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন :—

ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশানকোণপর্য্যন্তদেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজগুরু-পরাৎপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। কচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাঙ্কারবিন্দুসহিতং

বীজমেনাদৌ প্রযুক্তে ন তু গুরুত্যো নম ইতি। তথা গুরুপাদুকাংশ্চ শ্রীনারদাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চানুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ।—"ওঁ শ্রীগুরু-পাদুকাভ্যো নম ইত্যাদিঃ।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপ্রচারক পার্ষদগোস্বামী-আচার্য্যগণ কি কলিকালের কলিহতজীবের হিতার্থ ভগবদ্ভক্তিরহস্য সদ্গুরুর পাদুকা-পূজার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই? ঐরূপ ব্যবস্থা কি সদ্যঃফলের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে?

এখনও ভারতের বহু স্থানে আচার্য্যগণের শ্রীপাদুকা-পূজার ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। পুরীধামে এখনও গৌরপার্ষদ ব্রহ্মেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যপরম্পরায় গুরু-বর্গের শ্রীপাদুকা পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

অবশ্য তাই বলিয়া অসদ্গুরু বা বৈষ্ণববিরোধী গুরু-দ্রুবের পাদুকা পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাকৃত বিষয়ে-প্রমত্ত অসদ্ব্যক্তি কখনই গুরুপদ-বাচ্য নহেন। তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনাকারীকে ও তৎসেবককে নিরয়ে প্রেরণ করে।

ব্যবসায়ী কথক মহাশয় তাঁহার শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে কি ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন?

যো ব্যক্তি ভাগবহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হরিভক্তিবিলাস ১।৮২)

যিনি (আচার্য্য বেশে) অন্যায় অর্থাৎ সচ্ছাস্ত্রবিরোধিনী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।

সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিলে অথবা প্রকৃত বৈষ্ণবের মুখে সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিলে তাঁহার এরূপ অসৎসিদ্ধান্তকেই 'সিদ্ধান্ত-রত্ন' বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত হইত না। সদ্গুরু-পদাশ্রয় না করিবার ফলেই নিজে গৃহব্রত হইয়াও পরমহংস বেষী অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমগ্রহণকারীকে 'শূদ্র' মনে করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পরিচারকপদে নিযুক্ত করিবার দুঃসাহস হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ কথক পাঠক দ্বারা জগতে হিত-হওয়ার পরিবর্ত্তে কতদূর জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতে পারে এবং এইরূপ ব্যক্তিদের অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত-বিধান হইতে পারে, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

ধানবাদে—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬॥ সাড়ে ছয়টা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সবজজ শ্রীযুক্ত গদাধর প্রসাদ ও উকিল শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণের আগ্রহে অত্রত্য টাউন হলে কাশী "শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের" প্রচারক পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দরবন মহারাজ "সনাতন-দর্শন" সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে বাঙ্গালা ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ও তৎপর দিবস সন্ধ্যায় অত্রত্য শ্রীহরিমন্দিরে সবজজ বাহাদুর ও অন্যান্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশবাসী ভদ্র মণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে হিন্দি ভাষায় "শুদ্ধাভক্তি প্রাকট্য-বিধানের সুগম উপায়" বিষয়ক শাস্ত্র-যুক্তি মূলে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত জন-সাধারণের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই বিদ্যাভক্তির হেয়তা, শুদ্ধাভক্তির উপাদেয়তা এবং সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে সকল মহোদয় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত পর্ব্বতীকান্ত গুপ্ত (Senior Dy. Magistrate), মতিলাল রায় (Retired Land Acquisition Dy. Collector), উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সিংহ, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, হাই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহারা সকলেই দিন দিন ভক্তিপথে অগ্রসর হউন, তদ্বিষয়ে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্যের আবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠের পাশ্চাত্য মঠ চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য ব্রহ্মসিদ্ধ বৃষ্ণবৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাস্করমুনির

আবির্ভাব-মহামহোৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীমধ্ব-মুনির পবিত্র নাম খুব কমই জানেন। যে আচার্য্যের সম্মান আচার্য্য লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ যাঁহাকে "বৃদ্ধবৈষ্ণব" প্রভৃতি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-বর্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে যে শ্রীমধ্বমুনিকে স্বীয় গুরুপরম্পরায় পূজ্যাচার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়াছেন—

"আনন্দতীর্থনামা মুদমন্বয়ধামা যতিজীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহজনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে যাঁহার জয়গান করিয়াছেন, সেই মায়া-বাদধ্বান্ত-বিনাশক, বৈতবাদক শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-স্মৃতিমহামহোৎসবের প্রতি বৎসর শ্রীনাদ্বগৌড়ীয়-মঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর সেই আচার্য্যপাদের মহামহোৎসব তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্যের বাক্যানুসারে ও কলিযুগ-পাবনাবতারী সংকীর্ত্তনৈক-জনক শ্রীগৌরসুন্দরের আচার-প্রচারানুসরণে কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে।

উষঃকাল হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। অপরাহ্ণেও সংকীর্ত্তনের পর শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী, শিক্ষা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয়-মহাশয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর সকলকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাশীতে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমীলতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরবন মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, গৌড়ীয়-সম্পাদক সম্বন্ধপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এক সপ্তাহকাল যাবৎ গৌরপার্ষদপূত কাশীধামে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

কটকে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কটকে ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে ঘোষণা করিতেছেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত '**শ্রীশ্রীশরণাগতি**' গ্রন্থের উড়িয়া অক্ষরে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত শ্রীগ্রন্থ উড়িষ্যায় সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইতেছেন। আশা করি উড়িষ্যাবাসী ঐ গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থটী রাগিণী সহযোগে সঙ্কীর্ত্তনেরও উপযোগী। কটকের স্বনামধন্য উকিল ধর্ম্মানুরাগী উদারচেতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত '**শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু**' নামক অপূর্ব্ব গীতিগ্রন্থখানি উড়িয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিমান্ ও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ শুদ্ধভক্তি প্রচার এবং মহা-প্রভুর প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বাস্তবিকই শোভনীয়। তাঁহার সেবা-চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিতা হইয়া উড়িষ্যার দ্বারে দ্বারে কল্যাণ কল্পতরুর সুকল্যাণ ফল বিতরণ করিতেছে দেখিলে গৌর ও গৌরভক্তগণ পরমানন্দিত হইবেন। তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গয়ায়—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী গৌরপদাঙ্কপূত গয়াধামে শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াধামগমন-রহস্যের কথা গয়াধামবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া এবং সেইস্থানে গৌর-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া গৌরকৃষ্ণের স্মৃতিপূজা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের আলোকচিত্রও গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া সেই স্থানে শ্রীগৌর-সুন্দর বৌদ্ধগণের নিকট যে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রচার প্রণালীর অনুসরণ-পূর্ব্বক হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরাধ্যক্ষ মোহান্ত নিবিষ্টচিত্তে মহাপ্রভুর সেই সকল অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমানকৃত্য বিতরন্ মানদেভ্যঃ।
নিত্যং কৃষ্ণনামকে স্মর বৈরাগ্যায়ুতাহে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ যথোপি যোগ্য।

গৌড়ীয়

সাম্প্রদায়িকতায় বৃথা ধর্ম্মবিদ্বেষকারক।
বহুমূর্ত্তিসেবিতায়ে বৈরাগ্যায় কল্প কল্পতে।
বিশ্ববিদ্বেষকে যার অমৃত
বিশ্ব বাঁচে, তারে কর তুচ্ছ।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ৬ নবেম্বর ১৯২৬	১২শ সংখ্যা

৮

সারকথা

কৃষ্ণ ও মায়াতে পার্থক্য কি ?

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩১)

গর্ব্বচোরীর প্রতি প্রভুর শিক্ষা কি ?

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—"মোর মন নহে মোর বশ।"
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭ ১১৮-১২০, ১২৪,)

প্রভুর জীব-উদ্ধার কি কি প্রকার ?

সর্ব্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তার বিবিধ প্রকার॥
সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-দ্বারে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ কাঁহা আবির্ভাবে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৪)

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য কিরূপ ?

ঈশ্বর-স্বভাব,—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অন্তরেবা বহি মানে আদ্য পরীক্ষা প্রসাদ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৭)

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি ?

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭৪-৭৭)

প্রভুর নিত্য-আবির্ভাব-স্থান কি কি ?

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর নাদন-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমানন্দে হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজিকার পূতবাসরটী বৈষ্ণব-স্মৃতির সহিত বিজড়িত। আজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের আরাধনা হরিদাসগণের নিকট কিরূপ আদরণীয় ও বরণীয়, তাহা ঔদার্য্যবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং গৌর-পার্ষদবর্গ স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। পরমহংস-কুলাগ্রগণ্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ ও শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের মাহাত্ম্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীগোস্বামিগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত অমর ভাষায় গোবর্দ্ধন-বাস-লালসা গ্রথিত করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। গোকুল-বাসিগণ গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ব্রজরাজ' নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়'-দশকে জানাইয়াছেন—

গঙ্গাকোটীরিকং বরাত্রিপদজারিটীরিকুণ্ডং বহন্
কন্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবায়াপ্যলং।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ-প্রৌঢ়-প্রসাদং দদৎ
প্রেয়স্তদ্ব্যতমোচ্চয়ং ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিপাদোদ্ভূত শ্রীমানসকুণ্ড এবং অমূল্যমণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে যিনি অবনত মস্তকে ভক্তির সহিত বহন করিয়া বৈষ্ণবরাজ শম্ভু অপেক্ষাও অতিশয় বরণীয় হইয়াছেন এবং যিনি শ্রীগোবিন্দের প্রৌঢ়-প্রসাদভাজন হইয়া হরি-নিজ-জনগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্তবনীয় হইয়াছেন, সেই হরিদেব-বর্য্য গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে ইহসংসারে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে?

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকে, আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপার অতিরিক্ত পুরুষই গোবর্দ্ধনবাসের যোগ্য।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি' যে না জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজ ভূমে বাস।"

শ্রীল ঘনশ্যাম ভক্তিরত্নাকরের প্রথমতরঙ্গে বলিয়াছেন—

"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক রূপ।
গৌর-শ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয়॥"

তাই সজ্জনগণ শ্রীশচীসুতের দীপে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনকেই 'ব্রজপত্তন' বলিয়া জানেন। সেই ব্রজপত্তনই শ্রীরাধাকুণ্ড। গোবর্দ্ধন-শ্রীচৈতন্যমঠে সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে পোস্তা পাইতেছেন। তাই, শ্রীআচার্য্য গাহিয়াছেন—

"শ্রীরাধিকা-দাসী-দেহি আশ্রিত করিতে সেবি,
যেন ছাড়ি অন্যবাদ ঘোর।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি,' গান্ধর্ব্বিকে, দিবানিশি
বিলসিব, সেবা পাই তোর॥"

শ্রীল দাসগোস্বামীর অমর-গীতিটী ও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে—

"নিকৃষ্টপতি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠেঽপি স্বপ্রিয়েণার্পিতোঽহম্।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তাবদূচুন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

হে গোবর্দ্ধন! অযোগ্য ব্যক্তিকে তুমি নিজসমীপে বাস-প্রদান কর না, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমার ন্যায় কপটী ও শঠ অযোগ্য ব্যক্তিকেও তোমার নিকটে বাসের যোগ্যতার একমাত্র মূলকারণ হয়। আমি অহৈতুক কৃপাময় তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি, এই হেতু আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।

শ্রীগৌরহরি ও গৌরনিজজনগণের নিষ্কপট পদাশ্রয়ব্যতীত জীবের গোবর্দ্ধন পূজা বা গোবর্দ্ধন বাসে অধিকার হয় না।

আজ শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সেবকগণের হৃদয়তন্ত্রীতে বিপ্রলম্ভের পরিপোষী শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটী বিরহ-গাথার করুণ সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া সেবোন্মুখ-জনগণকে নিত্যলীলার রাজ্যে আরও প্রোন্নত করিয়া তুলিতেছে। আজ ভূতপ্রাঙ্গণ হইতে বর্ণক্রোড়ে কেবল এই বিরহসেবনা-মাখা বিলাপগীতিই বহুত হইতেছে—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥

• • •

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গগুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

আজ গৌরাব্দে শ্রীপাদ নিতাই'র শেষ কৃপা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রকটতিথি। ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীবৈষ্ণব-গণের যে কিরূপ অর্চ্চনীয় বস্তু, তাহা গৌরনিত্যানন্দৈক-প্রাণ বৈষ্ণবগণই জানেন। সমগ্র গৌড়দেশবাসীর পক্ষেও ঠাকুর বৃন্দাবন পরম গৌরবের—আদরের ও পূজার বিষয়। তিনি বঙ্গের আদি কবি। অবশ্য গীত রচনায় ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে শ্রীচণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মগণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই কাব্য রচনা করেন নাই। শ্রীদামোদর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণকরণ' গ্রন্থও গীতমধ্যেই পরি-গণিত। ঠাকুর বৃন্দাবনের গৌরব ঘোষনা করিতে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সামর্থ্য নাই; তাই, স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ এই আদি কবিকে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' বলিয়া গুরুবৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন :—

চৈতন্য লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
• • •
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ॥

মহীয় আচার্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের গুণে 'কুরিতে' 'কুরিতে' লিখিয়াছেন—

ভাগবতে কৃষ্ণকথা ব্যাসের লেখনী যথা
তাঁর মর্ম্ম বৃন্দাবন জানি।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে ধর্ম্মে অনুকূল মতে,
গৌর কৃষ্ণে এক করি' মানি॥
• • •
শ্রীচৈতন্যভাগবত লীলামণি-মরকত,
চৈতন্য-নিতাই-কথাসার।
শুনে সর্ব্বকর্ণ কর্ণে, সহস্র-বৃদনে বর্ণে,
প্রভুরাজ মহিমা অপার॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীগুরুকৃপায় সেই পরম কারুণিক ঠাকুরের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দা-বনের অমর স্মৃতি তৎকৃত প্রভুরাজ ও তাঁহার বাল্যলীলা-ভূমি শ্রীমোদদ্রুম এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবাপ্রকাশসেবায় পুনরায় আমাদের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া আমাদিগকে নিত্যানন্দের নিকপট-ধামে নিযুক্ত করুন।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে ও আজ ঠাকুরের প্রভুরাজ পাঠ, ব্যাখ্যা ও তত্ত্বগাথাবলী-সংকীর্ত্তন-মুখে গীত হইয়া ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

মহামহিম বিশুদ্ধ-সত্য-ধর্ম্ম-প্রচারক বাগ্মিপ্রবর
পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার
সুযোগ্যতম সম্পাদক মহোদয়গণ—

মহাত্মগণ!

আমি একজন আপনাদেরই চিরাশ্রিত কৃপাকণা-প্রার্থী ২৫৯১ নং গ্রাহক।

১। অদ্য দুই বৎসর যাবৎ আপনাদের সম্পাদিত ও প্রকাশিত শ্রীপত্রিকা পাঠে পরমানন্দিত হইতেছি। এবং আপনারা যে বিশুদ্ধ-সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ তুলসী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাই এ জীবনে বহুদিন যাবৎ শালগ্রামশিলা পরিস্নপন-পূর্ব্বক, মনের সাধে ভগবান্ ও তদীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণারবিন্দে অর্ঘ্য দিবার জন্য কিছু পুষ্প চয়ন করিয়া দু'এক খানি মালা গ্রথন করিয়াছি। উক্ত গ্রথন বিষয়ে শ্রীপত্রিকা, আমার প্রধানতম গুরু এবং মহোদয়গণের প্রদত্ত কৃপাই এ দীন অজ্ঞমতির একমাত্র সম্বল হওয়ায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীপত্রিকায় তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া এ কলুষিত জীবনকে ধন্য করিতে একান্ত ইচ্ছা করি। কারণ মহোদয়-গণ সত্য-বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক এবং শ্রীপত্রিকার পাঠকগণও সত্যধর্ম্মানুরাগী, ইহাই মাদৃশ বালকের দৃঢ় ধারণা। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অদ্য লিপিবদ্ধপূর্ব্বক মহোদয়দের নিকট পরীক্ষা প্রদান করিতে আসিয়াছি। মহোদয়গণ পাঠপূর্ব্বক এই অজ্ঞজনকে স্ব-স্ব অভিমত ও ভ্রম প্রমাদাদি জানাইলে এই অজ্ঞাধম চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে ও অপ্র-কাশিত বিষয় গুলি ক্রমশঃ শ্রীপত্রিকায় কবিয়া দীন জীবনকে ধন্য বোধ করিবে।

আপনাদেরই চিরানুগত—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব গোস্বামী
(পঞ্চপাত্রী-ভক্তিরঞ্জন-বিদ্যাবিনোদ-পুরাণরত্ন)
সম্পাদক শ্রীশ্রীভক্তি-ধর্ম্ম-মণ্ডল ও শ্রীশ্রীহরিনাম-
প্রচারিণী সভা।

"জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভক্তি আশ্রয়"

আমরা সকলে সদ্গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক কপটতাশূন্য এবং দেবানাদৈন্যব্যাপারাদি-বর্জ্জন ও যথেষ্টীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গে একমনপ্রাণে শ্রীহরির অন্বয়চরণারবিন্দে প্রণত হই।

এই প্রপঞ্চিকাত্মক প্রাপঞ্চিক মর্ত্যজগতে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে প্রপীড়িত ও অশান্তিসাগরে নিমগ্ন ভগবদ্ভাবাদি-শূন্য নাস্তিকবৃন্দ, জীবগণ সুখ-শান্তির আধার সকলেই লালায়িত। সেই সুখাভিলাষী আতুর জীবকুল তজ্জন্যই বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন মার্গের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের পদাশ্রিত হয়।

কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ ও কেহ নানাদেব-দেবীর উপাসনাদি নানামার্গের অনুষ্ঠানকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিশূন্যতাদোষ হেতু ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উহা কিঞ্চিন্মাত্রও জীবের আত্মমঙ্গলকর না হইয়া বৃথা শ্রমেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই বেদবেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি আছে ;—

ধর্ম্মঃস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৮ শৌনক প্রতি সূতোক্তি :—

অর্থাৎ নৈমিষারণ্যে মহাযোগি সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিবৃন্দকে বলিতেছেন, হে মুনিবৃন্দ ! লোকে যাহা ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তাহারা যদি হরিকথাশ্রবণে রতি উৎপাদিত না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল, সে ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ও ঘোষণা করিয়াছেন—

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৩ পঃ

এই সংসারটী একটী রঙ্গমঞ্চ। এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে জীবগণ, প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, সে সেইরূপ ভাবে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ মানব, কেহ পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন অভিনয় করিতেছে। আবার ইহজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে, তাহা জন্মজন্মান্তরেও সে সেইরূপ ভাবেই স্ব স্ব ভোগবাসনোপযোগী দেহ পরিগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলসকল উপভোগ করে।

শাস্ত্রপাঠে দৃষ্ট হয়, ঋতু সমাগমে বৃক্ষ-চিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মফলসকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহধারিগণ সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং যেমন সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস এক স্থানেই বিচরণ করে বটে, কিন্তু দুগ্ধপানকালে বৎসগণ আপন আপন মাতাকেই লাভ করিয়া থাকে,—

যথাধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্॥

মনু সংহিতা

যথার্হ নিয়ান্যতঃ স্বয়মেবোপপদ্যতে।
স্বানি স্বানি হ্যভিপ্রপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

মনু সংহিতা

কিন্তু ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যদাদেহমনুসংধত্তে তদেবাসৌ বিন্দতি মাতরম্॥

গার্গ্যসংহিতা

আবার কর্ম্ম করিয়া ফাঁকি দেওয়ারও সুযোগ নাই। শাস্ত্রবাণী আছে,—

সন্ধ্যোহগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোম সন্ধ্যাহনী দিশঃ।
ক উভঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহস্য সাক্ষিণঃ॥

অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, পবন, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী এবং ধর্ম্ম ইহারা দেহীদিগের বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত কর্ম্মের সাক্ষী ; ইহাদের চক্ষুর অন্তরালে কোথায় চুরি অথবা সুকর্ম্ম করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহাতে আবার যিনি তোমাদের পাপ পুণ্যের ফলদাতা, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে।

মানব ! বর্ত্তমানে আমরা যে সকল কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছি, তাহাতে আমরা কিসের পরিচয় করিতেছি ?—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ
সমানাঃ॥

হিতোপদেশ—

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন লইয়া ব্যস্ত থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না, কেবল মাত্র পশুত্বেরই পরিচয় প্রদান করা হয় মাত্র। ধর্ম্মই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, তদ্বিহীন হইলে পশুর সমান। সেই ধর্ম্মই হইতেছে, আমাদের আত্মার আত্মা অধোক্ষজ শ্রীহরির

চরণারবিন্দে অহৈতুকী, নিত্যা ভক্তিস্থিতা ভক্তি। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে"

প্রাচীন কবি মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

ওরে মন! তিল আধ নাহিক চেতন।
রাত্রিদিন সংসার- চেষ্টাতে হইলি ভোর,
তুলি রোলি মাথার কারণ।
পাইয়া মানুষতনু, করহ পশুর কর্ম্ম,
বুঝি দেখ, আপনার মূল।
সে আহার নিদ্রা করে, স্বপন সহিতে চরে,
তবে কিসে নর সমতুল।
দশ জন পূর্ব্বজন্ম, যেমন করিছ কর্ম্ম,
তাসিলে কি যায় পাও।
চন্ডীদ্বি এ নরতনু শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
কিছে কেন নিষ্ফল গোঙাও॥

হিন্দুস্থানী কবি গাহিয়াছেন—

এক রাহমে দোউ হোয়, তুলসী মূত্ আউর পুত্।
ইয়ে ভজেতো পুত্ হি, নহিতো মূত্কা মূত্॥

অর্থাৎ হে তুলসি! মূত্র আর পুত্র এক পথ হইতেই জন্মে। কিন্তু যে পুত্র সংসারে আসিয়া ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহাকেই প্রকৃত পুত্র বলা যায়, নতুবা ভগবদ্ভক্তিহীন পুত্র মূত্রেরও মূত্র অর্থাৎ তাহাকে মূত্র অপেক্ষাও হীন জানিবে।

আমরা যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণাভিমান বা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাদি আশ্রমাভিমান করিতেছি, তদ্দ্বারা বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত তদ্দ্বারা বর্ণাদির অভিমান করিবার অন্য কি উপায় আছে? যেমন "গলকম্বলমন্ধং গোত্বম্" অর্থাৎ গো-জাতিকে চিনিতে হইলে, ইতর পশু হইতে ভেদ করিবার উপায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা হয়। কারণ গো-জাতিরই গল-কম্বল আছে, অন্য পশুর নাই। কিন্তু আমাদিগকে পরস্পর চিনিয়া লইবার জন্য ভিন্ন অন্য আর কি উপায় আছে? তাই কোন প্রচ্ছন্ন বর্ণের জাতি নির্ণয় করিতে হইলে তাহার কর্ম্ম ও আচার দেখিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। যথা,—"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ জাতি প্রচ্ছন্নই থাকুক, বা প্রকাশিতই থাকুক, বর্ত্তমান কর্ম্মদ্বারাই তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। আরও "যস্মর্থা বিপরীতা বা ন সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" অর্থাৎ যাহার বিপরীত অর্থ যে স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় তাহা কখনও স্মৃতি নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। সেই মতই বলিতেছেন,—

বর্ণোত্তমেঽধমজাতঃ নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যকর্ম্মণি রমন্তং তথা ব্রাহ্মণমুপাসীত॥

অর্থাৎ যদি কোন বর্ণসঙ্কর হইতে পরিত্রাই, অজ্ঞাত-কুলশীল নিকৃষ্ট জাতি হইতে উৎপন্ন অনার্য্য ব্যক্তি হয়, এবং আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম বা ব্যবহার দেখিয়া তাহার বর্ণ বা জাতি নির্ণয় করিবে। পুনশ্চ বলি,—

এই জাতি লইয়া আমরা যে এত চেঁচামেচি করিতেছি, বল দেখি—এতরূপ ভেদ কি সৃষ্টির আদিতে ছিল? তখনত সকলেই এক বর্ণ বা জাতি ছিল, পরে গুণ-কর্ম্মাদি দ্বারা চারিবর্ণবিভাগ হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" তখন কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে আরও শাস্ত্রবাণী—যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এক এব পুরা বেদঃপ্রণবঃসর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একাগ্নি র্বর্ণ এব চ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিল, একমাত্র নারায়ণই সকলের উপাস্য ছিল। ইহা ভিন্ন কেহ আর অন্য কিছুই জানিত না। ইহার অনন্ত প্রমাণ সত্ত্বেও তারকব্রহ্ম নাম "নারায়ণপরা বেদা নারায়ণ-পরাক্রতাঃ। নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ।" এবং অগ্নিবর্ণ বা জাতি এক ছিল, এই এক বর্ণের নাম হংস যথা—"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।" সেই হংসকে কেহ কেহ দুইভাগে বিভক্ত করেন, যাহারা এই হংসবর্ণের মধ্যে 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহারাই 'পরমহংস' বৈষ্ণব নামে অভিহিত ছিলেন। তখনীন্তন সময়ে সকলের ধর্ম্মই যে একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের কি আছে? যেহেতু সকলেই নারায়ণ-উপাসক ছিলেন। আর বৈষ্ণবের লক্ষণ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

যথা—গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

এখনও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যে কোন বর্ণী বা আশ্রমী এই 'বৈষ্ণব' ধর্ম্মে দীক্ষিত হন তিনি আর তাহার পূর্ব্ব বর্ণে পরিচিত না থাকিয়া একমাত্র 'শ্রীবৈষ্ণব দাস' নামে পরিচিত হন। তাঁহার শিষ্য বা বৈষ্ণবদাস-গণেরও নাম হয়।

তাই হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

তাঁরি জাত্ পাঁতি হরি ভজিসে, এক বরণ সো যায়।
(তাঁহারা) জাতিপাতিমে পরল্ নাপায়ে, এক মূলকে বিকায়॥

জ্যোতিষী—

শাস্ত্রীয় বচন ও অনুসন্ধান করিয়া এতদ্বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয়—

যথা—প্রবুদ্ধে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

পাদ্মে।

প্রাচীনকালে যে সকলেই পরমহংসবৈষ্ণবদাস ব্রাহ্মণ বা হংসবর্ণ ছিলেন তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনপ্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"

অর্থাৎ আদিকালে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিল না, জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন। পরে সমাজের সুশৃঙ্খলতা সাধন ও অভাবপূরণ উদ্দেশ্যে অথবা গুণকর্ম্মের বন্ধন পরস্পর পার্থক্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইল। যেহেতু ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় "মহাভারতে" বনপর্ব্বে অজগর-পর্ব্বাধ্যায়ে সর্পরূপী রাজা নহুষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কে হইতে পারেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যাহাতে সত্যপরায়ণতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, অনিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দয়া এই কয়েকটী গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাজ! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি নানশাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে। পুনরায় কিরূপভাবে সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণেতে পরিণত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও প্রাচীন প্রামাণিক ইতিহাস শ্রীমহাভারত বলিতেছেন—

১। "কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

২। গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্ণোপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥

৩। হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ রজোগুণ প্রভাবে কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধ-পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে নিপুণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেন। যে সকল দ্বিজ রজস্তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্য হইলেন। এবং যে সকল দ্বিজ তমোগুণপ্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র মিথ্যা-প্রিয় লোভী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়া, সর্ব্ববিধ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলেন তাঁহারা শূদ্র হইলেন। আরও শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং" অর্থাৎ ব্রাহ্মণও শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৪।৫) বর্ণিত আছে, সত্যকাম জাবাল লক্ষণ দ্বারাই গুরুকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রেও তাহাস্বরে বলিয়াছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কঃ

অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যদি বর্ণান্তরের ব্যক্তিতেও সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকে সেই বর্ণেই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত শাস্ত্রেও বলিতেছেন—

"ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ-কারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে; গুণই কল্যাণ কারক। চণ্ডালও যদি বৃত্তস্থ হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণোচিত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ'

বলিয়া দেবতাগণ বলিয়া থাকেন। কেবলমাত্র বৃত্তই বর্ণের জ্ঞাপক। মহাভারতে বনপর্ব্বে যথা—

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্পং বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতত্র ভবেৎ সর্পং তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।

অর্থাৎ শূদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কখনই ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না। শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শূদ্র হয় তাহা নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তাহাও নহে।

হে সর্প! আমি যে কয়েকটী গুণের কথা বলিলাম, সেই গুণ কয়েকটী যদি শূদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে; আর যদি ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও কেহ এ সকল গুণের ভাজন না হয়, তাহা হইলে তাহাকেও শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যেমন সর্ব্বাগ্রেই বর্ণশিক্ষার প্রয়োজন নতুবা পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার হয় না এবং বিদ্যোপার্জ্জন না করিতে পারিলে ভাল কাজে অর্থপ্রাপ্তি, জীবিকানির্ব্বাহ, যশ, শান্তিও ঘটে না। আবার যেমন পরলোকের কৌশল বা আত্মহত্যার উপায় শিক্ষা করিবার জন্যই বর্ণপরিচয় বা বিদ্যাভ্যাস উচিত নহে, তদ্রূপ জীবের আত্মমঙ্গলের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'বর্ণাশ্রমাচারবান্' হওয়া একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি বিষ্ণুসেবাপর 'দৈব-বর্ণাশ্রম' না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধাত্মক 'অদৈব' বা 'আসুর' বর্ণাশ্রম হয়, তবে তাহা জগজ্জঞ্জালকর ও আত্ম-বিনাশকর কৈতব মাত্র।

প্রশ্নোত্তর মালা

অধীনের বিনীত নিবেদন এই—

প্রার্থনা করি আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আপনারা শ্রীপত্রিকাযোগে দেশের ও সমাজের যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। মনে হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনাদের যোগে তাঁহার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জন-সমাজে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য জয়যুক্ত হউক, এবং আপনারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাভাজন হইয়া জয়যুক্ত হউন। আপনাদের শ্রীপত্রিকার অন্য সকল সম্বন্ধে যথোচিত সমালোচনা প্রকাশ করিলে জনসমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমাদের অবস্থা আপনাদের অবিদিত কিছুই নাই। একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সকাতর নিবেদন এই—

আপনার শ্রীপত্রিকায় আমরা মফঃস্বলবাসী অধম পণ্ডিত-গণের প্রতি দয়া প্রকাশে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি প্রকাশ করিয়া তৎসম্বন্ধে সমালোচনা ও মীমাংসা করুন, (পাছে ধরিয়া এই প্রার্থনা) ইতি ১৩১৩ সন ১৩ই ভাদ্র।

প্রশ্ন।

১। (ক) শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে "বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিতে নাই" এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অথবা জাতি-ভেদ কি পরিমাণ রক্ষিত হইয়াছে?

(গ) বর্ত্তমান সময়ে ঐ রূপ জাতি-ভেদ কত দূর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়?

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি?

(ঙ) আত্ম-ধর্ম্ম হইয়া শক্তিতে স্থিত না হইলে বৈষ্ণবত্ব হয় কি না?

(চ) এতদ্দেশে গোস্বামিগণ নহ প্রধান করিয়া যে সীতা দেন ঐ সব গৃহিগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞায় পড়েন কি না? পড়িলে কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব?

২। (ক) বৈষ্ণবের পক্ষায় মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্টের ব্রাহ্মণের গ্রাহ্যীয় কি না?

(খ) এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের প্রসাদ জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের গৃহী বৈষ্ণব এক পংক্তিতে গ্রহণ করিতে পারে কি না? এতৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি?

৩। (ক) ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন কি প্রকারে হইয়াছে?

(খ) ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের

অন্তর্গত কি না? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বাস্তিক্রম আচরণ করেন কি না? করিলে কোন্ কোন্ বিষয় করেন? কোন্ সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে?

(গ) এতদ্দেশে যে ভেকধারী বৈষ্ণবগণ আখড়া স্থাপন করেন, ও সেবাধারী রাখেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত কি না? এই সব ভেকধারী বৈষ্ণবগণের কল আচরণীয় কি না ও তাঁহাদের সঙ্গ করণীয় কি না?

(ঘ) এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপোলক্ষে যে মহোৎসব হইয়া থাকে তাহাতে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণকে বৈষ্ণবজ্ঞানে নিমন্ত্রণ করা যায় কি না?

(ঙ) এই শ্রেণীর ভেকধারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-কার্য্য হইতে পারে কি না? এবং ঐরূপ সেবার প্রসাদ গৃহী বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় কি না?

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীসুরেন্দ্র কিশোর কর, উকিল, বালিচপুর।

উত্তর

১। (ক) শ্রীব্রহ্মসূত্রকার ও তদ্ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবচনকার-কর্ত্তা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্ব্ববৈষ্ণবের পূজ্য। শ্রীপদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ" প্রভৃতি বাক্যে এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস' ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থে—

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে॥"

প্রভৃতি অসংখ্য বাক্যে যে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সদ্গুরুপদাশ্রিত অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ কর্ম্মমার্গীয় প্রাকৃত-জীব-বিশেষ নহেন। 'দীক্ষা' শব্দের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধগ্রন্থ-প্রাণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

অর্থাৎ যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন। আরও দৃষ্ট হয়—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

অর্থাৎ "নৃণাম্" পদে দীক্ষিত সকলেরই 'দ্বিজত্ব'—পদে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ৩৭ সংখ্যায়—**"দীক্ষালক্ষণধারিণঃ"** পদের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পুনরায় লিখিয়াছেন,—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি বিপ্রকায়া ভগবদ্ভক্তিবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ **যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু** ধারণাদীনি তথা কুশ-মৃগাদি **তুলসী-মালাজুহ্বাদি** ধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শ্রীল গোস্বামিভি তথা তে" শ্রীল সনাতনকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৩।৪৪। পুনরায় দৃষ্ট হয়—

"তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীল-সনাতনগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত জীবকুলকে সতর্ককারী লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও দৃষ্ট হয়—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ—প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

পুরুষ যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে (শরণাগত পুরুষকে) 'আত্মসম' করিয়া লন।

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তা'রে করে তৎকালে আত্মসম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০০

শাস্ত্র বলেন, "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ",—অদেব কখনও দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারে না। দীক্ষিতব্যক্তি বা

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বিষ্ণুর নিত্যাশ্রাদক। বৈষ্ণবে 'জাতিবুদ্ধি' করিলে একাধারে 'বিষ্ণু', বিষ্ণুর আরাধনা বা ভক্তি ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করা হইল। "যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি প্রাকৃত কর্ম্মফলীয় ব্যক্তিই হউন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি প্রাকৃতবর্ণের অন্তর্গত অথবা দীক্ষিত হইবার পরও দীক্ষাভিনয়ের পূর্ব্বের অবস্থায়ই অবস্থিত"—এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিতে সাম্যবুদ্ধি, এক কথায় নামমন্ত্রে বা ভক্তিতে অবিশ্বাস অপরাধী জীবেরই ঘোর অপরাধের পরিচায়ক।

"দীক্ষিত ও অদীক্ষিতে—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতে, শ্রীবিষ্ণু-পাদোদক ও কূপজলে, শ্রীশালগ্রামে ও রাস্তার পোরায়, শ্রীমহাপ্রসাদ ও ডালভাতে, শ্রীনামমন্ত্র ও আভিধানিক শব্দে সাম্যজ্ঞান করিও না, জীবের অজ্ঞতায় উভয়ই দেখিতে সমান হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ"—ইহা কুকুর-শূকরাদি-তুল্য দেহে "আমি ও আমার" বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত জীবগণকে জানাইবার জন্যই "বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিতে নাই"—এই বাক্য মহাজনগণ বলিয়াছেন।

কিন্তু প্রাকৃত জীবের বহির্ভাব থাকাকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না—বুঝিয়াও বুঝেন না—শুনিয়াও শুনেন না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-চালিত অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞান-প্রতারিত। তাঁহারা মনে করেন, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগন হইতে উদিত হইলেন, তখন নিশ্চয়ই ঐ পূর্ব্বদিক সূর্য্যোদয়ের কারণ বা জনক স্বরূপ। কোনও বৈষ্ণব যখন কোনও উচ্চ বা নীচ কুলে আবির্ভূত হইলেন, তখন প্রাকৃত-সহাজিয়াদি-লোক সকল মনে করে যে, এই বৈষ্ণব অমুক নীচের বা উচ্চের সন্তান সুতরাং সেই জাতি-কুলের অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বৈষ্ণব' উত্তম বা অধমকুলে অবতীর্ণ হইলেও, তিনি সেই 'উত্তম' বা 'অধম' কোন কুল-বিশেষেরই অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তম-কুল অর্থাৎ কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহাকে পুণ্যের অধীন জীববিশেষ জ্ঞান করাতে তদ্রূপে অপরাধ কৃত হইল। কারণ পাপ-পুণ্য—উভয়ই হেয়তা ও অবরতাযুক্ত প্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের অধীন নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান যে, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসানুদাস। পরমহংস বৈষ্ণবগণই—জগদ্গুরু; তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত সাধক অর্থাৎ পরমহংস-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক বিষ্ণুসেবাপর, তাঁহারা বৈষ্ণববর্ণাশ্রমে অবস্থিত। তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবদাস বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণগণকে সমজ্ঞান করিলে 'বা বৈকুণ্ঠবাসী পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ নশ্বর ও প্রাকৃত পুণ্যবানের ন্যায় —সাধু ভগবদ্ভক্তের বিচারে পরিত্যাগের বস্তু—আশা করিতেছেন'.—এরূপ বিচার করিলে অজ্ঞতা বা অপরাধেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(খ) দৈব-বর্ণাশ্রম শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতিকূল নহে। কারণ রায়-রামানন্দ-সংবাদে "রাধা-কৃষ্ণে বক্তা শ্রীচৈতন্য" আপে দৈব-বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-পালনে সেবার নৈতিক বা ধর্ম্ম-জীবনস্থিত হয় বলিয়াই বিষ্ণুপুরাণের বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। তবে অদৈব বর্ণাশ্রমী বা নামমাত্র-বর্ণাশ্রম-পরিপালনকারিগণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধকেই বা কর্ম্ম-মার্গে বিচরণকেই 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন, তাহা তাঁহাদের বিবর্ত্তজ্ঞান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভাগবত সমস্বরে গাহিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত অমল-প্রমাণ-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌরসুন্দর সম্মানিত জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ সেই বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধর স্বামীর টীকা—শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো নৃণাং ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ। (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

অর্থাৎ মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবে (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ-নিরূপিত হইবে না)।

শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার

ভক্ত 'যস্য ব্রহ্মকণম্' শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই এরূপ ব্যক্তিতে পঞ্চ দমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতি-নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ না করিয়া লক্ষণ দ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অন্ধপ্রতাপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

স্বভাব বা বৃত্ত অনুসারে বর্ণ-নির্ণয়ই ভাগবত, ভারত, জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও যাবতীয় আচার্যগণের অভিমত। আচার্য শ্রীধরস্বামী বলেন, স্বভাব দ্বারা বর্ণ নিরূপণই মুখ্য ব্যবহার। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সহজ নির্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান 'অপবিত্র' কৈলা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।২৭৪-২৭৭)

অতএব বিষ্ণুসেবাপরায়ণ নির্মৎসরগণই 'ব্রাহ্মণ'। তাঁহারা বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রসংগণের আনুগত্যে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্মে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুসেবা করিতে করিতে নৈসর্গিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন এবং নিরপরাধে অহৈতুক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ফলে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া নিত্য স্বধর্ম বা সর্ব্ব-সাধ্য-সার অর্থাৎ সাধনের সিদ্ধি প্রেম-ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া লোক-শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আত্ম-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগগণ প্রাকৃত বিচারপরায়ণ নাস্তিক ব্যক্তিগণের ন্যায় জাতিভেদ বা 'দুৎমার্গ পরিত্যাগ' প্রভৃতি কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—বিষ্ণুভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি কর্ম্মবাধ্য জীব নহেন, তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই। তিনি অতোজার সালোড়িয়াকেও বৈষ্ণব জানিয়া তাহার গৃহে ভিক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীল ঠাকুর উদ্ধারণ প্রভৃতির পাচিত অন্নও গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব যে কোনও কুলোদ্ভূতই হউন না কেন, তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। ইহার সাক্ষ্য তিনিই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য দ্বারা ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করাইয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

(গ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগ আচার্যগণ কেহই ভগবদ্ভক্তিহীন বিতণ্ড নাস্তিকতা অবলম্বনে সমাজ হিতৈষিতার নামে যে জাতিভেদ বা নাম-মাত্র জাতিভেদের গণ্ডী গড়িবার বা ভাঙ্গিবার প্রয়াস, তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারণ ঐরূপ প্রাকৃত কর্ম-নাশীর মনোধর্ম্মোত্থ চেষ্টার মূলে হরিবিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ হরি-বিমুখতার প্রাবল্যকেই 'সমাজ হিতৈষিতার' নাম করিয়া কোন এক সম্প্রদায় নামমাত্র জাতিভেদ রক্ষা করিবার জন্য ধরবান্ আবার আর এক সম্প্রদায় ঐ নামমাত্র গণ্ডীকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে স্রোতে ভাসাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। ঐরূপ উভয় চেষ্টাই প্রাকৃত।—

"এই ভাল এই মন্দ সব মনো-ধর্ম্ম"।

অতএব ভক্তগণের উপেক্ষার বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবর্ণাশ্রম পুনঃ স্থাপিত হইলে পুনরায় ভারতের ধর্ম্মগগন প্রোজ্ঝিত ভাগবতার্ক মরীচিমালায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া সমগ্র জগতে পুনরায় নির্ম্মল কিরণ বিকীর্ণ করিবে। এই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনরুদ্গমে আচরিত হয় বলিয়াই ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা রহিয়াছে।

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ' পদে—যিনি বিষ্ণুসম্বন্ধে দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিষ্ণু-সেবায় তৎপর হইয়াছেন।

(ঙ) 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে 'তটস্থা শক্তি' বুঝায় না। জীব শক্তিকেই 'তটস্থা শক্তি' বলা হয়। তটস্থাবস্থায় প্রকৃত-পক্ষে অবস্থিতি হইতে পারে না। জল ও স্থলের মধ্যস্থিত

সূক্ষ্ম রেখাকে 'তট' বলে। যেমন তটদেশে দণ্ডায়মান-ব্যক্তি জল ছুঁলে, না ছুঁলে অবস্থান করে কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম তটপ্রদেশে দাঁড়াইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও তটস্থাবস্থায় থাকিতে পারে না। 'জীব' হয় মায়ার প্রতি উন্মুখ হয়, না হয় ভগবদুন্মুখ হইয়া থাকে। 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে জীবাত্মার নিত্য-স্বাভাবিক ধর্ম—তাহারই নাম বৈষ্ণবতা বা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম', যেখানে আত্ম-স্বরূপের বিস্মৃতি, সেই স্থানে জীবের স্বরূপধর্ম্ম যে 'বৈষ্ণবতা', তাহা সুপ্ত।

(চ) প্রশ্নকর্ত্তা 'গোস্বামিগণ' বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টভাবে না জানিলে উত্তর দেওয়া সঙ্কট-জনক। 'গোস্বামী' শব্দে সাধু, শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ নিত্যহরিসেবাপ্রায়ণ ত্যাগিকুলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে 'জাতি-গোস্বামিবাদ', 'জাতি বৈষ্ণববাদ' প্রভৃতি কিছুকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা গোস্বামী বা আচার্য্যগণানুমোদিত নহে। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা হরিবিমুখতা-মূলেই এইরূপ নানামত-বাদের প্রচার। 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধিগণ' কখনও 'গোস্বামী' পদবাচ্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রের কোনস্থানে এইরূপ উদাহরণ নাই। তবে সর্ব্বত্রই যখন ভগবদ্ভক্ত উদিত হইতে পারেন (তদ্বৎ কুল বা বর্ণ উহার কারণ নহে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিঃহেতুক ইচ্ছাই তাহার কারণ; দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদের আবির্ভাব হয়), তখন যদি কোন জাতি গোস্বামী বা জাতি-বৈষ্ণবকুলেও কোন মহাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক উদিত হন, তবে তিনি ক্ষুদ্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে জগতে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবন চেষ্টাই প্রদর্শন করেন। ঐরূপ চেষ্টামূলে কোন প্রাকৃত আদান-প্রদান নাই। ঐরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির প্রচারক গৃহব্রত-ধর্ম্মের বা কর্ম্মমার্গের প্রচারক নহেন। যদি এইরূপ গোস্বামিগণ এতদ্দেশে কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐরূপ দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'বৈষ্ণব'। কিন্তু জগতে প্রচলিত গোস্বামিব্রুব-গণের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয়কারী বৈষ্ণবব্রুবগণ প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে নির্ম্মুক্ত হন না বলিয়া তাঁহারা 'প্রাকৃত সহজিয়া' বা 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

২। (ক) বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বা তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমহাপ্রসাদ ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মার অদস্তন 'ব্রাহ্মণ', তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমহাপ্রসাদকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বৈষ্ণবমাত্রেই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা মনঃকে বিষ্ণুভক্তির অধীন অর্থাৎ অনুকূল না করিয়া মনঃকে অবৈষ্ণব-মনোধর্ম্মের অধীন করিয়াছেন, এক কথায়, যাঁহারা শরণাগতের অনুকূল-বিষয়গ্রহণ এবং প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জন লক্ষণ হইতে অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত, তাঁহারাই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া বিষ্ণুভক্তিকে গৌণ মনে করিতে পারেন। তাই, ঐরূপ বিচারের প্রতিকূলে প্রচার করিবার জন্যই আচার্য্যবর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করাইয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবশাস্ত্রানুযায়ী' প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ, যথা :—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তত্তক্ষণে দ্বিজাঃ॥

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে-কিছুদ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না।—

ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাত্র বর্ত্ততে পুনঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৯ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

কৃষ্ণস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদ্ভূমৌ পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কৃষ্ণের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।

অশুচির্বা যদাচারো হরিং স্মরেৎ সদা শুচিঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল্যা বিচারণা।

(ব্রহ্মপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১২-১৩)

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে।

বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বালিয়াটী শ্রীগৌরগদাধর-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

[প্রাপ্ত]

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রামে গত ১৩৩০ সনের ফাল্গুনমাসে উক্ত গ্রামবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হন। বালিয়াটী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই ভাগ্যবান্। তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি। এক বৎসর কাল অতীত হয়, এই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যরাজ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপার অনুকম্পায় শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বালিয়াটীর অনেক গ্রামবাসীই উক্ত শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠের সেবা এতাবৎকাল নানাপ্রকারে করিয়া আসিয়া আপন আপন জীবন ধন্য করিতেছেন এবং আমাদিগকেও ঐসেবায় প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করিতেছেন; নতুবা আমরা আজ গড্ডালিকা প্রবাহে কোথায় নীত হইতাম তাহা জানি না। কালের গতি অনুসারে প্রায় সকল দেশই বাস্তিচারের করাল কবলে-কবলিত। এ হেন দুর্দ্দিনে স্থানীয় অধিবাসী তাঁহাদের চেষ্টার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে বালিয়াটী গ্রামে এখানে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগকে যেরূপ সৎসঙ্গ প্রদান করিতেছেন, তাহা ত্রিভুবনে দুর্লভ।

বর্ত্তমানকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ সমগ্র বৈষ্ণব-জগতে একমাত্র শুদ্ধভক্তিভাবং কৃষ্ণৈকশরণ পরমহংসচূড়ামণি। সুতরাং তিনি গুরুবর্গ। গুরুবর্গ কখনও লঘু নহেন। তাই তিনি আমাদের সকলেরই গুরুদেব।

তাই গুরুদেব অপার কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে আজ রুক্ষদলে বলী করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিজজনগণকে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মূর্ত্তি স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। ইহা কার্ত্তিক মাসিতে শ্রীমদ্ভাগৌড়ীয়মঠের প্রচারক কয়েকজন গুরুবৈষ্ণব শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শুভ বিজয় করিয়া শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও শ্রীশ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহিত শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি অধিষ্ঠান উপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া সমগ্র গ্রামবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

উৎসব দিবস ৩রা কার্ত্তিক বুধবার প্রাতে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ হইতে বহু পতাকা সুশোভিত হইয়া এক নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হন। সমগ্র গ্রামবাসী উক্ত কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে "হরি ব'লে মোদের গৌর এলো। এবারে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো খেলো রে" গানটী কীর্ত্তন করিয়া করিয়া নগর পরিক্রমা করেন। গ্রামাভ্যন্তর খলিলাবাদে গমনপূর্ব্বক প্রতি দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম-বিতরণ করেন।

প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্ত্তন চলিয়াছিল। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু নগরসংকীর্ত্তনের মূল গায়ক হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে পুনরায় কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইতে লাগিল। বহু লোক এই কীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক মানব জীবন সার্থক করিলেন। সন্ধ্যার পর অধিবাস-মহামহোৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত সমবেত হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের জয়ধ্বনি দিয়া প্রভূত উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শুনিয়া আমাদের অনেকেরই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ যথা-শাস্ত্র অভিষেকাদির পর শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবস

যেমন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কারে জল-তুলসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্মৃতি ভক্ত-হৃদয়ে পুনরায় জাগিয়া উঠিল। কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রি ; ঘন ঘন হরিধ্বনি তাহাতে, উলু উলু ধ্বনি, মহাসংকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, শঙ্খ, কাঁসর, চক্কা সমবেত স্বরে বাজিয়া দিগ্বিদিগন্ত ভেদী এক মহা ঐকতানের সৃষ্টি করিল।

অতঃপর ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠের একনিষ্ঠ সেবক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত সুদর্শন শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উক্ত দিবস শ্রীশ্রীগৌরগদাধর প্রভু বেলা ১১টার সময় শ্রীমন্দিরে মওড়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রদত্ত সুরম্য শ্রীসিংহাসনে শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ অধিষ্ঠিত হইলেন। দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বালিয়াটী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সন্ধ্যার সময় শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিষয়ে বহু কথা সরলভাবে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পূর্ব্ব-সঞ্চিত ভ্রান্তি নিরসন করেন। ক্রমাগত তিন দিবস এই বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠের একনিষ্ঠ সেবক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরগদাধর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দুইটী সুচারু স্বর্ণ সনপদক প্রদানপূর্ব্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হইয়াছেন। তাঁহার সেবা-বৃত্তি বিশেষ প্রশংসার্হ।

শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটী, নারিকগঞ্জ, ঢাকা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়—ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে গত ২৯শে আশ্বিন শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব-বাসর হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসকাল কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অপূর্ব্ব সেবা-দক্ষতা, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী-গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত প্রভৃতি মহাত্যাগণের অপূর্ব্ব গুরুগৌরাঙ্গসেবা-প্রবৃত্তি পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ করিবার সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যহ শ্রীনগরসঙ্কীর্ত্তন, নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম প্রচার, শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, সাধারণস্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান ও নিত্যাসংরক্ষণ-কল্পে শীঘ্রই শ্রীমঠ হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী-গ্রন্থ "শ্রীমধ্ববিজয়" রচয়িতা শ্রীমধ্বের শিষ্য-বৃন্দের অন্যতম পণ্ডিত ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র কবিকুল তিলক পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ রচিত শ্রীমণিমঞ্জরী নাম্নী একটী ভক্তগণের আদরণীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রন্থটী সানুবাদ প্রকাশিত হইবেন। গ্রন্থ বৃহৎ।

গত ১৩ই কার্ত্তিক ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীনিত্যানন্দাগ্রজ "শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রকট মহামহোৎসব" সংকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচারকবর্গ ঢাকা করোনেশনপার্কে সর্ব্বসাধারণের নিকট বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের মাসব্যাপী দীর্ঘ মহামহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের স্মৃতিপূজা যথাবিধি বিহিত হইতেছেন। মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু বৃন্দাবৈষ্ণব মধ্বমুনির প্রকটোৎসব যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের অপ্রকট-মহামহোৎসব ১লা কার্ত্তিক তারিখে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুরের অপ্রকট-মহা-মহোৎসব ও ৮ই কার্ত্তিক সোমবার কৃপানুগ গুরুবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট-মহামহোৎসব বিশেষ-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের উৎসবের দিবস বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের জীবন-চরিত ও শিক্ষা—আলোচনা এবং সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার' গীতি—কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-

চন্দ্রিকা ও মহাপ্রসাদে বিতরিত হইয়াছেন। বহু সন্ন্যাস ও ভক্তমহোদয়গণ শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অদ্য ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর প্রকট-মহোৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইবে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সজ্জনাগ্রগণ্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মহাশয় 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' প্রকাশের আংশিক আনুকূল্য করিয়া গৌরনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রভূত শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে একান্ত প্রার্থনা।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক, কায়স্থকুলপাবন, ভক্তগৌরাঙ্গে ভক্তিমান, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে মহোদয় শ্রীমঠের উৎসবে সমাগত ভক্তগণের সেবাকল্পে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি-দর্শনে সজ্জনগণ সকলেই তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন সন্দেহ নাই।

সিদ্ধভক্তাগ্রগণ্য, সজ্জন-প্রবর, বৈষ্ণব-সুহৃদ্, ভক্তগৌরাঙ্গ-সেবোৎসাহী, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ফুলেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয় গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাকল্পে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতেছেন এবং শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য যেরূপ অকাতর ও আন্তরিক চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ বলে তাঁহার সেবোন্মুখতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

বালিয়াটীতে—গত শ্রীলক্ষ্মীপূর্ণিমাদিবস বালিয়াটী 'শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে' শ্রীগৌরগদাধর যুগলমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য-মহারাজ, শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনয় গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয়গণ কতিপয় ভক্তের সহিত শুভাগমন করিয়াছিলেন। বালিয়াটী শ্রীমদাইগৌরাঙ্গ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীযুক্ত পূর্ণপ্রজ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীরাইমোহন, শ্রীরেবতীমোহন ও শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবোৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে বালিয়াটীর মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছেন। নগরসঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের কীর্ত্তন ও শ্রীপূর্ণপ্রজ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব-সাগর মহারাজ, আচার্য্যবর সুপণ্ডিত গৌরবিহিত সঙ্গীত সুদক্ষ সুকণ্ঠ-গায়ক-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, শ্রীগুরু পাঠ ও সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুনিশ্চিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক বিজ্ঞ গায়ক-প্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল ও আদর্শ সেবক সুগায়ক শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রভৃতির সুললিত গৌরকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বত্র গৌরমহিমা প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শীঘ্রই গৌরপার্ষদ শ্রীলবোধায়ন সরস্বতীপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ছাপার কার্য্যও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নমুনা পৃষ্ঠা দেখিয়া গ্রাহকগণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যের সারবত্তার কিয়দংশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্পস্থান-মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে দেখান' অসম্ভব। সমগ্র-গ্রন্থের ভাষ্যটী যে কিরূপ সুন্দর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ এবং বিপুলমেধা-সৌষ্ঠব-সাধ্য, তাহা পাঠকগণ গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ সংস্করণ এযাবৎ আর প্রকাশিত হয় নাই।

(প্রাপ্ত)

উড়িষ্যায়—The cult of pure Vaisnavism with its intense spiritualism, and high and sublime ideal of love and devotion as realised and preached by Lord Gouranga was almost declining on account of the degeneration and selfishness of its latter day-followers. Many evils and corrupt practices crept into it, so much so that people were beginning to abhor the very name of a Vaishnab. Thanks to the Viswa Vaishnaba Rajsabha which has earnestly and vigorously taken up the work of reconstruction and revival with a view to put

an end to all grotesque and monstrous forms called "UPADHARMA" introduced by the self-seeking and degenerate pseudo Vaishnabs. Already its labours have begun to bear fruits and it is expected that in the near future the mission will command world-wide success. The distinguished and devoted band of highly cultured Sanyasi preachers who have sacrificed all that is material at the altar of love and devotion are doing excellent work in this field. Tridandiswami Shree Bhakti Sarbaswa Giri Maharaj is one of this glorious brotherhood of spiritual workers. His recent visit to this historic town has been hailed with delight by all sincere seekers after truth and his presence and activities have created a stir in the pseudo Vaishnab world. He is out with the one idea of preaching the doctrine of love and brother-hood realised only through sincere spiritual devotion and not disguised self-love. His is a dedicated spirit and his preachings are not merely lip-deep but sincere and profound as practised in his life himself. Since his stay at the Sachchidananda Math at Cuttack, he has been trying his very best to secure the sympathy and co-operation of all communities irrespective of caste and creed to make this Math a permanent religious institution in the capital of Orissa for the propagation of the true Vaishnab religion and dissemination of healthy Vaishnab literature published under the auspices of the Viswa Vaishnab Rajsabha. He has approached a number of gentlemen at whose places he has given his highly devotional exposition of the SRIMAT BHAGABATA preceded and followed by soul enrapturing Hari Sankirtan. Wherever he has gone he has comforted many a weary soul and dispelled spiritual darkness and ignorance. Are we so degenerate and fallen that we would be loath to receive with open arms one who is one of us but who has dedicated his life and soul to the service of God and humanity ?

19. 10. 26.
Dagorpara
P. O. Chandni
Chauk.
Cuttack.

Yours Faithfully

Radha Mohan Patnaik.
Sub-Deputy Collector
(on leave)

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

[ভীষ্মদেব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

"অদ্য প্রভৃতি মে তাত,
ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মে লোকাঃ-
ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি॥'

(মহাভাঃ আদি ১০০।৯৬)

দেবব্রতের এই গুরু প্রতিজ্ঞায় সকলে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। দাশরাজ হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিল,—"আর আমার বলিবার কিছু নাই। আমি আপনার পিতাকেই কন্যা সম্প্রদান করিলাম।".

শূন্য হইতে দেবগণ দেবব্রতের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁহাকে "ভীষ্ম"নামে অভিহিত করিলেন। ভীষ্মদেব, এইবার সেই ধীবর কন্যা লোকমোহিনী সত্যবতীকে কহিলেন,—"মাতঃ, রথে আরোহণ করুন; চলুন আমরা গৃহে যাই।"

ভীষ্মদেব সত্যবতীকে আনিয়া পিতৃকরে সমর্পণ করিলেন। রাজা শান্তনু সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, ভীষ্মের অসাধারণ অনুষ্ঠানে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি আপন তপোবল দিয়া পরমানন্দে পুত্র ভীষ্মকে বর দিলেন,—"হে মহাত্মন্, আপন ইচ্ছা ব্যতীত কখনও তোমার মৃত্যু হইবে না!"

যথাসময় সত্যবতী এক একটি করিয়া দুইটি রূপ-গুণবান্ পুত্রের জননী হইলেন। প্রথম পুত্র,—চিত্রাঙ্গদ, দ্বিতীয় পুত্র,—বিচিত্রবীর্য্য। অল্পদিন পরেই রাজা শান্তনু তনু ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজা হইয়া অল্পদিন মধ্যেই একটি যুদ্ধে মায়াবী গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা নিহত হইলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্য রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব বাহুবলে কাশীরাজের তিন কন্যাকে

স্বধর্ম্ম হইতে আনয়ন করিলেন। তাহারা জ্যেষ্ঠা অম্বাকে তাহার প্রার্থনামত তাহার মাতাই ভবনে নিকট যাইতে অনুমতি দিয়া, অপরা অম্বিকা ও অম্বালিকা নামিকা দুইটি রূপযৌবনবতী কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য সাত বৎসরকাল সেই সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যাদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া, যক্ষ্মারোগের আক্রান্ত এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা সত্যবতী অতীব শোকাতুরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে, নিঃসন্তান পুত্রের বংশ রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেবকে আহ্বান করিলেন।

ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন,—"মাতঃ, আমাকে কি বলিতেছেন আপনি? আমি আপনার সম্মুখেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ও আপনি সমস্ত বিদিত আছেন। আমি সে সত্য হইতে কখনও বিচলিত হইতে পারি না। আমি ভুবন-বাঞ্ছিত সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্য ত্যাগ করিতে পারিব না। পৃথিবী যদি গন্ধ ত্যাগ করে, জল যদি রস ত্যাগ করে, অগ্নিশিখা যদি রূপ ত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অনল যদি উষ্ণতা ত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ ত্যাগ করে, ইন্দ্রাণি যদি স্থিরতা ত্যাগ করে, দেবেন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন, অথবা স্বয়ং ধর্ম্মরাজও যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য ত্যাগ করিতে পারি না।"

মাতা পুত্রের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"হে সত্যপরায়ণ, তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি সত্য-প্রভাবে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার। আমার অবিদিত কিছুই নহে; কিন্তু, বৎস, আপৎকালে এই ধর্ম্ম তুমি রক্ষা কর। পিতার নাম লোপ করিও না।"

ভীষ্মদেব পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত আবার বলিলেন,—"মাতঃ আপনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না; রক্ষা করুন। ইহা সাধু-সম্মত কার্য্য নহে। কোন সময়েই সত্যত্যাগ করা উচিত নহে। সত্যই ধর্ম্ম; সত্য ত্যাগে কখনও ধর্ম্ম হয় না; বিশেষতঃ, সত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের সত্য ভঙ্গ করা পরম অধর্ম্ম। আপনি ইহা হইতে ক্ষান্ত হউন্।

* তখন উভয়ের সমরেই মুক্তকণ্ঠে সত্যবতীর অন্যতম পুত্র ব্যাসদেবের দ্বারা বিচিত্রবীর্য্যের উক্ত ক্ষেত্রেই সন্তান উৎপাদিত হইল। অম্বিকা হইতে পাণ্ডু এবং অম্বালিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র উৎপন্ন হইলেন। ঐ সঙ্গে একটী দাসী হইতে দৈবযোগে মহাত্মা বিদুরও জন্মগ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। বর্ণাশ্রমে পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ, এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র হইল। ভীষ্মদেব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজ-ধর্ম্ম ও অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তি সহ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বিনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রকে বঞ্চিত ও দেশান্তরিত করিয়া আপনারাই রাজ-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু পরলোকগমন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই থাকিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অন্তরে বস্তুতঃ পাণ্ডুপুত্রদের পক্ষপাতী ও হিতকারী হইলেও, ভবিতব্যতার বশে বাহিরে পরম অধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেরই পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রয়াণকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যদুবংশে অবতীর্ণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সত্যব্রত পাণ্ডবদের সহায় হইলেন।

উভয়পক্ষে বিবাদ বিসংবাদ ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনাদি হইতে নানারূপে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম-পথ-চ্যুত হইলেন না। শেষে ভীষ্মাদি প্রাজ্ঞব্যক্তিদের পরামর্শ মত অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবদিগকে এবং অর্দ্ধরাজ্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে দেওয়া হইল। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। কৃষ্ণসখ পাণ্ডবেরা স্বপ্রভাবে সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া সুন্দরী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরেই তাঁহারা বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়া এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ময়-দানবের রচিত বিচিত্র যজ্ঞক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত রাজন্য ও মিত্র রাজগণ উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনাদিও আহূত হইয়া আপনাদের অধীন এবং পক্ষাবলম্বী ভূপতিগণ ও সৈন্যগণ সহ তথায় আগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
প্রাপঞ্চিক-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
যাহা কিছু দেখা যায় হরিসম্বন্ধিবন্ধন।
কৃষ্ণেতে সেবায় যাহা অনাসক্ত হয়ে
বিষয় করিয়া ত্যাগে হয় কুণ্ঠ॥

গৌড়ীয়

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ১৩ই নবেম্বর ১৯২৬ | ১৩শ সংখ্যা

সারকথা

শুদ্ধভক্ত কি সম্ভোগবাদী বা অহংগ্রহোপাসক ?

যমুনাতে জলকেলি,গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু নগ্ন সেই রঙ্গে॥
কালিন্দী দেখিয়ে আমি যেমন বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি'।
যমুনার জলে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৩২, ৮০-৮২)

গৌরনাগরবাদ নিরস্ত কেন ?

সীমান শুনি' প্রভুর বাহ্য হইল।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি' চলিলা॥
প্রভু কহে, গোবিন্দ, আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৮৪-৮৫)

মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা কিরূপ?

ঝড়ুঠাকুর ঘর বাট' দেখি' আনন্দিত।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আর নিকলিচা।
তার পত্নী তাঁরে যেন খাওয়েন চুষিয়া॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৩৩-৩৪)

নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রভুর মত কি ?

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১০৫)

ভক্তমধ্যে শৌক্র ছোট-বড়-বিচার প্রবল কি ?

হরিদাসের কৈল তেঁহ (মহাপ্রভু) সমাধান।
হরিদাস আসি' তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর ঘরি ঘরে আইলা।
তার * চরণ-চিহ্ন সেই ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তার নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিল॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৪, ১১।৭৫, ১৬।৩১-৩২)

শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব কি ?

প্রভু কহে,—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুখে দেন আনি'॥
মহাসুকৃতির এই মত স্বভাব হয়।
আপনারে স্তব নাহি আপনে করয়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭৭-৭৮)

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুচরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥
ভৃত্যেরে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৬-৬৭)

মক্ষিকাবৃত্তি কি ?

যাহা গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৭৯)

---

* (ঝড়ুঠাকুরের)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরকিশোর

বিরহ-স্মৃতি

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলাঃ-পরিহারবন্ধুং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

আমি সেই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীদামোদরোত্থানৈকাদশী-দিবসে গৌরলীলানিকেতন পবিত্র শ্রীকোলদ্বীপে প্রপঞ্চলীলাসঙ্গোপন করিয়াছেন।

'পৃথিবীর শিরোমণি' গৌরভক্তগণ শ্রীভগবানের নিত্যশুদ্ধ ইচ্ছায় প্রপঞ্চের কল্যাণার্থ জগতে উদিত হন। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় লোকলোচনের নিকট প্রপঞ্চলীলা গোপন করিয়া থাকেন।

বিকৃত-প্রতিফলিত-রাজ্য প্রপঞ্চের 'আবহাওয়া' বিষ্ণু-বিরোধময়। এই স্থানের স্বাভাবিক অবস্থাই বিষ্ণুবিদ্বেষ, এই স্থানের রেণু-পরমাণু জীবকে বিষ্ণুমায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা অভিভূত করিয়া রেণু-পরমাণুর অন্তর্যামীর স্বরূপদর্শনে বাধা জন্মাইতেছে, এই স্থানের কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতামূলে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ, এই স্থানের দর্শার্থকাম-মোক্ষের ধারণা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধের এক একটী সোপান, এই স্থানের নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, লৌকিকতা, বৈদিকতা, সকলেরই মূল তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দেখিবে তন্মূলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অসহযোগিতা এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধীর সহিত সংযোগিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মানুষ যখন এইরূপ অবস্থায় বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া অকূল-কাল-কল্লোলিনীর উন্মত্ত তরঙ্গে খড়্গলিকা-প্রবাহের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে থাকে, যখন অকূলপাথারে তাহার আশ্রয়ণীয় একটী ক্ষুদ্র তৃণও দৃষ্টিগোচর হয় না, যখন হতাশের দীর্ঘশ্বাসে মরুৎ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, যখন নাস্তিকতা-কুজ্ঝটিকায় সাহারাগগন আবৃত হয় এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা ভীষণ অশনিসম্পাতের ন্যায় বিকটধ্বনিতে নিখিল-বিশ্বের শান্তি ভঙ্গ করিয়া দেয়, সেই দুঃসময়ে,—দৈব-দুর্ব্বিপাকে, অকূলপাথারে পরমস্নেহময়, পরমাত্মীয়রূপে আমাদের অবলম্বনস্বরূপ হইবার জন্য কোন্ দয়াময় পুরুষ তাঁহার সুকোমল শ্রীকরকমলযুগল প্রসারণ করিয়া দেন?

এই পতিতোদ্ধার, বিপদ্বান্ধব, পরদুঃখদুঃখিগণই মহা-বদান্য বিশ্বম্ভরের নিজজন। তাঁহাদের উদয়ে জগতের নাস্তিকতা-কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইয়া জগৎ নির্ম্মল স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয়। তাঁহাদের মহিমা ও গুণ কীর্ত্তন করিতে তাঁহাদেরই সমশীলপুরুষগণ ভাল জানেন,—

"ক্ব ভাবৈরাগ্যং ক্ব চ বিষয়বার্ত্তাস্থ নরকে-
ষ্বখেদোদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভরমাপূর্ণা লহরী।
ক্ব তাদৃক্তেজোঽলৌকিকমদ মহাভক্তিপদবী
ক্ব সা বা সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরপতিনা॥"

(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ২০শ শ্লোক)

গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায়! বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্যকথাতে নরকপতনের ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায়! সেই বিনয়নম্রতায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায়! সেইরূপ অলৌকিক

প্রভাবই বা আর কোথায়! আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায়!

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমৃদ্বাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধখৃৎকারিতা।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি দীননালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥

(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ২৪শ শ্লোক)

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধরহিত বিষয়গন্ধে খৃৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

শ্রীল গৌরকিশোরৈক-প্রাণ গৌরকিশোরপ্রভু উপরি-উক্ত বাক্যদ্বয়ের দেদীপ্যমান্ মূর্ত্ত-বিগ্রহ ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার চরিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অনন্য জীবন মধ্যেই শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে পারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবত কিম্বা যাবতীয় গৌস্বামি-শাস্ত্র কি নির্দ্দেশ করেন, কি সত্য প্রতিপাদন করেন, তাহা তাঁহার অনন্য জীবন সন্দর্শনে সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি হইত। শ্রীল গৌর-কিশোর ছিলেন যেন মূর্ত্ত সাধুশাস্ত্রানুবাদ-ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত। যাঁহারা তাঁহার পদযুগলপ্রান্তে নিকপটে বসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও কৃষ্ণরূপী-গ্রন্থ-অবতার-বেদতরু প্রপক্কফল শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য অর্থাৎ ভক্তি-সিদ্ধান্ত উপলব্ধিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না। তাঁহারা ভাগবতের অন্বয় বিপর্য্যয় করিয়া ভাগবতের কদর্থ এবং তন্মূলে স্বকপোল-কল্পিত-মতবাদপূর্ণ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসাদিদুষ্ট ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রচার করেন না। আমরা আজ সেই শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের সম্রাট্, শ্রীল গৌর-কিশোরকে বন্দনা করি—

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
কৃপামৃতাম্ভঃ নিরবদ্যরূপম্।
বৈরাগ্যবর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

শ্রীলগৌরকিশোর লৌকিক কালগণনায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসের শ্রীউত্থান-একাদশী তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তদীয়নী শ্রীকার্ত্তিকা-দেবীর নিত্যসেবার্থ মহাবিদায় করিয়াছেন।

শ্রীলগৌরকিশোর করিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর উপকূলস্থ টাপাখোলা নামক স্থানের অন্তর্বর্ত্তী বাগ্‌আন্ নামক একটী গণ্ডগ্রামে উদিত হইয়াছিলেন। বিপ্রকুলবংশের পরিপোষ্টা শ্রীলগৌরকিশোরের কৃষ্ণসেবা-নন্দময়ী চেষ্টা দেখিয়া শ্রীউদ্ধবগীতার (ভাঃ ১১।২।৪০) নিম্নলিখিত শ্লোকটীর স্পষ্ট তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইত—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবৎসেবাব্রতধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্ত প্রিয় শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে জাতা-নুরাগ ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন।

এই অবধূতাগ্রণীর এইরূপ অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—"তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার ক্ষুদ্র তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন-বস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উলঙ্গ কৌপীন, নগ্নভাব, কারণ-রহিত বিকৃতি ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর মনীষীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, ভক্তাভি-মানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশ্বরশক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না। কপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তিধর্মবিরোধী তুলধর্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কৃতিত্বে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

শ্রীল গৌরকিশোরের উপরি-উক্ত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে নিম্নলিখিত ভাগবতীয় শ্লোকটীর নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়, (ভাঃ ১১।২।৪৬)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

তাই পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে, শ্রীমদ্গৌরকিশোর গোস্বামিপ্রভু সাক্ষাদনুবাদ সভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত।

মহাভাগবতবর গোস্বামিপ্রভু বিবিক্তানন্দী অবধূতের ন্যায় জগতে বিচরণ করিলেও তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণবজীবন অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিরপেক্ষ সত্যের নীরব প্রচারক ছিল। ফল্গুভক্ত, মিশ্রভক্ত, বিদ্ধভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে দূরসঙ্গজ্ঞানে পরিহার, তাহাদের সংশোধন এবং কোমলশ্রদ্ধব্যক্তিগণকে সতর্ক করিবার প্রণালীর মধ্যে তাঁহার একটী বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বটী সৌভাগ্যবান পুরুষগণই বুঝিতে পারিতেন। সেই বিশেষত্বের নিদর্শন রূপীয় আচার্য্যদেবের ভাষা হইতে উল্লেখ করিতেছি—

"কলিকাননবদ্বীপপ্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীনধারী অনেক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কাপড়ে সুন্দর ধুতী চাদর কোঁচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু উত্তরে বলেন যে, আমরা চৈতন্যের বেষ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্ত্রী-গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃহদ্বীপতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারি-সম্প্রদায়ে বিশেষ ফলপ্রসব করে।

কোন সময়ে একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি-সন্তানের অর্থগৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্যসংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার ভক্তিপ্রচার-কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ-গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্যসংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, গোস্বামি-সন্তানমহাশয় গোস্বামি-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই, "টাকা, টাকা, আনার টাকা" বলিয়া চীৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সত্যধর্ম্মের আবরণ মাত্র, তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

অনেকে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোকচক্ষে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই বিষয়চেষ্টা গোস্বামি-শাস্ত্রে বিচার সহ তুলনা করা হইয়াছে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করে, নিজ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া তিনি বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জার বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।" (সজ্জনতোষণী ১২শ খণ্ড)।

এইরূপ আদর্শ নিষ্কিঞ্চন মহাজন আমাদের পরমগুরু-প্রভুবররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ সেই প্রভুবর কোথায়? আজ তাঁহার বিরহ-বেদনাদায়ী স্মৃতি একসঙ্গে তাঁহারই অভিন্ন সুহৃদ্বর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্মৃতিও জাগাইয়া দিতেছেন। আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ও শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভৃতি ঈদৃশ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমবর শ্রীল জগন্নাথপ্রভৃতিই বা কোথায়? বিশ্ববিভূষণ এই সকল নির্ম্মৎসর মহাত্মগণ এককালে কোথায় গেলেন?

যদি বর্ত্তমানযুগে এই সকল মহাত্মগণ না আসিতেন, তাহা হইলে আজ জগতের অবস্থা না জানি কি হইত! আর যদি আজ তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদেরই অভিন্নবিগ্রহ আমাদের শ্রীল প্রভুপাদকে না রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা আর কালনদীর স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, কে জানে? আজ ফলভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের ঘোর ঘনঘটা ভেদ করিয়া যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের জীব-কুলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, বৈকুণ্ঠের অমরঅমিয়বাণীর উচ্চকীর্ত্তনে জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন, সেই মহাপুরুষকেশরীই ত' আমাদিগকে বৈষ্ণবপূজা শিক্ষা দিতেছেন। ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন বৈষ্ণবপূজার মহিমা তাঁহার মহাগ্রন্থে প্রচার করিলেও আজ জগৎ বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছিল। "আমার পূজা হৈতে ভক্তের পূজা বড়" —এই বাক্য শতসহস্রবার পাঠ করিয়াও মৎসর জীবকুল বিষ্ণু-বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধিক্রমে বৈষ্ণবচরণে অপরাধই বরণ করিতেছিল।

কিন্তু হে শ্রীগৌরকিশোরপ্রভু, আজ আমরা নিত্যানন্দ-সুতা ঠাকুর বৃন্দাবনের বাক্যের যাথার্থ্য তোমারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শিক্ষা করিতে পারিতেছি।

আজ তোমার মহা বিরহতিথিতে কি দিয়া আমরা তোমার পূজা করিব, আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। তবে তোমার অভিন্নবিগ্রহ মূর্ত্ত-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা চৈতন্যমনোঽভিষ্ট-প্রচারক। কৃপা কর, যেন সেই রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধকীর্ত্তনে আমাদের অধিকার হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজকে শ্রীনামহট্টের 'ঝাড়ুদার' পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন, আমরা যেন সেই অপ্রাকৃত ঝাড়ুর শতমুখ হইয়া সেই আচার্য্যবরের শ্রীহস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারি। আমরা যেন নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবার উপকরণরূপে নিজদিগকে পরিণত করিতে পারি।

হে শ্রীগৌরকিশোর, তোমার পাদপদ্মযুগলে আমাদের চিত্ত সংযুক্ত হউক; হে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণি, তোমার কীর্ত্তন-সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য হউক; হে শ্রীভক্তিবিনোদ, তোমাকেই যেন সর্ব্বার্থসিদ্ধিরামণি বলিয়াই বরণ করিতে পারি।

প্রার্থনা-বিবৃতি

নিতাই-পদ কমল, কোটি-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দুখানি॥
নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ॥

বিবৃতি

শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ—শ্রীবলদেব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ। তত্ত্বশাস্ত্রে প্রাভবতত্ত্ব—বাসুদেব এবং বৈভবতত্ত্ব—সঙ্কর্ষণ। ভগবদ্বিভূতির তিনিই (নিত্যানন্দ-প্রভু) মূলকারণের কারণ; তজ্জন্য তাঁহাকে প্রকাশ-স্বরূপ বলা হয়। সেই সঙ্কর্ষণ রূপেরই অংশ কারণশায়ী বিষ্ণু বাসতীয় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি নৈমিত্তিক অবতারসমূহের কারণ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তির শক্তি-মান্। সেই সঙ্কর্ষণ রূপের ত্রিবিধ পুরুষাবতার—কারণশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ভগবন্মূর্ত্তি। পুরুষাবতারের

উপলব্ধি হইলেই জীবের খণ্ড, অসত্য ও বহুত্বাভাবের আকর বস্তুজ্ঞানে সকল চিদ্‌চিন্নৈবিচিত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতধৃত-শ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্রমূলে যে পুরুষাবতারের লীলা প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল লীলার লীলাময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তিনি সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত সদ্বিৎ-শক্তি-মান্ অধোক্ষজ-ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত হ্লাদিনীশক্ত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃষভানুরাজকুমারী এই—উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীবলদেবতত্ত্ব-রূপে কৃষ্ণের গৌরবপাত্র।

চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ। কিন্তু প্রচণ্ড-সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উগ্র নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণকমল কোটি-চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না বিকাশ করে।

জগৎ দ্বিবিধ—বৈষ্ণবজগৎ ও তদ্ভিন্ন জড়জগৎ। বৈষ্ণব-জগতে চিদ্বস্তুর সহিত জীবন পরিদৃষ্ট হয়, আর তদ্ভিন্ন জড় জগতে তাদৃশ জীবন-রহিত-ভাব উদ্ভাসিত হয়। বৈষ্ণব জগতের স্বভাব বিপর্য্যস্ত হইলে গুণ-সঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক অচিৎ-প্রতীতির উদয় করায়। যে কালে বদ্ধ জীব অচিৎ-প্রতীতিময় হইয়া জড়ে প্রভুত্ব বা ভোগবাসনার বশে ক্রীড়া-পুত্তলিকা হন, তৎকালে তাহার অশান্তি ও নিরানন্দ লক্ষ হয়। তীব্র-তাপ-তপ্ত হইয়া যে কালে জীব সুশীতল ছায়ার প্রার্থী হন, সেইকালে বৈষ্ণব-প্রকাশ ভগবদ্ বিষয় ও আশ্রয়ের সন্ধিস্থলে স্বীয় স্নিগ্ধ-কিরণ-ছায়ায় তপ্ত-জীবকুলের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর-বিগ্রহের আশ্রয়রূপে সেবা করেন। যাবতীয় আশ্রিতজনের মর্য্যাদাপথের কৃপা-দাতৃরূপে ভগবৎসেবায় জীবকুলকে অনর্থমুক্ত করেন। সাধনাশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনী-শক্তি হইতে বিভিন্নাংশে হইয়াছে। সুতরাং অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবানন্দ-বিধানে পরাঙ্মুখ। অনর্থযুক্ত জীব শ্রীনিত্যানন্দবিমুখ হইয়া অহঙ্কার-বশে রাধা-গোবিন্দের উপাসনা করিতে গেলে তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বিপরীত বিচারই লক্ষ্য হয়। তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-বিমুখ-জনগণের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগুরুানুগগণের পরামর্শ ছাড়িয়া দিয়া যিনি অহঙ্কার-রাজ্যে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহার ন্যূনাধিক অহংগ্রহোপাসনা হইয়া যাইবে। বিভিন্নাংশ জীব কখনই স্বাংশক্রমে শ্রীনিত্যা-নন্দ অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয় কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম-ব্যতীত অনর্থমুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামা-পরাধ লভ্য হয়। তিনি বিবেক-রহিত পশু-সংজ্ঞা-প্রাপ্ত ও আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ হরিসেবাবৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। হ্লাদিনী-সন্ধিনীর বিভিন্নাংশ জীব সন্বিতের সেবাবঞ্চিত হইলেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত সম্পূর্ণ বিচ্যুত হন। সচ্চিদানন্দ-সেবা-বঞ্চিত জীবের ভোগ-প্রাবল্যে অর্ধদ-মানব-জন্ম বিফল হয়। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য-রহিত হইয়া বদ্ধজীবের মুখে ভগবন্নাম উচ্চারিত হন না, তাহার চেষ্টা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুক্রমেই আমাদের সেবাচেষ্টা। তদভাবেই যে সেবার ভাণ তাহা 'দম্ভ' নামে সংজ্ঞিত। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। মর্য্যাদার পথেও শ্রীগুরু-পূজার সর্ব্বাগ্রেই ব্যবস্থা। যিনি গুরুপূজা-রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা করেন, তাহা সাংসারিক ভোগ-চেষ্টা হইয়া পড়ে।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীব হরিসেবাবঞ্চিত হইয়া স্বীয় ভোগ-চেষ্টার মূঢ়তাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে, তখন তাহার জড়-প্রতিষ্ঠাকূপ আভিজাত্য আত্ম-বঞ্চনার কারণ হয়। পরহিংসা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারে না। আভিজাত্য ও জ্ঞানাভিমান জীবকে 'অতিবাড়ী' করিয়া ফেলে।

যেখানে শ্রৌতপথে গুরুদেবের আনুগত্য নাই, তথায় নশ্বর অনিত্য বর্ত্তমানতাকেই নিত্যজ্ঞান হয়। জীবের স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে ভগবদ্-বৈভব-শক্তির অবরোধন করিয়া বদ্ধজীব নিত্যানিত্যবিবেক-রহিত হন। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীনিত্যানন্দপাদ-পদ্ম হইতেই হ্লাদিনী-সার ভক্তির সম্বিদ্বিগ্রহ-সেবাসৌধ্য লাভ ঘটিবে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাবলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও গতি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই উপাস্যবস্তুর উপাসনা-যোগ্যতা লাভ ঘটিবে। শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যাবৃত্তিভক্তি বিশ্রম্ভগুরুসেবার দ্বারা প্রাপ্য হয়।

অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন, গুরুশিষ্য সম্পূর্ণ অনিত্য ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ নহে। বিবর্ত্তবাদ পরিহার করিয়া শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ-নিত্য-সেবকের অধিষ্ঠান নিত্য—কালকোলা নহে—ইহা উপলব্ধি হয়। তজ্জন্য জীবের নিত্যবৃত্তিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাবৃত্তির অভাবে জীবের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া সৈরন্ধ্রমুখে ঠাকুরমহাশয় শ্রীনিত্যানন্দচরণসেবাভিলাষী হইতেছেন।

দণ্ড-দর্শন

"ন তথা দুষ্যবান্ রাজন্ পুমেত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ স্তৎপুরুষনিষেবয়া॥"

(শ্রীভাঃ ৬।১।১৬)।

[১]

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রবাহিনী ভাগবত-বাণী,
ভ্রান্তি-মল-বিনাশিনী ভাগীরথী-ধারা!
কে রে আত্মহারা আজি কি মদে বিহ্বল
ভুলি সে সকল, তীব্র কি গরল তুলি,
দিতেছ অধরে নিজ, মনসিজ-মোহে
মুহ্যা-সহচর-মহামৎসরতা-বশে,
মজিয়া কি কাম-রসে, কর সর্ব্বনাশ
প্রবৃত্তির ক্রীতদাস! কি কহিব ওরে?
কোথা সে মদোষঘ্নিগ্ধ স্নিগ্ধ শমগুণে
সর্ব্বানর্থ-বিনিমুক্ত বৈষ্ণব পরম
বিষ্ণুভক্ত অনুত্তম;—কোথা তুমি আর
সহস্র-বিকার-বিদ্ধ বদ্ধ মায়াপাশে
বিমূঢ়-হৃদয় হায়;—কি বুদ্ধি লইয়া,
কি বিদ্যা কি বিজ্ঞতায় পাইয়া প্রশ্রয়,
কর দোষারোপ কা'রে? অখিল জগতে
জীব-মাত্রে হিতৈষণা অহৈতুকী যাঁর,
ভক্তি শিরোধার্য্য যাঁর সর্ব্বগুণাকর
শ্রীমুখবচন আর,—মহাবাক্য তাঁর,—
মন্দার-নিন্দিত অরবিন্দে কালিন্দীর
কাল-ভয়-ঘ্নে, কালকূট-বিষ্ণু যথা
কালীয় মুখের,—মরি, কর কি বর্ষণ
বিদ্বেষ-বচন বৃথা বিপ্রলিপ্সা-বশে?
মরে কিবে বিষে বিষ-অশন মহেশ
মৃত্যুঞ্জয়? মলি-বিদ্ধ ক্ষীরসিন্ধু-জলে
করে কি কলঙ্কপাত? নিপাত আপনি
হয় তায়; অচিরাৎ!

[২]

অনর্থ প্রমাদ কেন
আত্ম নাশ-হেতু? কি কর অবোধ, ছি-ছি!
অনপেক্ষ হ'য়ে ভাব দেখি একবার,—
আত্ম-জন কে তোমার সত্য এ সংসারে?
কে সুহৃদ্ স্বার্থহীন সবার ভিতরে,
সর্ব্বস্ব তোমার তরে পারে যে ঢালিতে
হাসিতে হাসিতে ক্ষণে? তোমার কারণে,
দুঃখ-নিবারণে তব, দেবের দুর্ল্লভ
পারে দিতে পরমার্থ মুহূর্ত্তে ইচ্ছায়—
কে সে মহাপ্রাণ ওরে? সমগ্র ভুবন
করিয়া ভ্রমণ তুমি দেখ প্রতি স্থানে,
কে আছে এমন কোথা পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
পুত্র, পত্নী, পরিজন, পরজন আর,
ইহলোকে—পরলোকে, দেবতাদি যত
জীবচয়;—কে তাহার মাঝে হেন জন,
কোন্ সাধনায় তব, কি বৈভবে নিজ,
পারে নিঃশ্রেয়স হেন সাধিতে তোমার?
সব অন্ধকার! নাই—নাই কেহ আর,—
বিনা কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ-জন অথবা মহান্—
বৈষ্ণবপ্রধান,—অন্য নাহি কেহ কোথা,—
নহে শক্ত কেহ অন্য অণু-মাত্র আর,—
ওই কৃষ্ণ যার তব মহা-মুক্তি-পথে
করিতে মোচন বিঘ্ন! কাল-সিন্ধু মাঝে,
আজি, কালি, কিম্বা পরে, দেখ একে একে
ডুবিছে সকলে ওই আশ্রিত আশ্রয়

অনন্যা নিয়মে এক ! নিয়ন্তা যাবার
অনাদি অব্যয় সেই অদয় ঈশ্বর—
পরাৎপরতর তত্ত্ব, পরম-কারণ,
কৃষ্ণাবন-ধন কৃষ্ণ ! বৈষ্ণব-সঙ্গম
একান্ত তদীয়-জন অখিল জগতে,
জীব-হিত-ব্রত নিত্য, নির্মম, নকল,
অন্বেষী সকল ভূতে, অহঙ্কার-হীন,
সম-দুঃখ-সুখ, ক্ষমী, শুচি নিষ্কাম,
সন্তুষ্ট সতত, যোগী, সঙ্গ-বিবর্জিত,
চর্ম-মর্ম-ভয়-মুক্ত, অনন্য-ভকতি,
তদর্পিত-মনোবুদ্ধি, সর্বগুণাশ্রয় ।

[৩]

রে মুগ্ধ-হৃদয় হায়,—কি ভ্রান্তি বিষম !—
সুলভ এমন তব অদ্বিতীয় লোকে
অতর্ক-সম্ভব,—মাত্র তোমারি মঙ্গলে
আবিল ভূতলে এই আগমন যাঁর,
নাহি কৃত্য অন্য আর, নাহি আকিঞ্চন
ধন-জন তোমাদের তিল মাত্র যাঁর,—
কি বিচার তব সেই মহাত্মার প্রতি ?
একি মতি-বিপর্যয় সর্বনাশ-হেতু ?
একমাত্র সুখসেতু নিঃস্নেহ-কূলে,
কাণ্ডারী অকূলে সেই সাধু-মহাজন,—
না ল'য়ে শরণ তাঁর চরণ-সরোজে
সর্বানর্থ-হর, কর কট্ কি তাঁহারে ?
মহাহিতবাক্য তাঁর, হিক্কৌষধ-সম
অরুচ পরুষ, কিন্তু তীব্র-স্বাদ বলি
কর দ্বেষ-বুদ্ধি তাহে ? না বুঝি বিশেষ,
পরিহরি সেই মহাভেষজ অমোঘ
আপাতঃ-বিরস, হায়, প্রবঞ্চক-মুখে
অশাস্ত্র-বচন যাহা শ্রেয়ঃ প্রতিকূল
পেশব পুষ্পিত-বাক্য, বিষ কুম্ভ যথা
পয়ঃমুখ প্রতারক,—পরম-আদরে
করিছ বরণ তা'ই মরিবার তরে ?
স্বহস্তে হানিছ খড়্গ আপনার গলে
পিশাচী মায়ার ছলে হইয়া মোহিত ?

[৪]

কাঁদেরে ব্যথিত চিত্ত আজি তোর তরে,
রে অবোধ, রে মোহ-মদিরা-মত্ত মন !—
শুন রে বচন মহা-মানিক যে রাশি
ভগ্ন-মঞ্জুষার তব হইয়া সঞ্চিত
রয়েছে পরত-পর, করেছে আবৃত
আত্মজ্ঞান ; সেই গ্লানি, সেই আবরণ,
মহা-মেঘ-আস্তরণ মধ্যাহ্ন-ভাস্করে,
করিতে বিদূর সত্য শাসন-তাড়নে
নাহি অন্য কেহ বিনা সেই মহাজন--
আত্মজন একমাত্র যে জন তোমার ।
তাঁর তিরস্কার, নহে তিরস্কার কভু,
পুরস্কার সেই ! পদ-প্রহার তাঁহার,
নহে রে প্রহার, উপহার সত্য সেই
পরমার্থ-পথ লোকে বাঞ্ছিত পরম !
নহে আকিঞ্চন কা'র সে পদ-পরশে,
পরশে যাহার হয় শিথিল বন্ধন
মায়াপাশে দুরত্যয় ? হেন ভাগ্যোদয়
হয় কা'র, কত পুণ্যে ?—হরি ! হরি ! হরি !—
কৃপা দণ্ড মহতের দয়ার অবধি !
কারুণ্য-জলধি মোর প্রভুর চরণে
নীলাচল-ধামে সেই ভাগবতোত্তম
করিলা যা' সনাতন—মনে কি রে নাই ?
সরোষে জগদানন্দে করি তিরস্কার,
প্রিয়-বাক্যে প্রভু সেই সাধু সনাতনে
গৌরব-বচনে যবে দিলেন সম্মান
যোগ্যদান ; মহাদুঃখে দহিয়া মরমে
প্রভুর চরণে পড়ি বৈষ্ণব-সঙ্গম
সাশ্রু-আঁখি সনাতন কি কহিলা তবে ?
শ্রীগ্রন্থে অঙ্কিত হেয় অমর অক্ষরে,—
"জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্ *
রথযাত্রা দিনে পুনঃ আর এক দিন,
সুদীন শ্রীবাস যবে সেবা-বিঘ্ন হেরি,
হরিচন্দনের গণ্ডে করিলা প্রহার—
প্রচণ্ড চপেটাঘাত ; অমাত্য-প্রবর

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৪।১৬২ ।

অমি ক্রোধে ভয়ঙ্কর প্রতিকার-তরে
চলিলা তৎপর বলে, করে ধরি তার
কহিলা প্রভাপরুদ্র কি অমৃত বাণী—
ভাগবত-শিরোমণি ! স্বর্ণবর্ণে ওই
অমৃত-অধুনি-বর বহে অনুক্ষণ :—
"ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা।" *
উথলে হৃদয় ওরে, আনন্দে আবার
প্রেম পারাবার সেই সংবাদ পরম
করিতে স্মরণ ! পুনঃ কর দরশন
প্রেমাঞ্জন-নিরঞ্জন ভক্তি-বিলোচনে :—
'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রাঅ'
নীলাচল-যাত্রা-পথে, শিবানন্দ সেনে
করিলেন পদাঘাত কটুবাক্য বলি ;
কহিলেন—"তিন পুত্র মরুক তাহার ;
কুধার আমার অন্ন এখনো না দেয় ;
না পাই বিশ্রাম-স্থল !" পুত্রে গালি শুনি
কাঁদে শিবানন্দ-পত্নী অবোধ ব্রাহ্মণী।
শ্রীকান্ত ভাগিনা ক্রোধে করে গর গর
বর্ব্বর বালক হায় ! ভাগবত-বর
গৌর-প্রিয় গুণাকর কিন্তু, সেই জন—
মহাসত্ত্ব মহাজন মহাভাগ্যবান্—
পাইয়া শ্রীপদাঘাত পরম আহ্লাদে,
কহিলা কান্তারে—"কেন কাঁদিস্ ব্রাহ্মণি ?
মরুক্ না পুত্র, তাঁর বালাই লইয়া।"
ধরিয়া চরণে পরে, লইয়া প্রভুরে,
দিয়া বসা, শ্রম দূর করিয়া তাঁহার,
প্রেম-গদ-গদ কণ্ঠে কি কহিলা ধরি,
ভাগবত-মণি সেই ! ওই শুন ভাই,—
অনন্ত অমিলে তাহা চির-বহমান
করে নিত্য সুখদান সুশীল সজ্জনে ;—
"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
কেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হইল জন্ম-কুল-কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ-ভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম।" *

[৫]

হায় রে, অবোধ চিত্ত, প্রমত্ত প্রমোদে
কাম-কুমি-কেলি-হ্রদে, মোহ-মদে ভোর,—
নাশিতে মোহের ঘোর বচনে তোমারে
কহি শুন আরবার,—কর অবধান,—
অমিয়-আখ্যান পুনঃ ;—নীলাচলধামে
'ওড়ন ষষ্ঠী'র দিনে দেব জগন্নাথ
পরেন মাতৃষ্বসা, প্রথা চিরন্তন ;
আসি তথা প্রতিবার সে-উৎসব-বাসরে,
আপন বিগ্রহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
দোঁহে-দরশনে তাহে করিয়া, মায়ায়
মোহিত, অহিত-বাক্যে করিলা গর্হণ
শ্রীঅঙ্গ-সেবক-গণে ; স্বরূপের মনে
করিলেন হাস্য-রঙ্গ সে-প্রসঙ্গ ল'য়ে
সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে দ্বিজ ; গিয়া নিজ স্থান
করিলা বিশ্রাম। রাত্রে দেখিলা স্বপন ;—
ক্রোধমূর্ত্তি দুই ভাই—কৃষ্ণ-বলরাম,
আসি তথা অবিরাম দুই গালে তাঁর
করেন কর-প্রহার ; দৃশ্য চমৎকার,—
ক্রোধ-দৃষ্টি একে, অন্যে স্নেহদৃষ্টি আর,
দুই চক্ষে দোঁহাকার ভাব ভিন্নরূপ
অপরূপ অতি ! নতি করিয়া চরণে
পড়ি ধরাসনে কাঁদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ;
কহে যুক্ত-বাহু তুলি ভক্তকুলমণি ;—
"কেন মার, কোন্ দোষ করিনু গোসাঞি !"
"তোর দোষ অন্ত নাই !"—কহেন ঠাকুর,—
কঠোরে মধুর কিবা !—"মোর ব্যবহারে
শাস্ত্রদ্বারে অনাচার করিস্ দর্শন ?
করিস্ গর্হণ তুই আমার সেবকে

* শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৯৭।

* শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।২৭—৩০।

অন্বিতা-আদকে মধি'?—হবে বিদ্যানিধি !
আমাতেও বিধি তোর এত বলবান্?"
ছুটিল অজ্ঞান ক্ষণে, পদে রাখি মাথা
কহে পুণ্ডরীকে পুনঃ মহাভাগ্যবান্—
কি বাক্য আমরি ওরে, অমিয়-নিধান !—

"যে মুখে হাসিনু প্রভু তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন কৈল আজি মোর সুপ্রভাত।
মূর্খ কপোতের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥"
(শ্রীচৈঃ ভঃ ৩.১০.৭)

বড় অধিকারী বিদ্যানিধি মহাশয়,
না হয় তুলনা তাঁর ভক্তি-ভাব-প্রেম ;
আপনি শ্রীগৌরচন্দ্র যাঁরে স্নেহ করি'
'বাপ পুণ্ডরীক' বলি করেন আহ্বান,
পরম আদরে স্থান দেন নিজ পাশে !
স্বেচ্ছায় তাঁহার ভ্রম করি উৎপাদন,
জীবের মঙ্গলে প্রভু দয়া করি কত
দিলেন এ শিক্ষা। সেই শ্রীকর-প্রহারে
ফুলিল তাঁহার গণ্ড, সাক্ষাৎ সকলে
দেখিল প্রভাতে তাহা, অতিঅমানুষ !
শ্রীহস্তে স্বয়ং প্রভু পুত্রেও আপন
না দেন এমন দণ্ড ; না হয় সম্ভব
স্বপ্ন-ফল হেন কভু প্রত্যক্ষ নয়নে !
ধন্য বিদ্যানিধি,—অহো, ধন্য ভাগ্য তাঁর !
এমন প্রসাদ-দণ্ড মিলে ভাগ্যে কা'র ?

দেবানন্দ দ্বিজবর ;* পয়ঃপান-কারী
ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মচারী ; † কুষ্ঠরোগী আর
বৈষ্ণব-নিন্দায় যাঁর হইল পতন ; ‡
দস্যুগণ সেই পুনঃ দস্যু-সেনাপতি
দুষ্ট দুরাচার অতি দ্বিজ-কুলাঙ্গার,
নিত্যানন্দ সে-সবার উদ্ধার-কারণ ;
ভাগ্যোদয়ে কৃপা-দণ্ড পাইয়া সবাই
প্রভুর চরণে, ধন্য হইল জীবনে ;

গ্লানিমুক্ত হৃষ্টভক্ত হইল পরম
পতিত-পাবন লোকে। অভিন্ন বৈভবে
ভক্ত ভগবান্, ভূতা প্রভু সর্ব্বক্ষণে।
জীবের মঙ্গলে তবে ভক্তও কেবল
লইয়া করুণারাশি অমল অন্তরে
দেন কৃপাদণ্ড যোগ্যজনে সুবিহিত
অহিত-বারণ, জীব ধন্য হয় তাহে !

[৬]

শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভু
রইনী নিবাসী, শ্যামদাসী পত্নী তাঁর
পতিব্রতা, একদিন দোলায় রাখিয়া
রাকা-শশি-সম পুত্র পরম-সুন্দর
শিশু সুকুমার সুখ-সুপ্ত প্রাতঃকালে,
ছিলেন নিবিষ্ট কৃষ্ণ-সেবা-আয়োজনে
নিভৃত ভবনে। ক্ষণে উঠিল কান্দিয়া
কুমার, কাতর ক্ষুধাবেগে অতিশয় ;
চঞ্চল-হৃদয় মাতা উঠিয়া অমনি
ত্যজি সেবা-আয়োজন, লইয়া তাহারে ;
ধরি বক্ষে স্নেহভরে লইলা মগন
পিয়াইতে স্তন্যরস। আসিলা তথায়
সহসা রসিকানন্দ স্নান সমাপিয়া
ল'য়ে করে ফল পুষ্প তুলসী অমল ;
অতীত প্রহর বেলা ; দেখিল চমকি,—
শিশুকোলে শ্যামদাসী ; ভোগের কারণ
রন্ধনের আয়োজন হয়নি এখনো !
সর্ব্বনাশ ! ধৈর্য্যহারা হইলা রসিক ;
উঠিল লোহিত নেত্র ললাট-ফলকে
ক্রোধাবেশে অকস্মাৎ। কহিলা তাহারে,—
"শ্যামদাসি, পুত্র কোলে বসি এখনও
নিশ্চিন্ত রয়েছ তুমি?" কাঁপিয়া সভয়ে
কহিলা কামিনী—"বড় কাতর ক্ষুধায়
কান্দিল কুমার, তাই এই কতক্ষণ
ল'য়েছি ইহারে,—এই উঠিব এখনি।"
গর্জ্জিল অশনি ঘোর মুহূর্ত্ত ভিতরে,
কহিলা গভীর স্বরে রসিকেন্দ্র রায় ;—

* শ্রীচৈতন্য ভাগবত ২।২১ ; † ২।২৩ ; ‡ ৩।৪ ; ৩।৫

"কি দুর্ম্মতি—চাহ, চাহ! আরে শ্যামদাসি,
এত দিনে এই বুদ্ধি হ'ল কি তোমার?
ছাড়ি মোর প্রাণপতি কৃষ্ণের সেবন,
মায়ার কারণ ভ্রমে হইলা মোহিত?
নারীপুত্র কোলে ল'য়ে হ'লে অন্যমন?
কৃষ্ণস্নেহ হ'তে হ'ল পুত্রস্নেহ বড়?
ধিক শত!—পুত্রবতি, কর অবধান,—
লবমাত্র কৃষ্ণসেবা ভঙ্গ হয় যারে
স্নেহপাত্র মহাশত্রু সেই পুত্র তব
থাকিবে না কেহ কোলে—মরিবে অকালে!"

কি বজ্র জননী-বক্ষে পড়িল আমরি,
হৃদয় বিদরি অগ্নি মরমে মরমে
ছুটিল পলকে! রাখি বালকে ভূতলে
ধাইল ললনা; মুছি নয়নের বারি
করিল সেবার কার্য্য সাঙ্গ সযতনে।
অভিশাপে কিন্তু, সেই অতি ভয়ঙ্কর
অঙ্ক হ'তে একে একে ছয় পুত্র তাঁর
অকালে চলিল গত! শোকের অনলে,
দগ্ধ আতঙ্কপ সম, শ্যামদাসী এবে
সেবা-অপরাধ-মুক্ত হইয়া সমরে
হইল নির্ম্মল; মতি কৃষ্ণের চরণে
দৃঢ়তর জন্মে; সতী বুঝিল মরমে,—
হইয়াছে কি সৌভাগ্যে শাপে বর তাঁর!
মহতের কৃপাদণ্ডে কি দয়া অপার!
বাঁচিল এবার তাঁ'র প্রভু-কৃপা-বলে
তিন পুত্র গুণাকর কৃষ্ণপ্রেমময়।
ঘোষিল জগত সাধ্বী শ্যামদাসী জয়!*

শাপে বর এমনি সে চলিল অমোঘে;
সার্ব্বভৌম-অভিশাপে বিসূচিকা-রোগে
মরিয়া, বাঁচিল বাছা', কি ভাগ্যে আমরি,
পাইয়া পরশ শিব-ব্রহ্মা-আকিঞ্চন
শ্রীকরকমলে সেই শচী-দুলালের!

* 'রসিক-মঙ্গল' দক্ষিণ বিভাগ, ১১শ লহরী।

চলিল চৈতন্যোদয়; ভস্মি বিষকুলে,
যেমন তারারে চায়, তদ্বত জীবন
যাপন করিতেছিল ব্রাহ্মণ-কুমার,
সেই ধন সারাৎসার সর্ব্বশিরোমণি—
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি—পাইল সহজে!
সঙ্গ-গুণে দণ্ড তাঁর হ'ল পুরস্কার;
মহাপথে রুদ্ধ দ্বার খুলিল পলকে!

কহিব রে কত আর?—কি মোহ তোমার
রে মায়াবিমূঢ় মতি, কা'র প্রতি কর
রোষারোপ? আত্ম-পরভেদশূন্য যিনি;
জীবের মঙ্গলে মাত্র প্রয়াস যাঁহার;
দণ্ড-পুরস্কার আদি প্রসাদ পরম
শ্রেয়ঃ-সম্পাদন-হেতু সকলে সমান;
করেন প্রার্থনা যিনি প্রভুর চরণে
মুক্তকণ্ঠে অকপট,—"হে প্রভু আমার,
পাপভার সবাকার দিয়া মোর শিরে,
কর মুক্ত সবে তুমি, ভক্তিধন দানে
লহ নিজধামে।"* হায়, হেন মহাজনে,
প্রভু বৃন্দাবনে পুনঃ নিত্যানন্দ-প্রাণ
শেষ-কৃপাদান তাঁর, কি কহ অজ্ঞানে
আত্মনাশ হেতু? পাপ নাহি যার পর,
বৈষ্ণবের নিন্দা সেই সর্ব্বনাশকর;
করিতে উদ্ধার তাহে, প্রায়শ্চিত্ত লঘু—
"পদাঘাত শিরে"; যাহা বিধান উত্তম
করিলা কৃপায় তিনি, কি ঘোর বিকারে,
বিপরীত-বুদ্ধি-বলে, আরে আত্মঘাতি,
কর তুমি তাহাতেও অন্যায় দর্শন
অবৈষ্ণবের আচরণ? চাহ যদি ত্রাণ,
হও সাবধান শীঘ্র; সতর্ক হইয়া,

* "জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
এ সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬৩)

† "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮, অন্ত্য ৬ অঃ)

হেরি' ধন্য এই 'দণ্ডধর্শন' বিজ্ঞানে,
গণিয়া সৌভাগ্যোদয় সেই পদাঘাত
সর্ব্বানর্থ-নিবারণ তুলে লও শিরে ;
পাইবে অচিরে তবে সেই মহোত্তম
মোক্ষ-পদ-দুষ্কর কৃষ্ণের চরণ !
যাচে "কৃষ্ণামৃত" দীন—হে সাধু সজ্জন –
সেই পদাঘাত শিরে, সেই পাদরজঃ
পাই যেন সদা, সেবি' শ্রীপদ-পঙ্কজ !

প্রশ্নোত্তর

[১৪শ সংখ্যার ৭-৮ম পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা দ্রষ্টব্য]

৩। (ক) 'ভেক'প্রথা বহুপ্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত 'বেষ' শব্দটী হইতেই অপভ্রংশ 'ভেক' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মূর্দ্ধন্য 'ষ'কারের উচ্চারণ অনেকটা 'খ'কারের ন্যায়। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে মূর্দ্ধন্য 'ষ'এর উচ্চারণ 'খ'কারের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। তবে 'বেষ' শব্দের 'ষ' অক্ষর 'শ'কার হইলেও কালক্রমে উহা সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের দ্বারা 'ভ'কারে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত-পক্ষে সংস্কৃত শব্দটী 'বেষ', তাহারই অপভ্রংশ শব্দ 'ভেক'। বহু প্রাচীন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, সেই সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্ডাদি-বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত (১০৮) ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-নাম এবং ঐরূপ ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণকারী শতাধিক (১০০) আচার্য্যের নাম শ্রুত হয়। সেই সমস্ত নাম জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থ এবং 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' এক খণ্ড (অপ্রকাশিত) আলোচ্য। ভাবাদোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ডবেষের উল্লেখ এবং সম্বর্ত্তক, ঔদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তা-ত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি বেষধৃক্ পরমহংসগণের নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামী ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার সর্ব্ব-লোকবরেণ্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মধ্যে বহুস্থানে ত্রিদণ্ডিবেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—"পৃথ্যাতমং **ত্রিদণ্ডিবেষম্**" (১০।৮৬।৩ ভাবার্থ-দীপিকা) ইত্যাদি। 'শ্রী'সম্প্রদায়েও এই ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখা-সম্প্রদায়, যাহা 'রামানন্দী'সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহাতেও বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীরামানন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে চতুর্ব্বিংশতিতম অধস্তন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়েও বেষ-গ্রহণ-প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদগুরু বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য ব্রহ্মসন্ন্যাসীদের মত একদণ্ডি-বেষ গ্রহণ করিলেও তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসীই ছিলেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়সম্প্রদায়েও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর শ্রীল-দামোদরস্বরূপ-গোস্বামীপ্রভু শিখাসূত্রত্যাগপূর্ব্বক যোগ-পট্টাদ্যভীতই কৌপীন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে 'স্বরূপ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ১০।১০৮)—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্রত্যাগরূপ।
যোগ-পট্ট না দিল নাম হইল 'স্বরূপ' ॥

অর্থাৎ অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া ওঁকারাদ্যন্ত, যোগপট্ট, সন্ন্যাসনাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় শ্রীল পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্য প্রভুর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যসূচক 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য মহা-প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না ! কেন না, বিবিক্তানন্দী-লীলাভিনয়-কারী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের কোন প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার আবশ্যক ছিল না। কেবল 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করিব'—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কাশীতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বৈষ্ণব বা পরমহংসের বেষ-প্রদান করিয়াছিলেন, যথা—

তবে নিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
ছিঁড়ো তুই খণ্ড করিয়া কৌপীন করিলা॥

চৈঃ চঃ ম ২০।৭৮

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুকেও কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। আবার নীলাচলে শ্রীশিখিমাহিতীর পূর্ব্বাশ্রমের ভগিনী পরমপূজ্যা শ্রীমাধবীমাতা গৃহে থাকিয়াই চীরবস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসলাভ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

মাহিতীর ভগ্নীর নাম—মাধবীদেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥

চৈঃ চঃ অ ২।১০৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী-পন্থার মূল পুরুষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল-ভট্টগোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ইনি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলার ত্রিদণ্ডিবেষীর অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীপ্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধরপ্রভুর ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণপূর্ব্বক 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল বসুনন্দন দাসপ্রভু মাধবাচার্য্য-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অ ৭।১৬৭) পাঠেই জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। বল্লভভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। 'বল্লভদিগ্বিজয়' গ্রন্থে যে মাধবসম্প্রদায়ী মাধব-যতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামী-মতানুসারী ত্রিদণ্ডি-বেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গবিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভক্ত্যুন্মিষ্ঠা-নিষেধপূর্ব্বক পরমাত্মনিষ্ঠা বরণ করিবার জন্যই পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের অনুমোদিত বেষ-গ্রহণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৩ শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ-ভিক্ষুর রীতির পুনরাবৃত্তি যাহা শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা-প্রদর্শন করিবার অব্যবহিত-পরেই রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
এই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-বিবেচন করি নিভৃতে বসিয়া॥

—চৈঃ চঃ ম ৩।৮-৯

'বেষ' দুই প্রকার—বিদ্বৎসন্ন্যাস-বেষ ও বিবিৎসা-সন্ন্যাস-বেষ। (১) বিহিত-ষড়্গুণ প্রভৃতি গুণে যাঁহারা স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্বৎসন্ন্যাসী, তাঁহারাই পরমহংস বা নিখিল-ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণব। তাঁহাদের কৌপীনাদি বেষ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাসগোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁহারা বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন; সুতরাং বর্ণ-লিঙ্গ-উপবীতাদি বা আশ্রম-লিঙ্গ-কাষায়বস্ত্রাদির আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা-বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কখনও পরমহংসকুলাগ্রগণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের ন্যায় সন্ন্যাসোচিত বেষ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের ন্যায় ত্রিদণ্ডাদি-আশ্রম-বেষ ধারণ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। রাগমার্গীয় পরমহংসগণকে যাহাতে কেহ তুর্য্যাশ্রমোচিত কাষায়-বস্ত্র-গ্রহণে বাধ্য করাইবার ধৃষ্টতা না করে, তজ্জন্যই পরমহংস বৈষ্ণব-লীলাভিনয়কারী নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।"

অর্থাৎ কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়বস্ত্র-

পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতং' পুরাণমমলং-ইত্যাদি-শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যৈ-বৈষ্ণবানামেব অচ্যুতগোত্রত্বং পরমহংসত্বঞ্চ বিহিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বং। তস্মাৎ পারমহংস্য-জ্ঞানেন পরমহংসত্বমপি বৈষ্ণবানামেব নান্যেষাং। যতশ্চাতুর্বর্ণ্যানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাদেরপ্যচ্যুতগোত্রোঽস্মীতি ন ব্রুতে। চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেকধারিণস্তু সর্ব্বেঽপ্যচ্যুত-গোত্রোঽস্মীতি বদন্তি।"

অর্থাৎ "অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রধান গ্রন্থরত্ন। সেই গ্রন্থে অমল-পরম-জ্ঞান পারমহংস্য-ধর্ম্ম গীত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রে জ্ঞানবৈরাগ্যসেবিত নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ ভক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।"—এই সকল ভাগবত-বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণবদিগের অচ্যুতগোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব বিহিত আছে। যেহেতু ভাগবত বৈষ্ণবদিগের নিতান্ত প্রিয়। ভাগবতোদিত পারমহংস্য জ্ঞান দ্বারা বৈষ্ণবদিগের পরম-হংসত্ব সিদ্ধ হয়, বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই—'আমি অচ্যুতগোত্রীয়'—একথা স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবদিগের যে চারিটি সম্প্রদায়, তন্মধ্যে যাঁহারা ভেকধারী, তাঁহারা সকলেই—'আমরা অচ্যুত গোত্র'—ইহা বলিয়া থাকেন।

(২) যিনি পঞ্চসংস্কার (তাপ, পুণ্ড্র, নামাক্ষরচন্দনাম, মন্ত্র ও যাগ) প্রাপ্ত হইয়া সাধন-দ্বারা দম্ভত্যাগী, ভক্তিমান্, সাধনাগুণে বিভূষিত ও পরহিংসাশূন্য হইতেছেন, তাঁহার বৈরাগ্য-পিপাসার চরিতার্থের জন্য এই শাস্ত্রোক্ত-সংস্কার-ক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিৎসা সন্ন্যাসাধিকারে পরমহংসের লাভ হয়। বিবিৎসা সন্ন্যাসী কিম্বা সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ অনধিকারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে পরমহংসের বেষ গ্রহণ করেন বা অর্ব্বাচীন গুরুক্রব যদি সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে পরমহংসের বেষ প্রদান করেন, তাহা হইলে উভয়েই পতিত হন। অভক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীন-গ্রহণে মহা-অনর্থ উদিত হয়। যথা শাস্ত্রবাক্য—

দম্ভায় গুরুচীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং হস্তে তু ধর্ম্মনাশনম্॥

৩। (ক) শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার ও অবৈষ্ণব-নির্দ্দেশ-প্রদর্শন-কল্পে জানাইয়াছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক প্রভু ছোটহরিদাস-বর্জ্জনলীলা দ্বারাও বেষগ্রহণকারী অথবা ভক্তি আশ্রয়কারী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন।—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥

* * *

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে।
নিজভক্তে দণ্ড করেন, ধর্ম্ম বুঝাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥ চৈঃ চঃ অ ২য়

যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে,—ইহা সুধীব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

প্রশ্নকর্ত্তা 'ভেকধারী বৈষ্ণব' কোন্ শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তদুত্তর এই যে,—যাঁহারা জড়াসক্তিনিষ্ঠা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরমাত্ম-নিষ্ঠ অর্থাৎ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-সেবনরত, সেই সকল কৈঙ্কর্য্যশরণ নিষ্কিঞ্চনবৈষ্ণব বিশ্ব-বিভূষণ গোস্বামী বা পরমহংস। তাঁহারা—

জ্ঞাননিষ্ঠা বিরক্তো বা মদ্ভক্তোবানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

—ভাঃ ১১।১৮।২৮

অর্থাৎ জ্ঞানবান্, বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয়-ভক্তগণ ত্রিদণ্ডাদি-রহিত আশ্রম-চিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা, যথা—

"এবং বহ্বধিকাদিধর্ম্মান্ উক্ত্বা পরমহংসধর্ম্মানাহ জ্ঞান-নিষ্ঠ ইতি সার্দ্ধৈর্দশভিঃ। নির্বিবিক্ষো মুমুক্ষুঃ সন্ যো জ্ঞান-নিষ্ঠো বা মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স তানিমান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্তদ্ধর্ম্মাংশ্চাক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ এইরূপে বহ্বধিকাদি (চতুরাশ্রমিগণের) ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া 'জ্ঞাননিষ্ঠঃ' (ভাঃ ১১।৮।২৬) ইত্যাদি সার্দ্ধদশ-শ্লোকে (আশ্রমাতীত) 'পরমহংসধর্ম্ম' বলিতেছেন। বাহ্য-বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি 'মুক্তি'-লাভেচ্ছু হইয়া "জ্ঞান-নিষ্ঠ" হন, অথবা মুক্তি-লাভেও অপেক্ষা-রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু যে সকল অজিতেন্দ্রিয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপব্যক্তি পরমহংসগণের 'চং' বা অনুকরণ করিবার জন্য পরমহংসের সজ্জা বা বেষ গ্রহণ করে, সেই সকল কপট ভেকধারী-ভণ্ড বা মর্কট-বৈরাগী বেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রতুল্য।

এই সকল আনুকরণিক মর্কট-বৈরাগিগণের ইন্দ্রিয় বহির্বিষয়ে ধাবিত। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ কার্য্যে রত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী বা ভাক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ।)—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাকপত্রফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল আদেশ প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত। উপরি-উক্ত শ্রীচরিতামৃত বাক্য হইতেই প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার সব অনুজ্ঞেয়ের প্রশ্নের উত্তরগুলি পাইলেন। প্রশ্নকর্ত্তা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কোন্ সময় হইতে এইরূপ ভেকধারি-গণের মধ্যে ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে?" তদুত্তর এই যে—

অনাদিবহির্ম্মুখজীব চিচ্ছক্তি-ছলাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সকল সময়েই স্বতন্ত্রভাবে অসদ্ব্যবহার করিয়া ভোগরাজ্যে ধাবিত হইতে পারে। ইহার কালাকাল নাই। কৃষ্ণই ভোক্তা এবং নিজেই কৃষ্ণভোগ্য—এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হইলেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে জীবের বুদ্ধির উদয় হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী পরম-হংস কুলাগ্রগণ্য ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর 'শিষ্য' বলিয়া অভিমান করিয়াও গুরু ও কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। কালাকৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় দেখাইয়াও ভট্টথারী স্ত্রীর লোভে লুব্ধ হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মুকুন্দদাস নামক জনৈক ভেকধারী শিষ্যাভিমানী ভেকের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসা-চার্য্যাত্মজা হেমলতা-ঠাকুরাণীর রূপ-কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্য বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। বীরভদ্র প্রভুর শিষ্যাভিমানী 'আড়ানেড়ী'গণ শ্রীগৌরসুন্দরবিগর্হিত আচারেই লিপ্ত রহিয়াছিল। অতএব ভগবৎ-বিমুখতাই জীবের অধঃপতনের কারণ। তটস্থশক্তিপরিণত জীবের কৃষ্ণোন্মুখতাবৃত্তিটী যেরূপ নিত্যা, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবৃত্তিটীও তদ্রূপ তাহাতে অনুস্যূত।

(গ) বৈষ্ণবের সজ্জাগ্রহণকারী যে সকল ব্যক্তি 'আখড়া' করে বা 'সেবাদাসী' প্রভৃতি রাখে, তাহারা সামান্য নৈতিক চরিত্র হইতেই ভ্রষ্ট, তাহাদের বৈষ্ণবতা ত' দূরের কথা! এই সকল কথার উত্তর ছোটহরিদাস-বর্জ্জননীলার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুই অতি-স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, লোকশিক্ষক আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার চরিত্র দ্বারা বহু-স্থানে শুদ্ধবৈষ্ণবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও জগদানন্দ-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তোষণরূপ বদ্ধ-জীবের শিক্ষার জন্য বলিতেছেন—

শুনি' প্রভু কহে কিছু করোধে বচন।
মর্কটিয়া এক ঠাঞি করিতে মর্দন॥
এই মুখ লাগি' আমি করিনু সন্ন্যাস।
আমার 'সর্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস'॥
পথে যাইতে তৈলঙ্গমোরে যেই পাবে।
দাসী সন্ন্যাসী করি' আমারে কহিবে॥

—চৈঃ চঃ অ ১২।১১২-১১৪

পুনরায়—

প্রভু কহে, গোবিন্দ, আজি রাখিনা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হৈত মরণ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৮৫

ইত্যাদি।

অতএব যাহারা সেবাদাসী রাখে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর তাহা সুধী সমাজই বিচার করুন। যদি তাহারা শ্রীগৌরসুন্দর হইতেও বড় অর্থাৎ যাহা অথবা যদি গৌরসুন্দরের অনুগত বলিয়াই পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও গৌরসুন্দরের আচরণের বিরোধকারী ভণ্ড লম্পট মাত্র।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই সকল স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারী বৈষ্ণবগণের সঙ্গ আচরণীয় কিনা ও তাহাদের সঙ্গ করণীয় কিনা?

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্ত্রীসঙ্গীকে অসৎসঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু তাহার সমর্থন-বাক্য-স্বরূপে ভাগবতীয় ৩।৩১।৩৩-৩৫ শ্লোক উদ্ধারপূর্বক স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণের সঙ্গের ফল নির্দেশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ ম ২২।৮৬-৮৬ দ্রষ্টব্য)। যদি অসৎসঙ্গ মঙ্গলেচ্ছু জীব-মাত্রেরই করণীয় না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গী আনুকরণিক-গণের সঙ্গ কিরূপে করণীয় নহে।

শ্রীলরূপগোস্বামীপ্রভু উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন যে,—"এক ব্যক্তির সহিত অপরব্যক্তির ছয়প্রকারে সঙ্গ হইয়া থাকে; তাহা এই—দেওয়া নেওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা, অপরকে খাওয়ান এবং নিজে সেই অপরের দ্রব্য খাওয়া।" যদি স্ত্রীসঙ্গিগণ অসৎসঙ্গ বলিয়াই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে তাহাদের সহিত এই ছয়প্রকারের সঙ্গ কিরূপে হইতে পারে? ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঐ সকল ব্যক্তির সহিত কোন প্রকারেই সংস্রব রাখিবেন না।

(৫) প্রশ্নকর্তা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মহোৎসবে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করা যায় কিনা? তদুত্তরে এই যে, যদি কোনও শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে মহোৎসব হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বস্তু গ্রহণ করেন। প্রাকৃতভক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভোগাদি প্রদান করিলেও তাহার প্রাকৃত-বুদ্ধি-নিবন্ধন তাহা ভগবানের গ্রহণের বিষয় হয় না। একমাত্র ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারাই জীবের প্রপঞ্চ জয় হয়। আবার সেই মহাপ্রসাদকেও ভোগবুদ্ধিজ্ঞানে গ্রহণ করিলে তাহাকে ভোগবুদ্ধি আনিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়লালসা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে যদি কোনও মহোৎসব হয়, সেই মহোৎসবের শ্রীমহাপ্রসাদ সুকৃতিবান ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র লৌকিকতা বা প্রচলিত-ব্যবহার-রক্ষাকল্পে দেবল-ব্রাহ্মণাদি বা প্রাকৃত বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণের প্রসাদ বস্তু সুকৃতিবান বা স্ত্রীসঙ্গিব্যক্তিগণকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহা কর্মমার্গেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে এইরূপ কর্ম-প্রবণতারই প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) প্রশ্নকর্তা আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য হইতে পারে কিনা? তদুত্তর সেবা শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রদান করিয়াছেন,—

আর না হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট-হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥

আজন্মসেবক ছোট-হরিদাসকে বর্জন করিয়া মহাপ্রভু যে লীলা দেখাইলেন, তাহাই উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীকে দর্শন পর্যন্ত করেন না, তখন তিনি কিরূপে তাহার সেবাগ্রহণ করিতে পারেন? আর তাহার প্রদত্ত-বস্তুই বা কিরূপ অপ্রাকৃত শ্রীপ্রসাদ হইতে পারে? ইহা হইতে পরবর্তী প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাইবে।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

GAUDIYA, MUTTRA 10-11-26.

Tour Party preached Taxila, Srinagar and Jammu. Public cordially received and appreciated Bon-Maharaja's lecture. Visited Mahaprabhu's Gadi at Kurukshetra where Math soon expected. One party with Tirtha Maharaj proceeding Jaipur and Bombay.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়ভুঞ্জে সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ২৭ নবেম্বর ১৯২৬ | ১৩শ সংখ্যা

সারকথা

বিদ্যার ফল

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিদ্ধ রয়॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩

বিদ্যার কার্য্য

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর তুষ্টিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥

ঐ

বিষয়সুখ ও কৃষ্ণদাস্য

যে বিভব নিমিত্ত জগতে কামা করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদি পর সুখ করি মানে।
ভক্তিসুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥

ঐ

উচ্চ কীর্ত্তনে নিজ ও পর-উপকার

শুন বিপ্র মহৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
বলিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
উপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
যদি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
মন্ত্র মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
ভিক্ষা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন শুনি॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে লক্ষেক জন॥
ইহাতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় শুন উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৮

'পাপী' ও বৈষ্ণব-'অপরাধী'

মনুষ্যের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরব্রহ্মকেহ গতি কভু নাহি ভালে॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
সব বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদিগের দেহ-ঘরে একজন প্রজা বাস করেন। তাঁহার নাম (জীব-)আত্মা। তিনি যত দিন এই ঘরে বাস করেন, তত দিন ঘরের দরজা জানালা (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়) গুলি যথারীতি খোলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন, কিন্তু এই প্রজা কাহারও সহিত চুক্তি করেন না—কতদিন এই ঘরে বাস করিবেন—কিংবা যাইবার কালে কাহাকেও বলিয়া যান না—কিংবা দরজা জানালা গুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া যান না। ইঁহার গৃহ পরিত্যাগের সময় নাই—তিথি নক্ষত্র নাই, সময় অসময় নাই—বাস-প্রশ্বাস, ত্রাহস্পর্শ, মঘা নাই। পথ ঘাট, স্থান অস্থান নাই। যে ঘরে কত বর্ষ বাস করিয়াছেন, যাইবার কালে সেই ঘরের কোন ব্যবস্থাই করিয়া যান না। কিংবা তিনি ছাড়িয়া গেলে এই ঘরের কি দশা হইবে, তাহার চিন্তা একবারও করেন না! কি অদ্ভুত প্রজা!!

—•—

রাস্তায় ঘাটে হোটেলে বা দরবেশের দোকানে লোক কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয়, বা তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়। তা'র পর? কেহ আর সেখানে অবস্থান করে না।—চলিয়া যায়। কিন্তু এই যে উপরে ঘরের কথা বলা হইল, এই ঘরে কিছু ভোগের জন্য বা কোন নিবারণের জন্য আসিয়া, সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন অন্যত্র চলিয়া যাই তখন শোক করি কি?—বা সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন ব্যথা বা আসক্তি বোধ করি কি?—কিংবা অপরেই কি তজ্জন্য শোক প্রকাশ করে?—যদি তাহা না-হয়, তবে (জীব-আত্মা) যখন এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন অপরে শোক করে কেন? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার ভয়ে এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? কেহ কি এ বিষয়ে চিন্তা করেন?

———

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তখন আমরা কাঁদি। কেন কাঁদি,—শোক হয় বলিয়া। আচ্ছা, দেহটী যে ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা ত প্রত্যহই নিদ্রাকালে ঐভাবে পড়িয়া থাকে! তখন আমরা কাঁদি না কেন বা শোকে অধীর হই না কেন?—কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা বলিবে—আবার আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করিবে। কিন্তু মরা দেহটী আর উঠিবে না—আর আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে না! সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগের সুবিধা হইবে না বলিয়া আমরা কাঁদি!

———

কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন, এই দেহটার মধ্যে কে আছেন, যে থাকার দরুণ দেহটী অমন ভাবে চলা ফেরা করে—আমার সঙ্গে কথা কয়—আমার ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে? কেহ কি জানেন, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া আমাদিগের সকল বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান? না—আমরা তাঁহাকে দেখি নাই—বা দেখি না! কিন্তু দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? কিংবা উহা জানিবার জন্য কখনও ইচ্ছা হইয়াছে কি? অনেকে হয় ত জানিবার জন্য ব্যস্ত হই—আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফুল, এক মণ ধানে কত চা'ল, এক টাকায় কত পয়সা,—পর্ত্তুগালের রাজার কয় কন্যা—প্রথম কন্যার পুত্রের কত বয়স—ইত্যাদি কতই না জানি বা জানিবার জন্য এই মানবজীবন ব্যয়িত করি—কিন্তু আসল কথা জানিবার জন্য ইচ্ছা হয় কয়জনার?

———

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটী ব্যাপারে আমরা বেশ ব্যস্ত! আচ্ছা, এই চারিটী ব্যাপার কি শুধু আমাদিগকেই ব্যস্ত করে? না, পশুপক্ষীদিগকেও ব্যস্ত করে? আমরা সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া দাবী করি! যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটী কাজ সমান ভাবে থাকিল, তবে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের বলে জব্দ করিতে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা মানুষ শ্রেষ্ঠ! মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। কিংবা বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেকের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাই কেহ কেহ বলেন। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে এই বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়?—একের উপর অপরের আধিপত্য বিস্তার—

একটে ভোগের জন্য অপরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—একের মাথায় কাঁটাল রাখিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করাই কি—এই বিবেকবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব—মানুষ কি এই জন্যই শ্রেষ্ঠ ?

মনুষ্যদেহ অপর সকল দেহ হইতে এমন ভাবে পৃথিক্ত, উহার ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে সন্নিবেশিত যে (জীব-আত্মা)—এই দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আত্ম-পরিচয় লাভে সমর্থ হন—এবং তাঁহার সহিত এই দেহের ও অপর দেহের কি সম্বন্ধ, তাঁহার নিত্য-নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্যবান্ধব, কে তাঁহার নিত্যপিতা, মাতা, সুত, স্বজন। তাঁহার নিত্যস্বভাব-নিত্যধর্ম্ম-নিত্যকর্ত্তব্য কি, তাহা আত্মা এই দেহপ্রাপ্তিতে জানিতে পারি পরম অর্থ বা ধন লাভ করিতে পারে বলিয়া মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্যদেহকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আমরা এই কথার বিষয় ভাবিয়া দেখি কি ?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা বেশ রঙ্গরসে মাতিয়া আছি। বেশ স্ত্রীপুত্রলাভের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি—করিয়া কতই না বাহাদুরী লইতেছি ! বলি কি, আর কত দিন ?—এক দিন ত হঠাৎ এই সব ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে—একদিন ত এত সাধের বস্তুগুলি অকস্মাৎ বিনা নোটিশে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ! হায়, হায়, আমাদিগের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না ! হায় ! হায় ! এমন করিয়া কি পশুপক্ষীর অপেক্ষাও হীনভাবে জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব ? ধিক্ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে ! ধিক্ আমাদের বাহাদুরীতে—ধিক্ আমাদের চেষ্টাতে !!

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীশ্যামারমণ জিউর মন্দির।

সময়—২২শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, অপরাহ্ণ।]

শ্রীধামবাসিগণের চরণসেবা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে আপনাদের ইচ্ছা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় গৌরভক্তগণের সেবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। কেননা, যে গৌরভক্তগণের কৃপাকটাক্ষে সকল আশা—সকল আকাঙ্ক্ষা ও সকল প্রয়োজন অতি সহজে লাভ হ'য়ে যায়, তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণে আমাদের যে সাকল্য, তা'র তুলনা আর নাই।

আমরা আমাদের স্বীয় গৌরবে গর্ব্বিত। কখন কোনও কার্য্যারম্ভে পাপ-পুণ্যের বিচার করি, কখনও বা মনে হয়, 'বড় হ'লে অন্যের উপর প্রতিষ্ঠা বিস্তার ক'রবো'—এ সমস্তই প্রতিষ্ঠা। গৌরভক্ত বলেন, আত্মরক্ষার যত আকাঙ্ক্ষা, যত্নপাতের যত চেষ্টা, ভোগের যে বাহ্য, ভোগের পর যে বিরাগ, তা' সমস্তই অসৎ বা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কালক্ষোভ্য। এরূপ প্রয়াসের লব্ধবস্তু হস্তান্তরিত হ'লে সকলই বিফল ব'লে মনে হয়। কুকুরের লাঙ্গুল সোজা ক'রবার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ দুর্ভরজাদি চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগের পরিণতি ও ক্ষণস্থায়ী। কর্ম্মফলবাধ্য ভোগ্যবস্তু পরিবর্ত্তনশীল।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণোপযোগ্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেক সময়ে আমরা অহংগ্রহোপাসক হ'য়ে পড়ি। তখন আমাদের আত্ম-প্রয়াস সুপ্তপ্রায় থাকে। তখন কর্ম্মফলের আশায় পুষ্পিত ত্রিদশপুর বরণীয় বস্তু মনে করি। আবার এই চিন্তা যখন প্রবল হয়, তখন মনকেই 'আমি' ব'লে ভ্রান্ত হই। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগবৃত্তি আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারক।

আত্মবস্তু জ্ঞানে—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বস্তু। শ্রীনারায়ণ তাঁ'র বৈভব-বিগ্রহ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বৈভব-প্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে হয় নাই। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এ'সব না জেনে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল করি—তখন সংসারে ক্ষিপ্রতা, শঠতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং জগতে 'সৎ' ভ্রম হয়।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ সম্পূর্ণ চেতনময়। অচিৎপর বস্তু—অচেতন, ভগবদ্বস্তু—সৎ। ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে স্বয়ংব্রহ্ম মনে করি। তখন সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত প্রবৃত্তি কুতর্ক হৃদেশ অধিকার করে, তখন

চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখন ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম চিন্ময়—আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনার ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্তিত্বায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আনন্দে পূর্ণতা নেই—এখানে সমস্ত প্রার্থনা পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচালিত হ'য়ে মনে করি, অহংগ্রহোপাসনায় বা পতঞ্জলির কৈবল্য-লাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। কিন্তু আনন্দ-প্রয়াস আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণ-দর্শনেই কৃষ্ণসেবা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে ধারণা হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানা বিচারে আবদ্ধ থেকে ভোগবাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয় দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্য-বস্তু নহে। যে দিন চিদানন্দ নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর তৈল-ধারার ন্যায় উপস্থিত হ'বে, সে'দিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধন হ'বে।

যে-স্থলে সম্ভোগত এক, দুই, তিন ইত্যাদির উপলব্ধি, সেখানে 'ভেদ-বাদ'। প্রপঞ্চের এই 'ভেদবাদ' চিজ্জগতে পূর্ণ সত্তা উপস্থিত করে। তখন জানি, কৃষ্ণই নিত্য চেতনময় বস্তু।

আমাদের নিত্যত্ব, সত্যত্ব, চেতনত্ব তাঁ'তে পর্য্যবসিত হ'লে (তাঁহাতে ভক্তি হয়। বর্ত্তমানে "ভক্তি", শব্দের নানা অসদ্ভাব এসেছে—যেমন, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি, বা পাঠশালায় গুরুভক্তি। ভক্তি অর্থে সেবা—"ভজ ধাতুঃ সেবায়াম্" ; কোন্ বস্তুর mediumএভক্তি সাধিত হ'বে বিচার না হ'লে) আমরা অসুবিধায় প'ড়ব।

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯)

বর্ত্তমান কাল কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধা ভক্তির বিচার জানা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রই স্বয়ং কৃষ্ণ—ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্ বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না ; যথা (কঠ ১।২।২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠান উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মজীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে। ইন্দ্রিয়জ দর্শনে ভোক্তা-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়মাংসে হয় না—চেতনে হয়। পরমাণুবাদে ভগবানের সেবা হ'তে পারে না।

সবিশেষ বিচারে পরতত্ত্ব বস্তু নারায়ণে ও স্বয়ং কৃষ্ণে পার্থক্য আছে। শাস্ত্রপ্রতিমা স্বরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রই পরতত্ত্ব বস্তু। তাঁ'র স্বরূপ হ'তে নারায়ণের পরতত্ত্ব। বলদেব বৈভবপ্রকাশ পরমাত্ম-বস্তু। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু—আনন্দময় বস্তু। সেখানে মর্য্যাদার অন্তরায় নেই। মর্য্যাদার পূজ্য-পূজক বিচারে সম্যক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বভোভাবে সেবকের নিত্য সেব্য বস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা ক'রতে হ'বে। মনের কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা বিজ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য ব'লে যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই। "কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাহাদারী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

সময় খুব সংক্ষেপ। সন্ধ্যারতিরও সময় হ'ল। আজ আর আপনাদের ভজনের অধিক সময় দইব না। কৃষ্ণেচ্ছা হ'লে আবার আপনাদের সেবা করবার প্রয়াস পা'ব। কৃষ্ণের নিত্য সেবকগণের চরণে অনন্ত দণ্ডবৎ।

প্রার্থনা-বিবৃতি

(২)

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥"

এই নবম গীতির দ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিজ নৈষ্ঠিক ভজনের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগৌরলীলায় পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিজের অবিচ্ছেদসাতত্য বলিতে গিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার ভজনধন-সম্পত্তি, শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বীয় প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার সম্বল, গদাধরকে স্বীয় কুল এবং শ্রীগদাধরানুগত নরহরিকে বিলাসসত্তার ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রজরাজনন্দন ও বার্ষভানবীর লীলাবিলাস-পর জীবনধন। শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীবের অন্য কোন ও সম্পত্তি নাই। তাঁহার পদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লব্ধ হয়। অধন বা অনর্থনিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা। বদ্ধজীব বিষয়কে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক দাম্ভের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্ব পরিহার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নিত্য প্রভু জানিলেই তাঁহার স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রকাশমান হয়। শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্নযুগলকিশোর। তদ্ব্যতীত প্রাণহীন দেহের ধারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সেই যুগলসেবাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেবাহীন অভক্ত প্রাণহীন চেষ্টা-বিশিষ্ট। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আচরণই-জীবের হরিভজনের বল। ভগবৎ সেবাই আভার্থের শক্তিমত্তা। ভ্রমর ভক্তাভিমানী বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর কারণার্ণবশায়ীর উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীগৌরসেবা করিবার জীবগণের আদর্শ। তাঁহার জল তুলসী হুঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে স্বীয় দাস্যের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীগদাধরাদি শক্তি অন্তরঙ্গা সেবার অধিকারী। শ্রীরূপানুগগণ মধুররসে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মধুর রসের সেবকগণের প্রধান শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নাভিরাম হইয়া শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় ব্রজরসের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসবিগ্রহরূপে গৌড়মণ্ডলে সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর সেই কালে শ্রীনবদ্বীপ-নগরে ব্রজলীলার মধুর রসে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের ছদ্মগত ভাবের পোষণ করেন। বিপ্রলম্ভ-বৈচিত্র্য অন্তরঙ্গ মধুররসের ভক্তসমাজে নবদ্বীপলীলায় শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের ভজনাদর্শ। তিনি ব্রজের মধুমতি সখী। শ্রীগদাধরের কুলেই ব্রজের মাধুর্য্যগত সেবাধিকার সহ শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা বিহিত হয়। বিপ্রলম্ভ-রসাভিব্যক্তিতে ব্রজলীলার সম্ভোগরসের আদর্শ ভ্রম জীবের অনর্থোৎসাধনের হেতু। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের পরস্পর যোগ্যতা-বিচারে সম্ভোগের পুষ্টিই বিয়োগ-রস। প্রাকৃত সহজিয়া ও ভজনরহিত কল্পিত রসলম্পটাদিগের রস-বোধের অভাবে যে অবৈধ সম্মিলন-প্রয়াস বাচালদলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অজ্ঞতাবিজৃম্ভণী। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ অবৈধ উৎকট প্রয়াস গর্হণ করিয়া বদ্ধজীবকুলকে সতর্ক করিয়াছেন।

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গনাগর" হেন স্তব নাহি বলে॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১৪।৩০)

'নদীয়া নাগরী' বাদ বা 'গৌরনাগরী' বাদ গর্হণমুখে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই সকল বাক্য নিদর্শনরূপে কার্য্য করে। শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলাকে রসাভাস-দোষে দুষ্ট করিবার প্রয়াসের প্রশংসা করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যের

বিকৃত প্রতিফলন রসবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও জীবকে মৃত্যু ভূমি হইতে প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীমাধব ও নরহরির অন্তরঙ্গভক্তোচিত ব্রজলীলার আনুগত্য শ্রীরূপ গোস্বামী কথিত—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫১)

—শ্লোকের সমর্থনে অবস্থিত। যাঁহারা বৈষম্য দর্শন করেন, তাঁহাদেরই মায়াদেবী স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা আচ্ছন্ন করেন।

বৈষ্ণবকে তাঁহার স্বাভাবিক বৈভবদর্শনে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণবের অধমাঙ্গের তলপ্রদেশে যে পদদেশ, তাঁহাকে বহুমান করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট ধূলিকণ বা আবর্জ্জনা-মিশ্রিত পাদোদক-জলে স্নাত হইলে সকল অহঙ্কার ও উগ্র-স্বভাব বিধৌত হইয়া স্নানজন্য স্নিগ্ধভাব আনয়ন করে। পিতৃলোকের পিপাসা-তৃপ্তির জন্য তত্তদুদ্দেশে জলদানকে সাধারণ লোকে তর্পণ বলে। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, শ্রীবৈষ্ণবের নামোচ্চারণ করিয়াই আমি তাদৃশ তর্পণ-কার্য্য সমাধা করিব। বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণই আমার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদিগের নামই আমার তর্পণের কার্য্য করিবে। উপাধি-রহিত জীবের স্বরূপে ভক্তিরসই একমাত্র আস্বাদনীয় বস্তু। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই জানিতে পারা যায়। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম-মন—এই উপাধিদ্বয় প্রবল থাকা কালে, জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে অবস্থান করেন। উপাধিদ্বয়ে আত্মভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত হইতেই জীবের কর্ম্মপথে ও জ্ঞানপথে ভ্রমণের রুচি উপস্থিত হয়। উপাধি-বিনির্ম্মুক্তাবস্থায় সুনির্ম্মল আত্মায় ভক্তিবৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত ইতরগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভাষ্যাদিগের গ্রন্থ কখনই মধ্যস্থ হইতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থ বক্তিগণের বক্তব্যার জন্য মধ্যস্থতা করে মাত্র। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বা মুকাবশেষ আমার বরণীয় বস্তু। তদ্ব্যতীত অন্য গ্রহণীয় পদার্থ আর নাই। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাহাতে মায়ার অবস্থিতি না থাকায় উহাতেই নৈরন্তর্য্য বা নিষ্ঠা। স্থূল-সূক্ষ্মজগতে চঞ্চল মন বিচরণশীল হইলে নিষ্ঠার অভাবে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে সর্ব্বোত্তমত্ববুদ্ধি থাকে না। পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত আমি কোনপ্রকারেই চঞ্চলমনকে তত্ত্ববিরোধী চেষ্টায় কোনও কালেই পরিনিষ্ঠিত করিতে পারি না। আমার বৈষ্ণবের নামে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সংস্রমুখে তাঁহাদিগের গুণবর্ণনে ও অভিলষণীয় অনুগমনে আমার চিত্ত সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত। অনর্থরহিত ব্রজধামে—বৃন্দাবনগোলোকে—চতুঃসীমাবিশিষ্টস্থানে—হরিবিহার-ক্ষেত্রে আমার চিত্ত সর্ব্বদা আবদ্ধ। সেই চক্রের অর্থাৎ চতুঃসীমা-বিশিষ্ট স্থলাভ্যন্তরে আমার হৃদয় আবদ্ধ অর্থাৎ সেই সীমার বাহিরে চঞ্চলমনের গতি অবরুদ্ধ। এই সকল কথা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিষ্ঠাবিষয়ক দিনলিপিত বাক্য।

গৌড়ীয়া—চতুর্দ্দিক বেষ্টিত ক্রীড়াভূমি। মনঘেরা—স্থলে "মনভোরা" পাঠান্তর আছে। 'ভোরা'শব্দের অর্থ 'পরিপূর্ণ'। "আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।"

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব

[ভীষ্মদেব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

মগধবিক্রম, মদবৃদ্ধি শিশুপাল ক্রমশঃ আরও উত্তেজিত হইয়া, সভামধ্যেই একটা অনর্থ ঘটাইবার জন্য অনুগত রাজন্যবর্গসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির একটু আশঙ্কা প্রকাশ করিলে ভীষ্মদেব আবার কহিলেন ;—"বৎস ভীত হইতেছ কেন? যাঁহার তেজে মত্ত হইয়া শিশুপাল এত আস্ফালন করিতেছে, তিনিই অচিরে তাহার তেজ হরণ করিবেন। এ-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি জীবের আসন্ন মৃত্যুই সূচনা করে। পরমেশ্বর শ্রীহরিই সকলের সংহারকর্ত্তা। সুজনের হৃদয়ে তিনিই সুবুদ্ধি দিয়া সাধুপথে এবং দুর্জ্জনের হৃদয়ে দুর্ব্বুদ্ধি দিয়া অসাধুপথে, ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেন। কোনও ভয় নাই ; কুক্কুরের আস্ফালন ততক্ষণই, যতক্ষণ না সিংহ জাগরিত হন। আমরা যোগ্যতম জ্ঞান করিয়াই গোবিন্দের পূজা করিয়াছি ; তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান্ ; যাহার মরণ নিকট হইয়াছে, সে তাঁহাকে রণে আহ্বান করুক্। সে এখনি মরিবে, দেখিতেও পাইবে।"

অবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রে, শিশুপাল নিহত হইল। নির্ব্বিঘ্নে, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সাধু পাণ্ডবদের যজ্ঞ পূর্ণ হইল। কিন্তু রাজ্যে শান্তি আর অধিক দিন রহিল না। পাণ্ডবদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি ঘর-পর-নাই হিংসা-পর হইয়া উঠিলেন। কেবল তাঁহাদের অনিষ্ট-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যুক্তি করিয়া শীঘ্রই পাণ্ডবদিগকে পাশা-ক্রীড়ায় স্বভবনে আহ্বান করিলেন। রাজধর্ম্ম অনুসারে, পাণ্ডবগণ তথায় আগমন করিয়া দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি বিপক্ষগণের সহ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। পণ রাখিয়া খেলা হইল। নানাবিধ কপটতা অবলম্বনে, দুরভিসন্ধি-পরিচালিত বিপক্ষেরা, পাণ্ডবদিগকে বারম্বার পরাজয় করিয়া, তাঁহাদের ধন জন দেহ সমস্তই জিতিয়া লইলেন; সভামধ্যে সাধ্বী দ্রৌপদীকে আনিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। এ-ক্ষেত্রে ভীষ্মদেব উপস্থিত থাকিয়াও, ভবিতব্যতা লক্ষ্য করিয়া, এবং সাধ্বী সতীর লজ্জা-নিবারণে সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য বৈভব-বিস্তার দর্শন করিয়া, স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবেই কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি লাঞ্ছিতা কৃষ্ণ-শরণাগতা—দ্রৌপদীকেও গুরুবাক্যে কহিলেন,—"হে পাঞ্চালি, তুমি এমন বিপন্ন হইয়াও যে পথ নিরীক্ষণ করিতেছ—যে পদ চিন্তা করিতেছ, তাহাই তোমার মত সাধ্বীর সমুচিত আচরণ। পাপের দণ্ড, অন্যায়ের উচিত প্রতিকার, ইহা হইতেই সম্ভব। কে আর কি করিবে?"

এ-ক্ষেত্রে, সাধ্বী দ্রৌপদীর অমিতপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, আপাততঃ ধৃতরাষ্ট্রের কি মনে হইল, ধর্ম্মভয়ে হৃদয়ে সহসা কেমন এক কম্পন আসিল, তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কয়েকটি বর দিলেন। তাহাতেই পাণ্ডবেরা পণমুক্ত এবং দ্রৌপদীসহ রাজলক্ষ্মীকে পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিবস শান্তিতে অতিবাহিত হইল।

অল্পদিন পরেই দুর্য্যোধনাদির অন্তরের ধূমায়মান বিদ্বেষ-বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। কূট অভিসন্ধি লইয়া আবার তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ভীষ্মদেব-বিদুর-আদি মহাত্মারা নিষেধ করিলেও কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্রীড়ায় আহূত হইয়া রাজধর্ম্ম-অনুসারে আবার পাণ্ডবেরা হস্তিনা-পুরে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। আবার সেই পণ রাখিয়া দ্যূতযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার পণ বড় ভয়ানক। পরাজিত হইলে, দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করিতে হইবে। কিন্তু, হায়, দুষ্টমতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র-গণের প্রতারণায় এবারেও পাণ্ডবেরাই পরাজিত হইলেন! সাধু-সমাজে হাহাকার উঠিল, দুর্জ্জনেরা পরম আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। যেমন দুর্য্যোধনাদির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

সত্য-পালনের জন্য পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য সহ রাজ্য-ত্যাগ করিয়া বন-প্রস্থান করিলেন। অপ্রতিহত কাল-স্রোত বহিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ত্রয়োদশ বৎসরে পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে রাজপুরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। বৎসর অতীত হইলে, দুর্য্যোধন স্বজন-সহ এই স্থলে বিরাট-রাজের গোধন-হরণ করিতে আসিয়া ছদ্মবেশী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সর্ব্ববিৎ ভীষ্মদেবও এ-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

যথাসময়ে পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা অতঃপর সাধুপথে নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করিবার জন্য পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু, তাহাতেও সর্ব্বগ্রাসী দুর্য্যোধন মহাদর্পে উত্তর করিলেন,—"আমরা পাণ্ডবদিগকে বিনা রণে সূচাগ্র পরি-মিত ভূমিও দিব না।" সুতরাং, এবার উভয় পক্ষেই যুদ্ধই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আসন্নমৃত্যু দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা ভীষ্ম-বিদুর-কৃপ-আদি কাহারও হিতবাক্য গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবস্থা বুঝিয়া পাণ্ডবেরাও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগি-লেন। যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজন্যবর্গ সকলেই দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইলেন। সমচরিত্র রাজারাই অপরপক্ষে দুর্য্যোধনাদির সাহায্যে সমাগত হইলেন।

অচিরকাল মধ্যেই উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের পক্ষে, প্রথমেই ভীষ্মদেব সেনাপতি হইয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষে সেনাপতি হইলেন পার্থ, তাঁহার শ্বেতাশ্ব-রথে সারথি

—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না। ভক্তোত্তম ভীষ্মদেব কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন।

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৌরবদের অত্যন্ত বলক্ষয় হইতে দেখিয়া, দুর্য্যোধন ভীষ্ম-সকাশে উপস্থিত হইয়া অতীব কাতর বাক্যে কহিলেন,—"হে পিতামহ, বড় দুঃখের বিষয়, আপনি থাকিতে আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে! বোধ হয় আপনি পাণ্ডবদেরই হিতাশী হইয়া, মনোযোগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন না! এরূপ কার্য্য আপনার যোগ্য নহে। আমি আপনাদের ভরসাতেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

উত্তরে ভীষ্মদেব কহিলেন,—"রাজন্,—তোমার ইহা বৃথা অনুযোগ মাত্র! এ যুদ্ধের ফল এইরূপ হইবে। পাণ্ডবগণ জগতে অজেয়; কারণ কৃষ্ণাশ্রিতজনকে জয় করিতে পারে, এমন শক্তি দেব-নরে কাহারও নাই। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এরূপ উদ্যম হইতে নিরস্ত হইতে বারম্বার বলিয়াছি। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। এখন আমি আর কি করিব? যথাসাধ্য আমি যুদ্ধ করিতেছি। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। তথাপি আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ তোমরা দেখিবে,—আমি সসৈন্য সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোক সমক্ষে নিরস্ত করিব।"

ঐ দিন ভীষ্ম ভীষণতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে পাণ্ডব ও তাঁহাদের সহকারী শূরগণ সকলেই ক্ষত-বিক্ষত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে ঘোর হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই সন্ত্রাসে বলিতেছেন,—"ভীষ্মের ভীম-মন্ত্রে আজ আর পাণ্ডবদের রক্ষা নাই।" কালমূর্ত্তি মহাবীর গাঙ্গেয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষ-সদৃশ অগ্নিময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। শরজালে দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি অতি চমৎকার যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিয়া, রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। তখন, বিস্ময়ে সকলে এক ভীষ্মকে যেন শত শত রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মায়াময় মনে করিলেন। এই সময় যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তিনিই তাঁহার অমোঘ-অস্ত্রে নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। আর রক্ষা নাই!

পাণ্ডবসৈন্যগণ এইবার রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপন্নের আর্ত্তনাদে তুমুল গগন পূর্ণ হইল।

ধেতাশ্ব-রথে মহাবীর পার্থকে লইয়া এইবার শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। অমনি ভীষ্মার্জ্জুনে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের নিশিত শরকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিষাণনিষ্কম্পদের গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। অর্জ্জুন, সমরে সংহারমূর্ত্তি—শান্তনুকুমারকে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য সৈন্য ও প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাত করিতে দর্শন করিয়াও, আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিয়া রথমধ্যে শরক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, মহাবল ভীষ্মের দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, হতাবশেষ পাণ্ডব-চমূ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। ভীষ্মের অজস্র শরজালে দশদিক্ আবৃত হইয়াছে; দিক্ বিদিক্ ভূমি ভাস্কর কিছুই দেখা যাইতেছে না। বোধ হইতেছে, মহাবীর গাঙ্গেয় আজই সমূলে পাণ্ডবকুল ধ্বংস করিবেন। এ-সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, এখনও মোহ-যুক্ত অর্জ্জুন কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন না!" অমনি মেঘ-মন্দ্রে মহাগম্ভীর বাসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—

"চাহি না,—কাহাকেও আমি চাহি না! যাও,—যে যেখানে আছে পলায়ন কর! আমিই একাকী আজ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিব!"

এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই তরুণার্কবর্ণ মহাচক্র তাঁহার করগত হইল। আর চক্ষের পলকে চক্রপাণি বাসুদেব, রথ পরিত্যাগ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, সধনুর্বাণ-সহ বোড়হস্তে অবিচলচিত্তে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন;—

"এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে।
প্রণুদ্য নঃ পাতয় লোকনাথ
প্রপোত্তমাং সর্ব্বশরণ্য কৃষ্ণ॥

ত্বয়া হৃতস্তাপি মমাস্ত কৃষ্ণ,
শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
স্বয়ান্বিতোঽস্মাদ্ধরবিন্দনাথ
লোকৈষিণীর শরণাভিধানাৎ॥"

"* * * * হে কৃষ্ণ,
হে দেবেশ, হে দীনেশ এস কৃপা ক'রে।
"হে কৃপণকৃপা প্রভো, সর্ব্বলোকপতি,
হে জীবজীবন, নাথ, জগৎ নিবাস,
পতিত-পাবন, তব পদে করি নতি;
এস, এস, অবিলম্বে কর মোরে নাথ!

(ক্রমশঃ)

পর-উপকারী কে?

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী তাঁহার পূতধারায় শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নবদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ এক তীরে, অপরাংশ অপর তীরে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন গৃহস্থজীবনের আদর্শ স্থাপনচ্ছলে স্বয়ং গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও অনেকে শাস্ত্রবিচারে ধনী ছিলেন, যদিও বা অনেকে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন, অনেকেরই কৃষ্ণভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে তথায় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন কতক ব্রাহ্মণব্রুব বাস করিত; তাহারা মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাই আর॥

এই ব্রাহ্মণ কুমার—

যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥

ব্রাহ্মণ দস্যুর আধার, সরলতার খনি, ক্ষমার আদর্শ, কিন্তু ইহার

পরবধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।

বিশেষতঃ সৎসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক—

নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে॥

ব্রাহ্মণকুমার প্রতি দিবস এই জাতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। পতিতপাবন, অবধূত-শিরোমণি নিত্যানন্দপ্রভু পতিত-উদ্ধারকার্য্যে ও পাষণ্ডদলনকার্য্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে নবদ্বীপের পথে চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, প্রবাল, মণি, মুক্তা, দিব্যহার প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার শোভা পাইত। অবধূতের দেহে বহুমূল্য অলঙ্কার দর্শনে

হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন।

স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনে পাগল ভাবিয়া

মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দসঙ্গে।
ভ্রমরে তাঁহার মন হরিবার রঙ্গে॥

কিন্তু চোরা দস্যু বুঝিতে পারিল না যোকা বা পাগল কে? কাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য সে বিবিধ ফন্দি পাতিতেছে। পরমদয়াল নিত্যানন্দ প্রভু দস্যুর মনোবৃত্তি ও চেষ্টা সন্দর্শনে তাহার সকল পরিচয় পাইয়াও তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন।

হিরণ্যপণ্ডিত নামে নবদ্বীপে এক মহা অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরলে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যু ব্রাহ্মণ তাহার স্বার্থসিদ্ধির এই সুযোগ পাইয়া

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।
আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীদাসে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥

ঐ দেখ ঐ অবধূতের গায়ে সোণা মুক্তা হীরা কত বহুমূল্য অলঙ্কার!

আমরা এত কাল দস্যুবৃত্তি করিয়া কত অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি এত মূল্যবান্ যে এই গুলির মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন। আজ চণ্ডীমা'র কৃপায় একটা বড় শিকার জুটিয়াছে। হিরণ্য ঠাকুর দরিদ্র লোক—ভাঙ্গা ঘর—লোকজন কেহ নাই। ভাই, সোণায় সোহাগা! একে ত লোকটা পাগল, তায় মধ্যে দরিদ্রের বাড়ীতে একা রহিয়াছে। সুতরাং

চাল খাড়া নাই সবে হও সমবল।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥

এই ভাবে দস্যুগণ যুক্তি করিয়া রাত্রিকালে

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥

নিশার অন্ধকারে দস্যুগণ দূরে একস্থানে বৃক্ষান্তরালে রহিয়া এক চর পাঠাইয়া জানিল, নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতেছেন। এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর দাসগণ মধ্যে—

কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জ্জন।
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে॥
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
হৈ হৈ হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন॥

কি মুস্কিলের কথা! লোকটা যাবেত থাক্! খাবার সময় অমন করিয়া পাষণ্ডগুলি আবার চীৎকার নাচানাচি করছে! বড়ই অসুবিধা করলে। চর গিয়া এই সংবাদ দিল। চরমুখে নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার ভৃত্যগণের জাগরণের সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ ভাবিল, কিছুকাল পরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন স্বচ্ছন্দে চুরি করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এই বলিয়া মনকলা খাইতে লাগিল—

কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা।
কেহ বলে মোহার সোণার ভাড়বালা॥
কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ-আভরণ।
স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন॥

এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় ভগবতী নিদ্রা আসিয়া সকল দস্যুর চেতনা অপহরণ করিলেন এবং একে একে সকলে মনকলা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সকলেই প্রভুর মায়ায় মোহিত ও অচেতন হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, এদিকে দিবাকর কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরপেক্ষতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ-বিগ্রহরূপে উজ্জ্বলদেহে বৃক্ষান্তরাল দিয়া ভূলুণ্ঠিত দস্যুবৃন্দের নিদ্রাবিষ্ট নয়নে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু তবুও তাহারা অচৈতন্য। মনের অবেচনকৃত কৃতা কাকগুলি কা-কা-রবে যেন কৃতজ্ঞতাবশে দস্যুগণের বিপদ্‌বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুগণ তখন ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল, নিশার অন্ধকার নাই—পথে নির্জ্জনতা নাই। তখন তাড়াতাড়ি বনমধ্যে চাল খাঁড়া ফেলিয়া সকলে বিগত রজনীর দুর্ব্বুদ্ধিতা ও পাপ নিষেধ করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

দস্যুগণ স্নানান্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে পরস্পরকে নিদ্রার আকস্মিক হইবার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিল। দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, ইহা কাহারই দোষ নহে,—

বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাও তে কারণে॥

সুতরাং—

ভাল করি আজি সবে মদ্যমাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল দস্যু মদ্যমাংস দিয়া চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা মোহান্ধ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে কি করিয়া? পেচক কি কখনও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায়?

দস্যুগণ চণ্ডীকে তৃপ্ত করিয়াছি ভাবিয়া মনের আনন্দে ও উল্লাসে সেই দিন মহানিশায় যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রিত, তখন পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা অস্ত্র লইয়া বীরের বেশ নীলবস্ত্রাদি পরিয়া তথায় গিয়া দেখিল, কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু অস্ত্রধারী পদাতিক নিরন্তর হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের সকলের গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। ভিতরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিদ্রার অভিনয় করিতেছেন। কোন অবধূতকে দর্শনাভিলাষী কোন ধনীর সহিত এই সকল পদাতিক আসিয়া থাকিবে। সুতরাং ধনী শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণও চলিয়া যাইবে, তখন আমাদের সুবিধা হইবে এইরূপ ভাবিয়া দস্যুপতি বলিল—

অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন যদি থাকি ভাই॥

যখন দস্যুগণ দেখিতে পাইল, পদাতিকগণ চলিয়া গিয়াছে, অবধূত—

সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥

তখন

আর যাঁর মুক্তি কভু পাপী দস্যুগণ।
আইলেন নিত্যানন্দ চন্দ্রের ভবন॥

সেই দিবস নিশাদেবী যেন ঘোরতমসাবৃতকায়ে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া এবং ধরাপৃষ্ঠে সেই কক্ষাদর বিছাইয়া জগদ্বাসী জীবের চিত্তে ভীতি জন্মাইয়া বিহার করিতেছিলেন। ফলে নদীয়ার পথঘাট নির্জ্জন। সেই অন্ধকার নীরবতা ও নির্জ্জনতার আশ্রয়ে দস্যুগণ সেই কুটীরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র

সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে।
সবে হইলেন হত প্রাণ-বুদ্ধি-মনে।

ফলে

কেহ গিয়া পড়ে গর্ত্ত-খাইর ভিতরে।
কেঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মধ্যে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
গালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
সেই খানে কারো কারো প্রাণে আইল অন্ত।

অকস্মাৎ এই দুরবস্থায় পড়িয়া দস্যুগণ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥

এমন সময়ে ভীষণ বজ্রপাতে সকলে ত্রাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবৃষ্টিতে দস্যুগণ ভিজিতে লাগিল। নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে জানিয়া ক্রোধে উগ্রদেব তাঁহার কোপ ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়ে দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমারের অকস্মাৎ স্মরণ হইল—নিত্যানন্দ মানুষ নহে। ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মনুষ্য কখনই এইরূপ করিতে পারে না। তিনি একদিন আমাদিগকে নিদ্রার ছলে মোহিত করিলেন। অপর দিন পদাতিক ঘেরিয়া থাকিল। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত দয়ার কার্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, হায়! তবু আমার চৈতন্য হয় নাই! আমি যেমন পাপিষ্ঠ, ঠিক তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর ধন অপহরণ করিবার বুদ্ধি করিয়াছি। হায়

এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥

বিপন্ন অবস্থায় সেই মহাপাপীর ব্রাহ্মণকুমার স্ফূর্ত্তি হইয়া হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া জানিল এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
সেবে সেই তোমার শরণে দুঃখে তরে॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডায় তার সংসার বন্ধন॥
জয় জয় প্রভু তুমি মুক্তি তোর দাস।
কিবা জীও মরো এই ছাড় মোর আশ॥

ব্রাহ্মণকুমার যখন আর ছইয়া সরলভাবে শ্রীনিত্যানন্দের প্রভুত্ব স্বীকার করিল, তখন—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥

এইভাবে যখন সকল দস্যুর নিত্যানন্দস্মরণ হইল ও তাঁহার শরণাগত হইল, তখন সকলের রুদ্ধচক্ষু ও নিত্যচক্ষু দুইই খুলিয়া গেল। বহির্জগতের রুদ্ধবৃষ্টি কোথায় মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল। নিশাদেবী তাহার তিমিরাবরণ সরাইয়া লইলেন। দস্যুগণ পথ দেখিয়া নিজ নিজ ঘরে গিয়া গঙ্গা-স্নান করিল।

দস্যুসেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর চরণতলে পড়িলেন। প্রভো! আমায় রক্ষা করুন—উদ্ধার করুন, বলিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার—

আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প॥

হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥

দস্যুব্রাহ্মণের এই প্রকার ভাবাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে তাঁহার চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে আক্রমণের বুদ্ধি—তাঁহার দেহস্থ অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা সকলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার একান্ত শরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে যে সকলের উদ্ধার হইয়াছিল, একথা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্তের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

এই বলিয়া নিত্যানন্দ আপন গলার মালা ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাজয়ধ্বনি হইল। ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন দূর হইল। যে ব্রাহ্মণকুমার দস্যুসেনাপতি বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীয় দস্যুসকলে—

ধর্ম্মপথে আসি লইল চৈতন্যশরণ।

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু করুণা-সাগর॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া

কৃষ্ণবলরামই গৌরনিত্যানন্দ।

ব্রজে যে বিহরে সুখে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য জিনি যোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥

চন্দ্রসূর্য্যের যুগপৎ উদয়।

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
দুই প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বজ্ঞান॥

তমঃ কি ?

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক কি ?

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই হয় এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ॥

বাহিরের চন্দ্রসূর্য্য কি করে ?

সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥

দুইভাই কি করেন ?

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ততমের উচ্চ করে নাশ॥
এই চন্দ্রসূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥

দুই ভাই হৃদয়ের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

চৈতন্যসিংহ কি করেন ?

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ মুক্ত জীবের হৃদয়কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল বৃত্তগ্রাম॥
কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
জীবের কল্মষ তমোনাশ করিবারে।
অস্ত্র উপাস্ত্র নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অস্ত্র কি ?

অন্য অবতারে সব সৈন্য শাস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অস্ত্র উপাঙ্গে॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার।
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন॥
রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি অমীয়॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

প্রভুর ভক্তভাবগ্রহণ

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য রাগে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে॥
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতরি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণইন্দু॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব॥

প্রভুর প্রেমফল বিতরণ

সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ণ প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহা মত্ত।
নাচে কান্দে হাঁসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রীবৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পশু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥

প্রেমবন্যায় ডুবিল না কে ?

মায়াপাশী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহা দক্ষ ধাইয়া পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ

কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা তৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিনু কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হৈল অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেনা এড়াইবে প্রভুর প্রেমমহাজালে॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥

প্রভুর মালাকার ধর্ম্ম

এত চিন্তি প্রভু লৈল মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি
ভক্তিকল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

হেন প্রভুকে মানে না কে ?

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥
অতএব পুন কহোঁ উর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
যতেক ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
দহিতেই যুক্ত সেই নৈলে ধর্ম্মে যম॥
কে বলে এ গুণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী, কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই তার এই গতি॥
গৌরলীলা সুধাসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি থাকি এক কণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥

শ্রীচৈতন্যলীলার মাধুর্য্য

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ কৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষজলপানী
জন্মিয়া সে কেনে না মৈল॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ।
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্য বিহার॥
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার।
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার॥
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥
অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ॥

—০—

প্রচার-প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত)

ঢাকায়—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক ব্যাপী ঊর্জ্জব্রত (নিয়মসেবা) শেষ হইল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সেবকবৃন্দ শ্রীগুরুর আনুগত্যে নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা আদর্শ দেখাইয়া সুপ্ত-নগরবাসীর হৃদয়ে সেবা-বুদ্ধি জাগাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীমঠে প্রত্যহ উষাকীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ—সেবানুষ্ঠান হইতেন। ভাগ্যবান জীবগণ এই সেবায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই পাঠ কীর্ত্তনের ফলে সকলেই বুঝিয়াছেন যে, "ভাড়াটিয়া পাঠক ও কীর্ত্তনীয়া, মন্ত্রব্যবসায়ী গুরুব্রুব, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনাভিনয়কারী সেবকগণ এবং কণ্ঠবৈরাগিগণ যে সকল চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা ভক্তিবিরোধ মাত্র। গুরুদেব শ্রীভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ। তিনি মর্ত্ত্য জন্ম-মরণশীল জীব নহেন, তিনি কোন বর্ণ বা আশ্রমের অধীন নহেন। তিনি পরতত্ত্বসেবাময়ী অকোপ-পরমানন্দ নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি স্বতন্ত্র, যে সে কুলে প্রকট হইয়া লীলোদ্ধার-লীলা করিতে পারেন। কুল বা বংশপরম্পরায় গুরুত্ব আবদ্ধ নহে। 'গোস্বামী' ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বিরক্তকুলের; ভোগময়াদীর নহে। ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন জীবের আত্মবৃত্তি। পরিচায়ক—উপজীবিকা নহে। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, জীবকে গোবিন্দ সেবা—অর্থোপার্জ্জনের পন্থা বিশেষ নহে। বাহ্য অঙ্গ-পুলকাদি স্বরূপসিদ্ধ নিত্য কৃষ্ণপ্রেমের বিকার নহে—ধর্ম্ম কপটতা মাত্র। শ্রীমহাপ্রসাদ পাকৃত অন্ন ব্যঞ্জন নহেন, অর্চ্চা বিগ্রহ জড় বস্তু নহেন। নামাপরাধ নাম নহে। বাহ্যে বৈষ্ণবের বেশ বৈষ্ণবতা নহে; উহা প্রকৃত বৈষ্ণবের অনুসরণ নহে, অনুকরণ মাত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গত ২৯শে আশ্বিন শ্রীমদ্ভাচার্য্যের প্রকটোৎসব, ৪ঠা কার্ত্তিক শ্রীমুরারী গুপ্তের অপ্রকটোৎসব, ৮ই কার্ত্তিক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট-মহোৎসব, ১৩ই কার্ত্তিক শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভুর প্রকটোৎসব, ও ২০শে কার্ত্তিক শ্রীল কৃষ্ণদাস দাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব, গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩০শে কার্ত্তিক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বার্ষিক অপ্রকট বাসরে অহোরাত্র কীর্ত্তন ও পরদিবস ১লা অগ্রহায়ণ মহামহোৎসব হইয়াছে। মহোৎসবের দিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। 'জীয়-তাম্ কৃষ্ণতাম' ও উচ্চ হরিধ্বনিতে দিগ্-দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার অভাবযুক্ত দরিদ্র মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়ে সেই সময়ের জন্য বৈকুণ্ঠের স্মৃতি আসিয়াছিল।

স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আগত সজ্জন ব্যক্তিবর্গ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নূতন-মঙ্গলাচারী শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শন এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া নিত্য উৎসবের প্রার্থনা করিয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভক্তসুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বর্ণ মুকুট ও মন্ত্র সম্প্রদায়ের শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত বিরচিত মণিমঞ্জরী গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতেন্দ্র চাকলাদার মহাশয় শ্রীবিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার দিয়া বিরাজ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন। মহোৎসবের আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সেবানুরূপ শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয় মর্ত্যের সার্থকতা—বিষ্ণুসেবা দেখাইয়াছেন।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার বিকাল ঢাকা ইন্টার-মিডিয়েট্ কলেজ হোষ্টেলে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সভ্য সর্ব্বশ্রী হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস সন্ধ্যোপাধ্যায় এবং প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ মহোদয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেকভারতী মহারাজ বহু ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী সমক্ষে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসম্বন্ধে নানা সদ্যুক্তিপূর্ণ এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও সংকীর্ত্তন করেন। স্বামিজী মহারাজের সুসৌম্য-মূর্ত্তিদর্শনে এবং গুরুগম্ভীর

সুস্থির উপদেশপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—গত ৭ই নবেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুভ বিজয় করিয়া ভক্তগণের নিকট শ্রীরাধা-গোবিন্দসেবায় চরম প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তন করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। তাঁহার শুভ-বিজয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও রতিবিশিষ্ট পণ্ডিত-সমাজে এক আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার অসীম অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, বিশেষতঃ কৃষ্ণৈকশরণ জীবনের বার্ত্তা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় গত ১১ই ও ১২ই নবেম্বর তারিখে শ্রীশ্যামারমণমন্দিরে এক মহাসভার আহ্বান করেন। প্রথম দিবস ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়-বন মহারাজ শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। ১২ই শুক্রবার শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার দিন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই বার্ত্তা সমগ্র শ্রীধামে ঘোষিত হইল। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত ও সুধীজন সুশোভিত সভায় শ্রীল ঠাকুর সপার্ষদ উপস্থিত হইলে, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিবার পর প্রথমে কীর্ত্তন ও তীর্থগোস্বামীর কিছুক্ষণ বক্তৃতা হইলে সভায় শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনিও কিয়ৎকাল বক্তৃতা দেওয়ার পর সন্ধ্যারতির সময় হইয়া যাওয়ায় ঐ দিনের মত বক্তৃতা স্থগিত রাখেন (বক্তৃতার চুম্বক পূর্ব্বে প্রদত্ত হইল)।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর উপবেশন করিলে সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সভামধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলেন—

"অধিষ্ঠাতা পণ্ডিত শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় আমার আজ নূতন পরিচিত নহেন। তাঁহাকে আমি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই খুব ভাল রকম জানি। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। আজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সুললিত অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন, তাহা আমার বিশ্বাস, দার্শনিক পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে যে, তিনি কেবল পণ্ডিত নহেন—তাঁহার বক্তৃতার প্রতি পদে, প্রতি শব্দে, এমন কি, প্রতি অক্ষরে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য অনুপমনীয়া ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা হইতে আমি বুঝিলাম যে, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানেন না। আজ আমি আর তাঁহাকে কি ধন্যবাদ দিব? আমার এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত ধন্যবাদ দিতে পারি—আর আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেও চাহি না। কারণ শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে আমি সখ্যভাবে দেখি। তাই সখাকে ধন্যবাদ না দিয়া প্রীতিবাদই আমার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা খুব আশা করি, তিনি আর এক দিবস এইরূপ বক্তৃতা দ্বারা আমাদের আনন্দবিধান করিবেন"।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

—•—

নির্য্যাণ

বিগত বৃহস্পতিবার বেলা ১০৷৷০ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ সেবক শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী মহোদয় নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। কি করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্কপটে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে হয়, তাহার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেবার আদর্শ অনুসরণ করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিয়াছেন, ইহা আমাদের আশ্বাসের বাণী।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
কীর্ত্তি-শ্রোতার যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া তাহে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ৪ ডিসেম্বর ১৯২৬ | ১৬শ সংখ্যা

সারকথা

মনোধর্ম্মী জীব ও পরদুঃখদুঃখী ঈশ্বরের স্বভাব কি ?

অজ্ঞ জীব নিজ 'হিতে' 'অহিত' করি' মানে।
গর্ব্বচূর্ণ হইলে, পাছে উদ্বেজে নয়নে॥

• • •

"আমি হিতি"—এই গর্ব্বশৈল মোর চিত্তে।
ঈশ্বরস্বভাব,—করেন সবাকার হিতে॥
আপনা জানাইতে আমি করি' অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোরে করেন অপমান॥
আমার হিত করেন, ইঁহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল টঙ্গ-মুখ॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত' স্থানে মানি অপমানে।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৫, ১১৮-১২০, ১২৪)

শুদ্ধভক্তসঙ্গের প্রভাব কিরূপ ?

দেহারামী দেহে ভজে দেহোপাদি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন॥
দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ছাড়ি' করয় ভজন।
তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়
সাধুসঙ্গে 'তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২০৩, ২০৮, ২১০

বদ্ধ-জীবের কর্ত্তব্য কি ?

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র'॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১৮৭)

অভক্ত ও বিদ্বদ্ভক্তের প্রতি প্রভুর ব্যবহার কিরূপ ?

গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য * নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য ঠাঞি।
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্য্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে যাহে করে প্রীতাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥

• • •

রামদাস † যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
তথা প্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যা গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ অ ২।৮৯-৯১, ১৩।১০৯-১১০)

ভক্তের গুরুবুদ্ধি কিরূপ ?

মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তাঁর 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে॥
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১১৫-১১৭)

---

* ভগবান্ আচার্য্যের অনুজ।

† রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর সহিত আগত রামানন্দী-সম্প্রদায়ভুক্ত কাশীবাসের পণ্ডিত।

নির্য্যাণ

নিষ্ক্রমণ, নির্গমন, দেহ হইতে জীবাত্মার অপগম, মুক্তি প্রভৃতি অর্থে 'নির্য্যাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবাত্মা অণু হইলেও ত্রিগুণাত্মক বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন নহেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবার কারণ কি? এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মফলানুসারে জীব নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীব যখন সৃষ্ট হইয়াছিল তৎকালে তাহার কোন কর্ম্ম ছিল না। তবে কেন তিনি প্রথমে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন? এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, জীব নিত্যবস্তু। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট কালে সৃষ্ট হইয়াছিলেন এরূপও নহে, তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালের সাবধান না থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কর্ম্ম বিনাশযোগ্য হইলেও অনাদি। ব্রহ্ম-সূত্র বলেন,—"কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি ন। অনাদিত্বাৎ" অর্থাৎ কর্ম্মবিভাগ ছিল না এরূপ নহে। কেননা কর্ম্ম অনাদি।

উপরিউক্ত বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্ম্মফলবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ম্মফল-বশে জীব আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের মতে ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা ভ্রমবশতঃ আপনাকে 'জীব' জ্ঞান করিয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ভ্রম বিদূরিত হইলেই তিনি সমুদয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হন। ইহারই নাম 'নির্য্যাণ' বা 'মুক্তি'। কিন্তু ঐ প্রকার বিচার যুক্ত নহে। বদ্ধ ধারণা হইতেই ঐ সকল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূললিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ জীব বদ্ধাভিমান হইতেই মুক্তির চেষ্টাও উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবাত্মা বদ্ধ নহেন।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। এই দুই প্রকার কর্ম্মফলই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধকর্ম্ম। বর্ত্তমানে যে কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না, 'মুক্ত' অভিমান মাত্রই করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীল গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারেন না। প্রারব্ধকর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ দ্বারা নাশ হইতে পারে না। তবে কি উপায়ে প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিব? তদুত্তরে আচার্য্যপ্রবর গোস্বামী শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মণ্য সাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠাদি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তস্য
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তার ফলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াও জীব ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু নিরপরাধে 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বায় উচ্চারিত হইবামাত্রই জীবের দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং নিরপরাধে কৃষ্ণনামোচ্চারণ-কারী ভক্তকে আর কর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—অনাদি কর্ম্মফলে জীব প্রকৃতিকে আগমন পূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে চালিত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গবলে ঐ সকল মর্ত্যজীব যখন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেন, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে আমি ও আমার বলিতে যাহা

কিছু আছে, সমস্ত গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বেদান্ত-বাক্যানুসারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ মুক্তি বা নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎসন্নিধানে তদীয় সেবার নিমিত্ত নিত্যকাল অধিষ্ঠান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়, মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রথমে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই ভক্তের অলক্ষিতভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় সারার্থদর্শিনী (ভা১২।১১) টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংস্পর্শেণা-প্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিস্যায়েনৈব সাধু বুধ্যামহে। • • • অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তত্র গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি মন্ত্রা ভক্তিগ্রাহ্যাদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজন্তে মিথ্যাভূতানি তান্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।" অর্থাৎ স্পর্শমণি দ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণা-তীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ভক্তের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি ভক্তের অলক্ষিত-ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভক্তের অলক্ষিত বলিবার তাৎ-পর্য্য এই যে, ভক্তবাক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী হন। তাদৃশ অপরাধ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণার্থ পরমদয়ালু শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে উদিত ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতত্ব দর্শন করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাকৃত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। প্রাকৃতদর্শনের ফলেই বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিরূপ অপরাধের অবসর হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষামাত্রই জীব মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণাভিধানতই সেই মোক্ষ। যথা,—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মোক্ষয়তি ইতি মোক্ষঃ কৃষ্ণস্তং" অর্থাৎ 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ', কেননা কৃষ্ণই একমাত্র মোক্ষ-প্রদাতা।

জ্ঞানিগণ 'নির্য্যাণ' বলিতে 'ব্রহ্মে লীন' বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্মদায়ুজ্য 'মুক্তি' নহে। মুক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্তপুরুষ-গণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে লয় হইলে 'শরীর ধারণ করিয়া, এই বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অতএব যিনি নিজ কায়-বাক্য-মনকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহও সচ্চিদানন্দময়। স্থূললিঙ্গদেহের ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেরূপে প্রভুর অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব **বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।**
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯)

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

(পদ্মপুরাণবচন)

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

(গীতা ৪।৯)

গীতার এই শ্লোকটী বিচার করিলে জানা যায় যে, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় নহে। যাঁহারা তত্ত্ববিচার-ফলে ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের দেহ যেরূপ সচ্চিদানন্দময়, ভক্তের দেহও সেইরূপ অণুসচ্চিদানন্দময়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৩।১৩৯ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—"ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময়দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তি-লাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।"

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (৪র্থ ৬।৩) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত ও ভগবান্ প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় মায়াশক্তির আশ্রয়ে জন্ম-মরণের বাধ্য না হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবে তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যুজনিত ক্লেশ হয় কি না। তদুত্তরে প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ মহোদয় বলিয়াছেন—"বিড়ালীদন্ত-স্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং ভক্ত ন ভবতি।" (প্রমেয়রত্নাবলী ১।৯) অর্থাৎ বিড়ালী তাহার ছানাকে দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যেমন তাহার ছানার কোন ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু মাতৃদন্তস্পর্শজনিত সুখানুভূতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাবতিরোভাবজনিত কোন প্রকার ক্লেশ নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণায় "ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, সচ্চিদানন্দময় নহে; ভগবান্ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জড়জগতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবেরই ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতে বাধ্য হন।" অজ্ঞানিগণের ভক্ত ও ভগবানের দেহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় না। তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, "ভক্ত ও ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত হইলে তাঁহাতে জন্ম-মৃত্যু ও মল মূত্রাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি ব্যাপারের প্রতীতি কেন হইয়া থাকে?" তদুত্তরে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু পীঠকভাষ্যে বলিতেছেন—

"জ্ঞানং জ্ঞানবিধিরৈব মৃতং গুপ্তর্ষি স্বরূপেতি দাশরথেরপি নাংবেদন তদ্রূপম্। এষু বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোৎপত্তি-রনিত্যত্বং প্রস্ফুটমিতি দুর্ধিয়ো বদন্তি তন্নিরাকরোতি তদ্বিতি। লোকে বৈরাগ্যায় মায়য়ৈব তথা ভগবতা প্রত্যায়িতম্। অন্যেরপ্রকৃতিভিস্তত্ত্বধাবদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি। কুতস্তৎ প্রত্যায়নং মায়িক-মিত্যত্র হেতুমাহ,—নাতঃশ্রুতিরিতি। বক্ষ্যমাণং ভরতেনির্য্যাণং শ্রুত্বা তদেকান্তী পরীক্ষিৎ অভিবিরোহদুদিতি তস্য মায়িকত্বং ভাবয়ন্নাহ,—হে রাজন্, তদুভূতঃ মনুষ্যস্যেব যা জননা-দ্যবস্থা উৎপত্তিমরণকথা চেষ্টা পরস্য মায়া বর্ণিতা তৎসটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়ম্বনামিত্যবেহীতি ন তৎ শ্রুত্বা ত্বয়া ধীরেন ভাস্যমিতিভাবঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীবলদেব ও রামচন্দ্রের নির্য্যাণ-শ্রবণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের অপ্রাকৃতদেহের অনিত্যত্ব ও স্বরূপের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐপ্রকার ধারণা মায়াপ্রত্যায়িত অসুরগণের মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। ভগবান্ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই জীবসদৃশ ঐরূপ লীলা স্বয়ং অথবা ভক্তগণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীহরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বিদ্যমান হইলে ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, পরমেশ্বরের যে মনুষ্যের ন্যায় জন্মমরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনই জানিবে। স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি চ॥

অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত্যতীত দেহ আনন্দাত্মক ও

অবাস্তবস্বরূপ। মূঢ়গণ তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহাতে পঞ্চভূতাত্মক জড়ের কল্পনা করিয়া থাকে। মলমূত্রাদি দেহাংশ প্রতীতিও অজ্ঞব্যক্তির জড়-ধারণা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবদবতার ঋষভদেবের চরিত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি যে দেহাংশের প্রতীতি আছে, তাহা "দেবমায়াবিমোহিতা"—এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করপাত্র পরমহংসবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'অজ্ঞপ্রতীতি' স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে,—

ভগজ্জন মলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনা।
মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন জগজ্জনের মল ধ্বংস করে। তাঁহারা মলমূত্রাদি-রহিত পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন। ঋষভদেবের দেহত্যাগ প্রসঙ্গেও কথিত হইয়াছে যে, তিনি জীবের দেহশক্তি পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ লোকচক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব ভক্তের নির্য্যাণ বলিতে 'জীবচক্ষের অগোচর' বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত যখন নিত্য সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তু, তখন তাঁহার নির্য্যাণে ভক্তগণ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের স্বজন-বিয়োগের ন্যায় কেন শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তবিরহজনিত আর্ত্তি ও কর্ম্মিগণের স্বজনবিয়োগজনিত শোক কখনই এক নহে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান। তাঁহাদের সঙ্গ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই কৃপাপূর্ব্বক সংসারনিপীড়িত জীবকুলকে স্ব-সঙ্গ প্রদান করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী পরমবান্ধব ভগবদ্ভক্তের বিচ্ছেদ যে ক্লেশজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৮)

ভক্তবিরহে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর লোকপ্রদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।২৬-২৭)

কর্ম্মিগণের মৃতদেহ পঞ্চভূতের বিকৃতি—প্রাকৃত মাত্র; সুতরাং অশুদ্ধ। এইজন্য তাঁহাদের ঐ দেহ স্পর্শ করিলে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এমন কি কর্ম্মিগণই মৃত দেহের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদিও গোময় লেপন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ প্রাকৃত অশুদ্ধ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ মাত্রই লক্ষিত হয়। ভক্তের নির্য্যাণে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার কি প্রকার তাহা স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিদাস নির্য্যাণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন॥

(চৈঃ চঃ অ ১১।৯২-৯৫)

ভাববাহী কর্ম্মিগণের বুদ্ধি জড়জাত দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ। তাঁহারা জড়চিন্তা ব্যতীত জড়াতীত চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, এই স্থূলদেহই জীবিতাবস্থায় চিৎ, মরিয়া গেলে উহাই আবার অচিৎ। এরূপ ধারণা লইয়া যখন তিনি ঈশ্বর পূজা করিতে বসেন, তখন তিনি পার্থিব জড়বস্তুতে ঈশ্বর আবাহন করিয়া তাহাতেই স্থূল-চিন্ময়ত্ব আরোপ করেন। আবার বিসর্জ্জন সময়ে উহাকেই অচিৎ পার্থিব জড়বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটীই নিত্য বাস্তববস্তু, অনিত্য অবাস্তববস্তু নহেন। সুতরাং

তাহাতে কল্পিগণের তাদৃশবুদ্ধির প্রাকৃতবিচার স্পর্শ করিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

"ব্যাখ্যা শিলাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১২

ঋষভদেব—ঋষভদেব দুইজন। একজন শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত দ্বাবিংশ অবতারের অন্যতম অষ্টম অবতার, যিনি প্রশান্তদিগকে সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পরমহংস পন্থা উপদেশার্থ আগ্নীধ্রপুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইনি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃতকীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাক্তনাবতার অবতারগণের অন্যতম। এই ঋষভদেবই ভগবদাবেশাবতারের মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঋষভদেব চতুর্দ্দশমন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষসাবর্ণি-মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'ঋষভ' নামে বিখ্যাত হইবেন এবং তৎকালীন 'অদ্ভুত' নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধ ১৩।২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে ঋষভদেব অর্থাৎ লীলাবতার বা চিরস্থায়ী বিস্তৃতকীর্ত্তি মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাক্তনাবতার অবতার ঋষভদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভগবদাবেশাবতারের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়া কুতর্কপ্রবণ অসারগ্রাহিগণের হৃদয়ে কোন কোন পূর্ব্বপক্ষের উদয় হইতে পারে, তদাশঙ্কা করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যগণ যে সকল সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অসারগ্রাহিগণের কুতর্ক উত্থাপন করিবার আশঙ্কা এই যে, ভাগবতে ৫।৫।৩২ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, ঋষভদেব 'আজগর'-নামক ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত পুরীষেই অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার পরীষ পুরীষলিপ্ত হইল। আবার ইহার পরবর্ত্তী গদ্যে (৫।৫।৩৩) লিখিত আছে যে, "কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোন বীভৎসভাব প্রকাশ হইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ ঐ পুরীষে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। ঋষভদেবের সেই পুরীষসৌরভে সুরভিত হইয়া বায়ু চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিল।" পরবর্ত্তীগদ্যে (৫।৫।৩৪) লিখিত আছে যে, "ঋষভদেব কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়সতুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন।" আবার ৫।৬ষ্ঠ ৭।৮ সংখ্যার গদ্যে শ্রীঋষভদেবের অপ্রকটসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে,—"ঋষভদেব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কূটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কূটকাচলের সমীপবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। ... অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশবনসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণজনিত ভীষণদাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত (তেন সহ) সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল।

এই সকল ভাগবতীয় বর্ণন শ্রবণ করিয়া অবিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃতবুদ্ধি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যগণ জীবকুলকে অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ নিম্নলিখিত সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

বৃন্দবৈষ্ণব শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৫।৬।৮) লিখিয়াছেন—

জ্ঞানানন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমংস্তু কূটকাচলে।
দাবাগ্নিনমুবিশ্যাগ ভস্মসাৎ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমন্যেরভিব্যক্তস্তথৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥

শ্রীমধ্বমুনির এই সিদ্ধান্তবাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে, ঋষভদেবের দেহ প্রাকৃত নহে, তাহা সচ্চিদানন্দময়। তিনি কূটকাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রকৃষ্ট' শব্দের দ্বারা তিনি আশ্রিত জগতের অবিদ্যা দহন করিয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। 'বিষ্ণু' এবং 'সনাতন'

শঙ্খের দ্বারা শ্রীমধ্বমুনি শ্রীঋষভদেবের নিত্যতা, জগন্মঙ্গল-কত্ব, অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঋষভদেব যখন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দ-ময়,' তখন তাঁহাতে পুরীষ পরিত্যাগ প্রকৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তৎকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে'র ১ম পাদ ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞ-ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা মাত্র; কেন না, তাঁহার চিন্ময়দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১১ শ্লোকের) "দেবমায়া-বিমোহিতাঃ" এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞপ্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (ভা ৫।৫।১৯ শ্লোকে) "ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং" অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্যশরীর—অবিতর্ক্য' এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, তৎসেবক সিদ্ধজীবেরই যখন হেয়াংশযোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, তাঁহারা মলমূত্রাদিরহিত, তাঁহারাই 'পূণ্যশ্লোক' বলিয়া কথিত হন।"

আবার ভা ৫।৫।৩২-৩৩ গদ্যে ঋষভদেব নিজ পুরীষাদি হেয়বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারীদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপ-দেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ ঋষভদেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন যে, (ভা: ৫।৬।৭) ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক,' 'বেঙ্ক,' 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম্মমার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী জৈনাদি পাষণ্ডসম্প্রদায়পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া দ্বারা তৎস্বরূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য দোষও ঘটিতেছে না; কেন না, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ ইচ্ছাস্বভাব জীবকে তাহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে তৎকৃত কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া "দাবানলস্তদ্বনমাদেলিহানঃ সহ তেন দদাহ" (ভা: ৫।৬।৮) অর্থাৎ তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—'তেন সহ'—এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা-দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভা ৫।৬।২৮) "ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পরমহংস ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে তদ্ধর্ম্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায়, এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাদক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

কেশাবতার-খণ্ডন—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।২৬ শ্লোকে) বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে কেশাবতারের উল্লেখ আছে। শ্রীহরি (ক্ষীরোদশায়ী) আপনার মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় বসুকুল-পত্নী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথম শ্বেতকেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপ বর্ণন বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়:—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথপরিপ্লবার্ত্তায়াঃ
ক্ষেপায়য়াব কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ (ভা: ২।৭।২৬)

অসুর-স্বরূপ নৃপতিগণের সৈন্যসমূহ দ্বারা এই পৃথিবী নিপীড়িতা হইলে ধরার ভারনাশের জন্য সেই সিতকৃষ্ণ-কেশ অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ মহত্ত্বসূচক কার্য্য করিবেন।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রবচনগুলি বিচার করিলে রামকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশ, ইহাই নিশ্চিত হয়। বস্তুতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এতদ্বিষয়ে আচার্যগণের সুসিদ্ধান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। শ্রীধর-স্বামী (ভাবার্থ-দীপিকা ২।৭।২৬) বলিতেছেন,—'সিতকৃষ্ণকেশ' অর্থে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ-বিশিষ্ট শ্রীহরি। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা ভগবানের শোভাই দ্যোতিত হইয়াছে। উহা বয়ঃপরিণামজনিত নহে। কেননা ভগবদ্দেহ অবিকারী। বিষ্ণুপুরাণে যে ভগবানের দুইটী কেশ উৎপাটনের কথা এবং মহাভারতে যে তাহা হইতে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য 'কেশাবতার' মাত্র নহে, কিন্তু অসুর-গণের ভারাবতরণরূপ কার্য্য। ঐ ভারাপনোদন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি সামান্য। উহা তাঁহার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ। এই বাক্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণসূচনার্থ কেশোদ্ধার কার্য্য অবগত হওয়া যায়। অন্যথা পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হয়। (১।৩।২৮ শ্লোকে "এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্") শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

২। শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু (লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৭৭ শ্লোকে) 'কেশাবতার'-খণ্ডনমুখে বলিয়াছেন—

"নৈবং ভোঃ শ্রুতয়ঃ পক্ষস্তার্থে বিধীয়তে।
কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ।
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেনেতিবিগ্রহঃ।
স এবেত্যস্য বৈদগ্ধীবিশেষোঽকর্ণ ঈরিতঃ॥
কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥"

"ওহে বিরুদ্ধার্থ-বাদিগণ, তোমরা কৃষ্ণকে ক্ষীরোদ-শায়ী ভগবানের অংশাবতার বলিতে পার না। এই ভাগবতপদ্যের (২।৭।২৬ শ্লোকের) অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। 'কলয়া' (কলা দ্বারা) শব্দে শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ-বিধান-দ্বারা, 'সিত' অর্থে 'বদ্ধ', 'কৃষ্ণ' অর্থে 'অতিশয় শ্যামবর্ণ' 'কেশ'। ইহা দ্বারা তাঁহার রূপ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষই বর্ণিত হইল। অথবা যিনি কলা দ্বারা অর্থাৎ অংশের দ্বারা, শ্বেতকৃষ্ণকেশ অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণকেশরূপে সুশোভিত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, তিনি এই সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; যাঁহার অংশে আবির্ভূত, সেই লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীরূপপাদ লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৭৮ শ্লোকে আরও বলিয়াছেন—

"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন,—'গোপরাজগৃহে স্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ'। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি বজ্রকে ঐরূপ বাক্য বলিতেন না; কেননা, কৃষ্ণ বজ্রের পিতা নহেন, কিন্তু প্রপিতামহ। অতএব কৃষ্ণকে ক্ষীরোদ-শায়ীর শ্বেতকৃষ্ণকেশদ্বয়ের অবতার বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা সুদূরপরাহত হইল।"

৩। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে—এই ভাগবতের (১১।২১।৪২ শ্লোকের) চূর্ণিকায় 'কেশ'শব্দ ব্যাখ্যানে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের বাক্যসকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"স দেবানভ্যনুজ্ঞায় তত্রৈব ত্রিদশালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্॥
তত্র সা পার্ব্বতী নাম গুহাদেবৈঃ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা।
পুরাণং তত্র বিস্তীর্ণং দেহং চক্রিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ॥"

(হরিবংশ ৫৮।৪৯-৫১)

অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বর্গে যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ক্ষীরোদসাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় দেবতাদিগের সুদুর্গমা 'পার্ব্বতী' নাম্নী এক গুহা আছে। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিনজন পুরুষের দ্বারা প্রতিপর্ব্বে সেই গুহা পূজিতা হন। উদারবুদ্ধি শ্রীহরি স্বীয় পুরাণ-দেহ তথায় বিস্তৃত করিয়া বসুদেবগৃহে আত্ম-যোজনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, পালনকর্ত্তা গুণাবতার বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ দেবতাগণের প্রার্থনায় তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং স্বীয় অংশী ও অবতারী বাসুদেবে আত্মযোজন করিলেন বা মিলিত হইলেন। বাসুদেবের দেহে থাকিয়া তিনি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া

থাকেন। মধুসূদন সিনাম, পৃথিবীর ভারাপনোদন প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ তদীয় কৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২৯ সংখ্যায়) শ্রীধরস্বামিপাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া এই প্রকার তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"হে দেবগণ, তোমরা আমাকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত কেন এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ? আমি 'অনিরুদ্ধ' নামক পুরুষের সকাশবিশেষ ক্ষীরোদসমুদ্রস্থিত শ্বেতদ্বীপাখ্য ধামের ঈশ্বর। আমার কেশরূপ অর্থাৎ শিরোধার্য্য বা নিয়ন্তিরূপ পূজ্য যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ তাঁহারা উভয়েই স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং তাহাদের দ্বারাই হইবে, উহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য মাত্র।

মুক্তাফল টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—'ক' অর্থাৎ সুখ, 'ঈশ' শব্দের অর্থ স্বামী। ক+ঈশ সুখস্বামী বা একমাত্র সুখপ্রদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহাদিগকে আপনার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আপনার নিকট প্রকট করিয়াছিলেন।

যাঁহারা 'সিতকৃষ্ণ'পদে 'শুক্লকৃষ্ণকেশ'—এরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের বিচার শুদ্ধ নহে; কেননা, দেবতা মাত্রেই জরাবর্জ্জিত, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। অবিকারী ভগবানের জরাজনিত কেশের শুক্লতা কখনই সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। আবার তাঁহার কেশ যে স্বভাবতঃই শ্বেতকৃষ্ণ, তাহারও কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাই; এই নিমিত্ত নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'শক্তি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা নৃসিংহপুরাণে—

বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্ণ: যদোঃ কুলে।
সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যতে॥

অর্থাৎ 'যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার সিত ও কৃষ্ণশক্তিদ্বয় কংসাদি অসুরবর্গকে নিহত করিবে।' এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, 'অংশ' উপলক্ষ করিয়াই 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নিখিলশক্তির আশ্রয় ও আদিপুরুষ। এতদ্বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে দৃঢ়সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার বহু হেতু বর্ত্তমান আছে। 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দ-সকলের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাতে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। শ্রীভগবানই ঐ সকল শব্দের বাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কাহারও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদবতারের ভদ্রাদিন 'জয়ন্তী' আখ্যায় অভিহিত হয় না। এইজন্য মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্তেষ্যত্র সনাতনঃ।
শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্॥

অর্থাৎ এই জয়ন্তী-বাসরে সনাতন ভগবান্ বাসুদেব কীর্ত্তিত হয়েন। তিনিই যোগীদিগের ধ্যেয় অঞ্জনরহিত নিরুপাধিক শাশ্বত পরব্রহ্ম। ভগবৎস্বরূপ যে কালাতীত এবং কাল তাঁহার অধীন, তিনি কালের অধীন নহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১১।৩৮ "ন যস্য কালপ্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ" (অর্থাৎ যে পরমেশ্বরের উপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও কর্ত্তা কাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না) শাস্ত্রোক্তি-বাক্যে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তবে যে প্রভাসখণ্ডে 'কেশ'কে 'বাল'রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেই কেশের শুক্লতা কালকৃত পালিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু ঐ কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে বর্ণন দেখা যায়, তাহা দেবীগণের শুদ্ধসত্ত্বপ্রাগ্যপ্রতিপাদন-প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং 'দেবতানামেই জরাবর্জ্জিত'—এই শ্রুতিসিদ্ধ মুখ্য অর্থের প্রমাণ অপেক্ষা প্রকরণগত প্রমাণ বলবান্ নহে। প্রভাসখণ্ডের ঐরূপ উক্তি ছল উক্তি ("অভিপ্রায়ান্তরেণ প্রযুক্তস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য দূষণং ছলম্" অর্থাৎ অন্য অভিপ্রায়ে শব্দের অন্য অর্থ কল্পনা করিয়া যে দোষ প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ছল) মাত্র। গরুড়পুরাণাদিতেও এরূপ ছলোক্তি দেখা যায়, যথা:—

"ব্রহ্মা বেনেতায়াঞ্চ বিষ্ণুর্বেনে দশাবতারগহনে শিবো মহাসঙ্কটে রুদ্রো বেন কপালপাণিরভিতো ভিক্ষাটনং কাঙ্ক্ষতি ইত্যাদৌ তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে।"

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা বাক্যের দ্বারা'—এইরূপ বর্ণন আরম্ভ করিয়া বিষ্ণু দশাবতারগহনে অর্থাৎ কখনও নৎস্য, কখনও কূর্ম্ম, কখনও বরাহ প্রভৃতি রূপগ্রহণ করত মহাসঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। রুদ্রকে কপালপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। অতএব সেই কর্ম্মকে নমস্কার। এস্থলে কর্ম্ম-

প্রভাবে তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, এরূপ বর্ণন করা শাস্ত্রের উচিত বিষয় নহে। কিন্তু কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মমহিমা প্রতিপাদনের জন্য শঙ্খশব্দের দ্বারা ছলে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে। পরন্তু প্রভাসখণ্ডের কেশাবতার-প্রসঙ্গ শিবশাস্ত্রোক্ত বলিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। বিষ্ণুতত্ত্ববিচারে ঐ শাস্ত্রের উপযোগিতা নাই। বিশেষতঃ প্রভাসখণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় প্রতি শ্রীশিববচন, যথা—

"শিবশাস্ত্রেঽপি তত্রাজ্ঞঃ ভগবচ্ছাস্ত্রযোগিযং ইতি।"

অর্থাৎ ভগবচ্ছাস্ত্রের অনুকূল শিবশাস্ত্রের বচন সকলই গ্রাহ্য। শিবের এই নিজবচন হইতেই তাঁহার বাক্যের অপ্রামাণ্য সূচিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুতত্ত্ববিচারে উহার অনুপযোগিতা যুক্তিযুক্ত। পদ্মপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে শিব-প্রতিপাদক পুরাণসকলের তামসত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রভাসখণ্ডের উত্তরপ্রন্থে চন্দ্রের কলঙ্কপ্রাপ্তির কারণ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বিষ্ণু এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় উক্তগ্রন্থের নিজবাক্যের সহিতই পূর্ব্বাপর বিরোধ লক্ষিত হইতেছে। অতএব কেশাবতারের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর কেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করা নহে। অথবা কেশের কৃষ্ণত্ব ও কৃষ্ণত্ব প্রযুক্তনিত এরূপও নহে; উহা বক্তার ছলোক্তি মাত্র। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের বক্তা রোমহর্ষণ-সূত ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই; কারণ তিনি শ্রীবলদেবকেও অবজ্ঞা করিয়া ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। 'কেশ' শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ; যথা মহাভারতে খাস্ত্রিপর্ব্ব ৩৪১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোকে—

"অংশবো যৎপ্রকাশন্তে মনৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্ঋষিসত্তমাঃ॥"

অর্থাৎ আমাতে যে জ্যোতিঃ বিরাজিত তাহার নাম 'কেশ'। সেই হেতু সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ আমাকে "কেশব", বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোবিন্দ সূরির পুত্র শৈব নীলকণ্ঠও 'ভারতভাবদীপে' লিখিয়াছেন,—

"কেশৈঃ কেশবৎ সূক্ষ্মৈঃ সূর্য্যাদিরশ্মিভিস্তদ্রূপেণ বা বাতি গচ্ছতীতি কেশবঃ। ... কেশবশব্দস্য জগন্নামত্বেন চক্ষুঃ প্রাপিঃ॥"

অর্থাৎ 'কেশ' শব্দে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূর্য্যাদির রশ্মিবৎ—তদ্রূপে তিনি গমন করেন অর্থাৎ "যদাদিত্যগতং তেজঃ" প্রভৃতি গীতাবচন-অনুসারে সূর্য্যচন্দ্রাদিতে যে তেজঃ লক্ষিত হয়, তাহা ভগবানেরই। 'কেশব'শব্দের জগদ্রূপে ব্যাখ্যা-পদ্ধতিরও জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে যে যে স্থানে 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থলে তাহার 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে "শুক্লকৃষ্ণ-কেশদ্বয় উৎপাটন করিলেন"—এই বাক্যের দ্বারা শুক্ল কৃষ্ণজ্যোতিঃ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণের অবতার সূচিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত 'কেশব' শব্দে শ্রীমথুরার কেশবস্থান নামক মহাযোগপীঠের অধিপতি শ্রীকেশব বুঝিতে হইবে; তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতে যে শ্বেত ও কৃষ্ণকেশদ্বয় উৎপাটন করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাগণ পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ অর্থাৎ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণবলরামের ভাবী অবতারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনিরুদ্ধ বিষ্ণু কৃষ্ণ-বলরামের অংশ। অংশে অংশীর তেজঃ বিদ্যমান থাকে।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবতামৃত (পূর্ব্বখণ্ড ৭৭ শ্লোকের) টীকায় 'কেশ'শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ২।৭।২৬ শ্লোকের টীকায় কেশাবতার-খণ্ডনমুখে কুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের কৃষ্ণসন্দর্ভের বিচারের মধ্যেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিচারধারা অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেই সকল আর পৃথক্‌ভাবে লিপিবদ্ধ হইল না।

সেবাদর্শ

লেখনী স্তব্ধ—বাণী রুদ্ধ—ভাষা অসমর্থা। প্রভুপাদের পরমপ্রিয় রামবিনোদ—কুলদা'র স্নেহরাজ রামবিনোদ—সকলের হৃদয় অধিকৃত রামবিনোদ—গ্রন্থভাণ্ডারের সংরক্ষক রামবিনোদ—বিশ্বস্ত সেবক রামবিনোদ—সর্ব্ব সেবাকার্য্যে

সদা পরমোৎসুক রামবিনোদ—সেবাদর্শ রামবিনোদ—সেবাস্থিত রামবিনোদ—স্থির-শান্ত-বুদ্ধ-নিরীহ—বৈষ্ণবসদ্‌গুণ-বিভূষিত রামবিনোদ—বৈরাগ্যাবাস রামবিনোদ—সেব্য-মর্ম্ম-বিগ্রহ রামবিনোদ—অসৎসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাম-বিনোদ—মায়িক বন্ধন-ছেদনে বজ্রাদপি কঠোর রামবিনোদ—প্রাকৃতজনক-জননীর স্নেহ-ধিক্কারকারী রামবিনোদ—হরিজন-প্রেমানক্ত—গুরুবৈষ্ণবসেবা-মত্ত রামবিনোদ—গৌর-বিহিত সঙ্গীত-নিপুণ রামবিনোদ—নিত্যানন্দ-রামাভিন্ন গুরুদেবের নয়নানন্দবর্দ্ধক রামবিনোদ—গুরু-প্রসাদ-প্রবর্দ্ধিত রামবিনোদ—বিভু-ভক্তিবিনোদের বৈষ্ণব-বিলাস রামবিনোদ—সর্ব্বকণ্ঠে গীত—সর্ব্ব জিহ্বায় উচ্চারিত—সকলের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-আজন রামবিনোদ—প্রভুপাদের চিহ্নিত সেবক রামবিনোদ—গুণমণি, গুণখনি রামবিনোদ! তুমি আমাদিগের মধ্যে নাই [illegible] ত' কিছুতেই ভাবিতে পারিতেছি না—এখনো ত' তোমার স্নিগ্ধ-জননীর-সেবাশ্রম সুন্দর মূর্ত্তিখানি নয়নাগ্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা কি সত্য সত্যই তোমার সঙ্গ-বিরহিত!

যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে এত শীঘ্র আমাদিগকে তোমার সন্ধান হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? অথবা বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা শ্রীগুরুসেবের সেবক তুমি তোমার এরূপ লীলা কি কৃষ্ণেতর বিষয়ের নশ্বরতার বিজ্ঞাপনী এবং জীবকুলকে অধিকতর ভাবে বিপ্রলম্ভতত্ত্ব ভগবানের সেবার অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রমত্ত করাইবার ভঙ্গী?

তোমার অতীষ্টদেব প্রভুপাদ আজ সপার্ষদ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন—ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-সংস্থাপন করিতেছেন—কিন্তু তারযোগে তোমার সংপ্রোপনবার্ত্তা শুনিয়া তিনিও আজ তোমার বিরহে কাতর—তিনি তারযোগে তাঁহার হৃদয়বেদনা জানাইয়াছেন—প্রতি পত্রে জানাইতেছেন, কুঞ্জদা' আজ তোমার বিরহে ব্যথিত হইয়া কোন প্রকারে প্রভুপাদকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ হইতে ভক্তগণ তোমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া পত্রী লিখিতেছেন। এই জন্যই বোধ হয় রায় রামানন্দ-মুখে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

আজ তোমার বিরহ যুগপৎ আমাদের হৃদয়ে আমাদের প্রভুপাদের চারিটী আদর্শসেবা-বিগ্রহের উজ্জ্বল মূর্ত্তি জাগ্রত করিয়া দিতেছে। তোমরা চারিটীই প্রভুপাদের পরমপ্রিয়—গুরুসেবার অনন্য আদর্শ—গুরুকৃষ্ণসেবার্পিতাত্মা—কৃষ্ণকোপের সর্ব্বোপযুক্ত নৈবেদ্য—গোলোকপতির রাতুল-যুগলচরণের অর্ঘ্য—অনাঘ্রাত-অমলকোমলমঞ্জুলকুসুমকলিকা।

কোথা সেই ভুবনবিভূষণ ভুবনেশ্বর, কোথা সেই ভাগবতবর ভাগবতজনানন্দ, কোথা সেই গুরুগৌরাঙ্গের জয়গানকারী জয়গৌরাঙ্গ! কোথা সেই নিত্যানন্দরামের মনোহভিরাম রামবিনোদ! আজ সুদূরে তাঁহারা হৃদয়ে উদিত হইয়া যেন বলিয়া দিতেছেন—গুরুদেবের মুখনিঃসৃত কথা অনুকীর্ত্তন করিয়া আরও দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিতেছেন—ওহে জীব, তোমাদের একমুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করিবার অধিকার নাই—সর্ব্বদা শ্রীগুরু আনুগত্যে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপরতাই জীবের একমাত্র কৃত্য।

রামবিনোদ, তোমার এ মহতী শিক্ষা যেন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি। কৃপা কর, যেন জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার আদর্শে শ্রীগুরুসেবা করিতে করিতেই এদেহ পতন হয়। অন্যাভিলাষ যেন ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে উদিত না হয়।

কীর্ত্তনসেবা-পরায়ণ রামবিনোদ! তুমি যে গান কতকটী অনেক সময়েই বিহ্বল হইয়া প্রাণের নিষ্কপট-আবেগে গান করিতে সেই শ্রীভক্তিবিনোদপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা যেন আজ হৃদয়বীণাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। আজ তোমারই গাওয়া গানে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥"

* * *

"প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি'॥"

* * *

"কেন বা আচরে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
ও অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

—•—

শোকশাতন

[পরম পূজ্যপাদ শ্রীরাসবিনোদ প্রভুর অপ্রকটে]

আদর্শ গুরুর সেবক হে গৌরাঙ্গজন!
রাখিয়া আদর্শ সেবার শুদ্ধনাতন॥
চলিলে স্বধামে তব হে বৈকুণ্ঠদূত!
হাসিয়া অমর্ত্য হাসি কিবা অদ্ভুত॥

শ্রীগুরু-পদারবিন্দে পশিয়া শরণ।
কিরূপে বাসিত হ'বে আশ্রিত জীবন॥
শিখা'লে তুমিই তা'র করিয়া আচার।
শ্রীগুরু-মহিমা ভবে করিলে প্রচার॥

মায়ার কুহকে হায়, মুগ্ধ জীবকুল।
চাহে না শুনিতে তা'র কোথা রহে ভুল॥
ভাবিয়া তাদের দশা বাসিত অন্তরে।
কত না ডেকেছ 'কৃষ্ণে' ভাসি' অশ্রুনীরে॥

মধুর অমিয় ভাষে ডাকি' জনে জনে।
বলেছ', "হে ভাই, ভো'রা ভজ কৃষ্ণধনে॥
কৃষ্ণ বিনা আর বন্ধু কে আছে সবার।
কৃষ্ণের চরণ পদ্ম সর্ব্বসুখাধার॥

"জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন।
কখন এমন নাহি কহে বিজ্ঞজন॥
মরণ অবশ্য ভাই, জানহ নিশ্চয়।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া লহ কৃষ্ণ-পদাশ্রয়॥"

জীবের বেদনা-ক্লিষ্ট শ্রীমুখে তোমার।
শুনিয়া মঙ্গলবাণী বড় সে আশার॥
নাচিয়া উঠিত হিয়া অতীব পাষাণ।
রাক্ষসী মায়ার মোহ করিত প্রয়াণ॥

প্রথম সাক্ষাতে মনে পড়ে একদিন।
ডাকিয়া কহিলে মোরে হ'য়ে অতি দীন॥
"হে ভাই, কি নাম তোমার, কোথা তব ঘর?
কি কাজে আপন দিবা, কত অতঃপর॥"

শুনিয়া হইনু শুব্ধ, না সরে বচন।
কহিনু, "শ্রীপাদপদ্মে মম আগমন॥
বিষয়-মদান্ধ আমি কিছু নাহি জানি।
মম পরিচয় তাহা জানহ আপনি॥"

অমনি গম্ভীর তাঁর হইল বদন।
কহিতে লাগিলা, "জীব কৃষ্ণদাস হন॥
নিত্য কৃষ্ণদাস তাঁ'র নিত্য পরিচয়।
কৃষ্ণের বসতিস্থল তাঁ'র ধাম হয়॥

"শ্রীগুরুসেবনে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন।
শ্রীগুরু-সেবায় ভাই, দেহ প্রাণ-মন॥"
আরও কতই কথা করিলে কীর্ত্তন।
অনর্থ-পীড়িত-চিত্ত, না হয় স্মরণ॥

কেহ বা আচরে শুধু, না করে প্রচার।
অথবা প্রচারে কেহ, না করে আচার॥
আচরি' প্রচারি' দুই আদর্শ সেবায়।
সাধিলে জীবের হিত, সেবা অবতার॥

বর্ণিতে নাহিক শক্তি তব গুণ-গণ।
অবিদ্যাকৈতবপূর্ণ মলময় মন॥
(হে) বৈষ্ণব ঠাকুর, কর করুণা-ঈক্ষণ।
তবানুসরণে যেন যায় এ জীবন॥

সেবায় বিমুখ আমি বিষয়ী দুর্জ্জন।
শ্রীগুরু-সেবায় প্রীতি নাহি এক কণ॥
বৈষ্ণবচরণে করি কত অপরাধ।
ক্ষমিয়া সকল প্রভো, কর পরসাদ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবসেবাভিখারী—
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

—•—

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়পত্র-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

আমি অত্যাধম, অল্প কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অনতিবিলম্বে আমার প্রার্থিত প্রশ্নের যথাযথ সুসিদ্ধান্তপ্রকাশ-পূর্ব্বক উপকৃত ও বাধিত করিবেন।

কয়েকটী বিষয় লইয়া এস্থানে বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :—

(১) আখড়াদি স্থানে "এক সিংহাসনে শ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহদ্বয় এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ স্থাপিত আছেন"—ইহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মতে যুক্তিযুক্ত কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

(২) শ্রীশ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহ-দ্বয় এক সিংহাসনে রাখিতে পারা যায় কি না? রাখিলে কোন সিদ্ধান্ত-বিরোধ হয় কি না?

(৩) শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে শ্রীতুলসীপত্র প্রদান করা যাইতে পারে কি না?

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায় কি না? পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগদাধরাদি শক্তিতত্ত্ব, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ততত্ত্ব এবং শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী দিয়া পূজা করা যাইতে পারে কি না?

(৪) ভিক্ষালব্ধ উত্তমতণ্ডুলদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ রন্ধন করিতে পারা যায় কি না? ইহার বিস্তারিত সুমীমাংসা একমাত্র পারমার্থিক-গৌড়ীয় পত্রিকা ভিন্ন আর কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? এই স্রোতপন্থাবমাননকারী বিবাদ-বহুলযুগে শ্রীগৌড়ীয়ের শরণগ্রহণ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণেই শরণাগত হইলাম।

বিনয়াবনত—

শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী

পোঃ বাশিয়াটী, জিঃ ঢাকা।

উত্তর

(১) শ্রীভগবান্ রসময়; সুতরাং তাঁহার উপাসনাও রস-ময়ী। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগ-বদুপাসনা ব্যতীত ভীষণ প্রতিপদে অনন্ত অপরাধে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা। রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ গুরুক্রবগণের উপদেশে চালিত বা স্বতন্ত্রভাবে স্বমনঃকল্পনা করিয়া ভগবানের উপাসনা-চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বহুস্থলে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। নিম্নলিখিত কারণে শ্রীগৌরনিতাইর সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিগ্রহ একসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন না।

(ক) শৃঙ্গাররসময় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শৃঙ্গাররসেরই উপাস্যবস্তু। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীল গৌরসুন্দরের সহিত তাঁহাদের একসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার কোন বাধা নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্যভাব। সখ্যরস মধুররসের মিত্র হইলেও বাৎসল্যরস মধুররসের শত্রু; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উঃ ৮ লঃ ৪১ শ্লোকে—

"শুচেঃ সখ্যরসস্যোহপি কথঞ্চিদ্বর্দ্ধি বৎসলে।
ক্বচিন্মূলেন্তঃ সদ্যঃ বৈরস্তাদ্যৈর কল্পতে।"

অর্থাৎ শুদ্ধবৎসলরসে যদি কথঞ্চিৎ শৃঙ্গাররসের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে ঐ বৎসলরস বিরসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তির আরাধনারূপ অনুষ্ঠানে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধও মহাপরাধজনক।

(খ) চিদ্রাজ্যের হেয় প্রতিফলিত রাজ্য এই জড়জগতের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কখনও শৃঙ্গারবিলাসাদি করেন না। গরুড়পুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অন্যতম। সুতরাং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমক্ষে কনিষ্ঠের শৃঙ্গাররসগত কোনও প্রকার ব্যবহার থাকিতে পারে না।

(গ) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্যলীলাপরায়ণ। তাঁহাদের অর্চ্চাবিগ্রহ ও নাম তাহা হইতে অভিন্ন। "নিতাইগৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতি নবকল্পিত রসাভাসপূর্ণ 'ছড়া' যেরূপ 'নামাপরাধ', শ্রীবিগ্রহের রসাভাসদোষযুক্ত উপাসনাও সেই-রূপ ভগবৎসেবা নহে—সেবাপরাধ।

(৫) মধুর রসের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার তিনিই (নিত্যানন্দপ্রভুই) সন্ধিনী শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলরাম। গৌরলীলায় শ্রীবলদেবই 'পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ' এই দুই কার্য্য দ্বারা গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন। বলদেবরূপে কৃষ্ণলীলায় সখ্যে এবং অনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনপ্রয়াসিনী সন্ধিনী মূর্ত্তি শ্রীবলদেবের মূর্ত্তিভেদে দেহ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণাগ্রজ অভিমানে শ্রীবলদেবের—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যমিশ্র সখ্যভাব ব্যতীত সুকায়রসগত কোন চেষ্টা নাই। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই। তিনি সখা হইলেও গুরুসখা। গুরুসখবর্গ কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিক ও বাৎসল্যসঙ্কবিশিষ্ট।

(৬) শ্রীশ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহদ্বয় একই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই।

৩। কৃষ্ণ যেরূপ সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী, শ্রীমতী রাধারাণীও তদ্রূপ লক্ষ্মীগণের অংশিনী। সখীগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ। তুলসীদেবী শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ের সুমীমাংসা অনন্ত-সংহিতায় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

পূর্ণাশক্তিরিয়ং চ শ্রীমতী বার্ষভানবী।
বৈষ্ণবরূপিণী তস্যা তুলসীদেবী প্রকীর্ত্তিতা।

* * *

নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্।
অস্যোঽঙ্গমেব বিশ্রম্ভভাবস্তদ্গোপবস্থিতঃ॥
অন্যেষাস্তু তদন্তস্থিন্নাধিকাঃ কদাচন।
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু তদ্বৈষ্ণবাপরাধভাক্॥
তস্মাৎ শ্রীতুলসীং তস্যাঃ শ্রীসেব্যাঃ কমলালয়ে।
শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং পাদয়োর্ন কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ণাশক্তি শ্রীমতী বার্ষভানবীর বৈষ্ণবরূপিণী তুলসীদেবী বিশ্রম্ভভাবে শ্রীরাধারাণীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব শ্রীতুলসীদেবীকে (এক কৃষ্ণশক্তিকে) অপর কৃষ্ণশক্তি (শ্রীমতী রাধারাণীর) চরণে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। মোহবশতঃ কেহ কোন দিন শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে তুলসী অর্পণ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীমতীর কমলালয়ে তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীকে যেন কেহ জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত না করেন। এ স্থলে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু, স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দপ্রভু ও অংশরূপ অদ্বৈতপ্রভু—প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব; অপর দুইটি তদাশ্রিত শক্তিতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন, নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেব। বলদেবই সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূলপুরুষ, তাঁহা হইতেই পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ লীলা প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তাঁহার অংশতায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদানকারণ বিষ্ণু। মহাবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অদ্বৈত—

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" (চৈঃ চঃ আ।২।৫০)

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইলে তাঁহাদের চরণে তুলসী দেওয়ার পক্ষে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? বক্রেশ্বরশাখার শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামী যে অর্চ্চন-পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। সেই পদ্ধতি-অনুসারে অদ্যাবধি শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের চরণে তুলসী অর্পণ পূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রমুখ পঞ্চতত্ত্বের চরণে তুলসী প্রদান করিয়া কোন দিন অপরাধময়ী অর্চ্চন-প্রণালী প্রচার করেন নাই। শ্রীগুরুদেবও অচিন্ত্য ভেদাভেদপ্রকাশ গৌরশক্তিতত্ত্ব; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অপর শক্তি শ্রীতুলসীদেবীকে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তানুগ ব্যক্তিগণও কখনই তত্ত্ববিরোধ বা পাষণ্ডতা করেন না। শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় বলিয়াছেন,—

তুলস্যা বিষয়ং কৃষ্ণে বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তিহি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
অতস্তস্যস্তু পাদয়ো গুরুরূপস্য পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্চ্চয়েন্নরকং পদম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণশক্তি তুলসীদেবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তদ্দ্বারা একমাত্র বিষ্ণুরই অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্য বৈষ্ণব-পদে কদাচ তুলসী অর্পিত হইতে পারে না। অর্পণ করিলে তত্ত্ববিরোধ ও সেবাপরাধ হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্ত পাষণ্ডগণই ঐরূপ অপরাধজনক কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর "অর্চ্চনপদ্ধতি" অথবা শ্রীল জীবগোস্বামীর "কৃষ্ণার্চ্চন-পদ্ধতি" আলোচ্য।

(৪) সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুল—এই দুইটীই জড় বা অবিষ্ণুবস্তু। অবিষ্ণুবস্তুদ্বারা বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না। অপ্রাকৃতভাবের সহিত প্রদত্ত না হইলে ভগবান কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। অপ্রাকৃতভাব বলিতে কৃষ্ণসেবাপর 'নির্গুণ' বুঝিতে হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে —"মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা" অর্থাৎ "আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সারার্থ-বর্ষিণী' (গীতার) ৯।২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"তেন মদ্ভক্তিস্তেন জনস্যাবৎকালিকা ভক্ত্যা যৎ প্রদত্তমিতি, তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবা-শ্নামীতি জ্ঞোতিতম্। তত্রচ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং দদাতি, তৎ তদ্ভাবমগ্রামি যথোচিতমুপযুঙ্ক্তে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতং, ন তু কদাচিদনুযোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মদ্ভক্তস্যাপাপবিত্রশরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ ... প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নাস্যঃ শুদ্ধান্তঃ-করণঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার ভক্তব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তাৎকালিকী ভক্তির সহিত (লৌকিকী বা প্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত) পত্রপুষ্পাদি কোনও দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা আমি গ্রহণ করি না; কিন্তু একমাত্র আমার ভক্ত পত্রপুষ্পাদি যাহা কিছু প্রদান করেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। কেননা, তিনি আমার সেবার নিমিত্ত ভাক্তর সহিত ঐ সকল উপহার প্রদান করিয়াছেন। কাহারও অনুরোধে বা উপরোধে প্রদান করেন নাই। "প্রযতাত্মনঃ" বলিতে শুদ্ধান্তঃকরণ। আমার ভক্ত ব্যতীত অন্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ নহে। "শ্রদ্ধোত্থায়ং পুরুষঃ কৃষ্ণঃ" প্রভৃতি ভাগবত-বচনই তাহার প্রমাণ। আমার পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগে অন্যাভিলাষই শুদ্ধচিত্তের লক্ষণ।

ভারবাহী মার্ত্তগণ 'সিদ্ধ', 'আতপ' প্রভৃতি জড়বস্তু সম্বন্ধে যে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, ভক্তের বিচার তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্মার্ত্তগণ অপ্রাকৃত বা নির্গুণ স্ব-স্ব-রূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তুলসিদেহে মায়াবুদ্ধিপূর্ব্বক অবিষ্ণুবস্তু-সম্বন্ধে যে প্রাকৃত বিচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বিষ্ণুবস্তু-বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দপার্ষদ রাধাগোপালের অন্যতম শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তিমূর্ত্তির উষ্ণ চাউলের অন্ন ও উষ্ণ চাউল ভাজা মুড়ির ভোগ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর পার্ষদ মঙ্গলবৈষ্ণবের শিষ্য শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীমদনগোপালের মূর্ত্তিমূর্ত্তির উষ্ণ চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে ভক্তগণের কোনওপ্রকার সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণের বিত্তশাঠ্য করিয়া উষ্ণ চাউলের ভোগ প্রদান করা বিধি নহে,—পরন্তু সেবাপরাধ। কিন্তু ভক্তের ভিক্ষালব্ধ নির্গুণ-তণ্ডুলের ভোগ হইবার কোন বাধা থাকিতে পারে না। তাহাতে প্রাকৃত বিচার বা জড় জাতি-সামান্যবাদ অর্থাৎ 'এটী সিদ্ধ', 'এটী আতপ' এইরূপ বিচার স্থান পাইতে পারে না। বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ কনিষ্ঠাধিকারে থাকিয়া যে অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক নির্গুণ নহে। কিন্তু তাহা নির্গুণোন্মেষক বলিয়া ঐরূপ অর্চ্চনেরও প্রশংসা করা যাইতে পারে। তাঁহারা সাধিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণযুক্ত দ্রব্যকে পবিত্র জানিয়া ভগবান্‌কে সমর্পণ করিবেন—ইহাই বিধি। কিন্তু ভক্তকৃপাবলে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয় হইলে, তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারোচিত শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয় এবং তাঁহারা তখন মধ্যমাধিকারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া পরিগণিত হন।

—•—

পারমার্থিক গৌড়

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর]

৬৯। নষ্টং তে বিষ্ণুবাস আ তপোমি তন্তে ভূয়স্ত সিপি-বিষ্টবাঃ। অক্ষন্ত্র আ দুই তন্তো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ (৭।১০০।৭)।

সাঃ ভাঃ—শিপিবিষ্টঃ বিষ্ণুঃ।

৭০। ঘর্ষিষ্ঠেন ক্রতুথং যাথো অশ্বিনা দধা বাযুনা ভবথঃ সমোকসা। ধত্তা দক্ষোভিঃ ভুবি মংহনা মহো বিষ্ণো-র্বিক্রমণেষু তিষ্ঠথঃ॥ ৮।২২।১২ ॥

৭১। ইত্থা ধীরং মনবে সপ্তমিমিথুরেবে কারুং বোধতম। বৃচন্দ্রিং বিশ্বকেধং অত্রং চব ইন্দ্রাবিষ্ণু অশ্বিনাবা-ভুহেসং॥ ৮।৩০।২ ॥

৭২। বং সোমস্তিভ্র বিষ্ণবি বং ব ক্রিত আপো। বন্ধে মরুৎসু মরুতে পনিষ্ণুভিঃ॥ ৮।২২।১৬ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবি বিষ্ণৌ।

৭৩। ক্রমস্ব বিষ্ণুরোজসা ত্রীণি পদা বিচক্রমে। যাদিষ্টে চন্দ্রাস্তা চরী বযস্কৃতঃ॥ ৮।২২।২৭ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুব্যাপনশীলঃ।

৭৪। বাং বিষ্ণুর্জুরন্ অন্বো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। বাং শর্ধো মরুতামু নাকুতম্॥ ৮।২৫।৯ ॥

৭৫। বিদ্মা হি কদ্রিয়াণাং তনূনাং মরুতাং শিমীবতাম্। বিষ্ণোরেষস্য নীলবাম্॥ ৮।২০।১৩ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণোর্ব্যাপ্তস্য।

৭৬। অক্রতে বিষ্ণবে বৃহন্মবিষ্ঠায় সুদানবে। অগ্নি স্বয়াবসং নিকো পুরুচিক্রয়ে॥ ৮।২৪।২২ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবে স্বয়ংচরেণ সর্ব্বব্যাপকায়।

৭৭। উত নঃ সিন্ধুমশ্বিনোভয়ন্ত্যপস্পরি স্বসরং যাথো অদ্রিবঃ। ইন্দ্রো বিষ্ণু-শ্চেতথুঃ সং সুকীর্তয়ঃ॥ ৮।২৫।১৪ ॥

৭৮। আ প্র যাত মরুতো বিক্ষো অশ্বিনঃ পুরুষ্টুতাকীনয়া ধিয়া। ইন্দ্র আয়াতু প্রথমঃ সনিষ্যতির্বিশ্বে যে বৃত্রহা গৃণে॥ ৮।২৭।১৮ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুঃ স্বগমনেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ।

৭৯। আ নশ্চর্ষণীনাং বৃষ্ণীনাং নবীনাম আ বিক্ষোঃ সচাভুবঃ॥ ৮।২৮।১৮ ॥

৮০। অশ্বিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈরৃভুভিঃ সচাভুবঃ দক্ষোসসা ঊষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা॥ ৮।৩৫।১ ॥

৮১। অশ্বিনাবস্থা উত বিষ্ণুবস্থা মরুদ্ভ্যো ঋভিরুর্বশ্যেদো ন ঘৃতম্। সকোমসা ঊষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা॥ ৮।৩৫।১৪ ॥

৮২। বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ॥ ৮।৩৬।১০ ॥

সাঃ ভাঃ—উরুক্রমো বহুগতিঃ।

৮৩। অধি ন ইন্দ্রৈষাং বিক্ষো সজাত্যানাম্। ইন্দ্রা মরুতো অশ্বিনা॥ ৮।৩২।৭ ॥

৮৪। সখে বিক্ষো বিততং বিক্রমস্ব দৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে। হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূন্নিরুদ্ধা আপঃ প্রসবে বিসৃষ্টাঃ॥ ৮।৮৯।১২ ॥

৮৫। সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমাঃ অর্ষন্তি বিষ্ণবে॥ ৯।৩৩।৩ ॥

৮৬। ত্বমিন্দ্রায় বিষ্ণবে সুষ্বাণেভ্যো গিরিষ্ঠা অপঃ। নৃবৎ-সোতৃন পাহ্যংহসঃ॥ ৯।৪৬।৪ ॥

৮৭। সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলশে অক্ষরৎ। মধুমাঁ অস্তু বায়বে॥ ৯।৬৩।৩ ॥

৮৮। অপা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে॥ ৯।৬৫।২০ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবে সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনে।

৮৯। অসৃগ্রন্ দেব ঘৃতং বসৃগ্রন্ মধ্বঃ মধীরমিক্ষবো পবমান বিষ্ণবে। অসৃগ্রন্ শর্ধো মারুতং অসৃগ্রন্ দেবস্তবঃ মহামিন্দু মিক্ষবো মদায়॥ ৯।৯০।৪ ॥

৯০। সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥ ৯।৯৬।৫ ॥

৯১। পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ। ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ॥ ৯।১০০।৬ ॥

৯২। বিষ্ণোরিদা পরমমস্য বিদ্বানাদো বৃণক্তি পাথো অশ্নুতীয়ম্। আসা বহন্ত হরয়ো অরুষ ইহ মাদেতো অভ্যর্চন্ত্যত্র॥ ১২।১।৩ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুব্যাপনশীলঃ।

৯৩। ধামন্ তে বিশ্বমুবনমধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদি অন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ঊর্মিম্॥ ১০।১৩০।৩ ॥

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণোর্ব্যাপিনঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত স্বজন-সহিত
বিষয়েরে সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

সাংপ্রতিকমপ্রাপ্তং পূর্ব্বমপ্যতিবল্লভম্।
যন্নঃকৃষ্ণেতরত্যাগে বৈরাগ্যস্য কথা কথা।
ঐতরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ১১ ডিসেম্বর ১৯২৬	১৭শ সংখ্যা

সারকথা

'ভক্তি' শব্দের অর্থ কত প্রকার ?

'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক—সাধন, সেবনভক্তি—নবপ্রকার॥
প্রতিক্ষণা, প্রেমলক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর॥
শান্তভক্তের রতি যাহে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত॥
সখ্যগণের রতি হয় অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃমাতৃগণের আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি' শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩০-৩৪)

বিধি ও নিষেধ কি ?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলিলা গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
গুরুবাক্য তুলসী তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ॥
যত বিধি-নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
ভক্তি বিধি-মূল করিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥

(চৈঃ ভা মধ্য ১৮।১৩৮-১৪২)

স্বতন্ত্র পুরুষের গতি কি ?

তোমারে লঙ্ঘিয়া কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন কাজে॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সূর্য্য-সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।
ভক্তি-বলে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা অজ্ঞা-ভঙ্গ দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৬, ১৯৬-১৯৯)

শিবপ্রতি ব্যবহার কিরূপ ?

সহস্র যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব-প্রতি অনাদর যা'র।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
অতএব সর্ব্বান্তে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব্বদেবে॥

(চৈঃ ভা অন্ত্য ৪।৪৭৬, ৪৮০-৪৮২, ৪৮৪)

"ভবানী-ভর্ত্তা" (!)

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটীর প্রসঙ্গ অবগত আছেন। একজন কাশ্মীর-দেশীয় কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজকে সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া বিদ্যাগর্ব্বে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কথা করিতে আগমন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃতবিদ্যার হেয়তা এবং "অমানী-মানদ-লীলা" প্রদর্শন-কল্পে উক্ত পণ্ডিতকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তদ্বর্ণিত গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোকের পঞ্চবিধ আলঙ্কারিক দোষ নির্দ্দেশ করিলেন। সেই শ্লোক মধ্যেই "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী দৃষ্ট হয়।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী মধ্যে "বিরুদ্ধমতি-কৃদ্‌দোষ" নির্দ্দেশ করেন। কারণ "ভবানী" শব্দে ভব অর্থাৎ মহাদেবের পত্নী; সুতরাং "ভবানী-ভর্ত্তা" বলিলে "শিবপত্নীর ভর্ত্তা" এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ বা দ্বিতীয়মতি উদিত হয়।

ব্রাহ্মণের পত্নীকে ব্রাহ্মণী বলে, 'ব্রাহ্মণকে দান কর' না বলিয়া 'ব্রাহ্মণীর ভর্ত্তাকে দান কর' বলিলে ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয়-ভর্ত্তা-জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিদ্যাগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর মুখ হইতে "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী নিঃসৃত করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর জীবের দুর্দ্দশার কথা ইঙ্গিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

যদি আমরা আমাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমরা প্রায় সকলেই 'ভবানী-ভর্ত্তাভিমানে' মত্ত রহিয়াছি। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহির্ম্মুখ-জীবের পক্ষে নিসর্গ হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহুরূপী হইয়া জগজ্জনকে নৃত্য করিতেছে। জীব এই মায়াবীনটের মায়ায় মুগ্ধ। তাই আপনাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিতেছে না, কখনও বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না, শুনিয়াও শুনিব না, জানিয়াও জানিব না' এইরূপ আত্মঘাতিনী বুদ্ধির কবলে কবলীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

'ঈশাবাস্য' জগতকে কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞানে—"আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, আমার ভোক্তা, আমার সেব্য, ব্যাপক, বিভু বা বিষ্ণুবস্তু, চেতনবস্তু, স্বপ্রকাশ বস্তু, স্বরাট্ বস্তু," এইরূপ জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে "ইদম্"-জ্ঞানে অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দ্রষ্টা', 'আমি তাঁহার পরিচালক', 'আমি তাঁহার ভোক্তা,' 'আমি তাঁহার সেব্য,' 'আমি তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারি', 'আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারি,' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমান।

আর একটু সোজা ভাষায় খুলিয়া বলি,—'আমি ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানী কেন?' আমি অনেক সময় মনে করি, আমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, বহু ধর্ম্মগ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, বহু সাধু দেখিয়াছি, বহু সাধুর সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার পলিত কেশ, আমার বহুদর্শিতা, বহুজ্ঞতা ও প্রবীণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সুতরাং আমি বিষ্ণু বা বিভুবস্তুকে নিশ্চয়ই মাপিয়া লইতে পারি, বিভুবস্তুর সেবক বৈষ্ণবকে আমার জড়ীয় বহুজ্ঞতানির্ম্মিত ধর্ম্মের ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারি—বৈষ্ণবকে সংশোধিত করিতে পারি ইত্যাদি। চক্ষুকর্ণাদি দুষ্কসাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তাভিমানী জড়সঙ্গী হইয়া আমি যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করিয়াছি, আমার সেই করণাপাটবমলসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতাবাদই বিভুবস্তুকে মাপিয়া লইতে সমর্থ—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান।

উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটী ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানীর আদর্শ মাত্র। আমরা জগতে এইরূপ বহু বহু 'ভবানীভর্ত্তা' সাজিয়া রহিয়াছি। দিগ্বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সরস্বতীর বরপুত্র সুতরাং তিনি বিষ্ণুকান্তা সরস্বতীকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করতলগত অর্থাৎ ভোগের বস্তু করিতে সমর্থ। ইহারই নাম শাক্তেয়বাদ বা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। একদিকে মুখে স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজকে সরস্বতীর বরপুত্রাভিমান অর্থাৎ সরস্বতীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন, অপর দিকে কার্য্যতঃ তাঁহাকেই ভোগ্যা বা যোষাজ্ঞান। এইরূপ 'মা' ও পরক্ষণে সেই মাকে 'মাগী'বুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্ববাদ।

ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণ নিজদিগকে যতই চতুর মনে করুক্ না কেন, তাহাদের চাতুর্য্য গায়ের বিদ্যাভোজনের ন্যায়। ভক্তি ও ভক্তবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদ-হ্লাদদায়ক

প্রভুই শ্রীনৃসিংহদেব, সেই নৃসিংহকান্তা শ্রীসরস্বতী। তিনি পরাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই স্বরূপশক্তিরই ছায়া-শক্তি অপরা বা জড়াবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতসরস্বতী। সেই ছায়াস্বরূপিণী মায়া বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, শাক্তেয়বাদী বা ভবানীভর্তৃত্বাভিমানী জনগণকে ছলনা করিয়া থাকে। ভবানীভর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ মনে করে, বুঝি তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর; কিন্তু তাহাদের ঐ প্রকার আত্মবিনাশক চাতুর্য্য যে মায়াশক্তিদ্বারা সংঘটিত হয়, সেই মায়াশক্তিরও পরিচালক বিভু বিষ্ণুসত্ত্ব যে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিক চতুর ইহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া অবশেষে যে 'রাঙ্গা কলসী' লাভ করে, সেইটী ভাঙ্গিয়া দেখিলে তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের ভাগ্যে অসারতা পরিপূর্ণ একটী মাকাল ফল লাভ হইয়াছে, তাহারা আত্মবঞ্চিত হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচারক-গণের বিদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিলে বা তাঁহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের কোন প্রকার ভক্ত্যনুমুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিলে ভক্তিপ্রচারকের নিরপেক্ষতার হানি হয়। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ভক্তগণ যদি অষ্ট্রালিকায় বাস করেন, যানে আরোহণ করেন, বিরক্তী নির্বিষয়ী, সাধু অসাধু, স্বদেশীয় বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তির সহিত সমান হইয়া পড়ে।

এইরূপ চিন্তাস্রোত ভবানীভর্ত্তাভিমানের পরিচায়ক। ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। তাঁহারা গুরুপত্নী ও নিজ কামিনীকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা চিদ্বিলাস ও জড়-বিলাসকে, ভক্তি ও কামকে, ঈশ্বর ও জীবকে, স্বরূপশক্তি ও ছায়াশক্তিকে, বাস্তব বস্তু ও বিকৃত প্রতিফলনকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন।

'ভব'—ঈশ্বর, স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব। 'ভব' শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন। গুরুদেবের স্বরূপও তাই। 'ভব' শ্রীনরহরি বিষ্ণুর সেবায় সতত আবিষ্ট।

'ভব' স্বীয় পত্নীদ্বারা বিষ্ণুর সেবা করান। ভবানী বিষ্ণুর সেবার উপকরণ।

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০ ও ভাঃ ৪।৩।২৩)

সেইরূপ বিষ্ণুসেবাপরায়ণা ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা কল্পনা আলঙ্কারিকগণের মতে যেরূপ বিষ্ণুক্রমভিন্নত দোষ, তার্কিকগণের মতেও তদ্রূপ ইহা বিবর্ত্তস্থানোত্থশাক্তেয়বাদ বা কৃষ্ণের ভোগ-বুদ্ধি। ঐরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়া আমরা ভবপত্নীর ভরণ-পোষণকর্ত্তা হইতে ধাবিত হই। 'ভব'ই তৎপত্নীকে উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারেন, আমা-দিগের এরূপ জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমরা মনে করি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোন প্রকার উপকরণ আবশ্যক নাই, তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ও বিলাসরহিত থাকিবেন, আর আমরা সবিশেষ ও বিলাসযুক্ত থাকিব! এইরূপ অসুরে লুক্কায়িত বিষ্ণু-বিরোধময় কৈতব হইতেই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভি-মানের উদয় হয়। বস্তুতঃ 'ভব' অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবই সর্ব্ববিধ ভোগ্য উপকরণের মালিক—ভবের পত্নী যেরূপ বিষ্ণুসেবার উপকরণ, অজ্ঞ দ্রষ্টার চক্ষে ভোগ্য-সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত ও যাবতীয়-গুরু-বৈষ্ণবের বস্তু ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ। সেই কৃষ্ণসেবার উপকরণে ভোগী কর্ম্মী বা জড়ভোগত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর যে ভোগ বা মাপিয়া লইবার বুদ্ধি হয়, তাহারই নাম 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'।

এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী 'ভোগী' আর এক শ্রেণী 'ত্যাগী'; কিন্তু কার্য্যতঃ উভয়েই চক্ষুসাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তা, জড়সঙ্গী।

ভবানীভর্ত্তা মনে করে যে, তাহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাদি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার জন্যই তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভবানীভর্ত্তা কখনও সৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, চক্ষুর্দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিব, ভূধর-সাগর-কানন-উপবন-প্রভৃতির শোভাদর্শন করিবার জন্য পর্য্যটক হইব, কখনও বা অসৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করিব, কখনও বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া মনে ভাবে, নিকপট সেবাদ্বারা নিজকে শ্রীরূপের আনুগত্যে স্বরূপ করিয়া কৃষ্ণের নেত্রোৎসব বিধানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে—শ্রীবিগ্রহকে ক্রীড়াপুত্তলি জ্ঞানে

তাহাকে নানা সাজসজ্জায় বিভূষিত করিয়া সমশীল বিধিনিষেধের সহিত নিজ নেত্রোৎসব বিধান করিব, কখনও বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া মনে করে, নিত্যস্বরূপবান্ ভগবানের—নিত্য দ্রষ্টার অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিনাশ করিয়া, আমরা তাঁহার দৃশ্য হইবার পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা সাজিয়া বসিব! ভগবান্ স্বরাট্, ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ, ভগবান্ স্বতন্ত্র, ভগবান্ স্বেচ্ছাময়, ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত, ভগবানে সর্ব্ববিধ বিরোধিগণ সুন্দররূপে সমঞ্জসতা প্রাপ্ত, ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ জগৎ—ঈশাবাস্য ও সত্য—এইরূপ সুদর্শনরহিত বিগর্হ 'ভব' অর্থাৎ শুষ্কবৈষ্ণবানুগত্যকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্থান পাইলেও যাহারা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানী অর্থাৎ বৈষ্ণবের বস্তুকে ভোগ করিতে প্রয়াসী, সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না।

সাংখ্যকর্ত্তা আর একপ্রকার ভবানীভর্ত্তার আদর্শ। সাংখ্যের অনিরুদ্ধ, পাতঞ্জলও ভবানীভর্ত্তারই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। 'ভব' ও 'ভবানীর' অন্তর্যামী বা উপাস্য সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণই কারণ-সাগরে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বা প্রথম পুরুষাবতার। সঙ্কর্ষণই চিদ্‌চিজ্জগতের কারণ। জড়া প্রকৃতি এই পুরুষের অঙ্গাভাসে ক্ষুব্ধ হইয়াই গৌণ নিমিত্তকারণরূপে অবস্থিত। ঐ পুরুষই প্রকৃতির পরিচালক, পুরুষই বিশ্বের মূল নিমিত্তকারণ, পুরুষই অঙ্গদেহে বিশ্বের উপাদান কারণাত্মিকা পুরুষ। পুরুষই বিরাটের অন্তর্যামী, পুরুষই ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী, কিন্তু সাংখ্যকার ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষ—ভবের অন্তর্যামী পুরুষকে খারিজ করিয়া নিজেই প্রকৃতির ভোক্তা অর্থাৎ 'ভবানীভর্ত্তা' সাজিবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃতির আর একজন ঈশ্বর, প্রভু বা পতি আছেন, ইহা স্বীকার করিলে ত' প্রকৃতিকে ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। তাই, প্রকৃতির কোন পতি নাই, প্রকৃতি স্বৈরিণী অতএব আমার ভোগ্যা—এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোক্তৃত্বাভিমানই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'। তবে এইরূপ ভবানীভর্ত্তাভিমানে চতুরতা আছে—চতুরতা আছে বলিয়াই সাধারণ লোকে সহজে উহার কপটতা ধরিতে পারে না। যেমন কোনও কামুক অপরপুরুষ-ভোগ্যা সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পথিমধ্যে যদি কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তখন ঐ ধূর্ত্ত অপহরণকারী বলিয়া থাকে, "এই স্ত্রীটি অনাথা, ইহার স্বামী নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্যই লইয়া যাইতেছি।" প্রকৃতিবাদীর চেষ্টাও ঐরূপ। প্রকৃতিবাদী বলেন, "প্রকৃতির অন্তর্যামী কোনও পুরুষ নাই, কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না; অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ।"

যাঁহারা সদ্ধাশুভাশুভোদয়ী শক্তি বা প্রকৃতিকে সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া বলেন, তাঁহারাও একপ্রকার ভবানীভর্ত্তা। যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের ক্ষমাগুণ ও সত্যানুসন্ধিৎসা-বিষয়ে ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত না হইয়া সদ্যুক্তিগুলি শ্রবণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়া আর কিছু নাই। কারণ যাঁহারা প্রথমে শক্তিকে 'মাতা' বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাই স্বমুখে বলিয়া থাকেন যে, সিদ্ধি কালে তাঁহাদের শিবত্ব লাভ হয়; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, শিব বা ভবের পত্নীই ভবানী। যিনি একবার মাতা, তিনি কখনও আমাদের পত্নী হইতে পারেন না। পরমপূজ্যা মাতাকে 'বোষা'-জ্ঞান করাই, ভবানীকে ভোগের বস্তু জ্ঞান করাই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'।

ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ পরিব্যাপ্ত। ভবানীভর্ত্তার অভিমান করিয়া আমরা মনে করি, 'ভব' ত' বিরাগীপুরুষ, সে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, মাটিতে শুইবে, বৃষ্টিতে ভিজিবে, রৌদ্রে পুড়িবে, যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করিবে, তাহার আবার পত্নীর আবশ্যক কি? যাবতীয় ভোগের বস্তু ত' আমাদেরই ভোগের জন্য। আমরা পাণ্ডত্য করিবার জন্য তাহার পত্নীকে—গুরুপত্নীকে ভোগ করিব—ভবানীভর্ত্তা হইব! এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই আমরা মনে করিয়া থাকি, "বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবোপকরণের কোনও আবশ্যক নাই, যাবতীয় কৃষ্ণসেবোপকরণগুলি—যাহা যাহা দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা যায়, সেই সব বস্তুগুলি আমাদের ভোগের জন্য থাকিবে। ভবানীকে দিয়া ভব বিষ্ণুসেবা করেন। আমরা তাহা করিতে দিব না, আমরাই ভবানীর ভর্ত্তা হইব।" বৈষ্ণব অট্টালিকায় থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব যানে চড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব কনকের থালে মাধবের সেবা করেন,

বৈষ্ণব প্রসাদ সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণবী জগতের যাবতীয় সুন্দরবস্তু—বৈজ্ঞানিক জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপকরণদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন এবং কৃষ্ণসম্বন্ধী যাবতীয় বস্তুর সেবা করেন, বৈষ্ণব কর্ম্মীর ন্যায় ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষ্ণুসেবা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভূতানুকম্পাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, বরং উহাকে অধঃপতনের কারণ বলিয়াই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানই প্রবল, তাঁহারা এই সকল কথা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোনও বস্তু থাকিতে পারিবে না, আমরা সকলই আত্মসাৎ করিব!' কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সুচতুর ভগবান্ সেই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণ কলকালে আসলবস্তু পায় না—ছায়া লইয়াই টানাটানি করে এবং ছায়াকে বাস্তববস্তুজ্ঞানে তাহার সমধর্ম্ম ভোক্তৃত্বাভিমানিগণের সহিত পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘোর তামসী যোনিতে পতিত হয়। রাবণ ভবানীভর্ত্তার অভিমান করিয়াছিল, সেই অভিমান লইয়া সে বিষ্ণুশক্তির ভর্ত্তা হইবার দুরাশা করিয়াছিল। সেই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া সীতাহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কলকালে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিল! সে ছায়া বা মায়াসীতাকে হরণ করিয়া মনে করিল, 'আমি ভবানীভর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের ভোগের বস্তু ভোগ করিতে পারিয়াছি।' ছায়া লইয়া বৃথা টানাটানি করিয়া অবশেষে রাবণ তাহার বন্ধুগণের সহিত নিহত হইল। ভবানীভর্ত্তার এইরূপ পরিণাম।

ভবানী-ভর্ত্তাভিমানিগণ সম্ভোগবাদী। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস তাঁহাদের নিকট আদর পায় না। তাঁহারা বৈধমার্গে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি বা রাগানুগসাধনমার্গে লোভমূলা শ্রদ্ধা, লোভমূলক সাধুসঙ্গ, লোভমূলা ভজনক্রিয়া, আসক্তি প্রভৃতির কোনও ধার না ধরিয়াই এক লাফেই রাসস্থলীতে যাইতে চান। তাঁহারা সাধন না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চান। তাঁহারা সকলেই পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বল ভাবের অধিকারী, প্রেমের চরম স্তরাতিক্রান্ত অনুরাগ-সম্পদে সম্পত্তিবান্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইয়া যাইতে চান। তাঁহারা সকলেই গোপী হইতে চান, কিন্তু তাঁহাদের বাহ্য আরোপ কল্পনা অপরাধমার্গে পর্য্যবসিত হয়। বাহ্যে তাঁহাদের ঐরূপ কৃত্রিমভাবে কল্পনা করিলে কি হইবে? অন্তরে যে তাঁহাদের ভর্ত্তাভিমান প্রবল। তাঁহারা বাহিরে প্রকৃতি সাজিলেও, মনোধর্ম্মের দ্বারা নিজকে প্রকৃতি কল্পনা করিলেও অন্তরের পুরুষাভিমান তাঁহাদিগকে 'ভবানীভর্ত্তা' সাজাইয়া দেয়। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃতি বা ভোগ্যা সাজিতে গিয়া কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসেন। 'গোপী' সাজিতে গিয়া গোপীর আনুগত্যের পরিবর্ত্তে গোপীভর্ত্তাভিমানে নরকের পথে অগ্রসর হইয়া পড়েন। গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসানুদাস হইবার সৌভাগ্য তিরোহিত হয়।

গৌরনাগরীবাদে ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানেরই আর এক-প্রকার চিত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবানীভর্ত্তাভিমানের মূলে অতৃপ্তসম্ভোগবাদ বা শাক্তেয়বাদ। অতৃপ্ত সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর ধারণা—'কৃষ্ণ আমার ঘরনাবাড়ীর জামাই হইত।' সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর বা আরোহবাদীর নিকট অপ্রাকৃতকৃষ্ণ জ্ঞাত হন না, অবরোহবাদীর নিরুপাধিক প্রেমেই প্রাকৃতকৃষ্ণ জ্ঞাত হন। নিরুপাধিক প্রেমে নিজসুখবাঞ্ছার গন্ধমাত্র নাই। কৃষ্ণেচ্ছাপূরণ কথাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। সম্ভোগ-বিগ্রহবিগ্রহতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তিনটী বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় নিত্য গৌরস্বরূপ প্রকটিত করেন। তাঁহার সেই স্বতশ্চেষ্টাময়ী লীলার পরিপোষণচেষ্টাই নিরুপাধিকা প্রীতি। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ছাপাইয়া ছলনাময়ী দেবাপ্রবৃত্তি, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা বা শাক্তেয়বাদ। তাহাই অপর ভাষায় 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'। আশ্রয়-জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। শ্রীগৌরসুন্দর ইহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যাভিমান অর্থাৎ শ্রীরাধাভাবনী বা গোপীর কিঙ্করী অভিমান করিয়া বলিলেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো-
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। কিন্তু শাক্তেয়বাদী ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণ বলেন যে, আমি যাহাকে নাগর বলিব, তাঁহার অভিলাষ যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না, আমি তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। তিনি ইচ্ছা না করিলেও আমি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'নাগর' সাজাইব। তিনি আশ্রয়ের ভাবে বিপ্রলম্ভরসে মত্ত থাকিলেও আমি তাঁহাকে জোর করিয়া সম্ভোগরসে প্রমত্ত করিব। তিনি এই অবতারে দুই-কোণে কখনও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন বা কর্ণে 'স্ত্রী'হেন নাম শ্রবণ করিতে না চাহিলেও আমি আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছামত বৈরিণী নাগরী সাজিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইব; বলিব, আমি তাঁহার অভিলাষ বা সুখ দুঃখ বুঝি না, আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। আমার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছার অর্থাৎ জড়সম্ভোগেচ্ছার সমর্থনকল্পে মাকপানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে (!) দাঁড় করাইয়া বলিব যে, আমার নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা নাই, আমি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে নাগরী হইয়াছি। এইরূপ বলিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও স্বেচ্ছাচারিণী সাজাইবার চেষ্টা করিব। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে ঔরাধাবিগ্রহ গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিদাননীলার সহায়কারিণী অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে যে প্রেমভক্তি প্রদান করিতেছেন, প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও সেই গৌরসুন্দরের ইচ্ছার অনুকূল চেষ্টাই করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কোনপ্রকার সেবাপ্রবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইবার চেষ্টা নাই, সেই কথাটী ভুলিয়া গিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে গৌরেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে একটী কামপ্রমত্তা রমণী ও গৌরসুন্দরকে একজন বেরসিক সম্ভোগরসপ্রমত্ত 'নাগর' সাজাইতে চেষ্টা করিব। এইরূপ অপরাধময়ী চেষ্টা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রকার বিশেষ।

এইরূপে আমরা যে কতপ্রকারে ভবানীভর্ত্তা সাজিয়া রহিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, এস্থলে দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। মূলকথা, যাহারা শুদ্ধানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবস্তুতে কোন না কোন প্রকারে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাহারাই ভবানীভর্ত্তাভিমানী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনুগমরহিত নিষ্কপট-সেবার ফলে আমাদের যে শুদ্ধা বৃত্তির উদয় হয়, সেই শুদ্ধা বৃত্তি বা সেবোন্মুখ হৃৎসাহায্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিলেই আমাদের ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হইয়া গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসানুদাস-অভিমান বা স্বরূপের অভিমান এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া তৎপ্রতি পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয়।

—•—

সহজ ও কৃত্রিম

স্বভাব বা স্বরূপগত চেষ্টাই 'সহজ' বৃত্তি; আর অভাব বা বিরূপগত চেষ্টাই 'কৃত্রিম'তা। আমরা অনেক সময়েই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে বিরত হই অর্থাৎ কখনও বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সহজকে 'কৃত্রিম' ও কৃত্রিমকে 'সহজ' বলিয়া মনে করি; কখনও বা সহজ ও কৃত্রিমের সমন্বয়বিধানে প্রয়াসী হই। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গতি বিপরীতমুখিনী। সহজটী প্রত্যক্‌পথে পরিচালিত, আর কৃত্রিমটী পরাক্‌পথে ধাবিত। স্বরূপগত সহজবৃত্তির নামই 'ভক্তিমার্গ' বা 'সেবা', আর বিরূপগত নৈসর্গিকী চেষ্টা বা কৃত্রিম চেষ্টার নামই অভক্তিমার্গ, কাম, কৈতব বা অপরাধ।

সহজ-ব্যাপারই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, আর কৃত্রিম চেষ্টা কৃষ্ণকে শতযোজন দূরে রাখে। সহজ ও কৃত্রিমের মধ্যে বাহ্য আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু স্বরূপগত আকাশ-পাতাল ভেদ।

ব্রজবাসিজনগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজ মহত্তা মমতা অর্থাৎ প্রীতি। নন্দযশোদার কৃষ্ণের প্রতি সহজ-বাৎসল্য, কান্তাগণের নবনন্দনের প্রতি সহজ-কাম অর্থাৎ প্রেম। এই সহজপ্রীতিই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে অভিহিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তি বা ব্রজবাসিগণের সহজ আচরণের

কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের সহজ রুচি উদিত হয়, অর্থাৎ যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত সহজবস্তুগণের সেবায় লোলুপবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অনুগ অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণের অনুসরণকারী হন, তাঁহারাই রাগানুগ। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব আত্মস্বরূপের নিত্য অপ্রাকৃত সহজ ব্যাপারটী উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা সহজের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'আনুকরণিক' হইয়া পড়েন। ঐরূপ অনুকরণ সহজভাবকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃত্রিমভাবরূপ হেয়তা আনিয়া দেয়। এই কৃত্রিমতা হইতেই জগতে নানা অনর্থ উদিত হয়।

সহজ ও কৃত্রিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে সাধনরাজ্যে বিষম বিপত্তি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা তুষে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা অনুকরণ-কার্য্যটী অভ্যাস করিয়া থাকি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল বুঝিতে পারিবেন। জগতের অভিজ্ঞতায় সমষ্টি অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাব হইতেই লক্ষিত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ-ক্রিয়াটী অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত-প্রতিফলিত চেষ্টা। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে, দাম্ভিকতা আছে; কিন্তু অনুবর্ত্তন, অনুসরণ বা আনুগত্যে ঐরূপ কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ আনুগত্য করেন, তখন, তাঁহার অনর্থনিবৃত্তি যে কৃত্রিমতারূপ কষায় তাঁহার হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণে বিরাজিত থাকে, সেইটুকুও গুরু-কৃপায় বিধৌত হইয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ের সহজ ভাবটী প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সহজভাব প্রকটন-চেষ্টার নামই সাধনভক্তি বা অধোক্ষজপন্থায় ভগবদনুশীলন।

যাঁহারা সহজভাবের অনুবর্ত্তন না করিয়া, কৃত্রিমভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'প্রাকৃত সহজিয়া'।

শুদ্ধজীবাত্মার সহজ স্থায়ীভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিবিধ সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলেই অকৃত্রিম সহজভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। আর যদি কৃত্রিমরতির সহিত জড়ীয় বিভাবাদি সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হেয় জড়রসের অনুভব হয়।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃতরসের বিষয়-আলম্বন আর গোপীগণ অপ্রাকৃতরসের আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়-আলম্বন ও শ্রীঅভিরাম, শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরাদি দ্বাদশগোপাল তাঁহার আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅভিরামাদির চেষ্টা তাঁহাদের ব্রজলীলার সখ্যভাবগত সহজ চেষ্টা। কেহ কেহ যদি লোকের নিকট প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কিম্বা ব্যক্তিগত মানসিক বিকার চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের কদম্বগুচ্ছ চাবুক দ্বারা প্রহার করিবার ন্যায় হস্তে একটী চাবুক গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিতে থাকে, তাহা হইলে এরূপ 'মৎসরী পাগলামী' কৃত্রিমতা এবং বিকৃতবৈষ্ণবচরণে অপরাধের পরিচয়ই প্রদান করিবে। অনেক সময় এইরূপ মৎসরী পাগল অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে ভণ্ড-ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাচেষ্টা দেখাইয়া থাকে। কেহ বা হাতে একগাছি যষ্টি লইয়া, কেহ বা হাতে একটী বাঁশী গ্রহণ করিয়া, কেহ বা মাথায় চূড়া পরিধান করিয়া, কেহ বা রাধাগোপালের বেশে সজ্জিত হইয়া, কেহ বা প্রাকৃত-রক্তমাংসের শরীরকে খোলীর বেশে সাজাইয়া, কেহ বা মহাপ্রভুর ন্যায়, দিব্যোন্মাদদশা হইয়াছে, জানাইবার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রলাপ বকিয়া নিজেকে অপরাধের চরম সীমায় উপনীত করিয়া থাকে।

ইহারা রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তকেও কৃত্রিমতার বলে অতিক্রম করিতে প্রয়াসী বলিয়া মনে হয়—

"অতোঽপি রত্যোত্তর-স্বাদুবৈশিষ্ট্যভাজি স্নেহমান-প্রণয়রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যা ঊর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবস্থানীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্পদৌজ্জ্বল্যচৈত্য-সংবর্দ্ধনতঃ সাধকস্য দেহে তদপেক্ষিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি"।

অর্থাৎ ইহারও পর (শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত যে ক্রম তৎপর) উত্তরোত্তর স্বাদু (প্রেমভক্তির পাকত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য) স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক যে যে কয়েকটী ভক্তিকল্পলতিকার ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পল্লবগামী ফলরাজি উক্ত হইয়াছে, এই সাধকদেহ

তাহাদের আস্বাদনের যোগ্য নহে, সাধকদেহে তাহাদের প্রাকট্যেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; তিনি তাঁহার সহজভাবেবশতঃ, মস্তকে চূড়া পরিধান করিতেন। কৃত্রিমবৈষ্ণব বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে 'চূড়াধারী সম্প্রদায়' নামে একটী বিষ্ণু-অপরাধী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। অপ্রাকৃত সহজ-রসিক রায় রামানন্দাদি নিত্যসিদ্ধকুলের সহজভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া নানাবিধ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই দু'টীর মধ্যে যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্গুরুর আনুগত্যাভাবে জীবের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় আত্মার সহজধর্ম্ম যে নিত্যশুদ্ধসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেই শুদ্ধধর্ম্মরাজ্যে নানাবিধ কৃত্রিম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সহজপ্রেমচেষ্টা অনুকরণ করিতে গিয়া চন্দ্রবিপ্রের কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। জাতরুচি ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের "ব্রজবধূসহ কৃষ্ণ-বিক্রীড়িত" শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সহজধর্ম্মের অনুগমন চেষ্টার কৃত্রিমতা করিতে গিয়া আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ের রাইকানুর রসগান, রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণকীর্ত্তন (?)। অপ্রাকৃত সহজচেষ্টার অনুকরণ—অনুসরণ নহে, অনুকরণে ক্রমোন্নয়ন, ব্যাভিচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও কৃত্রিমতা বিদ্যমান—অনুসরণে তাহা নাই—কেবল নিষ্কপট আনুগত্য আছে। কৃত্রিমতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম হইতে ত' চিরতরে বঞ্চিত হইতেছেনই, অধিচ ভীষণ অপরাধে নিমজ্জিত হইতেছেন। অতএব সাধকমাত্রেরই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম'—এই দুইটী বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সতত সতর্ক থাকিয়া ক্রমপন্থায় সহজের অনুগমন এবং কৃত্রিমতার সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

—•—

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

মৌষললীলা—বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার, যথা—(১) বিচার, (২) সংশয়, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্ব্বপক্ষ ও (৫) মীমাংসা। সম্প্রতি আমাদের বিচারের বিষয় 'মৌষললীলা'। মৌষললীলা মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে, বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭শ অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৌষললীলাছলে নিজ পার্ষদগণকে স্বধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মৌষললীলার তাৎপর্য্য। তথাপি তদ্বিষয়ে অক্ষজদ্রষ্টার হৃদয়ে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সুমীমাংসা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে। মহাভারততাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ও বেদের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উৎসাদনী দারুককে কহিলেন,—

ত্বঞ্চ মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥

(ভা ১১।৩০।৪৯)

হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মৌষললীলা-তরঙ্গ হইয়া বাহ্যদৃষ্টিজাত শোকমোহাদিতে উপেক্ষমান হও এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মৌষললীলাকে আমার মায়ার ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিত বলিয়া চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও। 'তু' শব্দের দ্বারা অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হউক, কিন্তু তোমার পক্ষে সেইরূপ মোহ নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে॥

ভা ১১।৩১।১১

অর্থাৎ মৌষললীলায় হরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিকভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খিন্ন হইলে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তদ্বারা সান্ত্বনাপ্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন, 'হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদ যাদবগণের যে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহপরিগ্রহ ও ত্যাগাদি চেষ্টা, তাহা কেবল মায়াকৃত অনুকরণমাত্র, স্বরূপতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার নাই। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক নিজ ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ও

স্বয়ংই এই মুনিশাপনিবন্ধন মহোৎপাত-কলহাধিরূপ বৈকল্প সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মর্ত্যগণের সহিত কিছুকাল খেলা করিয়া অন্তে সংহার পূর্ব্বক নিজ মহিমা-প্রচারে বিরত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয় এবং আচার্য্যগণের ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীধরস্বামি-চরণ লিখিয়াছেন—

"আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ মায়য়া অনুকরণমাত্রমেবেতি, নটো যথা অবিকৃত এব নানারূপৈর্জন্মাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ।"

অর্থাৎ (ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের) আবির্ভাব-তিরোভাবরূপা চেষ্টা প্রপঞ্চের অনুকরণ মাত্র। উহা সত্য নহে। নট যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই লোকচক্ষে নানারূপে জন্মমৃত্যুর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সপার্ষদ ভগবান্ও তদ্রূপ।

বৃদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ভাগবতমুনি ভাগবততাৎপর্য্যে (৩।৫।২৯) স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধারপূর্ব্বক এরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা—

পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপস্যাপ্যন্যথৈবোপলভ্যতে॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্॥

তাৎপর্য্য এই যে, 'হরির দেহত্যাগ' বলিতে প্রপঞ্চ-লীলার সংগোপন বুঝিতে হইবে। কেননা, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁহার দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরমজ্ঞানময় বিগ্রহ। তিনি বিস্ময়জনন-মোহনার্থ ইন্দ্রজালিকের ন্যায় দেহত্যাগাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ভাচার্য্যচরণ মহাভারততাৎপর্য্য গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—

দেহত্যাগানুকারেণ হরিণা তদিহাচ্যুতঃ।
মোহয়িত্বা অসুরানন্যং তনুঃ প্রাপয়িতুং প্রভুঃ॥
চিদানন্দৈকদেহোঽপি ত্যক্তং দেহমিবাপরম্।
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং স্বধামানং মুরারিবম্॥
(মহাভারত তাৎপর্য্য ৩২ অধ্যায় ৩৩-৩৪)

তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীহরি যে দেহত্যাগাদি প্রপঞ্চলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার কারণ নারায়ণীয় প্রভৃতি অসুরগণকে মোহিত করিয়া অন্যতনোলোকে প্রেরিত করিবেন। সুতরাং তাঁহার দেহ কেবল চিদানন্দময় হইলেও তিনি নিজদেহোপম অপর দেহের ন্যায় একটি দেহ সৃষ্টি-পূর্ব্বক সেই দেহকে পৃথিবীপৃষ্ঠে মর্ত্য দেহের ন্যায় শায়িত করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

অন্যত্র মহাভারত-তাৎপর্য্যে (২।৮৩)—

মুহূর্ত্তে শস্ত্রপাতেন ভিন্নবক্ষা ধিরঙ্গবঃ।
অন্যানন্ পৃচ্ছতি স্মাত্মাংস্তনুং ত্যক্তুং বিনির্গতঃ।
ইত্যাসুরমোহায় দর্শয়ামাস নাট্যবৎ।
অবিজ্ঞমানমেবেশঃ কুহকং তদ্বিদুঃ সুরাঃ॥

এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্য এই যে, শস্ত্রপাতদ্বারা স্বতনু ভিন্ন হইয়া রুধির-পতন, তনুত্যাগ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপারে ভগবান্ অসুরমোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিব্যসূরিগণ ভগবানের অন্তর্দ্ধানলীলাকে কুহকের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া থাকেন।

তত্ত্ববাদশাখায় শ্রীমদ্ভাচার্য্যমুনির অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীমদ্বিজয়-ধ্বজতীর্থপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ ৩১শ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকের পদরত্নাবলী টীকায় পুরাণবচন উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়ন্ মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকসন্নিভঃ॥
প্রকাশয়েদহোঽপি মোহায় চ সুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেবস্তথা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ॥
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যুভাবাৎ পরাত্মনঃ।

তাৎপর্য্য এই—পুরুষোত্তম, অপরিচ্ছিন্ন, ভগবান্ যে মর্ত্য, পরিচ্ছিন্ন, মানিক মনুষ্যের ন্যায় নিধনাদিলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা জগতের মোহোৎ-পাদনের নিমিত্তই। অহো, ভগবান্ সুরাত্মাদিগের মোহোৎ-পাদনার্থ মায়াদ্বারা মৃতশরীর সৃষ্টি করিয়া এই মোহনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃতত্বের (?) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, তাঁহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শিষ্টাগ্রণ্য শ্রীরামানুজের নিত্য-পরম্পরাগত শ্রীবীররাঘবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১১ শ্লোকে 'শ্রীভাগবততাৎপর্য্যচন্দ্রিকা' টীকায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরঞ্চ পরমপুরুষস্য যদুষূদ্ভবনলীলায়েষ্বঃ তনুভৃদ্ভিঃ যাদবাদিষু জননাদ্যায়েষ্বঃ। উৎপত্তিমরণরূপাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনমনুকরণমাত্রমিত্যাবেদি ষষ্ঠা, ইতরতনুভৃদ্বৎ জননাদ্যায়েষ্বঃ ভগবতো গর্ভবন্ধপ্রদর্শনমপাদান দেহত্যাগ-কর্তৃত্বপ্রদর্শনমিত্যেবংবিধাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনং মোহনমাত্র-মিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ হে রাজন্, পরমপুরুষ ভগবানের যাদবগণের মধ্যে উৎপত্তিমরণরূপা চেষ্টা মায়াবিড়ম্বন অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লীলার অনুকরণ মাত্র জানিবে। ইতরদেহধারি-মনুষ্যগণের ন্যায় গর্ভবন্ধ ও দেহত্যাগ প্রভৃতি এতাদৃশী চেষ্টা অসুর-বিমোহন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অসুরগণের সমক্ষে যে তাহাদেরই ন্যায় জন্মমরণাদি-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাহারা ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মর্ত্যজীব-জ্ঞানে রাবণ, কংস-শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কখনও বা তাঁহার অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র ধারণা করিয়া পরতত্ত্বকে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করে। ঐরূপ সিদ্ধান্তকারিগণ যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণ তাহাতে বিচলিত হন না। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, "ভগবানের এইরূপ বিমোহন-লীলার তাৎপর্য্য কি? জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই ভগবানের অবতার; ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যদি জীবগণ তাঁহাতে বিমোহিতই হইলেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার কিরূপে মঙ্গলময় হইল?" এতদুত্তরে বেদ বলিয়াছেন,—

"এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ উ এবৈনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যেভ্যো নিনীষতে।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩.৮)

অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, অথচ যাঁহাদের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—এরূপ ব্যক্তিগণকেও প্রযোজক কর্ত্তা ভগবান্ এইরূপ সাধুকর্ম্মে মতি প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা যমলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারেন। আর যাহারা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া সর্ব্বভোগ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তি মুক্তিদাতার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রতি তাৎকালিকী ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে অধোলোক অর্থাৎ আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় অসাধু বা অপরাধজনক কর্ম্মেই মতি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্" ও "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্" শ্লোক দুইটী আলোচ্য। ভগবানের ঐরূপ অসুর-বিমোহন-লীলায় কোন প্রকার পক্ষ-পাতিত্ব দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন কর্ম্মাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রযোজক কর্ত্তা ভগবানে দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বৃহদারণ্যকও বলেন—

সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদি, (বৃহদা: ৩।৪।৫)। বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।৫১-৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীপ্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—একাদশ স্কন্ধের শেষভাগে যাদবগণের অন্যথা ভাব শুনা যায় অর্থাৎ মৈরেয়ের মধু পান করিয়া যাদবগণের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে তাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ভগবৎ-পার্ষদদিগের এই-প্রকার প্রাকৃত লোকের ন্যায় আচরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই সকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকৃত নহে, উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়া-কল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ-গণের বাক্য কখনও বিফল হয় না, উহা জানাইবার জন্যই গোব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এই স্থলে নহে, অন্যত্রও এই প্রকার মায়া-বিস্তার দেখা যায়। বৃহৎ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। সীতাহরণ লীলা যেমন মায়িকী, মৌষল (ও মহিষী-হরণাদি) লীলাও তদ্রূপ। মৌষললীলার মায়িকত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩০।৪৯

শ্লোকে ভগবদ্বচন হইতেই জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিতেছেন—

"হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্মে অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এই সকল আমার মায়া-রচিত বলিয়া শান্তি লাভ কর।" এই শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা এই প্রকার,—শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন, হে দারুক, তুমি জ্ঞান-নিষ্ঠ অর্থাৎ মদীয় লীলা-তত্ত্বজ্ঞ, 'মৎকর' অর্থে আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিত্ব ও নিজতুলা-পরিকর-সঙ্গিত্ব-রূপ স্বভাব, 'আত্মা' বলিতে বিশ্বাস অর্থাৎ অধুনা প্রকাশিতা মৌষলাদি লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিতা জানিয়া উপেক্ষক অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষা-পূর্ব্বক উপশম অর্থাৎ চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি লাভ কর।

যাদবগণের দেহত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক, তখন সঙ্কর্ষণাদিতে অন্তর্গণের অন্তর্ধা প্রতীতি সংসারের অনিত্যতার উদাহরণস্বরূপ ও তাহাদের দেহত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক লীলা বর্ণনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।৫ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যে, যোগিগণ আত্মেচ্ছা যোগধারণায় নিজদেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণা-ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজ তনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ দীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্যুঃ তন্নমাত্রেণ্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদৈতস্য স্বতন্ত্রস্যাহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যমাবিশৎ। তত্র হেতুঃ লোকাভিরামাম্ লোকানামভিরামোঽভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাং তাম্। ভগবান্ প্রয়ত্নেন জগতোঽপি ধাম-প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইতরথা তমোনিবিষয়ং স্যাৎ। দৃশ্যতে চাস্যাপি তনুত্যাগকালাং ইথৈব তত্রপলাক্ষ্যকায়ঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইচ্ছাশরীরাভিপ্রায়ো বা যথাশ্রুতমেবাস্তু তত্রাপি তু লোকাভিরামমিত্যাদীনাং নিষেধনানামানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ তত্পাদত্ত্যা তিরোধায় নির্গত ইত্যেব সাম্প্রতম্॥"

অর্থাৎ যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা যোগধারণাবলে নিজ তনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভগবান্ সেরূপ করেন না। তিনি নিজ তনুকে দগ্ধ না করিয়াই স্বকীয় ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হন। তাহার কারণ, তিনি লোকাভিরাম অর্থাৎ তাঁহাতে লোক সকলের সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি। সুতরাং তাঁহার তনু জগতের আশ্রয়স্বরূপ। সেই তনু দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ সুন্দর বিষয়। এই রূপের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিলে ধারণা ও ধ্যান—উভয়েরই নির্ব্বিষয়তা উপস্থিত হয়। অন্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, অপ্রাকৃতদেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব। যাদবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও পর্য্যন্ত দেহনাশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলানুগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের স্বশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত। (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১২৯ হইতে ১২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

কৃপানুগ ভক্তরাজ শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৪।৩ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন, ভগবান্ বাৎসল্য-রসের সাগরস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পালন করিয়াছেন—আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদি নিজ পরিকরগণের বিনাশ কিরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, স্বাত্মনায়া। এখানে 'স্বাত্ম' শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনী স্বরূপা মায়া নহেন। কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবান্‌কেও মোহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়াধীশ ভগবান্‌কে তাঁহার আশ্রিতা মায়া বিমোহিত করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিত্যভূত লীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকা-পুরীতে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রদ্যুম্নাদিতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে সেই সেই রূপে প্রভাসতীর্থে আগমনপূর্ব্বক ভোজন, পান এবং স্বলব্ধ আজ্ঞানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ। অতএব সেই যাদবগণ সকলেই আমার গণ, সকলে আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমারে ন্যায় সদ্‌গুণযুক্ত। যেরূপ লক্ষ্মণ ও ভরত নিজ নিজ

অপ্রাকৃতধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সেইরূপ ভক্তবৃন্দও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্ম-পুরাণের এই উক্তি হইতে এবং সেবাগণের হিতার্থে আমরাও মন্তব্য লাভ করিয়াছি।" চরিতামৃতের এই উক্তি হইতেও ভাবুকগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতই শাম্ব প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবর্ষির অধিকার-মধ্যে বিনাশে অযোগ্যহেতু এই মৌষললীলা মায়িকী। কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলারক্তবর্দ্ধনী ব্যাপার এবং অচিন্ত্যযোগ-মায়ার চমৎকারিত কার্য্য। অতএব ইহাকে নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার এই ন্যায়টী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকট লীলার মধ্যে এরূপ কোন হিংসা বা বহুনিন্দিত রক্তপাত ব্যাপার নাই। প্রকট-লীলায় ইহার অভিব্যক্তি বলিয়া ইহা নিত্য। ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলাও মায়িকী।

বেদান্তভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাঞ্চরাত্র ভাষ্যের দ্বাদশ অনুচ্ছেদেও স্বরূপুরাণের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক উপরি-উক্ত আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার উক্তি পৃথগ্‌ভাবে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধানে।
কেশাবতার আর বিষ্ণু ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১২)

—•—

প্রেরিত পত্র

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

হে সুধীবৃন্দ! আপনাদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। শ্রীভগবানের শ্রীচরণে যে কত অপরাধ করিয়াছি এবং করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে কি ফল পাইয়াছি তাহা আপনাদের একখানা গৌড়ীয়ে সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম। এতকাল যাবৎ যে কিছু অর্থকরী এবং মনোধর্ম্মী পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধঃস্তরে নামিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, যাহার "শ্রীভগবানের দানস্বরূপ" আপনাদের অমৃতপত্রি "শ্রীগৌড়ীয়"খানি পাঠ করিবার অধিকার পাইলাম। জানি না এ কেন রত্ন এতকাল কোন্ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। শ্রীপত্রের এক একটী অক্ষরে এক একটী উপদেশামৃত। প্রতি বাক্যই ধ্রুবসত্য এবং প্রত্যেক বাক্যেই আপনাদের মহানুভবতার পরিচয় সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। জীবের দুঃখে আপনাদের প্রাণ এমনও কাঁদে? ধন্য আপনাদের জীবন। সার্থক আপনাদের শিক্ষা এবং আপনাদের ন্যায় পুণ্যাত্মা পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া মা ধরিত্রীও ধন্যা।

কিন্তু এত কাতরতা-এত সাধ্যসাধনাতেও যে হতভাগ্য জীবসকলের ঘুমের ঘোর ছুটিতেছে না, এইটাই দুঃখের বিষয়। যখনই আপনাদের এই অহৈতুকী কৃপার কথা মনে করি, তখনই যে কি একটা অপূর্ব্ব ভাব প্রাণে উদিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয় যে নিজ প্রাণ বলি দিয়াও যদি বিন্দুমাত্র প্রভুর সেবার জীবের হৃদয়ে করিতে পারিতাম, তবে যেন আমার জীবন সার্থক হইত! এ অধম অকৃতির কেবল একটু সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই যে দিবার নাই। তবে যতদিন বাঁচিব, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, হে প্রভো! শ্রীগৌড়ীয় সেবকবৃন্দের এ প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম, এ পরদুঃখকাতরতা যেন বৃথা না যায়। যেদিন ঘরে ঘরে আপনাদের এই ভক্তিরসরাজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তীস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় পত্রখানি শোভমান দেখিতে পাইব, সেই দিন জানিব যে, জগতে আবার একটা নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচরণে নিবেদন—অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে সমুদয় কাগজগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি।

ভবদীয় শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী—
শ্রীদিগম্বর চৌধুরী, প্যাটার্ণসপ অফিস
হেড ক্লার্ক, জামসেদপুর, ঢাকানগর।

[পত্রলেখক মহোদয়ের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। তবে তাঁহার সত্যানুরাগ দর্শনে মনে হয়, তাঁহার প্রতি

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষ কৃপা সঞ্চারিত রহিয়াছে, নতুবা হৃদয়ে এরূপ বল থাকিতে পারে না। বলদেব নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ উপস্থিত হয় না; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বলবতী হউক, ইহাই প্রার্থনা। (গৌঃ সঃ)]

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২২শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পাইনদিয়ার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয়ের ভবনে পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "শ্রীসনাতন শিক্ষা" হইতে "জীবের সহিত ভগবানের যে নিত্যসম্বন্ধ," তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তৎপর দিবসদ্বয়ও রক্ষিত মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "রায় রামানন্দ-সংবাদ" পাঠ করিয়াছেন। সমবেত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থাগুলির বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

২৪শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণা বক্তৃতা করেন।

গত ২৬শে নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সিরাজগঞ্জীয়ার শ্রীযুক্ত রামমণি দত্ত মহোদয়ের গদিতে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ "বিদ্যাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-আচার" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘা ও সুযুক্তিপূর্ণা বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন।

গত ২৭শে নবেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ ব্রহ্মের হাটীতে "সনাতন-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই শুদ্ধা ভক্তির উপাদেয়তা এবং সদ্‌গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৮শে নবেম্বর রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ১২৸৹ সাড়ে বারটা হইতে ২৷৷ আড়াই ঘটিকা পর্য্যন্ত নিমতলীর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশঅরণ্য মহারাজ "শুদ্ধা ভক্তি" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশবাবু স্বামিজীর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার নিকট (১) "বর্ত্তমান জগতে যেরূপভাবে শ্রীহরিকীর্ত্তন চলিতেছে সেইটীই কি প্রকৃত শ্রীহরিকীর্ত্তন? (২) যাহারা শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচারের পথ অবরুদ্ধ পান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি বৈষ্ণব? (৩) তাঁহাদের মুখে শ্রীশ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয় কি?" এই তিনটী প্রশ্নের সদুত্তরপ্রার্থী হন। অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজি সেই বিরাট সভাতে শাস্ত্রযুক্তি-মুখে উত্থাপিত প্রশ্নত্রয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিয়া তাঁহাদের বহুকালের সঞ্চিত নানা প্রকার কুসংস্কার ও মতোধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিদ্যা ভক্তির হেয়তা ও শুদ্ধা ভক্তির উপাদেয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

গত ২৯শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৫৷৷ টা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হালতলার বাগানে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন পাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ "মনুষ্য জীবনের মূল্য উদ্দেশ্য যে একমাত্র হরিভজন"—তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাতে অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাইনদিয়ার স্বনামধন্য ধর্ম্মানুরাগী উদারচেতা শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয় এবং নিমতলীর স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল মহাশয় বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার-বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা সত্যপ্রচারে উৎসাহবান্ হইয়া শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হউন।

—•—

নির্য্যাণ

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কলিকাতা জোড়াবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল মিত্র ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় ধামগমন করিয়াছেন। ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একজন আজীবন সভ্য ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা ও হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীহরি-ভক্তি-আশ্রয়ই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো" এই ভাগবতীয় শিক্ষাই যে কল্যাণতম—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র উক্ত পরিবারবর্গের হরিসেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করুন, ইহাই গৌরনিত্যানন্দের চরণে প্রার্থনা।

—•—

সমালোচনা

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ নির্ব্বিশেষ মতবাদ হইতে প্রসূত। কৈতবময়ী চিজ্জড়সমন্বয়বুদ্ধি আপাত-সর্ব্বসামঞ্জস্যবিধায়িনী ও সর্ব্ববিমুগ্ধনমোহিনীর ভাবভূষায় জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবকুলকে প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। বিষ্ণুই যে সর্ব্বকারণ কারণ, নিত্য চিদ্বৈভব গোলোকবৈকুণ্ঠ ও অচিদ্বৈভব চতুর্দ্দশভুবন প্রভৃতির নিত্য কারণ, প্রাকৃতরাজ্য দেবীধামের মুখ্য-নৈমিত্ত-কারণ, উপাদানকারণ সকলই যে বিষ্ণু, তাহা ছলনাময়ী, আপাত সামঞ্জস্যবিধায়িনী মায়াবিজৃম্ভিতা চিজ্জড়সমন্বয়বুদ্ধি আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না। বুঝিতে দেয় না বলিয়াই আমরা ঐরূপ মোহিনীর চটুল বাগ্বিলাসে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও আস্তিকতাকে, ভক্তি ও অভক্তিকে, জড় ও চিৎকে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতকে, অক্ষজ ও অধোক্ষজকে, সান্ত ও অনন্তকে, মায়া ও মায়ীকে, কৈতব ও সত্যকে, কাম ও প্রেমকে একপর্য্যায়ে গণনা করি।

বিষ্ণুই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—এই উপলব্ধি হইলে, চতুর্ব্যূহতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে আমাদিগের বিষ্ণুর আবেশাবতার কপিলকে জীবকোটীর অন্তর্গত নাস্তিক জ্ঞানের সহিত ধনবুদ্ধি, মোহনলাল ও ঈশমহাশয়কে সমপর্য্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা একবার অতিসামান্যবাদ বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ আসিয়া উপস্থিত হয় না। সম্বর্ষণবিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্যামী উপলব্ধি হইলে স্বতন্ত্র কল্পোপাসনার 'পাষণ্ডিত্ব' আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে না। আমরা তখন শ্রীকৃষ্ণের হরিগুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তদনুগ শ্রীধরস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া শুদ্ধভক্তিমার্গ গ্রহণ করি। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের সহিত ভক্তির সমন্বয় কল্পনার চেষ্টা না দেখাইয়া ভক্তির মুখ্য অভিধেয়ত্ব ও নিরপেক্ষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে ভক্তিমুখনিরীক্ষক জানিয়া তাহাদের তাৎকালিক উপযোগিতা বিচার করি।

জনৈকব্যক্তি গৌড়ীয় ৫ম খণ্ডের ১১শ সংখ্যায় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীনৈমিষারণ্যের বক্তৃতার চুম্বক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ প্রবন্ধের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বুঝিতে না পারিলেও তিনি কার্য্যতঃ কিছু অধিক বুঝিয়াছেন বলিয়াই যেন তাঁহার যুক্তিদ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, উক্ত প্রবন্ধে (১) কর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মতে গীতায় কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে। (২) তিনি আরও বলেন, "ভক্তি কি কর্ম্মদ্বারা প্রকাশিত হয় না? শ্রীভগবানের নামস্মরণ এবং নামপ্রচার এসকল কি কর্ম্ম নয়? (৩) ভগবচ্চিন্তা কি কর্ম্মের অন্তর্গত নহে? (৪) ভাগবত পড়া কি কর্ম্ম নয়? (৫) ভগবানের সেবা কি কর্ম্ম নয়? তিনি আরও বলেন, (৬) কর্ম্মবিরোধিলোকের ভক্তিলাভ অসম্ভব; কারণ ভক্তি কর্ম্মেরই অঙ্গ! (৭) ভক্তি জ্ঞানের সাধন মাত্র! (৮) জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। (৯) নৈষ্ঠিক ভক্তিদ্বারাও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে না। (১০) ভক্তিদ্বারা কখনও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! এইরূপ অনেক মনঃকল্পিত কথা তিনি বলিয়াছেন এবং তাঁহার এই সকল শঙ্কিত মনোধর্ম্মের জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া তিনি 'বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই'—মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তিনি অন্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি কৃপা করিয়া যে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে একটী কথা এই যে, অতি মূল্য-

যান্ হিরণ্ময় কুম্ভও যদি অপরবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইলেও পাত্রে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া পড়াইয়া পড়িয়া যায়। এই জন্যই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"
"শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্।"
"ন অভক্তায় কদাচন।"
"ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং।" ইত্যাদি॥

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা দ্বিবিধ;—(১) বৃথাপ্রশ্ন প্রলপ্ত বা লৌকিক ও ব্যবহারিক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, (২) পরিপ্রশ্ন বা ভগবৎস্বরূপ—তদ্গুণ-তদ্বিভূতি-বিষয়ে বিজ্ঞানলাভার্থ শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-জিজ্ঞাসা, বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। বেদান্তদেশিক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১।১।১) সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽস্ত্রাস্থির-ফলত্বাদ্-পরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্বমেবাং কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত্ত্ব এব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। ... তথা চ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য চাক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—"তদ্ যথেহ-কর্ম্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬)। "অন্যদেবাস্য তদ্ভবতি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০)। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" (কঠোপনিষৎ, ২।১০)। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭) "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়, যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২-১৩)। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্মৃত্যবে।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১)। তদেকং পঙ্‌ক্তি, ন পঙ্‌ক্তো মৃত্যুঃ পঙ্‌ক্তি, (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২)। "স স্বরাড্ ভবতি, তস্যৈবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি।" (নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী ১।৬)। "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-হয়নায়।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮)। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেতাশ্বতর ১।৬) ইত্যাদীনি।"

বৈদান্তিকগণ এইরূপ বহু বহু শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। বেদে যথেষ্ট কর্ম্মনিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

—যজ্ঞের বিকৃত উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেননা, ঐ সকল যজ্ঞ মধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

—অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ অভিমান করে; যে হেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

তবে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, বেদে যদি কর্ম্মের নিন্দাই থাকিল, তাহা হইলে বেদ এরূপ বিপুল কর্ম্মের তালিকা

প্রদান করিলেন কেন? আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতি কর্ম্মের প্রশংসাই বা করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি একসূত্রে বাঁধা। তাঁহারা কখনও পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহেন। তবে যখন আমরা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল আকারবিশিষ্ট করিয়া লই, তখনই আমরা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি। শ্রীগীতা কর্ম্মসঙ্গীদিগকে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেকী (৩।২৬) বলিয়াছেন এবং 'অকৃৎস্নবিৎ' ও মন্দাঃ প্রভৃতি (৩।২৯) বলিয়া তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাছে ঐ সকল অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী অকৃৎস্নবিৎ মন্দমতি মূঢ় ব্যক্তিগণ সৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া পড়ে, এই জন্যই বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছেন যে, ঐ সকল মন্দমতিগণের বুদ্ধি বিচলিত না করিয়া উহাদিগকে ক্রমশঃ বিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ শিক্ষা দিয়া ভক্তিপথে পরিচালিত করাই কর্ত্তব্য। গীতা ৩।২৬ ও ৩।২৯ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। কেবল-কর্ম্মে প্ররোচনা গীতার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মার্পণ শিক্ষা দিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তিতে আনয়ন করাই গীতার উদ্দেশ্য, যথা শ্রীগীতায়—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥"

(৩।৩০-৩১)

—অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ অধ্যাত্মচেতা হইয়া নিষ্কাম এবং 'এসকল কার্য্যের ফল বা এই সকল কর্ম্ম আমার'—এইরূপ প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর এবং সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন হইয়া সর্ব্বদা এই ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অতএব কর্ম্মে আসক্ত করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

স্বামিটীকা:—"যজ্ঞো বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্জ্ঞায়তে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর।"

'যজ্ঞ' শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তাঁহার আরাধনার্থ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত অন্যচেষ্টাই বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি বিষ্ণুর প্রীতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে কৃতিসাধ্য চেষ্টাকে নিয়োগ কর।

শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতেও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। জীবের যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টাকে বিষ্ণুসেবার্থ নিয়োগ করিয়া কর্ম্মপর্ব্বকে ভক্তিপর্ব্বে পর্য্যবসিত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

শ্রীভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায় যে, নৈষ্কর্ম্ম্যই কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। বালককে লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইবার ন্যায় বেদে নৈষ্কর্ম্ম্যের উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধান যথা—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে ভগবান্ যথা॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৪)

এতৎপ্রসঙ্গে সন্দর্ভ ও স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। উক্ত শ্লোকের শ্রীধর ও শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত-তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—"সত্য অর্থকে সঙ্গোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকার করিয়া বর্ণনের নাম পরোক্ষবাদ। বেদতাৎপর্য্য দুর্জ্ঞেয়। এই কারণই বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ এবং অজ্ঞ, অশাস্ত্র, বালস্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। যেরূপ পিতা ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যপ্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, পরে রোগ বিগত হইলে মিষ্টাদি দ্রব্য প্রদান করেন, তদ্রূপ কর্ম্মসমূহের বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া পরে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিধানই বেদ-তাৎপর্য্য।" শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন যে, পিতা যেরূপ বালককে মিষ্ট লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ পান করান ও মিষ্টাদি প্রদান করেন, অথচ ঔষধের জন্য তাদৃশ প্রলোভনের বস্তু তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র আরোগ্যই ঔষধের মুখ্য প্রয়োজন, তদ্রূপ বেদও গৌণ-বাহ্য-তুচ্ছফলদ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।

—•—

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
অনাসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-রহিত
বিষয়সমূহ সকলি মায়িক।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
হরি-সেবায় যার অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই পৌষ, ১৩৩৩, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৬ | ১৯শ সংখ্যা

সারকথা

অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায় কি ?

শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি আমি অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাব এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন॥
সর্ব্ব জীবে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংক্ষিপ্ত করিয়া ভক্তি মত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমারে।
নিন্দা-বিষ যত সব করিবে সংহারে॥
এই সত্য করি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই যে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৪৯-৪৫৮)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?

কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥
এতেক বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবী হৈতে সে সবাই কৃষ্ণপায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৮১, ৪৮৭)

সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ বৈষ্ণব কি পূর্ব্ব-ইতিহাসদ্বারা বিচার্য্য ?

এই দম্ভ ছাড় মহাভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ ভবেতে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুষের পাপ মুক্তি লইনু আপনে॥
এতেক যতেক কৈলা এই দুই জনে।
করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ ভবেরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ দৃষ্টে হেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার।
এ দুয়েরে প্রভু করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত সাধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়ের বট মাত্র দিবে সেই জন।
তারি সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণে কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১১, ৩১৬, ৩২০-২৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের গতি কি ?

মন্বন্তরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি॥
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভিপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দাই না থাকে বন্ধ, সবে পাপ নাঞি।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১০-৩১১)

গৌরনাগরী 'গৌরভোগ্যা' কেন ?

"গৌরাঙ্গনাগরীর গৌড়লিকতা-বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে—'নাগরী' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। নগরে ভবা —'নাগরী'। নগরে উৎপন্ন কিংবা নগরে স্থিতা স্ত্রী—'নাগরী'।"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী যাঁহাদিগকে 'ঘটপটিয়া মূর্খ' বলিয়াছেন, শ্রীল স্বরূপদামোদরপ্রভু যাঁহাদিগকে 'যদ্বা তদ্বা কবি' কিংবা 'গ্রাম্যকবি' বলিয়াছেন, রসিকভাবুকগণ যাঁহাদিগকে 'কুরসিক' বা 'প্রাকৃত সাহিত্যিক' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও 'নাগরী' শব্দের এইরূপ অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ অর্থ শ্রবণ করিয়া "প্রচুর সমৃদ্ধিমান্ অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব-সাহিত্যভাণ্ডার, প্রাকৃত সাহিত্যভাণ্ডার অপেক্ষাও অনেকাংশে দরিদ্র"—এইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধিতে চালিত হইয়া আনন্দ-নৃত্য করিতে করিতে সমগ্র ভাগবত সাহিত্যের অর্থাৎ ভক্তিবৈভবের চরণে অপরাধ করিবেন।

প্রাকৃত-শব্দ-শাস্ত্রবেত্তৃগণও জানেন,—"বিদগ্ধে নগরোদ্ভবে চ নাগরঃ" (মেদিনী:; "নাগরী—বিদগ্ধা নারী"—এইরূপ অর্থে সংস্কৃত-কাব্য-নাটকাদি-শাস্ত্রে 'নাগরী'-শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; প্রায় সর্ব্বত্রই 'নাগরী' শব্দে 'বিদগ্ধা নারী' অর্থাৎ যে কামিনী গোপনে গোপনে প্রেমাসক্তা হয়, এরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদিও যোগবৃত্তিতে 'নগরে ভবা—নাগরী অর্থাৎ নগরে জাত স্ত্রী নাগরী'—এরূপ অর্থ হয়, তথাপি প্রবন্ধ-লেখকেরই 'গৌরাঙ্গ' শব্দের মুখ্য অর্থ প্রকাশার্থ উদ্ধৃত 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি'—এই ন্যায়ানুসারে 'নাগরী' শব্দে 'বিদগ্ধা বা রসিকা রমণী'ই বুঝাইয়া থাকে।

কুমারসম্ভবকারিকা বলেন,—"লক্ষ্যান্বিকা সতী রূঢ়ি-র্বৈদ্যযোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লক্ষ্যতে নান্যানং যোগ-মৃতঃ।" প্রকৃতি এবং প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না রাখিয়া শব্দ-বোধের কারক যে শব্দশক্তি, তাহাই 'রূঢ়ি' অভিহিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় ব্যতীত আকৃতি হয় না, অথচ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থকে আদর না করিয়াই স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন,—'গৌরাঙ্গ' শব্দে যৌগিকবৃত্তিতে—যাহার অঙ্গ 'গৌর' অর্থাৎ 'শ্বেত' বা পীতবর্ণ। 'গৌরাঙ্গ' শব্দের এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে শ্বেত বা পীত বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই 'গৌরাঙ্গ' বলা যাইতে পারে। এস্থলে একটী গল্প বলিঃ—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে কোনও এক ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নামপ্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়াছেন। সেই সময় সেই স্থানে স্বনামপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড কে, সি, ব্যানার্জ্জি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখে 'গৌরাঙ্গ' নামটী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'পূর্ব্বে মাত্র একজন গৌরাঙ্গ নাম-প্রচার করিয়াছেন, এখন শত শত গৌরাঙ্গ যীশুখৃষ্টের নাম প্রচার করিতেছেন।" তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, এক গৌরাঙ্গই—মহাপ্রভু; তিনিই সঙ্কীর্ত্তনের পিতা। আধুনিক ভূত্য গৌরাঙ্গসকল সেই সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা কৃষ্ণবর্ণ পরমপুরুষেরই খোলকরতাল বাহকমাত্র।

উপরিউক্ত ঘটনাটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, রেভারেণ্ড কে, সি, ব্যানার্জী যৌগিকবৃত্তিতে যাঁহাদিগকে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া মনে করেন, আর রূঢ়িবৃত্তিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ, ইদানীন্তন স্ত্রী-বালক-যুবা-বৃদ্ধ ও নিখিল আর্য্য-সন্তানগণ তাঁহাদিগকে 'গৌরাঙ্গ' না বুঝিয়া শ্রীগৌড়োদয়াচলের শচীগর্ভসিন্ধুসমুত্থিত পূর্ণশশধর শ্রীগৌরহরিকেই 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া জানেন। অতএব যোগবৃত্তি ও রূঢ়িবৃত্তির মধ্যে রূঢ়িবৃত্তির অধিকতর প্রবলা ও অপ্রতিহতা। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—'মণ্ডং পাতি'—এই বাক্যে মণ্ড—'পা' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া 'মণ্ডপ' আকৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রকৃতিপ্রত্যয় জাত অর্থ 'মণ্ড' অর্থাৎ 'মাড়' পানকারী; কিন্তু 'মণ্ডপ' শব্দে যৌগিক-বৃত্তিতে 'মাড়পানকারী' অর্থ প্রকাশিত হইলেও, উহা কখনও ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। 'মণ্ডপ' শব্দে গৃহবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। আবার যেমন 'কৃষ' ধাতু 'ণ' প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণ'—এই শব্দাকৃতি নিষ্পন্ন হয় এবং ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে আকর্ষক বস্তু (সূর্য্যাদি) মাত্রকেই 'কৃষ্ণ' বলা যাইতে পারে; কিন্তু রূঢ়িবৃত্তিতে 'কৃষ্ণ' শব্দে সকলেই 'যশোদানন্দন'কেই লক্ষ্য করেন।

'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দও তদ্রূপ। নগরে জাত পুরুষ বা নগরে উৎপন্না স্ত্রীমাত্রকেই 'নাগরী' বলা গেলেও অথবা সূচী (সিজেগাছ) বা প্রচলিত ভাষায় দেবনাগর অক্ষর, বৃহৎ কদল প্রভৃতি বুঝাইলেও 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দটী উচ্চারণ করিবামাত্রই রসশাস্ত্রনিপুণগণ 'বিদগ্ধপুরুষ' বা 'বিদগ্ধা রমণী'কেই বুঝিয়া থাকেন। তাই বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বত্রই 'গোপবধূটিবিটং নন্দনন্দন' ও 'পারকীয়া ব্রজবধূগণ'কে উদ্দেশ করিয়াই 'নাগর' ও 'নাগরী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এমন কি প্রাকৃত সাহিত্যেও 'নাগরচূড়ামণি' (নাগরচূড়ামণি), 'নাগররাণি' (চাতুরী), 'নাগরিট' (উপপতি, লম্পট) প্রভৃতি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। প্রত্যেক স্থানেই এই সকল শব্দ রুচিবৃত্তিতেই প্রযুক্ত হইয়াছে আর বৈষ্ণবসাহিত্যে ত' কথাই নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বত্রই চতুর, রসিক, বিদগ্ধপুরুষকেই 'নাগর' বলা হইয়াছে এবং বিদগ্ধা পারকীয়া ললনাকেই 'নাগরী' বলা হইয়াছে। বিশ্লেষণকারী 'গৌরাঙ্গনাগরী'শব্দে 'গৌরাঙ্গের পত্নী'—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী'—এইরূপ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবরসশাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিশ্লেষণকারী তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার বাক্যে 'অনধিকৃতেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ'—কবিবরের এই বাক্য উদ্ধার করিয়া নিজকেই একমাত্র 'রসিক' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও দুষ্টা সরস্বতী বক্তার কথিত বাক্য দ্বারাই বক্তাকে নিতান্ত 'কুরসিক' বা 'বেরসিক' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই জন্যই কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এই বিশ্লেষণকারী বা রসিক মহোদয় কি কাগ্‌যারীর অনভিজ্ঞ জড় বৈজ্ঞানিক বা জড়রসবিদ্রাস্ত কুরসিক? নতুবা 'গৌরাঙ্গনাগরী' বলিতে 'গৌরাঙ্গের স্বকীয় পত্নী'—এইরূপ রসশাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ করিবেন কেন?

গৌরনাগরীর রুচিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যোগবৃত্তিতে 'নাগরী' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রয়াস দেখিয়া আমাদের আর একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদা জনৈক প্রবীণ বৈয়াকরণ কোনও একটী বনপথ দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় কতিপয় পথিক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে একাকী ঐরূপভাবে বনপথে চলিতে দেখিয়া সাহ্বানে করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, সন্ধ্যা সমাগত; এই স্থানে ব্যাঘ্রাদির বিশেষ ভয় আছে; অতএব বনপথে না চলিয়া নিকটস্থ গ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করুন।" পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে একটু তাচ্ছল্যসূচক হাসা করিয়া বলিলেন,—"তোমরা ত' মূর্খ লোক, কখনও ব্যাকরণ পড় নাই, কিরূপেই বা 'ব্যাঘ্র' শব্দের অর্থ জানিবে? জান 'ব্যাঘ্র' শব্দটী 'বি' পূর্ব্বক, 'আ' পূর্ব্বক 'ঘ্র' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ড' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্যাঘ্র হইতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। যে বিশেষরূপে আঘ্রাণ করিয়া থাকে, তাহাকেই 'ব্যাঘ্র' বলে। যদি আমার সহিত কোনও সময় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হয়, তবে সে আমার এই পরম পূণ্যময় ব্রাহ্মণ-শরীরটী বিশেষরূপে ঘ্রাণ করিবে মাত্র, তাহাতে আপত্তি কি? পরোপকার করাই ত' ধর্ম্ম।"—ব্রাহ্মণের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সেই কাননাভ্যন্তর হইতে একটী ব্যাঘ্র প্রবলবেগে আসিয়া বৃদ্ধ বৈয়াকরণের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বৈয়াকরণের ঘাড়ের রক্তপান করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাঘ্রের কবলে কবলিত বৈয়াকরণ তখন "ঘ্রা ধাতুঃ ঘ্রাণেঽপি ক্বচিদ্ দৃশ্যতে" অর্থাৎ কখনও কখনও 'ঘ্রা' ধাতু 'ভক্ষণ' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজ বুঝিতে পারিলাম, ইহা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। 'গৌরনাগরী'র 'নাগরী' শব্দের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তথা 'গৌরনাগরী'-মতবাদ সুসিদ্ধান্ত-শার্দ্দূলের দ্বারা অক্ষিত ও খণ্ড বিখণ্ডিত হইবে জানিয়াও 'গৌরনাগরী' কেনই বা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতেছেন না?

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—'যাঁহারা ললিতমাধব-নাটককে 'নাটক' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান; তাঁহাদের কৃপানুগত্যে ভজনের দর্প করা বিড়ম্বনা মাত্র।' আচ্ছা এই 'ললিত-মাধব' নাটকই 'নাগরী' শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। 'নাগরী' বলিতে এস্থানে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছেন?—

(প্রবিশ্য) দেবী। সাদরি! নিশ্চিতং ইতো বৃন্দাবনাদেষা হংসী নীতা সুরসৌগন্ধিকমালা।

মাধবী। অথ কিং। নাগরীসঙ্গমসৌরভ্যভাবোদ্বিগ্নং এনাং বালাং তর্কিয়া ত্বামত্র নীতাহসি।

(ললিতমাধব নামক ৮ম অঙ্ক ৩৪শ সংখ্যা)

শ্রীগৌরসুন্দর-সম্মানিত অপ্রাকৃত রসিক-কবি শ্রীবিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীর সর্ব্বত্র রুচিবৃত্তি আশ্রে

অর্থাৎ 'বিদগ্ধ নায়কনায়িকা' অর্থেই 'নাগর' ও 'নাগরী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,—

"কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
'নাগর' 'নাগরী' করল নির্মাণ॥
অখিল ভুবন মাহ: হুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥"

অজ্ঞাতকুলশীল রসিকচূড়ামণি শ্রীচণ্ডীদাসের পদেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তুমি ত' 'নাগর' রসের সাগর
যেমত ভ্রমর গীত।
আমি ত' দুখিনী বুদ্ধি-বল-হীনী
হইনু করিয়া প্রীত॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু 'নাগর' শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও বিচার করা যাউক—

"রাধাদি-বিলাসী, ব্রজ-ললনা-নাগর"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮)

"নাগররাজ' ... পরনারী বধে সাবধান।"

(চৈঃ চঃ ম ২।১৯)

বিশ্লেষণকারীও লিখিয়াছেন, 'নাগর' শব্দের লক্ষ্যার্থ—চতুর। বিবাহিত পতি সম্বন্ধে কি কখনও 'চতুর' এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে? বিদগ্ধ পরপুরুষই বিদগ্ধা-পরনারীর সহিত চাতুরালী বা নাগরালী করিয়া থাকে। বিশ্লেষণকারীর এইরূপ বে-রসিক ও কু-রসিকের ন্যায় কু-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার কারণ কি? এইরূপ বেরসিকতা লইয়াই কি তিনি নিজকে 'রসিক' বলিয়া দর্প করিতে চান? অথবা রায় তারকচন্দ্র সাধু বাহাদুর কর্তৃক গৌরনাগরীর অশ্লীল পুস্তক অগ্নি-দগ্ধ হইবার পরই কি 'নাগরী' শব্দের এইরূপ নূতন অর্থ সৃষ্টি হইয়াছে? অর্থাৎ যখন 'গৌরনাগরী' শব্দে গৌরাঙ্গের সৌন্দর্যমুগ্ধা পরস্ত্রী (!) কথাটী কোন প্রকারেই রক্ষা করা গেল না—এমন কি অবশেষে উহা অগ্নিসাৎ পর্যন্ত হইল তখন 'গৌরনাগরী' শব্দটী কোন প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ উহা হইতে অশ্লীলতার অংশ সরাইয়া লইয়া 'গৌর-লীলা' শব্দে 'গৌরাঙ্গের স্বকীয়া পত্নী' এইরূপ বৈষ্ণব-কুলাঙ্গার-বিকৃত অভিনব অর্থ কল্পিত হইয়াছে?

তাঁহারাও বিশ্লেষণকারী যে 'গৌরাঙ্গনাগরী' শব্দে 'গৌরাঙ্গের বিবাহিতা পত্নী' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বা রক্ষা হয় কিরূপে? কারণ তাঁহাদের নাগরীধর্ম-প্রচারক পত্রের যে সংখ্যায় 'গৌরনাগরী' বা 'নদীয়া নাগরী' শব্দের 'গৌরাঙ্গের বিবাহিতা পত্নী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নদীয়ানগরোদ্ভূতা কিঙ্করী' এইরূপ অর্থ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পত্রের সেই সংখ্যায়ই (৩১৪ পৃষ্ঠায়) 'নদীয়ানাগর' শব্দটী পরস্ত্রী-লম্পট এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা:—

"নদীয়া-নাগর, রসের সাগর,
যুবতী-ধরম-চোর।
যে সনে চাতুরী, করে ঠারাঠারি,
যৌবন নহে অঙ্কুর॥"

কথা বা যুক্তির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া একস্থানে 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে স্বধর্মরত বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা সতী সাধ্বী পত্নী এইরূপ মনগড়া অর্থ করিবার চেষ্টা, আবার অপর স্থানে 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে 'লম্পট', 'পরপুরুষ' ও 'পরস্ত্রী' এইরূপ অর্থে নাগর' ও 'নাগরী' শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাঁহাকে 'বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ', শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাঁহাকে 'যুগধর্মপালাখ্যবর', শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর যাঁহাকে 'সন্ন্যাসিশিরোমণি' প্রভৃতি স্তবে বন্দনা করিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু আচার্য-শিরোমণি লীলাস্তি-কারী পুরুষকে 'নদীয়ানগরের বিপ্রাদি পর-পত্নীরত, যুবতী ধর্মনাশকারী লম্পট' কল্পনা করা কি অপরাধের চরমসীমা নহে? হরি-বৈমুখ্যের শেষ সীমায় উপনীত না হইলে কি জীব কখনও গুরু বা গুরুপত্নীকে 'কামুক' ও 'কামুকী' বলিয়া ভাবনা করিতে পারে? তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও যদি গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি ঐরূপ মর্ত্যবুদ্ধি উদিত হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে আমরা অত্যন্ত দুর্দৈবগ্রস্ত হইয়াছি। একটী উদাহরণ দিয়া এ কথাটী আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝান যাইতে পারে।

মনে করুন, কোন বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ তাঁহার ধর্ম-পত্নীর সহিত আগমন করিয়াছেন এবং উভয়েই বালিকা গণকে নিজ সন্তানসম স্নেহ, বাৎসল্যভরে নানাবিধ সৎ-

শিক্ষা প্রদান, স্নেহ-সম্ভাষণ, আশীর্ব্বচন প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন সেই সময় যদি কতকগুলি 'এঁচড়ে পাকা' তর্কিনীতা বালিকা গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি আত্মেন্দ্রিয়ী গুরুভক্তি বা সেবা প্রদর্শন ছলে তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ ও স্ব-স্ব অসংযত রিপুর উত্তেজনা গুরু ও গুরুপত্নীর ঘাড়ে চাপাইবার জন্য তাঁহাদের উভয়কেই বলিয়া বসে—'হে আচার্য্য ও আচার্য্যানি! আপনারা যখন (আমাদের চক্ষুর অন্তরালে) স্বগৃহ মধ্যে উভয়ে পতি ও পত্নী ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন তখন আমরা আপনাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে জন্য এই স্থানেই ফুল-শয্যা রচনা করিয়া দিতেছি। কারণ যদিও আপনারা আমাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তথাপি আমাদিগের কর্ত্তব্য আপনাদিগকে পাইয়া সুখ প্রদান করিয়া সুখী করা। আর আপনারা এরূপ সেবা স্বীকার করিলে আমরাও আপনাদের প্রয়োজনীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিব। কিম্বা হে আচার্য্য! আপনি যখন আমাদিগের ন্যায় নারী জাতির পতি সুতরাং "নাগর" এবং আপনার সৌন্দর্য্য যখন আমাদিগের চিত্তও আকর্ষণ করিয়াছে তখন আপনি যেরূপ আপনার পত্নীর সহিত বাস করিয়া থাকেন আজ আপনার সৌন্দর্য্য-সুধা বালিকাগণও তদনুরূপভাবে বিতরিত হইতে ইচ্ছা করেন। যদি কেহ আপনার বা আমাদের ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করে, তখন আমরা তাঁহাদিগকে হয় 'বেরসিক' বলিয়া উড়াইয়া দিব; নয় বলিব 'আমরা আমাদের কপট বেশী আচার্য্যের বিবাহিতা সতী-সাধ্বী পত্নীর অনুগত্যেই আচার্য্যের সহিত ঐরূপ ব্যবহারের আদর করিয়াছি'।

গৌর-নাগরীর বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য (?) নাগরী সাজিবার যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পার্থক্য এইমাত্র যে রাধিকা পারকীয়া-অভিমানিনী ব্রজনাগরী-শিরোমণি ছিলেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানিনী নদীয়া-নাগরী! যেমন ব্রজনাগরীরা রাধিকার আনুগত্যে গোপনারীগণ সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ রাধাবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'গৌরনাগরী-শিরোমণি' (!) কল্পনা করিয়া এবং আমাদিগকে তদনুগত গৌরনাগরী সাজাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) গৌরাঙ্গের। যিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সম্ভোগ বিগ্রহ সাজিতে বাধ্য) ইন্দ্রিয়তর্পণ (গৌরাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তর্পণ' কি, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাদিগের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা যা বাসনাকেই গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া বলপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া) সাধন করিব।

কিন্তু গৌরনাগরীর পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে, সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই অর্থাৎ ব্রজনাগরই গৌরসুন্দররূপে উদিত হইলেও উভয় লীলাই নিত্যা লীলা। উভয় লীলার যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য তাহাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যিনি সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজনাগর বা রসরাজ, তিনিই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ বিরহরসাধিরাজ, সন্ন্যাসি-শিরোমণি ঔদার্য্য-লীলা-প্রকটকারী মহাভাববিগ্রহ। সুতরাং 'কৃষ্ণ' ও 'গৌর' এই উভয় লীলা যদি নিত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই উভয় লীলার লীলা-পুরুষোত্তমের ও নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নিত্য হইবে। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ অপ্রাকৃত নবীন মদন শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর, গোপীকুলবন্ধু নবকুলচন্দ্রমা শ্যামসুন্দরের যেরূপ বংশীবাদনাদি দ্বারা গোপীচিত্ত হরণাদি লীলা নিত্য, বিপ্রলম্ভরসময়-বিগ্রহ মহাভাবময়ী লীলার প্রকটকারী দ্বিজবর ও সন্ন্যাসি-লীলাভিনয়কারী শচীসুত নবদ্বীপসুধাকর গৌরসুন্দরের ও সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে গৃহে সংস্থাপন করিয়া নিজের কৃষ্ণাবেষণ-লীলার অভিনয় নিত্য।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, রাধানাথ কৃষ্ণও ত' শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও সেইরূপ বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপ দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার মীমাংসা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেও সর্ব্বদাই শ্রীমতী প্রমুখ ব্রজনাগরীগণের জন্য উৎকণ্ঠা ও তদ্বিরহ-জনিত বিলাপাদি করিতেন, এমন কি নিদ্রাদি-লীলাতেও শ্রীমতীর নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৬।৫৯)। কিন্তু গৌরসুন্দর ত' কখনও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক (তদ্বিপরীত) ঐরূপ লীলা প্রদর্শন করেন নাই।

বং শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর অধিরূঢ়-মহাভাবে কৃষ্ণের জন্য উন্মূর্ণা প্রলাপাদিতে 'কাহা যাঙ কাহা পাঙ, মুরলীবদন' এইরূপ আশ্রয় জাতীয় ব্রজনাগরীর চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন স্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দাদি ও মহাপ্রভুর ভাবানুকূল সঙ্গীতাদি দ্বারাই গৌরসুন্দরের প্রীতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা (ওরুপরাণী শ্রীরামচন্দ্রপুরী কিংবা) গৌরনাগরীর ন্যায় (আচার্য্য বা) মহাপ্রভুর চেষ্টার বিরুদ্ধে মহাপ্রভুকে তখন সম্ভোগরসের 'নাগর' সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই বা সেই মহাভাবস্বরূপবিগ্রহকে 'রসরাজ', 'নাগরেন্দ্র' প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করেন নাই।

আর যদি শ্রীগৌরসুন্দর সম্ভোগরসের বিগ্রহের অর্থাৎ ব্রজনাগরের লীলাই প্রদর্শন করিলেন, তাহা হইলে ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা গোপী-শ্রীগদাধর (রাধিকা), শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), শ্রীরামানন্দ (বিশাখা), মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিয়া ও কেনই বা তাঁহাকে 'রসরাজ' বা 'নাগর' বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী-লীলারই পরিপোষক অর্থাৎ (তাঁহারাও নাগররূপে গৌরসুন্দরকে উপভোগ করিয়া রসাভাস করিবার পরিবর্ত্তে) কৃষ্ণান্বেষণলীলারই সহায়ক হইয়াছিলেন।

প্রাকৃত দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন বালিকার পিতা বালিকার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে যুবাধর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া গৃহমেধীর সুখ অনুভব করেন, কিন্তু সেই এক ব্যক্তিই যখন আবার পিতা হইয়া নিজ কন্যাকে পিত্র্যুচিত শিক্ষা প্রদান করেন, তখন যদি কন্যারত্নটি "যেহেতু আমার পিতা তাঁহার যৌবনলীলায় যুবাধর্ম্মে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং আধুনিক পিতৃ-লীলায়ও তাঁহার প্রাণারামাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হইতেছে"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে প্রাণারামসুখলোলুপ পুরুষ এবং মাতাকে প্রাণারামসুখলোলুপা কামিনী মনে করেন এবং পূজনীয়া মাতার আনুগত্যে পূজনীয় পিতার প্রাণারামসুখের উপকরণ হইবার জন্য মাতার নিকট আবেদন বা ইচ্ছাপোষণ করেন, তাহা হইলে উক্ত বালিকার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিমূলা চেষ্টা কি বালিকাকে একটি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষিণী কামুকী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে না? গৌরনাগরীর বুদ্ধিও ঐ ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণা বালিকারই মত। কারণ গৌরনাগরী মনে করেন, কৃষ্ণ যখন দ্বাপরলীলায় রসরাজ, ব্রজনাগরীগণের সহিত সম্ভোগরসে প্রমত্ত তখন বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলায়ও তাঁহাকে অর্থাৎ লোকশিক্ষকলীলাভিনয়কারী পুরুষোত্তমকে বলপূর্ব্বক 'রসরাজ' নাগর বা লম্পট সাজাইয়া দিতে হইবে এবং সেই প্রেমপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের প্রেমভক্তি প্রদান-লীলার সহায়কারিণী বিপ্রলম্ভস্বরূপা মহেশ্বরী আর্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে নাগরী-শিরোমণি (!) অর্থাৎ (শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্য বিষয়ের বিরুদ্ধে) প্রেমভক্তি-শিক্ষা-প্রদাত্রীকে বাভিচার ও লাম্পট্য শিক্ষা দিবার শিক্ষয়িত্রী, মুখ্যাত্রী ও অগ্রগণ্যা সাজাইয়া তাঁহার আনুগত্যের ছলে নিজদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লইতে হইবে! এইরূপ চেষ্টা কি গৌরসুন্দর বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার চেষ্টা নহে?

কোথায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় নানা অনর্থযুক্ত ভোগোন্মুখ জীবগণকে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণভজনপর বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপনকল্পে নদীয়ানগরে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিলেন, দৃষ্টিকোণেও নদীয়ানগরের স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন কিম্বা 'স্ত্রী' নেন নাম শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের লীলা দেখাইয়া (চৈঃ ভাঃ আদি ৫২৯) নিজ জগদ্গুরুত্ব লীলার বৈশিষ্ট্য প্রচার করিলেন এবং অনর্থযুক্ত জীবগণকে যাবনার্থে কৃষ্ণভজনের আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমাশ্রয়নের অনুগতিমানে কৃষ্ণান্বেষণলীলা প্রদর্শন করিলেন আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্যলীলায় মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলার সহায়কারিণীর আদর্শ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলার পর গৌরেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শ্রীগৌর-সুন্দরেরই প্রদর্শিত লীলার অনুসরণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ-স্বরূপা শ্রীমূর্ত্তিতে দীপ্তিমতী থাকিয়া জগজ্জীবকে—নদীয়ার স্ত্রীগণকে বিপ্রলম্ভরসময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার আদর্শ শিক্ষা দিলেন, আর আমরা আজ সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু ও লোকশিক্ষয়িত্রী মহার্য্যা মহেশ্বরীর শিক্ষা অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমরা গুরু ও গুরুপত্নীকে নাগরেন্দ্র ও নাগরশিরোমণি অর্থাৎ কামুকাগ্রগণ্য ও কামুকীর আদর্শনারী সাজাইয়া সেই ছলে স্ব স্ব জড়-সম্ভোগ-পিপাসা তৃপ্তি করিবার কপটতার উদ্দেশে সচেষ্ট

হইতেছি। এইরূপ চেষ্টা কি বশ্যবস্তু হয়া ঈশ্বরবস্তুকে—শিষ্য নাম গ্রহণ করিয়া গুরুকে—অনুচৈতন্য হইয়া বিভু-চৈতন্যকে—মায়াবশীভূত হইয়া মায়াধীশ বিষ্ণুবস্তুকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি নহে?

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় নাকি শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার (?) করিয়া গৌরবাসুভব করেন, সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য লিখিয়াছেন—বৃন্দাবনের প্রকটান্তর ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে ভিন্নতত্ত্ব মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে **'নবদ্বীপনাগর' মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।** * * * রসমাগ তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণ লীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর। (বৈষ্ণবধর্ম্ম, সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত ১ম সংস্করণ ৩৪৩ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ ৪২০ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় সংস্করণ ৬২১ পৃষ্ঠা)

যাঁহারা "কুলিয়া বাসিনী নদীয়া-নাগরী" শব্দ ব্যবহার করায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নাগরীমত-সমর্থনকারী (?) মনে করিয়া ভ্রান্ত হন, তাঁহারাও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপরি-উক্ত লেখনী পাঠে ভ্রমপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"নাগর শব্দের লক্ষ্যার্থ চতুর। নাগর শব্দের প্রতিযোগী শব্দ 'গ্রাম্য' বা 'বন্য'। যাঁহারা আমার প্রাণ গৌরাঙ্গকে 'নাগর' বলিতে নারাজ, প্রকারান্তরে তাঁহারা তাঁহাকে 'গ্রাম্য' বা 'বন্য' বলিতেছেন।" মহামহিমাপ্রণত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কি তবে তাঁহার প্রভুর প্রভুকে 'বন্য' ও 'গ্রাম্য' বলিবার প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী? বিশ্লেষণকারীর এই কথা শুনিয়া পঞ্চমবর্ষীয় বালকও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। যাঁহারা লোকশিক্ষক জগদ্গুরুকে 'চতুর' বা লম্পট না বলিয়া আদর্শ শিক্ষক বলিয়া বরণ করেন, তাঁহারাই বিশ্লেষণকারীর মতে অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন। অথবা কলিকালে সমস্তই বিপরীত।

বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণচন্দ্রই গৌড়াবণ্যবিহারী গৌরসুন্দর, বনই কৃষ্ণের ধাম, এই জন্য কৃষ্ণের অপর নাম বনবিহারী। কাননে উপবনে, লতাসিকুঞ্জে, কদম্বমূলে, যমুনাতটে, গোধন ও গোপালক সঙ্গে বিহার করিতে বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বদাই ভাল বাসেন। ফলমূল কিসলয়ই বনবিহারীর পরম সম্পত্তি, বনফলই তাঁহার আহারের পাত্র, বনফুলমালাই তাঁহার ভূষণ, মালতি-মাধবী-কুঞ্জই তাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র, বনবাসী রাখাল ও বনবাসিনী গোপীগণই তাঁহার সখা ও সঙ্গিনী; তাই গোপীগণ নিজদিগকে 'বন্যা' বলিয়া অভিমান করিতে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবতোষণীতে গোপীগণ বলিতেছেন,—

"অহো! বন্যা বয়ং নির্ব্বৃদ্ধিরেন তদ্গুরৌ নিত্যাসিন্নঃ স্মঃ"

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে এইরূপ 'বন্য' গোপী অভিমান করিয়া কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে বৃন্দাবনরূপ সুন্দরাচলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বিহার-স্থলীতে জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিহার করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অনন্ত অক্ষরে ঐ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কোন বৈষ্ণব মহাজন গাইয়াছেন,—

কবে গৌরবনে, সুরধুনীতটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহসুখ ছাড়ি,
নানা লতা তরুতলে॥

এই জন্যই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, বিশ্লেষণকারী বৃন্দাবনীয় কোন ব্যক্তি নহেন, কারণ যদি তিনি বৃন্দাবনবাসী হইবেন, তাহা হইলে 'বন্য' শব্দটির প্রতি তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ধারণা বা ঘৃণা কেন? বৃন্দাবনবাসিগণ বৃন্দাবন ও গৌরবনকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাঁহারা অন্তর ও বাহ্য উভয় দেহেই বনে বাস করিয়া বনবিহারীর সেবা করেন।

নন্দ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ নন্দগ্রামে নিত্য অবস্থান করিয়া ব্রজবাসিগণের ক্ষীর, সর, নবনীত গ্রহণ করেন। নন্দগ্রামের দুলালকে—গোষ্ঠে মাঠে বিচরণকারী গোপালবরকে সাধারণ প্রাকৃত গ্রাম্য ব্যক্তির সহিত সমজ্ঞান করা অপরাধ মাত্র। বৃন্দাবনবাসী কেহই এইরূপ দুর্বুদ্ধিযুক্ত থাকিতে পারেন না।

যদি বল, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে—

"গৌরনাগরবরো নৃত্যারিষ্টৈর্নমন্তিঃ" বাক্য মধ্যে "গৌরনাগরবর" শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, গৌরই নাগরবর অর্থাৎ কৃষ্ণ; 'নৃত্যারিষ্টৈর্নমন্তিঃ' (অর্থাৎ নিজ নামের সহিত নৃত্যশীল)—এই বাক্যের দ্বারা গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইলেও আশ্রয়জাতীয় লীলার অভিনয়-কারিকৃষ্ণ, অর্থাৎ সম্ভোগ-রসময় বিগ্রহরূপে লীলা প্রকট না করিয়া কৃষ্ণান্বেষণলীলা বা বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহরূপের লীলা প্রকটকারী। গৌরই কৃষ্ণ স্বরূপে সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয় বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবকান্তিময়-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গৌরসুন্দরেরই কৃষ্ণস্বরূপে রসরাজত্ব এবং কৃষ্ণেরই গৌরস্বরূপে মহা-ভাবত্ব। এই রসরাজ ও মহাভাব উভয় লীলাই নিত্য। গৌরসুন্দরই কৃষ্ণস্বরূপে নাগর বা রসরাজ বটে, কিন্তু গৌর-লীলা বা মহাভাবস্বাভিমানে রসরাজস্বাভিমান নাই। এই সূক্ষ্ম ভেদটি গৌরনাগরী ধরিতে পারেন না। গৌরনাগরী বিবর্ত্তবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর মত মনে করেন গৌর স্বরূপই যখন নাগর বা কৃষ্ণ, আবার নাগর বা কৃষ্ণই যখন গৌর, তখন গৌরলীলাকে নাগরলীলা বলিতে আপত্তি কি? নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ এবং শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলাকে কেবলাদ্বৈতনির্ভেদবাদ মনে করিয়া জড় বিবর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ গৌরনাগরীরও নাগর-লীলায় ও মহাভাব-লীলায় বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হয়। অন্বয়জ্ঞান বস্তুতে আশ্রয় জাতীয় ভাবের অভাব নাই, ইহা জানাইবার জন্যই ষোলোকস্থ ঐশ্বর্য্য প্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মহাভাবময়ী লীলাটি কখনই জড় সম্ভোগবাদী গৌর-নাগরীর ভোগ্য নহেন।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা

প্রভু মোর শ্রীভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী
এই বড় ভরসা অন্তরে।
তনকূপে ছিনু পড়ি, দেখি তেঁহ কৃপা করি,
উদ্ধারিলা অযোধ অমরে॥

মায়ার নফর হঞা গুরুর আসন লঞা
সাধুবেশে গুরুক্রব যত।
হরে শিষ্যবিত্ত, হায়, ভাগবত ব্যবসায়
কনককামিনী-প্রাপ্তে রত॥

গোস্বামী ভাবিয়া মনে এহেন গোষাল গণে
বঞ্চিত এ-অধমে আপনি।
কেশে ধরি উঠাইলে দুসিদ্ধান্ত জানাইলে
অযাচায়, করুণার খনি॥

কত ভাগ্য এ-জনার, নহে গো সে বলিবার,
মিলাইলে কি নিধি কাঙ্গালে।
দস্যুর কবল হ'তে, আনি কোন্ মহাপথে
পাদপদ্মে কি মধু পিয়া'লে॥

জয় জয় জয় গুরু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু
অভিন্ন গৌরাঙ্গপ্রকাশ।
জগজীবে কৃপা করি তাঁর শক্তি অবতরি
ভেদাভেদ-অচিন্ত্য-বিলাস॥

তুহু করুণার সিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু,
তুয়া বিনে গতি নাহি আর।
অতীন্দ্রিয় দাস গায়, রাখ প্রভু রাঙ্গা পা'য়
লইনু শরণ দীন ছার॥

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১৪ ঠাকুরদাস পণ্ডিতের লেন,
কলিকাতা।

—•—

শ্রীল ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীব্রজক্ষেত্র
(ত্রিচি) মাদ্রাজ
৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

স্নেহবিগ্রহেষু

মথুরা হইতে ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তিকালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এ কয়েকদিন শ্রীমান্ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগোড়ীয়মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীউড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রবেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া আদৃশ গৌরবিমুখজনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব একণে স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতি কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্ব্বদিবস শ্রীরাধারমণ গেরার অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে শ্রীল বনমহারাজের এবং শ্রীল তীর্থমহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে তীর্থমহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম। আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদা পথে যে বৈধ উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বতত্ত্ব। জড় প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনার পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য অনুভব এবং সাধ্য অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তাদৃশ বিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি - বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইলেও শুদ্ধ ভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব সহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব বৈভব প্রকটিত তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগ পথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্ব-কারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বস্থানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভব-প্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রস-সমুদ্রের অমৃতবিন্দুপানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্য্য দর্শনে অধিকার নাই। এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ-বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবাশক্তি বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে গৌরনাগরী প্রভৃ

কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ভক্তবরে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী বলে গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কল্পিত ভক্ত-রস হইতে অতিক্রান্ত জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশের কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যের নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়। অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত সুতরাং উহা দাস রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত রসকে মধুর রস বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকৃত প্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্রযোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুরপ্রতিরসকে বিশুদ্ধ দাস রস বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে দাসের প্রভুর গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিশ্রম্ভাভিন্ন ঔদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবের ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ পাঠে যে মধুর রসপর্য্যন্তে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অনুকূল রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া নায়ার শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীরুক্মিণীর দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রস তাহাই। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচি-প্রধানপথে অনুসৃত অনুজ্জ্বল দাস রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌর-নাগরীভাবের যৌক্তিকতা অপরাহ্নের বুঝা যায়। আমার যে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল কিন্তু বৈধ-বিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি গুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতায় বিরতী হুর্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদসহ কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপরদিবস শ্রীরামায়ণ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরামায়ণ ষ্টেসন বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া উহার শ্রীমধুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রতি গ্রহণ করিবেন। আমি নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া বড়ই সংশয়গ্রস্ত। আশা করি, কৃপা পূর্ব্বক প্রশ্নগুলির আপনাদের শ্রীপত্রিকায় যথাযথ মীমাংসা প্রদান করিয়া আমার এবং আমার মতন অনেকের সংশয় দূরীভূত করিবেন। আমি নিয়মিতরূপে আমার সহ-কর্ম্মীর নামীয় পত্রিকা পাঠ করি, নিবেদন ইতি।

ভবদীয় দাসানুদাস—

শ্রীপ্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এসিষ্টেন্ট ষ্টেসন-মাষ্টার

সিলারি ষ্টেসন, পোঃ গ্রিনি, জেলা সিংহভূম।

৪।১১।২৬

১। মনুষ্যের কৃত কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার এবং তৎফল এই পৃথিবীতেই শেষ হয়, না অন্যত্র কোথাও হয়, অন্যত্র হইলে সে স্থান ভূল না স্বর্গ?

২। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জীবের গন্তব্য কোথায় হয়? এবং জননী-জঠরেই বা কিরূপে পুনরায় প্রবেশ হয়?

৩। জন্মান্তর সম্বন্ধে মূল্যবান যুক্তি কি?

৪। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুন্দর সুলভ যুক্তি কি?

৫। মাত্র জড়বস্তুই খণ্ডিত হইবার যোগ্য জানি। চৈতন্যবস্তু কি প্রকারে খণ্ডিত হইয়া জীবাত্মা প্রাপ্ত হয়?

৬। জীব একই চৈতন্যাংশ হইয়া নিত্য বদ্ধ, নিত্য মুক্ত—দুই প্রকার সংজ্ঞা কি প্রকারে লাভ করে?

উত্তর

১। পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে এই ত্রিবিধ লোকের গতি যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কামিনাং পুণ্যকর্ত্তৃণাং ত্রৈলোক্যং ত্রিদিবাং পদম্।
অগৃহাণাঞ্চ তত্রোর্দ্ধং স্থিতং লোকচতুষ্টয়ম্॥
ভোগান্তে মুক্তয়ঃস্তিস্রস্তে সর্ব্বে প্রয়ান্তি হি।
মহরাদিগতাঃ কেচিদুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥
কেচিৎ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্ ভুক্ত্বার্চ্চিরাদিষু।
নভন্তে ততঃ সদ্যো মুক্তিং জ্ঞানপরা হি যে॥
ভক্তা ভগবতো যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াঽখিলান্।
ভুক্ত্বানাঃ সুখভোগান্তে বিশন্তি হরিতৎপদম্॥
বৈকুণ্ঠং চতুর্ভিঃ দুর্লভৈঃ সুজ্ঞানশ্চিদাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু ভক্তা লভন্তে সন্ত এব তৎ॥
তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ সাক্ষাৎ সেবাসুখং সদা।
বহুধানুভবন্তস্তে রমন্তে ধিক্ কৃতামৃতম্॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।১।৯-১৩)

অর্থাৎ ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের পক্ষে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—এই তিনটি লোক প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই চারিটি লোক অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার জীব আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। জ্ঞানী ও যোগী ভেদে মুমুক্ষুগণ দুই প্রকার। সগর্ভ ও নির্গর্ভ ভেদে যোগীগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন, পরমপদ বলিতে চতুর্লোকাতীত অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে দুই প্রকার। এই দুই প্রকার মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। নির্ব্বিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য। যোগপর ব্যক্তিগণ তেজোময় অবস্থারূপ অর্চ্চিরাদিমার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি লাভ করেন এবং জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই পরমপদ-রূপ মুক্তি লাভ করেন। ইহার নাম সদ্যোমুক্তি। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দ্বিবিধ, সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান। সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চাবর্গত স্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহার আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভোগাভিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তর এই যে,—যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া গর্হণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগপরিত্যাগে অসামর্থ্যবশতঃ বিষয় ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত এবং তাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগকেই প্রাপ্য জানিয়া তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ ভোগী। অন্যাভিলাষরহিত নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সেই বৈকুণ্ঠ-(কুণ্ঠধর্ম্ম রহিত চিদ্ধাম) লোক প্রাপ্ত হন।

সেই বৈকুণ্ঠলোকে চিত্তত্ব ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ সেই স্থান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাজনিত বিবিধসুখ অনুভব করেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তভেদে ত্রিবিধ শ্রেণীর মানবগণ যে নিজ প্রাপ্য স্থান লাভ করেন, তাহা স্থূল না সূক্ষ্ম? তাহার উত্তর এই যে, ভক্তগণ যে স্থান লাভ করেন তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম

অতীত সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ-বৈভব। সেই ধামের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

(ভাঃ ২।৯।১০)

অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধ-সত্ত্ব বর্ত্তমান, সে স্থানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগ-দ্বেষাদি ত' দূরের কথা। তথায় লৌকিক সুখদুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। সুরাসুরবন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্ব্বদা তথায় বিরাজ করিয়া থাকেন।

ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্য স্থান যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; সুতরাং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই সূক্ষ্মদেহে তথায় অবস্থান করেন এবং ভোগকাল সমাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। "আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" (গীতা ৮।১৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ-শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মনঃ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষের অগোচর। স্থূলদেহান্তর্গত যে চক্ষুরাদি, ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থাননাত্র। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহের স্থূল ভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরি-উক্ত ১৭টী সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ-দেহ নির্গত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূলদেহের অনুরূপ, সূক্ষ্ম, স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ভগবান্‌বাদরায়ণ তাঁহার বেদান্তদর্শনের ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদে ১ম অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

তদানীং সূক্ষ্মাভির্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্মবিষয়ানুভবতঃ। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥

অর্থাৎ তৎকালে (জীব) সূক্ষ্ম-মনোবৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-কারণ মানবগণ রৌরবাদি নরক লাভ করে; তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের এন স্কন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবিশেষ পরমপদ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হন, তাহা নারদের বাক্য হইতেই জানা যায়—

প্রযুঞ্জানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

(ভাঃ ১।৬।২৯)

অর্থাৎ ভগবৎকৃপায় আমার ভগবানের সেবনোপযোগী দেহ লাভ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় পঞ্চভূতাত্মক শরীরেরও পতন হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সিদ্ধি ও সাধনকালে মুক্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু সকল সময়েই বৈকুণ্ঠ-গতীতি জাগ্রত থাকে, সুতরাং তাঁহাদের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠ-লোক গমনের কোনপ্রকার বাধা নাই। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতাবর্চ্চিরাদির্ধূমাদিশ্চেতি।
ধূম্রাদি কর্ম্মিণামৈব সর্ব্ববেদবিনির্ণয়াৎ॥
অগ্নির্জ্যোতিরিতি যেঽধ্বার্চ্চিষঃ সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
অগ্নির্গত্বা জ্যোতিরেতি প্রথমং ব্রহ্ম সংস্থলমিতি॥
একস্মিংস্তু পরে সংস্থে দ্বিতয়োঽন্যোঽন্যে মৃতো মহান্।

(৪।৩।১ ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মতর্কবচন)

অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অর্চ্চিরাদিমার্গ ও কর্ম্মিগণের ধূম্রাদি-মার্গ—এই দুই প্রকার প্রসিদ্ধ মার্গ বেদে নির্ণীত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ প্রথমে অগ্নির জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন; ইহাই অর্চ্চিরাদি মার্গ, এবং কর্ম্মীরা প্রথমে ধূম্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জ্ঞানী ও কর্ম্মী ভেদে উভয়বিধ জীবই দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে অর্চ্চ্যাদি অর্চ্চি-(তেজঃ) মার্গ ও ধূম্রাদি মার্গে যথাক্রমে নীত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়। ভগবানই তাহার প্রেরক।

এখন বিচার্য্য এই যে, লোকান্তরগত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে? এতদুত্তরে বেদ বলেন,—

দ্যৌঃ স্বাহুন গচ্ছতি স্বাহুজ্যাঃ পিতরং পিতুর্ম্মাতরং মাতুঃ শরীরং শরীরেদ জায়তঃ ইতি সংমিতম্ অথাসম্মিতঃ স্বাহুজ্যো জায়তে পিতুর্মাতুরন্তরে বা গর্ভে বা বহির্ম্মা।

(৩১।২৮ মন্ত্রভাষ্যধৃত পৌত্তায়ণশ্রুতি)। অর্থাৎ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে গমন করে, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীরা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি ও তিলরূপে উৎপন্ন হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রুতির অর্থবিচারে মন্ত্রভাষ্যকার শ্রীপাদ ভরতীর্থ মুনি "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকায় বলিয়াছেন,—

কর্ম্মী স্বর্গান্নির্গতস্তিরোধৈব দেহং প্রাপ্নোতি আকাশা-দ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবত্যধো বহুস্থানপ্রাপ্তিপ্রবণাৎ।

অর্থাৎ কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম, ধূম হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে, বর্ষণ হইতে স্থাবরাদি অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতিকথিত ব্রীহি, যব, ওষধি-রূপতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করে।

বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রদত্ত হইবে।

—•—

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয় বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্মপ্রচারক পরমভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়গণ,

অনন্যা প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন :—আজ জনয়ের বড় আশা লইয়া আপনাদের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত মাননীয়গণ এ অধীনের অভিলাষপূরণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষম। তাই আজ কর-যোড়ে আপনাদের নিকট দীন দরিদ্রের এই ব্যথা জানাইতেছি।

আমি আপনাদের শ্রীপত্রিকার একজন ৩৫২২ নং গ্রাহক। আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ আপনাদের সম্পাদিত বিশুদ্ধ ভাষ্যাদি সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাদি ভক্তিভরে আগ্রহের সহিত পড়িতেছি, আপনাদের শ্রীপত্রিকা পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-গুলি যথার্থ দেখিতে পাই। যাঁহারা ভগবৎপ্রসাদে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট হইতে উন্মুক্ত হইয়া ভবাদৃশ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়া বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও আপনাদের করুণার অভাব নাই দেখিয়া আজ আমার ন্যায় হরিবিমুখেরও প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং আপনাদের প্রকাশিত শ্রীগ্রন্থাদি ও শ্রীপত্রিকার আলোচিত বিষয়গুলি পাঠে পরমানন্দ পাইতেছি।

আপনারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পরমহংসদিগের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আদর্শ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আচার ও প্রচার বিষয়ে আপনারাই একান্ত যত্নবান্। এই বিশ্বাসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইদানীন্তন অনুদ্দেশীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণের মধ্যে আপনাদের শ্রীপত্রিকাপাঠে উপলব্ধ জ্ঞান হইতে যে প্রতিকূলভাবগুলি দেখিয়া দারুণ ব্যথা পাই তাহা জানাইতে অগ্রসর হইতেছি।

আমাদের এখানে বৈষ্ণবগণের একটী মণ্ডলী আছেন। ইহা ন্যূনাধিক শতবৎসরকালব্যাপী চলিয়া আসিতেছেন। মণ্ডলীস্থ বৈষ্ণবগণ নিয়মিতভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে গৃহিভক্তগণের বাটীতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া থাকেন। যখন যখন এইরূপ আলোচনা হয়, তখন তখন উৎসব ও মহাপ্রসাদাদির সুব্যবস্থা হয়। আমার বাটীস্থ ও পল্লীস্থ অনেকেই এই "মণ্ডলীতে" নিয়মিত ভাবে যোগদান করেন। এইরূপ উৎসব প্রতি মাসে খুব কমপক্ষে তিন চারি দিনের কম হয় না। বোধ হয় আপনাদের শ্রীপত্রিকায় "প্রাকৃত সহজিয়া" বলিয়া যে আখ্যা দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর।

আপনাদের শ্রীপত্রিকা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠে ইঁহাদের যে অসামঞ্জস্য ভাবগুলি দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে লিখিলাম—

১। পান, তামাকাদির যথেষ্ট সুব্যবস্থা।

২। শ্রীগ্রন্থাদি পাঠের সময় ব্যাখ্যার ভুল বা মতের বৈষম্যের প্রাবল্য ও মণ্ডলীস্থ শ্রোতৃগণের মধ্যে অযথা আলোচনার আধিক্য।

৩। মহাপ্রসাদেতোজন ভাত বুদ্ধি, কোথাও প্রশংসা—কোথাও নিন্দা।

৪। মণ্ডলীর অধিকাংশ বৈষ্ণবগণের মৎস্যাদি অমেধ্য ভক্ষণ ও 'লোক-দেখান' বৈষ্ণব বেশ। আচারহীনতা যথা :—কামকাঞ্চনাসক্ত, ঈশ্বর-সেবামূলে ভোগ-বাসনার চরিতার্থতা, ইন্দ্রিয়সেবায় ও স্ত্রীপুত্রাদিসংরক্ষণে লোভের বশে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবগণের অনাচরণীয় বহু কুটিনাটি।

এই সমস্ত প্রতিকূলাচরণে আমি বড়ই ব্যথিত হইয়া মণ্ডলীর আমার পরিচিত দুই চারিজনকে আপনাদের নির্জ্জনভাবে আলোচিত,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ নামধর্ম্ম কিরূপ ভাবে সাধন করিতে আপনারা উপদেশ করিয়াছেন তাহা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা আপনাদের সদুপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক, কিন্তু বোধ হয় মণ্ডলীতে সেরূপ শুদ্ধভাবে নামধর্ম্মের আলোচনার অভাব হেতু, তাঁহারা যথার্থ শুদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

যদি আপনারা আপনাদের স্বভাব-সুলভ কৃপা প্রকাশে এ দাসের বেদনা দূর করেন, তবে এ দাস আপনাদের শ্রীপত্রিকা ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠে যেমন বল পায়, তেমন আবার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইয়া জীবনে শ্রীহরি-বিমুখতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং বহু পথভ্রষ্ট জীবও উপকৃত হইবে। কারণ সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত এই কলিযুগে একমাত্র নামধর্ম্ম সাধনার অন্য কোন উপায় নাই।

আশা করি আপনারা,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতবাণীর সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাহাতে শুদ্ধভাবে আলোচিত, আচরিত ও প্রচারিত হন, সে বিষয়ে সদুপদেশ দানে বাধিত করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

সুখে অগ্রহায়ণ আপনাদের চিরানুগত সেবক—
১৩৩৩ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ দিগুা
পোঃ কাকড়েছিয়া, গ্রাম সিমুলিয়া, মেদিনীপুর।

—•—

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ মন্দিরে গত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রী সনাতনশিক্ষা পাঠ ও তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর কতিপয় ভক্তের সহিত গৌরবিহিত শুদ্ধ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রায় শতাধিক বিরক্ত ব্রাহ্মণ, মহান্ত, গোস্বামী, শ্রীত্রিদণ্ডী মহারাজের শ্রৌতসিদ্ধান্তানুমোদিতা গবেষণাময়ী সুললিতা ব্যাখ্যা আগ্রহ ও তিন ঘটিকা হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত (তিন ঘণ্টাকাল) অতি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী গোস্বামীজীর শ্রীমুখে আরও সপ্তাহকাল ঐরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ ও পরম দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। গোস্বামীজী শ্রীধামস্থ ভক্তবৃন্দের অনুরোধে শ্রীধামে অকাতরে শ্রীগোস্বামী ও আচার্য্যগণের অনুসরণে ভক্তিসিদ্ধান্ত পীযূষধারা বিতরণ করিতেছেন।

নৈমিষারণ্যে—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় পত্রের প্রকাশক সঙ্ঘের সভাপতি নিত্যানন্দাত্মজ পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু—যে পরম পবিত্রক্ষেত্রে শ্রীবলদেবকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল সূত-গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীবলদেব ধর্ম্মধ্বজি-গোমহর্ষণ-সূতকে সংহার করিয়া বাস্তব সত্যের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, অনুসরণ ও অনুকরণকারী, আসল ও মেকি, চক্র ভাগবতবক্তা ও নির্ম্মৎসর নিষ্কিঞ্চন ভাগবতবক্তার পার্থক্য ঋষিজনসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্থান অদ্যাপি শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত হইয়া সর্ব্বতীর্থশিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপদাঙ্কাঙ্কিত সর্ব্বভাগবতমাণীর সাধুজনসেবিত পরম পবিত্রতীর্থে—শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সর্দ্দানা মহোদয় ও স্থানী

অনেক সুধীব্যক্তি শ্রীগৌরানীপ্রভুকে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। যে স্থানে সত্যের কীর্ত্তন, সে স্থানে তথাবস্থিতাগই সত্যকে অধিকতর উজ্জ্বল-ভাবে সংপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অপাত্রিতভাবে অসত্যেরও ছায়াময়ী মূর্ত্তি অবস্থান করে। ভাগবদ্বিরোধী অর্ব্বাচীন আর্য্যসমাজিগণ তথায় ভাগবতার্কের উজ্জ্বল প্রভা সহ করিতে না পারিয়া উলূকের ন্যায় মাৎসর্য্যভাবযুক্ত ব্যবহার প্রকাশ করিলেও শ্রীমদ্ভক্তিসাংখ্য গোস্বামী প্রভু তাহা-দিগকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করিয়া ভাগবতমরীচিমালীর প্রাজ্জ্বল কিরণে সকলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন।

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার ও শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা বহু ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডি গোস্বামি-কুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীপাদ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত অন্বয়মুখে সরল ব্যাখ্যা, প্রতি শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় নির্দ্দেশ, বঙ্গানুবাদ সহিত তথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বিরচিত শ্রীনবদ্বীপশতকের বঙ্গানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদসহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "Vaishnavism : Real and Apparent" নামক পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার ও তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের বিভিন্ন অধ্যাপক ও পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

University of Illinois Library, (Urbana, Illinois) হইতে ২রশে অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের পত্রে P. L. Windsor, Librarian মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I desire to thank you for your generosity in presenting to the University Library a copy of "Vaishnavism". This work will soon be permanently added to our library and made available for the use of students and members of the faculty.

Again thanking you,
I am
very respectfully yours,
(Sd.) P. L. WINDSOR.

The University of Chicago হইতে ২রা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Board of Trustees এর সহকারী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

The University is to-day in receipt of the volumes entitled "Vaishnavism,—Real and Apparent", and "Navadwipa Panjika". Please accept the thanks of the University for this thoughtful gift.

Yours very truly,
(Sd.) JOHN D. MAULDS.
Asst. Secretary.

University of Michigan হইতে ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Registrar মহোদয় লিখিয়াছেন :—

Thank you kindly for your letter of October 6 notifying us that you are forwarding to the University of Michigan, a copy of "Vaishnavism, —Real and Apparent" together with a copy of "Nabadwipa Panjika" in Bengali. We shall be glad to place them in the general Library in accordance with your wishes.

Thanking you again for your kindness and assuring you of our hearty co-operation.

I am
Yours very truly,
(Sd.) J. M. SMITH.
Registrar.

United States, Department of the Interior Bureau of Education, Washington হইতে ৩রা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Chief Clerk মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I thank you for your courtesy in sending us the pamphlets entitled, 'Vaishnavism'. They will be deposited in the Library of this office so as to be available to persons interested in them.

Cordially yours,
(Sd.) L. A. KALBACH.
Chief Clerk.

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland হইতে Librarian মহোদয় তাঁহার ৬ই নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :—

I beg to acknowledge with thanks the

ceipt of a copy of "Vaishnavism: Real and Apparent", and Navadwipa Panjika,

A gift to the Library of this University.

(Sd.) M. P. RASEY,
Librarian.

College de France 11 Rue Poussin Paris XVI হইতে Prof. L. Finot Chev de la Legion d'honneur মহোদয় লিখিয়াছেন :—

Please accept my best thanks for the kind sending of your **very instructive** pamphlet "Vaishnavism" which I perused with much interest and sympathy.

Yours very truly,
(Sd.) L. FINOT.

সংস্কৃত ভাষা-পারদর্শী ও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদক অধ্যাপক W. Caland মহোদয় Utrecht হইতে ৬ই অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :—

MY DEAR SIR,

Receive my kindest thanks for sending me your paper on "Vaishnavism: Real and Apparent." I have read your paper with great pleasure which attests a deep faith and high vision.

Yours faithfully,
(Sd.) W. CALAND.

—•—

শুদ্ধশ্রাদ্ধ

গত ১লা পৌষ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পদ্মিতা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ঘটনবিহারী অধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার সভ্যতম—গ্রন্থসম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সম্পাদন করিয়াছেন।

—•—

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

যিনি নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ আত্যন্তিক কল্যাণবিষয়ে স্বয়ং অভিজ্ঞ, সেইরূপ ব্যক্তি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন না। শ্রেষ্ঠবৈদ্য রোগিকুল কুপথ্য চাহা করিলেও তাহা প্রদান করেন না। অতএব কর্ম্মাসক্ত করা কখনও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

বদ্ধজীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বদ্ধজীব হয় অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিবে, না হয় সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ঐরূপ সৎ বা অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি উভয়ই বদ্ধাভিমান হইতেই উদিত হয়। এই জন্যই গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ বিষ্ণুর সেবায় উদ্দেশ্যে কর্ম্মনিয়োগের ব্যবস্থা। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুশীলনফলে ক্রমশঃ ঐ সকল জীবের নিত্য কৃষ্ণে শুদ্ধা নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়—

শ্রদ্ধানুঘৃণিকথাঃ শৃণন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্নুদ্ধরন্ জন্ম কর্ম্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥

(ভাঃ ১১।১১।২৩—২৪)

টীকা চ—"মদর্পণেন কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তি-মাহ—শ্রদ্ধানুঘৃণিতি" ইত্যাদয়ঃ। কীর্ত্তনন্ জন্মকর্ম্মগুণানাং-র্মধ্যে যেষাংশা নিত্যাভীষ্ট ভাবভক্তগতাস্তান্ স্মরন্নুদ্ধুর্ব্বন্ ভগবদ্গতান্ ভক্তান্তরগতাংশ্চ তাননাদরাদনুকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যো ধর্ম্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয় জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব; যশ্চ কামো মহাপ্রসাদবাসাদি-লক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয় সেবার্থং মন্মন্দিরবাসাদিলক্ষণ-ত্বেনৈব; যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপ-যোগিত্বে নৈবাচরন্ সেবমানঃ মদপাশ্রয় আশ্রয়ণরশুদ্ধচেতাশ্চ সন্ তাদৃশ এব কথা শ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্ব্বদাবাভিচারিণীং লভতে, তৎফলেন কৈবল্যাদাবপ্যনা-দরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ—সনাতন ইতি। (ক্রমশঃ)

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
হরি-সেবায় যার অনুকূল
বিষয় করিয়ে তারে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই পৌষ, ১৩৩৩, ১লা জানুয়ারী ১৯২৭	২০শ সংখ্যা

সারকথা

নিত্য সত্য কি ?

জগতে যতেক দেখ, "মিছা" করি সব লেখ,
'সত্য' এক মাত্র ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা-বিনে যতেক সব,
'মিছা' করি করহ গেয়ান॥
মিছা সুত-পতি-নারী, পিতা-মাতা যত করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত' কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাঁহার॥
কিবা নারী পুরুষ, সভারি সে আত্মা এক,
নিত্য-মায়াবদ্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই॥

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)

আচার্য্যগোস্বামীর আচরণ কিরূপ ?

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান, কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান-যোগ-তপ-ধর্ম্ম নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসংকীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ-সর্ব্বলোকের হইবে তারণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫৪-৬৮)

নৈষ্ঠিক ভজন কিরূপ ?

না করিহ অসৎচেষ্টা, মাত্র-পূজা-প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল বিরক্তি যাবে, মহানন্দ হৃদে পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥
অসৎসঙ্গ-কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অনুদিনে না করিহ ত্রুটি।
আপন আপন স্থানে, সুরীতি সভাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিপত্তি॥
আপন ভজন-পথে, তাহাতে হও অনুরত,
ইষ্টদেব স্থানে নীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান্ তাহাতে প্রমাণ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

গৌরাঙ্গ কি নাগর ?

যশোদানন্দন—চৈতন্য শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
মাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব হৃদে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
তিঁহো শ্যাম—বংশীমুখ গোপীবিলাসী।
ইঁহো গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৭১-২৭৭,৩০২-৩০৩)

গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ?

ভক্তিবাদ-ভক্ত বৃহদ্বৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদানন্দতীর্থ জড়-ভেদবাদ বা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ নিরাস-কল্পে শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ধর্ম্মবর্ম্ম সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার আচার্য্যলীলায় সেই শুদ্ধদ্বৈতবাদতত্ত্ব সিদ্ধান্ত অনেকাংশে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অনুকূল জানিয়া তাহা স্বীকার করেন। সুধন্বন্বধান শ্রীমদানন্দতীর্থ আচার্য্য-চরণ পঞ্চভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনও জড়ভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। জড়ভেদবাদিগণ প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিক। জড়ভেদবাদিগণই কখনও নিরপেক্ষ ফলভোগী কর্ম্মী, কখনও বা ফলত্যাগী নির্ভেদ-জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন। এই উভয় অভিমানই জড়ভেদবাদের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নাবস্থা। জড়ভেদবাদিগণ তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত মূর্ত্তপ্রতীক গড়িয়া উহার আরাধনায় ব্যস্ত হন; তাই, তাঁহারা 'পৌত্তলিক।' জড়ভেদবাদী চতুর্ব্যূহতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ কি প্রকারে নিত্যপ্রকটিত হইয়াও তাঁহাদের সত্ত্বতন্ত্রত্ব, মায়াধীশত্ব ও ঈশিতা রক্ষা করেন, তাহা জড়ভেদবাদী বুঝিতে অসমর্থ। জড়ভেদবাদী শক্তিপরিণামবাদ বুঝিতে পারেন না—চিন্তা-মণি হেমভার গ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে তাহার স্বরূপের অবিকৃতত্ব রক্ষা করে, তাহা তাঁহার করণাপাটবদোষ-দুষ্ট চক্ষুরীক্ষের দ্বারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনে আশ্রয়াসিদ্ধি, হেত্বসিদ্ধি বা স্বরূপাসিদ্ধি তথা বিরোধ, অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারদোষ, কালাত্যয়োপদিষ্ট বা বাধদোষ, সৎপ্রতিপক্ষদোষ প্রভৃতি-দ্বারা শ্রীমদ্ আচার্য্যপাদ প্রচ্ছন্নজড়ভেদবাদীর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা জড়ভেদবাদী, তাঁহারা 'বৈষ্ণব'-পদ-বাচ্য নহেন। অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রতীতির অভাব হইতেই কিংবা ভগবান্‌কে চিদচিদ্ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-জ্ঞানের অভাব হইতেই বিতীয়া-ভিনিবেশজ জড়ভেদবাদ উৎপত্তি লাভ করে। জীবকুলকে এই জড়ভেদবাদের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই সনাতনপুরুষ শ্রীভগবান্ অমিতবলশালী হনুমদ্রূপ-ধারণাবতার শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞমধ্বাচার্য্যের দ্বারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করাইয়াছিলেন; আবার অন্যদিকে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের জড়ভেদবাদোত্থ কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম অপ-নোদন বা অপবর্গপথের বিঘ্নবিনাশের জন্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণু-স্বামী ও তদনুগ শ্রীনৃসিংহচরণার্চ্চনপর শ্রীধরস্বামিচরণের দ্বারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করাইয়া জড়ভেদবাদ নিরাস করাইয়াছেন। কেশবতনয় শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তি-সিদ্ধান্ত এবং শ্রীনিম্বমানন্দাচার্য্যের চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদও জড়ভেদবাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীক্ষ্ণধার পরশুস্বরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, সর্ব্বজ্ঞসূক্ত, পারিজাত-সৌরভ ও বোধায়নবৃত্তানুসারী শ্রীভাষ্য সর্ব্বসম্বাদিনীর সর্ব্ব-চিৎসমন্বয়কারিণী বিশুদ্ধবৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' নামক এক সুরম্য-সৌধ-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই সৌধাভ্যন্তরে অন্বয়-জ্ঞানব্রজেন্দ্রনন্দনের রত্নসিংহাসন, সম্মুখে 'অকিঞ্চনা ভক্তিবিদ্যা' নাম্নী এক শোভনানা দিব্যসুন্দরী শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শ্রীতিপ্রেম-পঞ্চকের বৈয়ঙ্গবীবিরচিত উজ্জ্বলশিখ-পঞ্চ-প্রদীপহস্তে আরাত্রিক-সেবায় অভিরতা। আর শ্রীমন্দিরের উচ্চচূড়ায় গভস্তিনেমীর হস্তভূষণ সুদর্শন ও সর্ব্বোপরি সেবাবিলাস-রসময়হিল্লোলদুলিতা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-বিলয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মানা।

সেই অন্বয়জ্ঞানের নির্ব্বিশেষ ও নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্ম। জড় মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই পরমাত্মা এবং অন্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগ-বান্। ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবৎপ্রকাশের নামই কমলাপতি শ্রীনারায়ণ; আর মাধুর্য্য-প্রধান স্বয়ংরূপ ভগবদ্বিগ্রহের নামই রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া, শ্রীপতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া যিনি রাসোৎসলীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজ করেন, তিনিই স্বয়ংরূপ অন্বয়তত্ত্ব। সেই অন্বয়তত্ত্বই যখন আবার অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহার মাধুর্য্যধর্ম্মকে আশ্রয়-বাসদেশে প্রাভব-বৈভব-বিলাসময় ঔদার্য্য দ্বারা সমুজ্জীবিত করিয়া তাঁহার গোলোকস্থ নিত্য ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে উদিত হন, তখনই তিনি আমাদের নিকট শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর।

কিন্তু জড়ভেদবাদরূপ-ধূলি-ধূসরিত-লোচনে এই

অন্বয়জ্ঞানে জড়ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়। জড়ভেদবাদী কখনও বা ভগবদ্বস্তুরূপের বিকৃত অনুকরণে নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মকে পুত্তলিকারূপে গঠন করিয়া উহাকে ভোগের বস্তুরূপে পরিণত করিতে প্রয়ত্ন হন, কখনও বা ভক্তসঙ্গে প্রকটিত নিত্যস্বরূপবিগ্রহের অবতারকে ভোগের বস্তু মনে করিয়া স্বরাট্ বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইচ্ছামত গঠন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করেন, কখনও বা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া জড়ভেদজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে আনুমিতি সাধনপূর্ব্বক ঈশ্বরদাসুকে আলিঙ্গন করিতে চান, কখনও আবার হিরণ্যগর্ভ বা বৈরাজাতীতধামী মহাবিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত বিরাট্রূপে আত্মহারা হইয়া পড়েন। কখনও 'অদ্বয়জ্ঞানকে' 'নিঃশ্রেয়স' 'অপূর্ব্ব'কেই 'ঈশ্বর', অপ্রমেয় বস্তুকে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজনাদি ষোড়শ পদার্থের অধিগম্য বস্তু অথবা অপ্রাকৃত বস্তুকে অহংস্বার্থী, অজহৎস্বার্থী, নিরূঢ়া বা আধুনিকাদি লক্ষণার অধিগম্য বস্তু মনে করিয়া থাকেন, কখনও বা বাচ্-বিকল্পা বা তরঙ্গরঙ্গিণীরূপা অনির্দ্দিষ্টা সাধনক্রিয়াকে কামানুগা সাধনভক্তির সহিত সমান জ্ঞান করেন, কখনও ঔদার্য্যে মাধুর্য্য-ভ্রম করেন, কখনও প্রাতীতিক জ্ঞানকে বাস্তবিক, কখনও কর্ম্মিজ্ঞানীর সন্ন্যাসাভাস বা রত্যাভাসজ ভাব কিংবা পিচ্ছিলচিত্ত বা অজাগ-পরায়ণজনের নিঃস্ব ভাবকেই দীপ্ত-উদ্দীপ্তাদি অষ্টসাত্ত্বিক বলিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়ভেদবাদী 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি নাম ধারণ করেন।

সুসূক্ষ্ম বিচারপরায়ণ সুধীবৃন্দই একমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে গৌরনাগরী উপরি-উক্ত জড়ভেদ-বাদের বহুতরজঙ্ঘের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া কিরূপে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। গৌরাঙ্গনাগরীর কৃষ্ণে ও গৌরসুন্দরে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। ভেদধিকারকারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে চিদ্রাজ্যে কখনই জড়ের ব্যবধান উপস্থিত হইতে পারে না। ঔদার্য্যবিগ্রহ বিষয়কুলাধিরাজস্থিতি শ্রীগৌরসুন্দরকে বিরাদি-পরপক্ষী-রত্ন স্পষ্ট না সাজাইতে পারিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কিছু অভাব থাকিয়া যায়, এইরূপ জড়ভেদবাদোত্থ অভিজ্ঞতার অনুমিতি হইতে মহাভাবসিগ্রহচিত্ত গৌর-সুন্দরকে যে নাগর বা রসরাজ সাজাইবার প্রয়ত্ন হইয়াছে, তাহা জড়ভেদবাদীর অত্যন্ত 'মোটা বুদ্ধি'র পরিচয় মাত্র। এই জড়ভেদবাদী শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম-রহস্যটি বুঝিতে পারেন না। গৌরনাগরীর বুদ্ধি জড়ভেদবাদে বিকৃষ্টিত হওয়ায় তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না যে, শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দরই ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিবার জন্য মাধুর্য্যকে স্বয়ং ঔদার্য্য দ্বারা গ্রহণ করিবার লীলা-প্রদর্শনোদ্দেশে রসরাজ স্বরূপের ভাব ও কান্তিকে মহাভাব-স্বরূপের ভাব ও কান্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুরঞ্জিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে লীলাপ্রকটকারী। শ্যামগোপেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ যখন কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে আবৃত, তখনই শ্রীশ্যামরায়—শ্রীগৌরসুন্দর। আবার দ্বিরাজ গৌরসুন্দরই যখন গোপেন্দ্রসুতরূপে লীলাপ্রকটকারী তখন তিনি অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজবিগ্রহ ধীরললিতনায়ক নন্দনন্দন। 'গৌর' 'কৃষ্ণ' উভয়ই স্বরূপবিগ্রহ, উভয়ই নিত্য, অর্থাৎ 'গৌর' 'কৃষ্ণে'র প্রকাশ বা বিলাস নহেন, কিম্বা 'কৃষ্ণ'—আগে, 'গৌর'—পরে, এরূপও নহেন। গোলোকে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে উভয় লীলা নিত্যকাল বিরাজিত এবং ব্রহ্মাণ্ডেও সেই গোলোকস্থ লীলাদ্বয়েরই অবতরণ। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—এই কথাটির তাৎপর্য্য জড়ভেদবাদী বুঝিতে না পারিয়াই নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত করিয়াছেন। যেরূপ মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রে মাধুর্য্য-ধর্ম্মেরই সম্প্রকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণে ঔদার্য্যের অস্তিত্ব নাই, কিংবা লীলাপুরুষোত্তম-স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণে যখন প্রাকৃত নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন কৃষ্ণ অপূর্ণ—এরূপ কল্পনা করা যেরূপ অর্ব্বাচীনতা, তদ্রূপ যে মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই গৌর-স্বরূপে ঔদার্য্য-ধর্ম্ম সম্প্রকাশিত, তাহাতে মাধুর্য্য-ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, এরূপ অনুমিতিও স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। জড়ভেদবাদীর স্থূল হইতে স্থূলতর বুদ্ধি এই কথাটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, যেখানে ঔদার্য্যের অভিমান সেখানে আশ্রয়জাতীয়-মাধুরী বিষয়বিগ্রহসহ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে সেই লীলার মাধুর্য্যের অভিমান অপ্রকাশিত কিম্বা যেখানে আশ্রয়ালম্বনের অভিমান সেখানে বিষয়া-লম্বনের অভিমান অব্যক্ত। আবার যেখানে বিষয়ালম্বনের অভিমান, সেখানে আশ্রয়ালম্বনের অভিমান অপ্রকাশিত। বিষয়ালম্বনের, আশ্রয়ালম্বনের অভিমানেই কৃষ্ণ শ্রীগৌরস্বরূপে

একটিত। আবার আশ্রয়ালম্বনের বিষয়ালম্বনের অভিমানেই গৌর নিত্যব্রজনাগর নবনবায়মানরূপে উদিত।

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সমর্চ্চন সর্ব্বভাবে আবশ্যক।" কিন্তু বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিশ্লেষণকারীর 'সমর্চ্চন' শব্দটী কতটুকু অস্তিত্ব-সংরক্ষণ করিবে, তাহাই বিবেচ্য। জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের বৈধ পত্নীর অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈধমার্গে গৌরভক্তগণ গৌর-নারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চন অবশ্যই করিবেন, নতুবা তাঁহাকে বৈষ্ণবপদ হইতে গুরুবৈষ্ণব সমাজ খারিজ করিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমাদিগকে প্রেমভক্তি-প্রদায়ী প্রেমভক্তি-স্বরূপিণীর 'সমর্চ্চন' করিতে হইবে, 'সমর্চ্চনে'র নামে করিয়া ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বা বিষ্ণুসম্বন্ধে ভোগবুদ্ধি কখনই করিতে হইবে না। অর্থসংগ্রহ, দণ্ডোনয়-পরিপালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতৃবর্গ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পুত্তলিকা-প্রদর্শনীর ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদর্শনী (?) খুলিবার চেষ্টা কখনও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার "সমর্চ্চন" নহে, উহা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভোগ (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি বা বিশ্বপ্রবানন্দবের সরঞ্জামতা। কলিকাতা সহরের মটোর বাসের (Motor Bus) নাম কেহ কেহ 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'লক্ষ্মীজনার্দ্দন' প্রভৃতি কত কি রাখিয়াছেন। যাহারা বিষ্ণুপ্রিয়াকে (?) তাহাদের যানস্বরূপে কিংবা ভোগের ইন্ধনসংগ্রহ করিবার বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছেন কিম্বা মোহিনী, কামিনী, ধাত্রী, তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রাকৃত ভোগ্য নামের ন্যায় নাম ও নামীর মধ্যে পরস্পর ভেদ বা অভেদ আছে জানিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামটীকেও তদ্রূপ আভিধানিক শব্দ মাত্র মনে করিয়াছেন, তাহারা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন করিতেছেন? আবার যাঁহারা অজ্ঞভেদবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় কল্পনা-প্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'কাঞ্চনা' নাম্নী সখী সৃষ্টি করিয়া উহাকে কীর্ত্তনরসপ্রমত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা জন্মাইবার জন্য শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রেরণ করেন, তাঁহারা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চনকারী? গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিপ্রদানলীলার সহায়কারিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা কি কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনানন্দের বাধাপ্রদানকারিণী হইতে পারেন? আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যদি শ্রীরাধিকাই হন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ একমাত্র শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীর অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর তদ্বিপরীত লীলা প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বমন্দিরে রাখিয়া কেনই বা অভিন্ন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকেন? আর কাঞ্চনা প্রভৃতি কাল্পনিক কামিনী কোন সিদ্ধান্তানুযায়ীই বা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে আনয়ন করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হন? কাঞ্চনা কি শ্রীবাসের শাশুড়ীর ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী নহেন? অতএব কাঞ্চনা প্রভৃতি কাল্পনিক নায়িকা কি পৌত্তলিক গৌরনাগরীর কল্পনা-প্রসূতা পুত্তলিকা-মাত্র নহে? শ্রীগোস্বামিপাদগণ কি এরূপ কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণলীলা গ্রথিত করিয়াছেন? বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধবাদি নাটকে কিংবা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদ যে সকল রাধাপ্রিয় সখীগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি ঐরূপ কল্পনাজাত? কল্পনাজাত বস্তুই পুত্তলি এবং কল্পনাকারীই পৌত্তলিক। যদি শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনরায় রসরাজ মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করাই গৌররসরসিকগণের সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে গৌররস-রসিক আচার্য্যপাদগণ কিম্বা শ্রীরাঘ রামানন্দ, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরশক্তিগণ তদ্বিষয়ে লীলাগ্রন্থ প্রচার করিলেন না কেন? শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের "শ্রীভজনামৃতে" ঐরূপ কল্পনার প্রভাবও দেখা যায় না, তবে কি ভোগোত্থ কল্পনার ছাঁচে গড়া পুত্তলি-পূজাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণই গৌরনাগরীর মতে বিষ্ণুপ্রিয়া-সমর্চ্চন?

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"ভক্তবরেণ্য সর্ব্ব-সম্মানিত-ভাজন শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় এই কালে সর্ব্বপ্রথমে মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমূহকে ধন্য করেন ও কণ্টক-কোটীরুদ্ধ ভক্তিমার্গকে নিষ্কণ্টক করিয়া ভ্রমবাত্যাপরাহত জীবের চিত্তভ্রমরকে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল-পদারবিন্দ-মকরন্দপানের সৌভাগ্য প্রদান করেন"। বিশ্লেষণ-কারীর উক্তবাক্যে ইতিহাস ভ্রম হইয়াছে। প্রায় তিনশত-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীখেতরি গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার করেন। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পূর্ব্বাচার্য্যের আদর্শ অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ ভিটায় শ্রীমায়াপুরে মহাযোগপীঠে প্রকটকাললীলোচিতা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা

প্রকটিত করেন। শ্রীপাট সেওড়িগ্রামে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত (১) গৌরাঙ্গ, (২) বল্লবীকান্ত, (৩) শ্রীকৃষ্ণ, (৪) ব্রজমোহন, (৫) রাধারমণ, ও (৬) রাধাকান্ত—এই ছয় শ্রীবিগ্রহের যুগলসেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তবে কালপ্রভাবে ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইয়া ষষ্ঠ শ্রীবিগ্রহের অন্যতম শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিটী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রচার করেন।

বিশ্লেষণকারী আরও লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলের পূজনকে অবজ্ঞেয় করেন, অর্থাৎ অনুচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের যে শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঘোর অপরাধ হইবে তাহা সম্ভবপর।" বিশ্লেষণকারীর এই কথা আমরাও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তবে গৌরসুন্দরকে সম্ভোগ-বিগ্রহ রসরাজ-নাগর সাজাইয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নাগরী-শিরোমণি সাজাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণার্থে যে কল্পিত গৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার অর্চ্চনপদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়, তাহা কখনই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন প্রণালী নহে। উহা গৌরভোগবাদ মাত্র। অদ্যাপি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল সমর্চ্চিত হইতেছেন এবং গৌর-চরণাশ্রিত শুদ্ধভক্তমাত্রেই শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন করিয়া থাকেন। ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীউপদেশামৃতের অনুবৃত্তির পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন,—

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, আসিয়া জগৎভ্রম,
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি, রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি,
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া॥
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী,
নারায়ণী—বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী।
লক্ষ্মীদেবী—লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলাদেবী—ধাম হিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি॥
গোপী-অনুগত হয়ে, মানসে সেবিল তাঁরে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া বলিহত,
ভক্তির নাশক ভক্ত মানে॥
ভক্তিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরস্বত্ত্ব।
নরোত্তম পদ স্মরি, মায়াপুরে প্রিয়াহরি,
বসাইল জানি নিজ কৃত্য॥

দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ ও তদনুগ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈধমার্গীয় ভক্তগণের জন্য নবধাভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও বলেন নাই যে, শ্রীনারায়ণের শ্রী-ভূ-লীলাশক্তির অন্যতমা বিষ্ণুপ্রিয়া ভূ-শক্তিস্বরূপিণী নহেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকা। তাঁহারা এইরূপ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণ-পুর গোস্বামী বলিয়াছেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ব্রজ-লীলার বৃষভানুরাজা এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ব্রজলীলার বার্ষভানবী। একদিকে যেমন, যাঁহারা শ্রীগৌর-নারায়ণের বৈধপত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বৈধমার্গে সমর্চ্চন অস্বীকার করেন, তাঁহারা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অর্থাৎ নবধা-ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরণে অপরাধী ও বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধী, তদ্রূপ যাঁহারা বৈধপতিপত্নীভাবকে নাগরী বা সাম্ভোগভাব কল্পনা করেন, তাঁহারাও ভক্তির পারমার্থ হইতে বিচ্যুত। 'বাড়িওয়ালা' বাউল প্রকৃতির কতিপয় লোক যখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পূজাকে রাধাকৃষ্ণসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দূরদর্শন জ্ঞানে তাঁহাদিগকে কৌশলে দূরে রাখিয়াছিলেন। তাই ঠাকুর শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবদ্বীপনাগর' মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না।" (চৈতন্যধর্ম্ম ৬২১ পৃঃ ৩য় সংস্করণ)

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও লিখিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে; শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে ভক্তগণ সাধারণতঃ ভূশক্তি বলিয়া বলেন। তত্ত্বতঃ

তিনি হ্লাদিনীসারসমবেত সন্বিৎশক্তি, অর্থাৎ ভক্তি-স্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়রূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নবধাভক্তি-স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধাভক্তির স্বরূপ।" (বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩য় সংস্করণ ২৬১ পৃঃ)

বিদ্বেষকারী যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে "সিদ্ধান্তবিৎ" ও "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমান্তরঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্তবৃন্দের আদর্শ মহাপুরুষ" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়া প্রেমভক্তিপ্রদাত্রী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'নাগরী' বা 'চতুরা রমণীর অগ্রগণ্যা' বলিয়া জগতে অপরাধমূলকসিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভস্বরূপা। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ও শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরের নিম্নলিখিত লেখনী হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে মহেশ্বরীর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"তোর নাম **বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,**
নিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনুঁ কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥
আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণ, দূর করে নিজ মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরমসহিত।
দূরে গেল দুঃখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে॥"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য খণ্ড)

* * *

"কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীরপ্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গ)

বৈষ্ণব পরম বঞ্চক। বঞ্চক বলিতেছি কেন, যেহেতু তিনি জগতের কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ অসৎসঙ্গী ব্যক্তিগণকে কৌশলে দূরে রাখেন। যাহাতে তাহারা তাঁহার ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য ভজনচতুর বৈষ্ণব তাঁহার কৌশলটিও আবার অসৎব্যক্তিগণকে জানিতে দেন না। অসৎব্যক্তিগণ বাহ্য দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেও, এমন কি বহুবিধভাবে পরস্পর সঙ্গ করিতেছেন, দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে একটি মহাপরিখা-বিরজা ব্যবধান থাকে। একজন দেবীধামে, আর একজন বিরজা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। যাহারা বঞ্চিত বা বঞ্চিত হইবার জন্যই অভিলাষী, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। ভজনচতুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাতাল, সহজিয়া প্রভৃতিকে 'বড় ভক্ত' বলিয়া প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিতেন, জাতিগোস্বামীকে তাঁহাদের অভীপ্সিত উচ্চ আসন প্রদানপূর্ব্বক এবং মায়াবাদী, নাস্তিক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত প্রভৃতিকে বহুবিধভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার পাদকমলের সুশীতল ছায়া হইতে কোটি যোজন দূরে রাখিতেন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগকে জানিতে দিতেন না। ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিকট হইতে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-নিমগ্ন হইয়া নিজদিগকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা যে শূন্য অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ ভজনচতুর বৈষ্ণবচূড়ামণি-গণকে প্রাকৃত সহজিয়াগণ—বঞ্চিত ব্যক্তিগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুমোদনকারী বলিয়া ভ্রান্ত হইতেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগতাভিমানী পরলোকগত শিশির বাবু—যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতকে তাঁহার হৃদয়ের বস্তু মনে করিতেন, তিনিই বা কি প্রকারে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রীগৌরকিশোরকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা করিবেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তবে পরবর্ত্তিকালে কোন কোন ব্যক্তি হয়ত, মহাত্মা শিশির বাবুকে লোকলোচনের

নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁহার নাম দিয়া ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ত্তমান্ শ্রীযুক্ত সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহারাজের লেখনী হইতেও কেহ এরূপ লেখক 'শিশিরকুমারের বিদ্বেষ বা সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারিত সত্যের 'প্রতিকূল বিচার, আশা করেন নাই। আমাদের খুব বিশ্বাস, এরূপ বৈষ্ণবস্মৃতিসিদ্ধান্তবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ বুদ্ধিমান্ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয়ের লেখনী প্রসূত নহে। আর যদি তাঁহার লেখনীপ্রসূতই হয়, তবে শ্রীমন্মোকনাথ-গোস্বামি-বংশ্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় আর্ত্তিলিপিতে যে কথা লিখিয়াছেন, সেইরূপ কোন কারণ বশতঃই হইবে।

—•—

শ্রীল ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়-দাসকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। শ্রীগৌড়-দাসের সহিত মুন্সী মুন্নালাল, কিশোরপুরার শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত এবং মহান্তের ভূতবন্ধু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা পণ্ডিত জগন্নাথ নামক সুপ্রসিদ্ধ উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে আগমন করেন। মহান্ত শ্রীগৌড়দাস পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদকে তাঁহার পক্ষ হইতে একখানি অর্পণনামা মুসুবিদা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদের পরামর্শমত শ্রীগৌড়দাস অর্পণনামার পরিবর্ত্তে তমলিক-নামা অর্থাৎ স্বামী বন্দোবস্তপত্রের মুসুবিদা করিবার জন্য উকীলমহাশয়কে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নিম্নলিখিত মুসুবিদা উর্দ্দুভাষায় লিখিত হইয়া শ্রীগৌড়দাস পরমানন্দের সহিত স্বাক্ষর সংযোগ পূর্ব্বক রেজেষ্ট্রী করিতে গেলে রেজেষ্ট্রী আফিস বন্ধ থাকায় সে দিবস রেজেষ্ট্রী হইল না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবু ও অপ্রাকৃতপ্রভু ইংরেজী ভাষায় দলিলের মুসুবিদা হইবার প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীগৌড়দাস বলিলেন আমি উর্দ্দুভাষা ভাল বুঝিতে পারি সুতরাং দলিলের মুসুবিদা উর্দ্দুভাষায় হওয়া আবশ্যক। উর্দ্দুভাষায় দলিল লেখা হইলে এপক্ষের পার্শ্বনামত পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া উইলের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীগৌড়দাস আপনা হইতেই বলিলেন যে, আমি দলিলের মর্ম্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। সেবার সকল ভার আপনাদিগের থাকিল এবং বাড়ী মেরামতের চিন্তা ও ঠাকুর সেবার জন্য অর্থ চিন্তা আজ হইতে আর আমার করিতে হইবে না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাবু মাসিক ১৫৲ পনর টাকা ও আমার থাকিবার একটি ঘর দিবার কথা উল্লেখ করিয়া যে দলিল দিতেছেন উহার জন্যও আমি বায়না করিতেছি না। তথাপি আমার পরামর্শদাতৃগণের ইচ্ছামত উহা লইতেছি মাত্র। আপনাদিগের সহিত আমার কোন দিন মনের অমিল হইবে না। সুতরাং আপনাদের ঐ প্রকার দলিলের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌড়দাস উকীল বাবুকে আরও বলিলেন যে আমি এই প্রকার দলিল সম্পাদন করিয়া ভাল করি নাই কি? উকীল বাবু বলি-লেন যে, একটিও অন্যায় করেন নাই, উহাই করা আপনার ঠিক হইয়াছে। আপনি যখন সেবালয় মেরামত করিয়া রাখিতে পারিবেন না এবং সেবা পূজাদি চালাইতে পারিবেন না, তখন এইরূপ উপযুক্ত হস্তে সেবাভার দেওয়াই সমীচীন। গৌড়দাস শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। পর দিবস রবিবার দলিল রেজেষ্ট্রী হইল না। তৎপর দিবস শ্রীগৌড়দাস আনন্দচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইলেন। লেখক মুন্নালালও তথায় উপস্থিত থাকিলেন। সবরেজিষ্ট্রার সাহেব উর্দ্দু দলিলখানি সমস্ত পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়দাসকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীগৌড়দাস বিশেষ আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে দলিলটীর রেজেষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীগৌড়দাস দলিল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া সব-রেজিষ্ট্রার সাহেব তাঁহার উপস্থাপিত দলিল রেজেষ্ট্রী করিলেন। গৌড়দাস কিশোরপুরার স্বগীয় ব্রজকিশোর দীক্ষিতের নিকট এবং তাহার পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও কৃষ্ণগোপাল দীক্ষিতের নিকট তাহার নিজের দুরবস্থা ও ঠাকুরের সেবা চালাইতে অসমর্থতা জানাইয়া তাহার কুঞ্জের সকল ভার লইবার প্রস্তাবনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধবশে আমাদের ভারতবর্ষীয় তীর্থ পর্য্যটন স্থগিত

করিয়া কয়েক দিবস গৌড়বাসের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধিত হইল। শ্রীচৈতন্যমঠের কৃত্য বিভিন্নস্থানে প্রাচীন সেবা সংরক্ষণ। সুতরাং এই শ্রীব্রজমোহনের কৃপায় সেই সেবাকার্য্যের ভার শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌড়দাসের হস্তে শ্রীব্রজমোহনের সেবায় নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই লোকটী পরবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া সেবা কার্য্যে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছিল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছিল। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পরামর্শ অনুসারে গৌড়দাসের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ন্যূন হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবা ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলাম এবং সে অসৎ স্ত্রী ও দুষ্টলোকদিগের কথায় ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাকে পরমার্থ পথে চলিবার জন্য ও সাধুসঙ্গ লাভের পথে যাইবার সুযোগ দিতেছিলাম। সেই দিবস মথুরায় কংস-বধ-লীলার অভিনয় হইয়াছিল। বলবান্ চৌবে মহারাজগণ প্রত্যেকে এক একখণ্ড বৃহৎ দণ্ডড় হস্তে লইয়া আমাদের বাসার নিকটস্থ কংসটীলায় কংস বধ করিবার জন্য এবং কংসের হাড় মাংস সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। বহুলোকের তথায় সমাবেশ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও রাম একটী হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া মথুরা-বাসী চৌবেগণকে কংস বধ করাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিতের শ্বশুর মহাশয় মথুরার একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করাইয়া তাঁহার বাটীতে বসাইলেন ও গৃহে সাধুসমাগমে তাঁহার চিত্তের বিশেষ উল্লাস পরিলক্ষিত হইল।

শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়দাসের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত মহাশয়কে শ্রীনৃসিংহ দাস কুঞ্জের সেবাভার দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীমন্দিরের সেবাভার গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে কুঞ্জ-ভার গ্রহণ উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ স্থাপন উৎসব করিবার সকল উপদেশ দেওয়া হইল। তদনুসারে তিনি সেই সকল ব্যবস্থা করাইলেন ও শত ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমরা প্রাতঃকালে শ্রীমথুরা হইতে কুশীকল্যাণে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে অধিক ভিড় ছিল না। তথায় নামিয়া শ্রীকীর্ত্তনানন্দের ব্যবস্থা মত তিন খানি একা সংগ্রহ করিয়া আমরা কশিকল্যাণ হইতে শ্রীবাবটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে জল কাদা থাকায় মোটর বা লরিযান গমন করিতে পারা যায় নাই। শ্রীবাবট উচ্চ টীলার উপর শ্রীঅভিমন্যু নরের গৃহ দর্শন করিলাম। সেখানে একটী, দুটীলার মূর্ত্তি এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা দর্শন করিলাম। শ্রীলবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের লিখিত—

বংশী কলাক্কণিতা স্খলিতং শিখণ্ডং
ব্রহ্মক পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ
যত্তাঃ কটাক্ষ-শরঘাত বিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন॥

—শ্লোকের উদ্দিষ্ট অষ্টালিকায় শিখরদেশে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শ্রীধামের অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনের সম্পূর্ণ সহায়, ভোগময় পৌত্তলিকভাববর্জ্জিত চিন্ময় ভাবের বেগবতী স্রোতস্বতী ভক্তগণের চিত্তে প্রবহমানা হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ ব্রজগোপীগণের গৃহে তক্র প্রভৃতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের প্রচুর স্নেহের ভাজন হইলাম। ব্রজ-গোপীগণের বাৎসল্য ও পালনী শক্তি অনির্ব্বচনীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপার করুণাবলে ব্রজবনিতাগণ শ্রীবার্ষভানবীর চরণরজ কণাশ্বেষণপরা চেষ্টা-বিশিষ্টা হইয়া পালা-ক্রমে অপ্রতিহতা করুণা বিস্তার করিতে সর্ব্বদা রতা। এই-রূপ স্নেহ জগতে একটী বিরল ব্যাপার। তত্তৎস্থান প্রভাব বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইতেছি। আমরা শ্রীবাবট হইতে শ্রীনন্দগ্রামে গেলাম। পথিমধ্যে গাজীপুর প্রভৃতি কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ও দেবমন্দিরাদি আমাদের দৃষ্টিপথে সমাগত হইল। শ্রীনন্দগ্রামের দেবসেবা ও উচ্চ পর্ব্বতো-পরি অবস্থিত। এখানে ব্রজবাসী পাণ্ডার উৎপাত বড় বেশী। শ্রীনন্দগ্রাম হইতে আমরা শ্রীবৃষভানুপুরীর দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানেও পাণ্ডা শ্রেণীর উৎপাত অত্যন্ত বেশী বোধ হইল। যে কয়েকটী গৃহত্যাগীপ্রতিম কৌপীনধারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা কেহ বা কৃষ্ণসেবার আবরণে দুগ্ধের প্রত্যাশা ও গুরুভিগণের তৃণ-সংগ্রহে ব্যস্ত। পরমার্থবিষয়ে মনোযোগ অল্পই দৃষ্ট হইল। কেহ বা ছড়া গানে প্রমত্ত থাকিয়া শ্রীবার্ষভানবীর বৈভব হইতে বিভিন্ন পথে ধাবিত। কেহ বা বিচার তর্কে প্রমত্ত। শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহ বলিয়া একটী স্থান পাণ্ডা দেখাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আমাদের সঙ্গী শ্রীমদন

বাবু একা উল্টাইয়া করিন প্রস্তরের উপর পড়িলেন। কিন্তু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অপার কৃপাবলে তিনি এতাদৃশ বিপদেও পরমোৎসাহে উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আমাদের সহিত আরোহণ করিতে লাগিলেন। আমরা রত্নসুন্দরাজের বৃহৎ মন্দির এবং পরমেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া বৃষভানুরাজার সিংহগৃহ দেখিলাম। শ্রীবৃষভানুপুরের অধিবাসী কয়েকটী ভক্ত আমাদিগকে তথায় রাত্রিতে বাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জিদ্ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তথা হইতে 'সঙ্কেতে'র পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে আসিতে প্রদোষকাল ব্যাপিত হইল। শুনিলাম পথটী বিপদসঙ্কুল। অনেক সময় এই সকল নির্জ্জনপথে দর্শনপ্রার্থীদের বিপদে পড়িতে হয়। আমাদের তিনখানি এক্কার মধ্যে একখানি বহু দূরে পিছনে পড়িল। সঙ্কেত ষ্টেসন হইতে রেলে উঠিয়া আমরা রাত্র দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই মথুরা ক্যান্টন্মেণ্টে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীসনমহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভু আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রাতে মথুরা হইতে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে দেবাভার-গ্রহণোৎসব করিতে যাত্রা করিলেন। আমি শ্রীঅধোক্ষজ দাসাধিকারীর সহিত মধ্যাহ্নে অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের উৎসবে যোগদান করিলাম। কীর্ত্তনাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার পর সমাগত শত শত ভক্ত ও ব্রাহ্মণ শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করিলেন। সেই দিবস আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেবের তথায় শ্রীঅপ্রকট-মহোৎসবেরও ব্যবস্থা হয়। দেবাভার-গ্রহণোৎসব সমাপন করিয়া আমরা শ্রীরাধারমণ দেবার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিবস দেবাভার গ্রহণোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের পরমানন্দ বিধান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংরক্ষিত হইবার জন্য কতিপয় দ্রব্য ও গ্রন্থ প্রশংসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের দেবার সুষ্ঠুতা পর্য্যবেক্ষণের জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু-শ্রীল তীর্থমহারাজ ও ব্রহ্মচারী দেবকীনন্দন ত্রিমূর্ত্তি তথায় রহিলেন। দেখিলাম, শ্রীগৌড়ীয় মহান্ত তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীসেবার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইল বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং বলিলেন আমি অদ্যই মিউনিসিপালিটী ও অন্যান্য স্থানে আমার এস্থান হইতে অবসর গ্রহণের পত্র দিব। অদ্য হইতে সকলভার গ্রহণ আপনারা করিলেন, আমার আর কোন ও দায়িত্ব থাকিল না। শ্রীব্রজমোহন আপনাদিগেরই ঠাকুর এবং শ্রীব্রজমোহনের মন্দির যেরূপ ভাবে সংস্কার করিতে হয় করিতে থাকুন। আপনারা এই ভার গ্রহণ করিলেন তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমিও যোগ্যপাত্রে সেবাভার অর্পণ করিয়া চিন্তাহীন হইলাম। ইহাতে আমার আর অধিকার-বুদ্ধি রহিল না। সমস্তই আপনারা করিতেছেন ও করিবেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

প্রথমা প্রভা

"শ্রীগৌরাঙ্গ-বিজয়ম্"—দীর্ঘক সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ একখানি ব্যবস্থাপত্র (?) আমরা কটক হইতে প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক তৎসঙ্কলিত উক্ত পত্রখানি গৌড়ীয় পত্রে সমালোচনার জন্য (for favour of discussion and expression of opinion") আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবোধার্থে উক্ত পত্রের সমালোচনা বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিয়া পত্রে তাহার সংক্ষেপ-সার সংস্কৃত-কারিকায় লিপিবদ্ধ হইবে। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতেও শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় উহার একখানি প্রতিলিপি ও বিকৃপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দুই হয়,—"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ নাহি যায়" (চৈঃ চঃ)। বাস্তব সত্য—নিরপেক্ষ, শুদ্ধা ভক্তি দেবী—নিরপেক্ষা, বাস্তবসত্যোপাসক বা শুদ্ধ ভক্তগণ সকলেই—নির্ম্মৎসর ও নিরপেক্ষ। তাই নির্ম্মৎসর সাধুগণের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গুক্তিভিঃ।"

নিরপেক্ষ সমালোচনার কোনও মনোধর্মী ব্যক্তি বিশেষ বা মতবাদ-পোষণকারী সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্কীর্ণতা, মতবাদ প্রতিষ্ঠাশা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ সংরক্ষিত বা অক্ষুণ্ণ হইলেও তাহাতে জগতে সত্য-সূর্য্যের নির্ম্মল আলোক বিস্তৃত ও সজ্জন-হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধিত হয়। অতএব কাহারও কোন সঙ্কীর্ণতা বা মতবাদ থাকিলেও তিনি যদি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইয়া শ্রৌতপন্থায় অবতীর্ণ বাস্তব সত্যের সিদ্ধান্ত গুলি শ্রবণার্থ তাঁহার কর্ণযুগলের অবকাশ প্রদান করেন, তবে আশা হয়, তিনিও 'সত্যাভাষ'কে 'নিন্দা', 'পরম বান্ধবকে' 'শত্রু', 'উপকারকে' 'অপকার' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হইবেন না।

১। সমালোচনার্থ প্রাপ্ত পত্র খানির সঙ্কলনীয়প্রদেশে যে নামটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা শুনা যায়, বহুর মহাশয়েরই গুরুদেবের নাম। তদ্বিন্নে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নাম। শ্রীভক্তিশাস্ত্র বলেন, নামে-নামী—অভিন্ন, মায়াবাদী বলেন—নাম-নামী—ভিন্ন। শ্রীভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—নিত্য। সেই নিত্য বস্তুর শ্রীনাম—শ্রীনামি-গণেরই অবতার; যেমন গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানেরই অবতার, তদ্রূপ শ্রীনামও শ্রীনামীরই অবতার। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে শ্রীগুরুমূর্ত্তির পাদদেশে বা তদ্বিন্নে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে! শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবদর্চ্চার পার্শ্বদেশেই শ্রীগুরুর অর্চ্চাদি সংস্থাপন ও পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যেমন "শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগুরুদেবের শ্রীনাম শ্রীভগবানের শ্রীনামের পার্শ্বেই বিন্যাসিত। আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যায়) লিখিতেছেন,—

"গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবত্তা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে"। তদনুরূপ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীগুরুদেবাষ্টকে লিখিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগোস্বামিসিদ্ধান্তে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-জ্যোতিঃ-প্রকাশ বা আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব বিষয়জাতীয় ভগবান্ নহেন। 'অ-গুরু' বা 'গুরুক্রবকে' গুরু বলিয়া স্থাপনপ্রয়াসী অর্ব্বাচীন চরিত্রিমুখ-ব্যক্তি-সকল কখনও তাহাদের কল্পিত গুরু বা গুরুক্রবকে 'বয়ং ভগবান্', কখনও বা ভগবান্ হইতেও বড় সাজাইয়া তাহার সহিত রাসক্রীড়া (!) তাহার পায় তুলসী, (!) তাঁহাকে ভগবানের উপর সংস্থাপন, তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহ—ভগবদবতার প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এই সকল ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৭-৭৮)—

"গর্দ্দভ শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে, আমি রঘুনাথ ভাব'গিয়া॥
কৃষ্ণরূপ ভক্তা কেহ উদ্ধারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু-মায়ামুগ্ধ হইয়া॥"

"আগে গুরুপূজা"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীগুরুদেবের আরাধনা সর্ব্বাগ্রে বিহিত হইলেও শ্রীভগবানের মস্তকের উপর শ্রীগুরুদেবকে সংস্থাপনের ব্যবস্থা নাই। শ্রীভগবানের পার্শ্বেই শ্রীগুরুদেব নিত্য পূজিত হন।

২। উক্ত ব্যবস্থাপত্রের শীর্ষদেশে—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এইরূপ একটী শ্লোক (?) বা কবিতা (?) লিপিবদ্ধ আছে। ব্যবস্থাপত্র লেখক একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং একটি ধর্ম্মসমিতি-সম্পাদক বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতব্যক্তি উহার কিরূপ অর্থ ও সিদ্ধান্ত করিবেন, জানা নাই। তবে মনে হয়—ঐরূপ বাক্য কোন লক্ষণেই রক্ষিত হইতে পারে না। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে "রাধে" শব্দ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'হরে' শব্দ দেখিয়া মনে হয়—ঐ দুইটীই সম্বোধনের পদ। 'রাধা' ও 'হরা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ 'লতা' শব্দের ন্যায়, সুতরাং তাহাদের সম্বোধনের একবচনে 'রাধে' ও 'হরে' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত সম্বোধন পদদ্বয় দৃষ্ট মনে হয়, কোনও ব্যক্তি রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে রাধে! তুমি ভজনা কর' 'হে হরে! তুমি জপ কর!' তদ্রূপভাবে গৌর বা শ্যামকেও বলা হইয়াছে—'হে গৌর! তুমি ভজনা কর', 'হে শ্যাম! তুমি ভজনা কর'। 'হে কৃষ্ণ! তুমি জপ কর', 'হে রাম! তুমি জপ কর'। কিন্তু আবার 'নিতাই' শব্দটি—দেখিয়া মনে হয়, এইটি সংস্কৃত শ্লোক না হইয়া, বাংলা কবিতাও হইতে পারে।

তাহা হইলে বোধ হয়, এইরূপ অর্থ—হে রাধে! তুমি নিতাই, গৌর ও শ্যামকে ভজনা কর!" "হে রাধে! তুমি কৃষ্ণ ও রামকে জপ কর!" কিন্তু উভয় প্রকার অর্থ করিলেই নানা প্রকারে তর্ক ও সিদ্ধান্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র হীন ভজনীয় বস্তুর প্রতি 'তুমি ভজনা কর', 'তুমি জপ কর' এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে অসমর্থ। "হে রাধে! তুমি নিতাইকে ভজনা কর" এরূপ বাক্যও রসাভাস-দুষ্ট ও অপরাধময়!

যদি বল, "দুর্বৃত্তং বদতি ক্ষিপ্রাং ধীরো বদতি বিলম্বিতে। উভয়ত্র সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ"—এই ন্যায়ানুসারে তুমি লেখকের বাক্যের কোন দোষ ধরিতে পারনা।" এরূপ বাক্যও বলিতে পার না। কারণ লেখক সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 'নাম', 'মন্ত্র', 'বেদ' বা 'শ্রীবিগ্রহ' কল্পনা করিবার কাহারও অধিকার নাই। নাম বা মন্ত্র সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ভগবদ্বিরোধ ব্যতীত আর কি? 'বিষ্ণু' নামটী কাল্পনিক নহে—উহা শ্রৌতপারম্পর্য্যে বৈকুণ্ঠ হইতে আগত বাস্তব শাব্দিক অবতার। কোনও ব্যক্তি যদি অজ্ঞাতভাবে বিষ্ণুকে সঙ্কেত করিয়া "বিষ্ণায় নমঃ"—এইরূপ বাক্য বলিয়া ফেলেন, তাহাতে শ্রীনাম শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার বা বর্ণব্যবধানাদির অপেক্ষা না করিয়াই ঐ ব্যক্তির পক্ষে নামাভাস এমন কি শুদ্ধ নামও হইতে পারেন। কিন্তু 'জয় নিতাই গৌর' ইত্যাদি নবসৃষ্ট পদ্যকে যে 'মহানাম' বলা হয়, তাহাতে শ্রৌতপারম্পর্য্যগত নহে। যিনি ঐ নাম প্রচার করিলেন, তিনি কি তাঁহার গুরুর নিকট হইতে ঐ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন? আবার নাম-প্রচারকের গুরুবর্গ কি সেই নামটী তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন? যদি ঐরূপ শ্রৌত-পন্থায় আদিগুরু শ্রীভগবান্ হইতে নামটী জগতে অবতীর্ণ না হইয়া থাকেন, তবেত তাহা মনের কল্পনাজাত সংজ্ঞা অথবা ছড়া মাত্র। শ্রীতারকব্রহ্মনাম যাহা স্বয়ং ভগবান্ সনাতন পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাস প্রচার করিলেন—সেই নাম কি কল্পিত নাম? শ্রৌতপন্থানুগমনের আদর্শ প্রচারকল্পে শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সন্ধিৎশক্তিমদ্বিগ্রহ ও সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ হইয়াও যেরূপে যে নাম উক্ত হইয়াছে—সে নাম তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন—সেই কলিসন্তরণোপনিষৎ ও বৃহদ্গৌতমীয় পুরাণোক্ত শ্রীনামই স্বয়ংরূপের নিকট প্রচার করিলেন।

যদি পুনরায় কুতর্ক উঠাইয়া বল, নূতন কল্পনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল সকলের নিকট "তোমরা 'নিতাই,' 'গৌর' রাম ও 'শ্যাম'কে ভজনা কর এবং 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—এই মহামন্ত্র জপ কর"—এইরূপ প্রচার করাই উদ্দেশ্য। ইহাও বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে তোমার নিজসৃষ্ট কল্পিত বাক্যকে 'মহানাম' বলিয়া প্রচার করিবার আবশ্যক কি? উহাও বিপ্রলিপ্সার পরিচ্ছদে আবৃত বাক্যদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম বা ভজনাপ্রণালী প্রচারিত না হইয়া কল্পিত বাক্য বা নামাপরাধ প্রচারেরই মূল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত বেদপ্রসিদ্ধ 'তারকব্রহ্ম'নাম কেবল 'নাম'শব্দেই প্রসিদ্ধ, নবকল্পিত কবিতাকে 'মহানাম' বলিবার চেষ্টা কি আধুনিক কাহারও কাহারও নিজকে মহাপ্রভুও হইতে বড় প্রতিপন্ন করিবার জন্য "মহামহাপ্রভু" প্রভৃতি বোলাইবার চেষ্টার ন্যায় অপরাধময়ী প্রবৃত্তি নহে?

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত 'মহামন্ত্র' কলিযুগের 'তারকব্রহ্ম-নাম' থাকিতে নবকল্পিত অপর বস্তুকে 'মহানাম' বলিবারই আবশ্যকতা কি? তাহার দ্বারা কি একাধারে তারক-ব্রহ্ম নামে—শ্রুতি-কথিত নামে—শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুরহরিদাস-প্রচারিত ও কীর্ত্তিত শ্রীনামে অবিশ্বাস—শ্রীনাম ও নামীর চরণে অপরাধের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে না? শ্রুতি-স্মৃতি ও মহাজনানুমোদিত শ্রীনামকেই একমাত্র আশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে মনগড়া অপর নাম কল্পনা ও মহামন্ত্র শব্দের অনুকরণে নবকল্পিত ছড়াকে 'মহানামাদি' আখ্যা প্রদান করা কি একপ্রকার পৌত্তলিকতা নহে? আশা করি, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল সুধীবৃন্দ নিরপেক্ষ সত্যকথা ও শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি কৃপা-পূর্ব্বক অবধারণ করিবেন। নিরপেক্ষ সত্যালোচনার সময় সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যগুণ হইতে বিচ্যুত হইলে নিজের পায় নিজেই কুঠারাঘাত করিবার মত হয়। সত্য নিরপেক্ষ; ভক্তি—নিরপেক্ষা—

আবার বলি—

"নিষ্প্রপঞ্চ না হৈলে ধর্ম্ম রক্ষণ নাহি যায়।"

—•—

শ্রীশ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি যে প্রদেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই ভূমিপূজিত পবিত্র ভূখণ্ডই নৈমিষ। ব্রহ্মা নিখিলজীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যাবতীয় জীব অপেক্ষা ব্রহ্মার পরমায়ুকাল বহুপরিমাণে অধিক। ব্রহ্মা সমগ্র সৃষ্ট জীবের আদিপুরুষ। ভগবানের অনন্ত-গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ সর্ব্বজীবে বিন্দু-বিন্দুরূপে বর্ত্তমান; কিন্তু ব্রহ্মাতে আরও পাঁচটী অধিক গুণ সর্ব্বজীব-অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক পরিমাণে বিরাজিত। অতএব দেবতা মনুষ্যাদি প্রাকৃত জীবের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, পরমায়ু অভিজ্ঞতা, গবেষণা, বহুদর্শিতা, প্রবীণতা, শিক্ষা, দীক্ষা ও যাবতীয় সাধন-সম্পৎ অপেক্ষা ব্রহ্মার সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা। সেই ব্রহ্মারও ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে স্থলে মনন করিয়া প্রাকৃতজ্ঞানসীমার অবধি লাভ করে অর্থাৎ যে স্থানে জীবের মনোধর্ম্মের ঘূর্ণায়মান চক্র বা অভিজ্ঞতাবাহীর জ্ঞান স্তব্ধ হয়, সেই স্থানই নৈমিষ। সেই নৈমিষক্ষেত্রে মহাভাগবত গোস্বামিগণের শ্রীমুখে বাস্তবসত্যের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু নিমিষকালমধ্যে এই অসুরো দানবগণ নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'নৈমিষারণ্য' হইয়াছে। মানবের কামাদি শত্রুগণই দানব। ভক্তি-বাসনাবিশিষ্ট পুরুষগণ যে স্থানে শ্রৌতপাঞ্চরাত্রাগত হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা প্রাকৃতবিষয়-ভোগবাসনা পরিহার করেন, সেই স্থানই শ্রীমদ্ভাগবতোদ্গানের ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য। এই নৈমিষারণ্যের অপর নাম অনিমিষ-ক্ষেত্র। 'অনিমিষ' শব্দে বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত চক্ষুর আবরণসমূহের ন্যায় অর্থাৎ নিমেষ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত; তথায় জীবের অবিদ্যা স্বরূপবৈভব বৈকুণ্ঠবস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, যেস্থানে ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবাসস্থান, সেই স্থানই অনিমেষক্ষেত্র বা নৈমিষারণ্য। এই নৈমিষারণ্যকে 'বৈষ্ণব-ক্ষেত্রও বলা হয় (ভা ১।১।১১)। সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতন্ত্রের মূলপুরুষ শ্রীবলদেব দ্বাপরযুগে এই স্থানকে পদাঙ্কচর্চ্চিত করিয়া ধর্ম্মধ্বজিক-সংহার এবং সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণের জন্যে চিরমঙ্গল সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপোদ্ভাসিত উগ্রশ্রবা-সূত এই স্থানে যজ্ঞিয়স্থ ব্রাহ্মণ-ঋষিগণের নিকট ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুগোস্বামিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পারমহংসী সংহিতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম পরমহংস বা বৈষ্ণব-ক্ষেত্র। বৈষ্ণবগণই একমাত্র পরমহংস, কারণ তাঁহারা নিরন্তকুহক বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবতের উপাসক। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই—"পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে" (ভা ১২।১৩।১৮)। যাঁহারা নিরন্ত-কুহক অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত্ত শুদ্ধভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত নহেন, তাঁহাদের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপর ব্যক্তির বিদ্বা-পরমহংসাভিমান বায়সের ময়ূরপুচ্ছ-ধারণের ন্যায় বিপ্রলিপ্সার অভিনয়মাত্র। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের উপক্রম, অভ্যাস ও উপসংহার শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্গীতা-গ্রন্থে এই পারমহংস্য ধর্ম্মের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার সারশ্লোক—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—পারমহংস্য-ধর্ম্মেরই সঙ্কেত করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম পারমহংস্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণবশাস্ত্রের অপর নাম পারমহংসী-সংহিতা। বেদের সংহিতাংশ অদ্বয়জ্ঞানবাদী কর্ম্মিগণের আদরের বস্তু; আর বেদতরুর ফলস্বরূপ 'তাদাত্ম্য' শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠবাসী পরমহংসসম্প্রদায়ের নিত্য সেবনীয় বস্তু।

এই পরমহংসক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক-আচার্য্যচতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী এইস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা একদিন বহুলরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর অনুগত শ্রীনৃসিংহচরণসেবাপরায়ণ ত্রিবিক্রমগোস্বামী শ্রীধর এইস্থানেই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা প্রচার

করেন। তাই তিনি ভাবার্থ-দীপিকার সর্ব্বপ্রথমেই প্রণাম করিতেছেন,—"ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসা-শ্রমাদিতচরণকমলচিন্তকরঙ্কায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।"

বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর একটী নাম 'পরমহংস'। পরমহংসোপনিষৎ, ভাবনোপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতি ত্রিদণ্ডিগণের আশ্রমাতীত অবস্থাকেই "পরমহংস" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দ্বাপর যুগের শেষদীনরূপ কলিযুগে পদ্মাবতী-সুত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থভ্রমণচ্ছলে শ্রীনৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—"পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী"—এইরূপ বাক্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। সেই পরমহংসলীলাভিনয়কারী সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের একমাত্র মালিক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভূমিই পরমহংসক্ষেত্র।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টসংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের নিত্যা ইচ্ছায় ও শ্রীমদ্বিত্যানন্দাবয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর সেবা-সৌকর্য্যে পরমহংসীসংহিতা-কীর্ত্তনধ্বনী পরমহংসজন-সেবিত বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীগৌরপ্রকটধ্বনী শ্রীনবদ্বীপ-ধামাপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ-স্বরূপে "শ্রীশ্রীপরমহংস মঠ" সংস্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন,—

"দুই ভাই হৃদয়ের ঘুচি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখের বাণীও এই—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।'

যে ভাগবত পরমহংসকুলের পরম জীবাতু—যে ভাগবত "গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ অবতার"—যে ভাগবত একমাত্র নৈমিষারণ্য-বাসীরই অর্থাৎ অকপটজনাশ্রীত ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয়—যে ভাগবত বৈষ্ণবক্ষেত্রে প্রাকৃত বর্ণ-বিচারাদি-ব্যবধানরহিত মহাভাগবত গোস্বামীর মুখেই শ্রোতব্য—যে ভাগবত একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত শ্রীসূতগোস্বামীর মুখে প্রচারিত হইয়াছিল—যে ভাগবতের ভাবার্থ একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় আচার্য্য শ্রীধর স্বামি-চরণের মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল—যে 'ভাগবত' ভাগবত ব্যতীত অপরে কীর্ত্তন করিবার অধিকারী নহেন—যে ভাগবত একমাত্র সেবোন্মুখতা ব্যতীত অকপটশ্রোতৃত্বে কখনই উপলব্ধি হয় না—যে ভাগবত ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—যে ভাগবতের আচার ও প্রচার করিবার জন্যই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের আচার্য্য-লীলা—যে ভাগবতামৃত বিতরণ করিবার জন্যই শ্রীস্বরূপ-রূপ বা ষড়্গোস্বামীর নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন—আচার্য্য-গোস্বামিগণ যে ভাগবতের মূর্ত্ত-বিগ্রহস্বরূপ—সেই পারমহংসী সংহিতা ভাগবত আজ গৃহব্রত বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বণিকের পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত! ভাগবতকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আজ ভাগবতে ভোগ-বুদ্ধি! শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টের তর্পণ সাধন করিবার পরিবর্ত্তে আজ স্ব-স্ব ভোগোন্মুখ মনোধর্ম্মের ইষ্ট বিষয়ের তর্পণ চেষ্টা!

আজ ভাগবতধর্ম্মের এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী গৌরজন শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাৎ "দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥" শ্রীরূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীভাগবতবিশ্ববিজয়ী বা "শ্রীপরমহংস মঠ" স্থাপন করিলেন।

যাঁহারা একান্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় না করিয়া বা বৈষ্ণবের স্থানে ভাগবত না পড়িয়া ভাগবত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তাঁহাদের ভাগবত-পঠন-পাঠন-প্রণালী অপেক্ষা শ্রীপরমহংসমঠের ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-মধুপ পরমহংসগণের পদাশ্রিতে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা সেই বৈশিষ্ট্যটী উপলব্ধি করিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীপরমহংস মঠের প্রচারক রূপে ভাগবতকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের সকলেই পণ্ডিত গোস্বামি-

প্রভুর নিঃসঙ্গ-ধর্মপ্রচারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ধর্মপ্রাণ, পরমোৎসাহী ঠাকুর সাহেব টীকম্ সিং পরমহংসসঙ্ঘের গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যের এবং সর্ব্বপ্রকারে গোস্বামি-প্রভুর বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। Executive Engineer শ্রীযুক্ত মদন গোপাল সাহানা, শ্রীযুক্ত কানাইয়া সিং, গভর্ণমেণ্ট পীডার শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ ভাগবতবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সেবা করিতেছেন। তাঁহাদিগের এইরূপ সাধ্বী চেষ্টা সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বতোভাবেই আদর্শ স্থানীয়।

—•—

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

শ্রীগুরুটীকা:—"শ্রদ্ধানু" ইত্যাদি শ্লোকে আমাতে অর্পিত কর্ম্মসমূহদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের অন্তরঙ্গা ভক্তি লাভের কথা বলিতেছেন। 'অভিনন্ন কল্পিত,' অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম্মলীলার মধ্যে যে সকল অংশ নিজ অভীষ্ট ভাবভক্তগত, সেইগুলি স্বয়ং অনুকরণ এবং ভগবদ্গত ও অপর ভক্তগত যে সকল অংশ, তাহা অন্যের দ্বারা অনুকরণপূর্ব্বক।

আরও গীতিপ্রলাপাদি লক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার জন্মমহোৎসবাদির অঙ্গরূপে আচরণ করিয়া; বৃহৎ অট্টালিকায় বাস প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যে কাম, তাহাও আমার মন্দিরবাসস্থাননির্ম্মাণাদি-লক্ষণবতী আমার সেবার উদ্দেশেই আচরণ করিয়া; ধন-সংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আমার উদ্দেশেই আচরণ অর্থাৎ আমার সেবা করিতে করিতে, আমি ব্যতীত অপর সকলেরই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আমাতে শ্রবণাদি-লক্ষণবতী ও সর্ব্বথা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন, তখন তাদৃশ ভক্তিসুখ লাভ করিয়া কৈবল্যাদি মুক্তিতেও আমার শুদ্ধ-ভক্তের অনাদর হয়। ভজনীয় বস্তুকে অনিত্য বোধ করিয়া ভক্তিকে অনিত্যা মনে করিতে হইবে না। এইজন্য 'সনাতন' শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু ভগবান্—সনাতন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিও—সনাতনী বা নিত্যা।

(ভক্তিসন্দর্ভ ৭২-৭৩ সংখ্যা)

শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০১ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্ম্মণোঽপ্যানন্দরূপেণ তু ধর্ম্মিতম্ (ভাঃ ১১।২।৩৪)—"তস্মাদেকেন মনসা" ইত্যাদি। গীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যাদ্যামর্থ্য এব তদ্বিধিতম্ (গীঃ ১২।৬-১১) অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানে সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর-পূর্ব্বক কেবলাভক্তি বিহিত হইয়াছে। শ্রীগীতাতেও (১২।৬-১১) কেবলাভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থাবস্থায়ই ভগ-বানে কর্ম্মার্পণ বিহিত হইয়াছে।

প্রশ্নকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"ভক্তি কি কর্ম্মদ্বারা প্রকাশিত হয় না?" ভোগময় লাপক্ষিক কুদর্শনদোষ এইরূপ অসৎ সিদ্ধান্তকে নিরাশ করিবার জন্য ভগবদ্গুরু শ্রীল গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

অর্থাৎ কাম বা কর্ম্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের জনক নহে। কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্তশুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গলভ্য 'শরণাপত্তি' লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে॥

শ্রীগীতায়ও এই কথা উক্ত হইয়াছে:—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীক্রমসন্দর্ভে বলেন, সর্ব্বশব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মাঃ। 'পরি'শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সংসূচিতঃ অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাঁহাদের কথা নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে।

'সন্ন্যি'শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিতেছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকারে সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম 'স্বরূপতঃ ত্যাগ,' ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'

ভক্তি নিরপেক্ষা এবং অন্যান্য সাধন ভক্তির অপেক্ষা রাখে। ভক্তি কখনও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধা আত্মবৃত্তি। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য, কেবল বা অনুকূল অভিধেয় দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশবস্তুর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৯৪)

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যদি ভক্তির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহাও অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম মাত্র। ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মের বিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হন, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি ভক্তির পূর্ব্বরূপ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদ্বিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপাদন করে। যথা—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(ভাঃ ১।২।৭)

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ

(ভাঃ ১১।২।৪২)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সদ্যোঽচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥ ইত্যাদি

(ভাঃ ৪।২৯।৩৭)

বাস্তববস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন পৃথক, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বহির্দৃষ্টিতে একইরূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্যবিশেষ; অপরটী আত্মার নিত্য ক্রিয়া। একটীর ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অন্যটী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ প্রেম। একটী খণ্ডকালের অন্তর্গত, অপরটী নিত্য। স্থূল-লিঙ্গদ্বয়ের দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু ভক্তি সাক্ষাৎ দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। শুদ্ধ বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তি-যোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্রূপের ধ্যান করিতে থাকে; দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি ভাববিকার প্রকাশ করিতে থাকে; ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে থাকে; হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে, তাহা ভগবানকেই প্রদান করিয়া তৃপ্ত হয়; পদ নৃত্য ও সাধুপ্রতিষ্ঠিত স্থান সকলে বিচরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকে 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। এই জন্যই শ্রীধরস্বামিপাদ ভা ৭।৫।৩৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃতা সতী পশ্চাদর্পীত।"

অর্থাৎ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের প্রতি অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নামশ্রবণ, নামকীর্ত্তন, নামপ্রচার, ভগবচ্চিন্তা, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তু লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগপর-বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' অর্থাৎ

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির প্রয়াসমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

মৌনব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

(ভা ৭।৫।৪৯)

অর্থাৎ যে পরমপুরুষ মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, স্বধর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ, সমাধি, এই দশটী অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় দাম্ভিকগণের জীবনোপায় হইয়া থাকে।

বস্তুদ্বয়ের সৌসাদৃশ্যপ্রতীতি আর স্বরূপতঃ সর্ব্বাংশে ঐক্য কখনও এক নহে। যেমন বারবনিতা ও সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর বেশরচনার সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু উভয়ের অন্তরনিষ্ঠা এক নহে, যেমন রাস্তার ঘোড়ায় ও শ্রীপাল-গ্রামে বহির্দ্দেশদৃষ্ট সৌসাদৃশ্য দর্শন করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ের স্বরূপ এক নহে। তদ্রূপ কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে স্বরূপতঃ আকাশ পাতাল ভেদ। একটী জীব বা জীবের ভোগোপচেষ্টার পরিচয় আর একটী প্রেম বা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা—সেবার পরিচয়। তাই ভাগবত পাঠ, ভগবৎসেবা, নামপ্রচার ও কর্ম্মকাণ্ড এক নহে। উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যদি ভাগবত পড়া, ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয়, তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভক্তগণের ভাগবতপাঠ ও ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে ভক্তি ও কর্ম্মের ন্যায় বাহ্য-সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক নহে। শুদ্ধভক্তের ভাগবত-পাঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি আর ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা গর্হিত কর্ম্মকাণ্ড। ভগবদ্ভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও দেবলের শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের ছলে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে এক নহে। একটী ভক্তি—অপরটী কর্ম্মকাণ্ড।

প্রবন্ধকারী লিখিয়াছেন কর্ম্মবিরোধী লোকের ভক্তিলাভ অসম্ভব। কিন্তু সনাতনধর্ম্মরক্ষক আচার্য্যগণ ও সনাতনপুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ভক্তিরাজ্যের দ্বারদেশে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবার সামর্থ নাই, প্রবেশ ত' দূরের কথা। অধিক কি ভগবানের সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর পূর্ব্বক কেবলা ভক্তি শাস্ত্রত শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে সহস্র সহস্র প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

প্রবন্ধকারী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতাবলম্বন পূর্ব্বক বলেন যে ভক্তি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের সাধন মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অভক্ত সুতরাং কখনও ভক্তির স্বরূপ অবগত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডকেই ভক্তি মনে করেন। কিন্তু ভক্তি ঐরূপ দেহ ও মনের ক্রিয়া বিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্য অপ্রতিহতা স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেমা বা অন্বয়জ্ঞান। অন্বয়জ্ঞান ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের নির্ভেদ অজ্ঞান এক নহে। একটী জীবের পরমপুরুষার্থ আর একটী ভগবদ্বহির্ম্মুখতার দণ্ড।

ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হইতে পারে না। এই কথাই সনাতন পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" শ্লোক আলোচ্য। শ্রীগৌরসুন্দরও এই কথাই বলিয়াছেন। ভক্তিবলেই মুক্তি হয় এবং মুক্ত হইয়াই জীব কৃষ্ণ ভজন করেন।—

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্তো মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥
ভক্তো জীবন্মুক্ত, গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩৪,১২৪)

এতৎ প্রসঙ্গে ভাগবতীয় ১০।২।২৬ ও ১০।১৪।৪ শ্লোক আলোচ্য।

জ্ঞানী 'জীবন্মুক্ত' দশা-পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ গ্রহণে যাহার।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
নাহি অনুকূল
বিষয় বলিয়া জ্ঞানে হয় ত্যাগ ॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা মাঘ ১৩৩৩, ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭	২২শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

দুই ভাই হৃদয়ের কাটি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিবল।
তাঁহার হৃদয়ে লয়ে প্রেমে হন পূর্ণ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১।৯৮-১০০)

প্রভু কহে, আমি জীব, অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস ভগবান্ ॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রকর্তা করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ, লোকের হয় জ্ঞান ॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥
"এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥"
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে সেই শ্লোক—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই সব শ্লোকে নিবন্ধন ॥
অতএব ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥
"আমি—সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান—বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি—'অভিধেয়' নাম ॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥
অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময় ॥
এই—সম্বন্ধ, শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥
অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ 'ভাষ্য'-স্বরূপ
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন ॥
'কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ'—শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পঞ্চম মহত্ত্ব
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৮৯-৯৮, ১০৪-১০২, ১২৯, ১৩১, ১৩৬, ১৪০, ১৪৬)

(ক্রমশঃ)

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

দ্বিতীয়া প্রভা

"বাণীশা যস্ত বদনে লক্ষ্মীর্যস্ত চ বক্ষসি।
যস্তাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।"

শুদ্ধভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃকেশরী জয়যুক্ত হউন্। শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ-বলদেব-নিত্যানন্দপ্রভু——স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব। তাঁহারই বিলাস বিগ্রহ পরব্যোমে শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণই আবার অর্থপঞ্চকে মহাপুরুষরূপে অবস্থিত। দ্বিতীয় পুরুষাবতার বা ঋগ্বেদের স্তবনীয় "সহস্র-শীর্ষা সহস্রাক্ষঃ" পুরুষই শ্রীনৃসিংহাদি-লীলাবতারগণের অব্যবহিত কারণ। অতএব শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ বা পাষণ্ড-দলনবান্। নিত্যানন্দপ্রভুই কলাবিকাররূপে শুদ্ধভক্তির যাবতীয় বিঘ্নবিনাশসাধন করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শুদ্ধভক্তকুলের আহ্লাদবর্দ্ধনকারী। শ্রীনৃসিংহদেব অংশি-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অংশ। শ্রীগৌর-যশো-রত্নভাণ্ডার সন্ধিনীশক্তিময়বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় শ্রীনৃসিংহদেবের জিহ্বায়ও শুদ্ধা সরস্বতী, বক্ষে হ্লাদিনীর অংশরূপা লক্ষ্মী এবং হৃদয়ে সন্বিদ্বিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণ। আমরা সেই পাষণ্ডদলনবান্ শ্রীনিত্যানন্দের অংশাবতার ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবানের কৃপা শিরে গ্রহণপূর্ব্বক কণ্টককোটিরুদ্ধ ভক্তিপথের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছা করি।

মনীষিগণ বলেন, বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার (১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) পূর্ব্বপক্ষ, (৪) সিদ্ধান্ত ও (৫) সঙ্গতি। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম—বিষয়। একশব্দীতে বিরুদ্ধ নানাবিধ অর্থবিমর্শের নাম—সংশয়। প্রতিকূল অর্থই—পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থই—সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধই—সঙ্গতি। 'সঙ্গতি' আবার 'শাস্ত্রসঙ্গতি', 'উপোদ্ঘাত-সঙ্গতি,' 'প্রসঙ্গসঙ্গতি,' 'আক্ষেপ-সঙ্গতি' প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ। উক্ত পঞ্চবিধ অবয়বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার ও গবেষণার সীমালোচনা আবশ্যক। কিন্তু মনীষিগণের এইরূপ বিচারপ্রণালীর [illegible] সময় অতীন্দ্রিয়ে এতজ্জ্ঞানদর্শিতা ও মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমরোদ্ধারমূলে বিগলিত, স্বতঃপ্রকাশ, পূর্ণ-বৈজ্ঞানিক ও অবিমিশ্র সত্যের নির্ব্বচনপ্রণালী গ্রহণে উন্মুখ হওয়া আবশ্যক।

"শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্" ব্যবস্থাপত্রে (?) শ্রীগৌরসুন্দরকে 'সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক'রূপে স্থাপন করিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিজয় বা সর্ব্বোৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরববৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে খর্ব্ব করিবারই চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু—পরতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ বা উপাস্যবস্তু, তিনি আচার্য্যমাত্র নহেন। (২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কোনও দাস বা মহাপ্রভুর দাসের দাসই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়-সংরক্ষক হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যগণের প্রভু। (৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব প্রভুগণেরও প্রভু। যে নিত্যানন্দপ্রভু সমস্ত আচার্য্য বা গুরুকুলের শ্রীগৌরপ্রমুখ বাঞ্ছা-কীর্ত্তনকারিসম্প্রদায়ের একমাত্র [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহারই প্রভু। ভক্তিসংসন ও আচার্য্য-কার্য্যে অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুরও প্রভু। (৪) শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়াচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী, সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীধরস্বামিচরণ প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াই সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্ব, চিন্ত্য-ভেদাভেদবাদাচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক সকলেই শ্রীনিত্যানন্দরামের কৃপায় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অধিক কি প্রাগাচার্য্য শ্রীরুদ্র, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীচতুঃসন—যাঁহারা সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মূল গুরু এবং কলিযুগে সাধক চতুঃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দরামের কৃপায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকতা লাভ করিয়াছেন। মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর বিলাস-বিগ্রহ মহাসংকর্ষণই শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীরুদ্রের উপাস্য। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য ভাগবততাৎপর্য্যে (২।১০।৪০ সংখ্যায়) যে ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে আবার জানা যায় যে, সঙ্কর্ষণের অংশ বা কলা শ্রীনৃসিংহই রুদ্রের অন্তর্যামী পুরুষ। যথা—"নৃসিংহো রুদ্রসংবিতঃ"। সর্ব্বজ্ঞসূক্তে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীধরস্বামীর বহুস্থান হইতেও দৃষ্ট হয় যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীসর্ব্বজ্ঞ মুনি ও তদনুগ স্বামিপাদ উভয়ই শ্রীনৃসিংহ-উপাসক।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কলা শ্রীল গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্ম-সম্প্র-

প্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মার জনক ও বেদোপদেষ্টা গুরু। "দেদাং সনৎকুমার সংখ্যাপনাদি-দ্বারেণ" (ভাবার্থদীপিকা ৩।১।১) —এই স্বামিবাক্যানুসারেও জানা যায় যে, নিত্যানন্দ প্রভুই বেদরূপে চতুঃসনে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে গুরু সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিখিল সত্ত্বানিস্তারিণী শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। যখন বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহলীলা প্রকটিত হন, তখন রমাদেবীও 'নিয়তা' 'সুনীতি', 'কৃতি', 'শান্তি' নামে খ্যাতা হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মীদেবী বিভিন্ন স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দরামেরই সেবিকা। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ হইতেই শ্রীদেবীর সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-প্রবৃত্তি। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্যবর্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ, সেই স্বয়ংরূপ পরমোপাস্য পরতত্ত্বকে কেবলমাত্র "সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক" বলিলে তাঁহাকে খর্ব্ব করিবারই চেষ্টা করা হয়। ইহা কূপমণ্ডূকের সুবিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক-দর্শন-মূলে ভ্রান্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা মাত্র।

পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুবাসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যদিও সনাতন ধর্ম্মের মূল সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং" (ভাঃ ৬।৩।১৯) "ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণাৎ" (মহাঃ ভাঃ শান্তি ৩৪৮।৪৪) প্রভৃতি বাক্যে 'শ্রীসনাতনধর্ম্ম' শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি—"অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ" (মহাঃ ভাঃ শান্তি ৩৪৮।৩০) এবং "নেশস্তাবেন হি পুরং ত্রয়ীমর্হন্তি সূরয়ঃ" (ভাঃ ২।১০।৪৪) প্রভৃতি শব্দপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান্ ধর্ম্মমূল হইলেও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাদি ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাই। তৎশক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণ দ্বারাই তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে "ব্রহ্মসম্প্রদায়", "চতুঃসন-সম্প্রদায়", "রুদ্রসম্প্রদায়" বা "শ্রীসম্প্রদায়" নাম না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ সকল সম্প্রদায় 'গর্ভোদশায়িসম্প্রদায়' 'শেষসম্প্রদায়' 'সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়' বা "নারায়ণ-সম্প্রদায়" প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইতেন। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়,—বিশিষ্টভক্তি প্রচার লক্ষ্মীব্রহ্মাদি বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুজনদ্বারা সম্ভব হইলেও রাগভক্তিপ্রচারে একমাত্র কৃষ্ণেরই সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও নাই—এই বিচারযুক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ ঈশ্বরতোদ্ধরণসম্প্রদানে ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন এক কথা নহে। সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনরূপ কার্য্য আত্ম-পালন, আত্মার-অঙ্গীকার, বিধিধর্ম্ম-পালনাদি-মূলে অবস্থিত, উহা রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে। উহা ঐশ্বর্য্যভাববাচক ব্যাপার, বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তির কার্য্য বিশেষ। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ংরূপের ঔদার্য্যের সহিত তাঁহার বৈভবপ্রকাশ বা বিলাস বিষ্ণুতত্ত্বের কার্য্যকে একাকার করিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না। কৃষ্ণ-পিতৃতম গুরুদেব আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব, তিনি বিষয় জাতীয় তত্ত্ব নহেন। বিষয় তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়লীলাভিনয়কারী, আশ্রয়তত্ত্বমাত্র নহেন। **তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরু মাত্র জানিলে তাঁহার সম ও প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এরূপ প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী। সে ক্ষেত্রে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি পরমেশ্বরের পরতত্ত্বে সন্দেহবাদের গৌণ ধারণা উপস্থিত হয়।** স্বয়ংরূপ ভগবদ্বিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় গুরুপাদের যে চতুঃ সেবা গ্রহণ করিবার অনুমোদন করেন, তাহাই শুদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই সাধিত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। "তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনও সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই বা সম্প্রদায় স্বীকারের আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই, কেবল জগজ্জীবকে গুরুসেবার আবশ্যকতা শিক্ষা প্রদানার্থই ঐরূপ শিষ্টাচার-প্রচার-চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন।"—এরূপ বাক্যও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা হইলে—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"

—এই বাক্যের সহিত উপরি কথিত যুক্তির সঙ্গতি হয় না। এই যুক্তি গ্রহণ করিলে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে [illegible] বিরুদ্ধাচার-প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। আত্মস্বরূপধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও অহৈতুকীধর্ম্মবিহীন স্বেচ্ছাচারী মনোধর্ম্মি-

গণের গুরুপ্রণালীকে এক মনে করিলে তাদৃশ বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। একমাত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই গুরু বা আচার্য্যস্বীকার প্রণালী প্রকৃত পক্ষে গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার বেদান্তসূত্রের ও শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। যদি গুরুপ্রণালিকাই ধরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শেষবার শঙ্করসম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই বা বলা না যাইবে কেন?"—অনভিজ্ঞতাক্রমে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানে অপ্রবিষ্টতাই প্রমাণিত করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কেশবভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করিয়া কেশবভারতীকেই সন্ন্যাসপ্রদান বা পরমনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একাধারে কেশবভারতীকে কৃপা ও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ আচার-প্রচারার্থই শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিনয়। চৈঃ ভাঃ ম ২৮।১৫৪ ১৫৭

"সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র যেমে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
মুক্ত দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তা'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥"

আরও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যই সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধিযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করেন। (চৈ ভাঃ মঃ ২৮।১৩৩ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতিক্রমে শাঙ্করসম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসনামের অন্যতম 'ভারতী'—এই নাম গ্রহণ না করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। ইহা দ্বারাই জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, পরন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ি-সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীকেশবভারতী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত।

তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতেও জানা যায়,—

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৮১)

কেবলাদ্বৈতবাদ-ধ্বান্তমার্ত্তণ্ড শুদ্ধদ্বৈতবাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বা ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী দশনামীর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যেমন মায়াবাদী বা শঙ্করের অনুগত বলা অযৌক্তিক, সেইরূপবিচারেও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞতা।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল সময়ে শ্রীঈশ্বরপুরীর প্রতি গুরুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীকে বলিয়াছিলেন,—

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রসপান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান।

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫৪-৫৫)

শ্রীঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবভূমি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা প্রচার করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আ ১৭।১৯৮-২০২), তাহাতেও তাঁহার হৃদ্‌গতভাব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১০৬-২৮), তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শাঙ্কর মায়াবাদের প্রতিযোগী তত্ত্ববাদ এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেমভক্তি, তাহা জগজ্জীবকে জানাইবার জন্যই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। যদি বল, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন?'—তদুত্তর এই যে, মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের বিশেষ গুণ এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন

করে। শুদ্ধদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদ-বাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদ অর্থাৎ মধ্বমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদিত হইয়াছেন। তথাপি ঐ অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে 'ভেদ' ও 'অভেদ'—এই উভয় বাদই স্বীকৃত সেই স্থানেও ভেদবাদই প্রবল। 'ভেদাভেদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভেদ' কথাটীর প্রাবল্য না থাকিলে 'ভেদ' শব্দটী ব্যবহারের কোনও সার্থকতাই থাকে না। তবে উহা প্রাকৃত ধারণার অচিন্ত্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদ-বিকারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধদ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজকে একজন নবীন পন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রচার না করিয়া সাম্বতসম্প্রদায় ও শ্রৌতপন্থা-গ্রহণকারীর লীলাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিলেন। এইরূপ লীলাদ্বারা শ্রীসনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতিও সাধিত হইল—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

এই স্থানে কোন কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি অজ্ঞতাসূচক বাক্য বলিয়া থাকেন যে,—"শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাব-প্রবণতার প্রাধান্য দর্শন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত' তৎকালে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কোনও তাদৃশ ভক্তিমান বৈষ্ণব তাঁহার নয়ন-গোচর হইলে তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতেন, মাধ্বসম্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে গুরুত্বে বরণ করিতেন না।"

এইরূপ মূর্খতাবিজৃম্ভিত যুক্তিতে বহু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। ভক্তিবিহীন ব্যক্তি 'গুরু'পদবাচ্যই নহেন। 'গুরুত্ব জাতি বা বংশগত ব্যাপার নহে'—ইহা প্রচার করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরুগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা কেবল উপরি-উক্ত ব্যর্থ যুক্তির প্রতিপক্ষে বলিতে চাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ অর্থাৎ একমাত্র মধ্বসম্প্রদায়কেই স্বীকার করিবার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল পুরুষবিশেষের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়াই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তৎকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাললোক মাত্রই ছিলেন না। কারণ, তাহা না হইলে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই বা কেন শ্রীরাঘব সম্প্রদায়ের শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? আবার সেইরূপ ভ্রম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই বা কেন হইবে? তিনিই বা কেন শ্রীরাঘব-সম্প্রদায়ের শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিতীর্থ বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, যেখানে তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির বিচার হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কোনও প্রকারে স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগতাভিমানী তদানীন্তন মধ্বাচার্য্য শ্রীমধুসূদনতীর্থের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধমতগ্রহণকারী অর্থাৎ তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য উপলব্ধিকারী শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার না করিবেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষক প্রভুত্রয় যুগপৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় হইতেই গুরুবরণলীলা-প্রদর্শন করিলেন কেন? এমন কি সন্ন্যাসলীলা করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'গুরু' বলিয়া প্রচার করিতেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ আচার্য্যগণকে দর্শন করিতেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দকে গুরুর আদেশক্রমে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার সময় "গুরোরাজ্ঞা সুবিচারণীয়া" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে, শ্রীপরমানন্দপুরীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী ও মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকের অবিদিত নাই। শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর

ব্রহ্মসম্প্রদায়ানুগতো। মধ্বের উপাস্য গৌরসুন্দরের ভজনলাভ করিয়াছিলেন। আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার না-ই করিবেন, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমদাতৃত্বের 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণন করিবেন কেন? গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্যাবলী-চরিতালেখনপ্রদেশকারী · অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ অর্থাৎ গূঢ় ও সারোক্তি-প্রকাশক, সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-রক্ষণৈকসেনাপতি, শ্রীরূপানুগবর শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিচরণ তাঁহার সন্দর্ভের প্রারম্ভে—

"বিবিচ্য বালিখদগ্রন্থং লিখিতান্-দুষ্টবৈষ্ণবৈঃ।"

—এই বাক্যে জানাইয়াছেন যে, দুষ্টবৈষ্ণব পূর্বপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ব্যাচার্য-বিলিখিত সিদ্ধান্তই সন্দর্ভের মূল। কারণ দাক্ষিণাত্যনিবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সেই আকরগ্রন্থ হইতেই বিশেষ বিচারপূর্বক সার সংগ্রহ করেন। তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—মধ্বাচার্যাচরণৈরিতি অত্যাদরসূচকংবহুবনির্দেশঃ, স্ব-পূজ্যাচার্যত্বাদিতি বোধ্যম্"।

গৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—(২১-২৬ সংখ্যায়) আম্নায়পারম্পর্য্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্গকে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীও তাহাই করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য,' 'প্রমেয়রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষরূপে কীর্তন করিয়াছেন। এস্থানে কোন কোন আচার্যবিরোধী ব্যক্তি আচার্য্য বিদ্বেষবশে বলিয়া থাকেন,—"শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ নহেন" (?)এইরূপ যুক্তি আচার্য্যে নশ্বর-বুদ্ধিজাত অসূয়াধর্ম্ম হইতেই প্রসূত হইয়াছে। 'নিত্য পার্ষদ' বলিতে পূর্বপক্ষকারী কি বলিতে চান? পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হইলেই যে নিত্য পার্ষদত্বে ব্যাঘাত ঘটিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বহির্ভূত। পরবর্ত্তিকালে প্রকটিত হইয়াও ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীলঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—ইহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, ইহারা মহাপ্রভুর নিত্যদাসী ও নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। সাম্প্রদায়িক আচার্যগণ কেহই শ্রীভগবানের প্রকটলীলার সমকালে উদিত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা তত্তৎসম্প্রদায়ে নিত্য-ভগবৎ-পার্ষদ বলিয়াই পূজিত। শ্রীব্যাসশুকাদি সম্প্রদায়াচার্যগণ পরবর্ত্তিকালে উদিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিত্য ভগবৎপার্ষদত্বে বাধা হয় নাই, বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়ের আলবার ও মূল আচার্যগণকে নিত্য ভগবৎপার্ষদরূপেই গণনা করা হইয়াছে। অর্ব্বাচীন পূর্ব্ব-পক্ষকারীর ন্যায় কোন ভক্তিপথের পথিকই এপর্য্যন্ত "আচার্যগণ ভগবানের নিত্যপার্ষদ নহেন" এরূপ অন্তঃকোটিত অসূয়াবিজৃম্ভিত-বাক্য বলিয়া গুরুবজ্ঞারূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যদি কোন আচার্য্য ভগবানের সহিত এককালে উদিত না হইয়া ভগবদিচ্ছায় ভগবানের মনোঽভিষ্ট-সংস্থাপনকল্পে পরবর্ত্তী কালে উদিত হন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ আছে—এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতলেখক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ আচার্যগণের কোন কথারই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কারণ পূর্ব্ব পক্ষকারীর মতানুসারে তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষে সংঘটিত না হওয়ায় তাহাতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র মানবোচিত পণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয়মাত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যরচনা বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চরিতামৃত রচনা কিম্বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবত-প্রভুর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই জানিতে হইবে, নতুবা "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন" এইরূপ বাক্য প্রাকৃত সহজিয়ার মনোধর্ম্মোত্থ আত্মম্ভরিতার ন্যায় বিনয়ের ভাণে বাক্চাতুর্য্য-মাত্র সাব্যস্ত করিতে হয়। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বাক্যের সহিত নিত্য পার্ষদগণের বাক্যের তেজ বৃদ্ধি স্থাপন করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকেও অবমাননা করা হয়, কারণ শ্রীমদ্ বলদেবের বাক্যে কোন অলৌকিকতা থাকিলে তদানীন্তন ব্যাসাসনে উপবিষ্ট শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরের গল্‌তার গাদিতে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যের আসন প্রদান পূর্ব্বক জগতে ভ্রান্ত মত প্রচারের সহায়তা করিতেন না। যে কার্য্যে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে,

তৎপ্রতিকূলে পরবর্ত্তী কালের আচার্য্যসেবাবিমুখ, অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের বিচার কোন মতেই গতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত হইল যে, লোক-শিক্ষক জগদ্-গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায়কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব গৌড়পূর্ণানন্দের আম্নায়-পারম্পর্য্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামেই পরিচিত।

—•—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)

মথুরা ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেসন হইতে আমরা আগ্‌রার গাড়ীতে উঠিলাম। আচিনারা জংসনে যদিও জয়পুর যাইবার পথ, তথাপি সে সময় গাড়ী না পাওয়ায় আমরা আগ্‌রা পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে আগ্‌রা দুর্গে প্রবেশ করিয়া তথাকার স্থানসমূহ দর্শন করিলাম। বিপত্নীক সম্রাট্ সাজাহান কারারুদ্ধ অবস্থায় গৃহ হইতে যেরূপ সর্ব্বদা মমতাজ বেগমের সমাধি দর্শনে ব্যস্ত এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নীচিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, তাহা স্থান-প্রদর্শকগণের মুখে শ্রবণ করিয়া আমরা হরিবিমুখ জীবকুলের ভগবদ্বিস্মৃতির অনন্ত দৃষ্টান্ত অনুভব করিলাম। চিন্তামণির শ্রীবিগ্রহগণকে উপদেশ দিবার ন্যায় বিলাসপ্রত্ত-জনগণকে অনিত্য ভাবনা হইতে মুক্ত করিবার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরুর অভাব আমাদের অনুভবনীয় বিষয় হইয়াছিল। সম্রাট্ আকবরের সময়ে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষ বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশে প্রশংসিত সম্রাটের দুর্গাভ্যন্তরে বিষ্ণুনিবাস ও যমুনাস্নানার্থ বহির্ভাগে ঘাটসমূহ দর্শন করিলাম। আগ্‌রার দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস্ প্রভৃতি হর্ম্ম্যসমূহ বাস্তবিক ইহজগতে ঐশ্বর্য্যের ছটার আদর্শ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সম্রাট্‌দিগের বিলাসভার-সম্পুষ্ট ঐশ্বর্য্যদর্শন করিয়া শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনের আংশিক শোভা আমাদের কিয়ৎক্ষণের চিন্তনীয় বিষয় হইল। যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের বিচিত্র নিত্য বিলাসৈশ্বর্য্য কল্পনামাত্র মনে করেন, তাঁহারা এই জড়জগতের ঐশ্বর্য্যসমষ্টিকে শ্রীনারায়ণ-ধামের প্রতিফলিত বিকৃত ঐশ্বর্য্যকণ জানিলে বিশ্বাস হারাইতে না পারেন। আমরা মর্ম্মরমণ্ডিতের কাপটিক দর্শনে ঐশ্বর্য্যগর্ভ শোভাসমূহ নিরীক্ষণ করিলাম। কাপটিক চেষ্টার অতীতের স্মৃতি আমাদের নশ্বর জগতের তুচ্ছত্ব অনুভব করাইতে করাইতে "ইতি চিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়" এই প্রবাদটী স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকিল। দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আমরা প্রাচীন আগ্‌রার অপরাপর কীর্ত্তি-দর্শনে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শ্বশুরমহাশয়ের সমাধি 'ইতমদ্‌দৌলা' নামক একটী বৃহৎ নানা স্থপতিকার্য্য-বিশিষ্ট সৌধ সন্দর্শন করিলাম। ইহা সম্রাজ্ঞীর চিতায় সংরক্ষিত দেহের প্রাচীনাবাস। তথা হইতে আমরা সম্রাট্ আকবরের সমাধি শিকন্দরার পথে গমন করিলাম। শিকন্দরা একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। ইহা রক্তাভ-গিরিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত সুবৃহৎ কয়েক তলবিশিষ্ট প্রাচীনকালের কীর্ত্তি। আমরা সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে আরোহণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অপ্রতিহত তীর্থের প্রাসাদমালা দর্শন করিলাম। এই সকল সমাধি পরজগতের অপূর্ব্বসায়ক ও উদ্দীপক এবং ইহজগতের নশ্বরতা ও অভাবপ্রদর্শক আদর্শবিশেষ। তথা হইতে আগ্‌রার বিপিনমালার মধ্য দিয়া ষ্টেসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাত্রে রেলে নির্দ্দিষ্ট আসন লাভ করিয়া উষাকালে জয়পুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটীতে অতিরিক্ত শীতের প্রকোপ। সুতরাং প্রাতাতিক সমীরণ আমাদের বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিল। ষ্টেসন হইতে রাজপথ দিয়া গমনকালে একটী ব্যাঘ্রকে পালিত পশুর ন্যায় জনৈক ব্যক্তি লইয়া যাইতেছে, দেখিলাম। জয়পুরের রাজপথগুলি অপরাপর নগরের পথসমূহকে তিরস্কার করে। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহাধিষ্ঠিত নগরীর প্রশংসাবাদ অবিসংবাদিত বলিয়াই মনে হয়। আমরা Edward memorial পান্থনিবাসে দ্বিতলোপরি একটী গৃহে দিবসদ্বয়ের জন্য যোগ্য অর্থে অধিকার লাভ করিলাম। পান্থনিবাসটী বিশিষ্টঅভ্যাগতের উপযোগী বলিয়াই বোধ হইল। ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ হইতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় জয়পুর ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ ব্রহ্মচারীজীকে আনিবার জন্য ষ্টে ছেন। শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী

ভগবন্নৈবেদ্য নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে ২১টার মধ্যেই শ্রীপ্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইবার অব্যবহিত পরেই আমরা রাজবাড়ীর অপর পারে অবস্থিত সে প্রাচীন দ্রব্য-প্রদর্শনী ও পশুশালা দর্শনে বাহির হইলাম। Museum গৃহে প্রাচীন জয়পুরাধিপতি নৃপগণের চিত্র ও বহুবিধ [illegible] দর্শন করিলাম। প্রাচীন দ্রব্যাগার প্রস্তরের ও বর্ত্তমান কালীন তত্ত্বৎসংদেশের শিল্পকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রদর্শনী। প্রাচীর-গাত্রে-শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

এই শ্লোকটি অঙ্কিত দেখিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করিলাম। পশুশালায় নানাবিধ ভগবদ্বহির্মুখ-ভাববিশিষ্ট প্রাণি সংরক্ষিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মানবেতর প্রাণীগণকে গৃহাবদ্ধ ও পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতীয় অর্থদ জ্ঞানস্তরের কথা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইল। একটী [illegible] অজাকে অন্তঃপুরুষ ও অন্তঃস্ত্রীদেহে নিরীক্ষণ করিবার প্রকাশ হইল। তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন রূপ ব্যাপার আমাদিগকে একই শরীরে পুংস্ত্রীর যুগপৎ-সমাবেশ-প্রদর্শন করাইয়া জীবাত্মার উভয়বিধ অন্তাবস্থানের [illegible] দর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিল। পুরুষবাস্তুর ঐক্যে স্ত্রীপুংস যুগপৎ সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত নাই বুঝা গেল। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ একই বৃক্ষে জনক-জননীর সমাজান দর্শন করেন। প্রাণিজগতে কতিপয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উভয়বিধ কারণ সমাবিষ্ট থাকিলেও উন্নত জীবে তাদৃশ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না।

আমরা রাজপ্রাসাদ ও শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে প্রয়াস করিলাম। সে সময় শ্রীগোবিন্দের দ্বার অনুদ্ঘাটিত থাকায় বৃন্দাবন-নিবাসী জনৈক মন্দিরের সেবকের সহিত কথোপকথন হইল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দের জনৈক সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তথা হইতে আমরা জয়গড় দর্শন করিলাম। ইহা মধ্যবর্ত্তীর নভোমণ্ডল দর্শন-পরিনিষ্ঠিত ও কালবিষয়ক অভিজ্ঞানের [illegible] রাজের যে নিজঃপরিদর্শন ও কালজ্ঞানের যন্ত্র সমূহ আছে, ইহা তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মন্দিরবিশেষ। এই সকল [illegible] যোগ্য লোকের অভাব-হেতু পরিদর্শনকারীর তত্তৎযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা হয় না। এই সকল বুঝাইবার জন্য জ্যোতিষী পণ্ডিতের অভাব দিল্লীতে ও এখানেও (জয়পুরে) দেখিলাম। তথা হইতে আমরা অম্বরের দিকে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে শ্রীগোবিন্দজীউর পূর্ব্বাবস্থিতির শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর, পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে মোগল সম্রাট্ আকবর মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন। সম্প্রতি স্থানটী জনতা রহিত। প্রাসাদগুলি কোনও প্রকারে রক্ষিত হইতেছে। গিরির উচ্চশৃঙ্গে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস্ অবস্থিত। এখানে একটী দেবী, যন্ত্রিয়ে অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজমানা। অম্বর হইতে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যায় আমরা শ্রীগোবিন্দের আরাত্রিক দর্শন করিলাম। বহুযাত্রী শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে উৎসুক হইয়া স্ব-স্ব-ভাবের সহিত দর্শনের উৎকণ্ঠা দেখাইতেছেন। [illegible] বিগ্রহ-দর্শনান্তর আমরা ভাস্কর-খচিত বিবিধ [illegible] করিলাম। পরদিবস প্রাতেও ঐ স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহ দেখিয়া শ্রীশাঙ্কর্ষিকাগিরিধারীর গৌড়দেশে শুভাগমনের ব্যবস্থা করিলাম। বৈকালের গাড়ীতে আজমীর যাত্রা করিতে গিয়া গাড়ীতে বিলক্ষণ জনতার মধ্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শ্রীপাদ বন-মহারাজ ও ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ আমাদিগের বাসস্থানের জন্য মধ্যাহ্নে আজমীরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আজমীর ষ্টেসনে তাঁহাদের সন্ধান পাইতে আমাদের একটু উদ্বেগ-প্রাপ্ত করিতে হইয়াছিল। এখানে রেলওয়ে কুলীর বিশেষ উৎপাত। বিশেষতঃ পুষ্কর-স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এই সময় আজমীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিল ও বাসস্থান-সমূহ দুষ্প্রাপ্য করাইয়াছিল। আমরা উক্ত ব্রহ্মচারী ও বনমহারাজকে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়ীতেই চিতোরগড় হইয়া প্রাতে মৌলি ষ্টেসনে উপস্থিত হই। মৌলি ষ্টেসনেরই নামান্তর 'নাথদ্বারা রোড'। এই চিতোরগড় পূর্ব্বস্মৃতির স্মারক। একদিন উদয়পুরের রাণা এই চিতোরে সূর্য্যবংশোচিত শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মৌলি হইতে মোটর-যোগে আমরা মধ্যাহ্নে নাথদ্বারাভিমুখে যাত্রা করি। নাথদ্বারার দুই মাইল পূর্ব্বেই গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গাড়ী অচল হইয়া পড়ে। আমাদের ২।৩ জনকে শ্রীনাথদ্বারা পাঠাইয়া যাইবার জন্য শ্রীনাথদ্বারা হইতেই এক

খানি মোটর আসিয়াছিল। আমরা শ্রীনাথদ্বারা পৌঁছিলাম বটে, কিন্তু ভ্রমাদি ও নদীর তরঙ্গগণের সকলকেই অকল দর্শনেই বেলা ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

পরা ও অপরা বিদ্যা

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ, বি, এ]

'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে'—ফল দেখিয়া তাহার কারণ অনুমিত হয়। কোন ব্যক্তি শোকসন্তপ্ত হইলে প্রিয়জন-বিয়োগাদি, কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে অনাবৃষ্টি এবং কাহারও ব্যাধি জন্মিলে স্বাস্থ্যনিয়মের ব্যতিক্রমাদি কারণরূপে অনুমিত হওয়া সুধীজনসম্মত। শৈশবাবধি শ্রুত হইয়া আসিতেছি—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥

বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে তাহার যোগ্যতা আইসে, সুযোগ্যব্যক্তির ধন অনায়াসলভ্য, তাহা হইতে সে ধর্ম্ম ও তৎপ্রসূত সুখ লাভ করিয়া থাকে। সতত সুখান্বেষী মানবের ইহাই তৎপ্রাপ্তি-পন্থা। কিন্তু অতীব দুরদৃষ্ট বশতঃ অধুনাতন কথঞ্চিৎ লিখন-পঠনাভিজ্ঞ বিদ্বন্মণ্যগণের বিনয় দৃষ্ট হয় নাই কেন? যদিও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা পরীক্ষা করিলে বিনয়াভাস বা বিনয়াভাসের রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ প্রতিবর্ষে কত অগণ্য পরিমাণে ডক্টর, মাষ্টার, পি, আর, এস্, বিদ্যাচঞ্চু, চূড়ামণি, শাস্ত্রী, তীর্থ, আচার্য্য প্রভৃতি উৎপাদন করাইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাফল বিনয়ের অসদ্ভাব দেখিয়া হতাশ হইবার কারণ দেখা যায় না। আর্য্যগণ 'সর্ব্বে গুণা বিনয়মাশ্রয়ন্তি' সমস্ত সদ্‌গুণই বিনয়কে (বিনয়ী মানবকে) আশ্রয় করে। ঐ প্রকার উপাধিপ্রাপ্ত তথাকথিত বিদ্বান্‌গণ-মধ্যে বিনয়, যোগ্যতা, ধন, ধর্ম্ম বা সুখ প্রভৃতির অসদ্ভাবে কিরূপে 'বিদ্বান্'-শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে? স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে প্রদত্ত বিদ্যার ফলে আজ ঔদ্ধত্য ও অযোগ্যতার প্রশ্রয়ে ধন ও ধর্ম্ম সুদূরে অবস্থিত। সুখের কণামাত্রের আস্বাদনলাভ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ বিদ্যার চাতুর্য্যে পৃথিবী কল্পনাময়; সদ্‌গুণাবলীর যোগ্যতা নিতান্ত সুদূরপরাহতা। সুতরাং পরবর্ত্তী ফল গুলির উল্লেখ না করাই উত্তম।—যদিও কতিপয় স্থানে অনাদি 'আর্ষ্য' লক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁহাতে বস্তুবিচারে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধন ব্যতীত ধর্ম্মাদি ফল কদাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অতএব বিদ্যাবানের অবিনয় দর্শনে দোষাকরত্বের অনুমান অসঙ্গত নহে। বিনয়ই যখন সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, সুতরাং আধারাভাবে আধেয়গণ অবস্থান করিতে পারে না। বিনয়ের সহিত অন্যগুণগণ মিলিত হইলে 'শ্রী'দেবী স্বয়ং অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ঐরূপ যোগ্যপাত্রে কৃপাবলোকন করেন। তখন ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা সংসারে ধর্ম্ম অক্ষিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদানে সমর্থ লাভ করে। এইরূপই যদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়, তবে এখন এইরূপ বিপরীতভাবে ভরং পূর্ণ কেন? এত অধিক বিদ্যানের সমবায়ে কোথায় মহীতল সুখশান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হইবেন, না সর্ব্বত্র নানাপ্রকার অভাবে প্রপীড়িত হইয়া অশান্তির আগার হইবেন।

শ্রীদেবী স্বয়ং ব্যাকুলিতান্তরে হইয়া যাঁহাদিগের সেবায় ব্যস্ত হইবেন, তাঁহারা আজ দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত কেন? অথবা বিদ্যাবান্ হইয়াও সুখলেশ বঞ্চিত কেন? তবে কি প্রয়োজনার নিমিত্ত ঐরূপ শ্লোকের অবতারণা? অথবা অন্যাদৃশ অবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণের শক্তি কোথায়? অতএব ইহাকে প্রত্যুক্তিরূপে অনুমান করা অসঙ্গত-জনক নহে। বিদ্যা-প্রশংসায় দেখিতে পাই—

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন চ ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

'বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান' এই বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শৈশবেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু কি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালাভ করিয়াও আমাদের পশুত্ব মোচন হইল কৈ? আমরা কেহ পরপদলেহী কেহ বিড়্‌ভোজী সূকরধর্ম্মী, কেহ বা কণ্টকাশী উষ্ট্র বা ভারবাহী [illegible] সকলেই স্ব-স্ব-অবস্থা পর্য্যালোচনা

করিয়া উক্ত পশুধর্মের স্বভাবের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আমরা উক্ত প্রকার কোন না কোন পশুধর্ম অবলম্বন করিয়াই চলিতেছি, অথবা পশুগণের দোষানুকরণেই পটুত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট গুণাবলীর অনাদর পূর্ব্বক তাহাদিগের অপেক্ষাও হেয় জীব মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি।

শ্রীগরুড়পুরাণ বলেন :—

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা অপরা অদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

যাঁহারা বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করেন না, যৌবনাবস্থায় নির্ব্বিদ্ধ অকৃতদার থাকেন, তাঁহারা এই প্রাণিজগতে শোচনীয় মনুষ্যমূর্ত্তিতে পশুরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আরও বলেন,—

বিদ্যা নাম কুরূপস্যাপ্যধিকং প্রচ্ছন্নমন্দিরং
বিদ্যা সাধুজনশ্লাঘ্যা শুচিকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনাত্মিনাশনকরী বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা ভোগযশঃসুখোন্নতিকরী বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

তথাকথিত বিদ্যাবানের শুচিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি, সাধুজনশ্লাঘ্যতা কোথায় অন্তর্হিত হইল? কেন এইরূপ বিদ্বান্‌গণ প্রকৃত সাধুদিগের ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন? ইহার মূল কারণ কি অনুসন্ধেয় নহে?

শব্দশাস্ত্রে বিদ্যাশব্দের অর্থ লিখিত আছে,—'বিদ্যা—জ্ঞানম্।' 'তত্ত্ব বোধে ধীঃ।' 'পরমার্থসাধনীভূতা বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা।' মুক্তিবিষয়ে বুদ্ধির নাম বিদ্যা। 'পরমশ্রেয়ঃ-সম্পাদনে যোগ্যা বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা। শ্রুতিতে বিদ্যার প্রকারভেদ বর্ণন করিতেছেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব-বেদঃ, শিক্ষাকল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক)

'পরা ও অপরা নামে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাহা জানেন। বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গই অপরা বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অক্ষর-পুরুষ জ্ঞাত হয়েন, তাহাই পরা বিদ্যা।' এই অপরা বিদ্যার প্রকারভেদও পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥"

ষড়ঙ্গ, চতুর্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ, এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ ও অর্থশাস্ত্র এই বিদ্যাচতুষ্টয়যোগে অষ্টাদশ প্রকার অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, এই অপরা বিদ্যার উন্নতিক্রমে কেবল শ্রীভগবানের অপরা শক্তি মায়ার মোহাবরণ বৃদ্ধি লাভ করিয়া মানবকে নাস্তিক, আত্মাভিমানী ও ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ করিয়া থাকে। কদাচিৎ কোন সুকৃতিমানের অদৃষ্টফলে বা জন্মান্তরীয় তপোবলে এই বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ঘটিয়া থাকে। শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীমদ্ বাসুদেব সার্ব্বভৌম, দিগ্বিজয়ী শ্রীযুক্ত কেশব কাশ্মীরী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই অপরা বিদ্যার মোহে গর্ব্বাভিমান-বশতঃ জীবকুল বিদ্রূপে শ্রীভগবদ্ভোগ্যবিগ্রহকেও অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন কি শ্রীমন্নিমাই পণ্ডিত কৃপানিধি ভগবান্ কিয়দ্দিবস পণ্ডিতবিজয়-লীলায় অপরা বিদ্যার আসঙ্গ প্রভাব প্রদর্শনে জীবগণকে সাবধানতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণের (৯।১৭-৭০) বিধান আলোচনা করিলে জানিতে পারি—

যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়াক্ষরপ্রাপ্তির্যজ্ঞেনাদিমতাপরা॥
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেতদ্ ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
পাঠকো ভগবচ্ছব্দস্তদ্ভাগ্যাক্ষরসাধনঃ॥
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যদ্ধি তদ্বিদুঃ॥

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয়ই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। অথর্ববেদীয় শ্রুতি বলেন,—"পরা ও অপরাভেদে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। অপরা বিদ্যা বেদবেদাঙ্গময়ী। যাহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অনাদ্য, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ এবং অপাণিপাদ; যিনি বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, ব্যাপী ও অব্যাপী, এবং যাহা হইতে সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছে; পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই দর্শন করেন। তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরমধাম, তাহাই মোক্ষাভিলাষীদিগের যোগ্য; ইহাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর সূক্ষ্মপদ। পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎশব্দ সেই আদ্যক্ষরাত্মার বাচক। এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ, ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান বা পরা বিদ্যা। কিন্তু ত্রয়ীমহজ্ঞান—অপরা বিদ্যা।

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তরত্নাদিতে এবং শ্রীজীবগোস্বামীপাদের 'সর্ব্বসংবাদিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই পরা বিদ্যার ফলস্বরূপে শ্রীমতী ভক্তিদেবীই অভিহিতা হইয়া থাকেন। অতএব অষ্টাঙ্গ অপরা বিদ্যার অনুশীলনমাত্রেই বিদ্যাফলপরম্পরার উদয় অসম্ভব। পরা বিদ্যার আলোচনাক্রমে ফলাগম অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" শ্রীহরির সন্তোষকর কর্ম্মই প্রকৃতকর্ম্ম এবং যাহাতে শ্রীহরিতে অব্যভিচারিণী মতি জন্মে, তাহাই বিদ্যা। সুতরাং পরা বিদ্যার সংস্পর্শমাত্রই সর্ব্বসদ্গুণরাশি মানবকে আশ্রয় করে, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে,—ভাঃ ৫।১৮।১২ "যন্মাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা সেবাপরাভক্তির উদয় হইয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত সদ্গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন।

বর্ত্তমান বিবাদযুগে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাসঠাকুর পুনঃপুনঃ দৃঢ়রূপে ঐরূপ মীমাংসাবাক্যই উদ্ঘোষিত করিয়াছেন। যথা—

"তাহারে যে বিদ্যা বলি সত্য অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করায় স্থির মন।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ)
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥
নিশ্চিন্ত করিব বিদ্যার ফল নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
(ঐ আদি ১৩শ অঃ
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?
(ঐ আদি ১২শ অঃ
তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধন্য সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে, সম্মত সবার॥
(ঐ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীমৎ রামানন্দ-রায়-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাইতেছেন,—

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?
রায় কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

এই সমুদয় মহাজনবাক্য ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফলাদি দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পরা বিদ্যাই প্রকৃষ্ট বিনয়, (তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুবৎ সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদ স্বভাব) যোগ্যতা, সর্ব্বজনবাঞ্ছিত প্রেমমহাধন, এবং সর্ব্বশেষে পরানন্দ সুখ প্রদান করিতে একান্ত সমর্থ।

বর্ত্তমান স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বর্ত্তমান-প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পরা বিদ্যার কণামাত্রেরও সন্ধান রাখেন না এবং তথা হইতে প্রাপ্তি-সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। অপরা বিদ্যাধিগমের উপায়স্বরূপ আরোহ-প্রণালী বা তর্কবাদ কদাচ ইহাতে কার্য্যকরী নহে। শ্রীবেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ," তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। মহাভারতে ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় বলিতেছেন, "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ"। কাঠকশ্রুতিতে ধর্ম্মরাজ যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" হে প্রিয়তম, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্ক তর্ক দ্বারা তাহাকে অপনয়ন করা উচিত নয়, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইহাদ্বারা পরতত্ত্বানুভব সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২২।১০) শ্রীমদ্ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতেছেন,—

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবেদন্ধতমস্যো জ্ঞানদো ভবেৎ॥

শ্রীমদুদ্ধবকে শ্রীভগবান্ উপদেশ দিতেছেন, 'অনাদি

অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞান আপনা হইতে সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত অন্ত উপায় এক জ্ঞানদাতৃরূপে স্বীকার্য্য।'

শ্রুতিও তদনুগত পুরাণাদি ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিতেছেন,—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২) তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মু ১।২।১২)

আচার্য্যের আশ্রিত ব্যক্তি বিদ্যালাভ করেন। সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিদ্ধহস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবে যতা মাং মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ইহৈবাহমজরা সত্রসদ্যা বসানা ব্রহ্মণে সুকৃতো লোকমেমি॥ (ছাঃ ব্রাঃ)

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—'আমি তোমার, তুমি আমাকে রক্ষা কর। অযোগ্য পাত্রে তুমি আমাকে অর্পণ করিও না, আমি তোমার কল্যাণদায়িকা।' মনুসংহিতাও ইহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন—

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিষ্টেঽহমস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতা মাং বীর্য্যবত্তমম্॥ ২।১১৪

এস্থলে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দের অর্থ শ্রুতিই বলিতেছেন,—

য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)

হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর-ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। কেবল সূত্রধারী বাহ্যিক উপাসনাহীন ব্রাহ্মণকুলে এই সংজ্ঞার লক্ষ্য হন নাই। আবার—

বিদ্যয়া সার্দ্ধং নিবেতেন বিদ্যাময়েন বপুষা। (ছাঃ ব্রাঃ)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বরং বিদ্যা লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিবেন, তথাপি অপাত্রে স্থাপন করিবেন না। মনুও বলেন,—

বিদ্যাঞ্চৈব সমং কাময়ে মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥
(মনু ২।১১৩)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বরং বিদ্যা লইয়া মরিবেন, কিন্তু ঘোর বিপৎকালেও অপাত্রে দান করিবেন না। আরও শ্রুতিবাক্যে (কঠ ১।২।২৩) পাই—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

এই পরমাত্ম-বস্তু বহুতর্ক, মেধা, বহুশ্রবণ দ্বারা লভ্য নহে। কিন্তু যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা শ্রীগুরুদেবরূপে স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করেন।

বিদ্যা স্বয়ংপ্রকাশবস্তু, সুতরাং তাহার প্রদান কার্য্য শ্রীভগবদ্বস্তুর দ্বারাই সম্ভব। অন্যথা নহে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২১ উপদেশ দিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

অতএব কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন ও প্রাকৃত কোলাহলের বিষয়ীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। এইরূপ গুরু পরা বিদ্যা শিক্ষাদানের একমাত্র যোগ্যব্যক্তি।

আবার শিষ্যগুণ ও শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥
(মু ১।২।১২)

সেই বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ) গুরুদেব সম্যগ্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় উপস্থিত শিষ্যকে যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর-পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা বলিয়াছিলেন। মনুও (২।১১৫) বলিতেছেন,—

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিধিং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ক্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥

যে বিপ্রকে পবিত্র, সংযত, ব্রহ্মচারী বলিয়া অবগত হইবে, বিদ্যারূপ নিধির রক্ষক তাহার নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে।

এইস্থানে শ্রুতিকথিত 'বিদ্বান্', 'সূরি', 'ধীরা'দি শব্দ ও গীতার 'পণ্ডিত', 'যুধা'দি শব্দ সমপর্য্যায়ে বিশেষভাবে আলোচ্য।

এই পরা বিদ্যাই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু আদিগুরু ব্রহ্মাকে

চতুঃসনাকী ভাগবতরূপে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে সম্প্রদায়রূপে উহা সুরক্ষিত হইয়াই আসিতেছে। অতএব পদ্মপুরাণে বিধান দিতেছেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রগণ নিষ্ফল হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে জপ করিলেও ফল প্রদান করে না। অতএব উক্ত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরাক্রমে আগত ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যা-ভিমানী অথচ অবিদ্যাভ্রান্ত মাদৃশ মানবগণ যতদিন না উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ কায়মনো-বাক্যে আশ্রয় করিবে, ততদিনই পুনঃ পুনঃ গতায়াতরূপ যন্ত্রণাভোগ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীগুরুদেব কৃপা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিবামাত্রই দেখিতে পাইব, সমুদায় মোহ বিদূরিত হইয়াছে এবং অধ্যয়নাভাবেও বিদ্যার ফলপরম্পরা অনাহূতভাবে স্বয়ং আগমন করিয়াছে। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁহার অপ্রাকৃত গীতাবলীর একস্থানে বলিয়াছেন—

নিতাই না বলিল মুখে　　বঞ্চিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।

অর্থাৎ যিনি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে নতি সমর্পণ করেন নাই, সুতরাং প্রাকৃত জড়সুখকে ইষ্ট বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই অবিদ্যান্ধ মূঢ়ের শাস্ত্রাদি পাঠে ধিক্ ও তাহার উচ্চবংশে জন্মাভিমানে ধিক্!

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতিতে গাহিয়াছেন,—

জড়বিদ্যা যত,　　মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া　　অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

অহো কি দুর্ভাগ্য! অথবা ভক্তিবিমুখিনী শ্রীমায়া-শক্তির কি অদ্ভুত প্রভাব! মাদৃশ জীবাধম অদ্যাপি বিদ্যা-ভিমানে রত থাকিয়া শ্রৌতপন্থী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের অন্বেষণে একান্ত বিমুখ। শ্রীভাগবতধর্ম্মের ব্যবসায়ে বা ব্যভিচারে ইদানীং ভারতবর্ষ একবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ইহা দেখিয়া ভগবান্ মাদৃশ জীবাপসদের প্রতি করুণাপ্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় অভিন্ন-তনু, বিশুদ্ধভাগবতধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক, শ্রীভগবৎ-পার্ষদপ্রবর, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে প্রকট করিয়াছেন। প্রভুপাদ স্বয়ং সপরিকরে আসমুদ্রহিমাচলচিহ্নিত ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর প্রত্যেক মানবকে কৃপামৃত দানার্থ তারস্বরে আহ্বান করিতেছেন এবং বিরহব্যাকুলচিত্তে দ্বারে দ্বারে প্রেমামৃত-সম্পত্তি লইয়া সতত ভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু নির্ব্বোধ নারকী আমরা তদীয়াহ্বানে ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অপরা শক্তির মোহকে জ্ঞানরূপে কল্পনাপূর্ব্বক সর্ব্বনাশ বিকুহিত হইতেছি। তাঁহার "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই শ্রৌতবাণী আমাদের কর্ণকোটরোদ্ঘাত কর্ণকুহরে স্থান পাইতেছে না। অহো দুর্দ্দৈব! অহো মায়ার মোহিনী শক্তি! ধিক্ আমাদের মানব-জন্মে! ধিক্ আমাদের বিদ্যাভিমানে!! এবং শত ধিক্ আমাদের গৃহমেধীয় মনঃকল্পিত ধর্ম্মে!!!

সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০শ সংখ্যার পর]

এই সকল সিদ্ধান্ত সনাতন পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। তথাপি বহির্ম্মুখ জীব দাম্ভিকতা বশতঃ স্ব স্ব মনোধর্ম্ম-প্রসূত চিন্তা ও মোহনপর শাস্ত্ররাজির বাক্যকেই বহুমানন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার-নিক্ষেপ করিতে ভালবাসে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, শ্রীভগবানের উপদেশ বা শ্রৌতবাণী তাহাদিগের মনোধর্ম্মের চিন্তা প্রণালী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

প্রবন্ধকর্ত্তা আরও বলিয়াছেন যে, নৈষ্ঠিক ভক্তির দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে না। এই সকল আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত জীবের বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, একমাত্র ভক্তি-মার্গেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা কখনও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না। প্রবন্ধ-বিস্তার ভয়ে আমরা শত শত সমর্থন-শ্লোক উদ্ধার করিতে পারিলাম না। গীতা ৭।৩-৪।৭, ভাগবত ১১।১৪।২৯,

১১।২০।২৯-৩০, ৩২-৩৩, ১১।২৯।২৫, ৬।১।১৫, ৬।৩।২২, ইত্যাদি বহু বহু শ্লোক আলোচ্য।

জ্ঞানাভ্যাসানাদরঃ বিধত্তে (ভা ১১।২০।৩ ঃ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

তাঁহার দৃষ্টে সাক্ষাৎকারে॥ (ভক্তিসন্দর্ভ ৮১ সংখ্যা)

পরন্তু তাঁহাকে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিতেছেন—হে উদ্ধব, আমি নিখিল বস্তুর আত্মা; আমাকে দেখিলে হৃদয়স্থ অহঙ্কারগ্রন্থি নির্ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ ক্ষীণ হয়।

'দৃষ্টে' অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তিযোগ-প্রভাবে আমার সাক্ষাৎকার হইলে।

অপরং চ যত্তি ভক্তাদেবানেকবিধ-শ্রেয়োবচনে হেতুমাহ (ভা ১১।২০।৯)—

মন্মায়া মোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচি॥

তৎ প্রকৃতীনাং মায়াগুণমূলত্বাৎ মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ। অনেকান্তং নানাবিধং শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং তৎ সাধনঞ্চ যতঃ॥

(ভা ১১।২০।২০)—ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ৭৬-৭৭)

এইরূপ হইলে (অর্থাৎ ভক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও) একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠপন্থা ভক্তিকে অনাদরপূর্ব্বক ভক্তি ব্যতীত যে অপরাপর বহুবিধ তথাকথিত মঙ্গলোপায়-নির্দ্ধারণ, তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছেন—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, আমার দৈবমায়ায় মোহিত বুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার মঙ্গলের উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

সেই জীবগণের প্রকৃতি বা নিসর্গ মায়িক সত্ত্বরজস্তমো-গুণমূলক হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি আমার মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত। 'অনেকান্ত' শব্দে যাহা হইতে নানাবিধ সুবিধা বা পুরুষার্থ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়, তাহা।

হে উদ্ধব, তীব্র সাধনভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না।

—:০:—

প্রচার-প্রসঙ্গ

"JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT."

To

Mr. K. D. Vidyabhusan.

Calcutta.

To

No. 1266, dated Srinagar / Jammu, the 29-11-1926.

Sir,

I am very glad to acknowledge the receipt of the marginally noted booklets so kindly presented by you.

1. Vaisnavism.
2. Thakur Bhaktivenode.
3. The revival of Bhagabat learning.

I have gone through them and found them very interesting. I wish you every success in the holy Mission undertaken by you and hope that you will very kindly favour me with further literature.

Yours faithfully,

Sd. MADHU SUDAN KAUL,
Superintendent,
Research Dept., Srinagar.

"THE INDIAN DAILY MAIL, BOMBAY."

Religious Lecturer at Madhav Bhaug.

His Holiness Bhakti Hriday Bon Maharaj, religious Preacher from Calcutta Gaudiya Math, has come down to Bombay and is delivering lectures in different parts of the City. His Holiness will ere long deliver a series of lectures in English, on Eastern Philosophy at the Madhav Bhaug. The dates will be announced later.

The Bombay Chronicle.

Bombay City & Suburbs.

Spiritual Discourses.

The Gaudiya Math of Calcutta has sent His Holiness Bhakti Hriday Bon Maharaj who deli

vered a discourse on the name of Godhead last Sunday, will deliver a series of lectures on Eastern Philosophy at Madhav Dhaug. The dates will be announced later.

THE TIMES OF INDIA—1. 1. 27.

Lectures of Bon Maharaj—Bon Maharaj of Calcutta Gaudiya Math delivered a lecture at the temple of Goswami Shree Gokulnathji Maharaj of Bombay. The Swami explained in detail what "Prem" or spiritual love was and showed the difference between spiritual love and earthly love.

To the Editor, the GAUDIYA

Sir,

Will you kindly publish the following in your esteemed magazine and oblige.

Orissa is pre-eminently the land of Vaisnaviam. Nearly four hundred years have elapsed since Lord Gauranga graced it with his benign presence and flooded it with his immortal love. Prince and peasant, the rich and the poor, all kissed the dust of his feet.

Unfortunately in this degenerate age the religion of Chaitanya Mahapravu has been sadly misinterpreted owing to ignorance and want of culture. The land of Pratapradra and Rai Ramananda has become the victim of shames and spurious imitations of the so-called Vaisnavas.

We are however glad to learn that the work of Renaissance is well in the hand of the Viswa Vaisnab Rajsabha of Calcutta. Tridandi Swami Vakti Sarvaswa Giri Maharaj a worthy and devout disciple of His Holiness Paramhansa Paribrajaka Vakti Sidhanata Saraswati Maharaj, the guiding star of this movement, is now in our midst. On the 31st instant he delivered a highly cultured lecture on the universality and all-embracingness of the religion of Lord Gauranga at a Harisabha convened at the compound of the Raja of Darpan. There was much enthusiasm and the lecture was highly appreciated. We wish we had enough of such religious discourses. The Swamiji is full of love for his fellowmen and it is only desirable that the country gave him its hearty support and co-operation.

Adwait Charan Das, (M.A., B.L.)
Cuttuck.

শুদ্ধভাগবতবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক-ভারতী গোস্বামী মহারাজ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে জেলা জলপাইগুড়ীর বোদাগ্রামে কতিপয় ভক্ত সহ শুভবিজয় করেন। ২৬শে রবিবার হইতে ৩০শে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ৫ দিন বহুশত নরনারীর সম্মুখে স্বামীজি সনাতনধর্ম্ম বা জীবের নিত্যধর্ম্ম, ও ভগবদ্ভজনপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-মুখে বহু তত্ত্বোপদেশ করেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজির উপদেশে পথবিভ্রান্ত নরনারী বৈষ্ণবাচার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে শ্রীভগবদ্ভজনের প্রয়াসী হইয়াছেন।

সদাচার-পরায়ণ প্রাচীনভক্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় স্বামীজিকে গৃহে আহ্বানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে পরিবারবর্গসহ নিজকে এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাহা মহোদয়ের সেবাবৃত্তি অতীব প্রশংসার্হ। সঙ্কর্ষ-পরায়ণ, সত্যাশ্রিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ের আগ্রহেই আজ বোদার ভাগ্যাকাশ শুদ্ধভক্তিকিরণ-বিকাশে মেঘোন্মুক্ত।

৩১শে শুক্রবার বোদাবন্দর হইতে ৫ মাইল দূরে সাকোয়া গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অনাথশরণ বক্সী মহাশয়ের আগ্রহে স্বামীজি দুইদিন সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাহাতে বহু হিন্দু মুসলমান অমৃতপূর্ণ আনন্দানুভব করেন। বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে, স্থানীয় বন্দরবাড়ীনিবাসী বহু মুসলমান মৌলবীগণ পর্য্যন্ত স্বামীজির নিকট হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায়—গত ৭ই পৌষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকাশ অরণ্যমহারাজ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ গ্রামস্থকর হরিসভায় "সদ্গুরু জ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপর দিবস পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের ভবনে গ্রামের জনসাধারণের সহিত ভক্তিকথা আলোচনা করিয়া তাঁহার সজ্জনগণের আনন্দবিধান করেন।

গত ১০ই পৌষ তারিখে শ্রীল স্বামীজি ইব্রাহিমপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত চণ্ডীকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে "সাধুসঙ্গ ব্যতীত এই জীবের ভগবদ্বহির্মুখতার উপায়ান্তর নাই" —এতৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতার সার উপলব্ধি করিয়া স্বামীজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। ১৪ই পৌষ তারিখে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে চাঁদপুর নূতনবাজার কালীবাড়িতে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, উক্ত সভায় শ্রীস্বামীজি মহারাজ "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক সুযৌক্তিক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ১৬ই তারিখে চাঁদপুর নূতনবাজারের নিকটস্থ শ্রীযুক্ত প্রমথ কুমার কুণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামিজী মহারাজ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিবস শ্রীযুক্ত কুণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীরূপশিক্ষা' পাঠ করা হয়। পাঠান্তে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধাদিদোষদুষ্ট কীর্ত্তনকারীর অনিষ্ট পরিণাম সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মঙ্গলবিধান করেন।

কলিকাতার কয়েকটী বাঙ্গলা এবং ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গত ১১ই পৌষ ১৩৩৩, ১লা জানুয়ারী ১৯২৭ সালিয়ার বাড়িতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীপাট শ্রীখেতুরী গ্রামে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহের অন্যতম শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের অদর্শন ঘটিয়াছে। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন ও তাঁহাদের যথাবিহিত পূজা প্রচার করিয়া জগজ্জীবকে সরলা ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা প্রদান করেন।

গত ২৩শে পৌষ ১৩৩৩ তারিখের আর একটী সংবাদপত্রে এরূপ প্রকাশ,—"নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই-রূপ ঘটনার কারণ কি? বিগ্রহের অঙ্গে বিশেষ কোন মূল্যবান জিনিষপত্রও ছিল না। কাজেই সাধারণ লোকের দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হয় নাই। নিশ্চয়ই কোন দুর্ব্বৃত্তের দল বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মচিন্তায় বাধা দিবার জন্যই এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করিয়াছে। এবিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীদিগকে বাহির করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।"

গত ৫ই জানুয়ারী বুধবার ১৯২৭ তারিখের 'Forward' নামক ইংরেজী দৈনিক কাগজে Associated Press-এর উদ্ধৃতাংশে এবং অন্যান্য ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় রাজসাহীতে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক, **শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাভাজন**, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবর **শ্রীপাদ** ধর্ম্মাতিধর্ম্মপ্রভু গত ২৩শে নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৪০, ২৭শে পৌষ, ১৩৩৩ শুভ-গৌরাষ্টমী তিথিতে **শ্রীগৌরসুন্দরের** সন্ন্যাসলীলার সন্ন্যাস-বিধিসোপান তাসম্পাদনকল্পে **শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর** আচার্য্যরত্নের ভবনে **শ্রীধাম** নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ **শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে** শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীল** পরমহংস ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ স্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদ্য 'পরাত্মনিষ্ঠা'রূপ পূজ্যতম ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ' প্রাপ্ত হইয়া অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস-নামের অন্যতম——"ভক্তিসার" সংজ্ঞায় ভূষিত হইয়াছেন। তিনি এখন সজ্জনসমাজে "পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ**" নামে খ্যাত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই মাঘ ১৩৩৩, ২২শে জানুয়ারী ১৯২৭	২৩শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর]

যাহ ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর, চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্য ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
অবশ্য জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৩০-১২)

আমি সে বৈষ্ণব, ভক্তিসিদ্ধান্ত জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘগর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনে সে হইল খর্ব্ব॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে, ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত-অর্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥

শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি, কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।৫০-৫১,৭৫,৭৬, ১২৭, ১৩০)

বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন তোমা কৃষ্ণ ভগবান্॥
রূপগোস্বামির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আইসায় মন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১১৩,১১৭, ১২১, ১২৬)

ইহার সভায়ে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯।১০৭)

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা, ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্যে জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে,—কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের সার্থ কেনে না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৩১০ ৩১৪)

গৌরনাগরী গুর্ব্বপরাধী কেন ?

জনপ্রবাদ অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য বলেন,—"ন গুরোরবজ্ঞাস্থানের সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" অর্থাৎ ঔপাধিক জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি-দ্বারা নিজ প্রাকৃত-ভাড়ো মৎসর হইয়া সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুদেবকে আদৌ মনে করিবে না।

কাল প্রকৃতির পৌরুষসম্বন্ধবিশেষ। তাহা বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধ হইতে প্রকাশিত হয়। চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির যে সাম্যাপলব্ধিভাব, তাহাই কাল। শাস্ত্র বলেন, বদ্ধজীবের বিচার কালের অধীন। নৈয়ায়িকগণের মতে কাল বহুবিধ নিত্যপদার্থের অন্যতম; কিন্তু শুদ্ধবৈদান্তিক-গণের সিদ্ধান্তে সামান্য প্রাকৃতপদার্থে অস্তিত্ব ও কাল পরস্পর সহযোগী। সুতরাং পরমেশ্বর বা মুক্তজীব প্রাকৃত-কালের অন্তর্গত নহেন।

'দেশ'-সম্বন্ধে দার্শনিকগণের পরস্পর নামভেদজনিত বিবাদ থাকিলেও শুদ্ধবৈদান্তিকগণ 'আকাশ', 'দিক্', 'শূন্য' প্রভৃতি সকলেরই সাধারণ সংজ্ঞা—'দেশ'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। দেশই—আধার। বিস্তৃতি বা যদ্দ্বারা পদার্থের ধারণা হয়, তাহাই দেশের গুণ। জড়প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই আকাশ বা সমুদয় প্রাকৃত পদার্থের আধার। অতএব প্রকৃতি হইতে স্বাধীনভাবে যে পরপদার্থ, তাঁহাকে দেশ, কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিবার বা মাপিয়া লইবার প্রয়াস 'গুরুবস্তু'কে 'লঘু' বা আত্মদমজ্ঞান। এইরূপ চেষ্টাই বিভিন্ন ভাষায় 'গুর্ব্বপরাধ', 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি', 'অক্ষজজ্ঞান', 'আরোহবাদ', 'বিবর্ত্ত', 'নাস্তিকতা', 'অভক্তিমার্গ' প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—"তদ্ধৈতে কবিতা ঋষয়ঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ," "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদি। শ্রুতির এই উপদেশই—ভক্তিমার্গ। অভক্তিমার্গে গুরু স্বীকৃত হয় না। কোথাও বা গুরু-স্বীকারের অভিনয় বা ছলনা হয়, কোথাও গুরুকে অন্যান্য লঘুবস্তুর অন্যতম জ্ঞান করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে শুদ্ধবৈদান্তিকাচার্য্যগণের বিচার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ যদি সনাতন বস্তু হন, শ্রীগৌরসুন্দর যদি একমাত্র পরমনিত্য ও বাস্তব সত্য হন, তাহা হইলে ভগবৎসন্দর্ভের বিচার-অনুসারে শ্রীভগবান্ যদি লীলাপরিকরগণের সহিত নিত্যবিহারাদি-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে বা তাঁহার পরিকরে দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধির যোজনা করা অসুধা মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসত্যবস্তু; তিনি ঐতিহাসিক একটী পাত্রবিশেষ নহেন। অভক্তসম্প্রদায় তাঁহাকে কালকোভ্য বা দেশকালাদ্যন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় প্রদান করে। কাহারও কাহারও ধারণায় কৃষ্ণলীলার পর গৌরলীলা। কিন্তু ভক্তগণ জানেন,—এইরূপ প্রাকৃত দেশকালাবচ্ছিন্ন পূর্ব্বা-পর বিচার পরতত্ত্বে নাই। যাঁহারা চতুর্ব্যূহতত্ত্বের রহস্য অবগত নহেন, তাঁহারা যেমন প্রাকৃতসবিধির জ্ঞান চতুর্ব্যূহকে সীমাবিশিষ্ট মনে করেন, 'অনিরুদ্ধঃ'—'ন নিরুদ্ধঃ' অর্থাৎ যাহা রুদ্ধ হয় না—যাহা কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না,—এই অপ্রাকৃত বিচারটী ধারণা করিতে পারেন না, তদ্রূপ প্রাকৃতপণ্ডিতম্মন্যব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

শ্রীস্বরূপ-রূপ—ইঁহারা কে? ইঁহারা কি প্রাকৃত-দেশ-কালাবচ্ছিন্ন পাত্রবিশেষ? ইঁহারা কি জন্মমরণশীল ঐতি-হাসিক ব্যক্তিবিশেষ? কিন্তু আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্য হইতে জানিতে পারি যে, ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুই অন্যরূপে শ্রীস্বরূপ-রূপ। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী চন্দ্রোদয়ে (১ম অঙ্ক ৭ম সংখ্যা) শ্রীরূপপ্রভুপাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রকৃতৌ কৃপে যস্তস্য রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

অর্থাৎ নিজের তত্ত্বস্বরূপ, দয়িতস্বরূপ (যাঁহাকে তিনি আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন), প্রেমময় নিজাভিন্নরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট, নিজের অনুরূপ, একমাত্র মুখ্যরূপ এবং স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্মহা-প্রভু ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীরূপের দ্বারাই জগতে ভক্তিরসশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতএব যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ, ভক্তিরসা-মৃতের মূল মহাজন শ্রীরূপগোস্বামিচরণকে স্বীকার করিতে

কোন ও অংশে কুণ্ঠিত, তাঁহারা কখনই ভক্তিমার্গে অবস্থিত নহেন। তাঁহারা দর্ম্মবচনের কল্পিত নকারান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই অস্বীকার করিতেছেন—

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"

যাঁহারা শ্রীরূপকে নিষ্কপটে একমাত্র গুরুদেব না জানিয়া তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রকান্তি-বিড়ম্বী চরণ-নখশোভার অনাকৃষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন অন্যাভিলাষ অথবা নির্ব্বিশেষজ্ঞানশূন্যা কিম্বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, অথবা যোগ-তন্ত্রাদি অভক্তিমার্গ-রূপ কুরূপের মোহে আচ্ছন্ন। এই সকল কুযোগী কখনও বিশুদ্ধ-কান্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সন্ধান পাইতে পারেন না; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদের ন্যায় মর্ত্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার-মানসে এক-মাত্র শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

প্রার্থনামুখে আরও জানাইয়াছেন,—

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন, গৌর-পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা-প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যা'র সে-ই—মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ করে সঙ্গে লৈয়া যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র "রূপ-রঘুনাথ-পদে যা'র আশ" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীল রূপকে ভক্তিরসসাগরের একমাত্র মূলপুরুষ বলিয়াই জানাই-য়াছেন। যাঁহারা শ্রীরূপের অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভক্তিমার্গে আদরবিশিষ্ট। এইরূপ অভক্তিমার্গের প্রতি আদরযুক্ত হৃদয়ের উক্তি এইরূপ—"রূপানুগমন ভিন্ন ভজন সিদ্ধ হয় না, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।"

অক্ষজবুদ্ধিবাদীর নিকট ইহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বিষৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ইহাই সত্যমুক্তিপুষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রার আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীগৌরের দ্বিতীয় স্বরূপ মায়াগৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনুগত। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'তোমার গৌড়ীয়া'—স্বরূপ-দামোদরের প্রতি এই বাক্য হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্বরূপ-রূপ ইঁহারা অভিন্ন-বিগ্রহ। স্বরূপের মিত্রই শ্রীরূপ, আবার শ্রীরূপের মিত্র শ্রীরামানন্দ। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ যথাক্রমে ব্রজলীলার ললিতা ও বিশাখা; সর্ব্বপ্রধানা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী শ্রীমতীর কায়-ব্যূহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুসারে মধুর রসের অন্তর্গতই শান্ত-দাস্যাদি সকল রস; যেমন ক্ষিতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণই বিরাজিত, যেমন সহস্রবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত শতবৃত্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিষৎপ্রতীতির আশ্রয়ালম্বনা-ভিমানী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শান্ত-দাস্য বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য-সখ্যাদি রসের বিচার মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন শিরো-মণি শ্রীমতীর কায়ব্যূহ শ্রীললিতা-বিশাখা-রূপমঞ্জর্য্যাদির মধুর রসের বিচারের অন্তর্ভুক্ত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির আশ্রয়ালম্বন চারিপ্রকার ভক্তই মহাপ্রভুর অনুগত। তন্মধ্যে স্বরূপ-রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। কারণ মধুর রসের অন্তর্গতই অন্যান্য সকল রস।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরতত্ত্ব দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, "শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন" বা "শ্রীমন্মহাপ্রভু বিম্বা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার পূর্ব্বে যে সকল ভক্ত উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হইতে পারেন না",—এরূপ যুক্তি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। ভাবি-কালের অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ স্থূলবুদ্ধি উদিত হইতে পারে বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগীতায় ঐরূপ আশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন, যথা—শ্রীভগবানুবাচ—

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, আমি প্রথমে সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন,—

"অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥"

—(হে ভগবন্,) তোমার জন্ম পরবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের বহু পরে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং সূর্য্যের জন্ম তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব তুমি যে সূর্য্যকে এই যোগ কহিয়াছিলে, এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সে সমস্তই বিদিত আছি; কিন্তু তুমি সে সকল কথা অবগত নহ। অতঃপর শ্রীভগবান্ 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা', 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি,' 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার সনাতনত্ব এবং সনাতনধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এই সকল কথা গীতাপাঠক মাত্রেরই গোচরীভূত। পরন্তুত্বে ঐরূপ 'পূর্ব্ব,' 'পর' প্রভৃতি দেশ-কাল-পাত্রগত ব্যবধান আনিলে 'সত্যযুগে আবির্ভূত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত নহেন, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভগবান্ গৌরসুন্দরের অনুগৃহীত নহেন', এরূপ জড়লাম্পট্যিকগণের বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিষয়প্রতীতিযুক্ত ভগবদ্ভক্তমাত্রেই জানেন যে, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি—ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইলেও ইঁহাদের শ্রীরূপের অনুগত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে কোনও বাধা নাই। শ্রীধরস্বামী গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলীলাবিস্তারের বহুপূর্ব্বে উদিত হইলেও তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরম কৃপাভাজন। শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর—যিনি ব্রজলীলার গুণচূড়া, শ্রীসেন শিবানন্দ—যিনি কৃষ্ণলীলার বীরা ধৃষ্টি, ঠাকুর নরহরি—যিনি শ্রীমধুমতী, শ্রীনাথের পুরী—যিনি বৃন্দাবনস্থ প্রেমকল্পতরু, শ্রীঈশ্বরপুরী—যিনি শ্রীবৃন্দাবনের তত্রত্যকের মূলাশ্রয়স্বরূপ, তাঁহারা শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা বা শ্রীরূপমঞ্জরীর বিচারের অনুগত ছিলেন না,—এরূপ বিচার নিতান্ত প্রাকৃত। আবার ঠাকুর হরিদাস—যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপরসিক প্রহ্লাদ বা ব্রহ্মা ছিলেন, কেশব ভারতী—যিনি কৃষ্ণলীলায় সান্দীপনী মুনি ছিলেন, তদাশ্রয় ব্রহ্মচারী—যিনি ব্রজবাসী-বিপ্র বা গৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশমতে বজ্রপত্নী ছিলেন, তাঁহাদিগের দাস্য-বাৎসল্যাদি রসের বিচার শ্রীরূপের মধুর রসের বিচারের অন্তর্গত নহে, এরূপ বিচারও রসানভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

শ্রুতি বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীব্রজ-রূপানুগ বলিয়াই জানেন। সেই মূলগুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইলে কখনই শ্রীরূপের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি বা রসতত্ত্বের পরমগুহ্য সত্তা হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না।

বিশ্লেষণকারী বলেন, "রসোদ্গারাকামার্পিতধনধুরাধামোজ্জ্বল-তদ্বর্ত্তীনামুত্তংসস্তবনিকরবিস্তোভিবদনঃ।"

—শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে'র এই দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমচরণে নাগরীভাবোচিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু একজন নাগরী ছিলেন।' বিশ্লেষণকারীর এইরূপ কল্পনা কোনমতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কারণ স্তবমালাবিভূষণভাষ্যারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রীবৃন্দাবনে স্থিত শ্রীরূপ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।" শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালের কৃষ্ণান্বেষণলীলা এই আটটী শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই সব শ্লোকে সন্ন্যাসীর শিরোভূষণ, উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ'-নামকীর্ত্তনকারী, ভক্তিরসাস্বাদনকারী, রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নৃত্যকারী, সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিশিষ্ট পাত্ররূপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকমাত্রেই জানেন যে, শ্রীক্ষেত্রে ম: ১ম—

• • • •

কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে॥
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাইনু মিলন॥

রথারূঢ় নীলাচলপতিকে দর্শন করিয়া রাধাভাবদ্যুতি-বিত শ্রীগৌরসুন্দরের দীর্ঘবিরহান্তে রাধিকার কুরুক্ষেত্রে

কৃষ্ণদর্শনোত্থ ভাবময় জগৎ। সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। সেই শ্লোকের অনুরূপ ভাবই 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণসহচরি' শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রকটিত করিয়াছেন; সুতরাং বিশ্লেষণকারীর মতে সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীকে বলপূর্ব্বক 'নাগরী' এবং কৃষ্ণবিরহিণীর ভাবে উন্মত্ত গৌরসুন্দরকে সম্ভোগবিগ্রহ 'নাগর' সাজাইয়া দিলে কিরূপ রসবিরুদ্ধভাব ও গৌরবিদ্বেষ সাধিত হয়, তাহা ভক্তিরস-রসিকগণই বিচার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপগোস্বামীর অষ্টক মধ্যে ঐরূপ ভাবের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। যদি শ্রীল রূপগোস্বামী 'রাধোদ্দামা-কামার্ত্তপ্রমদঘনমোহজ্জলতনু' (অর্থাৎ ভক্তি-রসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, অর্ব্বুদসংখ্যক অনঙ্গের কান্তির ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি) বাক্যের দ্বারা গৌরকে নাগররূপেই নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অব্যবহিত পর-শ্লোকেই "যতীনামুত্তংসস্তদিতরবিরোভিবসনঃ" (অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাসিকুলের শিরোভূষণ, প্রাতাতিক সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণবর্ণ যাঁহার বসন) এইরূপ রসবিরুদ্ধ বাক্য বলিবেন কেন? গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসিশিরোভূষণকে 'নাগরী-বল্লভ' সাজাইবার প্রয়াস রসামৃতসিন্ধু-রচয়িতার বা ভক্তিরসসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকের কখনই হইতে পারে না। উহা রসতত্ত্বানভিজ্ঞ স্বকপোলাধী নবীনা-নাগরীর পৌত্তলিকতার অপরাধময়ী চেষ্টায় সম্ভব হইতে পারে।

বিশ্লেষণকারী এইস্থানে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, 'স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্' (অর্থাৎ মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিয়াছিলেন)—এই ভাগবতীয় (১০।৪৩।১৭) বাক্যানুসারে আশ্রয়জাতীয় আলম্বন নাগরীবৃন্দই বিষয়জাতীয় আলম্বনকে 'মন্মথ'রূপে দর্শন করেন। এইরূপ যুক্তি এইস্থানে সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ—(১) উপরি-উক্ত ভাগবতীয় পদ্যে জানা যায় যে, যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই স্বরূপগত রস, অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সেই রসেরই বিষয়ালম্বনরূপে দেখিতে লাগিলেন। যেমন, বীররসপ্রিয় মল্লগণ দেখিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইয়াছেন, স্ত্রীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন, নরসমূহ—জগতের একমাত্র নরপতি, সখ্যবাৎসল্য-প্রিয় গোপসকল তাঁহাকে—স্বজন, ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ—শাসনকর্ত্তা, পিতামাতা—সুন্দর শিশু, কংস—সাক্ষাৎ 'মৃত্যু', কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্, যোগিসকল—পরতত্ত্ব, বৃষ্ণিবংশীয়গণ—পরদেবতারূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া যশোদা কৃষ্ণকে 'মন্মথ'রূপে দর্শন করেন নাই বা মল্লগণ তাঁহাকে 'সুন্দরশিশু'রূপে দেখেন নাই। তদ্রূপ রসামৃতের মূলমহাজন শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ও গৌরসুন্দরকে একই সময় গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসি-শিরোভূষণ ও নাগরীলম্পটরূপে দর্শন করিবার উদাহরণ প্রদান করিয়া নিজকে একজন বেরসিক সাকৃত সহজিয়া বা জড়সম্ভোগবাদী প্রতিপন্ন করেন নাই। (২) যদি এইস্থানে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, তাহা হইলে 'কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বলতনু' বাক্যের সার্থকতা কি? শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বিভূষণ-ভাষ্যে এই বাক্যের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন,—"অতি-মোহনমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ"। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাঁর সেবোন্মুখ ভক্তের নিকট অতিমোহ-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত—এতথা বলিলেই যে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'নাগর' সাজাইতে হইবে, এরূপ অযৌক্তিক কথা কোথাও নাই। প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়সম্ভোগবাদীর ভোগময় নেত্রের তর্পণার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের অতিমোহনমূর্ত্তি প্রকটিত নহে; কিন্তু উহা ভক্তের সেবোন্মুখ-চক্ষে নিত্যসেববোদ্বন্ধ বলিয়া—'অতি-মোহন'। সেবোন্মুখ-ভক্তের মূর্ত্তি যেরূপ ভগবানের নেত্রোৎসব-বিধায়ক, তদ্রূপ সেবোন্মুখভক্তের নিকটও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ভক্তবাৎসল্যময়, ভক্তের সেবাগ্রহণোপযোগি বলিয়া অতিমোহন। এই উক্তি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর 'পুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিত' বাক্যেরই প্রতিধ্বনি।

(৩) সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্ব্বপদ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
(চৈঃ চঃ আ ৪।১২)

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণ-প্রণয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ, ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লিখিত রায়-রামানন্দ-সংবাদে এবং শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবরাজে' অতিসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)
'প্রেম্নৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্''

(গোপরামাদিগের শুদ্ধ প্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়ার প্রথা হইয়াছে)—এই ন্যায়ানুসারে গোপরামা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাই 'কাম'। সেই শ্রীমতীর কামদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর এতদূর বিমণ্ডিত হইয়াছে যে তাহা কৃষ্ণস্বরূপের বাহ্য অঙ্গকেও সম্পূর্ণভাবে সেই আশ্রয়ালম্বনের সেবাচেষ্টার মর্ম্মে সুবলিত করিয়া ফেলিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার কাম কেবল কৃষ্ণের অন্তরকে বিভাবিত করেন নাই, অধিক সম্পূর্ণ অঙ্গকেও তদ্বর্ণে সুবলিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধিকার ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু উপরি-উক্ত ভাব লইয়াই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌর-সুন্দরকে 'কামার্কপ্রেমধুরধামোজ্জ্বলতনু' বলিয়াছেন। বিপ্র-লম্ভের পরিপোষী শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তদীশ্বরী স্বাধ্যাত্মনীয় ভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌরাঙ্গকে 'কামার্কপ্রেমধুর-ধামোজ্জ্বলতনু' বলায় "সৌন্দর্য্যে-কাম-কোটি" গৌরসুন্দরের কত কোটি কামের রূপকেও ধিক্কার দেয় ইহাই বুঝায়, সুতরাং তাঁহার গৌরসুন্দরে 'নাগর' জ্ঞানরূপ কল্পনার আদৌ অবসর নাই। শ্রীরূপগোস্বামীতে মর্ত্যবুদ্ধিনিবন্ধন ভীষণ গুর্ব্বপরাধের ফলেই গৌরনাগরীর শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর বক্তব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। 'তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।'

আমরা পরাম্বরে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কথিতবাক্যে গৌরনাগরীর যে রূপ বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অধিক-তর বিস্তারিত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সুধীজন-সমক্ষে অবতারণা করিব।

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ কিংবা নানা দেব-দেবীর উপাসনা যদি শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় না-ই হয়, তাহা হইলে ব্যাসদেব মহাভারতাদি গ্রন্থে ঐ সকল উল্লেখ করিলেন কেন? তদুত্তরে মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণায়কগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।১৫ বলেন,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

স্বামিটীকাসহ এই শ্লোক আলোচ্য।

(ভাঃ ৩।৩।২২) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী ভাবার্থদীপিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই যে, বিদুর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন,—হে মুনি, আপনার সখা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে মোক্ষ-ধর্ম্মের অঙ্গে নারায়ণীয় উপাখ্যানদ্বারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াই ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি ত্রিবর্গের বর্ণন করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনের উদ্দেশ্য বহির্ম্মুখ-জনগণের মতি হরিকথায় প্রবেশ করাইবার জন্যই গ্রাম্যসুখের সম্ভোগদ্বারা মনুষ্যগণের মতি চরিত্র কথার নিশ্চয়ই অনেকটা নীত হইয়াছে। ইতিহাস-সমুচ্চয়েও উক্ত হইয়াছে —কামিগণের কাম, লোভীর লোভ বর্ণনদ্বারা কৃষ্ণের কাম লোকদিগকে কূপমধ্যে পাতিত করিয়া কি ফল লাভ হইতে পারে? অতএব এই মহাভারতে লোকের চিত্ত হরি-কথাতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কাম ও লোভের কথা বলিয়া পবিত্র ইতিহাসসমূহ-দ্বারা আবার সেই স্থানেই কাম ও লোভকে নিন্দা করা হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে সেই মহাকারুণিক ও বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি মানুষের ঘোর সংসারবন্ধনের হেতুভূত কাম-লোভের বর্ণনা কেনই বা করিবেন? (শ্রীধর)

শাস্ত্রে আলোচনাকল্প ও সিদ্ধান্তকল্প ভেদে দুইপ্রকার বিভাগ লক্ষিত হয়। আলোচনাস্থলে বিরোধপ্রায়-বাক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তস্থলে যাবতীয় বিরোধবাক্যের সমাধান হইয়া থাকে। পরবর্ত্তি-বাক্যের উৎকর্ষ-স্থাপনের নিমিত্তই বিরোধপ্রায় বাক্যের উল্লেখ। শাস্ত্রে কর্ম্ম আলো-চনাস্থলে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, আবার জ্ঞানালোচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করিয়া ভক্তির উৎকর্ষ-বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এরূপ বর্ণনের উদ্দেশ্য। তারতম্য-বিচারের দ্বারাই উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়। যেমন বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের উৎকর্ষ দেখান যায়, কেবল একব্যক্তির তুলনায় উৎকর্ষ প্রকাশ করা যায় না, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ কৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে ৮৩ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—তত্তচ্চ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহ্বোপদিশ্যাপি

মহোপসংহারবাক্যস্থ তত্ত্বোপদেশস্য পরমত্বং নিদিশ্য • • শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্।

অর্থাৎ তারতম্য-জ্ঞানের জন্য বহুবিধ সাধনোপায় বর্ণন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। নানা দেবদেবীর উপাসনাবিষয়ও ঐরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনায় জীবের অল্পসম্পত্তি বা অনিত্য ফলপ্রাপ্তি এবং ভগবদুপাসনায় নিত্যানন্দলাভ, অন্যান্য দেবদেবীর ভগবদধীনত্ব প্রভৃতি তারতম্য বর্ণন দ্বারা কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ-স্থাপনোদ্দেশ্যে বহুবিধ দেবদেবীর উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

২। যদি প্রকৃতিবাদ বা প্রকৃতির কর্তৃত্ব শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নাই হয়, তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতেও প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত হইল কেন? যথা—

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে প্রকৃতির প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতিকে বলিতেছেন,—আপনি এই সমগ্র জগৎ ধারণ করেন, এই জগৎ আপনার সৃষ্ট, হে দেবি! এই জগতের স্থিতিকালে পালন ও শেষে ধ্বংস নিত্যকাল আপনার দ্বারাই হইয়া থাকে; এই প্রকার বহুবাক্যের দ্বারায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়।

প্রকৃতির স্বরূপ জড়রূপা, ইহা নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রণেতা কপিলও তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জড়রূপা প্রকৃতির কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্যও প্রতিপাদন করিয়াছেন। এখন সংশয় এই যে, প্রকৃতির যদি কর্তৃত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতির কর্তৃত্ব উল্লেখ করিলেন কেন? প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দ্দন, চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশ প্রভৃতির কর্তৃত্বসূচক বাক্যের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায় কেন? এইরূপ সংশয়ের সমাধান আচার্য্যগণ এইরূপে করিয়াছেন—

পরাধীনা, অস্বতন্ত্রা, পরমুখাপেক্ষিণীকেই 'স্ত্রী' এবং পরাট্, স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তুই 'পুরুষ'রূপে আখ্যাত হয়। শক্তি পরাধীনা, এজন্যই তাহা স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছে। জড়বস্তুতে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবিদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে।

জড়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই জড়কেই স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া কর্তৃত্বের আরোপ করা হয়; উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতাকে উন্মাদিনী, কলিকে ধর্ম্মচ্ছেদক, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু 'কলিকাতা' বলিলে জড়ীয় স্থান মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। জড়বস্তুর উন্মাদধর্ম্ম কিরূপে হইতে পারে? কলিকাল, উহাও জড় বা চেতনহীন পদার্থমাত্র, সুতরাং কলিকালের ধর্ম্মচ্ছেদন-কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। বিদ্যার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন সামর্থ্য লক্ষিত হয় না, ঐ গুলি চেতনাশ্রয়েই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কলিকাতা-নগরবাসী লোকসকলকে লক্ষ্য করিয়াই কলিকাতাকে 'উন্মাদিনী' বলা হইয়াছে অর্থাৎ যখন চেতন বা জীব কলিকাতা-নগরীকে আশ্রয় করিয়া নিজকে আনন্দিত বোধ করেন, তখন তাঁহারা কলিকাতাকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। চেতনময় জীব যখন বিদ্যাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, তখন বিদ্যা "অর্থদায়িনী" এই বিশেষণদ্বারা সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, বস্তুতঃ চেতন ব্যতীত ঐ সকল অচেতন দেশ-কালাদির স্বতন্ত্র-কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সংসারে যেরূপ সৃষ্টিবিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ চেতনাচেতনের সংযোগ সৃষ্টিক্রিয়াতে উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্র-কর্ত্তা চৈতন্যকে পুরুষ এবং চৈতন্যাধীন অস্বতন্ত্র-কর্ত্রী জড়কে স্ত্রী বা প্রকৃতি বলিয়া নামকরণ করা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"নাত্র কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্তৃত্বপ্রতিষেধনার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ॥"
(ভাঃ ২।১০।৪৬)

অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপরূপে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে কর্তৃত্ব নাই, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া তাহার উপর কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। শক্তি গমন করিতেছে বলিলে যেরূপ শক্তিমানের গমনই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ শক্তির কর্তৃত্ব বলিলে শক্তিমানের কর্তৃত্বই বুঝিতে হইবে।

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

তৃতীয়া প্রভা

কটক হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় "গৌড়ীয়-বিজয়ম্" নামক পত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত এবং 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন' প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল কুরাদ্ধান্ত ও পূর্ব্বপক্ষ শ্রীপত্রের বিংশ ও দ্বাবিংশ সংখ্যায় শাস্ত্র প্রমাণ ও বিচার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষগুলির অসারতা ও নিরর্থকতা আরও বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষকারী লিখিয়াছেন যে, (ক) মধ্বসম্প্রদায়ে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ—এই ষড়্‌বিধ ভেদ বর্ত্তমান; সুতরাং 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়'কে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। তাঁহার দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, (খ) চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ যাঁহার কৃপাপ্রার্থী, সেই কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কিরূপে তাঁহাদের কোনও একজনের বংশজ হইতে পারেন? (গ) তাঁহার তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি মহাপ্রভু মধ্বমতকে বহুমাননই করিবেন, তাহা হইলে তিনি কেনই বা তত্ত্ববাদীর মত খণ্ডন করিলেন?

প্রথমতঃ 'সম্প্রদায়'-বাক্যটি বিচার করা যাউক। সম্-প্র-'দা'ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ (অ—আগম) প্রত্যয় করিয়া 'সম্প্রদায়'-শব্দ নিষ্পন্ন। ভরত বলেন,—'গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশঃ শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ'। অমর-কোষে 'সম্প্রদায়' ও 'আম্নায়' একপর্য্যায়-শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিচরণ—'সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ' প্রভৃতি বাক্যে সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

আদিগুরু ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা'-নাম্নী শ্রুতিই 'আম্নায়'। সেই আম্নায়-বাক্য বা শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। শ্রুতি —"ব্রহ্মা যো বৈ নঃ প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ ... যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)" প্রভৃতি বাক্যে এইরূপ গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ বা সৎসম্প্রদায় স্বীকারের অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত-বাক্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের-কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব-গীতায় ভগবান্ ব্রহ্মসম্প্রদায়-কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ-ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি। ... ব্যক্তির্ভবতানি ভিদ্যন্তে তনানাং পতয়স্তথা। এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥" (ভা ১১।১৪।৩-৭) পুনরায় শ্রীস্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১২।১৩।১৯) "শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপেণ ভগবদ্ধ্যান-লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি। ব্রহ্মা ব্রহ্মণে।

"ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মসম্প্রদায়-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে সকল লোক—'পরব্যোমেশ্বরস্তা-বীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ, ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্গুরু-পাষণ্ডমত-প্রচারক।" তত্ত্বসন্দর্ভে (৯ম ও ১০ম) শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—"অনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সার্ব্ব-লৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।"

অর্থাৎ "অনাদিসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সার্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন বস্তু বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।"

"শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্ব-প্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণদ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির গুরুগুরু—শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপ্রণীত শাস্ত্র

নিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে বৃত্ত করিয়া স্বীয়কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?" (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১১পৃঃ)। ... নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষালাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত', তথা 'সর্ব্বস্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিদ্দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতিবিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকমত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটী মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসানলাভ করিবে।' (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৮৯ পৃষ্ঠা)

এইস্থানে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়া থাকেন যে, 'উক্ত-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আমার বিবিধ পূর্ব্বপক্ষ তোমার সিদ্ধান্ত-পক্ষের সম্মুখে সুদুর্লক্ষ্য মেরুসদৃশ হইয়া পড়িবে।' কিন্তু সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানজ্ঞ মনীষিগণ বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষ-কারীর যুক্তিগুলি সুদুর্লক্ষ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে অতীব দুর্ব্বল; সুতরাং শ্রীমদ্বিশ্বনাথীয় মাধব-বৃক্ষের 'পরপক্ষগিরিবজ্রের' ন্যায় কঠোর অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। সুদর্শন-নেমির কিঞ্চিৎ প্রভাবদ্বারাই সুধীগণের নিকট সৎসিদ্ধান্ত প্রকটিত হইবে।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য মোক্ষকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য স্বীকার করেন নাই। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত 'সাযুজ্য'-শব্দদ্বারা সাধারণে যে 'জীব-পরমাত্মৈক্য' ধারণা করেন, শ্রীমদ্বলদেবপাদের বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তদ্মতে সেইরূপ সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত। যদি শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য জীব-পরমাত্মৈক্যই স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈত-বাদী বা নিত্যপঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্করভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। ভাস্করভট্টের ঔপচারিক ভেদবাদ ও শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যের তাত্ত্বিকভেদ বাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদ-বিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হইলে শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যকে আমরা কখনই জীব-পরমাত্মৈক্য-স্বীকারকারী বলিব না। ভাস্করীয়-মত বেদার্থ-সংগ্রহে শ্রীভাষ্যকার খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেবমতে কিরূপভাবে জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ লেখনী হইতে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) অতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্ব এব মহাতাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্। কথং চ জীবপরমাত্মৈক্যে সর্ব্বশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যং ভূয়াতে। সর্ব্বপ্রমাণ বিরুদ্ধত্বাৎ। (বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়)

অতএব বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতাই নিখিলশাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। অনেকের মধ্যে একের আতিশয্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেই তদ্বাচক শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। বহু বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকিলে তুলনা বা একের আতিশয্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুকে পরতম-রূপে স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রমাণবিরোধহেতু কিরূপেই বা সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য জীব-পরমাত্মৈক্যে যোজনা হইতে পারে ?

(২) "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা। পুনশ্চানন্ত-ধা তস্য পুনশ্চাপি ন্যূনস্যধা। নৈকাংশ সমবায়াদ্ধ্যঃ শ্রীশেষ-ব্রহ্মশঙ্করা ইতি নারদীয়ে। ... নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্।"

(গীতা-ভাষ্য)

সত্য, সত্য, পুনরায় কোটি কোটি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাই একমাত্র সত্য যে, যদি বিষ্ণুমাহাত্ম্যের লেশমাত্রকে কোটিভাগে বিভক্ত করা যায়, পুনরায় তাঁহাকে

আবার অনন্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়, তথাপি সেই একাংশ সেব্য বিগ্রহও শ্রীদেহ, ব্রহ্মা বা শঙ্করের মাহাত্ম্য সমান হইতে পারে না। নারায়ণের তুল্য বর্ত্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ হন নাই, ভবিষ্যতেও কেহ হইবেন না—ইহাই নারদীয় বাক্যে উক্ত হইয়াছে। এই সত্য বাক্যের দ্বারা আমি আমার সম্বন্ধ অর্থাৎ জীবস্বরূপাবস্থার নিত্য ভেদ, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহাদের নিত্যসেব্যসেবক সম্বন্ধ প্রভৃতি সাধন করিব।

(৩) "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯) ইতি চ মুক্তজীবস্য পরাপত্তিশ্রুতেঃ। অতস্তদ্যোগবিভাগঃ।

অতঃ পূর্ব্বমপি স এব, ন হ্যস্তরাস্তরত্বং বৃত্তান্ত ইতি চেন্ন তল্লোকবৎ। যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীকৃতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাৎ তদন্তর্ভূতমেব ভবতি, ন তু তদেব তাদাত্ম্যোদাহরণমপি। তথা চ শ্রুতিঃ—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥"
(কঠ ৪।১৫) ইতি।

স্কান্দে চ—

"উদকম্বুদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যাৎ পরমাত্মনা।
প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণাৎ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈরপি প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্ হৎস্বভাবঃ কৈবল্যাৎ স ভবান্ কেবলো হরিঃ॥"
(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪-অধ্বরভাষ্য)

(৩) "যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন" (মুণ্ডক ৩।২।৯)—এই বাক্যেও মুক্তজীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাদের (মুক্ত-জীব ও ব্রহ্মের) অবিভাগ সিদ্ধ হইল।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বেও জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন, যদি তিনি তৎস্বরূপ না হইবেন, তাহা হইলে মুক্তদশায়ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। কারণ একবস্তু কখনও অন্য বস্তুস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব যেহেতু জীব মুক্তদশায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অন্য বা বস্তুতর নহেন। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ইহা (পূর্ব্ব আপত্তি) যদি বল, (তাহা হইলে উহা) সঙ্গত নহে, কারণ এবিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত আছে"। যেমন—একজল অন্যজলের সংযোগ মিশ্রিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা এক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় জল ভিন্ন বলিয়া উহাদের এক হওয়া অর্থ 'একজল অন্যজলস্বরূপ হইয়া যাওয়া' এরূপ নহে; কিন্তু এস্থলে তদন্তর্ভূত হওয়াই একীভাব শব্দের অর্থ। এস্থলেও ঠিক ঐরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, হে গৌতম, যেমন এক শুদ্ধজলে অপর শুদ্ধজল মিশ্রিত করিলে উহা তাহারই মত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুনির আত্মাও ব্রহ্মের মত হইয়া থাকে॥

স্কন্দপুরাণেও আছে যে—যেমন একজলে অন্যজল নিক্ষেপ করিলে তাহার সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় লোকের মনে হয় যেন নিক্ষিপ্ত জল পূর্ব্বজলস্বরূপ হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও "জীব ব্রহ্ম হইয়াছেন" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন না। কারণ ব্রহ্ম—স্বতন্ত্র, জীব—পরতন্ত্র (ব্রহ্মের অধীন), ব্রহ্ম—বিভুপদার্থ, কিন্তু জীব—অণুপদার্থ, এইরূপ উভয়ের স্বরূপগত বিবিধ পার্থক্য-বশতঃ একে অন্যের স্বরূপ হইতে পারেন না। ব্রহ্মা বা শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণও যে অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ নহেন, তাদৃশ কৈবল্য-অবস্থাই যাঁহার স্বরূপ—আপনিই সেই কেবলস্বরূপ শ্রীহরি॥

(৪) "অতো জলে জলৈক্যভাববদেকীভাবঃ। উদকম্ উদকে শুদ্ধং শুদ্ধং যথা সিক্তং ইত্যাদৌ তত্রাপ্যন্যোন্যাত্মকত্বে বৃদ্ধ্যসম্ভবঃ।" (গীতা ২য় অধ্যায় মাধ্বভাষ্য)

(৪) "অতএব এস্থলে একীভাব শব্দের অর্থ—একজলে অপর জলের একীভাবের ন্যায় বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও আছে যে—যেমন—"শুদ্ধজলে শুদ্ধজল একীভূত হয় এবং যেরূপ নদীসকল মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ যদি এক জলের সঙ্গে অপর জল মিলিত হইয়া পূর্ব্বজলস্বরূপই হইয়া যাইবে তাহা হইলে আর সে স্থলে জলের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে॥

(৫) যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
তবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিত্বং ব্রহ্ম কস্মাত্তবিবাসি জীব॥
(তত্ত্বমুক্তাবলী)

(৫) যেমন সমুদ্রে বহু তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মেও আমরা বহুজীব অবস্থান করিতেছি, কিন্তু সেজন্য

তত্ত্ব কখনও সমুদ্রস্বরূপ নহে। অতএব হে জীব, তুমি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ তুমি যে নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অভিমান কর, উহা মিথ্যা মাত্র)।

(৬) 'অন্যেন সর্ব্বরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি।'

(মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।৮৫)

(৭) ব্রহ্মের স্বীয় অনন্তরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জীব তাঁহা হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন।

(৭) ন চ ভেদে সমন্বয়োঽভিন্নীয়তে "সত্যং আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যাৎ ভিন্না সত্যাৎ ভিন্না সত্যাৎ ভিন্না মেঘাকণ্যা মেঘাকণ্যাঃ মেঘাকণ্যাঃ।"

(১।১।১২ মধ্বভাষ্যধৃত সৌপর্ণি-শ্রুতিবচন)

শ্রীমধ্বমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব-ঈশ্বরের ভেদ ও নিত্যোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে :—

(১) ন যত্র মায়া কিমুতাপরেহরেঃ

রজস্তমো যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ। ইত্যাদি

শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্যং মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ।

(ছান্দোগ্যভাষ্য ৬ অঃ)

(১) যে স্থানে অজ্ঞের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহেন, তথায় দেবাসুরাদি নিখিলজীব-পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন।

(২) 'ভক্ত্যোপাসকৈর্নিত্যাতে সীরমোহৈঃ', 'মুক্তৈর্বন্দ্যঃ স এক ইতি'।

(মহাভারত-তাৎপর্য্য ২।৬২,৬০ ও সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

(২) "মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীহরি পূজিত হইয়া থাকেন"।

"সেই একমাত্র পরম পুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়।"

(৩) মুক্তস্যোপাসনা কর্ত্তব্যা ন বেতি অতো ব্রবীতি— ... মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি ভেদেনোপাসনং হরেঃ। নিয়মানন্ত্যং বিদ্যাঃ কৃপায়ৈরপাধীয়তে। (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

(৩) মুক্তের পক্ষে উপাসনা কর্ত্তব্য কিনা এবিষয়ে বলিতেছেন,—

বিদ্বজ্জন মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদের ভগবদুপাসনা এবং কৃপাদি গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগ্রহমোহ অর্থাৎ নিত্যদাসত্ব মুক্তপুরুষগণের দ্বারাই পূজিত হন। সেই অধয়জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুষোত্তম। এইসকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শ্রীমধ্বমতের সাধ্য 'মোক্ষ' যে 'বিষ্ণুভক্তিলাভ', তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। তাই, শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার 'প্রমেয় রত্নাবলী'-গ্রন্থে মধ্বমতের প্রমেয়সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়া 'মোক্ষং বিষ্ণুভক্তিলাভং'—এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও আচার্য্যপাদ 'মুক্তির্হিত্বা হি অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভা ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূলসূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই 'মুক্তি'—এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও 'মুক্তিপদ' অর্থে 'কৃষ্ণ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি 'মুক্তি' জীব-পরমাত্মৈক্য বা নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসামূলা আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া নিত্যসেব্যাধারা সেব্য সেবক-সম্বন্ধ বরণ করিল, তাহা হইলে মুক্তিকে 'বিষ্ণুভক্তিলাভ' বা ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কথিত 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উহাকে 'বিষ্ণুভক্তিলাভ' বা 'ভক্তি' হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদনিষ্ঠাকারী শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী হইয়া শুদ্ধ-ভেদবাদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সাধ্যসার-বিজ্ঞানে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শ্রীমধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণুভক্তিলাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ছাঃ ভাঃ ৬ অঃ) অর্থাৎ জ্ঞানের তারতম্য ('মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে'—ব্রহ্মভাষ্য ৩।৩।৩৩) স্বীকৃত এবং ভজনত্রারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণুভক্তিলাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসারপ্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তিও নিতান্ত অযুক্তিমূলা।

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্য-

ব্রহ্মদাস জীবকুলকে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ পীড়া হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং ঔপচারিক ভেদবাদীর ভ্রমময়ী দুর্গতি হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্ত্বিক ভেদবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া তত্ত্বভেদের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাষ্যমতে ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই। কেননা, শুদ্ধদ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে এইরূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদমতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।"

"তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিষু জীবস্য পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং য ইত্যপূর্বেত্যাদিষু ভেদঃ। অত উভাভ্যাং ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসকাশাৎ পূর্ণঃ পরো জীবস্তেভ্যো হ্যপূর্ণঃ। • • সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি। ভবিষ্যপুরাণে চ— ভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্নস্তথাপি জ্ঞানরূপতঃ। প্রোচ্যন্তে ব্রহ্মরূপেণ বেদবাদেষু সর্ব্বদা ইতি।" (মাধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯)।

তত্ত্বমুক্তাবলীতেও দৃষ্ট হয়—

'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে পরতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতীতি হয়। আবার 'নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩), 'দ্বাসুপর্ণা' (মুঃ ৩।১, শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে, তদ্নিমিত্ত বলিতেছেন,—অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব বিভু জীবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন। পরমতত্ত্ব—পূর্ণ এবং জীব—অপূর্ণ অর্থাৎ খণ্ডচেতন। অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) প্রভৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের সমাধান এইপ্রকার যথা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—জীবসকল ভিন্ন, পরতত্ত্ব ভিন্ন; উভয়েই চেতন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সর্ব্বত্রই তদুভয়ের একত্ব বা জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নিং মানবকং যদ্বদ্ধি কশ্চিৎ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্।

আহার্যভ্রমতো জগৎ পুনরিদং ভেদেপ্যভেদা মতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটুকে—অগ্নি, বদনমণ্ডলকে—পূর্ণচন্দ্র-বিম্ব, চক্ষুকে—নীলপদ্ম, কুচতটকে—মেরু এবং করকে—পল্লব—এরূপভাবে উক্তি করিয়া থাকেন, কেননা, আহার্য্য ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য ঐক্যবোধে প্রথমা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'ব্রহ্ম' ও 'অহং'—যে জীব, ইহাদের নিত্যভেদসত্ত্বেও প্রাদেশিক-সাদৃশ্য-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমার ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্যবশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'—এই উভয় পদে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দোষ নাই।

একদিকে যেমন শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যপাদ ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার শ্রুতিকে নিত্যরূপে (ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর ন্যায়, ব্যবহারিকরূপে নহে) গ্রহণ ও সম্মান করিয়া প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত মধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া মধ্বমতকেই অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন।

'শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধ্য, সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য ও বাদে পরস্পর আত্যন্তিকভেদ বর্ত্তমান, অতএব গৌরদাসগণ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন,'—এইরূপ বিচার-প্রণালী অদ্বৈতভেদবাদমূলেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যের বাক্যাবলী ও শাস্ত্রীয়যুক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যের 'সাধ্য' ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সাধ্যসার' পরস্পর আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, পরন্তু একটী আর একটীর চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। আমরা বাদ-সম্বন্ধেও সামান্যভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এতদ্বিষয়ে বারান্তরে আরও বিস্তারিত আলোচনামুখে সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য সম্বন্ধে বিচার প্রদর্শন করিব।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)

শ্রীনাথদ্বার গিরিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ও পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত একটী দুর্গম নগর। মৌলি ষ্টেশন হইতে ৩৭ মাইল আসিয়াই শ্রীনাথদ্বারার বর্ত্তমান ভূস্বামী শ্রীল গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামী মহাশয়ের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ভূস্বামিত্ব উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গোস্বামীজী একটী 'সামন্তরাজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনাথদ্বারায় তাঁহারই শান্তিরক্ষকগণ সেই সকল প্রদেশের শান্তি বিধান করেন। গোস্বামী হুজুরের নিজ কোম্পানী সেনাও আছে। সেই সেনার একটী অধিনায়কের সহিত আমাদের কিয়ৎক্ষণ আলাপ হইল। তিনি পূর্ব্বে বৃটিশ সৈন্যের মধ্যে একটী বিশিষ্টপদে কার্য্য করিতেন। ধর্ম্মশালাটী বৃহৎ হইলেও গৃহের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে যথাবিধি স্থান দিতে সঙ্কোচিত হইল। ধর্ম্মশালার সকল ঘরগুলি শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বিদেশ হইতে সমাগত ভক্তগৃহস্থগণকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। শ্রীনাথদ্বারের সেবা কেবল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নহে, সাধারণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সকল সেবা অপেক্ষা পারিপাট্যযুক্ত ও বৃহৎ। ভারতে এতাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেবা অল্পকুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যহ ভোগের জন্য নূন ১৫০০ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। প্রসাদ পাকা ও কাঁচা ভেদে বিবিধ। নানাবিধ ব্যঞ্জন, ডালি, তরকারী, বিভিন্ন অন্নাদি মধুর রস তদ্ব্যতীত মিষ্টান্ন দ্রব্য, লুচি পুরি ও ক্ষীরের দ্রব্যসমূহের কোনও প্রকার অসদ্ভাব নাই। গোস্বামী মহারাজের গোশালায় দেড়সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি কৃষ্ণসেবার্থে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। গব্যদ্রব্য দ্বারা শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার প্রচুরতা সিদ্ধিত হইতেছে। শ্রীমন্দির সর্ব্বদাই জনতাপূর্ণ। একটী নানাবিধবিশিষ্ট বাজারও তথায় দেখিতে পাইলাম। বাজারের মধ্যে একটী সাধারণের পাঠাগার। বহুবিধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পার্শি ও ইংরাজী গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রাদিতে পাঠাগারের সকল শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা গোস্বামী মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী কৃষ্ণদাসজীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি বলিলেন, 'আমার নাম কৃষ্ণদাস নহে, আমার পদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণদাস। জানিতে পারিলাম যে, তিনি শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের শ্রীমদন-পরিবারভুক্ত না হইয়া শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ের অনৈকব্যক্তি এবং সেবার প্রধানকার্য্যকারক। তিনি আমাদিগকে শ্রীগোস্বামী মহারাজের কতিপয় পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগোস্বামী মহারাজকে আমাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী মহারাজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টব্যক্তি ব্যতীত কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। তজ্জন্য পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার-লাভ হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। আমরা পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও ঐতিহ্য বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম। সহসা গোস্বামী হুজুরের আদেশমত জনৈক পণ্ডিত আমাদিগের কথা শ্রবণ করিতে করিতে গোস্বামী মহারাজের নিকট আহূত হইলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরেই আমাদিগকে গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার দেওয়া হইল।

মহারাজের প্রাসাদে বিবিধ প্রাকার অতিক্রম করিয়া আমরা দ্বিতলের উপর মহারাজের বসিবার বিস্তৃত চলগৃহে উপনীত হইলাম। প্রাসাদের স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহরী সমূহ সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। আমাদিগের জন্য আসন এবং বিশেষতঃ আমার জন্য স্বতন্ত্র আসন ও পণ্ডিত-গণের আসন ব্যতীত গদীর উপর গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিলাম। তিনি আমাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী মহারাজের সহিত আমাদিগের অর্দ্ধ ঘণ্টাব্যাপী হরিকথামূলে নানাবিধ আলাপ হইল। গোস্বামী মহারাজ বিশেষ বিনয়ী এবং তাঁহার সৌজন্য দর্শনে আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বহু মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণবোচিত দৈন্যতায় আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের কাল উপস্থিত হইতেছে জানিয়া আমরা শ্রীবিগ্রহের দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি আমাদিগকে কতিপয় দিবস শ্রীনাথদ্বারে অবস্থান করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ তথায় দিবসত্রয় অবস্থানের জন্য তিনি বারম্বার আমাদিগকে অনুরোধ করিলেও যখন

আমরা অন্তরঙ্গ তীর্থদর্শনের ব্যবস্থানুরোধে তথায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারিব না, শুনিলেন, তখন ভগবদ্দর্শনের ভক্ত ব্যবস্থা করাইলেন এবং তৎপূর্বেই আমাদিগকে বিচিত্র ও সুরম্য ভাবপ্রকাশ-বসনাদি দ্বারা সমাদর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসও তাঁহার আর কতিপয় কর্ম্মচারিদিগকে আমাদিগের স্বচ্ছন্দভাবে ভগবদ্দর্শন করাইবার জন্য আদেশ করায় আমরা শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে তাঁহার অনুগমন করিলাম। মধ্যে মধ্যে পশ্চাদ্দেশের দ্বারসকল রুদ্ধ হইল। সম্মুখস্থিত দ্বারসমূহ ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বনমহারাজ আমাদের সঙ্গে থাকায় তাঁহাকে একটু দূর হইতে শ্রীভগবদ্দর্শন করিতে ব্যবস্থাপিত করা হইল। আমরা শ্রীমূর্ত্তির অতি সন্নিকটে একটী বৃহৎ ধূপের নিকটে উপনীত হইলাম। আরাত্রিক সময় উপস্থিত হওয়ায় বহুবিধ মহিলাভক্ত বলপূর্ব্বক উৎকণ্ঠাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলে প্রতিহারিগণ তাঁহাদিগের নিকট গোস্বামী মহারাজের কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং আমাদিগের প্রতি করুণ হইয়া সুষ্ঠুদর্শনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সমাগত হইয়া স্বহস্তে আরাত্রিকাদি বিধান করিলেন। আমরা শ্রীভগবদ্দর্শনানন্তর অপর পথ দিয়া ক্রমশঃ মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরে আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীগোস্বামী মহারাজ শ্রীনাথজীর বিচিত্র ও সুপ্রচুর মহাপ্রসাদ ধর্ম্মশালায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীগোস্বামী মহারাজের নানাপ্রকারে আমাদিগের প্রতি সৌজন্য ও করুণাপূর্ণ ব্যবহারে আমরা শ্রীনাথজীর কৃপা লক্ষ্য করিলাম।

শ্রীনাথজী শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর উপাস্য বিগ্রহ। শ্রীবল্লভাচার্য্য-তনয়ের অধিকার কালে ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীমথুর মণ্ডল হইতে এই পর্ব্বতে স্থানান্তরিত করা হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীনাথদেব দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীবল্লভাচার্য্যের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত শ্রীবিগ্রহ। এক্ষণে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্যময়ী সেবায় সেবিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীবিগ্রহের দর্শন, সম্ভাষণাদি করেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত সাদরে দর্শনীয় বস্তু।

শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সাম্প্রত বিশ্বাসানুসারে শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণের সহিত কথঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ষোড়শগ্রন্থের অন্তর্গত সন্ন্যাস লক্ষণ প্রবন্ধে তাবদুক্ত সন্ন্যাস স্বীকার করিলেও—"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌরভগবান্"—এই সদ্ভাবের সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। ইহাদের গৃহস্থজনোচিত ব্যবহার শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় আদর করেন না, পরন্তু গৌড়ীয় বিশুদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় এই সকল চিন্তাস্রোতের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত। শ্রীভাগবতকথিত গোপীগণের উক্তি "[যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ • • গেয়ং যশোমতি মনস্যাদিশাৎ সখা নঃ॥" (ভাঃ ১০।৮২।৩৫)]—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসবেশে পরিদৃষ্ট হইয়া সেই ভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় মনে করেন যে, বাহ্যজগতে বিরাগ-বিশিষ্ট বেশের সহিত ভগবদ্দর্শনাদি বিহিত নহে; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের বিচার এই যে, বাহ্য-শরীর ও বাহ্য শারীরিক প্রদর্শনী অন্তর্ভাবের সহিত এক নহে। এই ভ্রম হইতেই 'সখিভেকী সম্প্রদায়' বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় বিষয়লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে। 'অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার'—এই কথা বিকৃত ভাবে বুঝিতে গিয়া "তৃণাদপি সুনীচতা"র বাহ্যানুকরণের নামে কাপট্যের তাণ্ডবনৃত্যে ব্যস্ত। অন্তর্দশায় ভগবৎসেবা ও বাহ্যদশায় কাপট্য-পূর্ণ হরিসেবার অভিনয়—এতদুভয় এক নহে, জানাইবার জন্যই সাধন ও সাধ্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদ ও শ্রীসনাতন প্রভৃতে আমরা এ সকল বিশেষ রূপে অনুশীলন করি। সাধন ভক্তি ও সাধ্য ভক্তি উভয়ই 'ভক্তি' হইলেও সাধন-বৈচিত্র্য ও সাধ্য বৈচিত্র্যের ধারণাদ্বয় এক নহে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত বিচার ও আত্মানুশীলন এক নহে।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২১৮ অঙ্কে)"—এই উপদেশের বিকৃত ভাব বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ে প্রবল আছে। এমন কি বর্ত্তমান কালেও কোনও কোনও সাধু-প্রতিম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামে পরিচিত ব্যক্তির এই সকল বিষয়ে ভ্রম হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী —বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ গ্রহণ করায় উহাই শ্রীমন্মহা-

পড়ুয়া অনুগত গোস্বামিগণের অভিমত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তজ্জনৈপুণ্যের উহা অভাব মাত্র। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ প্রভৃতি কীর্ত্তন যুগে প্রচারিত না হইলে উহা কল্পিততা মাত্র। তাহা শ্রীগোস্বামিগণের ভজনপ্রণালী নহে।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে—গত ৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার অপ্রাকৃত-কবি-কুল-কৌস্তুভ শ্রীলরঘুনাথদাসগোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব মহামহোৎসব কীর্ত্তন, পাঠ ও গোস্বামিঠাকুরের চরিতালোচনা মুখে মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভাগ্রগ্রামনিবাসী শুদ্ধগৌরাঙ্গসেবাতৎপর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

উড়িষ্যায়—স্বধামগত ধর্ম্মবীর জমিদার সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের পরমধার্ম্মিকা পত্নী এবং তদীয় ভক্তপুত্র সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের উদ্যোগে আবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে "সাধনপথ" গ্রন্থ খানি উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক এবং শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপ্রভুর উপদেশামৃত সমন্বিত এই উপাদেয় গ্রন্থখানি উৎকলদেশে প্রচারের জন্য তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শ্রীভগবান ও ভক্তে ঐকান্তিক নিষ্ঠাপরায়ণ পরলোকগত পরমভাগবত সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের উপযুক্ত বংশধরেরই পরিচয়। তাঁহাদের এই মহদনুষ্ঠানের জন্য উড়িষ্যাবাসী মাত্রেই তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, উক্ত ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস মহাশয়ের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহার অকৃত্রিম চেষ্টা ও যত্নের ফলে প্রচারক-বৃন্দ সেস্থানে প্রচারে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যত্ন এবং শ্রীভগবানে নিষ্ঠা অনুকরণীয়। তিনি ঐ প্রচার কার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভগবৎসেবা পরনামের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার এবং তদ্ভক্ত পরিবার সামন্তবংশের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বালেশ্বরে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত ধরণীধর মাইতি মহাশয়ের ভবনে দুই দিবস স্বামিজী সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলের সমক্ষে বক্তৃতামুখে সম্বন্ধাভিধেয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ উচ্চ তত্ত্বকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান জনমাত্রেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর সার্ব্বজনীনধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারে উৎসাহ ও প্রযত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কৃপা অধিকারী মহাশয়ের সেবাবৃত্তিও আদর্শ।

(প্রাপ্ত পত্র ১নং)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু

শত কোটী দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! পরম সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতার শ্রীশ্রী গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ কতিপয় শুদ্ধভক্তসহ অত্র বালেশ্বরে শুভাগমন করেন। প্রথমে তাঁহারা স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত রাধাচরণ দাস বাহাদুর মহাশয়ের কুলপ্রদীপ সামন্ত শ্রীরাধা-প্রসন্ন দাস মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তথায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তন বক্তৃতাদি করেন। শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য মহারাজ অত্রস্থ শ্রীমন্দিরে ২দিন বক্তৃতা ও পাঠ করেন, পরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে ১দিন, শ্রীযুক্ত বাবু বিলাসচন্দ্র দাস জমিদারের বাটী ১ দিন, বাবু জগবন্ধুচাঁদ সেঠ বাটীতে ১ দিন, শ্রীশ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরে ১ দিন ও শ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভামন্দিরে ২ দিন সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজের বক্তৃতায় সহরবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমহাপ্রভুর গুণানুবাদ, তাঁহার জীবের প্রতি দয়া, মানবের কর্ত্তব্য, শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য, শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির সূক্ষ্ম মর্ম্ম সম্যকরূপে অবগত

হইয়া মুগ্ধ ও ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ যেরূপ সরলভাবে উক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহা এখন আমরা প্রবণ করি নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতন বৈষ্ণবধর্মই যে একমাত্র কলিযুগের অবশ্যগ্রাহ্য পরিত্রাণপথ, তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিত না, সাধারণ লোকে উহাকে "গোঁসাঁই" বা "বৈরাগীর" ধর্ম্ম বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিতেন সে ভ্রম দূর হইয়াছে। বক্তৃতাস্থলে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। আজকালকার যুগে শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন স্বপ্নাতীত হইলেও পরমপূজনীয় অধিকারী শ্রীশ্রীরাধানন্দ মহাশয়ের স্বভাবগত সুললিত কণ্ঠে ও বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদঠাকুরের শরণাগতি গীতাবলী, ও কল্যাণকল্পতরুর পদকীর্ত্তনে অতি পাষণ্ডেরও প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। অনেকে আনন্দচিত্তে ঐ গ্রন্থ গুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীকালাচাঁদ দে। মোঃ সাংসেখর

১২।১।২৭

(২নং)

শ্রীল পূজ্যপাদ—

শ্রীযুক্ত—"গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোদয়—

পরম পূজ্যপাদেষু—

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎপ্রতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

মহাত্মন্। বিগত ২৪।২৫ পৌষ শনিবার ও রবিবার দিবসদ্বয় মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ফুলগেড়্যা নামক গ্রামের সন্নিহিত বাকি পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভূঞ্যা মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে স্থানীয় উচ্চ প্রাইমারী স্কুল গৃহে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বহু শ্রদ্ধাবান শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডীস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ বিভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের কুমত শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন পূর্ব্বক কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের হেয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিই যে জীবের আত্মার ধর্ম্ম, তাহা অতি সুন্দর ভাবে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট বক্তৃতামুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করতঃ এতদ্দেশপ্রচলিত ব্যভিচারসম্পন্ন বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের হেয়তা ও অসারতা সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি করাইয়াছেন। আমরা এতকাল বাহিরের বেশকেই বৈষ্ণবতা জানিতাম কিন্তু সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বাহিরের বেশ নয় উহা আত্মার ধর্ম্ম। প্রচারকগণের শ্রীমুখে সুললিত অমৃতময় হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে বহু ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নাশ হইয়াছে। আমি স্বামিজীর নিকট আমার সন্দেহ নিরসন জন্য কয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। স্বামিজী শাস্ত্রযুক্তিবলে কয়টী প্রশ্নের সুন্দর সদুত্তর দান করিয়াছেন।

১ম প্রশ্ন। এক্ষণে মন্ত্র গ্রহণকালে শিষ্য গুরুদেবের চরণে তুলসী দান করেন, তাহা কর্ত্তব্য কি না?

২য় প্রশ্ন। প্রেত শ্রাদ্ধবাসরে বৈষ্ণব বেশ ও নামধারী আমিষভোজী ব্যক্তিগণ ভোজন করেন না, কিন্তু তৎপর দিবস এ সমস্ত খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ স্বচ্ছন্দে আহার করেন, তাহা কর্ত্তব্য কি না?

ত্রিদণ্ডীস্বামিজীর উত্তর—

১। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে অর্থাৎ পরম-বৈষ্ণবীকে কোনও 'গুরু'পদবাচ্য ব্যক্তি কখনও শিষ্যদ্বারা নিজ পাদমূলে সংস্থাপন করাইবার চেষ্টা রূপ পাষণ্ডতার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া শিষ্যগণের সহিত নিজকে নরকপথের পথিক করেন না। স্বামিজী অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা —ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন।

২। বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অনিবেদিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। কর্ম্মগ্রন্থ—স্মার্ত্তমতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রেত শ্রাদ্ধ বাসরাদিতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও যোগ দান করেন না বা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কখনও সঙ্গ করেন না। বিদ্ধ বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত অর্থাৎ উহা শ্রীসাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বা সৎ ক্রিয়াসারদীপিকানুমোদিত নহে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে, সাং মেট্যাল্, পোঃ নারায়ণগড়, জেলা মেদিনীপুর, সন ১৩৩৩,২৬ পৌষ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাদিকল্প বিস্মৃত ধর্ম্মতত্ত্বপ্রচারক।
বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির মূলতঃ বৈষম্যোদ্ঘাটক।
আসক্তি-রহিত সর্ব্বত্র-রক্ষিত
বিষয়সমূহ সকলি মায়িক।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই মাঘ ১৩৩৩, ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৭ | ২৪শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর]

ভাগবত যদি যারে যাঁরে নাহি প্রীত।
বিষ্ণুবৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥
ভাগবত যে না মানে সে যেন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥

(চৈঃ ভাঃ অ ১৫৮-৩৯)

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আছয়ে উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১৮-১০)

কোপে বলে প্রভু,—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সব-পুরুষার্থ-ভক্তি ভাগবতে কয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিৎ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে তাঁর মোর তত্ত্ব অবিরত॥
ভক্তি, মোর দাস আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাগবতে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৩-১৮)

মহাচিন্ত্য—ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে যিঁহো তাঁর প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত—বুঝি', হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রধান॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে বেদানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিজে অবধূত চাঁদে হয়ে নিবাস॥

* * * *

অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩-২৮,৪৯)

(ক্রমশঃ)

গৌরনাগরী রসতত্ত্বান্ধ কেন ?

বেদান্তভাষ্য বলেন, 'অদ্রব্য-চক্ষু' দ্বারাই কথোক্ত শ্রীভগবানের 'সুদুর্দর্শন' উপলব্ধির বিষয় হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'চোকে চাল্‌শে' পড়িলে মানুষ এক দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলে। ঐরূপ চক্ষুতে সুস্পষ্ট অক্ষরগুলিও অস্পষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় পাঠক 'দৃষ্টি' শব্দকে 'ঘটি', 'রাম'কে 'বাম', 'বাহ্যকে, 'ব্রাহ্ম', 'বেণুকে' 'রেণু' 'ভাগবত'কে 'ভাগরত' রূপে পাঠ করিয়া থাকেন এবং শব্দের প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের করণাপাটব-দোষদুষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয় বা সত্য বলিয়া ধারণা করেন। এরূপ অবস্থায় পাঠক কখনও বা 'ঘটি'কে 'ঘটি' পাঠ করিয়া উহা প্রহারের সামগ্রী বিশেষ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা হইতে ভয়ে বিহ্বলিত হন, কখনও 'রাম'কে 'বাম' পাঠ করিয়া শ্রীরামের প্রতি 'বাম' অর্থাৎ বিমুখ হইয়া পড়েন ইত্যাদি। তাই বেদান্তভাষ্য তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি-যোগ্যতায় অদভ্রচক্ষু বা দিব্য জ্ঞানের আবশ্যকতার ডিণ্ডিম ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মায়ার কি মহীয়সী শক্তি যে, অনেক সময় আমরা সুদুর্দর্শ-রূপ-দর্শন-যোগ্য প্রেমাঞ্জন-ছুরিত দৃষ্টিকে প্রাকৃতরূপ-দর্শন-যোগ্য দিব্য দৃষ্টির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া বসি। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের স্বাভাবিকী অদভ্রদৃষ্টি হইতে ভিন্ন দেব-বপু বা প্রাকৃত-বিরাট্‌রূপ-দর্শনের উপযোগিনী যে দৃষ্টিকে গীতায় 'দিব্যদৃষ্টি' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃতি-জন-সমূহ বিভ্রান্ত হইয়া প্রাকৃত বিরাট্ বা বিশ্বরূপেরই মাহাত্ম্য অধিক বিবেচনা পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। সন্দর্ভকার ঐ সকল ব্যক্তির উক্তিকে 'বাল-কোলাহল' বলিয়া অভিধান করিয়াছেন।

গৌরনাগরীরও ঐরূপ ভ্রম উদিত হইয়াছে। গৌর-নাগরী জড়ভেদ ও জড়-অভেদ-জ্ঞানোপযুক্ত দুই দ্বারা 'শ্রীললিতমাধবে'র তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই সকল লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। 'শ্রীললিতমাধব' নাটকের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলেও উক্ত লিঙ্গ সমূহ উপেক্ষণীয় নহে। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত এবং চিদ্বিলাসময়রসতত্ত্বের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিষয়প্রতীতির আবশ্যক। 'ললিত মাধব' নাটককার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নির্ণয় করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে শিববিরিঞ্চ্যাদির ন্যায় বস্তুতঃগত কোন ভেদ না থাকিলেও স্বাংশগত ভেদ এবং রসগত বৈশিষ্ট্য আছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব বস্তুতত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন হইলেও "গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসু-দেবের ক্ষোভ" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ) উদিত হয়। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য—এই বিলাস-চতুষ্টয় নন্দনন্দনেই অধিক উল্লাসবিশিষ্ট। ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণু-মাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী একমাত্র গোপীজন-বল্লভ গোপেন্দ্র-নন্দনেই স্বরূপে বিরাজিত। (লঘুভাঃ পূঃ ১৮৫ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ললিতমাধবকার সংক্ষেপভাগবতা-মৃতে আরও বলেন যে, মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ, কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী ও শেষ—একতত্ত্ব হইলেও বা ব্রহ্ম শ্রীবলদেব ও পুরুষ শ্রীবলদেব একতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদিগের লীলাবিলাস, অভিমানাদির তরতমতা আছে। 'ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন'। 'বর্ণ-বেশ ভেদ তা'তে বিলাস তা'র নাম।' এবং 'কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী। মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তা'তে সব মায়ী ॥'—এই সকল চরিতামৃতোক্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোথায়ও বা 'অনন্ত' বা 'শেষ'কেই শ্রীনিত্যানন্দ, কোথায়ও বা সহস্রশীর্ষ গর্ভোদকশায়ীকেই তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ, কোথায়ও বা কারণার্ণবশায়ী বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণকেই মূল সঙ্কর্ষণ বা শ্রীনিত্যানন্দরূপে, আবার কোথায়ও বা পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে গর্ভোদকশায়ি-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঐ সকল বাক্যের সমাধান করিয়াছেন। অব-তারীর দেহে যে প্রকার অবতারের স্থিতি, অংশীতে যে প্রকার অংশ প্রবিষ্ট, তদ্রূপ অংশেতেও অংশী বিরাজিত। সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব-খণ্ডন মুখে বিষ্ণুপুরাণের বিরোধ সমাধান করিতে গিয়া "তদীয়রোমণি তদ্যোনিকৃষ্ণেচ্ছাব্যক্তিশ্চ যুজ্যতে এব।

অবতারি-ভেদোঽস্তর্ভূতত্বাদবতারত্ব।" অর্থাৎ বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ—এই উভয়ের ভেদ শ্রীঅনিরুদ্ধে সঙ্কাশিত থাকা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত; কারণ অবতার, অবতারীর ভেদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এই সকল বিচার হইতে জানা যায় যে, অংশকে ও অনেক সময় অংশীর সহিত অভিন্ন জ্ঞানে তাঁহাদের অভেদোক্তি করা হয়। 'প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ' ধারণা করিয়া পাছে মূঢ় লোক অপরাধে পতিত হয়, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক সময় অনন্যপ্রকাশ বা বিলাসবিগ্রহ-সমূহের স্বয়ংরূপের সহিত অভেদোক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং সাত্বত-শাস্ত্রপাঠী মাত্রই ইহা বিশেষরূপে জানেন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে বা স্বয়ং-প্রাভব-প্রকাশ-মূর্ত্তি মথুরেশ-দ্বারকেশ বাসুদেব কখনই গোপিকার চিত্ত আকর্ষণ করেন না। 'শ্রীললিতমাধবে'র বাক্যই তাহার প্রমাণ।

"আবির্ভূবতি বৈকুণ্ঠেঽপি তত্রং তস্মিন্ ভুজৈশ্চিহ্নিতে
যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুত-রুচিং রাসোদয়ঃ কুণ্ঠতি॥

কি আশ্চর্য্য! পদ্মপলাশলোচন বিশালবক্ষশ্চতুষ্টয়ে শোভমান নারায়ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিলেও তাহাতে গোপীগণের রাসোদয় সঙ্কুচিত হয়।

পুনরায় ৭ম অঙ্কে শ্রীরাধা বকুলাকে বলিতেছেন,—

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রতীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলমুক্তাবলীভিঃ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত চেতস্ততো মে
ন্যূনং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নাস্যদঙ্গীকরোতি॥

যাহার কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার কণ্ঠে স্থূলমুক্তাবলীদ্বারা গ্রথিত হার দুলিত হইতেছে, যাঁহার বদনকমলে বেণু বিরাজ করিতেছে, হায়! সেই রূপ ভিন্ন হরির অন্য কোনও অলৌকিক রূপকে আমার চিত্ত অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ করে না।

পুনরায় বকুলার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি,—

শান্তে দ্বারবতীপতিস্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিন্ত্বেতেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাখাবারিরুদ্ধ্যালাতে।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটমুক্তি-কোটি-পরিমল-ব্যবহারিণীভির্বলা
দাক্রোষ্টুং ব্রজরাজনন্দন-পদাম্ভোজায় শক্যা বয়ম্॥

দ্বারকাধীশ সৌন্দর্য্যকদম্বে পরিপূর্ণ হইয়া ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, করুন; সেই দ্বারকানাথে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কান্তে হও, কেন আর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ! তোমরা স্পষ্টরূপে কোটি কোটি শুকতুল্য যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেও ব্রজ-রাজ-নন্দনের পদ-কোকনদ হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, (চৈঃ চঃ আ ৪।৭৪-৭৭)—

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গবিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ স্বরূপ॥"

শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বকান্তাশিরোমণি সর্ব্বলক্ষ্মী; অতএব অংশিনী রাধা হইতেই বিম্বপ্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ; সুতরাং সত্যভামা শ্রীরাধার প্রাভব প্রকাশ। সত্যভামা-পতি ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্বারকেশ বাসুদেব স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ-বিগ্রহ। অংশিনীর গুণ অংশে বর্ত্তমান থাকায় অংশকে অংশিনীর সহিত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইতে পারে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তারতম্য ও উপাসনাগত বৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ অহংগ্রহোপাসনাই হইয়া পড়ে। অতএব 'তটস্থবিচারে অংশী ও অংশ মধ্যে কোনও ভেদ নাই, বা রসগত কোন তারতম্য নাই',—এইরূপ বিচার সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

বিশ্লেষণকারী বলেন,—"শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে যদি সত্যভামারূপে স্বীকার করা হয়,—তবে ত' তিনি সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী। সত্যভামা দেবীকে শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ বা বিলাস বলিবারও শক্তি নাই। তিনি সাক্ষাৎ রাধিকা।" বিশ্লেষণকারীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সত্যভামা সর্ব্বাংশে শ্রীমতীর সহিত এক, সত্যভামাই সাক্ষাৎ

রাধিকা ; এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

(১) সত্যভামার সহিত শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বাংশে ঐক্য স্থাপিত হইলে দুই জন রাধিকা স্বীকার করিতে হয়, আর যদি দুই জন রাধা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে একজনকে অন্যের মূর্ত্ত প্রকাশ বলিতে হয় ; মূর্ত্ত প্রকাশ বলিলে একের সহিত অন্যের স্বরূপ, ভাব, বর্ণ, বেশ, আকৃতি সমস্তই এক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বৃন্দাবনলীলা ও পুরলীলায়, শ্রীরাধা ও সত্যভামা প্রমুখ গোপী ও মহিষীবৃন্দের ভাবদৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক বাক্যাবলী তথা গোপী ও মহিষী, পারকীয় ও স্বকীয়, সমর্থা ও সমঞ্জসা রতি, রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব, কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ললনা বলিয়া শব্দগুলি রসশাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিতে হয়, নতুবা উহাদিগকে অনিষ্ট আলঙ্কারিক শব্দমাত্র প্রতিপন্ন করিতে হয়। "গোপী-ভাবে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ" (চৈঃ চঃ ম ৯।১৫০)—মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে উপলব্ধি হয় যে, শ্রীসত্যভামা স্বীয় মহিষীস্বরূপে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবামাধুরী আস্বাদনে অসমর্থা।

(২) "অনয়ারাধিতো নূনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮) "রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ" (গীতগোবিন্দ ৩।১) প্রভৃতি বাক্যের উক্তিষ্ট পাত্রী কি সত্যভামা ? যদি নিম্বার্কাচার্য্যের মতানুসারে সত্যভামাই হন, তাহা হইলে সত্যভামা সর্ব্ব গোপী অপেক্ষা—"রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা" (চৈঃ চঃ আ ৪।১৫৬)। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে "যাঁহার (শ্রীরাধার) সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা" (চৈঃ চঃ ম ৮।১৮৩) বাক্য এবং পুরাণ ও গোস্বামি-শাস্ত্রের শত সহস্র স্থানে সত্যভামাদি মহিষীবর্গ হইতে গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ অসমোর্দ্ধত্বসূচক বাক্যাবলি কি অর্থবাদ মাত্র ?

(৩) 'দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরায়—পূর্ণতর, ও গোকুলে—পূর্ণতম' ;—এই সকল কথারই বা সার্থকতা কি ? "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত" (চৈঃ চঃ আ ৪।১৭) প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা কি ?

(৪) শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সত্যভামাদি মহিষীগণের দ্বারা সেবিত হইয়াও সর্ব্বদাই শ্রীমতী রাধিকার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া নানাপ্রকার বাক্যাবলি উচ্চারণ করিতেন, সত্যভামাই রাধিকা হইলে আবার সত্যভামার সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নভাবে রাধিকার জন্য ব্যাকুল হইবার কারণ কি ?

(৫) দ্বারকাতে কোন দিবস সত্যভামা মানাগারে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের প্রেমবশ, তাঁহাদের জন্য তিনি সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তিরই বা সার্থকতা কি ?

(৬) সত্যভামা মানাগারে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন আর শ্রীমতীর প্রতি তিনি—"দেহি মে পদপল্লবমুদারম্" এবং "লিখা যদি মান করি কররে ভর্ৎসন। বেদস্মৃতি হৈতে সেই হয়ে মোর মন" ॥ প্রভৃতি বাক্য বলেন কেন ?

(৭) শ্রীললিতমাধবকার শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ভজনের মধ্যে কতকগুলি ভজনকে 'তদ্ভাবময়,' কতকগুলিকে 'তদ্ভাবলম্বী,' কতকগুলিকে 'তদ্ভাবানুকূল, কতকগুলিকে 'তদ্ভাবাবিরুদ্ধ, এবং কতকগুলিকে 'তদ্ভাব-প্রতিকূল' বলিয়াছেন। দ্বারকাধ্যানাদি ও রুক্মিণ্যাদি পূজাদিকে 'তদ্ভাব-প্রতিকূল' বলিয়া মাধ্যমুগ্ধ ভক্তগণের বর্জ্জনীয়, শ্রীল রূপপাদের এরূপ উক্তির সার্থকতা কি ?

(৮) শ্রীল রূপপাদের ললিতমাধব নাটক লিখিবার সময়—"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম)

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥"

—শ্রীরূপের প্রতি উপরি-উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এবং স্বপ্নে শ্রীরূপকে সত্যভাবা দেবীর দর্শনদান, ব্রজলীলা ও পুরলীলা-ঘটনা পৃথগ্‌ভাবে গ্রথিত করিয়া নাটক লিখিবার উপদেশ এবং শ্রীসত্যভামা দেবীর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল রূপের ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করিবার সঙ্কল্প প্রভৃতির সার্থকতাই বা কি ?

(৯) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত উক্তিরই বা সমাধান কি ?—

নরমিহ কিল কার্য্যা নামতো বল্লভঃ স্যাঃ।
পশুপসুতি-ভাবোঽপ্যাত্মসাদস্তু শ্রিয়াস্তাঃ ॥

(১ম পণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ ৫৩)

যা তর্ত্তুঃপুত্রাদি বিহায় সর্ব্বং
লোকদ্বয়ার্থাননপেক্ষমাণাঃ।
রাসাদিভিস্তাদৃশ-বিভ্রমৈস্ত-
শ্চিত্তাং ভবাংস্তত্র তথেনমার্য্যাঃ॥

তাসেতস্ত হি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সুত-পৌত্রাপার-কৃত্যাদিষু ব্যগ্রাস্তোঽস্মদর্থাদৈঃ পতিতয়া সেবাকাঙ্ক্ষীভ্যোঽধিকঃ। যুক্তো ভাববরো ন মৎসর-পদং চোদ্ধাহভাগ্যো ভবেৎ সম্প্রাপ্তোঽথ চ মৎপতেঃ প্রিয়জনাধীনস্বধাতাত্মকং॥ ততোঽস্মাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্।
সাত্রাজিতী পরং মানপেয়ঃ তদলমাবিশৎ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

শ্রীনন্দগোপীজনপ্রাণনাথঃ সকোদমাদিশৎ।
সা সমানীয়তামত্র মূর্খরাজসুতা দ্রুতম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অরে! সত্রাজিতি! ক্ষীণচিত্তে! মানো যথা ক্ষয়ঃ।
ক্রিয়তে রুক্মিণী-প্রাপ্ত-পারিজাতাদিহেতুকঃ॥
তথা ব্রজজনেষ্বস্মন্নির্ভর-প্রণয়াদপি।
অবরে! কিং ন জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্॥
ব্রতে সর্ব্বপরিত্যাগে তৈর্ব্রতং যদি মন্যতে।
অপে তেঽস্মিন্ ক্ষণে সত্যাং তথৈব ক্রিয়তে নয়াঃ॥
স্মরতা ব্রহ্মণোক্তং যদ্ দুর্ব্বাসাং ন তন্মুষা।
তেষাং প্রত্যুপকারেঽহমশক্তোঽতো মহাগণৈঃ॥

(১ম খণ্ড ৯ম অঃ)

সত্যভামা সপত্নীগণের সহিত বলিতে লাগিলেন,—আমরা কেবল নামে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পত্নী, বস্তুতঃ সেই ব্রজবাসিনী গোপসুন্দরীগণের দাসীগণও আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অধিক প্রিয়।

রুক্মিণী দেবীর উক্তি—গোপীগণ ইহ ও পরলোকের যাবতীয় দান ও সাধনে অপেক্ষারহিতা ও সাতিশয় দুষ্কাতুরা হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাসক্রীড়াদি-রূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাসাবলি দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে অর্থাৎ উপপত্যাদ্ভুত বৈরিণীর ন্যায় মধুরভাববিশেষের পারিপাট্য-দ্বারা সেই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননাদি স্থানে তাদৃশ অপূর্ব্ব-বেশ-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাদের (ব্রজগোপীদিগের) উপরে মহাপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) পরম প্রেম-বিশেষ আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর উপযুক্ত। কারণ, আমরা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী; কেবল ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা; 'যেহেতু তিনি আমাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, অতএব তিনি আমাদের পতি',—এই ভাবিয়াই আমরা গৌরবের সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। কিন্তু গোপীদিগের ন্যায় ঐহিক, আমুষ্মিক, অশেষ-অর্থাপেক্ষা-রহিত হইয়া বিশুদ্ধ পরম-প্রেম বিশেষের দ্বারা তাঁহার সেবা করি না। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমবিশেষ, আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু পরমোৎকৃষ্টজনের সহিত নিকৃষ্টজনের, স্বামিনীগণের সহিত দাসীগণের যেরূপ সাপত্নভাব থাকিতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম রাখাযোগ্যতা ও সখ্যভাবাদিভাবই থাকে, তদ্রূপ উক্ত ভাবও আমাদিগের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু অত্যন্ত প্রশংস-নীয়-ই। কারণ উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনগণের অধীনতা-স্বীকারস্বরূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। [এই স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর 'দিগ্‌দর্শিনী' আলোচনা করিলে বিশ্লেষণকারী ব্রজগোপীগণের মধুররস ও মহিষীগণের মধুররস-প্রতিভ দাম্পত্যরসের যে পরস্পর পার্থক্য, তথা সত্যভামা ও শ্রীমতী বার্ষভানবীর মধ্যে তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, মনে হয়। নিম্ন পাদটীকা দ্রষ্টব্য। •]

• "অথ অস্মদাদিভ্যোঽস্মদ্ধর্ম্মকর্ম্মাদিষু ব্যগ্রাভ্যঃ তদ্বদাসক্তাভ্যঃ। অথ অতঃ পতিতয়া স্বামিত্বেন হেতুনা **আদরৈর্গৌরবৈঃ** সেবাকরীভিঃ পরিচর্য্যাকর্ত্রীভিঃ। যত উদ্বাহভাগ্যাঃ কৃতবিবাহাভা ইত্যর্থঃ। এবং গোপীভি আত্মনো বৈপরীত্যমুক্তমিত্যুক্তং। তথা চি তা **ঐহিকামুষ্মি-কাশেষার্থাপেক্ষারহিতাঃ বয়ঞ্চ তেষু ব্যগ্রাঃ** তা রাসক্রীড়াদ্যনির্ব্বচনীয়বিভ্রমৈর্ভেজুঃ, বয়ন্তু সেবামাত্র-কারিণ্যস্তরাপি পতিতয়া **গৌরবৈঃ ন তু বিশুদ্ধপরমপ্রেম-বিশেষেণ**। তাঃ কদাচিদ্রিপি গূঢ়কোপে নিকুঞ্জমাগতা লীনভাস্ত বিচিত্রসঙ্কেতশব্দজাতং নিশম্য শয়নাদুত্থায় স্বস্ত্রাদিশব্দৈঃ শনৈঃ শনৈর্দ্বারোর্গল-মমীষামোচিত্বা গৃহান্নিস্তাভিমুখে মিলিতমূলতা গাঢ়ালিঙ্গনচুম্বনাদিনা সুবয়ন্তি স্ম। কদাচিদিবাপি সাঙ্কেতিত-যমুনা-নিকুঞ্জাদিগতঃ কোমলপল্লবপুষ্পশয্যাং

ভাববতী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীগণ রুক্মিণীর এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কেবল সত্যভামাই ব্রজজন-সম্বন্ধে ভগবানের এই সকল কথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন। পরীক্ষিৎ কহিলেন, গোপীজনপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বরে সত্যভামার নিকট গমন করিলেন, মহামুনি সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামাকে সেই এই স্থানে আনয়ন করি। (সত্যভামা আগমন করিলে) ভগবান্ কহিতে লাগিলেন, অয়ে লক্ষ্মীচিত্তে সত্রাজিৎনন্দিনি! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ অমরাপুরীর সুরতরু হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই পুষ্পটি রুক্মিণীকে দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ শ্রীরাধিকাদিতে আমার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম থাকাতেও তুমি পুনরায় সেইরূপ মান করিতেছ: রে অবরে, তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজজনগণের ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বদা চলিয়া থাকি। তুমি, অন্যান্য পত্নীগণ এবং আমার পুত্রসকল অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলেও যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের বলিয়া ভাবেন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সত্য সত্য জানিও যে, এই ক্ষণেই আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কখনই মিথ্যা নহে। যেহেতু তাহা বৃদ্ধের অর্থাৎ প্রামাণিকের বাক্য। আমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসিগণের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ। অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট মহাঋণী—মহাধনীর ন্যায় চিরকাল পরম বন্ধু।

(১০) শ্রীসত্যভামাই যদি শ্রীমতী রাধিকা হন, তাহা হইলে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ('স্বনিয়মদশকে'র ৩-৪র্থ শ্লোকের) নিম্নলিখিত উক্তিরই বা সার্থকতা কি?—

যে স্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম লীলা ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর বর্ত্তমান, সেই ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুগ-পরিমিতকাল কৃষ্ণবিরহী হইলেও আমি প্রকৃত-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এতৎপতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বাক্যের দ্বারাও ক্ষণকালের জন্যও দ্বারকায় যাইব না।

কিন্তু বিরহোন্মাদ বশতঃ শ্রীমতী দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন,—এই কথা যদি শ্রবণপথগত হয়, তাহা হইলে মন হইতেও অধিক বেগবান্ খগেন্দ্ররাজ যে গরুড়, তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর বেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া উদ্ধত মনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি।

(১১) শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীশ্রীভজনামৃতের নিম্নলিখিত উক্তিগুলিরই বা সার্থকতা কি?

"কিন্তু বৈকুণ্ঠবিভবে লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাধিকারিণী সর্ব্বদেবেশ্বরত্ব-শিরোকৃতা বৈকুণ্ঠনাথস্য পরমপ্রেয়সী বৈকুণ্ঠনাথোঽপি তস্যাঃ লম্পটঃ। এবং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ, ভবস্য ভবানীতি। কিন্তু অবতারে লক্ষ্মীরূপা জানকী রুক্মিণীচ রাজরাজেশ্বরী বৈভবানুমানানুমানেন ঈশ্বরস্য পরম-প্রেয়সী তস্যাং তস্যামীশ্বরোঽপি লম্পটঃ। তস্মাদ্বিলাসবিনোদাবতারেঽপি সর্ব্বনিরপেক্ষভাবেচ্ছা যদা ভবতি তদৈব রাধা-সঙ্গং কুরুতে। ... রাধাসৌভাগ্যাধিক্যং কিং বর্ণ্যতে, পশ্য! পশ্য! রুক্মিণ্যাদি-সকলমহিষী-সকলসৌভাগ্যবিরোঽপি রাধাভাবং গোপিকাভাবঞ্চ বিলোক্য শ্রীমদ্ভবো যথাভূৎ তৎসর্ব্বং শ্রীভাগবতে বেদ্মঃ সকল-মহিষী-ভাবং বিস্মৃতবান্। দাস্যনাকাঙ্ক্ষাবদ্ভক্তানামকিঞ্চনতাং দৃষ্টবান্। স্বয়ং ব্রহ্মণামপি গোকুল-গোপীনাং সম্বন্ধে যথোক্তং তদপি বিদিতং। তথা চ শ্রীনারদঃ কদাচিৎ দ্বারকামাগত্য রাধারহস্যং পৃষ্টবান্। তহি স্বয়ং প্রভুঃ কথয়ন্ তদেব ভাবং আত্মনি আত্মনি প্রেম-বিশেষোদ্ভিতঃ সাধয়ন্ নারদং গোকুলং প্রেষয়ামাস। শ্রীনারদস্তু রাধাভাবং বিলোক্য তত্র কৃষ্ণভাবং বিলোক্য আত্মানং

বচনস্য পরনিন্দাদ্যপি শ্রেয়স্তমাশয়মনন্যশরণমানং তস্য নিহিতদৃষ্টিং কালিন্দী-জলাহরণাদি-ব্যাজেন গত্বৈনম্ রময়ন্। কদাচিচ্চ প্রদোষে বেণুনাদ-সঙ্কেতেনোন্মাদিতা দুরুদ্ধুক্ত-কুল-কেল্যা বিপর্য্যস্ত-গৃহভূষণা বেগেন ধাবিত্বা সত্যাবচিথাপরস্তাত্ত পাঠ্যবচনপরিপাট্যা মহাশোকার্ত্তাঃ কাকুভিনিশেষং স্পষ্টং যাচমানাঃ পশ্চাদবহিত্থা তত্তাদাত্ম্যজ্ঞানেন পরমহৃষ্টাঃ পীতবস্ত্রাকলাপৌ ধৃত্বা বলাদেনং নিকুঞ্জ-কুহরে সমাকৃষ্য সমস্তপর্য্যন্তিত্যেবং বিবিধলীলা স্বচ্ছন্দমৌপপত্যোদ্ভাবয়ন্। বয়ন্তু বিবিধ-গৃহীত-পার্শ্বিরো লোকধর্ম্মাদি-পরতন্ত্রা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেণৈব তস্যাম ইত্যাদি। অতএবাত্মাকং মৎসরং-পঙ্কং মাৎসর্য্যবিষয়ন্ন ভবতি পরমোৎকৃষ্টৈর্জনৈঃ সহ নিকৃষ্টানাং সাপত্ন্যাযোগাৎ। যথা স্বামিনীতিঃ সহ দাসীনাং। অথচ প্রত্যুত সাধ্বাধ্যঃ সম্যক্ আধাযোগ্য এব।"

বিস্মৃতবান্। রাধাকৃষ্ণ সংদৃষ্ট্যা রাধাকৃষ্ণপ্রণংসয়াত্মানঞ্চ প্রেম-বিহ্বলকৃতার্থং মেনে। রুক্মিণ্যাদি-মহিষীনাঞ্চ ভাবস্তু-খেতি বিচারিতবান্। তথা চ শ্লোকঃ কোঽপি পৌরাণিকঃ—"প্রত্যুদ্যাযাচ্ছুরিতজলধৌ মজ্জিরে দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্ত। বিশ্বং পায়ন্মিন্দুবরযমুনাতীর-বানীর-কুঞ্জে আভীরস্ত্রী-নিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ" অস্তচ্চ। যত্র বিলাসবিনোদঃ লাম্পট্যং বা শ্রীকৃষ্ণ করোতি তত্র তত্রৈব রাধাধ্যানমেব আগ্রস্তরূপং তেনৈব নির্বৃতঃ। অন্যত্র কার্য্যানুরোধে কপটমৈত্রী জ্ঞাতব্যা।"

"নারায়ণ লক্ষ্মীতে স্বকীয় রমণীবুদ্ধিতে নিতান্ত মুগ্ধ। ব্রহ্মাণীতে ব্রহ্মা এবং ভবানীতে শিব ও স্বীয় রমণী বুদ্ধিতে লম্পট। বিলাসস্বাংশ-বিভিন্নাংশে সমস্ত ভগবৎ এইরূপ রাধাবতারদিগের স্বকীয় সংদৃষ্ট বিধিবাধ্য ভাব। অতএব বিলাস-বিমোদাবতারেই সর্ব্বনিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বকীয় বিধিবন্ধসঙ্কোচিত ভাবশূন্য, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, বিধিগণাতীত রাগানুগভাব পরিলক্ষিত হয়। রাধাসৌভাগ্যাদিকা কি আর বর্ণন করিব? দেখুন, দেখুন, উদ্ধব রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সৌভাগ্য অবগত হইয়াও রাধাভাব ও গোপিকা-ভাব দর্শন পূর্ব্বক যেরূপ আশ্চর্য্য ও মোহিত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত ভাগবতে বর্ণিত আছে। উদ্ধব সমস্ত মহিষীভাব ভুলিয়াছিলেন। স্বীয় দাস্যগত ভক্তিভাবের স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। গোকুলগোপীদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞাতব্য। শ্রীনারদ কখনো দ্বারকায় গিয়া রাধারহস্য জিজ্ঞাসা করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতে বলিতে রাধাভাব স্মরণ পূর্ব্বক প্রেমে বিমোহিত হইয়া সাদরে নারদকে গোকুলে পাঠাইলেন। নারদ তথায় রাধাভাব দেখিয়া ও কৃষ্ণভাব আলোচনা পূর্ব্বক আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। রাধাকৃষ্ণকে সমাক দর্শন করতঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রণংসায় প্রেমবিহ্বল হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন। তখন রুক্মিণ্যাদি ('আদি' শব্দে সত্যভামাও গৃহীত হইয়াছেন) মহিষীভাবও বিচার করিয়া দেখিলেন। তাহাতে এই পৌরাণিক শ্লোকটী বিদ্যমান,—রত্নকান্তি-প্রতিফলিত সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বারকার মন্দিরে রুক্মিণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত প্রবল-পুলকোদ্ভেদ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ যমুনাতীরস্থ বানীর-কুঞ্জে আভীর-রমণীগণের নিভৃত চরিত ধ্যান পূর্ব্বক যে মূর্চ্ছা হয়, তাহা এই বিশ্বকে পালন করুন। তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীর স্বকীয় রসাবিষ্কারে কৃষ্ণের ততদূর উল্লাস হয় না, যতদূর ব্রজগোপীদিগের সঙ্গে হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম এই যে, গোলোকস্থ ব্রজে যে স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহা গোলোকের অন্তর্মনোদিত-ভাবোপযোগী পীঠে অনুভূত হয় না। তাহা গোলোকের নিভৃত ব্রজবনে নিত্য স্বতন্ত্র-স্বচ্ছন্দ-শৃঙ্গার-রস অবিমিশ্রিতরূপে দেদীপ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিলাস-বিনোদ বা লাম্পট্য করেন, সেই সেই স্থানেই তিনি রাধাধ্যানে আগস্তরূপে নির্বৃত হন। অন্যত্র কার্য্যানুরোধে যতপ্রকার মৈত্রী বা সমস্ত কপটমৈত্রী প্রকাশ করেন, ইহাই জ্ঞাতব্য।"

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ)

আচার্য্য-গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে, দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল-লীলা তিনটীই নিত্য-বৈশিষ্ট্য-যুক্ত নিত্যলীলা। অপ্রকট লীলার প্রপঞ্চ-প্রকাশই ভৌমলীলা। গোলোকস্থ অপ্রকট লীলাই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইলে অপ্রকট লীলার ন্যায় প্রকট-লীলার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা নিত্য, এবং অপ্রকট-লীলারই অনুরূপ জানিতে হইবে। কেবল ভৌমলীলার যে সকল মায়া-প্রত্যাদিষ্ট অংশ (যথা,—যশোদার সূতিকাগৃহ গৃহে কন্যা-বসুদেব গোপীগণের গুণময় দেহযোগ প্রভৃতি) লক্ষিত হয়, তাহা গোলোক, বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় নাই। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামিচরণ ভৌম লীলাকে 'যোগমায়া-প্রকটিতা' বলিয়াছেন, অপ্রকট লীলায় ব্রজ হইতে কৃষ্ণের গমনাগমন নাই, প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের ব্রজ হইতে গমনাগমন প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা লক্ষিত হয়, তাহা যোগমায়া দ্বারাই সাধিত। প্রকট-লীলায় যে যোগমায়াকৃত গমনাগমনরূপ ব্যাপার তাহা কেবল সম্ভোগের পুষ্টি সাধন-কল্পেই জানিতে হইবে। অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণেচ্ছামাত্রেই কৃষ্ণবিরহভাব দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় গোপীগণের অনুভূতির বিষয় হইয়া সম্ভোগের পুষ্টি সাধন করে। কিন্তু তাহা দুর্লক্ষ্য ও অচিন্ত্য।

অধুনা 'শ্রীললিতমাধবে'র তাৎপর্য্য বিচার্য্য। 'ললিত-মাধবে'র তৃতীয় অঙ্কে যে শ্রীরাধার সূর্য্যমন্দিরে কালিন্দীর জলে প্রবেশ এবং ষষ্ঠ অঙ্কে যে সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীরাধার 'সত্যভামা' নামকরণ পূর্ব্বক সত্রাজিৎকে সমর্পণ এবং সূর্য্যপত্নী 'সংজ্ঞা'র প্রার্থনায় তদীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দ্বারকায় 'নববৃন্দাবন' আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য তাহা প্রপঞ্চলীলাগত

মায়াপ্রত্যাদিত ব্যাপার, ইহা শ্রীললিতমাধবের উপক্রম, উপসংহার ও অন্যান্য প্রকরণের বাক্যাবলি তথা শ্রীল জীবপাদের এবং গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। যথা—শ্রীললিতমাধবে ১ম অঙ্কে—

নারদঃ। সংজ্ঞায়া বিজ্ঞাপনায়েব তৎপিত্রা শিল্পাচার্য্যেণ নবকৃষ্ণায়েন যাদবতামাবিষ্কৃতং।

শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন, সূর্য্যসহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার প্রার্থনানুসারেই তাঁহার (সূর্য্যপত্নীর) পিতা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নবকৃষ্ণাবন আবিষ্কার করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতেও দৃষ্ট হয়, (৭ম অঙ্ক)—

অকরিষ্ণু সুরদ্বিষ্টিনী পরিকল্পয় মায়াময়ী
সুধায় মম রাধিকা ধ্রুবমনঙ্গ বৃন্দাবনে
ভবেদিহ কুশস্থলী নগরনীতিভিদুর্গমে
মমান্তরবরোধনে কথু তবীব সম্ভাবনা॥

[টীকা—মায়াময়ী—মায়াকৃতা, মায়া হু দুর্ঘট-ঘটনা-কারিণী শক্তিঃ।]

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিশ্বকর্ম্মা বিচার পূর্ব্বক এই মনোজ্ঞ বৃন্দাবনে আমার সুখস্যাৎপর্য্যার্থই দুর্ঘট-ঘটনা কারিণী শক্তি দ্বারা এই স্থানে শ্রীরাধার আবির্ভাব করাইয়াছেন, নতুবা দুর্গপরিবেষ্টিত দ্বারকাপুরীর অন্তঃপুরে শ্রীরাধার স্থিতি কোথায়?

এই স্থানে "বিশ্বকর্ম্মাবিচিত" পদের উল্লেখ থাকায় শ্রীল জীব গোস্বামি চরণের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য—"তত্র রচনং বিশ্বকর্ম্মণা তস্যৈব প্রকট-লীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ) তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ধাম তদ্রূপ-বৈভব, তাহা অমৃত; প্রকট-লীলার প্রাপঞ্চিক ভাব মিশ্রিত আছে বলিয়াই বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা রচিত প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ।

যদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী গৃহীত না হইয়া তাৎপর্য্যান্তরের কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের একদেশ-দর্শন-জন্য মূল গ্রন্থের ও তাহার রচিত অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের বিরোধ, এবং প্রকটাপ্রকট-লীলা-তত্ত্বের অসময়ত্ব প্রভৃতি যথেষ্ট বিরুদ্ধভাব উপর্য্যুপরি একত্রে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

গ্রন্থের উপক্রমে দৃষ্ট হয়;—গার্গী। (স্বগতঃ) অয়ং তত্ত্ব মুখাদো ক্ব চন্দ্রভাগপুরন্ধ্রীণাং কথা ভীষ্মস্য সহদীপং করণ্ড এব ত্বয়া অবি বিগ্রহাদীদিং ভিন্না ক্ষেত্র। তা যাচ মেক বিগ্রহদা সন্ধিপাং মাথাএ ছেন পসক্কিদং।

গার্গী স্বগত কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে পিতৃ-প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছিলাম যে, চন্দ্রভাগ প্রভৃতি গোপগণের কন্যাগণ ভীষ্মকাদির কন্যাগণের সহিত এক তত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বস্তুগত ভেদ বর্ত্তমান এবং ইঁহাদের এক বিগ্রহতা মায়ার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে।

পুনরায় ৫ম অঙ্কে নারদের স্বগত বাক্য—নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি **বিগ্রহাদিভিন্না এব। মধ্যে তু মায়য়া পরমাভিন্নাঃ কৃতাঃ।** সম্প্রতি ব্রজ এব তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে। কিন্তু গোপমাত্রৈব বিপ্রয়োগেপি প্রিয়সঙ্গ-সুখ-সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছান্ত পুরমধ্যে চাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব সমাগনুভাবয়ামাস বিরে। যাস্তু কুরুক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রযাত্রয়ো বৃষ্ণিবন্ধ্যাগণ-চরিত্রাস্তাঃ ধনষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রৈকত-স্বান্তাধিষ্ঠা এব।

এই সকল পুর ও ব্রজললনাগণ তত্ত্ববস্তু বিচারে বা সিদ্ধান্ততঃ অভিন্ন হইলেও (যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ সিদ্ধান্ততঃ অভেদ, কিন্তু বিগ্রহ-রসাদিগত ভেদ) তাঁহাদের দেহগত ভেদ বর্ত্তমান, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ('এব' শব্দ নিশ্চয়াত্মক) তবে যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্যপ্রতীতি, তাহা দুর্ঘট-ঘটনা-কারিণী যোগমায়া-দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই ব্রজললনাগণ কৃষ্ণ-বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া ব্রজমধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এই প্রকার বিপ্রলম্ভাবস্থাতেও প্রিয়-সঙ্গ-সুখ-সঙ্গমনার্থ অর্থাৎ তাঁহাদের বিরহভাব কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়াই তাঁহাদের (ব্রজরমণীগণের) ব্রজভাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক পুররমণীগণে অভেদাভিমানের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় সম্যগ্‌রূপে অনুভব করাইয়াছিলেন। উদ্ধবের ব্রজে আগমন ও কুরুক্ষেত্র (সূর্য্যোপরাগচ্ছলে সমবস্তুকপক্ষকে) যাত্রা প্রসঙ্গে যে সকল ব্রজরমণীগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শ-সহস্র-প্রধানা। তাঁহারা ইঁহাদের (ব্রজভাবাবিষ্ট পুররমণীগণ) হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

পুনরায় উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে স্বীয়

অতীষ্ট স্বয় প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন,—

"যা তে লীলাপদ-পরিমলোল্লাসিবংশীবটীতা
ধন্যা কৌঠি বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুদ্ধান্তরাত্মিঃ
সংবীতস্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণু-বিহারম্॥

অর্থাৎ (হে কৃষ্ণ!) তোমার যে লীলা-রসগন্ধ-বিস্তারি-বনসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মাধুর্য মণ্ডলীয় মাধুরী দ্বারা পরিবৃতা ধন্যা বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন, সেই স্থানে গোপীভাবে মধ্য আমাদের ন্যায় গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লবদনে বেণুবিহার অঙ্গীকার কর। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার বাক্য অঙ্গীকার করিলে যোগমায়া শ্রীমতীকে বলিতেছেন,—সখি রাধে! মাত্র সংশয়ং কুথাং। যতো ভবত্যাঃ শ্রীমদ্গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে, কিন্তু ময়ৈব কাল ক্ষেপার্থমন্যথা প্রপঞ্চিতং। তদেতন্মনস্যনুসৃত্যতাং কৃষ্ণোপ্যেব তত্র গত এব প্রতীয়তাং।

হে সখি রাধে! কিছুমাত্র সংশয় করিও না, যেহেতু তোমরা সকলে সেই শ্রীমদ্গোকুলেই বর্ত্তমান রহিয়াছ; কিন্তু আমি কাল ক্ষেপণের জন্য অন্যপ্রকারে বিস্তার করিয়াছি, ইহা মনে নিশ্চয় জানিও এবং কৃষ্ণও সেই স্থানে বিহার করিতেছেন, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।

গার্গী। স্বগতং কলিতং যে তাদমুহাদো মুদেন।

গার্গী মনে মনে কহিলেন, আমার পিতার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা ঠিক হইল। [এই উক্তি দ্বারা গার্গী উপক্রম-বাক্য স্মরণ করাইয়া উপক্রম-উপসংহারের বাক্যৈক্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক গ্রন্থ-তাৎপর্য্য নিরূপণ করিলেন।] কারণ উপক্রম-উপসংহারের বাক্যৈক্যদ্বারাই গ্রন্থতাৎপর্য্য নিরূপিত হয়। যথা-শ্রীজীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে—"উদ্দেশ-প্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রাতীতিস্থগিততা-নিরসনায় বিধ্যুপক্রমে এব পক্ষঃ গ্রন্থজাতে তৎসমবর্ণো বা।"

পুনরায় শ্রীরাধার বাক্য,—শ্রীরাধা। স্থিতং কৃত্বা বহিরঙ্গজনাপেক্ষাতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলংকরবাণেতি। শ্রীরাধা কহিলেন,—আমরা বহিরঙ্গজনসমূহদ্বারা অলক্ষিত হইয়া স্ব-স্বরূপে শ্রীগোকুলকেই বিকৃষিত করি।

এই সকল বাক্য দ্বারা সুধীমাত্রেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে আমরা এতদ্বিষয়ে আর অধিক বিস্তার না করিয়া উপসংহারে বলিতে চাহি যে, শ্রীললিতমাধব-নাটককার শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিত্যলীলাবৈশিষ্ট্য স্থাপন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন পূর্ব্বক কখনই ব্রজলীলা ও পুরলীলাকে একাকার, সত্যভামা ও শ্রীরাধাকে একাকার, যদুকুলসম্ভূত বাসুদেব ও গোপেন্দ্রনন্দনকে একাকার করিয়া "কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে',—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর মূল মহাজন; তাঁহার চরণে অপরাধ ঘটিলে আমাদের তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক অভিধেয়াচার্য্য শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী প্রভু নিজকে রক্ষা করিয়া অপরের দুষ্ট মনকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

যদীয়েরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিদধু
র্বিধেয়ত্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেৎ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং মৃগ মনঃ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাবোপলক্ষে

জয় বিষ্ণুপ্রিয়া জয় ভক্তি-স্বরূপিণী,
বৈষ্ণব জননী জয়, গৌরাঙ্গ-সঙ্গিনী!
বিপ্রলম্ভ-স্বরূপিণী সদা-শুভঙ্করী,
গৌর-ইচ্ছা-পূর্ত্তিদাত্রী মহামেশ্বরী।
গৌর-নারায়ণ-প্রিয়া গৌর-পরায়ণী,
ভূশক্তি-স্বরূপা জয়, জয় নারায়ণী!
গৌর-সেবাময়ী জয় গৌর-গুণবতী,
হ্লাদিনীর অংশ রূপা গৌরাঙ্গ-শকতি!
কৃষ্ণ ভুলি' মুগ্ধ জীব মায়ার ছলনে
নিপতিত একান্ত যবে ঘোরের পতনে,
আসি তবে ভক্ত ভাবে বৃন্দাবন-ধন
নিজ নাম-প্রেম জীবে দিলেন যখন।
সহায় পরম তুমি হইয়া তাঁহার
আসিলে ভূলোকে নাম করিতে প্রচার!

সেই শুভ-আবির্ভাব তিথি আজি তব,
কি স্মৃতি-পরশে শুভ কি প্রেম-উৎসব
উথলে হৃদয়ে !—হয় একে একে মনে,
লীলা-গাথা গুলি তব অতুল ভুবনে।
সনাতন-সুতা-রূপে নদীয়া ভিতর
কিশোর বয়সে তব কি শোভা সুন্দর !
আসি গঙ্গা-স্নানে সেই গঙ্গাঘাটে তুমি
পরশিতে শচী মা'র পাদ-প্রান্ত-ভূমি।
করিতেন মাতা কত স্নেহে আশীর্ব্বাদ,—
'যোগ্য পতি হো'ক্—কৃষ্ণ করুন প্রসাদ'
ছিল কামনা রূপে মাতারও অন্তরে,
'এই কন্যা পুত্র-বধূ হো'ক্ মোর ঘরে।'
নিত্যা গৌর শক্তি তুমি ; নিত্য সম্মিলনে
যুগমনে গন্ধ সম আছ যে দু'জনে !
শুভক্ষণে প্রভু-বামে লইয়া আসন,
কতটী বরষ পূজে দেবিলে চরণ।
আপনা ভুলিয়া, দিয়া সঁপিয়া সকল,
মাতা-পুত্রে প্রীতি কত দিলে অবিরল।
আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহ-লক্ষ্মীর চরিত,
দেখাইয়ে সর্ব্বজনে করিলে মোহিত।
প্রাণ-পতি-প্রিয়-অনুষ্ঠান অনিবার্য্য,
প্রাণপণে আনুকূল্য করিলে অপার্য্য।
তারপর প্রভু মোর সন্ন্যাসে কঠোর,
করিলা প্রয়াণ যবে কৃষ্ণ-প্রেমে ভোর।
সন্ন্যাসিনী গৃহে তুমি ব্রতে দৃঢ়তর,
কৃষ্ণ-নামে কি ভজন করিলে শুরুর !
'বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি, কর সার্থক এ নাম'
প্রভুর এ বাক্য সত্য করিলে প্রমাণ !
পাপীদের মনোভীষ্ট প্রচার করিতে,
কৃষ্ণ নামে কি প্রেমাস্ত্র ঢালিলে মহীতে।
গলিল পাষাণ কত সে নীরে নির্ম্মল,
কৃষ্ণ-প্রেম-লতিকায় হইল উজ্জ্বল।
মরি, মরি, শচী মা'র অপ্রকট পরে,
কি ব্রত কঠোর আরো সাধিলে সে ঘরে !
তণ্ডুলে রাখিয়া সংখ্যা করি কৃষ্ণ নাম,
সেই তণ্ডুলের অন্নে করি ভোগ দান ;
প্রসাদান্নে রাখি প্রাণ, দেখাইলে সবে
শুদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সতীর কি ভবে !
গৌর-প্রেম-প্রদায়িনী অয়ি বিষ্ণুপ্রিয়া,
করিবে কে শেষ গুণ তোমার গাহিয়া?
শ্রীঠাকুর মহাশয় সেতুরী-ভবনে,
গৌর সনে শ্রীবিগ্রহ তোমার যতনে,
স্থাপন করিয়া সেবা করিলা বিহিত,
গৌরব-মার্গে যে শুদ্ধ ভক্তের সেবিত।
আদর্শে শ্রীঠাকুরের কৃপানুগ-বর
ভকতি-বিনোদ প্রভু পুনঃ তারপর,
যোগপীঠ মায়া-পুরে, তোমারি ভবন,
শ্রীবিগ্রহ তোমাদের করিলা স্থাপন।
নবধা ভকতি-রূপা তুমি গো জননী,
বন্দি পাদপদ্ম তব লুণ্ঠিয়া অবনী।
প্রকট-বাসরে তব মোরা দাস-দাসী,
মাগি হয় মাথা, গৌর-কৃপা-অভিলাষ।
যাচে "কৃষ্ণামৃত" দীন, মলিন সে বড়,
গৌর-জন-পদে তারে রাখ নিরন্তর !

—•—

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রদ্ধাপূর্ণ-প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্ :—

আমি আপনার গৌড়ীয় পত্রের একজন গ্রাহক, গত ৬ষ্ঠ ডিসেম্বরের পত্রে প্রশ্নোত্তরস্তম্ভে শ্রীগৌরনিতাইয়ের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতিকে নবকল্পিত মনোধর্ম্মপ্রসূত বলা এবং নামাপরাধ বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও রাধাকৃষ্ণের ভেদাভেদ সম্মিলন (?) শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিতাই-মূর্ত্তির ভিতরেই কি গৌরাঙ্গে শ্রীরাধার মিলন নাই ? তা' ছাড়া "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—এই মহানাম যে সব ভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তির সহিত জপ বা সাধন করেন, তাঁহাদের এই নামকে ছড়া ও নামাপরাধ বলিলে কি অপরাধ হয় না ? ভাবগ্রাহী শ্রীহরি কি কোন নামরূপে আবদ্ধ ? অনুগ্রহ করিয়া বিস্তৃত

ভাবে ইহার আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

প্রশ্নকর্ত্তা—
শ্রীএকড়ি সিংহ রায়।

(উত্তর)

উত্তরপ্রার্থীর প্রশ্নের উত্তর শ্রীপত্রের ১৬শ সংখ্যার ১৩ পৃষ্ঠায় এবং ২০শ সংখ্যার ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় বিশদভাবে পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে। "শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ত' রাধাকৃষ্ণের তেরাভের সম্মিলন"—এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ কোন শাস্ত্রসম্মত অথবা গোস্বামিগণের লেখনীতে দৃষ্ট হয় না। "শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু" এইরূপ বাক্যই গোস্বামিগণে দৃষ্ট হয়, এইস্থলে 'তেরাভের' কথাটি তাৎপর্য্যহীন ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তু; সুতরাং স্বাংশ, প্রকাশ ও বিলাস তত্ত্ব তাঁহাতেই বিরাজিত। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে লীলা-বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকায় কৃষ্ণের রাসাদি লীলায় বলদেবের উপস্থিতি অথবা কৃষ্ণ-পরিগৃহীতা গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের রাসাদি লীলা নাই। রাম ও কৃষ্ণ উভয়ের রাসক্রীড়ার কথা ভাগবতে বর্ণিত হইলেও উভয়ের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব অভিন্ন বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্য অপলাপ বা তাঁহাদের মধ্যে কোনও রসাভাসদুষ্ট বা রসবিরুদ্ধ ভাব আনয়ন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া চিরতরে ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না। মর্য্যাদা ও মাধুর্য্যভেদে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নির্ব্বিশেষ ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের বিঘ্ন না ঘটায়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের হরিবিমুখতার এমনই স্বভাব যে, উহা আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞাতসারে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার প্রয়াস-যুক্ত করাইয়া কখনও প্রচ্ছন্ননির্ব্বিশেষবাদী কখনও স্পষ্ট নির্ব্বি-শেষবাদী করিতে চাহে। তাই বর্ত্তমানে একদিকে যেমন মায়াবাদিসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষ পথের পথিক, অপর দিকে তেমনই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত পরিচয় প্রদান করিয়া অনেক মনোধর্ম্মী ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতেছেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-চরণাশ্রয়ের অভাবে অসৎ-প্রসঙ্গোপাসনা বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে আমাদিগের অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ভুক্তি পথের পথিকস্বত্ত্ব আমা-দিগকে নিতান্ত ভক্তিবিরোধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। রসতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য হইতে এই সকল নিগূঢ় চিদ্রসবৈচিত্র্য-বিজ্ঞান লাভ সম্ভব, নতুবা 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রাধাপ্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রসবিরোধ-ভয়ে মহাপ্রভু হইতে দূরে অবস্থান করিতেন; কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত বাক্যই তাহার প্রমাণ, (চৈঃ চঃ ম ১৪।২৩৫।৩৬)

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্ফূর্ত্তি॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, কিছু রহে দূর দেশ॥

দশম স্কন্ধের সারার্থদর্শিনীতে রসিককুলশিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যমুনোপবনে শ্রীরামগুপ্তসখা প্রসিদ্ধে স্থলে, কিন্তু যত্র **শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলমপি রামেণ-দূরতঃ পরিত্যক্তম্।**

'নিতাই', 'গৌর', 'রাধা', এবং 'শ্যাম'—এই সব শ্রীনাম নামী হইতে অভিন্ন শ্রুতিসম্মত ভগবন্নাম। শ্রীনাম 'নমঃ'-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হন। 'নমঃ' শব্দের অর্থ—স্থূললিঙ্গ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। মন্ত্রে 'নমঃ', শব্দ বা আত্ম-সমর্পণের উদ্দেশ্য থাকায় চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ বা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনর্থযুক্ত জীবই 'নাম' গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ভগ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্‌কে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন বলিয়াই নামে সম্বোধন বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,—"হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে নিতাই! হে গৌর! হে রাধে! ইত্যাদি" এখন বিচার্য্য এই যে, 'জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বাক্যটী 'নাম' না 'মন্ত্র'? উহা যদি ভগবদ্বিরহকাতর ভগবদ্ভক্তগণের উচ্চারিত নাম হয়, তাহা হইলে 'জয়'—এই ধাতুটির প্রয়োগে উহার অর্থাৎ উক্ত সমগ্রবাক্যটীর অর্থ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে

'জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই বাক্যাংশের অর্থসঙ্গতিই বা কিরূপে হয়? বিশেষতঃ নামে কেবল সম্বোধনের পদ থাকায় তাহাতে অপরের প্রতি কোন প্রকার উপদেশ থাকিতে পারে না। কেননা, শ্রীনাম ভগবানের প্রতি ভক্তগণের নিত্য ভাব থাকায় সকাতর আহ্বান বিশেষ।

আবার পূর্ব্বোক্ত বাক্যটীকে 'মন্ত্র'ও বলা যাইতে পারে না। কেননা, উহাতে 'নমঃ' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত কোন পদ নাই, অতএব উক্ত বাক্যটী যদি 'নাম' বা 'মন্ত্র'—এই উভয়ের মধ্যে কোনটীই না হইল, তাহা হইলে উহা কি? 'নামাভাস' না 'নামাপরাধ'? উহাকে 'নামাভাস' ও বলিতে পারা যায় না। কেননা, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি ভগবানকে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া 'বিক্রয়ে' বলিবার পরিবর্ত্তে 'বিক্রায়' বলিয়া থাকেন, তাহাতে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহার হৃদয়ের নিষ্কপটতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন এবং তাদৃশ ভক্তকে স্বয়ং অথবা নিজ পার্ষদগণের দ্বারা শোধন করাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ ইহাই নামাভাসের ফল। কিন্তু যাহারা মহাজনগণের উপদিষ্ট মন্ত্র ও মহামন্ত্র জপকীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কল্পিত বাক্যের কীর্ত্তনা-দিতে নিজ চিত্তসুখ লাভ করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। নামাভাসের ফল যে সাধুসঙ্গ ও বিশুদ্ধ-নাম-গ্রহণ তাহা বরণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের হয় না, সুতরাং উহা নামাভাসও নহে। নামাভাস না হইলে নিশ্চয়ই উহা 'নামাপরাধ'।

'জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। 'জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—এইরূপ ছড়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং রসাভাসপূর্ণ কেন, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। ছড়াকীর্ত্তনকারিগণ বলেন,—'নিতাই—রাধা; গৌর—শ্যাম।' ছড়া-কীর্ত্তন-কালে তাঁহারা ঐ প্রকার অর্থের দিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাও জানা যায়। কিন্তু সন্ধিনীশক্তির শক্তিমদ্বস্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব; ইহা চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবার মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকেই রাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসী শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা সহোদরা অনঙ্গমঞ্জরীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকারূপে সিদ্ধান্ত করা শাস্ত্রকারগণের অভিমত না হওয়ায় উহা কল্পিত জীবকল্পিত ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এরূপ জানিয়াও ছড়াকীর্ত্তনকারী এই প্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বিরত হন না। তাঁহারা বলেন,—'নিত্যানন্দ প্রভু যখন ভগবান্ তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে। তাঁহাকে আমরা ইচ্ছামত মনের ছাঁচে গড়িয়া যে কোন প্রকারে উপাসনা করিব, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারিবে না।' উৎকট ধূম্রপান নিরত ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'গাঁজা', মাতাল তাঁহাকে 'মদ', স্ত্রীসঙ্গী তাঁহাকে 'স্ত্রী'রূপে কল্পনা করিতে পারেন, তাহাতে ছড়া-কীর্ত্তনকারীর কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে,—স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবান্ আমাদের মনঃ-কল্পিত অর্থাৎ আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু; আমরা তাঁহাকে নিজ নিজ মনগড়া বিচারে আবদ্ধ করিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের অনুগত নিজ জনের জন্য শাস্ত্রে তাঁহার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মনোধর্ম্মোত্থ কল্পনা বা অনুমান ঈশ্বরতত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে কোন কার্য্যকরী হয় না। সুতরাং এই প্রকার ছড়াকীর্ত্তন রসাভাসপূর্ণ। রসাভাসদোষ-দুষ্ট বা নামের ন্যায় প্রতীয়মান শব্দ বা অক্ষর অধোক্ষজ শব্দাবতার শ্রীনাম নহেন। উহা কল্পনাকারীর ভোগ্য বস্তু মাত্র। রাসরসিকবর রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ, 'রুক্মিণীরমণ বাসুদেব' হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রজবিলাসিনাগণকে 'রুক্মিণী-রমণ' বলিয়া সম্বোধন করিলে যে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয়, তাহা রসতত্ত্বাভিজ্ঞ আচার্য্যগণের অবিদিত নাই। এস্থলে নিতাই-গৌর ও কৃষ্ণবলরাম অভিন্ন বস্তু; শ্রীকৃষ্ণ গৌর-লীলায় রাধাভাবে প্রমত্ত থাকাকালে শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রীগৌরসন্নিধানে বা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলায় রাসস্থলীতে শ্রীবলরামের উপস্থিতি রসবিরুদ্ধ। তাহা পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্য এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

উক্ত ছড়াকীর্ত্তন যখন শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামী আচার্য্যবর্গের অথবা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রমুখ পরবর্ত্তী মহাজনগণের কিংবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদবলদেব

বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তখন যে উহা তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠাকামী মনোধর্ম্মী জীবের ভোগ্য, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসপূর্ণ মনগড়া ছড়া-মাত্র, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভগবান্ নিত্য নাম ও স্বরূপ-বিগ্রহবিশিষ্ট। ভগবানের নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে ইচ্ছামত মনের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারিব, এরূপ নহে। শাস্ত্রে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরকে কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি যদি বলেন,—'অনন্ত রূপময় ভগবানের কোন একটী বিশেষ নাম ও রূপকে তাঁহার স্বরূপ না বলিয়া 'অনন্ত' শব্দটির সুযোগ লইয়া আমার যথেচ্ছাচারিতার তর্পণ-সাধন পূর্ব্বক আমার ভোগ্য নাম-রূপকেই ভগবানের বহু নামরূপের অন্যতমরূপে প্রতিপন্ন করিব।' তাহা হইলে ঐরূপ চেষ্টা পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইবে। সমস্তের বিভু হইতে যাবতীয় বস্তুর সত্তা-বিস্তার হইয়াছে, সর্ব্ববস্তুর অন্তরালে একমাত্র বাসুদেব বিরাজিত বলিয়া সর্ব্ববস্তুর নাম একমাত্র ভগবানেই পর্য্যবসিত হয়, এই জন্য শাস্ত্রে মুখ্য ও গৌণভেদে ভগবানের দুই প্রকার নামের বিভাগ কথিত হইয়াছে। গৌণ নাম বা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় নাম কীর্ত্তন-ফলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না, তদ্দ্বারা প্রাকৃত ভোগ সিদ্ধ হয়। ভগবানের নিত্যলীলা-সূচক নামই মুখ্য নাম। ভগবদ্ভক্তগণ তাহাই নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাসপূর্ণ ছড়া মুখ্য বা গৌণ নামের কোনটীই নহে, কিন্তু উহা নব্য সম্প্রদায়ের নবকল্পিত মানসিক বাতিকার মাত্র। অতএব ভগবান্ যেমন অসীম তদ্ভক্তি তাঁহার নামও তেমনি অনন্ত। ভগবানের যাবতীয় নামের গণনা করা জীবের কথা কি অনন্তদেবও সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ; অতএব মহাজনপ্রসিদ্ধ নামসমূহই একমাত্র ভগবদ্ভক্তের কীর্ত্তনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৯ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা-টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃন্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ লোকপ্রসিদ্ধ নাম-গীতি-সমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করিবেন। "জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" প্রভৃতি ছড়া কীর্ত্তন কোন শাস্ত্রে নাই, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের মধ্যে কেহই উহা জানিতেন না, সুতরাং উহা মহাজন বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভগবন্নাম নহে। 'মহানাম' প্রভৃতি বিশেষণ বা শব্দ ভগবদ্ভক্তগণ ব্যবহার করেন নাই। নামকে ঐরূপ বিশেষণ সহযোগে প্রয়োগ করিবার প্রথা কোন মহাজনগণের লেখনীতে বা শাস্ত্রে দেখা যায় না। শুদ্ধ বা মহাজনানুগতাই—ভক্তি, তাহাতে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। সুতরাং যে স্থানে আনুগত্য ধর্ম্মই পরিত্যক্ত হইল সে স্থানে 'ভক্তি বা নিষ্ঠার সহিত জপ-সাধন করেন', প্রভৃতি বাক্য নিরর্থক। 'লোক-দেখান-ভজন', ভক্তির আভাস, নিষ্ঠা ভক্তি, কপটতা বা অনুকরণ—ভক্তি, আনুগত্য বা অনুসরণের পথ নহে।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ

বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতে অশৌচ ত্রাহ্ম না করিয়া সাত্বতস্মৃতি ব্যবস্থানুসারে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য, যথা—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী বিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥
পিতৃনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
তারয়িত্বা তু নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥
দত্তান্নে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যাং পিতৃণাং পূজনং মুনে॥
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিতৃণাঞ্চ দিনে দিনে॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাৎ তং নয়েৎ পরমং পদম্॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ।
কৃতবান্ হি পিতৃণাং যৎ তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৯ম বিলাসে।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন কর্ত্তব্য—

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥

ঐ ঐ

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ব্যবস্থা—

শুদ্ধবৈষ্ণবানাং শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্নাস্তি। যদ্যপি

বৈষ্ণবশাস্ত্রে কাপি বিহিতদিবসসংখ্যা নাস্তি, তথাপি লৌকিকাচারশ্রদ্ধাবদ্ভক্তাঃ কণ্ঠমুক্তভক্তিশ্রিতাঃ স্ব-স্ব-বর্ণাভিমানানুসারেণ বৃত্তিশাস্ত্রবিহিতেষু শ্রাদ্ধদিবসং নিরূপয়ন্তি। তথা চোক্তং—"বৈষ্ণবস্তিথ্যাদিকমপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধ-গ্রহণযোগ্যম্"; "একাদশ্যাঞ্চ শ্রাদ্ধাদ্যং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। তদ্যস্যাং তৎপ্রয়াতস্যাং নোপবাস দিনে ক্বচিৎ॥" ইত্যুদ্বিতভক্তিবিলাসোক্তিবশাদ্বৈষ্ণবৈঃ ক্বচিদাদিত্যঃ মঘোপবাসদিবসং পরিত্যজ্য তৎপ্রদিন এব শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমেব বিদিং। পুনশ্চাহত্তের 'বিশেষবিধিনা বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রেতস্য নাস্ত্যেতি শ্রুতত্বাৎ' হেতু দোষ-বৃদ্ধিং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবদিবা মহাপ্রসাদপিণ্ডেনৈব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। তথা চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত—"প্রাপ্তে তু শ্রাদ্ধবাসরে" ইত্যাদিপ্রয়োগস্থলে—বৈপ্রো একাদশাহেন, ক্ষত্রিয়স্ত্রয়োদশাহেন, বৈশ্যঃ ষোড়শাহেন, শূদ্রস্তু কথিতাহেন এবমাত্মনশ্চ একচত্বারিংশদ্দিবসেন শ্রাদ্ধমনুষ্ঠিতীতি সমাসঃ।

শ্রীবৃন্দাবনধামের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামিপ্রভুর ব্যবস্থা যথা—

শ্রীভগবদ্বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বাদি কর্ত্তব্যানন্তরং বেদোদিতর্চ্চনাদি রহিতানাং কার্য্যাদি, যন্মাদনন্তানাং দেবতান্তরার্চ্চনং নিষিদ্ধং তথাচ শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তশুদ্ধভক্তানাং শ্রাদ্ধাদিকমপি সাম্বর্তবিধিনা কার্য্যং নহি প্রাপ্তভগবদ্ধাম্নাং দানাদৌ প্রেতশব্দপ্রযুক্তঃ। অনুকৈষ্ণব ইত্যেব বাচ্যম্ পিণ্ডাদিকঞ্চ শ্রীভগবদ্বিবেদিতান্নেব কর্ত্তব্যম্ শ্রীবৈষ্ণবানাং ভগবদ্ধামপ্রাপ্তত্বাৎ, যদি বা ভবন্ত্যাদিনামিব অদিশুদ্ধভক্তত্বেনানাং পুনর্জ্জন্মসম্ভবো ভবেৎ তদপি ভগবদ্বিবেদিতান্নপিণ্ডদানাচর্চ্চনাৎ পুনর্বৈষ্ণবদেহপ্রাপ্তিরেব ভবেৎ। ইতি বৈষ্ণবানাং প্রক্রিয়া।"

বৃন্দাবনবাসী পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী গত ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীবৃন্দাবনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পরমা সাধ্বী পতিব্রতা ও ভক্তিমতী স্ত্রী ছিলেন। তিনি সাংসারিক সমুদায় ক্রিয়া বৈষ্ণববিধিমতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুপাদের 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' অনুসারে সমাহিত করিতেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য উক্ত ডাক্তার বাবু বৈষ্ণবমতে সমাধান করিয়াছেন। এই বিরহমহোৎসব উপলক্ষে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কাঙ্গালি ভোজন করান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকগণ সংকীর্ত্তনাদি-দ্বারা এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিষ্ণুস্মরণোক্তিত ব্যক্তিগণের সমুদায় কার্য্য শুদ্ধবৈষ্ণবমতে করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিষ্ণুচরণ পাত্রী, সেবাশ্রমবৃন্দ, ভক্তিরঞ্জন।
শ্রীধামবৃন্দাবন।

নির্য্যাণ

গত ১২ই মাঘ ১৩৩৩ সন বুধবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনের বর্ত্তমান সেবক শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

আগামী ২০শে মাঘের গৌরাব্দ ৪৪০, ২৩শে মাঘ ১৩৩৩, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, রবিবার দিবস শ্রীপল্লী শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীগৌরাবতারের প্রেমপ্রদানলীলার সহায়কারিণী গৌরশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা শুদ্ধভক্তমাত্রেরই কৃত্য। বিষ্ণুমায়ার আজ্ঞায় হইয়া বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ববিজ্ঞানে মোহপ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ও নবধাভক্তিস্বরূপিণী মহাপ্রভু মহেশ্বরী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার চরণে নানাবিধ অপরাধ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতেছেন। জীবের নয়নের গুরু পরমগুরুদেব শ্রীল ঠাকুরমহাশয় শ্রীপাট খেতুরী গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন এবং পূজাচার্য্যের অনুসরণে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম হরিহরি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নিমেষে শ্রীগৌরপ্রকটধামী শ্রীশ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপধামে শ্রীমদ্ভক্তিযোগপীঠে শ্রীগৌর-নারায়ণের সহিত বৃষকিষ্কন্ধনিধি শ্রীমদ্বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সংস্থাপন করেন। সার্ব্বভৌমবর শ্রীল জগন্নাথই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকটতিথির সন্ধান প্রদান করিয়া বর্ত্তমান জগতে পুনরায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিত্যস্থিতিপূজার

উদ্বোধন করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতি বৎসরই শ্রীপঞ্চমী দিবসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটতিথিতে কীর্ত্তনমুখে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা বিহিত হইয়া থাকে।

প্রেরিত পত্র

(১নং)

বিগত ২২শে পৌষ বৃহস্পতিবার দিবস মেদিনীপুর জেলাবর্গত আহারমুণ্ডা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস তুরা ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র জানিলা মহাশয়গণের যত্নে একটী সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বোপরিতত্ত্ব এবং কৃষ্ণভক্তে যে রাজপত্ন ও যোগীর অনুস্যূত আছে এবং শুদ্ধভক্তই যে প্রকৃত যোগী এ-সকল বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখবিগলিত সুধাময়ী শ্রীহরিকথা শ্রবণে অনেক গৃহব্রত ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের হেয়তা ও অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিবেদন ইতি—সন ১৩৩৩, ২৪শে পৌষ।

শ্রীঅধরচন্দ্র অধিকারী, সাং পাতনি, পোঃ মাধবরাসাই, জেলা মেদিনীপুর।

(২নং)

বিগত ২৭।২৮ পৌষ মঙ্গল ও বুধবার দিবস মদীয় ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর-মহারাজ প্রথম দিন বক্তৃতামুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহুবীশ্বর, দেবদেবী-পূজা-নিরসন, বর্ত্তমানে নিগীশ্বর স্মার্ত্ত ও কর্ম্মকাণ্ড-মতের হেয়তা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন ও প্রত্যেক গৃহস্থব্যক্তিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত হরিকীর্ত্তন গ্রহণের উপদেশ দান ও ইহাতেই যে সকলের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন। ইহাই জীবের নিত্যা বৃত্তি নির্ম্মল ভগবৎসেবালাভের উপায়। স্বামীজীর শ্রীমুখনিঃসৃত পূতবাণী শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সুন্দরভাবে সকল শ্রোতার নিকট প্রকাশ করেন। উত্তর দিবস শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সমগ্র শ্রোতার হৃদয়স্থ কলুষ নাশ করিয়া সকলের হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীআশুতোষ দে, সাং নলকাসা, পোঃ মাধবরাসাই (মেদিনীপুর)

(৩নং)

পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়,

গত ৭ই মাঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসার দামোদর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুপরিচালিত মাদ্রাজের অন্তর্গত "শ্রীগ্রামে" শুভাগমন করিয়াছেন।

উপর্য্যুপরি দুইদিন দুইটী সভায় সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সহিত ভক্তিকথা আলোচনা করিয়া সকলেরই আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

প্রথম দিন "মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে একান্ত হরিভজন" তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত সকলেরই তৃপ্তি বিধান করেন। দ্বিতীয় দিন সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচার সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণা বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ-তিশয্যে স্বামীজি কৃপা করিয়া আরও দুই দিন এই গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন এইরূপ আশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়াছেন। সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতে স্বামীজির প্রতি ভক্তিজ্ঞাপনার্থ স্বামীজির কৃপার কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ১৩৩৩।৯ই মাঘ

অনুগত ভৃত্য—

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

শ্রীগ্রাম, পোঃ শ্রীগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমানে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্

ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত বর্দ্ধমান সহরে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৩রা মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস বিরাট নগরসংকীর্ত্তন ও স্থানীয় টাউনহলে বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত শ্রোতার সমক্ষে বাগ্মীবর স্বামীজি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় শক্তি-পরিণামবাদ সম্বন্ধে একটী মহাগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৮ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ণে নূতনগঞ্জে একটী প্রাসাদে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডীস্বামীজি-মহারাজ বক্তৃতা করেন, নিজস্ব সংবাদদাতার দ্বারে প্রকাশ যে, স্বামীজির বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। বক্তৃতান্তে সংকীর্ত্তনমুখে প্রচারকবৃন্দ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গত ৯ই মাঘ রবিবার ত্রিদণ্ডী স্বামীজিমহারাজ স্থানীয় হরি-সভায় শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নগরসংকীর্ত্তনের সময় মায়াবাদী, পণ্ডিত, পাষণ্ডী, পড়ুয়া, অধম, কুলীন, পণ্ডিত, ধনী নির্ধন স্ব স্ব উপাধিক ও ব্যবহারিক মানাপমান ভুলিয়া গিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত, গৌরকৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ এবং ভক্তগণের চরণরজে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে বর্দ্ধিষ্ণু বর্দ্ধমান সহরে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-বিষয়ে পরমভাগবত প্রবীন ভক্ত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস দে মহাশয়ের উৎসাহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ; তিনি তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের আচরণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে আত্মহারা হিত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

মেদিনীপুরে—কালিন্দী হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় পাসমল মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে উক্ত হরিসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ভাগবত-ধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে ১লা মাঘ, ৩রা মাঘ ও ৪ঠা মাঘ এই তিন দিবস বহু পণ্ডিত ও সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪ঠা মাঘ তারিখে স্বামীজি শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে শ্রীনাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; সভা সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নানা স্থান হইতে বহু পণ্ডিত সভায় আগমন করিয়াছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেহ বা বীয় দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক স্বামীজির নিকট আত্মকলাণের জন্য পরিণাম ও গত জীবনের অনুশোচনা বিবিধ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। বক্তৃতার অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতরত্ন মহাশয় সভাস্থে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, কালিন্দীবাসীর হরিসভা করার মুখ্য উদ্দেশ্য এতদিনে সফল হইল। গত বৎসর পূজ্যপাদ শ্রীপর্ব্বতমহারাজ ও অন্য পূজ্যপাদ শ্রীপাদ অরণ্য-মহারাজ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ যুক্তিদ্বারা নিরপেক্ষ সত্যের কথা সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়া আমাদিগের যে কি উপকার সাধন করিলেন, তাহা আমরা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

নৈমিষারণ্যে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ শ্রীহৃদয়চৈতন্য ভক্তিরঞ্জকের প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীনৈমিষারণ্যে ও বিশ্রিকণ্ঠ ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে সত্য প্রচার করিতেছেন।

শ্রীধামবৃন্দাবনে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠরক্ষক প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীরমানাথশাস্ত্রীচার্য্য গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীধামপুরুষোত্তমের মহাপ্রভু ও তদ্দাসগণের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুদ্ধ ভক্তি ও নিষ্কপট ভক্তি, সেবা ও ব্যসনার, নিরপেক্ষ সত্য ও লোক-দেখান চরিত্রের প্রকৃতির পার্থক্য তাঁহাদের আচার প্রচারের দ্বারা সুধী মণ্ডলীর ইন্দ্রিয়গোচর করাইতেছেন।

শ্রীহট্টে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভপুরীমহারাজ শ্রীহট্টের বিভিন্ন পল্লীতে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া পুনরায় শ্রীহট্টের অতীত গৌরবের স্মৃতি উদ্দীপন ও তদুদ্দীপনমুখে সদাচার পরিপালনের দ্বারা শুদ্ধ নিষ্কপট ভগবদ্ভজনময় জীবনযাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা যুগপৎ আচার ও প্রচার করিবার জন্য সকলের দ্বারে দ্বারে গমন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডী স্বামীজীর সকাতর আহ্বানে সুকৃতিমান ব্যক্তিমাত্রেই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হরিরসামৃতপানার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।
বিকল্পঃ কুতনশ্চেতে কৃষ্ণ বৈষ্ণবয়োরপি।

গৌড়ীয়

তাপত্রিকৃতয়া বৃদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে মাঘ ১৩৩৩, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ | ২৫শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর]

হাসিলাম তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন ভক্তে না জানত গ্রন্থ-অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
ইত কৃষ্ণ না পাইলা কহিলাম আমি॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৭১-৭৩)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গার ভক্তজনে।
চতুর্থা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
কীর্ত্তনাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়।
একনামে এ চারি ঈশ্বর সেবা হয়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮০-৮১)

শুন দ্বিজ, ভাগবতে এই ব্যাখ্যানিবা।
ভক্তিবিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি মধ্যে অন্তে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণশক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে॥

হেনরূপ মহন্ত কৃষ্ণ আপি অবতারে।
আবির্ভাব তিরোভাব যেনতা' সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নহে।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের বিশ্বাস।
সে হইল স্মৃতিমাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই সে না জানে ভাগবতের প্রমাণ॥
অল্প ছই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় স্ফুরণ॥
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণের রঙ্গ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণ করিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
স্বপনে শ্রীভাগবত দিলান্ত স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেন সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ তোমারে কহিল॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৭।৫০-৬৯)

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেখিতে দেখিতে বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞানগণনার সার্দ্ধসপ্তবর্ষ অতিক্রম করিতে চলিলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই গৌড়ীয়ভাস্করের উদয়ে অনেকের চিত্ত-গুহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কৈতব-কালিমারাশি নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে শ্রবণ করিয়াছি ও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্যও পাইতেছি। বঞ্চিত দিবান্ধগণ যাঁহারা ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল প্রভা সহ্য করিতে দৈবকর্ত্তৃক প্রতিহত, তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে গৌড়ীয়ের প্রভা তীব্র, অসহ্য ও বেদনাদায়ক।

যাঁহারা মনোধর্ম্মের সাধারণ ভ্রমসমূহে (Common errors) পতিত, যাঁহারা কোনও না কোন অজ্ঞাভিনিবেশযুক্ত এবং তদ্দর্শনবিমুখ হইয়া তৎসংরক্ষণেই অধিকতর আগ্রহযুক্ত, যাঁহারা কপটতা করিয়া ইহকালের কয়েকটা-দিন একশ্রেণীর লোকসমাজে কিংবা তৎসমশীল জীবগণের মধ্যে 'ধার্ম্মিক', 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'আভিজাত্যসম্পন্ন', 'পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠাশালি'রূপে পরিচিত থাকাকেই পরমার্থপ্রভৃতি মনুষ্যজন্মের সাধ্য জ্ঞান করেন, যাঁহারা তাঁহাদের মনোধর্ম্মোত্থ রুচির অনুকূল বা ভোগ্যসামগ্রী না হইলে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্‌কে তত্ত্বদভিধান হইতে বাহির করিবার অধিকারী মনে করেন অর্থাৎ ভক্তি, ভক্ত, ভগবানের অস্তিত্বসংরক্ষণবিষয়ের যেন তাঁহারাই দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন, যাঁহারা প্রাতীতিক সত্য ও বাস্তবিক সত্য, অনুকরণ ও অনুসরণ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অক্ষজ ও অধোক্ষজ, কাম ও প্রেম, মনোধর্ম্মের কল্পনা ও অনর্থ-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ আত্মার সহজ সেবাময়ী চেষ্টার সামঞ্জস্যপ্রয়াসী, যাঁহারা আত্মধর্ম্ম বা নিত্য, শাশ্বত, পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া মনোধর্ম্মীর পরিচ্ছিন্নচক্ষে বড়ই বিস্ময়োৎপাদক আলোড়িত প্রাকৃতজ্ঞানদ্বারা উক্ত বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞানকে শোধন করিবার দৃষ্টতা পোষণ করেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট গৌড়ীয়ভাস্করের প্রভা বড়ই 'বিরুদ্ধ', 'তীব্র', 'কঠোর', 'সাম্প্রদায়িক', 'একঘুরে', 'বর্ত্তমান প্রচলিত ভাব ও ভাষার সহিত অমিল', 'রাজাছাড়া,' 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ', 'মূর্ত্তিমান্ দম্ভস্বরূপ', 'মনোধর্ম্মিগণের বিচারে ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মনামে নিন্দিত পুরুষ বা মতের নিন্দাকারী' প্রভৃতি কত কি মনে হইবে।

অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মপ্রচারক "গৌড়ীয়" প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট বিরুদ্ধবাদী বা দুঃসিদ্ধান্ত-বিচারপর ও প্রাকৃতরস-দূষক ও নিন্দক বলিয়া নীত হয়; 'পরমহংস'কনিষ্ঠ "গৌড়ীয়" বেচ্ছাচারী, মনোধর্ম্মী, অসৎসাম্প্রদায়িকের চক্ষে গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক; সুদার্শনিক "গৌড়ীয়" কুদার্শনিকের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ; অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জক চিৎসমন্বয়বাদী "গৌড়ীয়" সীসঙ্গী, সীসঙ্গীর সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তের নিকট বজ্রের ন্যায় কঠোর ও অসমন্বয়বাদী; যুক্তবৈরাগ্যধর্ম্মের প্রচারক "গৌড়ীয়" ফল্গুবৈরাগী ও মর্কট-বৈরাগীর নিকট আশ্চর্য্যজনক ও ভয়ানক; আশ্চর্য্যজনক—যেহেতু ফল্গু-বৈরাগীর শুষ্কত্যাগ, কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা সমগ্র ভোগি-সম্প্রদায়ের বিস্ময়োৎপাদন করিলেও গৌড়ীয় ঐরূপ শুষ্ক-ত্যাগের মূল্য কাণাকড়ির ন্যায়ও জ্ঞান করেন না; ভয়ানক—যেহেতু মর্কটবৈরাগীর যাবতীয় অস্থিরতা, বাহিরে লোক-দেখান' গোরাভদ্র ও অন্তরের কাপট্য এবং ধর্ম্মের আবরণে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য গৌড়ীয় সর্ব্বসাধারণের নিকট ধরাইয়া দেন; শুদ্ধ বা দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষক "গৌড়ীয়" অদৈব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মজড় বা তদনুগগণের নিকট তাহাদের অন্তঃসারহীন তথাকথিত বর্ণাশ্রম বা দৈববর্ণধর্ম্মের বিরোধী; কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত "গৌড়ীয়" ভোগার্থে অখিলচেষ্টাতৎপর বা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধিবস্তুর প্রতি বিরক্ত—প্রচ্ছন্ন ভোগচেষ্টান্বিত অর্থাৎ চিদ্বিলাসসৌন্দর্য্যদর্শনে অন্ধ ও অলস-প্রকৃতি জীবগণের চক্ষে মঠাদি আরম্ভযুক্ত পরমবিষয়ী; বৈকুণ্ঠীপ্রতিষ্ঠা বা শুদ্ধজীবের স্বরূপাভিমানগত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টায় যে দৃঢ়া ইষ্টনিষ্ঠা উদিত হয়, সেই পরমলোভনীয় সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত "গৌড়ীয়" শুষ্কত্যাগনিষ্ঠাপরা জড়প্রতিষ্ঠায় তিক্তমুক্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট 'প্রতিষ্ঠাকামী' বলিয়া প্রতিভাত; সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও লক্ষ্মী-গণের একচ্ছত্র মালিক শ্রীভগবানের সেবাচেষ্টাযুক্ত "গৌড়ীয়" কৃষ্ণভোগ্যা কনক-কামিনীর প্রতি ভোগবুদ্ধিকারী ও তন্মূলে

'আমি ছায়তঃ কনকের মালিক', 'আমি বৈধ কামিনীর স্বামী'—এইরূপ অন্যায়বিচারপরায়ণগণের চক্ষে তাহাদের ভোগপথের কণ্টকস্বরূপ। আবার এই "গৌড়ীয়" সত্যানুসন্ধিৎসু পরমার্থ-পথিকের চক্ষে—জীবনের ধ্রুবতারা ; নিষ্কপট ও সেবোন্মুখের নিকট—একমাত্র নিত্যসঙ্গী, পরমবান্ধব ও নিরপেক্ষ সত্যের বক্তা ;. প্রণত, পরিপ্রশ্নকারী ও সেবকের নিকট—জ্ঞানাঞ্জনপ্রদাতা জগদ্গুরু।

—•—

"গৌড়ীয়" ধর্ম-ইতিহাসে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায় ও অন্যাভিলাষযুক্ত আগতীয় কুলাম্নায়াদিক বা সৎসম্প্রদায়বিরোধী অসাম্প্রদায়িক অসৎসম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের মূলে সুতীক্ষ্ণ পরশু নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ছাড়াছাড়া বৈকুণ্ঠাবতার 'গৌড়ীয়' শত শত গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বা শত শত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকারী বার্ত্তাবহের অন্যতম নহেন। 'গৌড়ীয়' বলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত, তাঁহার ভাব, তাঁহার ভাষা, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা সমগ্র মনোধর্ম্মিসমাজের নিকট অভিনব মনে হইতে পারে ; কিন্তু অপ্রাকৃত প্রাকৃতের নিকট, অধোক্ষজ অক্ষজের নিকট, বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বস্তুর নিকট চিরকালই বিপরীত, অভিনব, আশ্চর্য্যজনক, তাহাদের গ্রাহ্য ছাড়া বলিয়া মনে হয়। এক কথায় বৈকুণ্ঠ বস্তু কখনও সেবাবিমুখ বা সেবকস্বত্ব সেবাবিরোধী ব্যক্তিগণের ভোগের বস্তু হইতে পারে না। 'গৌড়ীয়' ভাগবতেরই বিবৃতি ; গৌড়ীয়ের প্রত্যেক অক্ষর, প্রতি ছত্র, প্রতি ভাব ও ভাষা বেদান্তভাষ্য ভাগবতেরই আবৃত্তি ও প্রতিধ্বনি। ভাগবতসাহিত্যের প্রচারার্থই গৌড়ীয়ের অবতার। গৌড়ীয় ভাগবত-অভিন্ন। ভাগবত-ভাষা, ভাগবত-সিদ্ধান্ত ভাগবত-কথার দুর্ভিক্ষেই জগতে ভোগীর ভোগানুকূল ও কর্ম্মত্যাগীর প্রচ্ছন্ন ভোগপর ভাষা, অভক্তিসিদ্ধান্ত ও অভক্তি কথা বা গ্রাম্যকথার প্রচার। শুদ্ধভক্তিকথা, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপুষ্ট শব্দ, পদবিন্যাস, বাক্যাবলী ও বিচারদ্বারা ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ অপনোদনার্থই গৌড়ীয়ের আবির্ভাব। গৌড়ীয়ের ভাষা হৃদয়ঙ্গম হইলে, গৌড়ীয়ের এক একটী শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে ভাগবত-সিদ্ধান্তে অধিকার-লাভ হইবে।

—•—

দুঃসঙ্গ বর্জ্জনীয়

'গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধের মুখবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তথা গৌরনাগরীর মতবাদখণ্ডন, প্রশ্নত্রয়ের (১) "গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন ?", (২) "গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন ?", (৩) "গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ?", (৪) "গৌরনাগরী লীলাবিনাশিনী কেন ?", (৫) "গৌরনাগরী স্বর্গপরায়ণী কেন ?" ও (৬) "গৌরনাগরী রসভঙ্গাঙ্ক কেন ?"—শীর্ষক-প্রবন্ধ-ষট্‌কে মুদ্রণরূপে দায়িত্ব হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উপসংহার-প্রবন্ধরূপে গৌরনাগরীর মতবাদের অবৈধ বিচারের সমালোচনা করিতেছেন।

গত সপ্তাহের "গৌরনাগরী রসভঙ্গাঙ্ক কেন ?"—শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীললিতমাধবনাটক-গ্রন্থের তাৎপর্য্য এবং বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা নববৃন্দাবন-বিরচনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীললিতমাধবের বাক্য হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে,—অর্থাৎ (১) গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের বিহার নিত্য এবং সেই বিহার একমাত্র ব্রজেই সংঘটিত হয় ; (২) কৃষ্ণের প্রকট-বিহারে প্রাপঞ্চিক ভাবমিশ্রণ অর্থাৎ অন্তর্দ্ধানাদি প্রভৃতি যুগাবতারের কার্য্য কেবল-চিদ্‌বিলাসপরায়ণ স্বয়ংভগবানের লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রজ হইতে গমনাগমন ব্যাপার লক্ষিত হয়, তাহাতে ব্রজদেবীগণের মাসত্রয়ব্যাপী সুদীর্ঘ বিরহ উপস্থিত হইলে কালক্ষেপার্থ অঘটনঘটনাকারিণী যোগমায়া দ্বারকাপুরীতে নববৃন্দাবন রচনা করেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনকেই তথায় প্রকটিত করিয়া তন্মধ্যে নন্দযশোদাদি গোপগোপীগণ তথা পত্রপুষ্পফলশোভিত বনসমূহ প্রকাশিত করেন ; (৩) ইহা দ্বারা গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র একপদও গমন করেন না—এই শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় ; (৪) দ্বারকায় নববৃন্দাবন রচিত হইলে ব্রজবিলাসী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় আবির্ভূত হন, তখন দ্বারকাপতি বাসুদেব তাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকাতেও সত্যভামার প্রবেশ হইয়া থাকে ; তাঁহাদের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে বাসুদেব ও সত্যভামার নিজ নিজ স্বরূপগত অভিমান হইয়া থাকে। তাৎপর্য্যান্তর গ্রহণ করিলে বৃহদ্ভাগবতাদ্ভুতোক্ত নববৃন্দাবনে গোপগোপীদিগের

দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপেন্দ্রনন্দনাভিমানে শ্রীকৃষ্ণের বিহার এবং দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির সেই নববৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার, কেবলমাত্র দূর হইতে বৃন্দাদির অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা দর্শন, সত্যভামা আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণকে বাহুপ্রসারণাদিদ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতে ধাবিত হইলে হৃদয়স্থতা যমুনার পথরোধ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ কোলাহলময় মহাতরঙ্গসঙ্কুল লবণজলধিতীরে প্রকাশমানা স্বকীয়া দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিতে থাকেন—"অহো! একি? কোথায় রহিয়াছি? আমি কে?" তখন বলদেব সেই শ্রীকৃষ্ণকে "বৈকুণ্ঠেশ্বর" বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক শাম্বাদিবর্গ ও যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞাদি-বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিবার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। বলদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বৃন্দভাব অর্থাৎ প্রেমরস-নিমগ্নতা বা মোহপ্রস্থের ন্যায় চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যগ্‌রূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্বভাব অবলম্বন এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া আপনাকে "দ্বারকেন্দ্র দ্বারকা-ধীশ" বলিয়া প্রকাশিত করেন। ইত্যবসরে ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সকল সেই স্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিয়া কক্ষের অলক্ষিতভাবে স্বীয় প্রাসাদে উপনীত হন এবং মাতা দেবকী ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সহিত যথা-যোগ্য সম্ভাষণাদি করেন ও সত্যভামার নিকট শ্রীরাধা-প্রমুখ গোপীগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এই সকল বাক্য হইতে যোগমায়া-বিস্তারিণী শ্রীনববৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য বিষৎপ্রতীতিসম্পন্ন পুরুষগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং মহিষী শ্রীসত্যভামা ও গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার স্বরূপ ও লীলাবৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া রসতত্ত্বে বিপর্য্যয় আনয়নকারিগণের বহির্ম্মুখ চেষ্টার গর্হণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' পত্রে ৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় যে অচ্যুতবাবুর পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অচ্যুতবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা—এরূপ সিদ্ধান্ত বিচারশক্তিবিহীন অন্তরঙ্গের মনের আবেগের লেখা; মুখ ফুটিয়া এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই।" শ্রীযুক্ত অচ্যুতবাবু এই কথাটী সরলভাবে সহিতই স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন "বিচারশক্তিবিহীন অন্তরঙ্গের মনের আবেগ" অর্থাৎ মনোধর্ম্মের কল্পনাবশে "শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াই রাধা"—এইরূপ সিদ্ধান্ত লিখিয়া শিশিরবাবুর নিকট পাঠাইলেন, তখন শিশিরবাবু তাঁহাকে "পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন" বলিয়া তাঁহার আবদার রক্ষা করিবার জন্য লিখিলেন, "ঠিক লিখিয়াছ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা।" পত্রে আরও প্রকাশ যে, শিশিরবাবু "কোনওরূপ বিচারের দিকে না গিয়া সহজ কথার বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, শ্রীমতীর সহিত তখন পরকীয় সম্পর্ক হইল, শ্রীমতী—রাধা!"

এইরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ অদ্ভুতপূর্ব্ব কাল্পনিক সিদ্ধান্ত পাঠে মনে হয় যে, যদি শিশিরবাবু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীঅচ্যুতবাবুর স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁহার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহে বিহ্বলিত হইয়া এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্র-বহির্ভূত—এমনকি যাহা শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদবৃন্দ গোস্বামিগণের পর্য্যন্ত অবিদিত, সেইরূপ বাক্যের দ্বারা পুত্রপ্রতিম 'নবরঙ্গ' যুবকের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, নতুবা মহাত্মা শিশিরকুমারের লেখনী হইতে এইরূপ 'বেফাঁস কথা' নির্গত হইবে কেন? শ্রীশঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করের অবতার হইলেও যে-সকল লোকের বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট তিনি মায়াবাদ বা বিষ্ণু-বিরোধ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোনও দোষ দেওয়া যাইতে পারেনা, তদ্রূপ শিশিরবাবুও স্নেহবিহ্বলতাপ্রযুক্ত ঐরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ কুসিদ্ধান্ত (যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে বলিয়াই থাকেন) সমর্থন করার জন্য ততটা দোষী নহেন।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতবাবুর পত্রে আরও প্রকাশ যে, তিনি 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই রাধিকা'—এরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধটী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শিশিরবাবুর ন্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর কোনও "উত্তর দিলেন না"। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের এরূপ নিরুত্তর বা মৌন থাকিবার কারণ কি, এবিষয়ে কৌতূহল ও সন্দেহ হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' ইহাই সাধারণ ন্যায়; কিন্তু যাঁহারা

কৃষ্ণভজন প্রণালী পৌত্তলিকতা কৃষ্ণপ্রিয়া সহজীকে সকল বিস্তার করিতে থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্তগণের যাহা আর হেয় সমস্তা-পূরক কে?

শ্রীভক্তিবিলাসঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগ শ্রীধাম-অঙ্কনের বর্ত্তমান সেবক মহাত্মা শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসঠাকুর আর ইহ জগতে নাই। তিনি গত ১২ই মাঘ বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আগামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবসে তাঁহার পূজ্যপাদের জ্যেষ্ঠপুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্রবাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাম্বত স্মৃতি-বিধানানুসারে বিরজাহোমাদি সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসঠাকুর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পঞ্চতত্ত্বাত্মক রাঢ়দেশের অন্তর্গত রাজবাদ ষ্টেসনের নিকট আমলাযোড়া গ্রামে ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইনি জীবনে কখনও মৎস্য মাংসাদি আমিষ-ভোজন কিংবা তামাকুটাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না; ইহার নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু-সমাজিকদের পৌত্তলিকতার আদর্শ দেখিতে পাইয়া এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকেও সাধারণ হিন্দুসমাজের একটী শাখা বিশেষ মনে করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মেও পৌত্তলিকতার আদর অনেক বিচার পূর্ব্বক এবং তদনুমোদন বিষয়ে সমাজে বৈষ্ণব সমাজের নীতি-বিগর্হিত আচারাদি দর্শন করিয়া তিনি তাৎকালিক নবদ্বীপ-সমাজের প্রধান নেতার উপদেশাদি গ্রহণ করেন।

১২৯১ সালে যশোর ও বিক্রমপুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত নানাদেশের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কল্পে পর্য্যটন করিতে করিতে আমলাযোড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া তৎস্থানবাসী ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা-প্রচার ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ "শ্রীআমলাযোড়া প্রচারাশ্রম" নাম প্রদান করিয়া একটী ভক্তিবিহার স্থাপন করেন, সেই সময় প্রথমেই শ্রীভক্তিবিলাস মহাশয় উক্ত মহাপুরুষ দ্বয়ের শ্রীমুখবিগলিত বীণাবাণী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সাধারণ পঞ্চোপাসক হিন্দু সমাজের একটী শাখাবিশেষ নহেন, সাধারণ প্রচলিত শ্রীরূপ রঘুনাথ অন্যান্য অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত তথা প্রাকৃত সহজিয়া বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরিত্রে অনুকরণ-প্রণালী অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের বিকৃত ও হেয় সংস্করণ যে সার্ব্বজনীন পরম উদার বিশ্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে, অবতার বা অবরোহ-বাদীর আনুগত্য ধর্ম্মে যে আরোহবাদীর পৌত্তলিকতার প্রভাব নাই, সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা, অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম ও প্রাকৃত-সহজিয়ার বিকৃত ধর্ম্ম এবং তদ্রূপে কৃত্রিম ভাবের ছলে মনোধর্ম্মিক পৌত্তলিকতা, আত্মার নিত্য ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম বা দেহ-মনের অনিত্য ধর্ম্ম, ভক্তি-নিরাকার ও সাকারবাদ এবং শুদ্ধ সবিশেষবাদ যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার চারিবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীধামপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এইরূপে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

উপদেশ ও কৃপা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই কিছুকাল পর্য্যন্ত হরি-ভজন করিতে থাকেন। ১৩১৯ সালে তিনি শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গনের সেবায় রতী হইতে আদেশ করেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত চরিত-মধ্যে লিখিয়াছেন,—"১৩১৯ সালে শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল, সংসারের কোন কার্য্যই ভাল লাগিত না। পরমহংস শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজকে পত্র লিখিলাম; তিনি উত্তর দিলেন, আপনি শীঘ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভজন করুন, তাহা হইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ১৩২০ সালে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলাম"।

শ্রীভক্তিবিলাস মহাশয় তাঁহার প্রকটাবস্থা কাল পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া নৈষ্ঠিক ক্ষেত্র-সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীধামের সেবায় ঔজ্জ্বল্য-বিধানে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। তিনি শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিলাষ করেন নাই। তিনি ঐরূপ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের নবদ্বীপ-ধাম-বাস-নিষ্ঠা কার্ত্তন করিয়া শ্রীগৌড়াটবীতেই রতোল্লাস করিয়াছেন,—

"জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুখদোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভর্ৎস্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্নষ্টপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ-পুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্যাং মতিঃ॥"

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক্, সুখোদ্‌গারাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক্, আমার আচরিত সদ্ধর্ম্ম-সমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক্, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক্ এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ার প্রতি-কারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক্, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

চব্বিশ পরগণায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাসপর্ব্বতমহারাজ শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসাধিকারী, শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তের সহিত ডায়মণ্ড হারবার, কাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ডায়মণ্ডহারবার ইংরাজী হাইস্কুলে সংকীর্ত্তনসম্রাট্ স্বামীজিমহারাজ সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদ্বারা বহুজীবের কদ্বর্যধ্বংস করিয়াছেন। স্বামীজিমহারাজের সুযুক্তি ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ও পণ্ডিতব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন।

জলপাইগুড়িতে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিবেকভারতীমহারাজ জলপাইগুড়ি সহরে ও নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কুমুদকান্তভৌমিক মহাশয়ের উৎসাহে জলপাইগুড়িবাসী সঞ্জীবনীসুধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে আকৃষ্ট ও সদাচারময় জীবন-যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

—•—

২৮ - ২৮ পাঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
হরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে ফাল্গুন ১৩৩৩, ৫ই মার্চ্চ ১৯২৭ | ২৯শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর)

আদি মধ্যে-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তি পাইবে প্রসাদ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-রসময়॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৫০৪-৫২২)
সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
করিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য-অন্তে কভু না বুঝায়ে আন॥
না মানিয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য তার করে অপরাধ পায়॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি হয় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥
ওই স্থানে ভাগবত আপনি মাধব।
গ্রন্থ-ভাগবত আর কৃষ্ণকলেবর॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেই হইবেক সেই মত॥
হেন ভাগবত কোন ভাগ্যে পড়িবা।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে।
ভাগবত অর্থ যে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত হয়েন।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অন্তাপি॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার।
ইহাতে কহিল মাত্র ভক্তিরস সার॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪২৬-৪৩৮)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

পরিক্রমার তারিখ—অন্তর্দ্বীপ—২৪শে ফাল্গুন, বুধবার; সীমন্তদ্বীপ—২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতি; গোদ্রুমদ্বীপ—২৭শে ফাল্গুন, শুক্র; মধ্যদ্বীপ—২৮শে ফাল্গুন, শনি; কোলদ্বীপ—২৯শে ফাল্গুন, রবি; ঋতুদ্বীপ—৩০শে ফাল্গুন, সোম; জহ্নুদ্বীপ—১লা চৈত্র, মঙ্গল; মোদ্রুমদ্বীপ—২রা চৈত্র, বুধ; রুদ্রদ্বীপ—৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার। তদুপরে—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে
শ্রীধাম-মায়াপুরে ত্রিদিবসব্যাপী
বিরাট মহামহোৎসব ও ভক্তসম্মেলন

শিবরাত্রি-ব্রত

গত ১৮ই ফাল্গুন বুধবার শিবরাত্রি-ব্রতের নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। শিবরাত্রি-ব্রত বৈষ্ণবের কৃত্য কি না এবিষয়ে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন (১৪ ৬৩),—

শিবরাত্রিব্রতমিদং দম্ভস্যাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারবিধিস্মৃতে॥

অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের কৃত্য না হইলেও সদাচার-প্রসঙ্গে এই স্থলে শিবরাত্রির ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। আবার উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রিয় শম্ভুর ব্রতাদি পালনের কর্ত্তব্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত কি, তাহা যথার্থ রূপে জানিতে হইলে শিব ও বিষ্ণুর তত্ত্ব বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিব ও বিষ্ণু তত্ত্ব বিচার করিয়া শিবব্রত পালনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইতেছে।

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করেন না, আবার তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা ও প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা বিষ্ণুকেই একমাত্র পরমেশ্বর জানিয়া শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর অধীন দাসজ্ঞানে যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৪ অনুচ্ছেদে এবং ভাঃ ১।২।২৬ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করিয়াছেন—বিশ্বসেন নামক একজন পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে-ছিলেন। একদা তিনি একাকী কোন বনমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর গ্রামাধ্যক্ষপুত্র সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল,—তুমি কে? ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় তাঁহাকে বলিল,—অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে সুতরাং আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না; অতএব আমার প্রতিনিধিস্বরূপে তুমি শিব পূজা-কর। গ্রামাধ্যক্ষপুত্র এইরূপ বলিলে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমরা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত বলিয়া পরিচিত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক প্রকট অথবা অপ্রকট ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের একমাত্র পূজ্য; আমরা অন্য দেবতার পূজা করি না, অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ শিবপূজায় অস্বীকৃত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর বিপ্র কিছু কাল নীরব থাকিয়া এবং তাহার নিকট হইতে মৃত্যু বাঞ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাশয়, আপনার মঙ্গল হউক, আমি তথায় যাইতেছি। সেখানে গিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই রুদ্রদেব প্রণয়ের কারণ, সুতরাং তমোবন্ধনকারী বলিয়া তমোময়; আর তামসদৈত্যগণের সংহারক এবং তমোভঞ্জনকারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবও স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি সৃষ্টি করিয়া সেই স্থানে উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সত্ত্বেও এই স্থানে আমি রুদ্রোপাসকের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব। এই বলিয়া বিপ্র 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ'—এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্রকে সপরিকরে বিনষ্ট করিলেন। দক্ষিণ দেশে অদ্যাপি 'সিঙ্গকোট' নামে প্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান।

কনিষ্ঠাধিকারী অতএব যদি কোন ব্যক্তি পাছে বৈষ্ণবপ্রবর শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া 'নামাপরাধ' সঞ্চয় করে, তজ্জন্য শাস্ত্রে শিব-ব্রত বা বৈষ্ণবব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ও শিবের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শিবের পূজা অথবা শিব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥

অর্থাৎ কৃতপাপকর্ম্মে বর্ষিত হইয়াছে যে, যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিম্বা শিবব্রতধারিগণের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহারা পাষণ্ডিরূপে গণিত হউক। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে যথা—বেদবিহিত-দেবাত্র ভবব্রতমনুক্তম্; অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানা-যোগঃ স্যাৎ, পূর্ব্বত্র তস্য পাষণ্ডিত্ব সিদ্ধেঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্র-ত্বেনৈবোপাসনান্যত্রায়ং দোষঃ; যত্তু তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দন-স্যৈব বেদনুলক্ষ্যমুক্তম্।

অর্থাৎ এস্থলে বেদবিহিত ভবব্রতের কথাই পশ্চাৎ কথিত হইতেছে। কেননা, এই ভবব্রত যদি বেদবিহিত না হইত, তাহা হইলে উহাতে স্বতন্ত্র পাপপ্রভাবে পাষণ্ডিত্ব বিধান সঙ্গত হইত না, যেহেতু বেদবিদিবিরুদ্ধ শৈব-তান্ত্রিকগণের পাষণ্ডিত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনাতেই এই পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়। বৈষ্ণবস্থানে শিবের উপাসনায় কোন দোষ নাই। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধ বিচার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে,—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকলং বিষ্ণোরিহ পরেষাং সমতয়া ধিয়ানামতি করঃ" অর্থাৎ যিনি শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন, তিনি নামাপরাধী, অথবা 'অভিন্ন' স্থলে 'ভিন্ন' এই পাঠ স্বীকার করিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—যিনি শিবের ও বিষ্ণুর গুণনামাদি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন অর্থাৎ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে একটি স্বতন্ত্র ঈশ্বর এইরূপ কল্পনা করেন, তিনি হরিনামাপরাধী। বস্তুতঃ শিবাদি দেবতার ঈশ্বরতা পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন। বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব হেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে শিব ও বিষ্ণুর ঐক্য স্থাপিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহাদের অনৈক্যই সিদ্ধ হইয়াছে; কেননা, বিষ্ণুর সহিত শিবাদি অন্য দেবতার সাম্যবুদ্ধির নিন্দাই পদ্মপুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥ বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ" প্রভৃতি বচনই তাহার প্রমাণ (শ্রীসিদ্ধান্তরত্ন ৩।১৫)।

অতএব শাস্ত্রে যে যে স্থানে শিব-বিষ্ণুর ঐক্য কথিত হইয়াছে, তত্তৎস্থানের তাৎপর্য্যবিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে" অর্থাৎ শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণুর সহিত শম্ভু ও শ্রীগুরুদেবের অভেদ-বর্ণন-স্থলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর প্রিয়তমরূপেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। যথা—(৪।৩০।৩৮)

বংস্যন্ত সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ কৃপয়ান্তকস্য।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ধিষ্ণ্যাভিরক্ষমং ধাত্তপতিঃ পতাঃ মে॥

প্রচেতোগণ কহিলেন, হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের কৃপাকলে সত্বপ্রভাবে দুশ্চিকিৎস্য সংসার এবং মৃত্যুরূপ রোগদ্বয়ের সহিত ও আত্মপতি আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যাবলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিব-বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নির্দ্দেশ করা কখনও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরম তত্ত্ব, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেহই ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন না। অন্যের প্রতি ভগবৎ-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুমাহাত্ম্যের কোটি অংশের এক অংশের সমানমাহাত্ম্যও 'রুদ্র-সংহিতা'তে নাই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইবাক্যের প্রমাণ স্বরূপ তত্ত্ববাদ গুরুশ্রীনম্বাচার্য মুনি (২।২৩) শ্রীতন্ত্রভাষ্যে শ্রীনারদীয় পুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ।
বিষ্ণু মাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা॥
পুনশ্চানন্তধা ভক্ত পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা।
নৈকাংশ-সমমাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষব্রহ্মশঙ্করাঃ॥
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়ামাহং।

বিষ্ণুর পারতম্য ও শিবাদি দেবতার পারতম্য সম্বন্ধে শ্রীমহাভারতাদি সর্ব্ব ইতিহাস, পুরাণ ও শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।২১) বলেন,—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্বুঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার পদনখনিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্তৃক অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া শিবের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন আর কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে,—

যচ্ছৌচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

(ভা ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌতজল হইতে নিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া 'শিব' ও শিবস্বরূপ হইয়াছেন।

শ্রীমহাভারতের দ্রোণ পর্ব্বের শেষে শতরুদ্রীয় উপাখ্যানে বিশতমতম অধ্যায়ে শিবের পারতম্য-বিষয়ের উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহা তদন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা

হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারে বিষ্ণুর পারতম্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহিত শিবের অনৈক্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে শিবের পারতম্য সিদ্ধ করিতে হইলে তাঁহাকে পরতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে অনিষ্টাপত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজস ও তামস পুরাণে বিধি-রুদ্রাদির পারতম্য কথিত হওয়ায় তৎসমুদায় প্রকৃত প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, অতএব শিবের তত্ত্বধ্যানী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধ। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভা ৪।৩।২৩) শিববাক্যই ইহার প্রমাণ,—

'অথোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে'

উক্ত মহাপুরাণে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব প্রসিদ্ধ আছে যথা,—"ভবানীনাথৈঃ শ্রীমৎপাদাব্জদলচ্ছত্রৈরলঙ্কারমানো ভগবতশ্চতুর্ব্যূহস্যাধিপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ'-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ নিরিণাপোতদতি-গুণন্ ভগ উপধাবতি।" (ভা ৪।১৭।১৬)

—এই ভাগবতীয় গদ্যের মর্ম্মানুবাদ শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে (চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০) এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী সঙ্গ।
সঙ্কর্ষণ রূপে শিব উপাসক রঙ্গ॥

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞ-তত্ত্বাচার্য্য গোস্বামিবর্য্য শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ১।১।৯১-৯৮ ও ১।৩।১ এবং ২।৩,৬৬ শ্লোকে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—'আত্মদত্ত মহিমান্বিত পরম শোভাশালী পারিষদবর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছত্রচামরাদি-পরিচ্ছদদ্বারা মণ্ডিত, স্বীয় অন্তর্য্যামী শ্রীমৎ-সঙ্কর্ষণ দেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সঙ্কর্ষণ দেবকে স্বীয় অভীষ্ট দেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা বিধানপূর্ব্বক কি অদ্ভুত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! দেবর্ষি নারদ সেই শিবলোকে শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চনরত তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্ত্তনমত্ত মহৈশ্বর্য্যশালী মহাদেবকে দর্শন করিবেন। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্যকালই প্রেমসহকারে সহস্রবদন সেবমূর্ত্তি —শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ শ্রীবলদেব বা মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহারই সংশ্বরূপ রুদ্রান্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শিবের সঙ্কর্ষণোপাসনা যেরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ ভাগবতীয় পুত্রের জন্য রুদ্র আরাধনা মহাভারতে ঔপমন্যুপাখ্যানে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব রুদ্রের হরি উপাসনা এবং হরির রুদ্র-উপাসনা দ্বারা তত্ত্বভেদের ঐক্যই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। অসূয়াদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এইরূপ বিচার কিছু বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র ভিন্ন সকাম জীব সকলের পক্ষে আধিকারিক দেবতা রুদ্রের উপাসনা সংস্থাপনার্থ, ভগবান্ শ্রীহরি স্বকীয় রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, আবার এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশে রুদ্রেরও অন্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার তাৎপর্য্য। শ্রীনারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট আছে, যথা—

অহমাত্মা হি লোকানাং বিশেষাৎ পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্॥
ময়াকৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্॥
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কঞ্চিদন্যং সুরোত্তমম্।
অতঃ আত্মানমেবেতি অতো রুদ্রঃ ভজাম্যহম্॥

অর্থাৎ হে পাণ্ডুনন্দন! আমি বিশ্বের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা রুদ্রান্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণেরই পূজা। আমি যাহা করি লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণই পূজ্য। এই নিমিত্ত আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না, আমি আত্মাকেই (রুদ্রান্তর্য্যামীকেই) 'রুদ্র' বলিয়া পূজা করি। (শ্রীসিদ্ধান্ত-রত্ন, ৩য় পাদ ২১-২২ অনুচ্ছেদ)।

যদি কেহ বলেন, 'মহাদেব,' 'মহেশ্বর' প্রভৃতি নামগুলি শিবের উদ্দেশেই পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত নাম-সমূহদ্বারাই শিবের পারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বেদান্তসূত্রকে এই প্রকারে মীমাংসিত হইয়াছে,—নমু মহেশাদিসমাখ্যয়া রুদ্রপারতম্যং মন্তব্যং তৈরেব তস্য মহেন্দ্রাদিসমাখ্যাতত্বৈকল্যাৎ। ইন্দ্রসমাখ্যৈব শক্রস্য তৎসাধর্ম্যাৎ। ইতি পরমৈশ্বর্য্যে ইতিধাত্বর্থসাঠ্যাৎ। কিং পুনর্ম্মহত্ত্ববিশেষবিভাসো। তস্মান্নীলরত্নং সর্ব্বাত্মোপাস্যতম্।

ঐশ্বর্যাক্ত কর্ম্মায়ত্তং শতমন্যুসমাখ্যায়াংগমাতে। এবং মহাদেব-সমাখ্যাপি দেবরাজসমাখ্যাবদ্বোধ্যা। তথা চ প্রবলপ্রমাণ-বাধাৎ সা সা চ নিষ্ফলৈব মহাবৃক্ষসমাখ্যাবদ্বেয়ং।

'মহেশাদি' সংজ্ঞা দ্বারা রুদ্রের পরতমা নির্ণয় করিতে হইবে—এইরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে, কেননা, 'মহেশা'দি সংজ্ঞার 'মহেন্দ্রা'দি সংজ্ঞার ন্যায় বৈকল্প্য দেখা যায়। 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা শক্র বা শতক্রতুর উদ্দেশে পঠিত হইয়া থাকে, আবার 'ইন্দ্র' শব্দের ধাতুগত অর্থে দেখা যায় যে,—'ইদ্' ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্য; অতএব 'ইন্দ্র' শব্দের আর মহত্তসূচক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনীশ্বরত্ব সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য যে কর্ম্মফলাধীন তাহা 'শতমন্য' সংজ্ঞা দ্বারাই জানা যায়। 'দেবরাজ' সংজ্ঞার ন্যায় রুদ্রের 'মহাদেব' সংজ্ঞা জানিতে হইবে; প্রবল-প্রমাণের বাধহেতু 'মহাবৃক্ষ' সংজ্ঞার ন্যায় 'মহেন্দ্র' ও 'মহাদেব' প্রভৃতি সংজ্ঞার নিষ্ফলতা বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর—ইঁহারা গুণাবতার মধ্যে গণিত হইলেও বিষ্ণুর সহিত অপর দুই জনের সাম্যবুদ্ধি করা যাইতে পারে না। "যামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই গীতোক্ত ও বাক্যানুসারে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাতেই মায়াতমঃ হইতে মুক্তি লাভ হয়। স্বতন্ত্রভাবে অন্যের উপাসনায় আত্মপাত বা নিরয়বর্ত্মসংসারলাভই হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মধ্বমুনি শ্রীগীতাভাষ্যে (২।২৩) প্রমাণরূপে পদ্মপুরাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"তস্মৈব শিবং প্রতি মার্কণ্ডেয়বচনং। সংসারার্ণব-নিমগ্ন ইদানীং মুক্তিমেষ্যামীত্যাদি। পাদ্মে শৈবে মার্কণ্ডেয়-কথাপ্রসঙ্গে শিবাদ্বিষিধ্য বিষ্ণোরেব মুক্তিদাহ। অহং ভোগপ্রদো বৎস মোক্ষদস্তু জনার্দ্দনঃ।"—শিবের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি—মার্কণ্ডেয় শিবকে বলিতেছেন,—আমি সংসারার্ণবে নিমগ্ন, সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্তি বাসনা করিতেছি।" এই শিবমার্কণ্ডেয়-কথা-প্রসঙ্গে শিবকে নিষেধ করিয়া বিষ্ণু হইতে মুক্তিলাভের কথা শ্রীপদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, অর্থাৎ শিব মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন, —"হে বৎস, আমি ভোগ প্রদান করিতে পারি, মুক্তিদাতা একমাত্র জনার্দ্দন। ইহা দ্বারাও শিব বিষ্ণুর অনৈক্য ও মুক্তি-দাতৃত্বহেতু বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ আছে, যে কাশীতে শিব মুমূর্ষু জীবগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন। ইহা হইতেও শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব সিদ্ধ হইল।

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে॥"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্য হইতে জানা যায় যে সঙ্কীর্ণবুদ্ধি অসৎসাম্প্রদায়িকগণ অধিরোহবাদাবলম্বনে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে না। অবরোহবাদ বা গুরুপরম্পরাক্রমে শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়; বিষ্ণুতত্ত্ব—নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি কখনই প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। শাস্ত্রমূলে বিষ্ণুর পরতমত্ব সাধিত হয়। 'শাস্ত্র' বলিলে কোন 'অনার্ষ' বা 'পৌরুষেয়' গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না, 'শাস্ত্র' কাহাকে বলে ও কি কি, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, যথা,—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ, মহা ভারত, বেদার্থনির্ণায়ক বেদাভিন্ন পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত হয়। ইঁহাদের অনুকূল যে সকল শব্দপ্রমাণ তাহাও 'শাস্ত্র'মধ্যে পরিগণিত; এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ তাহাই শাস্ত্র নহে-ই, পরন্তু তাহা কুবর্ত্মস্বরূপ।

পুরাণাদি শাস্ত্র বহুবিধ, আবার তাহার কোন অংশে বিষ্ণুমাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন অংশে বা দুর্গা গণেশ-শিবাদি দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই সকল বিভিন্নবাক্যের সমাধান কি উপায়ে করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা কূর্ম্মপুরাণে—

অসংখ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কানচিত্তথৈঃ॥
সাত্ত্বিকেষু তু কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেরিতি॥

—মুনিগণ পুরাণসকলে অসংখ্য কল্প ও তৎসংকালীন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মাহাত্ম্য-সম্বলিত বিবিধ তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক-কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য, তামস কল্পে শিবের ও রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকতর ভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব কথিত হইয়াছে যে, তামস ও রাজস পুরাণাদিতে শিব, অগ্নি ও ব্রহ্মাদি নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—এই হরিবংশের বচনানুসারে সকলশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপ শ্রীহরিই অখিল বেদ ও বেদার্থ-নির্ণায়ক স্মৃতি ও পুরাণাদির একমাত্র বেদ্য। এ স্থলে বেদ, উপনিষৎ, মূল রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া শিব ও বিষ্ণুর যথাযথ তত্ত্ব ক্রমশঃ নির্দ্ধারিত হইতেছে—

(১) **বেদে বিষ্ণুর পারতম্য**—

ঋ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ (ঋগ্বেদসংহিতা)

ঋগ্বেদে তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় বর্ণন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপদ ইহা পরমপদ এবং অন্যান্য দেবতা-গণ হইতে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণই বলিবার নিমিত্তই উপরি-উক্ত মন্ত্রের অবতারণা। ইহার অর্থ—সেই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ আকাশস্থ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ।

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ স মুনিরূচ্বা সমচিন্তয়ৎ তস্য তে ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্যমো বরুণ রুদ্রেন্দ্রাঃ ইতি। (১।২।২৩ মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন)

—সৃষ্টির প্রাক্কালে একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। তিনি মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই বিষ্ণু হইতেই ইহ জগতে হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, যম, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরতা পুরাণ বচন হইতেই জানা যায়, যথা—যথা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্। তথৈব মে মনো নিত্যং কৃষ্ণবিষ্ণুপরায়ণম্॥ (১।২।২৯ মাধ্বভাষ্যধৃত পাদ্মবচন)

শিবপর উপনিষদ্বাক্য ও তাহার তাৎপর্য্য—অথাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য। হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্ অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥ স ব্রহ্ম স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

—(কৈবল্যোপনিষৎ ১।৪-৯)

শিবমন্ত্রৈঃ চতুর্থং মন্যন্তে (মাণ্ডুক্য ৭)

—সন্ন্যাসাশ্রমীগণ ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রাকৃত ভোগমল রহিত বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে মঙ্গলপ্রদ বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীমদাশিবকে চিন্তা করিবেন, তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিহীন, অদ্বিতীয় বিভু, চিদানন্দময় প্রাকৃতরূপবর্জ্জিত অদ্ভুত। উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও তমোগুণরহিত।—তিনিই—ব্রহ্মা, তিনিই—শিব, তিনিই ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট্ ও পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি ও চন্দ্র। তিনিই—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনিই সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মুক্ত হন। শিবই অদ্বিতীয় তুরীয়তত্ত্ব।

এই প্রকার শিবপর উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্য—ঐ 'শিব' শব্দে সদাশিব শ্রীবিষ্ণুই বোধিত হয়েন। 'ঈশকোটি' ও 'জীবকোটি'—এই দুই প্রকার শিবের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রহ্মসংহিতায় (৮ম শ্লোকে) ঈশকোটি-শিব-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ॥

চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী নিয়তিরূপ-ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চরচনোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ জ্যোতি উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ তদ্বল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন

বিশেষ। 'ভগবান্'-অর্থে ষড়ৈশ্বর্যবিশিষ্ট পরব্যোমাধীশ 'শম্ভু' বলিতে 'শং ভাবয়তি' অর্থাৎ পরব্যোমাধীশ নারায়ণ দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রকৃতিবিলীন জীবসমূহের ভোগায়তন উপাধির উদ্ভব বা সৃষ্টি করেন। 'জ্যোতীরূপ' অর্থে চৈতন্যবিগ্রহ। স্বয়ংরূপকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া 'লিঙ্গ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, উপনিষদুক্ত শিবপর বাক্যগুলি সদাশিব বিষ্ণুর উদ্দেশে কথিত হইলে 'উমাসহায়', 'ত্রিলোচন', 'নীলকণ্ঠ', 'শিব' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রবৃত্তি বিষ্ণুতে কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ঐ শব্দগুলির অর্থান্তর আছে। বিশ্বপ্রকাশে 'উমা' শব্দের অর্থ কীর্ত্তি; কীর্ত্তি হইয়াছেন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সহায় যাঁহার, তিনিই —'উমাসহায়'। 'ত্রিলোচন'—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয়ক তিনটী জ্ঞানরূপ নেত্র যাঁহার অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ। 'নীলকণ্ঠ'—ইন্দ্রনীলমণিসম হারবিশিষ্ট। (শ্রীমদ্ভাগবত:-মৃত টিপ্পনী ২৩শ সংখ্যা)।

শ্রীকোটিরুদ্র সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫ শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ-যোগে দধিরূপ প্রাপ্ত হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। অর্থাৎ দুগ্ধ অম্লসংযোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং দধি দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আবার দধি যেরূপ দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না এবং দুগ্ধের গুণ দধিতে বর্ত্তমান থাকে না, তদ্রূপ তমোগুণরূপ অম্লসংযোগে বিকার-প্রাপ্ত দধিরূপ-শিব বিষ্ণু-দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর না হইলেও 'শিব' বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না এবং বিষ্ণুর গুণ সম্পূর্ণরূপে শিবেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘন-বিগ্রহ নারায়ণে বিরাজমান। পঞ্চকলাসংযুক্ত গুণ অংশরূপে শ্রীশিবে বর্ত্তমান। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ লঃ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসে ৬৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—"আকাশাদিনি-র্মোরিবেতি দীপান্তরীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদোক্তি-প্রায়েণাবতারিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো বর্ণিতঃ।"

কার্য্য—কারণের অবয়ব, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন। বায়ু যেরূপ তাহার কারণ আকাশ হইতে অথবা দীপ যেরূপ তাহার কারণ দুগ্ধ হইতে একদীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তির ন্যায় অভিন্ন, সেইরূপ কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত শম্ভু কারণরূপী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। এই জন্য শাস্ত্রে স্থানে স্থানে শিব-বিষ্ণুর অভিন্নত্ব কথিত হইয়াছে। আবার কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের কোন অংশেও ভেদ নাই, এরূপ নহে। সুতরাং কার্য্য-বিচারে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সার উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিচরণ নিজগ্রন্থে (ম ২০।৩০৭-১১ ও ৩১১) এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,—

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমো গুণ অঙ্গীকরি'।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্র ত্রিধা ধরি'॥
মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ত্রিধাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ কৈতে নারে॥
শিব—মায়া শক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্রহ্মসূত্রের ১।১।৭ সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—

চেতনস্য দ্বিধা প্রোক্তঃ জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তঃ অদ্বৈতস্য জনার্দ্দনঃ॥
ইত্যত্র চাত্মশব্দস্য লোকচারঃ প্রদৃশ্যতে।

—জীব ও আত্মা (পরমাত্মা) ভেদে দুই প্রকার চেতনের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি সকলই জীবতত্ত্বের অন্তর্গত; পরমাত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। অপরত্রে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা ঔপচারিক।

(২) **মূল-রামায়ণ-প্রমাণ**—

মূল-রামায়ণ-গ্রন্থে পরতত্ত্বের উক্তিতে শিব হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে, যথা—

হুঙ্কারেণ মহাবাহু স্তম্ভিতোঽভূৎ ত্রিলোচনঃ।
স্তম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ॥
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা॥

—মহাবাহু ত্রিলোচন বিষ্ণুর হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রমে মহাদেবের ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, পঞ্চম বেদ শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়ে বিষ্ণু-সহস্র-নাম-কথনে শিবনামসমূহও বিষ্ণুর নামের সহিত অভিন্নরূপে পঠিত হইয়াছে, অতএব অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রমাণ অধিক প্রবল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ বিচার যুক্ত নহে। কেননা, সর্ব্বতন্ত্র বিষ্ণু-ব্যতীত শিবাদি দেবতা কেন কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। শিবাদি সমস্ত নামই শ্রীবিষ্ণু তাৎপর্য্য-পর। তিনি নিজের ঐ নামগুলি বিভিন্ন দেবতাকে প্রদান করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ শতপথ ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১ম ব্রাহ্মণে কথিত আছে—ভূতানাং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ। তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজায়ত সোঽরোদীত্তং প্রজাপতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি ইতি পশো নিজাতোঽস্মীতি। সোঽব্রবীন্নমস্তেঽস্তু যা অহমস্মি নাম মে ধেহি পাপ্মনোঽপহত্যা ইতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তত্ত্ব তন্নামাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নিরৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ আমান্ মা অহমস্মি দেহীতি নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্ভবোঽসীতি সর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। (শিঃ রুদ্র ৫।৪০ সংখ্যা ধৃত)

—ভূতপতি ব্রহ্মা সংবৎসরাখ্যা যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহা হইতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি রুদন করিতেছিলেন দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, 'অয়ে কুমার তুমি রুদন করিতেছ কেন?' কুমার বলিলেন, নামকরণ ব্যতিরেকে আমি নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না। অতএব আমাকে নাম প্রদান করুন, আমি তদ্দ্বারা পাপমুক্ত হই। প্রজাপতি তাঁহাকে রোদন করিতে ছিলেন বলিয়া 'রুদ্র' নাম প্রদান করিলেন। রুদ্র বলিলেন, আমি সকলের মোঢ়া, অতএব তদনুসারে আমাকে নাম প্রদান করা হউক। প্রজাপতি বলিলেন সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব—এইসকল তোমার নাম হউক। বস্তুতঃ মহাভারতে সহস্র-নাম-কথনে যে শিবের নাম পঠিত হয়, ঐগুলি বিষ্ণুতাৎপর্য্যপর, তাহা শ্রীমদ্ব্যাসমুনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (১।৩।৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন উদ্ধার করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ।
শিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ।
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন শব্দাঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃতান্তকমিদং দেহং ভক্তো যস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাৎ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে।
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ।

—যাঁহা হইতে রোগসমূহ বিদ্রাবিত হয়, সেই জনার্দ্দনই 'রুদ্র' পদ বাচ্য। সকলের নিয়ামক হেতু তাঁহাকে 'ঈশান' ও মহত্ত্বযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন, তাঁহাদের নাম পিনাক। বিষ্ণু ঐ সকল পিনাকের আধার বলিয়া তিনি 'পিনাকী', সুখাত্মক বলিয়া 'শিব', সংহার-হেতু 'হর' এবং কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া 'কৃত্তিবাস' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। তিনি মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া 'সর্ব্ব'। সৃষ্টি করেন বলিয়া 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ-হেতু 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হন। পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রমই নানা সংজ্ঞায় বেদ ও পুরাণাদিতে গীত হন।

(৩) **শ্রীভাগবত প্রমাণ**—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শিব-বিষ্ণু-বিষয়ে সিদ্ধান্ত—(ভা ১০।৮৮।৩,৪)

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥
ত্বমিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং তুরীয় নির্গুণো ভবেঃ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাসি ত্রিশক্তিধৃক্॥

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯ অধ্যায়ে বিষ্ণুতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—"সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া ঋষিগণ অবশেষে কৃশুকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন; কৃশু প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, তথায় ব্রহ্মাকে প্রণাম ও স্তব না করায় ব্রহ্ম কৃশুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন তদনন্তর কৃশু তথা হইতে শিবলোকে উপস্থিত হইয়া শিবকে 'উৎপথগামী' বলায় শিব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর কৃশু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন, শ্রীবিষ্ণু তাহাতে কুপিত না হইয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার সমাগম জানিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আরও বলিলেন, অদ্য হইতে আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষের ভূষণ হইল। কৃশু বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঋষিগণের সমক্ষে উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, ঋষিগণ কৃশুর মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিলেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ ১০।৮৯।২১-২৪ ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—"স চোক্তলক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ একদেতি" অর্থাৎ ঋষিগণ-কথিত উক্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আখ্যান ব্যতীত আরও একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে [১] এস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও ইতিহাসাদির সার সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রবচনসমূহ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল, তাহাই আদরণীয়, ইহা স্কন্দপুরাণোক্ত শিববাক্য হইতেই জানা যায়, যথা—কার্ত্তিকেয় প্রতি শিব-বচন—"শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি। অন্যতাৎপর্য্যকত্বেন স্বতন্ত্রত্বা-প্রামাণ্যাদ্যুক্তকৈতৎ যথা পদ্মে পদ্মান্ত ইত্যাদিবৎ।"

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

অর্থাৎ শিবশাস্ত্রের যে সকল বাক্য ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল তাহাই আদরণীয়, অন্য তাৎপর্য্যকল বাক্যের অপ্রামাণ্য। শিববচন হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে; দৃষ্টান্ত যথা—কর্ম্মফল যেমন কর্ম্ম দ্বারা নিষ্ফল হয় না, সেইরূপ জ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের সংসার দূরীভূত হয় না।

পূর্ব্বে শ্রীসূর্য্যপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া শিবের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের তামসত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন ঐ সকল শিবোৎকর্ষ-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা স্বয়ং শিবের বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইল; যথার্থ শিবভক্ত ব্যক্তি-মাত্রেরই উহা অবশ্য আদরণীয়, সন্দেহ নাই।

এখন পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণসকলের বক্তাও শ্রীসূত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রামাণ্য, অন্যান্য পুরাণের বাক্যও তদ্রূপ প্রমাণ-রূপে স্বীকার করা হউক, এতদুত্তরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তৎকৃতং তন্ত্রং বৃহত্তন্ত্রং শ্রীভাগবতমপঠিতবতঃ শ্রীবলদেবাদজ্ঞাতুঃ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-সমাক্ত্বজ্ঞানকং বচনম্" অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ প্রকৃতি রাজস ও তামস পুরাণের বক্তা রোমহর্ষণসূত, তিনি শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্ রূপে জানা যায় না। রোমহর্ষণসূত যে ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবাবজ্ঞা হইতেই জানা যায়। প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর অধিক প্রমাণ বচন উদ্ধৃত হইল না, সুধী পাঠকবর্গ প্রবন্ধোক্ত বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণু-শ্রীতার্থে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই ভাগবতীয় বচনানুসারে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর ভক্তে ভক্তি হইবে তাঁহার নিকট শ্রীহরিপাদপদ্মে নিরুপাধিকা ভক্তি প্রার্থনা করিবেন। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে যে শিবের উপাসনা, তাহাতে হরিপ্রিয় শিবের সন্তোষ নাই। শ্রীশম্ভু নিজ ভক্ত প্রচেতোগণকে ইহা স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥

—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুণাতীত স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত

ম.১৯।১৭৬-১৯৬) মুরারিগুপ্তাদির উপাখ্যানটীও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"হিরণ্যাক্ষশিষ্য বর পাইয়া ব্রহ্মার।
নগরিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার।
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দেখালেন।
তোমা নড়িয়া পাইলেন সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মাদ্যস্ত যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
মূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥"

—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১২শ।

• • •

"শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সকল আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়।

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি যথা—

"কপালপে করে, 'আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর **মহেশ কিঙ্কর**॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৪শ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ সর্ব্ব-অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর করেন শিব—'মুক্তি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সব তার দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
যেই ভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা॥
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥

গুণাবতার শিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়া থাকেন। অনুভাষ্য সকলের মূল; মূলে জলসেচন করিলে পত্রপুষ্পাদির সন্তোষ হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভাগবতামৃত-কণার ৫ম অনুচ্ছেদে শ্রীশিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাদ্বিশেষস্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিব-ভাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাদ্ সগুণত্বেঽপি সাম্যঞ্চ।

—যিনি বৈকুণ্ঠধামে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার-শিব নহেন, তিনি নির্গুণ এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ। এই সদাশিব গুণাবতার-শিবের অংশী। অতএব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সহিত সমান। জীব সগুণ বলিয়া জীব হইতে ইহার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। গুণাবতার-শিবের অংশী এই বিষ্ণুতত্ত্ব-সদাশিবই বৃন্দাবনের অধীশ্বর 'গোপেশ্বর' নামে খ্যাত। ইনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ ভাবে শ্রীসদাশিবের আরাধনা করিয়া থাকেন,—

বৃন্দাবনাবনিপতে হর সোম-সোম-মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিজপাদিকাং মে॥—হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতি চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন-সনাতন-নারদপূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিজদাসিকাপ্রেম প্রদান করুন।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শিবপূজা-বিষয়ে চারিটী অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন—(১) শুদ্ধবৈষ্ণব-স্বরূপেই শিব—সর্ব্বজনমান্য; (২) শিবাদিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই—পূজ্য; (৩) স্বতন্ত্র-ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজার পাষণ্ডিত্ব বা বৈষ্ণবাপরাধ অনিবার্য্য, (৪) বৈষ্ণবাপ্রিয় শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

———

শ্রীশ্রীমায়াপীশায় নমঃ

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবের

আয়-ব্যয়-তালিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৩৯, সন ১৩৩২ সাল

আয়ের তালিকা।

সংগৃহীত

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু—
খেঁওখালী প্রভৃতি স্থান হইতে

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ— ৩১৪৬/১০
কোলাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—
বেলডাঙ্গা, কাঁথি প্রভৃতি স্থান হইতে

মাঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায়,—সাইরী ৮০৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ— ৪০৸০
কুচিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ— ৪০৲০
কাদনা প্রভৃতি স্থান হইতে

মাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়-
নারায়ণগঞ্জ হইতে

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক দামোদরাশ্রমী ভক্তিশুদ্ধাকর— ২৫৲
ধানবাদ হইতে

মাঃ শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র মণ্ডল, কাঁকড়ীপ ২৩৲

মাঃ শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মণ্ডল— ৪৯০

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়— ২০০৲

রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী— ১২০৲

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত— ১২৪৲

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণদাসী— ১২০৲

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ— ১০০৲

শ্রীযুক্ত মাতিকানাথ সর্দ্দার— ১০০৲

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মণ্ডলের মাতা— ৪০৲

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে— ৩০৲

ভাগবত দাসাধিকারী— ২৩৲

শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী মিত্র— ২২৲

২৫৲ টাকা হিসাবে ৪ জন——১০০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, নটবর মুখোপাধ্যায়, পরমেশ্বর দাড়া, সৌরেন্দ্রনাথ বসু।

২০৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ১০০৲ টাকা

K. Dutt M. A. B. L., সৌদামিনী ঘোষ, ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S., রাজবালা দাসী, ওমৈক।

১৬৲ টাকা হিসাবে ২ জন ৩২৲ টাকা

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, হেমচন্দ্র দত্ত।

১৫৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৯০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, গজানন দাই, নবীনচন্দ্র রায়, মদনমোহন ভক্তিমধুকর, কুমার প্রমথনাথ মিত্র, হরিসাধন চাটার্জ্জী।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিনাথ মল্লিক ১২৲ শ্রীমতী সরোজবাসিনী ঘোষ ১২

১১৲ টাকা হিসাবে ২ জন ২২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ রায়াজ্ঞী ভক্তিপ্রকাশ, অনন্তরাম বড়ুয়া।

১০৲ টাকা হিসাবে ৩৫ জন ৩৫০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী কামিলা, ইন্দ্রনারায়ণ পতি, ধরণীধর জানা, ঝাড়েশ্বর সিংহ, মাঃ নিবারণচন্দ্র সেওখান, ক্ষীরোদলাল সাহা, দীনবন্ধু দাসাধিকারী, রমণ ঘোষ, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহীশচন্দ্র ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, কালিদাস বাবাজী, মাঃ কামদেব অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভগবতিলাল পালের স্ত্রী, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কিশোরীমোহন পাল, কৃষ্ণদাসের মাতা, সত্যগৌরাঙ্গ অধিকারী, সুধাংশুকুমার দাসী, কুসুমকুমারী দেবী, রোহিণীকুমার ঘোষ, ব্রজলাল ঘোষ, অধোক্ষজ দাসাধিকারী, দীনবন্ধু সেন, সচ্চিদানন্দ দাস, কে. কে. কুণ্ডু চৌধুরী, মধুনাথ পাল, সুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, নবীলাল ভক্ত, গোপীনাথ সামন্ত, অনাথবন্ধু মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, জানদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

৮৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ৪০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন নায়েক, অভিরাম সাধু, আনন্দ-চন্দ্র মোদক, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ নস্কর।

৭৲ টাকা হিসাবে ৮ জন ৫৬৲ টাকা

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, বসন্তকুমার দে, মন্দাকিনী দাসী, অদ্বৈত দাসাধিকারীর স্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, হরিমোহন মোদক।

৬৲ টাকা হিসাবে ১০ জন ৬০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, ভোলানাথ সাউ, ভোলানাথ সেট, মণীন্দ্রবাবুর মাতা, মহেন্দ্রনাথ দাস, দুর্গাদাস সাধু, নটবর পোদ্দার, সর্ব্বানন্দ অধিকারীর স্ত্রী, খালিল হাইস্কুলের শিক্ষকবর্গ, গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস।

৫৲ টাকা হিসাবে ৬৭ জন ৩৩৫৲ টাকা

শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন ধাওরা, উপেন্দ্রনাথ সেন, শঙ্করচন্দ্র সাউ, অমৃতলাল সাহা, আনন্দবালা দাসী, গিরিবালা দাসী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, রমণ লাল ঘোষ, কেদারনাথরায়, রাজমোহন সাহা, কালীবর দত্ত, গঙ্গাসাগর আনন্দ মোহন সাহা, শিবচন্দ্র গৌরচন্দ্র রায়, রাধানাথ ব্রজনাথ সাহা, রামকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা, মহিমচন্দ্র জানকীনাথ সাহা, সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতার মাতা, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিবালা দাসী, আনন্দবালা দাসী, যোগেন্দ্রনাথ সরকারের শ্বশ্রূমাতা, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারীর স্ত্রী, কুমুদকান্ত ভৌমিক, শ্রীকিষণধর ঘট, বৃন্দাবনচন্দ্র দে, শ্রীনিবাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডে, বি, দত্ত, কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, অক্ষয়কুমার দাস, মদনমোহন সাহার ঠাকুরমাতা, কিশোরীমোহন পানের মাতা, ঐ পত্নী, মৃণালিনী বসু, গদাধর দাস, সুরেন্দ্রনাথ বেরা, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, হরিপদ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের মাতা, উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, মুনিংবালা দাসী, কুল-কুমারী দাসী, হেমন্তকুমারী দাসী, উপেন্দ্রনাথ সিকদার, কামিনী দাসী, বাবরী দাসী, যোগেন্দ্রলাল সাহা, ত্রিবিক্রম দাস, মাঃ যোগেন্দ্র নাথ বসু, হেমাঙ্গিনী ঘোষ, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পটেশ্বরী দাসী, নীরদাসুন্দরী নাথ, যামিনীকান্ত পুরকাইত, নৃতনাথ মণ্ডল, কর্পূরের মাতা, রসময়ের মাতা, জ্যোতীশের মাতা, দাশরথী দত্ত, ব্রজগোপাল নন্দী, ঠাকুরচন্দ্র ভক্ত, পরমাসীচন্দ্র দত্ত, দাশোপ্রসাদ পাল, মুকারাম পাল।

৪৲ টাকা হিসাবে ২২ জন ৮৮৲ টাকা

শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ধাওরা, হরতারণ পাকুলী, নলিনী মোহন সরকার, গুরুপ্রসাদ চণ্ডীপ্রসাদ সাহা, চারুবালা দাসী, নিবারণচন্দ্র মিত্র, শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, হরিপদ বানার্জী, ক্ষীরদাকুমারী দাসী, গিরিবালা দাসী, রাধাসুন্দরী, প্রভাবতীর মাতা, নয়নারায়ণ দাসাধিকারী, কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃদ, সন্তোষকুমার মুখার্জী, হেমন্তকুমারী বসু, সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল, রসময় সর্দ্দার, চন্দ্রকান্ত কয়াল, এলোকেশী দাসী, রাজকৃষ্ণ সেঠ, অবিনাশচন্দ্র দাস, ব্রজমোহন মাণিক।

৩৲ টাকা হিসাবে ২৫ জন ৭৫৲ টাকা

শ্রীযুক্ত নটবর শীল, মাঃ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, হর মোহন ব্রজমোহন সাহা, চন্দ্রনাথ আনন্দমোহন সাহা, হরিশচন্দ্র রামকানাই ভূষা, কুঞ্জবিহারী পাল, ভৈরবচন্দ্র বণিক, বঙ্কবিহারী হালদার, পূর্ণচন্দ্র সাধু, জানেন্দ্রনাথ দে, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বঙ্কবিহারী অধিকারী, কাত্যায়নী দাসী, সুকুমারী দাসী, শুকলাল গড়াই, ঈশ্বর গড়াই, শরৎকুমারী দাসী, রামাচরণ সমাদ্দারের স্ত্রী, সুভাষিণী দাসী, তরুবালা দাসী, অবিনাশচরণ দাসাধিকারীর মাতা, আনন্দময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র জানদাস, বিশম্ভর পাইক, কালীপদ সরকার এণ্ড কোং।

২৷৹ টাকা হিসাবে ৬ জন ১৩৷৹ টাকা

শ্রীযুক্ত রামজয় পাণ্ডব, গোপীনাথ দত্ত, বিপিনবিহারী মাইতি, মাঃ গঙ্গাচরণ কুণ্ডু, কুঞ্জবিহারী সাহা, বঙ্গবালা দাসী, মাঃ কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃৎ।

২৲ টাকা হিসাবে ১৫৭ জন ৩১৪৲ টাকা

শ্রীযুক্ত পঞ্চেন্দ্রলাল পাড়ে, নারায়ণচন্দ্র পাল, গোপীনাথ অধিকারী, কেদারনাথ দত্ত, হারাধন ঘোষ, পীতাম্বর সাউ, নিত্যানন্দচন্দ্র সীট, নরেন্দ্রনাথ দাস, কৈলাসচন্দ্র প্রধান, গোপীনাথ লাল, জয়ন্ত রাণা, রাধানাথ মহাপাত্র, রমেশচন্দ্র রায়, দেবীচরণ অট্ট, রামদেব মহাপাত্র, রাখালচন্দ্র ঘোষ, অদ্বৈতকুমার মিত্র, কুঞ্জবিহারী শিকদার, দীনবন্ধু সাহা, জয়-নাথ সাহা, পঞ্চানন শিকদার, ষষ্ঠীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, প্রভাত-কুমার ভৌমিক, কালীপ্রসন্ন দাস, মাঃ নলিনমোহন চক্রবর্ত্তী,

বিহারী বাবুর স্ত্রী, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, চীনালাল পাল চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন সাহা রামমোহন সর্দ্দার, বাপাবিহারী গদী, ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, পি. এন, মেখা, মাখনলাল শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, কমলাকান্ত বিশ্বাস, ডাঃ প্রাণবল্লভ পাল চৌধুরী, নবকিশোর অভয়কুমার সাহা, ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, রসিকলাল পাল, প্রমদা দাসী, অদ্বৈতকুমার মিত্র, ত্রিগুণময়ী দাসী, শ্রীপতিচরণ দাস, রবীন্দ্রনাথ দত্তের মাতা, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, দীননাথ সাঁউ, সীতানাথ গুঁই, বিনয়কৃষ্ণ পাল, কামদেব অধিকারী, নরোত্তম অধিকারী, শীতলচন্দ্র সরকার, দিগম্বর মুহুরীর স্ত্রী, গিরিবালা, হরলাল সাহা, শরৎবাসিনী দাসী, সর্ব্বসুন্দরী দাসী, বিনোদবাসিনী, অক্ষয়কুমার ব্রহ্ম, শরৎকুমারী বসু, পটেশ্বরী বসু, এককড়ি সিংহ রায়, অশোকনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র দে, ত্রিগুণা দাসী, যামিনী দাসী, রাধাকান্ত দাস, কমলিনী দাসী, সরলীবালা দাসী, রাধানাথ ঘোষ, ললিতমোহন দাসাধিকারী, কুটে দাসী, রূপা দাসী, গিরিবালা দাসী, সুবাসিনী দাসী, শ্রীনাথের মাতা, নয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, চন্দ্রবালা দাসী, অমৃতভাষিনী দাসী, নিমু বৈষ্ণবী, সৈরভ বৈষ্ণবী, বাসিনী দাসী, প্রবোধা দাসী, সুন্দরী দাসী, শ্যামা দাসী, কার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার, পুলিনবিহারী পোদ্দারের মাতা, সনাতন ব্রহ্মচারী, রামচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র সাহা, রাসবিহারী সাহা, নিতাই সেবক সাহা, ত্রৈলোক্য দাসী, মতিলাল সাহা, শ্যামদাস ব্রহ্মচারী, সহদেবের মাতা, সুশীলা, শরৎকুমারী দেবী, অম্বিকাচরণ দে, কামিনী সুন্দরী দাসী, রমমায়া দাসী, মৃণালিনী দাসী, ব্রজ মোহন দাস, সুলমণি দাসী, অপ্রাকৃত দাসের মাতা, মতিলাল রায় চৌধুরী, কিশোরীমোহন পালের স্ত্রী, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, অটলবিহারী দাস, সরোজবাসিনী ঘোষ, কুসুমকুমারী দাসী, রামচন্দ্র রজক, ভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী, অদ্বৈতপ্রসাদ দে, আমোদলাল বর্দ্ধন, জীবনকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, হরিদাস দে পোদ্দার, পরমেশ্বর মণ্ডল, নবকুমার পাল, কিশোরীমোহন রায়, রামকৃষ্ণ দে, আশুতোষ দে, শ্রীচরণ বাগ, রঙ্গলাল দাসাধিকারী, রজনীকান্ত দাস, জলতারিণী দাসী, রাসমণি দেবী, ভবদিন্ধু পুরকাইত, গুরুপদ নস্কর, বিহারীলাল সর্দ্দার, স্বর্ণমণি দাসী, কামমণি দাসী, রজনীকান্ত সর্দ্দার, রমানাথ হালদার, যজ্ঞেশ্বর হালদার, অশ্বিনীকুমার বৈরাগী, রমানাথ নস্কর, শরচ্চন্দ্র হালদার, শ্রীকৃষ্ণ নস্কর, বেণীমাধব নস্কর, দশুধরের বৌদিদি, মেহড়দহের কন্যা, উমেশের ভগ্নি, প্রিয়নাথ হালদার, নারায়ণচন্দ্র হালদার, চিন্তামণি হালদার, সুরেন্দ্র নাথ হালদার, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সাহা, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, সন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তুলসীচরণ পাল, মতিলাল কুণ্ডু, শ্রীবাসচরণ নায়েক, রাসবিহারী মোদকের মাতা।

১৲ টাকা হিসাবে ৪২৬ জন ৪২৬৲ টাকা

শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বর্দ্ধন, মন্মথনাথ সাউর মাতা, বৃন্দাবন সাউ, কালীশঙ্কর ঘোষ, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, মালতী দাসী, হারাধন পাল, নিত্যানন্দ সাউ, বিক্রম দে, মধুসূদন দাস, শ্রীধরচন্দ্র সাউ, দুর্গাপতি, রজনীকান্ত রায়, হরিপদ পাণ্ডব, বনমালী দাস, মাতঙ্গিনী দাসী, দীননাথ চন্দ, অনন্ত বাবু, গোবর্দ্ধন সাউ, রঘুনাথ, ধরণী বিশি, ধনঞ্জয় দে, নন্দী মাইতি, শশিভূষণ দাস, ভাগবত দাস, অম্বরচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্র দে, নিধিরাম দে, কৃষ্ণ মাইতির স্ত্রী, ব্রজমোহন দাস, ভাগ্যধর সাহা, সীতানাথ পোদ্দার, সুরেন্দ্রমোহন সাহা, রাজমোহন সাহা, বিনোদবিহারী শিকদার, রাইমোহন সাহা, লক্ষ্মীনারায়ণ শিকদার, অনন্ত কুমার রায়, রামলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, হরলাল সাহা, পোষ্টমাষ্টার, রসুলিয়া, গোবচন্দ্র সাহা, পরেশনাথ দত্ত, বিনোদবিহারী রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সরখেল, অমূল্যকুমার বসু মল্লিক, সনৎকুমার গুহ ঠাকুরতা, রসময়কুমার দাস গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, যদুনাথ বসু, হরিমোহন বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, মন্মথনাথ ভক্ত, দীনেশচরণ রায়, অমরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, রসময়কুমার দে মজুমদার, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, মধুসূদনাথ দাস, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী, বিনোদলাল ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র দাসগুপ্ত, বিধুভূষণ সেন, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী, সখানাথ ঘোষ, নিশিকান্ত দাস গুপ্ত, চন্দ্রমোহন পোদ্দার, প্রসন্নকুমার সাহা, সতীশ চন্দ্র দাস, ভগবন্ত রাধাগোবিন্দ সাহা, হরিচরণ সাহা, রাধাকান্ত রায় কানাই সাহা, দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী, গোপীনাথ মদনমোহন রাধিকামোহন সাহা, সত্যচরণ দাস, চিন্তাহরণ

দত্ত, লালমোহন সাহা, রসিকলাল মহেন্দ্রনাথ দাস, গুরুচরণ মহেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী, রাধাচরণ দাস, গোলোক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাহা, নন্দিতকুমার আইচ, ডাঃ মধুসূদন শীল, ডাঃ সীতানাথ শীল, ডাঃ শশিভূষণ দাস, তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ তুকচাঁদ সাহা, গোপীনাথ প্রসন্নকুমার বর্মণ মোহন সাহা, চণ্ডীপ্রসাদ তারাপদচন্দ্র মল্লিকান সাহা, চন্দ্রকুমার মধুসূদন হেমনাথ সাহা, সীতানাথ জানকীনাথ সাহা, কাশীকান্ত নগরবাসী সাহা, কাশীকান্ত রাইমোহন সাহা, হরিচরণ কুণ্ডু, রাধাবল্লভ চাকলাদার, গুলমণি ব্যাপারী, নিত্যমোহন সাহা, কপালীপদচন্দ্র বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, কপালীপদচন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীপদচন্দ্র দত্ত, হরেন্দ্র কুমার সেন, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, সত্যেশ্বর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, মথুরানাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র পাল, ধরণী কান্ত কর, মকুন্দ লাল কর্মকার, চরেন্দ্রলাল পাল, কানাই লাল হরেশ্বর সাহা, দুর্গাচরণ সাহা, বেণীমাধব সাহা, পাঁচ তুরবিদ, প্রকাশচন্দ্র সরকার, চিকন-বিহারী সরকার, ত্রিলোচনবিহারী মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস মিস্ত্রি, নরেন্দ্র সরকার, শংকরচন্দ্র সরকার, শ্যামসুন্দর সে, রাধাবল্লভ সে, দামিনী দাসী, সৌদা, অমরচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ সে, ক্ষীরোদচন্দ্র নস্কর, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, দীননাথ ঘোষ, সুদিংহপ্রসাদ মিত্র, অমূল্যের মামী মাতা, রামবিহারী দাস, তুলসীদাসী দাসী, কালীচরণ সে, ব্রজকিশোরী দাসী, হরিদাস, সুরমা দাসী, কুসুম দাসী, বটকৃষ্ণ বসু, মানদা দাসী, বসন্ত দাসী, হেমনাথ ঘোষ, অক্ষয়কুমার চন্দ্র, কালীচরণ সাহা, বিপিনবিহারী রায়, মণিমালা মিস্ত্রি, হরমোহন জানা, চরচন্দ্র সাহার, নন্দীপদ সানন্দ, পাবনাকান্তি সরকার, কৃষ্ণ দাসী, অরুণা, রসিকলাল সাহা, রামনদাস গাঙ্গুলী, যোগমায়া দাসী, নীলমাধব দত্ত, গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীলাল ঘোষ, যমুনা মজুমদারের মাতা, মণীন্দ্র চৌধুরী, দামিনী দাসী, গোবিন্দ দাসী, গোবিন্দ মোহিনী দাসী, জাহু দাসী, গৌরহরি দাসী, চন্দ্রবালা দাসী, স্নেহলতা দাসী, গিরিবালা দেবী, অরবিন্দুর মাতা, ইন্দুভূষণ পোদ্দার, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী পোদ্দার, নগরবাসী পোদ্দার, রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিধর মুখোপাধ্যায়, মন্মথবিহারী কল্পবিহারী সাহা, যাদবচন্দ্র দত্তমল্লিক, ক্ষুদিরাম কুণ্ডু, মহাদেব পোদ্দার দেবেন্দ্রনাথ সাহা, পঞ্চানন সাহা, নগরবাসী সন্ন্যাসী, জগন্নাথ দাস অধিকারী, হরিপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, হরেন্দ্র দাসের পিসিমা, অঘোরচন্দ্র দত্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, মানদা বাউরী, মণীন্দ্রনাথ বাউরীর স্ত্রী, দামিনী দাসী, অম্বিকা দাসী, গোবিন্দ দাসী, গোবিন্দমোহিনী দাসী, সরলা দাসী, শ্যামদাসের মাতা, নাগর দাসী, প্রেমদক্ষের মাতা, মোহিনী দাসী, তরুবালা দাসী, খুড় দাসী, মুগনয়নী দাসী, রত্নত দাসী, যোগমায়া দাসী, দামিনী দাসী, সরোজিনী দাসী, নলীবালা দাসী, রসিকলাল সাহা, মতিলাল সাহা, সিলোচন অশ্বিনীকুমার সাহা, কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মালাকর, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, দক্ষেশ্বর সাহা, দিগম্বর লাল মোদক, কৃষ্ণবিহারী হালদার, সুভদ্রা দাসী, সতীশচন্দ্র পোদ্দারের মাতা, গোলাপসুন্দরী রায়, তারকনাথ সাহার মাতা, প্রভাবতী দাসী, কানাই লাল রায়, জগচ্চন্দ্র রায়, বাঞ্ছারাম কর, বঙ্কবিহারী দাস অধিকারী, সত্যবতী দাসী, প্রমদাসুন্দরী দাসী, অরুণবালা দাসী, সুধাকুমার দে, বিপিনবিহারী সাহা, শীতল বিশ্বাস গগন সরকার, মতিলাচরণ বিশ্বাস, গৌরহরি দাস, মহামায়া সাহা, আদরমণি, প্রেমচাঁদ, গুদিমণি সাহা, পুষ্প সাহা, নাগর মণ্ডল, কৃষ্ণকিশোর মল্লিক, কার্ত্তিক মণ্ডল, সৃষ্টিধর মণ্ডল, শশী মণ্ডল, কালাদহ, বিহারী মণ্ডল, মোহিনী দাসী, নাগর মণ্ডল, গগন সরকার, পাকো দাসী, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রমদাসুন্দরী বেশ্যা, বৃন্দাবন রায়ের পত্নী, সুচারুবালা দাসী, সিন্ধুবালা দাসী, সরোজিনী দাসী, নিস্তারিণী দাসী, অন্নালিকা দাসী, মোহিনী দাসী, পঞ্চানন রায়, মাখনচন্দ্র নাথ, উদয় নারায়ণ জানা, পূর্ণচন্দ্র দালাল, যজ্ঞেশ্বর দাস, জ্ঞানদার মাতা, সরস্বতী দাসী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, লক্ষ্মীমণি, জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রমোহন বাগ, গোপাল চন্দ্র দাস, উদয়নাথ দাস, যতীন্দ্রনাথ রায়, চারায়ন দাস, দেবেন্দ্রনাথ বাগ, সীতানাথ দাস, রমণীনাথ মাইতি, গঙ্গাধর মণ্ডল, কার্ত্তিকচন্দ্র রাণা, শ্রীনাথ সাউ, জহরীলাল গোয়েন্দালাল, প্রকৃতিকুমার দত্ত, বৈদ্য ভূত্য, গোবিন্দ-প্রসাদ কৃঞ্জ, দাসরথী দাস মহাপাত্র, জটাধর পড়িয়া, চটীচরণ কর, অনন্তরাম দত্ত, জ্যোতীন্দ্রনাথ বৈরাগী, বিহারীলাল চেস, রামলাল গিরি, অম্বিকাচরণ দত্ত, যতীন্দ্র-নাথ পা, শরচ্চন্দ্র দের মাতা, যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, নিতাই ওঁই, ইন্দ্রনারায়ণ ত্রৈলোক্যনাথ, জীবনকৃষ্ণ দে, রামপদ দে,

গোষ্ঠকৃষ্ণ দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মিত্রপাল চট্টচড়ি, গোবর্দ্ধন দাস, লভাফিকর রায়, গিরিশচন্দ্র চাটার্জ্জী, কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রিলোচন রায়, কামিনীসুন্দরী দাসী, শিবরাণী দাসী, মহামায়া দেবী, রমানাথ হালদার, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, শ্রীচরণ মণ্ডল, রাধাকান্ত দাসাধিকারী, প্রতাপ বৈষ্ণ, ভূদেবভূষণ বসু, শশিভূষণ নস্কর, কার্ত্তিকচন্দ্র হালদার, রতিকান্ত বৈরাগী, পণেন্দ্রনাথ হালদার, রমদয় হালদার, কুসুমকুমারী দাসী, সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মধুরামোহন সর্দ্দার, গোবিন্দচন্দ্র সর্দ্দার, রমানাথ সর্দ্দার, ঈশানচন্দ্র নস্কর, জ্যোতিশচন্দ্র সর্দ্দার, ভবিপদ মণ্ডল, পণেন্দ্রনাথ পুরকাইত, শ্রিনাথ মণ্ডল, দয়ালচন্দ্র নস্কর, রামকৃষ্ণ হালদার, পালানেকৃষ্ণ হালদার, মধুমোহন নস্কর, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, বাদবচন্দ্র মণ্ডল, সীতানাথ মণ্ডল, রামকুমার বৈরাগী, অক্ষয়কুমার হালদার, ভবসিন্ধু হালদার, বিষ্ণুপদ নস্কর, চৌধুরী নস্কর, ক্ষেত্রমোহন পুরকাইত, বাণীকণ্ঠ নস্কর, শ্রীনাথচন্দ্র হালদার, পণেন্দ্রনাথ নস্কর, নন্দকুমার হালদার, শরচ্চন্দ্র বৈষ্ণ, নাত্যানন্দচন্দ্র নস্কর, নবকুমার নস্কর, সুরেন্দ্রনাথ নস্কর, অমৃতলাল হালদার, বাণীকণ্ঠ নস্কর, বিপিনবিহারী হালদার, অবরচন্দ্র মণ্ডল, পণেশচন্দ্র নস্কর, কীর্ত্তিচরণ হালদার, দণ্ডধর সর্দ্দার, রামকুমার সর্দ্দার, দণ্ডধর হালদার, অবিনাশচন্দ্র হালদার, শ্রীনাথ নস্কর, গুণসিন্ধু পাইন, কেশারনাথ মণ্ডল, পতিতপাবনী দাসী, সীতানাথ সর্দ্দার, সুরথচন্দ্র হালদার, কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রিনাথ দাস, ক্ষীরোদবিহারী বালা, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বিহারীলাল দাস, রসিকলাল দাস, রাসবিহারী দাস, মাধবচন্দ্র দাস, বলরুকুমার দাস যদুনাথ দাস, শিবধর হালের মাতা, বলরুকুমার দাস, কেশবলাল দাস, রামকানাই দাস, জলধর সাহা, ভূতনচন্দ্র সাহা, শরচ্চন্দ্র সাহা, রতিকান্ত সাহা, অবিনাশচন্দ্র সাহা, দীননাথ সাহা, ভগবন্ধু সাহা, বলরাম সাহার মাতা, গঙ্গাধর দাস, প্রসন্নকুমার দাস, রাইচরণ দাস, দেবীচরণ দাস, গদাধর রায়, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র দত্ত, তেলপাতা বাজার, রাজেন্দ্রনাথ দাস, রমনমোহন দাস, শ্যামনাথ দাস, বিধুভূষণ দাস, ডাঃ বনমালী সাহা, শীতলচন্দ্র সাহা, জানকীনাথ সাহা, শশিভূষণ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র বাহাড়, সাধন দাস, পান্নালাল পাল, শ্রীশচন্দ্র দাস, বরদাকান্ত ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র চাটার্জ্জী, সচ্চিদানন্দ সান্যাল ভগি, শ্রীশচন্দ্র সটক, আশুতোষ সেন, বঙ্গীদাস চক্রবর্ত্তী, কুঞ্জবিহারী মাণ্ডোকার।

স্থচরা　　১০৫৶১৫

চাউল সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত বাসিকানাথ সর্দ্দার　　১০/ মণ

৪/ মণ হিসাবে ২ জন　　৮/ মণ

শ্রীযুক্ত নলীলাল ভক্ত, রসরুকুমার মণ্ডল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মণ্ডল　　৩/

২/ মণ হিসাবে ৬ জন　　১২/ মণ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন সাহা রাধামোহন সর্দ্দার, অক্ষয়কুমার সাহা, বিজয়গোপাল রায়, প্রবোধচন্দ্র চাটার্জ্জী, নীলমণি মণ্ডল, কিশোরীলাল হালদার।

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ　　১৪০ মণ

শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র গঙ্গারাম পাল　　১১০ মণ

১/ মণ হিসাবে ১৬ জন　　১৬৲ মণ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, গোপীনাথ মদনমোহন রাধিকামোহন সাহা, রসিকলাল মহেন্দ্রলাল দাস, হরিমোহন মাইমোহন সাহা, ভাগবত দাসাধিকারী, প্যারীলাল ঘোষ, যোগমায়া দাসী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভবদেবকান্ত দে, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, ভবিসাধন চাটার্জ্জী, সন্ন্যাসীচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্ট　　৮০ সের

৪০ সের হিসাবে ৮ জন　　৪/ মণ

শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার, মতিরাজ দাসাধিকারী, ভোলানাথ সেন, দামিনী দেবী, যদুনাথ পাল, বুকরাম পাল, জনৈক ভক্ত, চারুচন্দ্র দাস।

১০ সের হিসাবে ৬ জন　　১৪০ মণ

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী শিকদার, ভাগাদর সাহা, তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, নবকিশোর অক্ষয়কুমার সাহা, অক্ষয়চরণ কালীচরণ সাহা, শশিভূষণ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা,

/৫ সের হিসাবে ৫ জন　　২৫ সের

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দে, চন্দ্রকান্ত সাহা, নিবারণচন্দ্র সা, দেবরাজ চৌধুরী, বারকা মাঝি।

/২৷০ সের হিসাবে ২ জন　　/৫ সের

শ্রীযুক্ত মনরুকুমার রায়, সীতানাথ পোদ্দার।

স্থচরা　　১৩৸০

আলু সংগ্রহ

২৲ মণ হিসাবে ৫ জন ১০ মণ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাইবর পাল, ইন্দুকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ দাসুখ, কেশবনাথ ঘোষ, পাঁচুগোপাল পাল।

শ্রীশচন্দ্র কুমার ১৫০ মণ

১০ মণ হিসাবে ৪ জন ৬৲ মণ

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রজনীকান্ত রায়, নটবর ঘোষাল

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী সাউলচন্দ্র বৃন্দাবন ৮০ সের

॥০ সের হিসাবে ১০ জন ৫৲ মণ

উপেন্দ্রনাথ কয়াল, নিতাইচন্দ্র মণ্ডল, সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, ললিতমোহন পাল, পাঁচুগোপাল পাল, রজনীকান্ত রায়, কালীকান্ত রায়, বিভূতিভূষণ ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রজিমবক্স মণ্ডল, মেসার্স মোজাহার আলি।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ ।৫ সের

শ্রীব্রজমোহন মল্লিক ।০ সের

ডাল সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত রাইমোহন সাহা ॥০ মণ

।০ সের হিসাবে ৩ জন ৮০ সের

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মদনমোহন রাধিকামোহন সাহা, কৃষ্ণমোহন দত্ত, রাধামোহন সরকার, লক্ষ্মীকান্ত নগরবাসী সাহা।

৵২৫০ সের হিসাবে ২ জন ৵৫ সের

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, অভয়চরণ কালীচরণ সাহা।

বাতাসা

মাঃ পরিচালন সরকার ২ টীন

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ব্যয়ের তালিকা

চাউল	৩২৬৶০
ডাল	২১৭ ৫০
বাজার খরচকারী	৫১৪৸৶০
মসলা	৭৬ ৫০
তৈল	২১৫৸৶১০
ঘৃত	২৭৩।৶৫
ময়দা	৬২৯৶০
চিড়া	৬৮৸৶০
চিনি, গুড়, মিষ্ট	৬৭১৶১৫
দধি, দুগ্ধ	৪৫৩৷০
কাষ্ঠ	১২৭৲
কেরোসিন	৫৸৶০
করকচ	১২।৶০
আলোক	৪৭।৶২৫
পারিশ্রমিক	৫২৬৶৭৫
পাথেয়	৪৯৫ ৷৶০
পোষ্টেজ	১৪৸৶১৫
যাদনপত্র	১৪১৷৶১০
অস্থায়ী মেরাপ ইত্যাদি	৩৩২৷০
চিকিৎসা খাতে	২৭৬৶১০
বিবিধ	১০৮।১০

(স্বাঃ) শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। ——— ক্রমশঃ।

ত্রুটী স্বীকার

বিশেষ অনিবার্য্য কারণ বশতঃ গত ২৭শ সংখ্যার "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এরূপ ঘটনায় আমরা বহু শ্রবণপিপাসু মহানুভব পাঠকগণের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের গৌড়ীয়-পাঠে বিপুল আগ্রহ জানিয়া বিশেষ উৎসাহান্বিত হইলাম। বহু পত্রের মধ্যে নিম্নে মাত্র একটী পত্রের নমুনা উদ্ধৃত হইল—

মহাত্মন্, এই ক্ষুদ্র কার্ডের দ্বারা আপনাদের নিকট স্বীয় মনোবেদনা জানাইতেছি। আমি আপনাদের ৩০৮৫নং গৌড়ীয় গ্রাহক, অদ্য দুই বৎসর হইল আমি আপনাদের গৌড়ীয় অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছি; ০ ০ সম্প্রতি জানাইতেছি যদি আমার প্রাণের 'গৌড়ীয়' যথা সময়ে আর না পাই তবে 'গৌড়ীয়' 'গৌড়ীয়' করিয়া নিশ্চয়ই উন্মাদগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারাইব, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন। মহাত্মন্, আমার জীবনরূপ 'গৌড়ীয়' না পাইলে দেহ অচল হইয়া পড়িবে, আপনারা নিশ্চয়ই দায়ী আছেন। শ্রীগুরুচরণ ঘোষ, পোঃ সাতক্ষীরা, জেলা খুলনা। ৯।৩৩

—•—

নির্য্যাণ

গত ১৭ই ফাল্গুন কৃষ্ণদ্বাদশী মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম আদর্শ-সেবক-বর শ্রীপাদ নিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারীপ্রভু শ্রীগৌরেচ্ছায় প্রপঞ্চলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পর সপ্তাহে সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ গ্রহণই যোগ।

গৌড়ীয়

সাপত্নিকস্তথা পুত্রো দক্ষিণশ্চানুকম্পকঃ।
যদ্যদ্ধি: পরিতাপো বৈরাগ্যং তদ্ধি কথ্যতে।
ঈর্ষান্বিত-দ্বেষে যারা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে ফাল্গুন ১০৩৩, ১২ই মার্চ্চ ১৯২৭	৩০শ সংখ্যা।

পূর্ণিমা-প্রশস্তি

জয় জয় কলরব নদীয়া-নগরে।
জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চান্দ জিনি' করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ॥
যাহার দুর্গেতে ছেল কৃষ্ণ-অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর-সংহার॥
শচীর উদরে ভেল গোরা-অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পদ দুটি করিয়া ভরসা॥

জয় জয় তব মঙ্গলরব, ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নব,
শোভিত শচীগর্ভে প্রকট গৌর-বরজ-রতন।
ঝলকত বর বালক-তনু, কুঞ্চন ধির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর মৈরব ভক্ত ভজন॥

পহু প্রকাশ নিরখত, ঘনঘণ সহ গগনে সুরগণ বরখত,
কুসুমাদি বিপুল পুলক ভরল অমহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জল ছলকত ছবি পাবত বহু রঙ্গহী॥

গায়ত কিন্নর সুখদ, বাদত দুন্দুভির মৃদঙ্গ
ধা ধিকি ধিকি তা ধিক্ ধিক্ ধিকট তক বিদ্যানা।
নৃত্যত সুর নর্ত্তকচয়, বিবিধ ভাঁতি কক অভিনয়,
উঘট তত ক থৈ থৈ থৈ, তি অট অই অ তেহ্মানা॥

নির্ম্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
বিকুকুল কুহু কত বসন্ত, ঋতুপতি সরসায়ত।
উছলিত সুর-সরিত-বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে 'নরহরি' হিয় উমতা অয়॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ

* * * *

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯৫, ১৯৬)

বসন্ত-লক্ষ্মী আজ সখী-পৌর্ণমাসীর সহিত মিলিতা হইয়া লক্ষ্মীপতি বিশ্বম্ভরের পূজার উপায়ন আহরণের জন্য বিশ্বতরা কি যেন এক সাড়া তুলিয়াছে। কোকিলকুলের কাকলী, মকরন্দপূর্ণ নবপ্রসূনের মাধুরী, মধুপগণের গুঞ্জন, সুরভি গন্ধবহের মন্দ মন্দ প্রবাহ, বীচি-বিকম্পিতা সুরধুনীর গৌরাঙ্গ-সঙ্গীত-নর্তন, শ্বেতবসনা দিগ্‌বধূগণের হাস্য-সুষমা, মানবমণ্ডলীর চিত্ত-প্রসন্নতা—বিশ্বের যাবতীয় মনোরম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলেই আজ বিশ্বম্ভরের পাদপদ্মে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছে। তাই কবিরাজ গাহিয়াছেন,—

"প্রসন্ন হইল দশদিক, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হইল আনন্দে বিহ্বল॥"

শ্রীব্যাসদেব এই তিথির মহিমা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যাহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম—মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ—ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্বযাত্রামঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় যথি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪২-৪৮)

শ্রীশিব-শুক-ব্রহ্ম-নারদ-বন্দিতা পরমারাধ্যা পরমপূতা ভক্তিরূপিণী এই তিথিতে—

"নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র-গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥"

যেদিন চৌদ্দশত সাত (১৪০৭) শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস চৌদ্দশত ছিয়াশি (১৪৮৬) খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ দিবসের সহিত প্রত্যুত্তর দ্বারা সম্ভাষণ করিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যাসুন্দরী ললাটে পূর্ণেন্দুকুঙ্কুম পরিধান করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে সমুপস্থিতা হইল বটে, কিন্তু শশাঙ্কসুন্দর যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল ; কারণ যখন,—

"সকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥"

তাই, জগতের চন্দ্র আজ নিজের কুষ্ঠধর্ম্ম ও ক্ষুদ্রত্ব এবং গোকুল-ইন্দুর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত নিজকে রাহুগ্রস্ত ও ম্লান দেখাইল। নদীয়া-উদয়চলে গৌর-শশধরের উদয়কালে গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তুঙ্গে, মূল ত্রিকোণে, স্বগৃহে শুভগ্রহাবলোকিতরূপে অবস্থিত হইল ; পুষ্যনক্ষত্র ও সিংহরাশি আসিয়া সমুপস্থিত হইল।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ-গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥

চন্দ্রোপরাগ-দর্শনে যখন বিষয়কোলাহল-প্রমত্ত জাগতিক ব্যক্তিগণও কৃষ্ণকোলাহলে মত্ত হইয়াছিল, যখন—

"জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' দ্বিজকে হাস্য করয়ে যবন॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥

(চৈঃ চঃ আ ১৩।৯৩-৯৫)

* * * *

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক 'গ্রহণ' দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া॥
যা'র মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ হরি বলি' ধায় করি' গঙ্গাস্নান॥

দশদিক পূর্ণ হইল উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।১-৪)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে অপ্রাকৃত পূর্ণেন্দুর উদয়ে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী দেব-মনুষ্য-ঈশ্বরের বন্দিতা হইয়াছেন, যে অভূতপূর্ব্ব চন্দ্রের উদয়ে পাপতমো বিলীন, ত্রিজগতের উল্লাস ও বিশ্বে প্রেমসুধা-প্রবাহিনী প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই 'দ্বিজরাজ' কে? তাঁহার পরিচয়ই বা কি?

লৌকিক-দৃষ্টানুসারে পিতা মাতা হইতে পুত্রের, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরবর্ত্তী অধস্তনের পরিচয়লাভ ঘটে; কিন্তু যিনি সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ, মূল-পিতা পরমেশ্বর পরতত্ত্ব মূলনারায়ণ, লৌকিক দৃষ্টানুযায়ী তাঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু; কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন—তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও তৎসঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুবৃত্তি হইয়া যায়।

কথিত আছে যে, নারায়ণ-পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। মধুকর-মিশ্রের মধ্যমপুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণপ্রধান উপেন্দ্র মিশ্র; উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্র সপ্তঋষীশ্বর—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্রের অন্যতম শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নীর উপাধি—পুরন্দর। পুরন্দর মিশ্র নবদ্বীপেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশের নির্দ্দেশানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, পর্জ্জন্য নামক গোপ, যিনি কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা 'ধরণীসী' নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কমলাবতী রূপে অবতীর্ণ হন। আর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই পরে শচী ও পুরন্দর মিশ্র নামে জগতে আগমন করেন। শচী ও জগন্নাথ পুরন্দর—এই দম্পতির মধ্যে অদিতি ও কশ্যপ, কৌশল্যা ও দশরথ, পৃশ্নি ও সুতপা প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, দেবকী ও বসুদেব—যাঁহারা রামকৃষ্ণের নাভাদিত্য ছিলেন, তাঁহারাও শচী ও জগন্নাথে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপের উদয় হইয়াছে।

উদারচরিত বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরন্দর মিশ্র মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিণী আর্য্যা শচীদেবীর সহিত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথীর সমীপে বাস করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বতীর্থশিরোমণি, সর্ব্ব শ্রীধামের সমাবেশস্থল, নবধা ভক্তিরূপী শ্রীনবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকারস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য মহিমা শ্রীজগন্নাথ পুরন্দর ও আর্য্যা শচী দেবীর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই উদিতা ছিল। তাঁহারা শুদ্ধভক্তগণের আচরণের মূলপথ-প্রদর্শক গুরুরূপে কলিহত জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় ঔদার্য্যধাম শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবকেরই শ্রীব্রজধাম করস্থিত, অপরের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় সুদূরপরাহত',—এই নিত্য জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—

"নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ভ্রবম্॥"

(শ্রীনবদ্বীপশতক ৮১ শ্লোক)

শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যল্পকালমধ্যেই তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইল। অনপত্যতা-নিবন্ধন পুরন্দর মিশ্র অতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্র-সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন এবং তৎকালে নবম সন্তান শ্রীবিশ্বরূপ অবতীর্ণ হন।

পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, যিনি যশোদা-দেবকী-অদিতি-কৌশল্যা ছিলেন, তিনিই পরবর্ত্তীকালে শ্রীশচীদেবী-রূপে অবতীর্ণা হন। 'প্রাকৃত মানুষীর ন্যায় তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণশীল অষ্টকন্যার উৎপত্তির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?'—ভগবদ্বিমুখ বক্তিতর্কিগণ এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরবস্তুকে জীবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসেন এবং তৎফলে শ্রীভগবানের কৃপা-মাধুরী হইতে কোটী যোজন দূরে নীত হন।

ভগবানের লীলা অবিচিন্ত্য। সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবৎকৃপায় সেই লীলা-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে লোক-কল্যাণার্থে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনুদ্বেগিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পনাপথে অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচার আনয়ন করিলে—অধোক্ষজে অক্ষজজ্ঞানের অবতারণা করিলে—বিষ্ণুকাচ ঈশ্বরবস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বস্তু মনে করিলে ফলপ্রাপ্তিকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাপরলীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবকীর ষড়্গর্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণ-শ্যাম ও অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেবের উদয় হয়। দেবকীর ষড়্গর্ভবিনাশ-সম্বন্ধে গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে সিদ্ধান্ত-নবনীত আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'তোষণী', 'সারার্থদর্শিনী' প্রভৃতিতে আস্বাদনীয়। গৌরলীলায় শচী-দেবকীর একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যু ও তৎপরে নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশমগর্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য ভক্তগণ এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—

অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে অস্মিতা আবদ্ধজীবকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব-জীবাত্ম-স্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব স্ব কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্বজীবাত্ম-স্বরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। শ্রীভাগবত (১।১৩।৫৫-৫৬) বলেন যে, স্থূল-ভূতসমূহ ক্রমে তৎকারণস্বরূপ সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হইলে এবং অহঙ্কারাদি সূক্ষ্মভূতসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্বে সংস্থাপিত হইলে, মহত্তত্ত্ব আবার ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ আবার পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিলে হৃদয়াকাশে জীবাত্মধামী সঙ্কর্ষণের উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—"কুরীর, বিশুদ্ধসত্ত্ব 'সঙ্কর্ষণ' নাম।" "মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়।" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম) "মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।" (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ) সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেবা পরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবদ্বয় শুদ্ধস্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখিনী অস্মিতার অর্থাৎ সেবক-অভিমানে সেবাবিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীসঙ্কর্ষণ সেবাবিগ্রহ গৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্ত-রহস্যই পুরুষসংহিতার প্রথমে অষ্টকন্যার মৃত্যু, তৎপরে বিষ্ণু-আরাধনা-ফলে সঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উদয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। অষ্টেন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ শ্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন বা শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে চিন্তা করাও জীবদ্বাপিত্তীষণ অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ-চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইবে। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাস শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচীজগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত ভুবনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজ মূর্ত্তিমন্ত দুইজনে।
তথাপিহ নিশিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মাদিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা বেদগোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
(চৈঃ ভা আ ২।১৪৪-১৪৯)

• • • •

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ-মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে,—দেখি অন্য রীতি।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, দেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥
যাহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান॥

শচীঘরে,—বৃষ্টি যেন আকাশ-উপরে'।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আনি, স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
যেন বুঝি, প্রবিষ্টেন কোন মহাশয়ে॥

(চৈঃ ভঃ আ ১৩।৮০-৮৫)

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও রূপানুগ-বর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবানের প্রকটলীলাবিভাব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে সুসিদ্ধান্ত-সিদ্ধাপল সমাহরণ করিয়াছেন, তাহা ধৈর্য্য ও আদরের সহিত সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা-জাত ভোগবুদ্ধি বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচাররূপ ব্যাধির উপশম হইতে পারে।

ভাঃ ১০।২।১৩ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হন। তৎপর আনকদুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে উদিত হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমামৃত-সমূহে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে মনে করেন যে, লৌকিক-রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! (লঘুভাগবতামৃত ১৬০-১৭৫)

ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুষ্যোচিত অপ্রাকৃত-ভাব-নিচয় অতি উপাদেয়ভাবে পরমচমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়ামুগ্ধ মহাসুরিগণকেও বিমোহিত এবং পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

"যাঁহারা নিজদিগকে বিভুর বক্তৃত্বনকারী লৌক্র অনন্তন (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সন্তান-প্রভৃতি) মনে করেন, তাঁহারা যে কিরূপ শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী, আচার্য্যবিরোধী, ভীষণ অপরাধী জীব তাহা নিম্নোদ্ধৃত আচার্য্য ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তবাক্য হইতেই সুধীগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "জগদ্গুরু" শ্রীধরস্বামিচরণ "ভগবান্ বিশ্বাত্মা ইত্যাদি" (ভাঃ ১০।২।১৩) শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন,—"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব। **জীবাত্মবিব ন ধাতু-সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ**"। অর্থাৎ বিশ্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রাকৃতজীবের ন্যায় ভগবানের ধাতু সম্বন্ধ নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভগবানকদুন্দুভিপ্রভৃতিষ্বাবির্ভাবোঽপি ন **প্রাকৃতবস্তুবীয়চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ**। কিং তর্হি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব তস্য তথাভাবেন এব। তদুক্তম্—(ভাঃ ১০।২।১৮) "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্ত" ইতি। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশপ্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাবাবশ্যকপূর্ব্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ততস্তদাবেশঃ শ্রীব্রজেশ্বরেশ্বরয়োরপি বসুদেব কল্পতে। ব্রহ্মাবরপ্রার্থনয়াপি তথৈব সম্ভাত ইতি সমান এব পন্থাঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শ্রীবসুদেব-দেবকীতে আবির্ভূত হইলেও, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি প্রশ্ন হয়, তবে কিরূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়?—ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীবসুদেব-দেবকীর বিশুদ্ধ চিত্তে আবির্ভূত হইয়াই জন্মলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"অনন্তর শ্রীবসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী ধারণ করিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, শ্রীদেবকীও তদ্রূপ অপ্রাকৃত মনের দ্বারা সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছেন। বাহিরে প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে বসুদেব-দেবকীতে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভাগবতগণেও এইরূপ উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ প্রথমে ঐ সকল মহাভাগবতগণের শুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে উদিত হইয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; এইরূপ রীতি সর্ব্বসম্মত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচুরকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমিক শ্রীনারদপ্রহ্লাদাদি ভাগবতগণ এবং ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবদাবেশ অবশ্যই হইয়া থাকে। শ্রোত্র-ধরা যখন ব্রহ্মার নিকট

বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণই তুষ্টি প্রাপ্ত হইতেছিলেন। তাই, তাঁহারা অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেই পরা ভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের দ্বারাই ভগবান্ প্রথমে প্রেমিক ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হইয়া পরে বহিঃপ্রাকট্য-লীলা প্রদর্শন করেন।

অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব)-কর্ত্তৃক কৃষ্ণাধীক্ষা-প্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এই ভাগবত-বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বাসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং-ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন। এস্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীভাগবতে "হে মাতঃ, তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও "পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুণের বিভু দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন"—এই ভাগবত-বাক্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ)।

অবতার-কারণ

শ্রীগৌরাবতার-কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥

* * *

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই করে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৪-১৬, ২২-২৩)

* * *

শ্রীল স্বরূপ-রূপ গোস্বামিপ্রভৃত্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাবতারের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই,—

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্ম-প্রচার বিভুর কার্য্য; তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ব্যতীত অপর অংশ-বিভূতত্বের কৃষ্ণপ্রেম দান-অসম্ভব। এই জন্যই সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে গুরুবর্গের সহিত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া দেখিলেন, জগৎ অতিশয় হরিবিমুখ—

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি, যাতে যায় ভব রোগ॥"

* * *

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥"

'এ অবস্থায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগন্মঙ্গল সাধিত হইবে,—এই বিচারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কৃষ্ণপাদপদ্মে জল-তুলসী অর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং সদৈন্যনিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরলভক্তের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম পরমবদান্য প্রকটিত করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রেম-হুঙ্কারে জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেন,—(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৯)

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্যহেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্ম-সেতু॥

সাধুপরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ—যাহা ভগবদবতারের কার্য্য বলিয়া শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানের পক্ষে প্রযুক্ত নহে, উহা বিভুর কার্য্য। অবতারি-কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতার বিভু মিলিত হন। দেহস্থিত অংশবিভুর দ্বারা জগতের তার-রণ ও পালন-লীলা সাধিত হয়। বিধিভক্তি-প্রচারার্থই বিভুর অবতার, আর রাগভক্তির প্রচারার্থে কৃষ্ণের গৌরাব-তার। তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের গৌরাব-তার প্রকটিত হন। (১) প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য অনুভব, (২) প্রেমের একমাত্র বিষয়া-লম্বন নিজ মধুরিমার আস্বাদন ও (৩) তদাস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, তাহার অনুভব—এই তিনটী গূঢ়বাঞ্ছা

পূরণ করিবার ইচ্ছায়ই গৌরাঙ্গী গান্ধর্বিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারে। যুগধর্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং শ্রীনবদ্বীপাদি ভক্তগণের আস্বাদন—অবতারের বাহ্য কারণ মাত্র।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাবতার-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলেন, অর্থাৎ কলিযুগধর্ম—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারার্থই গৌরাবতারের উদ্দেশ্য, ইহা নির্দ্দেশ করিলেন, আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নাম-সংকীর্ত্তনাদি যুগধর্ম্ম প্রচার স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে, উহা বিষ্ণুর কার্য্য-বিশেষ বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উভয়-লীলা-লেখকের সিদ্ধান্তের মধ্যে আপাততঃ বিরোধজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু স্বয়ংই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহার মীমাংসা শ্রীসন্দর্ভেও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংভগবানের প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীসন্দর্ভ-কার বলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবতার-প্রকরণে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি কোন জাগতিক কার্য্যানুরোধে অবতীর্ণ হন না। দুষ্টদলন, শিষ্ট-পালন, যুগধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্য পুরুষের অবতার-সমূহের দ্বারাই সাধিত হয়; তবে যে কোন কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভারহরণাদি কার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সর্ব্বাবতারী স্বয়ংভগবান্ স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন অবতারীর দেহান্তর্গত অবতারসমূহই ভারহরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। অবতারীর সহিত অবতারের, অংশীর সহিত অংশের অভেদ-বিচারে অংশাবতারের কার্য্যসমূহ স্বয়ংভগবানে আরোপিত হয়, কিন্তু স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বদা স্বরূপস্থ থাকিয়াই নিজ পরিজন-বৃন্দের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদনার্থ, নিজ জন্মাদি-লীলাদ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-মহিমা পোষণ করিয়া, কখন কখন সকল-লোকলোচনের গোচরীভূত হন। সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের নিজ অনুগত ভক্তগণের প্রতি নির্হেতুক-কৃপা-বিশেষ।

—"তত্তচ্চাবতারেষু গণনাতু স্বয়ং ভগবানসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদি-লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোক-দৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাহুঃ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ)

আমরা ফাল্গুন-পূর্ণিমার বিজয়রাজের পরিচয় অনুসন্ধান করিতে করিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। শচীগর্ভ-সিন্ধুসম্ভূত সমুদিত গৌর-পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় সাধারণ মানুষ কেন সুরিগণও—ব্রহ্মাদি দেবতা কেহই নিজ বুদ্ধিবলে প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। এতৎসম্বন্ধে আলবন্দারু-স্তোত্ররত্নের শ্লোকদ্বয়ও আলোচ্য—"ভগবানের অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল-সাত্ত্বিক-শাস্ত্র-দ্বারা ভগবানের শীল-রূপ-চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। দেশ, কাল, চিহ্ন—এই তিনটী সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের গূঢ় স্বভাব সম ও অভিপরিশূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াধীশ ভগবান্ মায়াবল-দ্বারা ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন করিলেও ভগবানের অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বা তাঁহার পরিচয় জানিতে হইলে ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিরুপাধিক ও নির্ব্বাধ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই একমাত্র সম্বল। করণাপাটব-দোষদুষ্ট ঔপাধিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞান হইতে বহুদূরে পতিত হইতে হয়। সুতরাং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আত্ম-প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ একমাত্র প্রমাণ ব্যতীত অপ্রমেয়-অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্বকে অন্য প্রমাণের অন্তর্গত মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা, অবস্থানের ভূমিকা ও যোগ্যতা, তিনি তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দরকে সেই-রূপভাবেই দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন এবং সেরূপ-ভাবেই সেবা করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ দৃশ্যবস্তু ও তদ্দ্রষ্টার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যবধান বা প্রতিবন্ধক থাকিলে দর্শন-ক্রিয়া সুষ্ঠু বা সম্যক্ হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তুর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেবা-বাধ ঘটাইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ একটি বস্তু। যিনি কেবল মাত্র দুগ্ধকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন করিয়াছেন তিনি দুগ্ধকে 'শ্বেত-পদার্থ-বিশেষ'

বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার যাঁহার দুগ্ধের সহিত কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা পরিচয়, তিনি দুগ্ধকে 'তরল-পদার্থ-বিশেষ'-রূপে বর্ণন করেন। যিনি কেবলমাত্র উষ্ণদুগ্ধ স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি দুগ্ধকে উষ্ণদ্রব্য রূপে জানেন। আবার যাঁহারা পূর্ব্বদৃষ্ট কোন অভিজ্ঞান লইয়া তাহা দুগ্ধে আরোপিত করেন এবং সেই আরোপিত জ্ঞানকে দুগ্ধের স্বরূপগত পরিচয়ের সহিত সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দুগ্ধকে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ—যেমন কোন স্থপতির (রাজমিস্ত্রীর) চুণ-গোলা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি দূর হইতে দুগ্ধ দর্শন করিয়া উহাকে তাহার করতলান্তর্গত 'চুণগোলা' বলিয়া মনে করে। আবার দুগ্ধকে যিনি কেবলমাত্র ঘনীভূত, ছানা প্রভৃতি বিকৃত আকারে দর্শন করিয়াছেন, তিনি ঐ 'বিকৃত অবস্থাকেই দুগ্ধের স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন এবং তৎপ্রতিকূল অন্য যুক্তিকে স্বীকার করিতে নারাজ হন; কিন্তু যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি দুগ্ধদোহন-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দুগ্ধকে সজ্ঞেন্দ্রিয়ে আস্বাদন করিয়াছেন, এবং দুগ্ধের বিভিন্ন অবস্থার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি অন্যান্য সকল ঔপাধিক ও আংশিক দ্রষ্টার ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দুগ্ধের যথার্থ স্বরূপ জগতে প্রচার করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তত্ত্ববস্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। তত্ত্ববস্তু-ভগবানের স্বরূপ-বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যান্য বিদ্যমান শতসহস্র কুতার্কিকগণের ব্যবহৃত দর্শন বা মনোধর্ম্মের কল্পনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গ জনগণের অব্যবহিত প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ অব্যভিচারী প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই ক্রমশঃ অধোক্ষজ-তত্ত্ববস্তুর প্রকৃতস্বরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দরসম্বন্ধেও কুদার্শনিক মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় একপ্রকার সিদ্ধান্ত, কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্ত-সম্প্রদায় আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত, সাধারণ ভক্ত ও শুদ্ধ-ভক্ত-সম্প্রদায় এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মনোধর্ম্মি-অভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, দুর্ভাগ্য ভক্তি-বিদ্বেষি-সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য, এমন কি উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতি বলিয়া স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই; আবার স্বেচ্ছাচারী, উৎপথগামী, কুদার্শনিক মায়াবাদিসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিত্যবস্তু-বিশেষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার কোন কোন শৈব ও গৃহব্রত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে স্ত্রীপূজাবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; আর একপ্রকার আত্মবঞ্চিত প্রচ্ছন্ন-কামুক-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে নদীয়া-নাগরী-লম্পট রূপে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভোগবৃত্তি গৌরাঙ্গের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন; পরমাত্মিকবুক ও উদরলম্পট-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের ব্যবসায় ও ভোগের বিবিধ বিচার করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন; বিষয়কিষ্ট, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, গৃহিবাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শোচিত এক এক প্রকার ভোগের বস্তু বলিয়া বিচার করিয়া 'গৌরভজনের নামে' স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই বরণ করিয়াছেন; আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাই, সার্ত্ত, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে গৌরসুন্দরকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া ভোক্তৃতত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-ভগবান্‌কে ভোগের সামগ্রী-বিশেষে পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার উদারতার নামে উশৃঙ্খলতার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অসাম্প্রদায়িকের নামে ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ অসৎ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মত যে, গৌরাঙ্গকে যে যাহা ইচ্ছা বলুন না কেন, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যে অধোক্ষজ পরতত্ত্ব বস্তু, তিনি ত' কখনও অক্ষজজ্ঞানের অধীন, বস্তু বা ভোগ্য বস্তু হন না, অতীন্দ্রিয় মায়াধীশ বস্তু ত' কখনও বদ্ধ মায়িক জীবের ভোগানলের ইন্ধনরূপে পরিণত হইবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আগমন করেন না; তিনি এইরূপ দ্বাবতীয় মায়াবাদ, মতবাদ ও কুসিদ্ধান্তবাদ নিরাস করিবার উদ্দেশ্যেই নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন।

শ্রীনাতদাসাদি কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে নারায়ণের অংশ অংশাবতার বলিয়া বিচার করিয়াছেন।

শ্রীব্যাসাদি ভক্তভক্তগণ বলিয়াছেন যে, মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল নারায়ণই—শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল ঠাকুর লোচন দাস প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার প্রকৃতিরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরহরিকে ব্রজজনের জীবনধনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌররূপ, মহাবদান্যগুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা প্রদর্শনার্থ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, —ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবত্তত্ত্বই—শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি অসমাক্‌প্রকাশ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী—যিনি অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব বা আংশিক প্রকাশ, তিনি—শ্রীচৈতন্য দেব। শ্রীরামোদর গোস্বামীপ্রভু বলেন,—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার—হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একাত্মা হইলেও পূর্ব্বকালে দুইটী দেহ ধারণ করিয়া নিত্যলীলাবিলাস প্রদর্শন করেন; অধুনা গৌরলীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত এবং শ্রীরাধিকার চিত্তগত আত্মাত্তরিন ভাব ও বাহ্যাঙ্গকান্তিতে সুমণ্ডিত হইয়া স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিপ্রলম্ভভাবাবলম্বনে স্বীয় নিত্য গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ, সুদার্শনিক-শিরোমণি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পন্থার অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের যথার্থ পরিচয় ও তৎসঙ্গে আমাদের আত্মপরিচয়রূপ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া গৌণসেবারূপ অভিধেয় ও তৎফলে স্বতন্ত্র-বিতন্ত্র-প্রয়োজনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত অনর্পিতচরী প্রেমরূপ প্রয়োজনলাভের অধিকারী হইব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দ্বিজরাজ শ্রীগৌরচন্দ্রের মহিমা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক ভক্তপাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাঃ জহুর্বিবরিণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ক্রিয়ামনয়কেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিভূর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাত্র আসীদ্রসঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমত্তব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিবাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুপ্রবাহিকথঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্ত্যায়ান্তি জগতি গৌরেহবতরতি॥

—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচরা পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবী প্রকাশিতা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুদ্ভাব্যতে
শ্রীবৈয়াসকিনা তদন্যতন্ত্রা রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যত্রাধারতিকেলি-নাগরবরস্যাস্বাদৈক-সন্ত্রাজনং
তদ্বস্ত্বদ্বয়নায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

—বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জক্রীড়াময় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা-মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্টপাত্র—এই দুইবস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রেম্না নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাঃ পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণপথে উদিত হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহার-ই বা বৃন্দাবনের গহন-মহামাধুরী-কণায় প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকোটা শ্রীরাধাভাবকে (উপাস্য-স্বরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

—•—

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শত-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-

মহারাজস্য

শ্রীচরণকমলেষু প্রদত্তকুসুমাঞ্জলিঃ

কদয়তি জড়বুদ্ধিং মম্নং কুরুণিষে
বিরচয়তি কৃপাপোর্দ্ধ কারুণ্যলেশঃ।
মুহিত-বিপুল-কীর্ত্তেস্তস্য পাদারবিন্দে-
ষ্বতিকৃপণধিয়ো মে ভীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ১॥

যঃ সাধবো গৌরবরাদভিজ্ঞং
জানন্তি তৎপ্রেম বিতারয়ন্তম্।
নিস্তারয়িতুং ভুবঃ কৃপয়াবতীর্ণং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥২॥

বিরোধশিল্পো হরিভক্তজানাং
মার্গে স্থিতঃ পারমহংস্যযোগ্যে।
শ্রীব্যাসকল্পানুগবর্য্যবেষং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৩॥

আশৈশবং যো হরি-সেবনেষু
রতঃ সদা শ্রৌতপথাশ্রিতশ্চ।
সর্ব্বেষু জীবেষ্বনিশং কৃপালুঃ
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৪॥

নামপ্রচারেঽবিরতনিযুক্তান্
গোস্বামি-মুখ্যান্ হরিদাস-মুখ্যান্।
যো ভাবয়ন্তিষ্ঠতি সাধুবাদ্যং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৫॥

বৈরাগ্য-বিদ্যা-হরিভক্তি-যোগান্
বিজ্ঞাপ্য জীবান্ প্রকৃতিং বুভুক্ষূন্।
যো ভারতং কর্ম্মভুবঃ পুনাতি
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৬॥

সারস্বত-শাস্ত্রাণি প্রচারয়িষ্যন্
ন্যাস্যাদিমুক্তৌ পরিনিষ্ঠিতান্ যঃ।
নিযোজয়ন্ রাজতে মায়াপুর্য্যাং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৭॥

শ্রীগৌড়বৃন্দাবন-নবদ্বীপে
সংস্থাপ্য চৈতন্যমঠাদিকান্ যঃ।
শ্রিয়ান্বিতঃ কে হরিসেবনে চ
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৮॥

পরিক্রমাং যো নবদ্বীপমধ্যে
প্রচার্য্য জীবান্ হরিবৈরিণশ্চ।
আকর্ষতি স্বীয়-পদারবিন্দে
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৯॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীং তং
নমাম্যতীক্ষ্ণং প্রভুপাদবর্য্যম্।
সেবাধিকারং পদয়োঃ প্রদাপ
কৃতার্থয়িষ্যতি কদা জনিং মে॥

ইতি শ্রীচরণসেবাকাঙ্ক্ষিত কস্যচিদ্বরাকস্য।

—•—

চরিতামৃত-শিক্ষা

[১]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিচরণ জানাইয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য-লীলা—এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যা'র এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব'-জ্ঞান॥

* * *

চৈতন্য-চরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৮৮, ৮৯ ; মধ্য ১০।২৬৪)

আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপামাত্র সম্বল করিয়া শ্রীগুরুবর্গের আদেশে শ্রৌতপন্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতামৃত বিচার করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের উপর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অকপট-কৃপা বর্ষিত হউক।

যে স্থানে গোলোকপতি গৌরসুন্দর উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্বচরিতামৃত-তরঙ্গিনী-প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপান্তর্গত শ্রুতিস্মৃতিবন্দিত অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীধাম মায়াপুরকে আমরা বন্দনা করি। সেই গৌর-লীলা-নিকেতন শ্রীমায়াপুর ধাম কৃপা করিয়া আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও সেবোন্মুখ করুন।

শ্রুতিস্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপাখ্যান্তে বিদিতরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥

ছান্দোগ্য (৮।১।১) উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাহাকে বিষ্ণুসদন 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল রসিকভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিদ্ভক্তি-প্রকটিত পরম সুখদ শ্রীনবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করি।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাভাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্॥

যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশু-পক্ষি-কুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাস-ভূমি শ্রীমায়াপুরই আমাদের জীবন হউক।

[২]

গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সর্ব্বসেবা-সম্ভার-সুষমা সমন্বিত শ্বেতদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরশশধর সমুদিত হইলেন। অপ্রাকৃত চন্দ্রের উদয়ে পাপ-তাপ-তিমির তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ত্রিজগৎ উল্লসিত হইল। অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল। মায়ামরুতে অমৃতমন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল। অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের শুষ্ক-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। বিশ্বের উপাদান-কারণান্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অকস্মাৎ নিজভবনে মোহাবসন্নতা করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে ব্রহ্ম হরিদাসও বিস্মিত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দনৃত্য হইতে থাকিল। নরনারী বিচিত্র উপহারের সহিত মিশ্র সদনে আগমন করিয়া শ্রীগৌর-শশীর আবির্ভাবের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণ ও দেবগণ নরবেশে প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন পূর্ব্বক গৌরবিগ্রহরাজের চরণ-বন্দন করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, ভাট—সকলেই মিশ্রালয়ে সমুপস্থিত হইয়া জন্মোৎসবের অভিবন্দন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর, পণ্ডিত শ্রীবাস মিশ্রনন্দনের জাতকর্ম্ম-সংস্কারলীলা সমাধান করিলেন। শ্রীপুরন্দর মিশ্র শুভকর্ম্ম-উপলক্ষে নিজনন্দনের অভিনন্দনকারিগণকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। আচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতাঠাকুরাণী আচার্য্যের আজ্ঞায় বিবিধ উপহারের সহিত বালকশিরোমণিকে দর্শনার্থ শ্রীশান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীও আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত

বিবিধ উপাদেয়সহ আসিয়া শ্রীগৌরশশীর শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা দেবোন্মুখ-নয়ন-চকোরকে পান করাইলেন। মিশ্রবর দ্বিজগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত-বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রীপুত্রাদির কথায়, ধনাদি ভোগের অভিমানে মত্ত থাকে, শুদ্ধভক্তবর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেরূপ ছিলেন না। তিনি সমস্ত দ্রব্যই ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে ভগবদবশেষরূপে প্রদান করিলেন,—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রতাপে মত্ত, ধন আদি' মিলে তত্ত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥

এদিকে শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালক-দ্বয়ের জন্মলগ্নাদি গণনা করিয়া গোপনে মিশ্রকে কহিলেন,—

"মহাপুরুষের চিহ্ন, নরে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,'—এই ভাবিবে সংসারে।"

বাল্য-লীলা

[৩]

শ্রীমায়াপুরে যোগমায়াপতি গৌরশশী আবির্ভূত হইয়া বৎসল-চূড়ামণি শ্রীশচীমিশ্রের আনন্দের সহিত চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। মূলে সন্ধর্ষিতা হইয়াও নিত্য-বৎসল-দম্পতিকে সেবাসুখপ্রদানার্থ তাঁহাদিগের স্নেহ-বৎসলতা-সেবা অঙ্গীকার করিয়া নিজকে তাঁহাদের লালা ও পালারূপে প্রকাশিত করিলেন। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামেরই হেয় প্রতিফলন, প্রাকৃতরসসমূহ পরমচমৎকারময় অপ্রাকৃত-রসকদম্বেরই হেয়তাময় বিকৃত প্রতিবিম্ব, প্রকৃতি-জনের কলঙ্কোপমযী স্বসুখপরা কর্ম্মচেষ্টা বা অপস্বার্থ, স্বার্থপতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী ভক্তিচেষ্টারই বিকৃত রূপান্তর, তাহা স্বচরিতে জগজ্জীবকে শিক্ষাদানার্থ গৌরসুন্দর তাঁহার শৈশব-লীলার আদ্যবর্ণের দ্বারা 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা' প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করাইয়া আদ্যবর্ণের বাৎসল্যময়ী সেবা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইরূপ লীলায় একদিকে তাঁহার নিজ নিত্য সেবকগণের রসসিন্ধু-বিবর্দ্ধন-কার্য্য, অপর দিকে জগজ্জীবের প্রতি শিক্ষারূপ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বালকাগ্রগণ্য গৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে জানাইলেন, প্রাকৃত পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের জড়মায়া-মুগ্ধতা এবং তন্নিবন্ধন নিরয়প্রাপণী কর্ম্মচেষ্টা, আর অপ্রাকৃত ভক্তরসিকগণের চরিত্রে প্রকাশিতা বিশুদ্ধ সম্বময়ী-চিচ্ছক্তি-যোগমায়া-বিরচিতা চেষ্টা বহির্ম্মুখ-ব্যক্তি-গণের নিকট জড়মায়ামুগ্ধতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইলেও কখনই এক নহে। সেবা ও কর্ম্মচেষ্টা বাহ্যাকারে দেখিতে এক হইলেও একটীর অবস্থান বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায়, আর একটীর অবস্থান দেবীধামে। একটী নিরয়প্রাপণী, আর একটী পরমপুরুষার্থ-প্রদায়িনী—একটী কাম, আর একটী প্রেম।

[৪]

অপ্রাকৃতবাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়ালম্বন শ্রীশচীসুতবর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অনুক্ষণ আনন্দ-পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। অগ্রজ-বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক সুখানুভব করিতে লাগিলেন। নায়ক রাজ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহাসক্ত হয়, আবার পরস্পরের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে পরমুহূর্ত্তেই পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অহি-নকুল-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরূপী গৌরসুন্দরের চরিত্রে সেইরূপ কোনও ভোগবুদ্ধিজাত হেয়তা নাই। বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের বিলাস-মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ। তিনি শয্যা, ভাই, ব্যজন, পাদুকা, আবাহন, ছত্র, চামর, বসন, আসন, সিংহাসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি বহুরূপে গৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ বলরামের অবতার চিদানন্দাশ্রয় বিশ্বরূপ স্বয়ংরূপ-ভ্রাতা বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে বহনরূপ সেবা করিতেন।

[৫]

পাড়াপ্রতিবেশিগণ দিবারাত্র বালকবরকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানা-ভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কোন উপায়েই বালকের রোদন-নিবৃত্তি হইত না। কেবলমাত্র যখন কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তখন বালক নীরব হইতেন—

"পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই 'হরিনাম' সবেই লয়েন॥"

বাল্যোচিত ক্রন্দনচ্ছলে বিষয়প্রলুব্ধচিত্ত জনগণের মুখে হরিনাম আদায় করিয়া বালকরূপী প্রভু তাৎকালিক ক্রন্দন-নিবৃত্তির লীলা দেখাইতেন। 'হরিনাম' না করিলেই তাঁহাদের স্নেহকক্ষ পরাণ-পুতলীর অসন্তোষের কারণ হয়,—এইরূপ ইঙ্গিত সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিতেন। ইহা দ্বারা—"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে হরিনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান"—এই মহাভাগবত-লক্ষণ, যাহা শ্রীগৌর-সুন্দর পরে শ্রীরামানন্দবসুকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবে জগতে জানাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যলীলাতেই ইঙ্গিতে প্রচার করিলেন। আরও স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও এই অবতারে নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উদ্দেশে নিজকে মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করিলেন।

"সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্ব ভক্তি পরচারি'॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হইবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হইবে প্রেমভক্তির প্রচার॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৭৭-১৭৯)

আবার বালকরূপী গৌর সর্ব্বদা বহুলোক বেষ্টিত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া, বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শৈশবলীলায়ই প্রবর্ত্তন করেন। দেবতাগণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য স্ব স্ব রূপের নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

[৬]

এইরূপে একমাসকাল অতিক্রান্ত হইলে বালকোত্থান-পর্ব্ব বা নিষ্ক্রামণসংস্কার উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। ললনাগণ শ্রীশচীদেবীর সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। বাদ্যগীতাদির সহিত ভাগীরথীর অর্চ্চনা করিবার পর তাঁহারা ষষ্ঠীদেবীর স্থানে গমনপূর্ব্বক বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিলেন এবং তদনন্তর শ্রীশচীদেবী খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, পান, সুপারী প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার-দ্বারা সমাগত নারীগণের সম্মাননা করিলেন। তাঁহারাও বালকরূপকে আশীর্ব্বাদ এবং আর্য্যা শচীদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রাকৃতের হেয় ও বিকৃত প্রতিবিম্বই প্রাকৃত। সেবোন্মুখতায় অপ্রাকৃত উপলব্ধি, আর সেবাবিমুখতায় প্রাকৃত বুদ্ধি। সেবোন্মুখ চিত্তের দর্শন ও উপলব্ধি এই যে, রাবণ কখনও মহালক্ষ্মী সীতা-দেবীকে হরণ করিতে পারে না; আর সেবাবিমুখ জীবের করণাপাটবদোষ-দুষ্ট বিঘাত ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি এই যে, রাবণ সীতাদেবীকে (?) হরণ করিয়াছিল। সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখের দর্শন-ভূমিকা পরস্পর পৃথক হওয়ায় একজনের মায়া বা ছায়াসীতার 'সীতা'-প্রতীতি, আর একজনের যথার্থ স্বরূপবিগ্রহে শ্রীসীতা-দর্শন। একজন কুদার্শনিক, আর একজন সুদার্শনিক। একজন বিবর্ত্তবাদী, আর একজন শ্রৌতপন্থী তত্ত্ববাদী।

শ্রীশচীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। সেই শুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ-শ্রীচরণ ধ্যানের আবির্ভাব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব; সুতরাং কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের বিচারে সন্তান ভূমিষ্ঠার পর সন্তান ও তৎপ্রসূতির মধ্যে যেরূপ অপবিত্রতা বা অশৌচাদির বিচার এবং গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা অপবিত্রতা দূরীকরণ চেষ্টা, সেইরূপ বিচার শ্রীশচীদেবী বা শ্রীগৌরসুন্দরে আরোপ করিলে মহা অপরাধ হইবে। সেবাবিমুখ জীব শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃতবাৎসল্যসেবাপর অচিন্ত্য আচরণ দর্শনে (?) ঐরূপ অপরাধময় চিন্তাবর্ত্তে পতিত হইয়া নাস্তিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদের অতলজলধিগর্ভে প্রাণ হারাইলেও সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীশচীদেবীর বা অন্যান্য আভরা-লনয়নগণের যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎ-সেবাতৎপরতারূপেই উপলব্ধি হইবে। শ্রীগৌরভগবানের আবির্ভাবসংবাদ শ্রবণ করিয়া নর-নারী, দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সকলেই গৌর-সুন্দরের দর্শন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী গৌরদর্শনার্থ চিরাকাঙ্ক্ষিতার ন্যায় শ্রীযোগপীঠের পাদদেশে প্রবাহিনীরূপে পরম ব্যাকুলা হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা আর্য্যা শ্রীশচীদেবী নারীগণ-পরিবৃতা হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবীকে দর্শন দান পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য তৎসমীপে উপনীতা হইলেন। শ্রীগঙ্গাদেবীও আর্য্যার সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই প্রভু

তাঁহার সহিতে বালোচাপল্যচ্ছলে সখাগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা বিলাস করিবেন, ইহাও ইঙ্গিতে বুঝিয়া আনন্দিতা হইলেন। শ্রীশচীদেবীকে সেবা করিবার ফলে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাফলে অচিরকালেই ভগবৎকৃপালাভ হয়, তাহাও জগতে প্রচার করিলেন।

"ষষ্ঠী" গ্রাম্য দেবতা বিশেষ। সন্তানের অল্পায়ু নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্ঠি বর্ষব্যাপী পরমায়ু ইচ্ছামূলে প্রাকৃত জনকজননীগণ 'ষষ্ঠী' নাম্নী একটী গ্রাম্য দেবতা কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। অশ্বত্থ-বটবৃক্ষাদির নিম্নপ্রদেশে মার্জ্জারোপরি আসীনা, সন্তানক্রোড়ীকৃতা দেবী 'ষষ্ঠী' নামে খ্যাতা। ষষ্ঠী প্রভৃতি আধিকারিক দেবতাগণের পূজা গ্রাম্যাচার-সঙ্গত। নির্ব্বিশেষ-বিচারে এই সকল সগুণ ব্রহ্মবাদ, কিন্তু ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের বিচারে সকল দেবদেবীই বিষ্ণুদাস। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশচীদেবী মূর্ত্তিমতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী হইয়াও কি জন্যই বা প্রাকৃতজনের ন্যায় ঐরূপ গ্রাম্যদেবতার পূজাদিচেষ্টা প্রদর্শন করিলেন?

সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভক্ত ও অভক্ত, অপ্রাকৃত হরিজন ও প্রাকৃত মায়িক জনের আচরণ বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর নিশার আকাশ-পাতাল-পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তু এক মাত্র অদ্বয় জ্ঞান; সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি সেবাচেষ্টারূপা বৃত্তিও একটী। আসক্তিরূপা বৃত্তিটী যখন প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা কাম। আবার সেই আসক্তিই যখন হরি বা হরিজনে নিযুক্ত হয়, তখন সেটী ভক্তি বা প্রেম। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি অনুরক্তি, বন্ধুর বন্ধু-প্রতি প্রীতি, মাতা পিতার সন্তানের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আসক্তি যখন অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা কাম; আর যখন সেইগুলি অবিকৃত শুদ্ধ স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞানভগবদ্বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজার অভিনয় তাঁহার বাৎসল্য-রস-বারিধির পূর্ণেন্দু গৌরসুন্দরেরই পূজা। প্রাকৃত জননী-গণ সন্তান-স্নেহাসক্ত হইয়া যেরূপ সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠী প্রভৃতি ইতর দেবতা-পূজায় নিযুক্ত হন, কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে তত্তৎ জননীগণের ঐরূপ ষষ্ঠীপূজাদি চেষ্টার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠীর পূজা না হইয়া সন্তান-পূজাই হইয়া থাকে অর্থাৎ সেইরূপ পূজায় ষষ্ঠী দেবীর সুখকামনার পরিবর্ত্তে সন্তানের সহিত নিজ-সুখ-কামনাই লক্ষীভূত বস্তু হয়, ষষ্ঠী দেবীকে সন্তুষ্ট করা কেবল গৌণ অভিপ্রায় মাত্র এবং সেই অভিপ্রায়-মূলেও মুখ্যভাবে নিজ সন্তানের প্রতিই আসক্তির পরিচয় দৃষ্ট হয়,—এককথায় প্রাকৃত জননী যেরূপ ষষ্ঠীপূজা কিম্বা নানাদেবতার নিকট সন্তানের মঙ্গলের জন্য 'মানসিক' প্রকৃতি করিয়া তত্তৎ দেবতা-পূজার পরিবর্ত্তে স্বীয় স্নেহের আলম্বন পুত্র-কন্যাদিরই পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীশচী-দেবীও পুত্রস্নেহাসক্ত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় যে ষষ্ঠী পূজাদির অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাৎসল্যরসের অধিষ্ঠান আলম্বন গৌরগোপালেরই পূজা। প্রাকৃত জননী হরিবিমুখ, সুতরাং তাঁহার উপর বিষ্ণু-বিমোহিনী মহামায়ার প্রভাব; আর শ্রীশচীদেবী নিত্য-সিদ্ধ বাৎসল্যরসের মূর্ত্ত আলম্বন-স্বরূপা, গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যপুত্র, শচীদেবী গৌরগোপালের নিত্যমাতা, গৌর-হরির প্রতি তাঁহার সহজ প্রীতি। তিনি নিত্য ভগবদ্বহির্মুখ, সুতরাং তাঁহার উপর ভগবন্মায়ার প্রভাব নাই। একমাত্র বাৎসল্যরস-পরিপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া কিম্বা সহজ প্রেমই অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল-আশ্রয়ালম্বন-শ্রীশচী-দেবীর চতুর্দ্দশলোকপতি গৌরভগবানেও সাধারণ বালকবুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে এবং সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-রহিত শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব-বশতঃ শ্রীশচীদেবী পুত্রের জন্য প্রাকৃত লোক-চেষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান নানাপ্রকার অধ্যবসায়ে নিযুক্তা হন। যদি এইরূপ ব্যাপার না হইত, তাহা হইলে বাৎসল্য-রস-পরিপোষণরূপ চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য সংঘটিত হইবার পরিবর্ত্তে ভোগিকুলের প্রাকৃত বিলাস-চেষ্টা কিম্বা প্রচ্ছন্ন ভোগী কৃষ্ণপরিত্যাগিকুলের নির্ব্বিশেষভাবের আবাহন হইত মাত্র। অতএব শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠী পূজাদি দর্শন করিয়া প্রাকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিকুল যে বিচারে উপনীত হন, তাহা হইতে সেবোন্মুখ ভক্তগণের বাস্তব বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ভোগী কর্ম্মিকুল মনে করেন, শ্রীশচীদেবী আমাদেরই ন্যায় যখন পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইতর দেবতা-পূজা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন না সেই আদর্শ গ্রহণ করিব, ভগবানের জননী যখন নিত্য

বাস্তব-পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তখন ছাঁচমালের ধর্মীয় জনক-জননী সূত্রে কেনই বা না আমরা স্ব স্ব পুত্ররূপী রক্ত-মাংস-চামড়ায় আবদ্ধ হইয়া নিরয়-বর্ত্মের পথিক হইবার বর না করিব? সেবাবিমুখ হইলে জীবের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি এইরূপ ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু তাহাতে ফলকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে। এই ত' গেল কর্ম্মিকুলের কথা। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিগণ বিচার করেন, যখন নন্দ-যশোদা, বসুদেব-দেবকী বা পুরন্দর-শচী প্রভৃতির কৃষ্ণ বা গৌরের প্রতি প্রাকৃত জনক-জননীর ন্যায় আচরণ দৃষ্ট হয়, তখন কৃষ্ণ বা গৌর তাঁহাদের নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অনেকাংশে ন্যূন। এইরূপ 'ভগবানে আর এক প্রকার ভোগবুদ্ধি' লইয়া বিচারের ফলে তাঁহারা ভগবানের জন্ম-কর্ম্মকে প্রতিস্মৃতির বাক্যানুসারে 'দিব্য' অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার এবং ভগবল্লীলাকে অনিত্য ও ব্যবহারিক কর্ম্মাদির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অমুক্ত এবং চির-অনর্থ-সাগরে ভাসমান থাকিয়াও বৃথা 'মুক্ত' অভিমানে আত্মবঞ্চনা-ফল লাভ করেন।

ভগবল্লীলা-বিস্তার-দ্বারা জগতে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হরিলীলাচন্দ্রিকা একদিকে যেমন ভক্তচিত্ত-কুমুদ-বিকাশিনী, অপরদিকে তেমনই ভোগবুদ্ধিপরায়ণ প্রাকৃত সাহজিকগণের নিকট বঞ্চনাকারিণী এবং নির্ব্বিশেষ বিচার-পরায়ণ অসৎসঙ্গের পক্ষে তাঁহাদের বুদ্ধিবিভ্রান্তকারিণী অর্থাৎ ভগবল্লীলা ভক্তসুরভোবণী এবং অভক্ত অসুর-বিমোহিনী।

—•—

নিত্যপ্রকাশ

নিত্যপ্রকাশ—অনিত্য-প্রপঞ্চ-প্রকাশে থাকিবেন কেন? তাই, তিনি 'শ্রীব্যাস পূজার' দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' প্রদান এবং শ্রীহরিবাসর দিবস সারারাত্র আপন ভজনসুখে মগ্ন থাকিলেও আত্মগোপনার্থ ব্যবহার-দুঃখময় থাকিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া বিগত ১৭ই ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশীর মঙ্গলবারে স্বীয় আরাধ্য দেবতার প্রিয়তম সেবকবরের শ্রীমুখে ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-মহামন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চৈঃস্বরে তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দধামে মহা-প্রয়াণ করিলেন।

আদর্শ-সেবকবর শ্রীহরিবাসরের দিবস প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ সেবার উজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি অচিরেই আত্ম-সংগোপন করিবেন,—ইহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। পরদিবস প্রাতে শুনিলাম যে, শ্রীহরিবাসর দিবস মধ্যরাত্রের পর তিনি তাঁহার জনৈক সতীর্থ-ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণদাদশীর মরীচিমালী অস্তাচলে আরোহণ করিবার পর কৃষ্ণবসনা যামিনী দিঙ্‌মণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করিল। পরিত্রী দেবীর মুখে এখন আর হাস্য নাই। যেন কি এক অমূল্য রত্ন হারাইতে বসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব ইতঃ-পূর্ব্বেই নিত্যপ্রকাশের পদ্মাসন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। নিত্যপ্রকাশ প্রাণ ভরিয়া প্রভুপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। প্রভুপাদ স্থান পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই নিত্যপ্রকাশ অনিত্যপ্রকাশ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ ধামে প্রয়াণ করিলেন। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত অনায়াতে সুকুমার কুসুম-কলিকা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

নিত্যপ্রকাশ! শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-বাসরে তুমি না কতই উৎসাহভরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলে। সমগ্র উড়িষ্যাবাসি-গুরুভক্তের মুখপাত্র হইয়া প্রভু-পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়াছিলে। লোকলোচনের সম্মুখে উহাই তোমার শেষ অর্ঘ্য। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের আগমনের কয়েক দিবস পূর্ব্বেই কোথায় লুকাইলে? 'আদৌ গুরু পূজা' করিয়া গৌরাঙ্গের শুভাগমনের অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিবার জন্য তুমি প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট-প্রকাশ গৌরধামেই বিলয় করিয়াছ অথবা কুবিষয়-রস-প্রবল গুরুতৃপ্ত আমাকে অধিকতর ভাবে বিপ্রলম্ভরসপরিপোষী শ্রীগুরুদেব ও বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌর-সুন্দরের সুচারুসেবায় উন্মুখ করিবার নিমিত্তই কি তোমার ঐরূপ ভঙ্গী?

নিত্যপ্রকাশ! তুমি প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম প্রিয় নিত্য কিঙ্কর। বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমে —যে স্থানে তোমার প্রভু উদিত হইয়াছেন এবং তোমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,

সেই শুদ্ধগৌরাঙ্গ-গৌরজনাধ্যুষিত—পবিত্রীকৃত পরমপূত-ক্ষেত্রের নবীনেই তুমি উদিত হইয়াছিলে। আরও শুনিয়াছি, তুমি কোনও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ রাজকুলকে পবিত্র করিয়াছ। যদিও ঐশ্বর্য্যাদির মদে অভিভূত থাকায় অপরাপর ব্যক্তিরা হরিকথা শ্রবণাদির যোগ্যতা লাভ করে নাই, তথাপি তুমি অতি সুকুমার কালেই কীর্ত্তনকারি-দিগের শ্রীগুরুদেবের সঙ্গলাভ এবং শুদ্ধসঙ্গপ্রভাবে বাল্যে হরিকথা, শ্রবণ-কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন, আদর্শ-গুরুসেবক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন ও শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিবার আদর্শ নিজ চরিতদ্বারা প্রচার করিয়াছ।

তোমার সরল মধুর ব্যবহার, গুরুসেবায় উৎসাহ, বৈষ্ণব সেবার আগ্রহ ও পরমত্ব, অবৈষ্ণব বা অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প, হরিভজনে ঐকান্তিকী স্পৃহা ও তদ্বিষয়ে অতি বাল্যকালেই গৌরাঙ্গবিমুখ নিজজনগণকে অনাত্মীয় জ্ঞান এবং গৌরজনগণকে একমাত্র আত্মীয় ভ্রাতা, বন্ধু ও স্বজন-বিচার প্রভৃতি অশেষ গুণরাশি আমাকে আমাদের দিব্যজ্ঞান প্রদাতা প্রভুপাদের চরণে যুগপৎ অধিকতরভাবে আকৃষ্ট ও তোমার বিরহে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

আদর্শ-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকবর! জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে বাস্তবসত্যের উপাসনায় আত্মনিয়োগ ও তোমার আদর্শ-সেবাময় নির্ম্মল জীবন অনার বাস্তবসত্যের প্রতি বিমুখতা ও জাড্যপ্রভৃতিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া আমাকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিতেছে। সেবাবিমুখ আমাকে কৃপা কর। আমার অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সেবাভিখারী—শ্রীপ্রণবানন্দ।

—•—

৩০শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ
শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে
শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে
মহাযোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব
ও
শ্রীচৈতন্যমঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী
এবং
সার্ব্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের
সহিত
তদনুপাদ মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের
সংস্থাপন-উপলক্ষে
ত্রিদিবস ব্যাপী
সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব ও বিরাট্ বৈষ্ণব-সম্মেলন

দ্রষ্টব্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ কাল অপ্রকাশিত থাকিবেন। অতএব ৩১শ সংখ্যা-'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৩ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে চৈত্র ১৩৩৩, ৯ই এপ্রিল ১৯২৭	৩৩শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৮)

যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে যে দেশে পাষণ্ড নাহি গেল কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ সংসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
শোচ্য-দেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিহার।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ২।৪৬, ৪৭, ৪৯-৫১)

ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৭)

কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনে কল্পান্তরে বুদ্ধি কভু নয়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৬।৩৪)

প্রভু বলে ভক্ত-বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেন মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্যসুখ।
এতান স্বভাব সকল বেদে কয়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১১।১০৫-১০৭, ১০৯, ১২০)

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১২।৪৬)

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে যদি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে যাবে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৪।২৩৮-৩৯)

গীতা-ভাগবত যেই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অতএব বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৩১৬)

যে তাঁহার দাসাধম ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।২৯৭৬)

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যসিদ্ধ নহে।
সে চরণধন মোর রহুক হৃদয়ে
(চৈঃ [illegible])

শ্রীধাম-পরিক্রমার শিক্ষা

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল কাব্যতীর্থ বি. এ]

"ধ্রুবন্তু প্রাণিনাং মৃত্যুঃ"—মৃত্যুই প্রাণিগণের নিশ্চিত বিষয়। আবার যক্ষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥ জীবসমূহ প্রত্যহই যমসদনে গমন করিতেছে, কিন্তু তথাপি অবশিষ্ট প্রাণিগণ চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অশেষ-কল্যাণময় পরমেশ জগজ্জীবের সতত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া মৃত্যুরূপ একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ ঘটনার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। হরিবৈমুখ্যনিবন্ধন জীবের ভাবনা-প্রবাহ রূপ জন্মমরণরূপ সংসৃতিমার্গও অনাদি হইয়াছে। তথাকথিত আত্মীয়াদির বিয়োগে স্বার্থান্ধ জীবের প্রাকৃত স্বার্থ হানি নিশ্চয় করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত শোকাদি দ্বারা অভিভূতি ঘটিলে মৃত্যুকেই "অনিত্যার্থ সত্য" বলিয়া প্রতীতি ঘটে, কিন্তু তদভিভূতি ক্ষণিক মাত্র। যেহেতু তাহা হইতে চিরমুক্তির উপায় ত' কেহ সহসা অনুসন্ধান করেন না। যদিই বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাভিমানী বা পাতঞ্জল-যোগাদি অষ্টাঙ্গিমার্গাবলম্বিদিগের স্বকপোল-কল্পিত পথে বিচরণ দৃষ্ট হয়, তথাপি চরমশ্রেয়োলাভের [illegible] হইতে সুদূরে অবস্থিত, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ধারণা করিতে পারেন না। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৪ অ-৪) বলেন,—

"জ্যোতিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে॥"

—পার্থিব ধূলিকণা যেরূপ গণনা করা যায় না, জীবদিগকেও সেরূপ সংখ্যা করা কঠিন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমঙ্গল অন্বেষণ করেন। শ্রেয়োলিপ্সুগণ মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণ মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি নারায়ণ-ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্লভ। শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিতেছেন,—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
তার মধ্যে 'স্থাবর-জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর॥
বেদ-নিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম-নিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ অঃ)

সাত্বত পুরাণরাজ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও অনাদিবদ্ধ জীবের চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

—জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারহেতু (অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত না হওয়ায়) প্রতিজন্মের কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ চৌরাশীলক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রত্যেক মানবকে যে কত অগণ্য কোটিবার জন্ম-মরণমার্গে পরিশ্রমণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা একান্ত দুঃসাধ্য। এই কারণেই শাস্ত্র (ভাঃ ১১।৯।২৯) ভূগোবৃষঃ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।"

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যাবৎ মৃত্যু পুনরায়

নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে অবিলম্বে চরম কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিবেন।

এই চরম কল্যাণলাভের প্রকৃষ্টমার্গ বিবেকবান্ জীবের উপকারার্থ শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষের দূতগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া মৃত্যুপতির চরণে আপনাদিগকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিয়া রোরুদ্যমান অবস্থায় অন্তককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহাদের প্রতিবিধেয় চরিতার্থ-করণাশয়ে যখন তাঁহার নিকট স্ব স্ব দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাপন করিল, তখন তিনি মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, (ভাঃ ৬।৩।২০-২১)—

"স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"

'হে দূতগণ ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব, সনৎকুমার, দেবহূতি-নন্দন কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম); আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত আছি, এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ, ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের পক্ষে ভগবানের পরমপদ-প্রাপ্তিরূপ চরমশ্রেয়ঃ বা অমৃত লাভ হইয়া থাকে। ইহা পরমতত্ত্ব হওয়াতে সুগোপ্যভাবে রক্ষিত হয়, এজন্য গুহ্য; গুণাতীতস্বহেতু সগুণ, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রকাশের অযোগ্য অতএব বিশুদ্ধ। অর্থবাদোদি-দোষদুষ্টান্তঃকরণবিশিষ্ট কর্ম্মি-গণের দুর্জ্ঞেয়ত্ববন্ধন,—'দুর্ব্বোধ।' এই দ্বাদশজন মাত্র মহাজন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। তবে অশেষমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবান্ উঁহাদের অনুগত পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকেও জীব-শিক্ষাহেতু ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। পাছে জীব একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এইহেতু তাঁহার করুণাধারা তদভিন্ন-বিগ্রহ মহাজন দ্বারা সর্ব্বকালেই আচরিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সেই অন্তকরাজ মহাভাগবত নচি-কেতাকে পার্থিব যাবতীয় ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও অক্ষিলিত দেখিয়া বলিতেছেন,—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥"

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"
"সত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃষ্টাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥"

(কঠশ্রুতিঃ)।

'হে নচিকেতঃ' শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রশস্ততম ব্রহ্মজ্ঞান ও প্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রিয়তম দারাপত্যাদিকামাবস্তু পরস্পর পৃথক্। এই উভয়ই ভিন্ন প্রয়োজন হইয়া জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। যিনি শ্রেয়ো গ্রহণ করেন তাঁহার ভববন্ধন মোচিত হয়। আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া ভবপাশে বদ্ধ হন।' 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ',—এই উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি উভয়কে সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া মোচক ও বন্ধক বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি প্রিয়তম দারাপত্যাদি পরিহার করিয়া অমৃতরূপ শ্রেয়ঃ বরণ করিয়া থাকেন। আর বিবেকহীন ব্যক্তি 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধবস্তুর রক্ষণ, এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন।' 'হে নচিকেতঃ! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও প্রিয় দারাপত্যাদি ও প্রিয়রূপ আরামক্ষেত্রাদি কাম্যমান পদার্থ সকলকে 'নশ্বর' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ; তুমিই ধন্য। যে প্রলোভনময়ী মালিকায় অগণ্য মানবকুল সতত আসক্ত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি তুমি আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছ।'

সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র এই শ্রেয়োবরণার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে থাকিলেও অনাদিবহির্ম্মুখতা আমাদিগকে অবিদ্যা-বিমূঢ় করিয়া মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকবৎ জন্মমরণরূপ সংসৃতি-মালা কণ্ঠে উপহার দিতেছে। জাগ্রৎ-সুষুপ্ত মানব আমরা মুখে মাত্র বেদাদিশাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহার অনুশাসন কার্য্যে আমরা একান্ত পরাঙ্মুখ। জীবমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেহ লাভ করিয়াও আমাদের মূঢ়তা অপগত না হওয়ায়, আমরা কিরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিতেছি, তাহা আত্মস্থ হইয়া চিন্তনীয়। অমলপ্রমাণশিরোমণি, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য,

ঋগ্বেদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক পারমহংসী সংহিতা, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বিজ্ঞানরাজ শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তি'কেই এই চরমকল্যাণের একমাত্র মার্গ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, (ভাঃ ১০।১৪।৪)—

'শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥'

শ্রীভগবানের গো-পালন-লীলায় শ্রীমান্ স্বয়ম্ভু নন্দনন্দনকে সামান্য গোপ-বালক বোধে বা আত্মশোধনার্থ গোবৎসাদি-হরণানন্তর পূর্ব্ববৎ গো-গোপাদিপরিবেষ্টিত গোপেন্দ্রসুতকে দর্শন করিয়া স্বীয় সৃষ্টিসামর্থ্যাহঙ্কারকে ধিক্কারপূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ স্থূলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলেই জ্ঞান আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া তুষাবঘাত (আসক্তা) হইতে তণ্ডুললাভের আশায় আঘাত করে, তাহাদের যেমন কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে। সেই আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবাদ্বারাই লব্ধ হয় সত্য কিন্তু সেই অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়গম্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা কদাপি প্রাকৃত-মানবের মনঃকল্পিত উপাসনামার্গদ্বারা লভ্য নহে, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিয়া সংযুক্ত করিতে বলিতেছেন, (ভাঃ ৩।২৫।২৫)—

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥'

সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশক যে সকল বিশুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীত্যুৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা সাদরে সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও শেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থেও শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী প্রভু উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

মহাজনপ্রবর দেবর্ষি নারদ পুরঞ্জনোপাখ্যান-প্রসঙ্গে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ দিতেছেন, (ভাঃ ৪।২৯।৩৯-৪০)—

"যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্‌গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিকলং নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥"

হে রাজন্! যে স্থানে সদাচারসম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত ও ভগবদ্‌গুণানুবাদশ্রবণে ব্যাকুলমনা ভাগবতগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে মহতের মুখবিগলিত মধুসূদনের চরিতামৃত-ধারা-বাহিনী নদীসকল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিতা থাকে। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অঞ্জলিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদের অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

মহাভাগবত অম্বরীষের কীর্ত্তি ঘোষণার্থ শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শনচক্র প্রেরণ করিয়া পুনঃ ঋষিকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা প্রতিসংহার করিতে অসমর্থ (ভক্ত-পরাধীনস্বভাবক) হইয়া বলিতেছেন,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৩, ৬৮)

'আমি ভক্তের পরাধীন। হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি 'ভক্তজনপ্রিয়।' 'সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।' এই সাধুসঙ্গই যে ভগবদ্ভক্তিলাভের একমাত্র উপায় এই বিষয় তুরি

ভূমি শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহাজনগণ দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও প্রভার সহিত মহচ্চরিত্র আলোচনাদ্বারা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি (ভাঃ ১০।১০।৪১)—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষোঃ সবিতুর্যথা॥"

যেরূপ সূর্য্যোদয়ে চক্ষুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ভগবদ্ভক্তসাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হইয়া থাকে। 'দর্শনাদেব সাধবঃ।' সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন। 'বিশ্চিত্তো ঘটতি মুহূর্ত্তসেবয়া।' মহাত্মগণ মুহূর্ত্তমাত্রকাল সেবাদ্বারাই সমুদয় সংসারতাপ বিনাশ করেন। অতএব উপসংহারে শ্রীভগবান্ আদেশ করিতেছেন, (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

'অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সজ্জনের সঙ্গ করিবেন, সাধুগণ ভক্তিবহিমুখপ্রতিপাদক বচনাবলীদ্বারা মনুষ্যের কর্ণাদি দুর্বাসনা নির্ম্মূল করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ সাধুপ্রিয় হরি সাধুদ্বারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উপস্থিত হইলে অবিদ্যানাশ ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন ভজনযোগ্যতঃ উপস্থিত হয়। ইহাই শ্রৌতমার্গ বা অবরোহপন্থা। অন্য কোন উপায়ে ভববন্ধন মোচন হইবার নহে। ইহা সাধু ও শাস্ত্রের অমোঘ বাক্য। এই ভক্তির যাজন নয় প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে কথিত আছে। হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যয়নবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভক্তরাজ বলিতেছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

—'যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধানরহিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, বলিয়া মনে করি অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।' এই নবধা ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজন দ্বারাই পরমার্থ লাভ যে একান্ত সুলভ, তাহার প্রমাণও মহাজনবাক্যে পাওয়া যায়, যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বতিবন্দনে কপিপতির্দ্যাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

'পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তন দ্বারা, প্রহ্লাদ স্মরণ-প্রভাবে, লক্ষ্মী তৎপাদপদ্মসেবনহেতু, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর সাষ্টাঙ্গভাবে বন্দনদ্বারা, কপিপতি হনুমান্ তাঁহার দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ বন্ধুতা দ্বারা এবং শ্রীবলি মহারাজ তচ্চরণে সর্ব্বস্বদান ও আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটীমাত্র অঙ্গেরই যখন এরূপ প্রভাব যে, তাহাদ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হন, তখন একসঙ্গে নয়টীর মিলনের শক্তি যে কতদূর মহীয়সী তাহা মাদৃশ জীবের বুদ্ধির অগম্য। সেই নবাঙ্গ ভক্তিদেবী শ্রীমন্নবদ্বীপধামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির জীবকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। সূর্য্যালোকভীত পেচকের ন্যায় অবিদ্যামোহান্ধজীব আমরা তাঁহার কৃপারাশি সম্মুখে পাইয়াও অবহেলাপূর্ব্বক কত কোটিজন্ম সংসৃতিমার্গে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহার সীমা করা যায় না।

এই অপ্রাকৃত ধাম নববিধা ভক্তিরূপিণী নয়টী দ্বীপদ্বারা পরিশোভিত থাকায় 'নবদ্বীপাখ্য' প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিত্যাদিভক্তিলক্ষণং।
নবধা দীপ্যতে যত্র নবদ্বীপ ইতীর্য্যতে॥"
"অথো নববিধানাঞ্চ ভক্তিপ্রবরতাময়ম্।
দ্বীপবৎ শোভতে যত্র নবদ্বীপ ইতীরিতঃ॥"

ইহার মধ্যে 'আত্মনিবেদন' স্থানই অন্তর্দ্বীপ, এই অন্তর্দ্বীপ মধ্যে মহাযোগপীঠ বা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবক্ষেত্র। শ্রীসীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ও গোদ্রুমদ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য। ক্রমে মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমে দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ সখ্য ভক্তাঙ্গরূপী হইয়া বিরাজিত। এই স্থানগুলি অপ্রাকৃত এবং সত্যযুগ হইতে গোলোকস্থ ভগবৎপরিকরবর্গের বিহারস্থলী। মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটকালে এই সকল স্থানে নানা প্রকার লীলা করিয়াছেন। অথবা মাদৃশ দুর্ভাগ্যেরই এই-

রূপ বাক্যাতীত। যেহেতু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এখনও তাঁহার নিত্যলীলাবলী ঐ সকল স্থানে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ কথিত 'ব্রহ্মধাম' এবং ছান্দোগ্যশ্রুতি-কথিত 'দহর' নামক স্থান শ্রীধামমায়াপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীভাগবত বিষ্ণুপুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে শ্রীমায়াপুরের বিশেষ মহিমা কীর্ত্তিত আছে। শ্রীঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতা ও শ্রীঅনন্ত-সংহিতায়ও ঐ শ্রীশ্রীধামবর্ণের মাহাত্ম্য-বিষয়ের বর্ণনা, কলি-জীবের অত্যন্ত মলিন নেত্রের গোচর না হওয়াই স্বাভাবিক। এইসব বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ মাদৃশ ব্যক্তির ধৃষ্টতামাত্র।

প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল নিত্যধাম শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীগৌরনোহনীই-সংস্থাপক শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিগণ পরিক্রমা করিয়া বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তৎপরে শ্রীধাম কিয়ৎকাল গুপ্ত থাকেন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ধন অধিক দিবস আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-প্রবর শ্রীল বলদেবাত্মজ, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক জগদ্গুরুর কল্যাণার্থ প্রকাশ করিবার জন্য তৎপ্রিয় ঠাকুরভক্তিবিনোদ প্রভুপাদকে আদেশ করেন। কিন্তু অধুনা যেরূপ শ্রীমন্দিরাদিকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজনে জীববৃন্দকে আহ্বান করা হইতেছে, সেরূপ কোন রূপে কোন স্থানে হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারেন কি? যখন গভীর নিশীথে বিচিত্র শয্যাদির উপরিভাগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব বিরাজ করেন এবং তৎপশ্চাৎ নানাবর্ণের বিজয় বৈজয়ন্তী হস্তে লইয়া শ্রীমানুসে আত্মহারা সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গাদি সহ-যোগে শুদ্ধ হরিনামের বন্যায় দিগ্বিদিগন্ত প্লাবিত এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চরোলে "গৌরহরি বোল" শব্দ দ্বারা গগনমণ্ডল কম্পিত করিয়া শ্রীধামরজঃ গায়ে মাখিতে মাখিতে মধুর ভঙ্গীতে নৃত্যপর হইয়া ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রমের পরিশ্রম তুচ্ছ করিয়া পরিক্রমণ করিতে থাকেন, তখন ব্রহ্মা-নন্দও আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া সতৃষ্ণনয়নে ভক্তকোলা-হল দর্শনে ও তাঁহাদের পাদরজঃস্পর্শে আত্মাকে ধন্য করিতে থাকেন। পাষাণহৃদয়ও মনকে বিশুদ্ধ করিয়া তথায় পদে পদে গোলোকানুভূতি আনিয়া দিতে থাকে। মানবীয় ভাষার এমন সামর্থ্য নাই যে, এই সমুদায়ের পরিচয়ের একাংশও বর্ণন করিতে পারে। সমুদায় ত্রিদণ্ডী গোস্বামি পাদগণের উর্দ্ধবাহু কীর্ত্তন মৃদঙ্গ-বিদ্যা-কাঁসর-করতালাদির ধ্বনি, ভক্তগণের 'হরি হরি' বোল, ইংরাজি ব্যাণ্ডের সুমধুর বাদ্য, ক্রোশাধিকব্যাপী সৌভাগ্যশালী পরিক্রমাকারি-গণের শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন, এবং পাদতাড়িত রজঃপটলদ্বারা সমাচ্ছন্ন আকাশ, যুগপৎ মিলিত হইয়া কর্ণেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়-গণকে যে কিরূপ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিতেছিল, তাহা একমাত্র প্রত্যক্ষকারীর উপলব্ধির বিষয়।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর—এই বিষয়ে সুশৃঙ্খলা। সহস্র সহস্র যাত্রী কোথায় কিপ্রকারে সুষ্ঠুভাবে বিশ্রামাদি করিতে পারিবেন, সর্ব্বদা কি উপায়ে হরিকথা-শ্রবণে মনোনিবেশ থাকিতে পারিবেন, ক্ষুধা তৃষ্ণাদির সময়ে মহাপ্রসাদ ও মিষ্টপানীয় প্রভৃতি যাঁহার যাহা দরকার ইত্যাদি সকল বিষয়ে যেরূপ শৃঙ্খলা বিহিত হইয়াছিল, তাহা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিনাব্যয়ে প্রত্যেকের শয্যাদির কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে প্রেরণ, প্রতি কেন্দ্রেই বিশ্রামস্থানাদির সুব্যবস্থা, যথাসময়ে প্রপঞ্চজয়কারী বিচিত্র প্রসাদ, রোগিগণের জন্য ঔষধ-পথ্যাদি, আবার মহিলাগণের জন্য পৃথগ্ভাবে সর্ব্বপ্রকারের বিশেষ ব্যবস্থা, অসমর্থ স্ত্রীবালবৃদ্ধাদির জন্য যানাদির ব্যবস্থা এরূপ ক্ষিপ্র-ভাবে ও আদরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, যে তাহারও কোন অভিযোগের কারণ হয় নাই। আবার এই সমুদয় সেবার বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, শ্রীমদাচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবর্গ যখন প্রত্যেকের নিকট কাকুতি করিয়া শ্রীগৌরভজন-রূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, তখন জগতে এমন পাষণ্ডী নাই, যাহার হৃদয় বিগলিত না হয়। উষার পূর্ব্বেই আরাত্রিকসহ প্রবোধন-সঙ্গীত, পরে পরিক্রমা-লীলাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন, কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ সম্মান, অপরাহ্ণে নানাভাবে হরিকথা, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, পরে কীর্ত্তনাদিসহ ত্রিদণ্ডিপাদগণের হরিকথা কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, অনন্তর প্রসাদ-সম্মানে মধ্যরাত্রি অতীত হইতে থাকে।

এইরূপে সপ্তাহব্যাপী বিশুদ্ধ হরিকথার প্লাবনে সংসার-কোলাহল একান্তভাবে শুদ্ধ করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন সংস্থান আছে কি? ভিন্নকালে ভিন্নপ্রকৃতি মিলিত করিয়া এইরূপভাবে প্রতিবৎসর অধিকাংশ দিন

ভারতভূমির নানাস্থানে মহামহোৎসব লীলা কোন্ ঐশী শক্তির প্রেরণায় হইয়া থাকে, মাদৃশ সহজীবের তাহা অনুমেয়ই নহে। পুনর্ব্বার শ্রীগৌর-প্রকটধামস্থ হইতে দিবসত্রয় অহোরাত্র যে কি প্রকার অপ্রাকৃতানুভূতির সহিত অতিক্রান্ত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কোথাও শ্রীনামসংকীর্ত্তন, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও ভক্তিকণামুখে সদাচার শিক্ষা কোথাও কৃষ্ণকথালাপ, কোথাও ইষ্টগোষ্ঠী, বিচার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত মহাপ্রসাদের 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' কোলাহল দর্শকগণের দেহচেষ্টাদি বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল। জন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবসে নবনির্ম্মিত অদ্ভুত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধর সাম্বতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যচতুষ্টয়সহ সংস্থাপিত হইলে যখন প্রথম জয়োল্লাটিত হইল, তখনকার প্রাণারাম দৃশ্য পার্থিব কোন দৃশ্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। অপরাহ্নকাল হইতে মধ্যনিশা পর্য্যন্ত 'হরি ও রাম' নামকীর্ত্তনসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রদক্ষিণ যে-জীবের একবার দর্শন ও শ্রবণপথে পতিত হইয়াছে, তাঁহার সৌভাগ্যের শেষ কোথায়? মাদৃশ শিক্ষাভিমানী উপাধিগ্রস্ত নরকলঙ্কচূড়ামণিদিগের বিদ্যা যে ত্রিদণ্ডিপাদগণের অচিন্ত্যহুঙ্কারের নিকট একান্ত নিগৃহীত, তাঁহাদের শ্রীমদাচার্য্যদেবের কার্য্য ও উপদেশাবলীর মর্ম্ম তাহারা কি প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে? এক কথায় এইরূপ অদ্ভুত মহামহোৎসব যে-জীবের অদ্যাপি ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, নিশ্চয়ই তাহার ভাগ্য অতীব মন্দ। তাহার জীবনকে শত ধিক্কার দেওয়া অধিক নহে।

এই মহামহোৎসবে প্রধানভাবে লক্ষিতব্য কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র বর্ত্তমান সংরক্ষক অসীম কৃপালু আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিক্ষণই ভক্তগণকে কৃপা-দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া দয়াদ্রচিত্তনেত্রে সকাতরবচনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজনরূপা ভিক্ষা প্রার্থনা দ্বারা মহাপাপীরও চিত্ত দ্রবীভূত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সমাগত সৌভাগ্যশালী মহানুভবগণের মধ্যে পণ্ডিত মূর্খ, গুরু শিষ্য, ধনী নিঃস্ব, প্রতিষ্ঠাবান্ নগণ্য, কবি জড়, মহৎ ক্ষুদ্র, সকলেই জাগতিক সম্বন্ধ ও সম্মানাদি একান্তভাবে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও পরস্পরের সেবাকার্য্যে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া যাহাতে মহোৎসবকে সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভূত চেষ্টা ও সম্মার্জ্জনাদি সেবানিয়োগেও আত্মকৃতার্থতা অনুভব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীমহাপ্রসাদ যে ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার চিন্ময়, তদ্বিষয়ে জাতাভিমানীরও সমান আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইল। চতুর্থতঃ চিরসুপাত্যস্ত উচ্চপদস্থ মহদ্গণও অকাতরে নানাপ্রকার দৈহিক ক্লেশকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন এবং সাময়িক দৈব বিড়ম্বনায়ও ক্ষোভ তাঁহাদের প্রতিব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে এই মহামহোৎসবকার্য্যে শুদ্ধসনাতনধর্ম্মিগণের ও বিশুদ্ধবৈষ্ণবগণেরই সম্মেলন হইয়াছিল। সর্ব্বত্র সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধভক্তিমার্গের আলোচনা এবং কলির স্থানপালক ঘৃত, পান, স্ত্রী, সূনা, জাতরূপের সঙ্কীর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল।

মূলকথা, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যাদির ব্যবহারে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তৎপতি হৃষীকেশের অর্চ্চনা কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয় এবং নবধাভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা গুরুপ্রসাদ, সাধুকৃপা ও ধামপ্রসাদ লাভ করিয়া কি উপায়ে প্রেমলাভ সহজসাধ্য করা যায়, তদ্ধেতু নিষ্কিঞ্চনপরমহংস শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ নিরপেক্ষ হইলেও জীবমঙ্গলাশয়ে এই অদ্ভুতপূর্ব্ব বাৎসরিক অনুষ্ঠান প্রকট রাখিয়াছেন। অহো! যাঁহারা অতিথিশালা, দাতব্যচিকিৎসালয়, মাতৃমন্দির, সেবাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবে দয়া (মর্ত্ত্যোদয়া) প্রকাশ করিবার ছলে আত্মপূজাই প্রকাশ করিয়া অন্ধকলহবাসীকে বঞ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা কি কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃত জীবে (অমর্ত্ত্যোদয়া) দয়ার এই আদর্শ দর্শনানন্তর নিজ নিজ ভ্রান্তমতের সংশোধনার্থ বদ্ধপরিকর হইবেন? শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর প্রতিক্ষণেই হস্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক প্রতি জীবের নিকট বলিতেছেন, হে জীববৃন্দ! আর বঞ্চিত হইবেন না। মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বপরিকরে আপনাদের জন্য যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহারই অনুসরণে আত্ম ও পরোপকারে ব্রতী হউন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ সেবাহীন শ্রীগুরুপরাঙ্মুখ জীবাধমের প্রাকৃত নেত্রাদিদ্বারা যেটুকু অনুভূতি সম্ভব মনে হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম।

কৃপাময় গৌড়ীয়-পাঠকবৃন্দ দোষ-ত্রুটী সংশোধন ও মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণু দীনের মস্তকে সমর্পণ করিবেন, ইহাই একমাত্র আশা। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকি জয়! ওঁ শ্রীশ্রীত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদপদ্ম কি জয়। ওঁ শ্রীশ্রীম ব্রহ্মচারিগণ কি জয়! ওঁ শ্রীধাম-পরিক্রমা কি জয়। ওঁ সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। গৌরহরি বোল।

—•—

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

চতুর্থী প্রভা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর]

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ৪র্থ খণ্ডের ২০শ, ২২শ ও ২৩শ সংখ্যায় কটক হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্"-নামক মুদ্রিত পত্রের প্রতিবাদমুখে পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য-চরণের বাক্যাবলী ও শাস্ত্রীয় যুক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীমদ্বলদেবের 'সাধ্য' ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত 'সাধ্যসার' পরস্পর আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে; পরন্তু একটী আর একটীর চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। উক্ত প্রবন্ধাবলীতে শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য-প্রচারিত 'শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ' ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-সম্বন্ধেও আলোচনামুখে শ্রীমদ্বলদেবের বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য যেরূপে অভেদ-পরা শ্রুতির সঙ্গতি ও ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং 'অচিন্ত্য'শব্দের উল্লেখদ্বারা 'ভেদ' ও 'অভেদে'র অচিন্ত্যত্বের আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধদ্বৈতবাদে ও প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকৃত বা শুদ্ধদ্বৈতবাদে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ নিহিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধন, সাধ্য, ইষ্ট ও ভাব সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচারদ্বারা পূর্ব্ব-পক্ষকারীর অশ্রৌত স্বতন্ত্র মতের অর্ব্বাচীনতা প্রমাণিত হইবে।

পূর্ব্বপক্ষকারী বলেন,—"শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যমতে 'সাধন'—'কর্ম্মার্পণ', 'শাস্ত্র'—'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ইষ্ট'—'দ্বারকাপতি', 'ভাব'—'মধুরভাব' ; আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে 'সাধন'—'কৃষ্ণকীর্ত্তন', 'শাস্ত্র'—'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ইষ্ট'—'শ্রীনন্দ-নন্দন' ও 'ভাব'—'গোবিন্দভাব'। অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে—'শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' বলা যাইতে পারে না, ইহা শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত একটি স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়বিশেষ।"

পূর্ব্বপক্ষকারীর এইরূপ যুক্তি অত্যন্ত অসার ও সর্ব্বতো-ভাবে খণ্ডনযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভুপরতত্ত্ব স্বতন্ত্র ভগবান্ হইলেও আচার্য্য-লীলায় শ্রৌতপন্থা ও আম্নায়ের সম্মান সংরক্ষণার্থ কলিযুগের সাম্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যতম 'শুদ্ধদ্বৈতবাদী' শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কে কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া শ্রীউদ্ধবগীতোক্ত স্বীয় বাক্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা তিনি দ্বাপরযুগীয় ভগবল্লীলায়—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে তদ্যুগাদিষু।
• • • •
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা॥
• • • •
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যতে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৮)

—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ ধৈর্ম্মধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা সংগুপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতি সকল সত্ত্ব, রজঃ, তমো-গুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ-দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"]—প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগবত বা আচার্য্য-লীলার স্বয়ং আচরণের দ্বারা প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, "কল্পের সময় হইতে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামক একটী সাত্বত সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা-

প্রাপ্তা বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই 'ভগবদ্ধর্ম' সংরক্ষণ করিয়াছেন। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়' (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরত্বাদীচ্ছিন্নো ব্রহ্ম জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্রূপ পাষণ্ড-মত-প্রচারক। শ্রীরুদ্রবৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা গোপনে গুরু-পুরম্পরা-নিষ্ঠ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।" শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদে'র মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক-লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীকার করিবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, শুদ্ধদ্বৈতবাদ জীবকুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে অতি স্পষ্ট ও অকপটভাবে বহু দূরে রাখে। এই জন্যই তিনি সাম্প্রতসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কেই কৃপা পূর্ব্বক বিশেষভাবে স্বীকার করিয়া আচার্য্যলীলায় নিজকে 'ব্রহ্মমধ্বানুগত'সম্প্রদায় বলিয়া প্রচার করিলেন। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাচার-প্রচার-চাতুরীরূপিণী এই লীলায় জীবের পক্ষে মহতী শিক্ষা নিহিতা আছে। শ্রীভগবান এতৎসঙ্গে স্বীয় স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বজ্ঞতা, পরিপূর্ণতা ও সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রদর্শনার্থ শুদ্ধদ্বৈত মতে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা বা অপরিস্ফুটত্ব ছিল, তাহা পরিপূরণপূর্ব্বক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত' কৃপা করিয়া জগতে অর্পণ করিলেন।

শ্রীমধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথম-মুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও ভগবৎ-পরম-প্রেমাদ্য-সাধনা পরমা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনর্থযুক্তাবস্থায় সাধকের সাধনক্রিয়া কৃষ্ণকর্ম্মার্পণচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সংসারে আগমন করিয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ থাকে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষিজীবগণ—'কর্ম্মী', তাহাদিগকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। এই জন্যই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতা ভক্তিযোগাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ পঞ্চরাত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নৃণে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"
"স্মৃত্যুক্তে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি॥"

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা অপরোক্ষ-জ্ঞান-সাধনা ভক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যা-ব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তমসারকাপানিত্যকম্।
বিজ্ঞায় ভাতবৈরাগ্যো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ।
স উত্তমোঽধিকারী স্যাৎ সংস্তস্যাখিলকর্ম্মবান্॥"

(সূত্রভাষ্য ১।১।১)

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ।" "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" "সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিভাষ্যে। ব্যাস-সংহিতায়াম্—"অন্যথা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাদিকারিণঃ। শ্রীশুত্রবিজ্ঞানভূনাং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিতা। একদেশে পরোক্ষে তু ন তু প্রত্যক্ষপুরঃসরে। বৈমতিকানাং লোকে সমাগ্-ভক্তিমতাং ভবে। ... যতো নারায়ণ-প্রসাদমৃতে ন মোক্ষঃ ... "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা-বিদ্যতে অয়নায়।" (সূত্রভাষ্য ১।১।১)

বারাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তত্তুল্যবলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিস্তু কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে। (৯।৩।৫৪)

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। (৩।৩।৫০)

ভক্তির্বিষ্ণৌ গুরৌ চৈব গুরোর্নিত্যপ্রসন্নতাম্। বদন্তি ধর্ম্ম-মর্ম্মজ্ঞা হৈতে গুণাঃ পুনঃ। তৈঃ সর্ব্বৈর্দর্শনং **বিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকৃতং** ভবেদিতি চ নারায়ণ-তন্ত্রে। (৩।৩।১)

ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠরশ্রুতেঃ। (৯।৩।৫৩)

মায়াবৈভবে চ—ভক্তিঃ পরমো বিষ্ণুস্তথৈবৈনাং বদেম মহে। তথৈব দর্শনং যাতঃ প্রহ্লাদাদ্যুক্তি-মেত্যয়া। **স্নেহানুবন্ধো বস্তুস্মিন্ বহুমানপুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমেশিতুঃ।** (৩।৩।৫৪)

অন্যান্য-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্যগণের ন্যায় শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'সর্বসংবাদিনীতে' শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যপাদ-বিরচিত 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য'নামক যে গ্রন্থ হইতে বহুবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে 'ভক্তি'ই একমাত্র সাধন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, যথা—

"তৎশ্রীভাগবতং চ মোক্ষং প্রাপ্যতে নৈব নাক্তেন।" (১।৭৭)

"যেনেদং ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা।"

(১।৮৬)

"ভক্ত্যর্থাস্তবিলাসেন ভক্তির্মোক্ষায় কেবলা।
মুক্তানামপি ভক্তিহি নিত্যানন্দস্বরূপিণী॥
জ্ঞানপূর্বঃ পরস্নেহো নিত্যো ভক্তিরিতীর্যতে।
ইত্যাদি বেদবচনং সাধন-প্রবিধায়কম্॥
নিঃশেষ-ধর্ম-কর্ত্রাপ্যভক্তস্তে নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তেষু জহাহপি বিমুচ্যতে॥
যথো ভবতাধর্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তদাজ্ঞয়া।
পাপং ভবতি ধর্মোহপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরে॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ ১।১০৫-১০৯)

"অপরোক্ষ-দৃশেরেকমুক্তিস্তেভ্যশ্চ সা পুনঃ।
দৈবানন্দ-স্বরূপেণ নিত্যা মুক্তেষু তিষ্ঠতি॥
যথা শৌক্লাদিকং রূপং গোর্ভবত্যেব সর্বদা।
সুখজ্ঞানাদিকং রূপমেবং ভক্তের্ন চান্যথা॥
ভক্ত্যৈব তুষ্যতি হরিঃ শ্রবণাদ্যমেব।" (মঃ ভাঃ তাঃ ২।৪১)

পূর্বাচার্য পূর্বপ্রজ শ্রীমদ্ভাগবতপাদ যখন 'ভক্তি' ব্যতীত মোক্ষ-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই—ইহা পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন উপেয় বা সাধ্যলাভের উপায় বা সাধনরূপে যে 'ভক্তি'ই তৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই থাকিতে পারে না। তিনি ভক্তির অধীন অর্থাৎ ভগবৎসেবা বা শুদ্ধ-ভগবজ্ জ্ঞানানুকূল কর্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিলেও —(ওঁ সহকারিত্বেন চ। ওঁ।)—এই (৩।৪।৩৩) সূত্রভাষ্যানুসারে শাস্ত্রনিন্দা অর্থের সহিত উহার পার্থক্য আছে। উক্ত সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—যথা রাজ্ঞঃ সহকার্যে মন্ত্রী তথা স্বতন্ত্রেষু কিঞ্চিৎপ্য কার্যমুদ্ভবেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম বিনাপি কার্যং সম্পাদয়তি ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কর্মঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্মসচিবরূপে মন্ত্রী বর্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞানও কর্ম ব্যতীত মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে তাহার কর্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটী উত্তমরূপে বিচার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কর্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, পরন্তু ভক্তিকেই মহারাজ রাজার আসন প্রদানপূর্বক কর্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ গৌণকর্ম-নির্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্মের মুখ্য অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমদ্মহাপ্রভু বা শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। তবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চরিতামৃতের মধ্য ৯ম অধ্যায়ে "'কর্মনিষ্ঠা' 'কর্মত্যাগ' সর্বশাস্ত্রে কহে"—এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য অন্যরূপ। 'কর্ম' শব্দে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপা চেষ্টা; তাদৃশ চেষ্টা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে যাগযজ্ঞাদি বিধান করিয়া থাকেন, তাহা বিশুদ্ধ কর্ম; সুতরাং তাহা কখন গৌণরূপেও ভক্তিসচিব হইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম ধর্মের উদ্দেশে কৃত হয় এবং যে ধর্ম বিরাগের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে; কেননা তাদৃশ কর্ম জীবকে জন্মোৎপাদনরূপ অর্থবৃক্ষে জড়িত না করিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত ও পরমার্থের উদ্দেশ করিয়া থাকে। যথা, আত্মারামসূত্রে—"যত্র ধর্মায় কর্ম বিরাগায় ধর্মশ্চিত্তশুদ্ধয়ে বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্মৈবাভিধেয়ঃ।" এই ভক্তিই উত্তরাধিকারে একটী নূতন আকার ধারণ করে, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি। ভক্তিই যে একমাত্র সাধন, ইহা মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ে সংক্ষিপ্ত-মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে পঠিত হইয়া থাকে, যথা—শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগত্তত্ত্বং তো ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনম্ হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥ শ্রীঃ॥

এই স্থানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়ী-ক্ষেত্রে তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে এইরূপ বলিলেন কেন ?—

'মুক্তি', 'কৃষ্ণ'—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৭১)

তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মতকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের প্রকৃত মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। পরবর্ত্তী অনুগত-ক্রব ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বমূলাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিকৃত মতকেই মূল গুরুর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা কোন প্রকারেই যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত নহে। 'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত-সহজিয়া' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধস্তন, অনুগত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীনস্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের বিকৃত মত বা অসিদ্ধান্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কোন আচার্য্য যদি জগতে উদিত হইয়া মহাপ্রভুর অনুগত-ক্রব আউল, বাউল, সখীভেকী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরনাগরী, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতির বিকৃত মত খণ্ডন করেন, তাহা হইলে উক্ত আচার্য্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিছুতেই এরূপ অযৌক্তিক বিচার সুধীসমাজে গৃহীত হইতে পারে না। 'তত্ত্ববাদিগণের মত বা রঘুবর্য্যতীর্থের সিদ্ধান্তিত ব্যক্তিগত মত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাম্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই',—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মত অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে। তাহা শ্রীমন্মধ্বপাদের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার ও লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

'সাধ্য' সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, এইস্থানে তৎপুনরুক্তি অনাবশ্যক, তবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে 'মুক্তি' সাধ্য হইলেও উহা কৃষ্ণসেবাপরা। জ্ঞানিযোগিগণের হরিসেবারহিতা নির্ব্বিশেষাবস্থা-লাভরূপা মুক্তিতে শ্রীমন্মধ্বের আদর নাই, তাই তিনি সূত্রভাষ্যে (১।১।১৭) মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"মুক্তিহি ত্বাত্মযাথাত্ম্যং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থানের নামই—'মুক্তি'। "মুক্তানামপি ভক্তিহি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী" (মঃ ভাঃ তাঃ ১।১।১৭) "কৃষ্ণো মুক্তৈরিড্যতে বীতমোহৈঃ" (মঃ ভাঃ তাঃ ২।৬২) "মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭) প্রভৃতি বহু বহু বাক্যে বিষ্ণুভক্তিলাভরূপা মুক্তিকেই শ্রীমধ্বপাদ 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন নাই, তিনি শ্রীমন্মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিয়া মুক্ত জীবের সেবা-বৈচিত্র্য-সৌন্দর্য্য পরাকাষ্ঠার কথা জগতে জানাইয়াছেন অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ পরতত্ত্বস্বরূপে মধ্বমতের বৈজ্ঞানিক অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা একাধারে তাঁহার সাম্বত-সম্প্রদায়ানুগত্য-লীলা ও স্বতন্ত্র-ভগবত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

'শাস্ত্র' সম্বন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম" নামক-পত্র-রচয়িতা যে স্বকপোল-কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বমতে শ্রীমহাভারতই একমাত্র 'প্রমাণ' বা 'শাস্ত্র' বলিয়া গৃহীত। ইহা কখনই নহে। শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য নামক স্বরচিত গ্রন্থেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমহাভারতকে একমাত্র শাস্ত্ররূপে গণনা না করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-সাম্বত পুরাণ ও পঞ্চরাত্রকেই প্রমাণ বা শাস্ত্র মধ্যে গণনা করিয়াছেন, যথা,—

"ঋগাদয়শ্চ চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্।
মূলরামায়ণং ব্রহ্মসূত্রং মানং স্বতঃস্মৃতম্॥"

(মঃ ভাঃ তা ১।৩০-৩২)

পুনরায় শ্রীগীতাভাষ্যে—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। তথা পুরাণং ভাগবতং বিষ্ণু র্বেদৈস্তারিতঃ। অতঃ

শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যুক্তাবিরোধতঃ" (গীতাভাষ্য ২য় অধ্যায়)

পুনরায় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩),—ভগবজ্জ্ঞানাধর্মাদ্যং ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ ষড়ঙ্গানুকৃমেতদ্ধি শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্য গ্রন্থ-বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ত্বতে॥—ইতি স্কান্দে। সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ ইত্যাদয়ত্ত্ব বেদপক্ষ-রাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্যৈব প্রামাণ্যমুক্তমিতরেষাং ভিন্নতন্ত্রং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্ম্মেষ্বপি।

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রমাণ'রূপে স্বীকার করেন নাই, ইহাই বা 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র লেখক কোথা হইতে অনুমান করিলেন? পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, যথা শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে—ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধভাষ্যগ্রন্থঃ। উক্তঞ্চ গারুড়ে—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্য-রূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধ-সংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংবৃতঃ॥ গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ কৃতিঃ॥

'অতএব শ্রীমধ্বাচার্য্য একমাত্র শ্রীমহাভারতকেই মুখ্য শাস্ত্র বা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন',—এই স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ নিরাকৃত হইল। ব্যাসশিষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য ব্যাসবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদার্থ-পরিবৃংহিত মহাভারতের-অর্থনির্ণায়ক প্রমাণশিরোমণি গ্রন্থ, তাহা স্বীয় বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'মধ্ব ও গৌড়ীয় মতে শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বন্ধে পরস্পর ভেদ'—এই অসৎমত মধ্বসম্প্রদায়বৈষ্ণব-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। শ্রীমধ্বপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধির বিষয় হয়, এমন কি শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যে প্রচুরপরিমাণে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্যকে শ্রীভাগবতবচনদ্বারা 'বেদান্তসূত্র' বা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় নাই।

শ্রীমদ্ভণ্ডিত-কবিকুলতিলক-ত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত 'সুধাবিজয়' মহাকাব্যের নবম সর্গের (৪১-৪৩) শ্লোকপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য 'নন্দনন্দন'কেই স্বীয় ইষ্টরূপে বরণ করিয়া স্বীয় আরাধ্য বালকৃষ্ণ নন্দনন্দন শ্রীমূর্ত্তি উডুপী গ্রামস্থ স্বীয় মঠে স্থাপন করেন,—

গোপিকাপ্রণয়িনঃ প্রিয়ংপচে-
রাকৃতিং দশমতিঃ শিলাময়ীম্।
শিল্পকৌশ্লিচকুরৈর্জলাশয়ে-
শোধয়ন্নিব ততো বাগাহয়ৎ॥

* * *

মন্দহাস-সুভগসুন্দরাননং
নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
সুন্দরং স ইহ সন্তধাপয়-
দ্ধন্বামাকৃতি-শুচি-প্রতিষ্ঠয়া॥

বৃহৎগোপীচন্দন-খণ্ড হইতে যে সুন্দরানন অতীন্দ্রিয়াকৃতি-নন্দনন্দন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে একটি দধি-মন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু, সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তি 'নন্দনন্দন' ব্যতীত অপর কেহই নহেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সাত অধ্যায়-রচনা সেই দিনেই সমাপ্ত করেন। বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার দ্বাদশস্তোত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে রচনা আরম্ভ হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন,—

দেবকি-নন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাঙ্গন! গোকুলচন্দ্র!
কন্দফলাশন! সুন্দরবপুষ! নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ॥

অর্থাৎ হে যশোদানন্দন (যশোদাঽপি দেবকীত্যুচ্যতে। যে নারী নন্দভার্য্যারূপা যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদি-পুরাণ-বচনাৎ—"দেবকী" শব্দে যশোদাকেও বুঝায়। আদিপুরাণ-বচন হইতে জানা যায় যে, নন্দ-পত্নীর 'যশোদা' ও 'দেবকী'—এই দুইটী নাম; অতএব 'দেবকীনন্দন' শব্দে এই স্থানে 'যশোদানন্দন'), হে নন্দসুত! (অথবা যাঁহার আনন্দ-দ্বারা 'নন্দঃ' অর্থাৎ মন্মথ কুৎসিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মন্মথমন্মথ) হে বৃন্দারণ্যে বিচরণশীল! হে কন্দফলভোজিন্! (অর্থাৎ বনবিহারী, ফলমূলাশিপ্রভৃতি যাঁহার সম্পত্তি) হে গোকুল-চন্দ্রমা! হে সুন্দরমূর্ত্তে! হে নন্দিত-গোকুলবন্দিতপাদ! (অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা ব্রজবাসিগণ নন্দিত অর্থাৎ তুষ্টিকৃত

হইয়াছে এবং ব্রহ্মবাদিগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার পদযুগল সেবিত হইয়াছে সেই ব্রহ্মের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের উপাস্য—'নন্দনন্দন'। আর যদি 'দ্বারকাপতি'ই শ্রীমধ্বের 'ইষ্ট' হন, তাহা হইলেই বা আপত্তির কথা কি? কারণ 'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীদ্বারকাপতি-শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসোৎকর্ষ ও লীলাগত-তারতম্য মাত্র বর্ত্তমান। শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমধ্বপাদ বিচার করিয়াছেন যে, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞান মহা অপরাধের হেতু। পরমেশ্বর-বিষ্ণু সর্ব্বত্রই একরূপ; ঐশ্বর্য্যাদ্যে তাঁহার একরূপই সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় বহুধা প্রতিভাত, যথা—"একরূপঃ পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্যনেকত্ব সূর্য্যাদ্ বহুত্বেনেব ইতি মাৎস্যে। প্রতিদৃশ্যনিষ্ঠ নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি; বিষ্ণুভেদমোহ ইতি চ ভাগবতে॥ (সূত্রভাষ্য ৩।২।১১)।

"গৌরাঙ্গবিজয়ম্" শীর্ষক পত্রের লেখক 'শ্রীমধ্ব, ও 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে তাত্ত্বভেদ-বর্ত্তমানতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমধ্বমত হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সজ্জন-সমাজে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইবে। কারণ, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দভাষ্যকারই তাঁহার টীকা-মধ্যে স্বগুরুপরম্পরা-বর্ণনপ্রসঙ্গে—"শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণসঙ্কর্ষণান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি মাধবান্॥" —প্রভৃতি বাক্যে নিজকে ব্রহ্মমধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং গোবিন্দভাষ্যের সংক্ষিপ্ত-সার-স্বরূপ 'প্রমেয়রত্নাবলী'গ্রন্থে—'আনন্দতীর্থনামা যঃ পূর্ণমধ্যাখ্য যতির্ভুবাৎ। সংসারার্ণব-তরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"—প্রভৃতি বাক্যেও শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকে পূর্ব্বাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া স্বীয় গুরুপরম্পরাবর্ণন এবং প্রমেয়সমূহের উদ্দেশ-শ্লোকে 'ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মধ্বোপদিষ্ট নব প্রমেয়ের সত্যতা স্বীকারপূর্ব্বক তদাশ্রিত জনে উহাই বৈদান্তিক পরম সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন',—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্য আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, উক্ত ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যমধ্যে সর্ব্বত্র মধ্বানুগতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে পূর্ব্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তে যে সকল বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহারই পরিপূরণ ব্যতীত তিনি অন্য স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করেন নাই। গোবিন্দভাষ্যকে যদি অন্যসম্প্রদায়ের 'ভাষ্য' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মুখে 'আমরা গোবিন্দ-ভাষ্যের অনুগত সম্প্রদায়' বলিলে ঐরূপ কার্য্যকে বিপ্রলিপ্সারই প্রকারভেদ বলিতে হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা 'লোক-দেখান' মুখে অনেক কথা স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে তদ্বিপরীত পথেরই অনুসরণ করেন। এই জন্যই তাঁহাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞগণ 'আহুকরণিক বা-'চক্ষ' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

কু-গ্রাহ্য-ধ্বান্ত-ভাস্করের প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী প্রভার চতুর্দ্দিগ্-বিস্তারিণীচ্ছটায় অশ্রৌতপন্থিগণের স্ব-কল্পোল-কল্পিত মতবাদরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইল, তথাপি যাহারা স্বভাবতঃ দিবান্ধ উলূকের ধর্ম্মে অবস্থিত, তাহারা সুসিদ্ধান্তার্কের নির্ম্মলজ্যোতিঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কুমত-বাদরূপ অন্ধকারকেই বহুমানন করিলে তাহাদের দুর্ভাগ্য-দর্শনে সজ্জন-সমাজ দুঃখিত হন এবং তাহাদের মঙ্গলার্থ বলিয়া থাকেন—হে সাধুগণ! যে যুগে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভাগবতার্কমরীচিমালায় জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই কালে অন্ধকারে থাকিয়া আত্মবঞ্চিত হইও না। শ্রৌতপন্থা গ্রহণ কর, গুরুপরাধ করিও না। শ্রীজীব-গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী, বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিজ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে গমন করিয়া অতিবাড়ী বা গুরুলঙ্ঘনকারী অশ্রৌতপন্থী হইও না, ইহাই তোমাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা।

—•—

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ,

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর পোঃ, মেদিনীপুর।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ—

আগামী ২৭। বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল, ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৭ সাল, শুক্রবার ও তৎপরদিবস প্রশংসিত মঠে গোলোকধাম-প্রাপ্ত **শ্রীভাগবতজনানন্দ-প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব** হইবে। এই বিরহ-মহোৎ-

নব উপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। অতএব, মহাশয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

তাং ২২ শে চৈত্র, সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীভক্তিবৈভব সাগর (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার

সন ১৩৩২ সালের আয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

	চাউল	টাকা
শ্রীরঘুনাথ সাঁতরা	৭/০	১০৲
শ্রীবিদ্যাধর সাঁতরা	৪/০	৫৲
শ্রীহরপ্রসাদ মণ্ডল	॥০	॥০
শ্রীতারাচাঁদ মণ্ডল	২/০	২॥০
শ্রীকুরচন্দ্র মণ্ডল	১/০	১।০
শ্রীবৃন্দাবন সাসমল	৪/০	৫৲
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সাসমল	৪/০	৫৲
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ আচার্য্য	১/০	১৲
শ্রীসুদর্শন বারিক	॥০	॥০
শ্রীকপিলচন্দ্র হাটতি	১/০	১৲
শ্রীরাধামোহন গায়ন	১।০	১৲
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গায়ন	১/০	॥০
শ্রীসুলোচনা দাসী	॥০	১৲
শ্রীবিশ্বনাথ গিরি	১॥০	॥০
শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল	২/০	১৲
শ্রীব্রজমোহন দত্ত	১/০	১॥০
শ্রীষড়ানন গিরি	২/০	৩৲
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল	॥০	॥০
শ্রীনিশ্বনাথ পড়িয়া	১॥০	১॥০
শ্রীমেঘ ভাইলির	১/০	২৲
শ্রীমরলা দাসী	৸০	১৲
শ্রীনারায়ণমোহন শালমল	॥০	১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গায়ন	॥০	॥০
শ্রীপদ্মলোচন বারিক	২/০	২॥০
শ্রীহরচন্দ্র বারিক	১/০	১৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন বারিক	১/০	১৲
শ্রীগদাধর বেরা	১/০	১৲
শ্রীচন্দ্রমোহন বারিক	১/০	১৲
শ্রীকান্ত বারিক	১/০	১৲
শ্রীরামপ্রসাদ শালমল	২/	৩৲
শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ জানা	১/০	১৲
শ্রীনরেন্দ্র মজুমদার		২৲
শ্রীনরাকান্ত পঞ্চাধ্যায়ী		১৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনাপতি		১৲
শ্রীমহেশ্বর প্রধান		১৲
শ্রীশিবদাস বাবাজী		২৲
শ্রীউপেন্দ্রদাস বাবাজী		১৲
শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রধান	১/০	১৲
শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী	॥০	॥০

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩২শ সংখ্যার পর)

নবদ্বীপধামের কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের উপাধিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার মধ্যে শুধু রাগ, রাগিণী, সুর, তাল, লয় ও মানদারা গান মিষ্ট করিবারই পারিপাটী দেখিলাম, কিন্তু হৃদয়রঞ্জনে কোন ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তবে সত্য সত্যই কি ব্যবসায়ীর মুখে প্রাণ-জাগান ভাব আসে না? শ্রীহরিনাম যে মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব-বিনির্ম্মুক্ত পরম সম্পদ, উহা ত' কপট ভোক্তা বা কপট দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। বিশেষতঃ লীলারস সাধারণের কীর্ত্তনীয় নহে।

"নিয়তস্তর্যৈরুপশীয়মানাৎ"—সংসার-পিপাসায় যিনি নিয়ত অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে ও প্রতিষ্ঠায় যাঁহার আসক্তি নাই, তিনিই লীলারসগানের ও শ্রবণের অধিকারী। অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কালকূট পান করিতে যাওয়া শুধু মৃত্যুর চেষ্টা মাত্র, তদ্রূপ আমাদের মত শত শত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত, অতল রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করাও আত্মবিনাশের হেতু মাত্র। (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্" ঃ

অর্থাৎ কালকূট পান করিতে একমাত্র মহাদেবই সমর্থ, অন্যের পক্ষে তাহা প্রাণনাশক। কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যে সমস্ত লোক তাঁহার গুণের স্তাবক কিংবা অর্থের যোগাড় করিয়া দিতে সমর্থ বা যাহারা কীর্ত্তন দিবার উপযুক্ত, সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের অতি আগ্রহের সহিত সমাদর পূর্ব্বক গানের সম্মুখে বসাইবার চেষ্টা। এত স্বার্থবুদ্ধি লইয়াও কি নিঃস্বার্থ কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ চলে? ধন্য কাল-মাহাত্ম্য!

আজ আচার্য্যক্রব ও গোস্বামিক্রবগণ পেটের দায়ে ভূতকপাঠক ও রসকীর্ত্তনীয়া হইয়া পরমার্থ-পথে ব্যবসায়ী সাজিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মজগতে আর কি অধঃপতন হইতে পারে? ইহা কি গোস্বামিত্ব বা আচার্য্যত্ব? কোন-ও গোস্বামী আচার্য্যের কি কখনও এরূপ আচরণ ছিল?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শেষ হইবার দিন প্রাতে পারায়ণের সময় ধারক মহাশয় দশম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ের লিখিত ব্রহ্ম ও শিব হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক ভৃগুর উপাখ্যানটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই উপাখ্যানটীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ধারক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম—প্রভো! এখন দেখিলাম, জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে নির্ম্মৎসর, নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার ও অভিমান-শূন্য হইয়া ক্ষমাগুণের আশ্রয় লওয়াই দরকার। কিরূপে যে ক্ষমার অনুশীলন করিতে হয়, তাহা ভগবান্ ভৃগুকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এইগুণ না থাকিলে কি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়? সুতরাং গুণ দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়; জন্ম, আভিজাত্যাদি-দ্বারা কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এরূপভাবে বুঝা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার একমাত্র অধিকারী—ভগবৎ সম্পর্কিত নির্ম্মৎসর ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই। স্বার্থপর, বস্তুপরতন্ত্র জড়াভিমানি-ব্যক্তিগণ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। জড়াভিমান যে ভক্তিপথের কণ্টক; সেই জন্যই বোধ হয় শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ ও বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কি ভাবে জড়াভিমান ত্যাগ করিতে হয় এবং ক্রোধকে জয় করা যায়, তাহা লোকশিক্ষার্থে স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। জড়াভিমান বা প্রাকৃত কামের অনুস্থিতে ক্রোধের উদয়ে ভজন হয় না:—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী অনাবাধ্য পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়—অভিমান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, যথা:—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

এই সকল কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় পাঠক শ্রীযুক্ত ০ ০ গোস্বামী মহাশয় ব্যাসাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, এমন কি স্বতন্ত্র একখানা আসন দিবার অপেক্ষাও রাখিলেন না; সে জন্য গৃহকর্ত্তা বিশেষ দুঃখ প্রকাশও করিলেন। যাহা হউক, গোস্বামী প্রভু উদ্ধত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—'বলুন দেখি, আপনার স্বরূপ কি?' আমি গোস্বামী প্রভুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না

পারিয়া প্রথমতঃ অবাক হইয়া রহিলাম, পরে নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারে সংসাহসের অভাব—'কাপুরুষের লক্ষণ' মনে করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নোত্তরে আমি বলিয়াছি—'দেখো, আমি একজন স্বরূপভ্রান্ত জীব, কি জানি কোন্ পূর্ব্ব সুকৃতিফলে 'শ্রীগৌড়ীয়' পাঠ করিয়া এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" অর্থাৎ জীব মাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস। অতএব জীব হিসাবে আমিও একজন 'কৃষ্ণদাস'। দাসের কর্ত্তব্য—জীবনে মরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করা।

তদুত্তরে গোস্বামিপ্রভু আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—'গোস্বামিগণকে আপনি কি মনে করেন?' উত্তরে বলিয়াছি—'গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, মন্ত্রগুরু, জীবের গুরু, আচার্য্য, উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক ও ভক্তিরাজ্যের মন্ত্রিজন। তাঁহাদের আজ্ঞা মানিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে চলাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য; তাঁহারাই আমাদের মত স্বরূপভ্রান্ত জীবের পথপ্রদর্শক এবং ভজনপথে কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া দিতে সমর্থ। জীবের প্রবল সেবোন্মুখ হইলে নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণ দয়া করিয়া জীবের নিত্যোপকারার্থ দীনচেতা ব্যক্তিগণের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন।' তৎপর গোস্বামিপ্রভুর তৃতীয় প্রশ্ন—'এই সমস্ত পাঠক গোস্বামিগণ যে অভিমানী, তাহা আপনি কেমনে জানিলেন? আমাদের মত পাঠক গোস্বামী ও গোস্বামি-সন্তানগণের অভিমান থাকিলে তাহারা আপনাদের মত এই সমস্ত নিকৃষ্ট পতিত জাতির বাটীতে পাঠ করিতে আসিত না। আমরা না আসিলে এ সমস্ত ভাগবতীয় তত্ত্ব ও উপদেশ কোথায় পাইতেন? আপনাদের মত পতিত জাতির বাটীতে দয়াপূর্ব্বক অভিমান শূন্য হইয়া পাঠ করি বলিয়াই সমাজে আমাদিগকে কতপ্রকার যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহার খবর রাখেন কি? উত্তরে আমি বলিলাম—'গোস্বামিগণকে উল্লেখপূর্ব্বক আমি কোন কথা ত' বলি নাই, যাহাতে আপনি আমাকে গোস্বামি-বিদ্বেষী মনে করিতে পারেন। আমি এই মাত্র বলিয়াছি—গোস্বামি-বিদ্বেষী, আচার্য্য-বিদ্বেষী, গুরু-বিদ্বেষী বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ পাষণ্ড; কিন্তু গোস্বামিক্রব, আচার্য্যক্রব, গুরুক্রব বা বৈষ্ণবক্রব অবৈধ ধর্ম্মিক-সম্প্রদায় আত্মরক্ষিত ও পরবঞ্চক। যাহা হউক আপনার এই ক্রোধ দ্বারা আমাদের একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। আপনারা আমাদের এই জাতিকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাহা আজ বেশ উত্তমরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রোধ হইলে মনের গুপ্ত কপাট খুলিয়া যায়। মনের যত গুপ্ত রহস্য থাকে, তাহা অতর্কিতভাবে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে জাতিকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও যাহাদের বিরুদ্ধে এত ঘৃণা পোষণ করেন, সেই জাতির বাটীতে পাঠ করিতে আসা কি আপনার সঙ্গত হইয়াছে? আপনারা কুলীন, গোস্বামী, আর আমরা নিকৃষ্ট পতিত জাতি, এ জাতির সংসর্গে আসা আপনাদের মত মহাত্মাদের নিতান্ত গর্হিত। আমরা বৈদ্যজাতি, আমাদের স্বধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য, গো-পালন ও কুসীদ-গ্রহণ ইত্যাদি বৈশ্যোচিত আচার-ব্যবহার, ইহা হইতে আমরা ত' কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রষ্ট হই নাই। আপনারা ত' ব্রাহ্মণ, আপনাদের স্বধর্ম্ম যখন সমস্তই ঠিক রহিয়াছে, তখন আপনারাও' আর পতিত নহেন; শাস্ত্রে বলেন,—

আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহ-ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

পতিতের সহিত উপবেশন, শয়ন, গমন, সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় সংসর্গতে পাপ সংক্রান্ত হয়। তখন বিচার্য্য, আমাদের উভয়ের মধ্যে পতিত কে? কাহার সংসর্গে কে পতিত হইয়াছে? শাস্ত্রে আরও বলেন,—

কৃতকার্য্যাপকো যশ্চ কৃতকার্য্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥
(মনু ৩.১৫৬)

অপি চাচারতন্ত্রেষামব্রাহ্মণাঃ প্রতীয়ন্তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্য-ভক্ষণম্। (আগম)

তাহা হইলে পতিত কাহারা? আর যদি আমরা পতিতই হই, তাহা হইলে আপনারা আমাদিগকে পতিত রাখিয়া কি প্রকারে "পতিত পাবন" গুরুদেব নিত্যানন্দ-সন্তান সাজিতে চান? পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু কি উদ্ধারণ ঠাকুরকে পতিত রাখিয়া 'পতিতপাবন' বলিয়া লোকের কাছে ঢাক পিটাইয়াছিলেন? ফাঁকা আওয়াজে লোক ভুলিবে না। এখন আর শাস্ত্রের ভয় দেখাইয়া 'বোকা' বানাইলে চলিবে না, বা মূর্খলোকের মুখ চাপিয়া রাখা যাইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকুমার গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবাদকস্য বিজ্ঞান যথার্থগ্রহণং তথা।
বিপক্ষঃ কৃচ্ছসহনং গুরুতঃ সৈবসাধনম্॥

গৌড়ীয়

সাপত্নিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবন্ধনং।
চতুষ্টয়ং পরিত্যাগো বৈষ্ণবাৎ কল্প কথাতে॥

আর্ষিষ্টি-রহিত সমস্ত-সহিত
বিশুদ্ধমুক্ত সকলি মধুর।

বাহ্য অনুকূল বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা বৈশাখ ১০০৪, ১৬ই এপ্রিল ১৯২৭	৩৪শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণসেবকের, মাতা, কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরাহ দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।২০১-২)

তুমি মোর জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।৩৯৪)

সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।৩৯৬)

তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে দেখিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও 'বিষ্ণুধর্ম্ম'।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৪২—৪৩)

তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
নিতাড়ুয়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনত' আপনে॥
কুশ, গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহারে দেন করে।
বারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায়' 'হায়' করে।
'কি কর' 'কি কর' তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন ধর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
সকল ব্রহ্মণ্য কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
এতেক কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে॥

তাহা পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন কংসের মরণে॥
কৃষ্ণের জন্মের সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের বহয়ে অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেড়িতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকানিবাসে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৪৪-৫৩)

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল শ্রীনিবাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
লাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৪৬-৪৮)

প্রভু কহে,—তুমি সব কৃষ্ণের সহিত।
তোমরা যে বল সেই হইবে নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৭৭-৭৮)

ভক্ত-দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি সকল কৃষ্ণের অবতারে॥
তোমা সবা হৈতে হইবে জগৎ উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সবার চরণ ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৮০, ৮২, ৮৬)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ। কাল—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটবাসর ; মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৪০ গৌরাব্দ]

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামাত্র প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চনের শিক্ষার কথা বলেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনাম-ভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম সমাগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন—একথাও তিনি ব'লে দিলেন। সমাগ্‌রূপে যখন কোনও বস্তুর কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা'ন হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য—এই পঞ্চধা বস্তুটী—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ-শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণের' মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয়। অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ' কিংবা 'নাম' হইতে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হইতে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হইতে 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভিন্ন বস্তু নহেন)।

যদি কেহ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা' হলে তাঁ'র জানা উচিত, এ চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্ত্তে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় যেরূপ, তা' ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—ভোক্তা ; তিনি ভোগ্য বস্তু ন'ন। ভোগ্য বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে, যে জিনিষ এই চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হইলেও রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য সকলই—শ্রীনাম।

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সমস্তলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে রাধিকার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই—'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথা কীর্ত্তন, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনের নাম—'সংকীর্ত্তন।' সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, সে সব এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটীকে শ্রেষ্ঠসাধনরূপে উক্ত হয়েছে,—

> সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
> মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
> সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
> কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪-১২৬)

এই শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২২)

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নাম-ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অভিন্নধামবাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় 'প্রেমধন'॥"

শাস্ত্রসম্মত সমস্ত প্রকার ভক্তাঙ্গ বা চৌষট্টি প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারাই সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয়-বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ—সিদ্ধান্ত-প্রচার—লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই' একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্তাঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার পূর্ব্বে শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকল প্রকার সাধন-প্রণালী—ইহা যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে—'যদ্যপ্যেতা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসাযোগেনৈব কর্ত্তব্যা'।

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা বলেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন' বাদ দিয়া 'মথুরা-বাস,' 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা' দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে কোন একটীতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতি স্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নামসংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, শ্রীঅর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্র-উচ্চারণকারী তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারি-সঙ্ঘের বিচার শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চনের পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের কোন স্থান নাই, অবতরণ মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে। মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টারই সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে যে কেহ কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তা'দেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়চালনা ও নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তাহা অক্ষজ-জ্ঞানপ্রমত্ত দ্রষ্টার বিবর্ত্ত

মাত্র। যারা যারা দ্বারা হরি-সেবা হয়, তাহা সকলপ্রকারেই নষ্ট আছে। মঠবাসিগণের সেবা কখনোই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁ'দের 'হরিজন' ব'লে উপলব্ধি নাই, তাঁ'দের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁ'রা গৃহব্রত, তাঁ'রাও যদি নিজ হরি-ভজন-দ্বারা গৃহপ্রতীতি হইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অন্বিতায় বাস কর্ত্তে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপকরণরূপে না জেনে কৃষ্ণসেবোপকরণ জান্‌তে পারেন, তবে তাঁ'দেরও মঙ্গল হ'বে। আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে নাম-পরায়ণ হ'তে পারব না। আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়ে ছিলেন। প্রাপঞ্চিক লোক গৌরসুন্দরকে অনাত্ম ভোগের বস্তুর অন্তর্তমরূপে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছে। তা'রা মনে কচ্ছে নিত্যানন্দের কথাগুলিও বুঝি তা'দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর ন্যায়। 'আমদানী রপ্তানী'—আদান প্রদান যদি ভগবান্ ও ভগ-বদ্দাসগণের সহিত কর্‌তে পারি, তা হ'লেই বণিক্-সমাজের আদান-প্রদান-কার্য্য বা 'কর্ম্মবাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পারব। আমরা বাহ্য জগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা দর্শনে ব্যস্ত—আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত। বাহ্য রূপ দর্শনার্থিতে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহা—'মায়া'।

কৃষ্ণ সেবাতে যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা সৌত্তলিক, নাস্তিক হ'য়ে পেলাম।

আমরা যা' চাচ্ছি, যিনি তা' সরবরাহ কর্‌তে পারেন, তা'কেই আমরা সম্মাননা করি। সংসারের জীব আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যক নাই—পান করার কোন আবশ্যক নাই যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্য জন্ম লাভে যে যোগ্যতা হয়েছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটিও' হারাণ হ'লাই, তা' ছাড়া চতুরঙ্গাশ্রমের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়্‌তে হলো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্‌বার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—'সংকীর্ত্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে 'কুযোগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জান্‌তে হ'বে।

কর্ম্মফলবাদীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। বর্ত্তমানে আমদানী হ'তে যেদিন তা'কে মাটির ভেতর পুঁতে ফেল্‌বে, মুখে আগুন দেবে, সেদিন উহা রপ্তানী হ'বে। কর্ম্মফলবাদী আমদানীতে নানা বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, রপ্তানীতে তা'র সব শেষ হ'য়ে যায়। সংসারের 'আমদানী রপ্তানী' বা 'কর্ম্মফলবাদ' দুদিনের। স্বর্গসুখাদি লাভই বল, তাপত্রিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিই বল, এসব আমদানী আমরা চিরকাল রেখে দিতে পারি না। ফুটো হাড়িতে কর্ম্মফলবাদি-সম্প্রদায় আমদানী কর্‌ছে, তা'দের সন্তানাদি হচ্ছে, পুত্রাদিকে রপ্তানী হ'তে চিকিৎসক সম্প্রদায় রক্ষা কর্‌তে পাচ্ছেনা। ঈশ্বরের জিনিষ ঈশ্বর নিয়ে নেন।

যা'রা হরিভজন করে না, তা'দের এসকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, কুৎসিত হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক তা'দের জন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহুলোকে একত্র হইয়া যে কীর্ত্তন তা'রই নাম—'সংকীর্ত্তন'। আমার ন্যায় কতকগুলা বাজে লোকে মিলে যদি 'হো হা' কর্ত্তে থাকি, যদি চীৎকার ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তা হলে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যাঁ'রা শ্রৌতপন্থার আশ্রয় করেছেন, তা'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি-সংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয় তাহা 'হরিসংকীর্ত্তন' নহে—উহা মায়ার সংকীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—'হরির সেবা কর, অন্য কিছু কোরো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কোরো না, মনে রেখো, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই—সেবা। তোমার নিজ বহির্মুখ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাতে হয়, সেটী 'সেবা' নহে। সেটীকে 'সেবা' মনে করলে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তন-কারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্ বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু নহেন। অমুক কামারে গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগছে, এর নাম—'আমার কৃষ্ণঠাকুর' ইহা কৃষ্ণ নহে। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখতে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া—আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখাকে বলছে এই—কৃষ্ণ ঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে কখনও প্রকৃত কৃষ্ণ দর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করে থাকে। যাদের হৃদয় নিজ প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তা'দের অনুগত হ'য়ে কীর্ত্তন করলে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হয়ে যাবে। মালাতিলক ফোটা লাগিয়ে ব'লে আছে, 'হা হো' কচ্ছে,—পিত্তবৃদ্ধি কচ্ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন কর্ত্তে জানে না—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

আর একপ্রকার সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তাঁরা বলে থাকেন,—

"বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"

কেহ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচক, পূরকাদি করে প্রাণকে আয়াম বা বিস্তার করবার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁ'রা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবন লাভ আমার ভাগ্যে হয়ে উঠে না। জগৎ হতে তফাৎ হতে ইচ্ছা করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্ত-পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হ'বে মনে করি, কিন্তু ঐপ্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়ঃ আনতে পারে না ব'লে ঐ সকল 'অভিধের' শব্দবাচ্য হ'তে পারে না। তাই—যা'রা অবরুদ্ধ হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যি কথা বলেছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' হওয়া জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করলেই জীবের মঙ্গল হবে। মঙ্গলের 'ছায়ার' জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। কৃষকমাত্রে আমাদের দরকার ধানের মঙ্গল করা, শ্যামা গাছকে উপড়ে ফেলে দিতে হ'বে। শ্যামা গাছকে ফেলতে গিয়ে ধানকে যেন উপড়ে না ফেলি। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী-জ্ঞানী—স্বার্থপর। কৃষ্ণকর্ম্মীত' অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য কার্য্যের পুরস্কারও এক প্রকার দণ্ডই—ইহা মূর্খতার দণ্ড মাত্র। অত্যন্ত ধনবান হওয়া, অধিক অর্থ লাভ হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া এক একটা দণ্ডেরই প্রকার ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ড ভাবী কালে হয় ব'লে তখন তখন বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি'—দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুখনিধি, তাহে তুমি নিরবধি,
আর যত কারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলা-শিক্ষা

[৭]

গুপ্তবালা-লীলা

গৌরগোপাল শ্রীমায়াপুর পুরন্দর ভবনে নানাবিধ বাল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন শয্যা হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, ঘোল, দুগ্ধ, প্রভৃতি গৃহসম্ভার চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া ছড়াইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জননীর আগমন বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ শয্যায় আরোহণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। শচী দেবী গৃহ-প্রকোষ্ঠ-মধ্যে পদার্পণ করিবা মাত্রই বালক-রূপী গৌর ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শচীমাতা পুত্র হইতেই বালকের ক্রন্দননিবৃত্তির একমাত্র সঙ্কেতটী জানিতেন, তাই তিনি রোরুদ্যমান পুত্রের সান্ত্বনার নিমিত্ত 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরি-ধ্বনি-শ্রবণে শচীদুলালের ক্রন্দন-নিবৃত্তি হইল। শচী দেবী দেখিলেন,—গৃহমধ্যে যত্নে সংরক্ষিত সম্ভারসমূহ ভূতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পতিত হইয়া রহিয়াছে। বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ শচী দেবী স্বীয় নন্দনকে চারিমাসের সামান্য শিশু জানিয়া, তাহাতে আবার শয্যাশায়ী দেখিয়া গৃহ-সামগ্রী সমূহ কে-ই বা এইরূপভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিল বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। একে একে সব পরিজনও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্রও গৃহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কেহই গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের চিহ্ন-মাত্রও দেখিতে পাইলেন না। মোগমায়াধ মোহিত হইয়া সকলে অনেক কল্পনা জল্পনার পর স্থির করিলেন,—নিশ্চয়ই গৃহমধ্যে দানব আসিয়াছিল। শিশুর শরীরে রক্ষাকবচ থাকায় দানব শিশুর কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ গৃহের সমস্ত সামগ্রী ফেলিয়া ছড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। পুরন্দর মিশ্রের চিত্তেও যেন ধাঁধা লাগিল, তিনি ঐরূপ কার্য্য দৈবকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া নীরবে রহিলেন। শচী জগন্নাথ স্ব-স্ব পরাণ-পুতলির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন।

প্রেমের স্বভাবই এই যে, তাহা প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিষয়কে কখনও বা সরল-কণ্টকশূন্য বিশ্রম্ভময়, কখনও বা লালা পুত্র-বৎসল-পিতা, কখনও বা নিষ্কাম-ভাবে সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় আত্মবৎ কান্তরূপে আশ্রয়ালম্বনের শুদ্ধ সেবার বিষয় করাইয়া থাকে। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন' প্রেমিক সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরব্রহ্মকে স্বীয় ক্ষুদ্র কুটীরের অলিন্দে ক্রীড়মান বালক-শিশুরূপে দর্শন করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেমিক সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরকে নিজ পুত্র, সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, ব্রহ্মাদ্যাদিরও পালককে স্বীয় 'লালা' ও 'পালা' বলিয়া জানেন, ইহাই শুদ্ধ প্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাব।

তাই আজ বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন-শিরোমণি শচী-জগন্নাথ পরব্রহ্মকে 'চারি মাসের বালক', গৃহস্থিত দ্রব্যাদি নিক্ষেপে পর্য্যন্ত অন্যান্য অসমর্থ, দানবের আক্রমণযোগ্য, রক্ষাকবচ-দ্বারা রক্ষিতব্য, আত্মরক্ষায় অক্ষমর্থ শিশুমাত্র জ্ঞান করিতেছেন। গৌর-শশধরও শচীপুরন্দরের শুদ্ধ-বাৎসল্য-রস-সিন্ধু-বিবর্দ্ধনার্থ এইরূপ নানা ক্রীড়া করিতেছেন।

[৮]

নামকরণ

শচী-পুরন্দরের বাৎসল্য-রস-বারিধির উদীয়মান শশধরের ক্রমে নামকরণকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ্বর তত্ত্বশাস্ত্রবিদ্‌তম শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও বাৎসল্যরসপ্লুতা পতিব্রতাগণ নামকরণের নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নামকরণ কার্য্যটী দশবিধ সংস্কার বা শুদ্ধিকার্য্যের অন্যতম। দশবিধ সংস্কার যথা—১। বিবাহ, ২। গর্ভাধান, ৩। পুংসবন, ৪। সীমন্তোন্নয়ন, ৫। জাতকর্ম্ম, ৬। নামকরণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। চূড়াকরণ, ৯। উপনয়ন, ১০। সমাবর্ত্তন। হারীত-সংহিতা বলেন যে, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও সমাবর্ত্তন—এই আটটী সংস্কার দ্বারা মনুষ্য গর্ভোপঘাত হইতে শুদ্ধ হয়। "এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈরগর্ভোপঘাতাৎ পূতো ভবতীতি। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলেন,—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্" অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন এবং প্রসবে জাতকর্ম্ম ও তৎপরে নির্দ্দিষ্ট দিনে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, 'অন্নপ্রাশন' 'চূড়াকরণ'-সংস্কার দ্বারা বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপ প্রশমিত হয়।

কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিচারানুসারে জাতকর্ম্ম, নামকরণাদি-কার্য্যদ্বারা বীজগর্ভসম্ভূত পাপের প্রশমন হয়, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ত' অপ্রাকৃত বস্তু—স্বয়ং ভগবান্। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় তিনি প্রাকৃত মাতৃকুক্ষিতে পাপবিজড়িত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ভগবানের জন্মাদি ব্যাপার নাই, সচ্চিদানন্দতনু ভগবান্ শুদ্ধ-সত্ত্বে আবির্ভূত হন। সুতরাং বীজগর্ভসম্ভূত 'এনঃ' বা 'পাপ' বিষ্ণুতত্ত্বে কখনও কল্পনা দ্বারা আরোপ করিলেও মহা অপরাধে পতিত হইতে হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, চিদ্ধাম ও চিদ্-বৈচিত্র্যের হেয়, বিকৃত, অনুপাদেয়, অপূর্ণ, পরিচ্ছিন্ন, লীলা এবং খণ্ডগতিফলনই অচিজ্জগৎ ও অচিদ্বৈচিত্র্য। কর্ম্মবলে ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিসম্প্রদায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ বিষ্ণুবস্তুকে কর্ম্মবাধ্য, কেহ বা অবতারবাদকে গুণময় ব্যাপার এবং চিদ্বৈচিত্র্য বা অপ্রাকৃত বিলাসকে অচিদ্বৈচিত্র্যের অন্তর্গত জ্ঞানে 'পরব্রহ্মতত্ত্ব' হইতে বিচ্যুত হন। যাঁহারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বে এইরূপ অশ্রৌত বিচার আরোপ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনও বিষ্ণুতত্ত্বে অভিজ্ঞান-লাভ অর্থাৎ মুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীগীতায় ভগবদ্বাণী রহিয়াছে—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"
(গীতা-৪।৯)

কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-স্পৃহা রূপা আবর্জ্জনা চিত্তদর্পণে সংলগ্ন থাকিলে কখনও তাহাতে বসুদেব-তত্ত্ব প্রতিফলিত হন না। বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বসুদেবই বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ অধোক্ষজ-বাসুদেব উদিত হন। বিশুদ্ধ চিত্তই বাসুদেবের 'অতির্ত্য জন্ম-কর্ম্মের' তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রকটলীলায় যে বাৎসল্যরসগুণনিধি, শ্রীভগবানের আশ্রয়ালম্বনগণ ভগবানের জাতকর্ম্ম-নামকরণাদি-লীলায় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের কর্ম্মচেষ্টার প্রকার ভেদ নহে। এইরূপ লীলাদ্বারা একদিকে যেমন বৎসলরসের আশ্রয়গণের রসসিন্ধু বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অন্যদিকে তাহাদ্বারা জীবগণের প্রতিও করুণা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে জ্যোতির্ব্বিদ্প্রবর গর্গের প্রতি গোপরাজ শ্রীনন্দের বাক্য হইতে জানিতে পারি যে, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ পুরোহিত বা জ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ম্মরাজ্যের দ্বারে প্রবেশোন্মুখ কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পুত্রসন্তানের নামকরণাদিসংস্কার করিবার যোগ্য বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাধক জ্যোতিঃশাস্ত্রের রচয়িতা গর্গাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ণাত বা কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণ্যমান জীব বিশেষ নহেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহাভাগবতোত্তম—

"জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্যত্ জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্।
প্রণীয়তে ভবদ্ভির্যস্ততঃ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি॥
(ভাঃ ১০।৮।৫—৬)

অর্থাৎ নন্দমহারাজ, মহামুনি গর্গকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ প্রহ্লাদের ন্যায় যে জ্যোতিঃশাস্ত্র—যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়, তাহা আপনি অবগত আছেন।

আপনি মহাভাগবতোত্তম, অতএব বালকদ্বয়ের সংস্কার-সমূহ সম্পাদনের যোগ্য পুরুষ।

শ্রীগর্গাচার্য্য অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানভূমিকায় বিচরণশীল। সুতরাং তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তে যা বসুদেবে অধোক্ষজ বাসুদেব নিত্যকাল অবতীর্ণ। তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ভগবানের সংস্কার বা 'নামকরণ' করিতে সমর্থ।

ভগবন্নাম প্রাকৃত নামের ন্যায় আভিধানিক সংজ্ঞা মাত্র নহে, ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। নামীই—নাম, নাম-ই—রূপ, রূপ-ই—গুণ, গুণ-ই—লীলা অর্থাৎ ভগবন্নামেই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য সমস্ত বিরাজিত। ভগবন্নাম—কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত। ভগবন্নাম—চিন্তামণি।

জড়জগতের "নাম" ও 'নামী' ভিন্নবস্তু, 'নাম' ও 'রূপ' ভিন্ন বস্তু, 'রূপ' ও 'গুণ' ভিন্ন বস্তু, 'গুণ' ও লীলা ভিন্নবস্তু, পরস্পর ভেদ। প্রাকৃত বালকের নাম অনিত্য, প্রাকৃত বালকের নামকরণকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত —বীজগর্ভসম্ভূত পাপরাশি ক্ষালনের জন্য কল্পিত। প্রাকৃত বালকের নামকরণ-কালে যে নাম রাখা হয়, পূর্ব্বে

বালকের সেই নামের অস্তিত্ব ছিল না পরবর্ত্তিকালেও সেই নামের অস্তিত্ব বা সার্থকতা থাকে না, বর্ত্তমান কালেও নাম ও নামীতে যাবদ্যানবর্ত্তমান। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডনিরত কুলকুলবাধা পুরোহিত-ই সেই নামকরণসংস্কারের স্রষ্টা পুরুষ। কিন্তু ভগবান্ সেরূপ জাতীয় নহে। ভগবান্ —নিত্য। ভগবান্ পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন, পরে থাকিবেন। মহাভাগবতোত্তম অতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রবীণ গর্গাচার্য্যই ভগবান্-করণ-সংস্কার-কার্য্যের একমাত্র যোগ্য পুরুষ।

ভগবান্করণ-সংস্কার-কার্য্যটি কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যখন সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া, ভস্মাদি ব্যাপার নাই, তখন নীচগর্ভসমুদ্ভূত 'এনঃ' বা পাপের শুদ্ধিনিমিত্ত নামকরণাদি সংস্কার তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে তিনি কৃপাপূর্ব্বক নামকরণাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ এই লীলাদ্বারা তাঁহার বাৎসল্যরসাপ্লুত-সিগ্ধ-জীবাত্ম-বৃন্দকে একদিকে আনন্দদানে, অপরদিকে প্রপঞ্চগত ভক্তগণের নিকট নিত্যকাল নামরূপে অবতীর্ণ থাকিয়া তাঁহার নামরূপগুণলীলা-কাদম্বিনী-নিজমাধুরী-দ্বারা বর্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মব্রহ্মেষ্ঠ গর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধ সত্ত্বে 'শ্রীকৃষ্ণ' নামরূপে নিত্য অবতীর্ণ। গর্গাচার্য্য স্বীয় হৃদয়স্থ কৃষ্ণনামচিন্তামণিকে জগতে ব্যক্ত করিবার যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সংস্কারলীলা। গর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধ চিত্তসম্পুটে যে নাম চিন্তামণি সুগোপ্য-নিধিস্বরূপে বিরাজিত ছিল, তাহাই তিনি জগতে প্রকাশিত করিয়া ভগবানের নামকরণ-সংস্কার-লীলা প্রদর্শন করিলেন।

'প্রতিষত্নঃ, অনুভবঃ, মানসকর্ম্ম'—ইতি মেদিনী। কোষে 'সংস্কার' শব্দের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গাচার্য্যকে যে সংস্কারের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গুরু শ্রীগর্গ তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তের অনুভব অর্থাৎ অধোক্ষজ-শ্রীভগবানের 'নাম' রূপ, গুণ, লীলাদি ব্যক্ত করিয়া নন্দাদির আনন্দ বর্দ্ধন করুন। এই বিশ্বমঙ্গল জগতে প্রকাশিত হইলে দীনচেতা ব্যক্তিগণের নিঃশ্রেয়ো লাভ হইবে, ইহাও গর্গাচার্য্যের প্রতি নন্দ মহারাজের বাক্য হইতে উপলব্ধি হয়, যথা—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১০।৮।৪)

মহদ্ব্যক্তিগণের যে স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন হয়, তাহা তাঁহাদিগের স্বার্থ নিমিত্ত নহে, পরন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃই ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্মপর এবং জায়াপুত্রাদির নিমিত্তও তদ্ভিন্নবিষয়ে ব্যগ্র হইয়া গৃহধর্ম্মে রত থাকে, সেই সকল সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ব্যক্তিগণের চরম-মঙ্গলোৎপাদনের জন্যই মহাপুরুষগণের বিচলন হইয়া থাকে।

* * * * *

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।১১)

অর্থাৎ শুকদেব কহিলেন,—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ! এইরূপে নন্দকর্ত্তৃক সম্প্রার্থিত হইয়া মহাভাগবতোত্তম সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্য গুপ্তভাবে নির্জ্জনে বালকদ্বয়ের নামকরণ-সংস্কার-কার্য্য—যাহা তাঁহার নিজেরও পরম অভিলষিত বিষয় ছিল, তাহা সম্পাদন করিলেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই উক্তি হইতেও জানা যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহামুনি গর্গ স্বীয় হৃদয়সম্পুটে সংরক্ষিত মহামণিকে নন্দাদি ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। নন্দপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের নিত্য ধন শ্রীকৃষ্ণ ও তদভিন্ন শ্রীনাম। তাঁহাদের নিকট রাম ও কৃষ্ণের 'নাম' প্রকাশ করিয়া ভক্তানন্দ বৃদ্ধি করিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও পাছে কংসাদির ন্যায় কৃষ্ণধ্বংসন-প্রয়াসী নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবানের নামকে প্রাপঞ্চিক বস্তুর ন্যায় 'অনিত্য' বা 'ধ্বংসশীল বস্তু' মনে করে—এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি সেই সুগোপ্য নিধিকে কেবলমাত্র ভক্তগণের নিকট গোপনে ও নির্জ্জনে প্রকাশ করিলেন।

গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-কালেই শ্রীগৌরসুন্দরকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন;—(ভাঃ ১০।৮।১৩)

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

অর্থাৎ হে নন্দ! তোমার এই বালকটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকট করিয়া থাকেন। এই বালক সত্য

যুগে শুক্লবর্ণ শ্বেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া লীলামাধুরী বিস্তার করিবেন, সম্প্রতি এই দ্বাপর যুগে 'কৃষ্ণ' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)—

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌বর্য্য সেই গর্গমুনিই কলিযুগের হীনতেজা ব্যক্তিগণের নিঃশ্রেয়ঃকামী হইয়া অভিধেয়াধিদেবতা গৌর-বিশ্বম্ভরের নাম জগতে প্রকাশার্থ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন যথা,—

(গৌঃ গঃ ১০৪ সংখ্যা)

নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবিজন্মনঃ পূর্বং।
সন্তাব্যাং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নামকরণ-কাল উপস্থিত হইলে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিপ্রমুখ ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণ পুরন্দরমিশ্র-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতাঠাকুরাণী প্রভৃতি গৌরপ্রাণা লক্ষ্মীগণ শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া নামকরণোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বে গৌর-বান্ধবের যে যে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই 'নাম' বা 'হৃদয়ের অনুভব' ব্যক্ত করিয়া পুরন্দর শচীনন্দনের নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন।

এরূপ বিচার নহে যে, 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নামটী অনিত্য নাম বিশেষ, এই সকল নাম পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না অথবা এই সকল নাম কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিগণের হৃদয়ের ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে রচিত বা কল্পিত হইয়াছে। 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নাম সেবোন্মুখ ভক্তগণের বিশুদ্ধ হৃদয় সম্পুটস্থ চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণি। বিদ্বদ্‌গণ শচী-নন্দনকে 'বিশ্বম্ভর' নামে জগতে প্রকাশিত করিলেন। শচীনন্দনের আবির্ভাবের পরে সমস্ত জগৎ প্রফুল্লিত ও সমৃদ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া বিদ্বদ্‌গণ বালকরূপী ভগ-বানকে 'বিশ্বম্ভর' নামে অভিহিত করিলেন। ভাবিকালে জগৎপতোপরি বিচিত্রা লীলামাধুরীকাদম্বিনীদ্বারা বর্ষিত হইবার সূচনা বিদ্বদ্‌গণ জগতের প্রফুল্লতা ও সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শচীপুরন্দর-পুত্রের নাম রাখিলেন—'বিশ্বম্ভর'।

"প্রথম লীলায় তাঁ'র 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥

'ভৃঞ্জ্' ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পূরিল, ধরিল 'প্রেম' দিয়া ত্রিভুবন ॥

(চৈঃ চঃ আ ৩৩২-৩৩)

অতএব 'বিশ্বম্ভর' নামটী দ্বারা গৌরসুন্দরের অভিধেয় বিগ্রহত্ব সূচিত হইতেছে। পুনরায়—

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥

(চৈঃ চঃ আ ১৪।১২)

'বিশ্বম্ভর' নামের উল্লেখ আমরা বেদেও দেখিতে পাই। বেদ—"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা"—প্রভৃতি মন্ত্রে বিশ্বম্ভর—শ্রীগৌরসুন্দরের পরমার্চ্চন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বরাহাবতারে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবান্নারায়ণ ধরিত্রীকে উদ্ধার পূর্ব্বক বিশ্বপালন করায় ভগবানের নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল: হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে জলমগ্ন পৃথ্বীতে অধোক্ষজ-বস্তুর অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া অক্ষজজ্ঞান-জলধি বেদশাস্ত্র নিমজ্জিত করিয়াছিল, ভগবান্ হয়গ্রীব মধু ও কৈটভের অক্ষজজ্ঞানের অভিজ্ঞান ও নিঃসর্গবাদ সংহার করিয়া অবতার-বিচার বেদতাৎপর্য্যরূপে প্রচার করিয়া-ছিলেন। তখন ও তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। বহুবার অসুরগণের দ্বারা বেদজ্ঞানবাদি বিনর্দ্দিত হইলে নারায়ণের বিভিন্নপ্রকাশসমূহ নিমিত্তমূলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বরক্ষা করেন, তত্তদবতারেও তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়। তজ্জন্য ভগবদবতার বালকটীর নামও 'বিশ্বম্ভর' দ্বারা সঙ্গত, এই বিচার করিয়া বিদ্বজ্জনগণ শচীপুরন্দর নন্দনকে 'বিশ্বম্ভর' নামে অভিহিত করিলেন। এই গৌর-বিশ্বম্ভর বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের দীপস্বরূপ। তাঁহার কোষ্ঠী হইতেও কালবিচারে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ংরূপ ও যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকরবস্তু। ইহার কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তিকাদম্বিনীর সঞ্চারে ভক্তমালিগণের হৃদয়ক্ষেত্রে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সুতরাং বিদ্বদ্‌গণ প্রথম আখ্যা দিলেন—'বিশ্বম্ভর'। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতাগণের সেবোন্মুখচিত্তে যে নাম অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদনুসারে তাঁহারা শচীনন্দনকে 'নিমাই' নাম প্রদান করিলেন।

যমের মুখে তিক্ত বোধক 'নিম' শব্দ হইতেই 'নিমাই' নাম করণ হইল।

"ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
তবে নাম থুইল 'নিমাই'।"
(চৈঃ ভঃ আ ১৫।১১৬)

কর্ম্মজড়রাজ্যে ব্রাহ্মণাদি, প্রাকৃত-চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুঝি পতিব্রতাগণ 'নিমাই' নাম রাখিয়াছিলেন। অতএব ব্যক্তিগণের ভোগোন্মুখ চিত্তে এইরূপ বিচার উদিত হইলেও ভগবৎসেবোন্মুখ হৃদয়ের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ নিত্যবস্তু, তিনি জন্মমরণশীল জীব বিশেষ নহেন। তবে তাঁহাকে এইরূপ নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? ইহার কারণ যথেষ্ট আছে। সেই সকল কারণ সেবোন্মুখ চিত্তেরই উপলব্ধির বিষয়। বাৎসল্যাদিনিধি ভগবানের আশ্রয়ালম্বনগণ প্রেমের স্বভাববশতঃ অথবা ভগবানের লীলামাধুরী-বিস্তারিণী নিত্যযোগমায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌কে তাঁহাদের লালা ও পালা জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন, ভগবান্ তাঁহাদের কুটীরাঙ্গণের একটি শিশুমাত্র। তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা না করিলে বালক রক্ষিত হইবে না, তাঁহারা তাঁহাকে পালন না করিলে বালক পালিত হইবে না, তাঁহারা তাঁহাকে লালন না করিলে বালক লালিত হইবে না, তাই তাঁহারা শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব বশতঃ সর্ব্বেশ্বরের ভগবানকে তাঁহাদের 'লালা' ও 'পালা' জ্ঞান করিয়া কখনও তাঁহাকে—'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কখনও ডাকিনী-শাঁখিনী হইতে সর্ব্বপালক ভগবানকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 'রক্ষামন্ত্র' ও 'স্বস্তিবচন' পাঠ করেন, যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম' শব্দ হইতে 'নিমাই' নামকরণ করিয়া তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেম-পরাকাষ্ঠার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম' শব্দ হইতে সমুৎপন্ন 'নিমাই' শব্দটী প্রাকৃত লোকের নিকট অন্তবিচারে গৃহীত হইলেও ভগবৎসেবোন্মুখিনী পতিব্রতাগণের বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবতীর্ণ নামটি কখনই ব্যর্থ বা সাধারণ নামপর্য্যায়ে গ্রহণযোগ্য নহে। শচীদুলালকে এই 'নিমাই' নামে অভিহিত করিয়া পতিব্রতাগণ তাঁহাদের অদ্ভুত ভাগবত-তত্ত্বানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহা না হইবেই বা কেন? অতদ্ভজের হৃদয়ে কখনও ভগবানের অবতার হয় না। সেবোন্মুখগণই—তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণই ভগবন্নাম-করণ করিতে সমর্থ, ইহা পূর্ব্বেই নন্দমহারাজোক্ত বাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পতিব্রতাগণের 'নিমাই' নামকরণ হইতেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যথা,—(ভাঃ ১।১।১৪)

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

[—ভয়ঙ্কর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই সংসার হইতে অচিরেই মুক্ত হন, যাঁহার নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভীত হন]—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে ঐশ্বর্য্য-বিচারেও 'নিমাই' শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ ভাবে গৃহীত হইতে পারে। অর্থাৎ 'নিমাই' নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভীত হন; তাৎপর্য্য এই 'নিমাই' নামোচ্চারণকারীকে যমে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বানর্থ মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

পরিশিষ্ট

কটক হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্" শীর্ষকপত্রের অসৎসিদ্ধান্ত গৌড়ীয়—পত্রের ২০, ২২, ২৩ ও ৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর" শীর্ষক প্রবন্ধচতুষ্টয়ে খণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞতি অনুসারে উক্ত খণ্ডন সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত-শ্লোকাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং তৎসঙ্গে একটি ভাষাতাৎপর্য্য ও প্রদত্ত হইল।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে কোন এক ব্যক্তি বসুজমহাশয়ের পূর্ব্বপক্ষসমূহের উত্তর প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ পত্রখানিও শ্রীবৃন্দাবন হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত উক্ত পত্রের লেখক মহাশয়ের লেখনীতে কেহ কেহ কয়েকটী পূর্ব্বপক্ষের

অবকাশ প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটী এই যে, লেখক মহাশয় 'বিষদ্বর', ও 'ভাগবতোত্তমে'র স্থাপিত সিদ্ধান্তের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই স্বীয় বিচার প্রণালীর দুর্ব্বলতা ও পরপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রমণযোগ্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। 'বিষদ্বর' ও 'ভাগবতোত্তমে'র বাক্যে কোন দোষ থাকিতে পারে না, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারকালে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

সবিচার সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী শ্রীল জীবগোস্বামি-চরণ শ্রীধরস্বামিপাদের সম্বন্ধে শ্রীক্রমসন্দর্ভে বলিতেছেন যে, স্বামিপাদের বাক্যে ভ্রমাদি দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা নাই, কারণ—"মহাবিষয়বাক্যত্বাৎ" যেহেতু স্বামিচরণ বিষদ্বর, অতএব তাঁহার বাক্য ভ্রম-প্রমাদাদি শূন্য।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥

সুতরাং 'ভাগবতোত্তম' বা 'বিষদ্বর'-মুখে বলিয়া তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিলে উহা বিপ্রলিপ্সার প্রকার ভেদরূপে পরিগণিত হইবে। এবম্বিধ দোষ মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে অসন্নত নিরসনই কর্ত্তব্য।

"গৌরাঙ্গবিজয় মি"তি পত্রপ্রতিপাদ্য-মতবাদস্য পঞ্চাঙ্গবিচারাবয়ব-প্রদর্শনমুখেন খণ্ডনম্।

সাত্বতসম্প্রদায়াত্তু ভেদোঽসৎ-সম্প্রদায়িনাম্।
বিশিষ্টং কারণং কিঞ্চিদুপজীব্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥
একোঽয়মেবাদ্বয়বাদী স্যাৎ শ্রৌতপন্থী সতাং মতঃ।
আম্নায়ানুগতঃ সত্য-সনাতন মতাশ্রয়ঃ॥ ২॥
আরোহধর্ম্মমাশ্রিত্য স্বতন্ত্রমত চারকঃ।
শ্রৌতক্রমো ভবত্যজ্ঞঃ সততং স্বার্থতৎপরঃ॥ ৩॥
শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত-পদ্ধতিঃ শ্রুতিবাক্ তথা।
"গৌরাঙ্গবিজয়া"খ্যোঽস্মিন্ প্রবন্ধে প্রাগ্বিলক্ষিতা॥৪॥
ভেদাভেদ-প্রকাশোঽয়মচিন্ত্যাখ্যো গুরূদ্যতঃ।
তথা ভগবতত্ত্ববাদাশ্রয়াভিধমুচ্যতে॥ ৫॥

তস্মাৎ প্রথমপূজ্যত্বে বিহিতেঽপি সদা গুরোঃ।
শিষ্যৈঃ স ভগবজ্জীর্ষে স্থাপয়িতুং ন শক্যতে॥ ৬॥
শ্রীগুরুঃ পূজ্যতে লোকে পার্শ্বে ভগবতঃ সদা।
হরিভক্তিবিলাসাদি-সাত্বতস্মৃতি-ভাষণাৎ॥ ৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভাষ্যং বেদার্থস্য চ মৌক্তিকী।
শ্রুতির্ভাগবতং বক্তি ব্রহ্মসম্প্রদায়ং সদা॥ ৮॥
কলিসন্তরণে ব্রহ্ম দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকম্।
নাম-ষোড়শকং বিষ্ণোঃ প্রাপ্যাহ নারদায় চ॥ ৯॥
গৌরনারায়ণস্তুতি কলিযুগস্য কেবলম্।
তারকব্রহ্মনামেতি কীর্ত্তয়ামাস তৃতীয়ে॥ ১০॥
ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়াচ্চ গুরুপরম্পরাগতম্।
বিশুদ্ধং নাম সন্ত্যজ্য দুর্বুদ্ধিপরিকল্পিতম্॥ ১১॥
যৎ কিঞ্চিন্নামদধ্বঞ্চ ছন্দোবদ্ধং নবং পুনঃ।
"গৌরাঙ্গ বিজয়াখ্য"ন্তু পত্রস্থ শেখরোপরি॥ ১২॥
তস্মাৎ প্রবন্ধকারস্য স্বাচারেণৈব মীয়তে।
ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়েন বিরোধিত্বমিহ স্ফুটম্॥ ১৩॥
পত্রে নির্ভিত্তিকত্বেন মতবাদঃ প্রকাশিতঃ।
পঞ্চাবয়ব-সংযোগাদ্ বিচারেণ নিরস্যতে॥ ১৪॥
গৌড়ীয়সম্প্রদায়ানাং মাধ্বাস্তর্গতত্ত্ব ভবেৎ।
বিষয়ঃ সংশয়শ্চায়ং শ্রীমাধ্বানুগতো ন বা॥ ১৫॥
ন ভবেৎ পূর্ব্বপক্ষীয়া চোদনা সংপ্রবর্ত্ততে।
সাধ্য-সাধন-শাস্ত্রেষ্ট-ভাষ্য-বাদ-ভিদা যতঃ॥ ১৬॥
সম্প্রদায়প্রণেতাশ্চত্বারো যস্য তৃতীয়কাঃ।
তেষামন্যতমাধীনঃ স চৈতন্যঃ কথং ভবেৎ॥ ১৭॥
পূর্ব্বপক্ষো দ্বিতীয়োঽয়ং তৃতীয়স্তেন মানিতে।
মাধ্বমতে কথং তত্ত্ববাদিনাং খণ্ডিতং মতম্॥ ১৮॥
ইদানীমুত্তরঃ পক্ষঃ স্থাপ্যতে শাস্ত্রযুক্তিতঃ।
সাধ্যাধীনাং বিভেদো ন বস্তুতস্তু ভয়োর্মতে॥ ১৯॥
সিদ্ধান্তঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
স এব মাধ্ববাদানামুদ্দিষ্টশ্চরমো ভবেৎ॥ ২০॥
মাধ্বে সাধ্যং ভবেদ্ বিষ্ণুপাদাপ্তির্মুক্তিরেব হি।
মুক্তানামপি চাত্যোঽয়ং ভিদানন্দবিভেদতঃ॥ ২১॥
ভজন ন্যূনতাধিক্যভাজাং মুক্তৌ চ তিষ্ঠতাম্।
দেবানন্দময়ী কাষ্ঠা পরমা ব্যক্ততাং গতা॥ ২২॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রোক্ত-ভজন-নীতিসংগ্রহে।
অতোঽত্রাপি কিয়ান্ ভেদো নোক্তয়োঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥

যথা সর্পির্ উৎকর্ষাৎ ক্ষীরাদিহ ব্যবস্থিতাৎ।
মৌলিকত্বং ন হি ক্ষীরে দৃতস্য সম্ভবেদিতি ॥ ২৪ ॥
বিচারঃ সম্প্রদায়েঽসিদ্ধস্তথা শ্রীমাধ্বযুক্তিতঃ।
শ্রীগৌরসুন্দরাখ্যাতঃ প্রেম্না সাধ্যতমো যতঃ ॥ ২৫ ॥
উৎকর্ষং ভজতে তস্মান্ মহাপ্রভুর্ন তত্মতম্।
স্বীচকারেতি যুক্তিশ্চ ভক্তভেদপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৬ ॥
সূত্রভাষ্যে তথা মাধ্বে ভক্তিরসলসংস্থিতা।
স্বারাজ্যপদমাকৃত্য কর্ম্ম সাচিব্যধর্ম্মকম্ ॥ ২৭ ॥
খণ্ডিতমভিধেয়ত্বং মুখ্যং কর্ম্মগতং যতঃ।
ভাগবতীয়সিদ্ধান্তবৈষম্যং তেন নৈব হি ॥ ২৮ ॥
"কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।
ইতি দ্রুতক্রমাম্নায়ে শ্রীমদ্ব্যাসঃ স্বয়ং যযৌ ॥ ২৯ ॥
ভক্তেঃ শ্রীকীর্ত্তনাখ্যায়াঃ সাধনত্বমকল্পয়ৎ।
শ্রীমচ্ছৈতন্যদেবস্য মতমপি সমং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে শাস্ত্রে মহাভারতমেব হি।
ইতি স্বকল্পিতং বাক্যং গর্হণীয়ং মনীষিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তত্ত্বদৃষ্টৌ স্বকে ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
তাৎপর্য্যনির্ণয়ে শাস্ত্রং ভারতস্যাহ সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥
স্বীচকার তথা সম্যগ্ বেদার্থপরিবৃংহিতম্।
শর্ম্মপ্রমাণবাক্যং তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং মুনিঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভাষ্যং প্রমাণ-শিরসি স্থিতম্।
শ্রুতীনাং ব্রহ্মসূত্রস্য ব্যাখ্যানে তদ্ধি দক্ষিণৌ ॥ ৩৪ ॥
সুনন্দবিদ্বদাখ্যস্য মহাকাব্যস্য বর্ণনাৎ।
মধ্বপাদপ্রণীতাচ্চ দ্বাদশস্তোত্রতস্তথা ॥ ৩৫ ॥
ভাষতে সুধীভির্যো নন্দনন্দন এব হি।
ইষ্টদেব-যুতঃ শ্রীমদ্ধ্বপাদৈন সর্ব্বদা ॥ ৩৬ ॥
তথা তেনোদ্ভূপীক্ষেত্রে শ্রীমূর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
বাদরক্ষস্য চৈত্যেকে মহদণ্ডবিধায়িনী ॥ ৩৭ ॥
অস্মিন্ মহত্ত্বমূহ দধানা তদ্বিলোকনাৎ।
দৃষ্টং প্রতীয়তে দেবো নাত্রোৎসৌ নন্দনন্দনাৎ ॥ ৩৮ ॥
শ্রীগোবিন্দাভিধঃ ভাষ্যং স্বকীয়ত্বেন মানয়ন্।
গ্রন্থকর্ত্তুঃ স্বীকারোক্তিং মাধ্বানুগমনে যদি ॥ ৩৯ ॥
মানয়ন্তি ন কোঽপ্যত্র তত্তত্ত্বং তস্য গীয়তে।
শাস্ত্রতাৎপর্যং পরিত্যজ্য খণ্ডতত্ত্বং পরিগ্রহাৎ ॥ ৪০ ॥
মধ্বপ্রবর্ত্তিতে বাদে শুদ্ধাদ্বৈতমতাশ্রয়ে।
কেবলাদ্বৈতবাদাখ্য-পীড়নাজ্ঞীকৃতস্থিতিম্ ॥ ৪১ ॥
রক্ষিতুং ভেদবাহুল্যং যদ্যপি পরিলক্ষ্যতে।
তথাপ্যনাদৃতা নাস্মিন্নভেদজ্ঞাপিকা শ্রুতিঃ ॥ ৪২ ॥
অভেদবচনাৎ শুদ্ধৈক্যে সম্মতিদর্শনাৎ।
ভেদাভেদমচিন্ত্যাখ্যং তথাজ্ঞী কৃতবান্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥
স্বপ্রণীতে তথা ভাষ্যে শ্রীমধ্বমুনিসূনবঃ।
অচিন্ত্য ইতি শব্দস্য প্রয়োগং বহুশোঽকরোৎ ॥ ৪৪ ॥
শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়েন শাস্ত্রৈকদেশদর্শিনাম্;
বিগর্হণং কৃতং বাদৃক্ লোকে পশ্চাৎ স্ফুটং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥
গৃহ্যোমিথো বিরোধে হি দ্বয়ৈকামপরাধুরীম্।
বিরোধ-শান্তিং কঃ কুর্য্যাৎ বিনা ব্রেচ্ছকুঠারকান্ ॥ ৪৬ ॥
পূর্ব্বপক্ষকৃদাক্ষেপঃ প্রথমঃ খণ্ডিতঃ পুনঃ।
নিরস্ততেঽধুনা যুক্ত্যা দ্বিতীয়ো লক্ষ্য বর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥
"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"
ইতি সাত্বতশাস্ত্রস্য ভাষিতং যৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥
মর্য্যাদাং রক্ষিতুং তস্য ভগবান্ ধর্ম্মপালকঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম লোকশিক্ষার্থমীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
সাত্বতসম্প্রদায়স্য সদাচার্য্যচতুষ্টয়ে।
অন্তর্ভবং মুনিং মধ্বং কৃপয়াস্বীচকার সঃ ॥ ৫০ ॥
রক্ষতি সম্প্রদায়ো যঃ কেবলাদ্বৈতপীড়নাৎ।
জীবকুলং প্রবন্ধেন সন্ততং বদ্ধপীড়নে ॥ ৫১ ॥
বদন্তি ভগবত্তত্ত্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
শ্রীমদ্গৌরস্তথাদ্বৈতো নিত্যানন্দ ইতি শ্রুতাঃ ॥ ৫২ ॥
ভগবদ্ভক্তরূপাস্তে স্বীকুর্ব্বন্তঃ কৃপান্বিতাঃ।
ব্রহ্মমাধ্বানুগত্বেন গৌড়ীয়ত্বমদূদ্ভবি ॥ ৫৩ ॥
পূর্ব্বপক্ষদ্বয়াক্ষেপং নিরস্য সাম্প্রতং ক্রমাৎ।
তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষস্য খণ্ডনং সংবিধীয়তে ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন তদানীং তত্ত্ববাদিনাম্।
আচার্য্যরঘুবর্য্যাখ্যতীর্থস্য খণ্ডিতং মতম্ ॥ ৫৫ ॥
তস্য শ্রীমধ্বসিদ্ধান্তাদ্ বিচ্যুতং বিকৃতং স্বকম্।
তন্নিরসনং মধ্বমতে বহুধীননায়তে ॥ ৫৬ ॥
গৌড়ীয়সম্প্রদায়স্য মাধ্বাদ্ভেদনে পুনঃ।
সর্ব্বাঃ সন্মতয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বথা সম্ভবন্তি চ ॥ ৫৭ ॥
"মন্ত্রাণাং ব্রহ্মণে প্রোক্তা" শ্রীমদ্ভাগবতং বচঃ।
"সম্প্রদায়বিহীনা যে" ইত্যাদি স্মৃতিশাসনম্ ॥ ৫৮ ॥
"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি" সাত্বতশাস্ত্রভাষিতম্।
সদ্ভক্তে তথাত্বে হি নান্যথা সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

সিদ্ধান্তস্য প্রতিষ্ঠা ন কদাপি সম্ভবিং বিনা।
এবং বিচারপঞ্চাঙ্গৈরসম্মতং নিরাকৃতম্ ॥ ৩০ ॥

"গৌরাঙ্গ বিজয়ম্' শীর্ষক পত্রের প্রতিপাদ্য মতবাদের পঞ্চাঙ্গ-বিচারাবয়ব দ্বারা খণ্ডন।

(১) সাধ্বত সম্প্রদায় হইতে অসৎ সম্প্রদায়ের পার্থক্য একটি বিশেষ কারণমূলে স্থাপিত। একজন শ্রৌতপন্থী, অবরোহবাদী, আম্নায়ানুগত আর একজন শ্রৌতদ্রুহ, আরোহবাদী, স্বতন্ত্রমত-প্রচারক।

(২) 'গৌরাঙ্গবিজয়ম্' শীর্ষক পত্রে আম্নায়বাক্য বা শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে। আদৌ গুরু-পূজা বিহিত হইলেও ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব গুরুদেবকে ভগবানের শিরোদেশে শিষ্যকর্তৃক স্থাপিত হইতে পারে না। ভগবানের পার্শ্বেই শ্রীগুরুদেব পূজিত হন, ইহাই হরিভক্তিবিলাসাদি সাধ্বত স্মৃতির বিধান।

(৩) মুণ্ডক শ্রুতি, বেদান্তভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে ভাগবত-সম্প্রদায় ও তদ্বিরোধী মতবাদকে 'পাষণ্ড-মত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'কলি-সন্তরণোপনিষদে' ব্রহ্মা নারদকে নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত যে দ্বাত্রিংশ অক্ষরাত্মক ষোড়শনাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাই গৌরনারায়ণ কলি-যুগের একমাত্র তারক-ব্রহ্মনাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সম্প্রদায় হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ নাম পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত নবীন হুজোরক 'গৌরাঙ্গবিজয়ম্' শীর্ষক পত্রোপরি সংসর্গ হওয়ায় উক্ত পত্র-প্রচারকের ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-বিরোধ তৎকৃত আচরণ দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

(৪) 'গৌরাঙ্গ বিজয়ম্' শীর্ষক পত্রে যে মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে, তাহার কোন প্রকারেই প্রতিষ্ঠা নাই। বিচারের পঞ্চাবয়ব সংযোজনা-দ্বারা উক্ত পত্রের মতবাদ নিরাকৃত হইতেছে। বিচার্য্য **বিষয়**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্বান্তর্গতত্ব, **সংশয়**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গত কিনা? **পূর্ব্বপক্ষ**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত হইতে পারে না, কারণ (ক) মধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ—এই ষড়্‌বিধ ভেদ বর্ত্তমান। (খ) দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ—চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ যাঁহার ভৃত্যবর্গ, সেই কৃষ্ণচৈতন্য-দেব কিরূপে তাঁহাদের কোন একজনের বংশংবদ হইতে পারেন? (গ) তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বমতকেই স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে কেনই বা তিনি তদানীন্তন তত্ত্ববাদীর মত খণ্ডন করিলেন?

উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বপক্ষকারীর এই সকল মত স্থাপিত হইতে পারে না, কারণ মধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সাধ্য, সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য ও বাদে মূলতঃ কোনই ভেদ নাই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত সিদ্ধান্ত শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মতেরই চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। শ্রীমধ্বমতে সাধ্য বিষ্ণুসাযুজ্য-লাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ছাঃ ভাঃ ৬ অঃ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য ('মুক্তানামপ্যসৌ পরা'—মধ্বভাষ্য ৩।৩।৩৩) স্বীকৃত আর ভজন-তারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণে সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত। যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই;—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণুসাযুজ্য-লাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসারপ্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, এরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদ-মূলা।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সূত্রের ভাষ্যে অমলা ভক্তিকেই স্বরাট্ রাজার আসন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ সৌণ কর্ম্ম নির্ব্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্ম্মের বৃথা অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বা ভাগবত সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে "কলৌ তু নামযজ্ঞেন পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ" এই বাক্য দ্বারা কীর্ত্তনযজ্ঞভক্তির সাধনত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বমত 'মহাভারতই শাস্ত্র'—এরূপ স্বকপোল-কল্পিত মত নিতান্ত অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ ও বেদার্থ পরিবৃংহিত শব্দ-প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ শিরোমণি জানিয়া

শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা ও শ্রুতি-মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুমধ্ববিজয় মহাকাব্যের বর্ণনানুসারে ও শ্রীমধ্বপাদের স্বাদশস্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য নন্দনন্দনকেই ইষ্টরূপে বরণ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি উডুপীতে যে বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপরহস্তে মন্থনরজ্জু, সুতরাং সেই শ্রীমূর্ত্তি নন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেন না।

গোবিন্দভাষ্যকে অস্মৎসম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, গোবিন্দভাষ্যকার ভাষ্যারম্ভে নিজকে মধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত গৌড়ীয় বলিয়া যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিলে 'এক মানি আর এক না মানি, এই মত ভণ্ড'—এইরূপ ভণ্ডত্ব প্রমাণিত হয়।

শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধদ্বৈতবাদে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই। শুদ্ধদ্বৈতবাদে যেরূপ অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেই প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যের বহুস্থানে 'অচিন্ত্য' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ধ্বসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রুতির একদেশীয় মত সমর্থনকারিগণকে কিরূপভাবে গর্হণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে ব্যক্ত হইবে।

শাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম কুমার দম্বয় ভিন্ন শাস্ত্রী আর কেহ বা একটী হত্যা দ্বারা অপরটীকে বৃদ্ধ হইতে বিরত করিয়া বিরোধ শান্তি করিয়া থাকে?

পূর্ব্বপক্ষকারীর দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে বলা যাইতেছে যে, 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ' —এই সাম্বত শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদারক্ষণার্থে, ধর্ম্মরক্ষা ভগবান্ স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ সাম্বত সম্প্রদায় অন্যতম শ্রীমদ্ধ্বপাদকে কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় কেবলাদ্বৈতবাদরূপপীড়া হইতে জীবকুলকে অধিকতর দূরে রাখিয়াছে এবং যে সম্প্রদায়ে ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকৃত, তাঁহাকেই ধর্ম্ম মর্য্যাদা-রক্ষণকারী গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত ভগবদবতারদ্বয় কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষকারীর তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তদানীন্তন ভক্তবাধী আচার্য্য বঘুবর্য্যতীর্থের ব্যক্তিগত মত বা শ্রীমদ্ধ্বসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত, বিকৃত মতের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন নাই।

সঙ্গতি—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গতত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতিও সাধিত হয়। প্রথমতঃ "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য "মধ্বাদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা" ইত্যাদি ভাগবতবাক্য "সম্প্রদায়বিহীনা যে" "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি" ইত্যাদি সাত্বতশাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয়। পূর্ব্বপক্ষকারীর সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে শাস্ত্র ও আপ্তবাক্য-সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটে। সঙ্গতি ভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব পক্ষান্ধ বিচার দ্বারা অসৎমত খণ্ডিত হইল।

—•—

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর)

গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রভো! আপনারাত' গোস্বামিসন্তান, আপনাদের স্বরূপ কি? সাধু-মুখে শুনিতে পাই—গোস্বামিগণ ষড়্বেগজয়ী, একথা ঠিক কি না? আপনি সেই ষড়্বেগের কোন্ বেগটি জয় করিয়া গোস্বামী হইয়াছেন? ভাগবত পাঠ করিতে যে আসিয়াছেন, সেই ভাগবত-পাঠে আপনার অধিকার আছে কি না, সে লক্ষ্য আছে ত? বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেতধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ

ঐ শুনুন, শ্রীভাগবতবেত্তা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীব্যাসদেব কি বলিতেছেন,—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা, তপঃ, প্রতিষ্ঠায়॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি-সার॥

তাই, ভাগবত-ব্যবসায়ী ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা বাহ্যতঃ শুনিতে হরিগুণানুকীর্ত্তনের মত হইলেও উহা 'নাম' নহে, উহা মায়া বা স্বার্থপূর্ণ কাপট্য-নাট্য মাত্র, যেহেতু শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীহরির চরণ-কমলের মকরন্দকণাস্বাদী অনিন্দ মহাত্মাকিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতে উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলিনতারাশি দূর করিয়া দেয়। সুতরাং উহা যে নির্ম্মৎসর নিষ্কিঞ্চন ত্যাগী মহাপুরুষের পদ, উহাতে ভোগীদের কোন স্বত্বই নাই। তবে যে স্বার্থপর কৃতকপাঠকগণের ঐ সমস্ত পদে অর্থাৎ ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইবার ধৃষ্টতা দৃষ্ট হয়, উহা শুধু প্রতারণামাত্র। আপনার মত ভাগবতপাঠিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া কেবল আমাদের মত স্বার্থপরদের নরকের পথই প্রশস্ত হইতেছে। ঐ শুনুন, শ্রীচৈতন্যভাগবত কি বলিতেছেন,—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অনুভব॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানেন গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য-ব্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ীর আনুগত্যে ভাগবত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমস্তই বৃথা হইতেছে। আমরাও নিজেরা ব্যবসায়ী ও ঘোর স্বার্থপর। পারমার্থিক পথে সেই ব্যবসায়িবুদ্ধি খাটাইতে গিয়া বেশী রকম ঠকিয়া যাইতেছি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা লইয়া কি ভগবদ্ভজন হয়? কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশা লইয়া ভগবদ্ভজন করিতে গেলে উহাদেরই ক্রীড়নক হইতে হয়, তাই আমরা আমাদের অপেক্ষা যে অধিক স্বার্থপর অর্থাৎ ভাগবত-ব্যবসায়ী ও কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, তাহাদের উপজীবিকার ক্ষেত্রমাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মত স্বার্থপরদের এইরূপ প্রবঞ্চিত হওয়াই দরকার; এস্থলে ভগবান্ আমাদের উপর উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন, যেহেতু আমাদের অর্থ কেবল আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও খাম-খেয়ালির জন্য আমাদের নিকট গচ্ছিত থাকে নাই, এ অর্থ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য গচ্ছিত রহিয়াছে। আমরা সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলচেষ্টা না করিয়া স্বার্থপরতা-দোষে যেমন কেবল নিজের উদ্ধারের জন্য সেই অর্থব্যয় করিতে আগ্রহান্বিত হই অর্থাৎ ন্যায়-পথ ছাড়িয়া অন্যায় পথ অবলম্বন করি, অমনিই এই সমস্ত পারমার্থিক পথের ব্যবসায়ী স্বার্থপরদের হাতে পড়িয়া "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া থাকি।

প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির একথা যেন স্মরণ থাকে, তাহার নিকট গচ্ছিত ধনের সদ্ব্যবহার করাই তাহার কর্ত্তব্য। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হরিভক্তগণ নিজনিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণযোগ্য অর্থে ও বিলাস সম্ভারে বাস্তবিকই ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়িজীবের মঙ্গল-জন্য তাহাদের-ই ন্যায় বাহ্যে বিষয় গ্রহণ করার ভাণ দেখাইয়া ঐ সমস্ত বিষয়ি-জীবের প্রীতি অপনোদনপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লইতে চাহেন, এই জন্য ঐসমস্ত নিষ্কিঞ্চন ও নির্ম্মৎসর ভক্তগণ ধনমুগ্ধাদ্ধব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিয়া থাকেন, "তোমার কনক, ভোগের কনক, কনকের দ্বারে দেহ মাধব"—হে ধনগর্ব্বিত বিষয়িগণ! আপনারা আপনা-দের সঞ্চিত অর্থ-দ্বারা মাধবের সেবা করুন, মাধব যে লক্ষ্মীপতি, তিনিই সমস্ত ধনের মালিক, তাঁহার ধন তাঁহারি সেবায় নিযুক্ত করুন, যদি আপনারা তাহাতে বিমুখ হন, তাহা হইলে শাস্ত্র আপনাদিগকে 'স্তেন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আবার স্ত্রীলম্পটগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিতে-ছেন,—কামিনীর কাম নহে তবধাম, তাহার মালিক কেবল মাধব।' কামিনী তোমার বিলাস-সম্ভার নহে। উহার মালিক একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তার নাম কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' তোমার ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা উহাদের প্রকৃত মালিক একমাত্র ভগবান্।"

জাতি, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি জড়াভিমানিব্যক্তিগণের নিকট বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তারে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে গৌরব।"

যদি প্রতিষ্ঠালাভের আশা থাকে, তবে বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠাতে মনোনিবেশ কর, নতুবা বিদ্যা, জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি-দ্বারা যে জড় প্রতিষ্ঠার আশা, তাহা তোমাকে নরক-

পথেই চালিত করিবে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ভোক্তৃত্বাভিমানে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য বৈষ্ণবের সেবা-বাসনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের পশ্চাৎ সতত ধাবমান হয়,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥

মন্তব্য লিখিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদনমিতি।

আপনাদের শ্রীচরণাশ্রিত শরণাগত দাসানুদাস
শ্রীকালীকুমার পোদ্দার।

—•—

মন্তব্য

উপরি-উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধটী কতিপয় ব্যক্তির নাম বাদ দিয়া প্রকাশিত হইল। কারণ তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের অনুগতাভিমানি-সম্প্রদায় হয় ত' ঐ সকল নাম প্রকাশিত হইলে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইবেন। অথবা যখন ব্যবসায়ি-গুরুত্ব ও কীর্ত্তনীয়া সমাজের সর্ব্বত্রই এইরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রকাশ করিয়াই বা ফল কি? গুরুত্বগণ পতিতপাবন নিত্যানন্দের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া পতিত হইবার ভয়ে এতদূর ভীত কেন? এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাঁহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে এইরূপ শত শত ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। তথাপি কি জন্য যে সাধারণের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না, তাহা ভাবিলে মনে হয় জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতাই উহার একমাত্র কারণ। যাহা হউক, স্থানে স্থানে যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও সত্যানুসন্ধিৎসার আভাস দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আশাপ্রদ লক্ষণ। জগতের সকলে সত্য গ্রহণ করিবেন না। সুকৃতিমান সত্যপিপাসু—যাঁহাদের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে তাঁহারাই সাধুশাস্ত্রগুরুকৃপায় নিরপেক্ষ সত্যের সেবক হইবেন। অপরে গতানুগতিকন্যায়ের ন্যায় সত্যানুগতিক বহির্ম্মুখতার স্রোতেই ধাবিত হইবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদশর্ম্ম-বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, গৌড়ীয়।

—•—

প্রচার প্রসঙ্গ

Sreemat Tridandi Swami of the Mayapur Math, Nabadvip, visited Contai on Saturday the 9th April. The Swamiji delivered two lectures in the local Hari Sabha Hall, which is so well-known throughout the Sub-division. Both his lectures, sprinkled as they were with beautiful quotations from the Sastras, were highly appreciated by the audience most of whom were highly educated persons. His knowledge of the Sastras is really vast and he successfully demonstrated in his speech the liberal spirit for which Vaisnavism is so well-suited to the modern age. The fine oratory of the Swamiji caught the heart of all and he will be remembered with a grateful memory for a long time to come by the people of the town.

SANJIB CHOWDHURI.

Vice-Principal, P. K. College, Contai.

Forward Thursday, April 7, 1927.

HOPEFUL SIGNS ADJUSTING COMMUNAL TENSION ON SPIRITUAL BASIS.

That Hindu-Moslem tension is a manufactured one and can be adjusted on spiritualistic basis was conclusively proved on 3rd April when more than thousand Mussalmans and Hindus assembled to hear Tridandi Swami Bhakti Vibek Bharati of the Gaudiya Math Calcutta. On the 2nd instant some Mussalmans were so much impressed by Swamiji's speech at Bera School premises that they offered themselves to organise a combined meeting to hear him.

Accordingly the meeting commenced next day at 2 P.M. It was one of the hotest day. The people heard the Swamiji for about three hours with rapt attention standing in the scorching sun and when the meeting terminated they were more eager to hear him. An atmosphere of peace and amity prevails.

GAUDIYA, *Calcutta.*

Yesterday Utsab celebrated successfully thousand men fed amidst Kirtan speeches. Chirulia Midnapur.

Pradiptirtha.

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
নিঃশক্তি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই বৈশাখ ১৩৩৪, ২৩শে এপ্রিল ১৯২৭	৩৫শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার।
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৮৬-৮৭)

আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তান পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিল তোমার।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরয়॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥
ভক্তে বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৪৯-৫০)

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৩৮)

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটো আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নহে, কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৩।৪৯-৫৫)

সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৩।৫০-৫১)

বিপ্রাধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৪।৫৪-৫৫)

সবারে কহেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তবশ।
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব ভূতগণ॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধিনাশ।
একে বলে আর নিন্দে হইবেক নাশ॥
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা 'ভাগ্য' হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৪।৫৮, ১২৪, ১৩৭-৩৮, ১৪৫, ১৬৯)

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে 'সত্য' করি মানি।"

• • •

অসত্যকে 'সত্য' করিয়া মানার দুই শ্রেণীর ব্যক্তি জগতে দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী অজ্ঞতা-নিবন্ধন অসত্যকে 'সত্য' জ্ঞান করেন, আর এক শ্রেণি 'সত্য' বুঝিয়াও বুঝিব না—যদি বুঝিতে যাই তাহা হইলে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-টির ব্যাঘাত ঘটিবে—এই মতলবে অসত্যানিষ্ঠা বা গোঁড়ামীকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এই 'আগ্রহিত্রিত দল' আত্মবঞ্চিত হইয়া পরবঞ্চক।

গৌরনাগরী-মতবাদ শ্রীগৌড়ীয় পত্রে অসংখ্য যুক্তি ও সাধুত-শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় পূর্ব্বপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে। গৌরনাগরী-মতবাদ-পোষণ-কারিগণ ঐ সকল সুযুক্তি ও সুসিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অসৎ গোঁড়ামী দ্বারা গায়ের জোরে নিজের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলেও সুজন সমাজে উহার প্রতিষ্ঠা হইবে না।

'আউল' 'বাউল' 'কর্ত্তাভজা' 'নেড়া', 'দরবেশ', 'সাই', 'গৌরনাগরী', 'সহজিয়া', 'সখীভেকী'' 'জাত গোঁসাই', 'অতিবাড়ী', 'চূড়াধারী' প্রভৃতি রূপানুগ বা ষড়্গোস্বামীর পন্থার বহির্ভূত বলিয়া ভাগবত-জ্ঞানে মহাজন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ষড়্গোস্বামী মধ্যে কেহই তাহাদিগের মনঃ কল্পিত মত স্বীকার করেন নাই, কিংবা পরবর্ত্তী শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কেহই গৌরনাগরী মতবাদের সমর্থনকারী ছিলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর ও গোস্বামিবর্গের প্রকটলীলা সংগোপনের পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে যখন ইন্দ্রিয়তর্পণপর নানা প্রকার নবীন মত সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি মতের ন্যায় গৌরনাগরীর মতও সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময় কতকগুলি লোক মহাজনের নামে জাল গ্রন্থ লিখিয়া কিংবা নিজেরাই 'মহাজন' সাজিয়া যে সকল পদ বা শ্লোকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা কখনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ছই তিন শত বৎসরের ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নবীন মতবাদকে কোন শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মী গ্রহণ করিবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মত শুদ্ধ সনাতন মত, তাহা আধুনিক বা কল্পিত নহে; তাহাই একমাত্র শুদ্ধ-বৈদান্তিক মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতগণ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা অসৎ-সম্প্রদায়ের বলাভাস ও তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ নবীন কল্পিত মতবাদকে কখনই আদর করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক, শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ, গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু ঐরূপ সেবানিক ও তত্ত্ববিরোধকারী গৌনোগরীগণকে কখনই মহাপ্রভুর নিকট প্রবেশ করিতে দিবেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের স্থান নাই। তাঁহারা নিজদিগকে গৌরভক্ত মনে করিলেও শ্রীস্বরূপ-রূপবিরোধিদলের মহাপ্রভুর নিকট স্থান নাই।

সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংস হয়। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত জগতে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে। (রাবণের) 'একলক্ষ পুত্র, আর সোয়ালক্ষ নাতি। কেহই না রহিল তা'র বংশে দিতে বাতি ছ'—এই ন্যায়ানুসারে শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল মতসমূহ আপততঃ অনেক ইন্দ্রিয়তর্পণপর লোক সংগৃহীত হইলেও অবশেষে অজ্ঞান তিরোহিত হইলে কাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তেরই নিত্য প্রতিষ্ঠা—অভক্তির প্রতিষ্ঠা নাই। অন্যথা রূপ পরিত্যক্ত হইলে স্বরূপে অবস্থান; উহাই বদ্ধদশা হইতে উন্মুক্ত দশা মুক্তি। বেদান্তশাস্ত্র ন্যায়বৈশেষিক ও সাঙ্খ্যমত প্রভৃতিকে বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন করিয়াছেন। আস্তিকগণ যাবতীয় নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অসৎ-সম্প্রদায় স্ব-স্ব অসৎ গোঁড়ামী রক্ষা করিবার জন্য বলিতে পারেন, আমাদের মতেও যখন বহু ব্যক্তি আছেন, আমাদেরও মনঃকল্পিত বহু শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আছে, তখন আমাদের মতও প্রামাণিক। আস্তিক মত যখন প্রামাণিক, তখন নাস্তিক মত প্রামাণিক হইবে না কেন? গৌরনাগরীর যুক্তি কি তদ্রূপ নহে?

নাস্তিক দলের সহিত আস্তিকগণের—অসৎ সম্প্রদায়ের সহিত সৎসম্প্রদায়ের—অভক্ত ও বিভক্তের সহিত শুদ্ধ-

ভক্তের প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। লোকহিতকর আস্তিক সম্প্রদায়—শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় কেবল অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া সাধারণ-লোক-কল্যাণের জন্যই অসম্মত নিরসন করিয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত সত্য সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য লোক-লোচনের নিকট প্রকাশিত করেন।

নাস্তিক সম্প্রদায় যদি বলেন যে, 'আমরা আস্তিক সম্প্রদায়ের সৎসিদ্ধান্তের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব' তাহা হইলে কি আস্তিক-সম্প্রদায় কখনও ভীত হইবেন? কেহ যদি বলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন, চুইয়ের সহিত গুড় সংযুক্ত হইলে চাপ হয়, আমি এই সত্য সিদ্ধান্তের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব', তাহা হইলে কি বক্তার অসত্যাভিনিবেশেরই পরিচয় প্রদান করিবে না? কোন নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী মহামোহোপাধ্যায় কিছুদিন হইল বলিয়াছেন,—'আমি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব' অর্থাৎ সাক্ষাৎপরতত্ত্ব ভগবানের সিদ্ধান্ত হইতেও আমার মায়িক মতটী বা মায়াবাদ বড় করিব! গৌরনাগরীর যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরীর জানা উচিত যে, 'তীব্রতরের' উপর 'তীব্রতম' আছে; কালের কাল 'মহাকাল' আছে; তবে বৈষ্ণবের অবৈষ্ণবগণের সহিত—শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বিদ্বগণের সহিত সম্ভাষণ করিবার সময় নাই। তাঁহাদের সময়ের মূল্য আছে, তাঁহাদের 'অব্যর্থকালত্ব' আছে। তাই তাঁহারা মহাজনের বাক্যানুসারে ঐ সকল দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য—**'থাকে সদা মৌন ধরি'**।

'বৈষ্ণব'—তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহাকে পশুরাজ সিংহের সহিত তুলনা দেওয়া 'বৈষ্ণব' শব্দের অবমাননা করা মাত্র। 'আচার্য্য-সিংহ' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করাই সমীচীন। বিশেষতঃ নাগরী অবলা, তাঁহাকে সিংহের সহিত তুলনায় ত্রাসাভাস দোষও ঘটে!

অমুক মহাত্মা নদীয়া-নাগরীর ভাবের পোষকতা করিতেন, কিন্তু ষড়্‌গোস্বামী বা কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য তাহা করেন নাই, এমতাবস্থায় কাহার মত গ্রহণীয় হইবে। নবীন মহাত্মার না প্রাচীন মহাজনের—আচার্য্যের—সম্প্রদায়-সংরক্ষকের। কেহ যদি শুদ্ধ রাখিয়া 'অভদ্র' থাকা বা তিলকমালা গ্রহণ না করা, কিংবা অবৈষ্ণবভোজনাদি করাকেই ভক্তির কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দুনিয়াদারীর লোকের নিকট খুব একজন 'বড়লোক' বলিয়া প্রচলিত হন বা জগতের লোকের বিচারে 'বড়ভক্ত' বা 'প্রেমিক' বলিয়া গণ্য হন, তাহা হইলেই কি তাঁহারই মত প্রামাণিক হইয়া পড়িবে? যখন গৌরনাগরীর দল 'বুঝিবা ও বুঝিব না', 'ভাগিয়া ঘুমাইয়া থাকিব এই মতলব করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সহিত বৃথা সম্ভাষণ না করিয়া গৌড়ীয়ের সজ্জনগণের সেবাতেই অভিনিবিষ্ট থাকা আবশ্যক

'অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ'—এই বৈষ্ণব আচার।
"অতিতর্কাবেদোঽপান্তে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সম্ভাষ্যস্তে বিনশ্যতি॥"

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের জড়গত ভাব—অর্চ্চা মূর্ত্তিটী একটী কাদার গড়া পুতুল। বাহ্যভাব তাঁদিগকে এত আচ্ছন্ন করেছে, তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্য মূর্ত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতে পাচ্ছে না। শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তাদের ভোগের বস্তু মনে কচ্ছে। তা'রা রাধাগোবিন্দের নামকে 'অক্ষর' মাত্র মনে কচ্ছে। রাধাগোবিন্দের নামাক্ষরের মত দেখতে অক্ষর অর্থাৎ নামাপরাধ করতে করতে ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেই সকল পাষণ্ডদিগকে উদ্ধার করবার জন্য 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দ প্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে গেছেলো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা "সত্যং পরম্" এই ভগবৎ-স্বরূপ-লক্ষ্য হ'তে তফাৎ হ'য়ে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত, তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য বস্তুরূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী—একজন ভোগী অন্যজন কর্ম্মত্যাগী বা প্রচ্ছন্নভোগী।

'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির প্রাকৃত চেষ্টা হতে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। নাম-ভজনকারী ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য লাভ হয়। একমাত্র নামকীর্ত্তন-কারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের আনন্দ-প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বর সুখের লোভে মত্ত থাকবার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্ব প্রকার উন্নতা প্রশমিত হয়—মাৎসর্য্য গ্রহণীয় নয়, একথা জানা যায়।

দ্বিতীয় কথা—

নামাকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী-সকলেই। কৃষ্ণের সর্ব্ব-শক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষে হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে—রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে, যার গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে না, নীচ কুলে জাত ব'লে হরিভজন কর্‌তে পারবে না—এরূপ বিচার শ্রীনামসংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না, আমি কুলীন, নীচকুল-জাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না'—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। 'মল-মূত্র পরিত্যাগ কালে—পাপচিত্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্ত্তে পারি না', এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। মলমূত্র-পরিত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরি-নাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম' ক'রে পাপ হজম কর্‌ব—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না। নামবলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে 'হরিনাম' হয় না।

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নাই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বল্‌ছেন,—'যখন লেখাপড়া শিখ্‌লি নে, তখন পূজারিগিরি কর্‌গে'। কিন্তু এটা (অর্চ্চন) সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কার্য্য।—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

—[যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজা-বুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরু দিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার—স্ত্রীপুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্টকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমার রক্ত মাংস চামড়াগুলি পরম পবিত্র',—এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না—ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' হয় না, এরূপ বিচারে প্রমত্ত থাক্‌লে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে পুতুল দেখে,—ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে—কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, সোণা দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে করে থাকে। যে, যে অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

লেখাপড়া শিখেছি—এবুদ্ধিটা প্রবল হলেও 'হরিসেবা' কর্ত্তে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নাই, যদি লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ওরকম লেখাপড়া শি'খে মানুষ পৌত্তলিক হয়ে যায়; হরিসেবার বদলে তারা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে পারে না, অতিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে—

"অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"
(ঈশোপনিষৎ ৯)

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বলছে। কেউ বল্‌ছে,—'হরিনাম করা' ওটা মূর্খের কার্য্য। পণ্ডিতের কার্য্য 'হরিনাম' না

ক'রে 'বাহাদুর' হ'য়ে যাওয়া। তাই গৌরহরি বিশ্বস্থ সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বলছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না, তোমার নামে আমার অনুরাগ হোলো না।' 'শূদ্রেরা মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক্, আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদাধ্যয়ন কোর্‌বো, আমি অর্চন কোর্‌বো'।—মহাপ্রভু বলছেন,—বদ্ধজীবের এরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়, তাই তিনি লোক শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বলছেন,—'ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিতা) উপাসনায় আমার অরুচি।'

তিনি নামসম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—'হে জীব তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' করবে। 'অমানী-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ, বড় বুদ্ধিমান্ এ সকল বিচারে প্রমত্ত হইও না।' আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম, আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বলব,—"ওরে পাষণ্ড, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে করছিস্। তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ করছিস্ কোন সাহসে? পাষণ্ডী কর্ণী তুই, জানিস্‌নে সমস্ত মঙ্গল মূর্ত্তি হাতযোড় করে যে বৈষ্ণব-দের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা করলে তোর যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিত ভাবে দণ্ডিত করতে হবে, —ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা,' কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ করতে থাকবেন, তখন আমি জানবো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন, ভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান করে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বলাইয়া আমাকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান, দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করতে হ'লে 'মানদ' হ'তে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান 'মানদ' দেখেছি তিনি বহির্ম্মুখ লোকদিগকে তোষা দিতেন—বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন, কারণ তা'রা হরিভজন করতে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর্ত্তে হবে। যাহাকে 'হরি' সাজাতে হবে না। আমার ভোগের উপাদানকে, 'আমার খাবার জৈ'কে 'ভগবান্' বল্‌তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে 'ভগবান' বল্‌তে হ'বে।

'আমাকে লোকে সেবা করুক'—এর নাম কর্ম্মকাণ্ড। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবো—হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ বুদ্ধি!

হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই 'হরিকথা'। ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নহে—মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক 'মায়ার কীর্ত্তন'—'কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নহে। সেবার অনুকূল যে সকল কার্য্য, তাহাই—'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে ভক্তি গোলমাল (Confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডীয় 'তৃণাদপি সুনীচতা' নাই। কপটতা ক'রে 'আকু পাকু ভাব' দেখানটা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে। সে জন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলেছেন,—'চৈতন্য চরণে নিষ্কপট-অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে,—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যবুদ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিধুরপঙ্কথূৎকৃতিঃ।
হরি প্রণয়বিহ্বলা কিমপি বীরনামস্থিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাবাশ্রয়ী॥

(চৈঃ চন্দ্রামৃতম্ ২৪)

—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ আকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুর

হাদিত, কৃষ্ণচৈতন্যনামকৃষ্ণবহিত-বিষয়ভোগে মুৎকারিতা, হরি-প্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র 'হরিকথা'-দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; কেবল সুর, তান, লয়—এসকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে তান 'কালোয়াত' হ'তে বলেন না। তিনি বলেন—সর্ব্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। 'খোলে রকমারি বোল উঠাইতে পারিলে বহুলোক জুটাইতে পারিলেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায়না'। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণময় 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা' দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় সে-টিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত লীলা কীর্ত্তন কর্ত্তে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তন-কারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষবর্জ্জনের কথা জানা'লেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নামকীর্ত্তন-দ্বারেই সাধিত হয়, তাহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস করতে হ'বেনা। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মকলত্যাগ এবং মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, সে সকল কৈতব বা ছলনা। যা'দের ঐ সকলের প্রয়াস আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাভাসের অভিনয় দেখাইয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে কর্ত্তে হ'বেনা। নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও চাকর কোরব না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যা'রা কর্ম্মফলত্যাগের বিচার করেন, তাদিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী' বলা হয়, তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবানকে চাকর করবার জন্য ব্যস্ত! ভোক্তৃত্বের ভগবানকে তা'দের ভোগের বস্তু করবার জন্য ব্যস্ত!

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

(মুকুন্দমালা স্তোত্র ৪)

—[হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুকোমলীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখলাভ করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

আমি নিজ কাজের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাই নে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এসকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গকে যা'দের প্রয়োজন জ্ঞান হ'য়েছে, তা'দের দ্বারা 'হরিভজন' হ'তে পারে না—'হরি-নাম' হ'তে পারে না। আহ্বানী-বক্তানীদলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হয় না। আহ্বানী হ'লেই বক্তানী হয়।

'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ'—দু'টা একই জিনিষ। নামাপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহযুক্ত হ'তে হয়।

যদি আমরা নন্দনকাননের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তা'হলে আমাদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক—

'তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে গৌরব॥

কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা'না হ'লে তা'র ফল বিষময় হ'বে। অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্ত্তে চাইলে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

বিপ্রলিপ্সায় ধর্ম্মহানি

গৌড়-নাগরী-মত বাদ-প্রচারের মূলপত্রে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের (?) শাস্ত্রীয় প্রমাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শব্দ-প্রমাণস্বীকারকারী শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিমাত্রেই প্রবন্ধ-লেখকের শাস্ত্র-প্রমাণ-বিজ্ঞানের দরিদ্রতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,—"The Devil can quote scriptures"—অসদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট জন নিজ অসদ্মত সমর্থনের জন্য তাহার মনঃকল্পিত শাস্ত্র হইতে অথবা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বহু প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের দ্বারা অসৎ মত কপট-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সজ্জন-সমাজে তাহার কোন প্রতিষ্ঠা নাই। চার্ব্বাক, ইয়াংচু, লুসিয়াস্, লুক্রিসিয়স্, সর্ভেনেপেলাস্ প্রভৃতি নাস্তিক ব্যক্তিগণের অনুগত সম্প্রদায় 'শব্দ' বা শাস্ত্র-প্রমাণ অস্বীকার করিলেও মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক বা কেবলাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি গ্রন্থের-নাস্তিক-সম্প্রদায় সকলেই শব্দ বা শাস্ত্রপ্রমাণ মুখে স্বীকার করেন, এবং তাঁহাদের স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্ত ঐ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের মূলা অতি অল্প প্রমাণিত করিয়া নিরবকাশা শ্রুতির প্রমাণ-বলে যাবতীয় সংশয় অপনোদন ও পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন দ্বারা বিচার্য্যবিষয়ের সুসিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি সাধন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ গৌরাঙ্গনাগরীর স্বকপোলকল্পিত অথবা মহাজনের নামে জাল শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। আবার আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া বা গৌরনাগরী মতকে শুদ্ধবৈষ্ণব মত জানিতে হইবে—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বাল-তাবিতা।

'শাস্ত্রপ্রমাণ' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে কোন খবর না রাখিয়া কেবল কতকগুলি কল্পিত মহাজন ও জাল পুঁথির বচন উদ্ধার করিতে পারিলেই তাহা 'শাস্ত্রীয় প্রমাণ' বলিয়া গণ্য হইবেনা। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতে আজ অসতের মত, অসুরের মত, নাস্তিকের মত, পাষণ্ডের মত, বিকৃতমত ও যাবতীয় অসদ্মতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইত। জগতে ঐ সকল মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও উহাদের প্রতিষ্ঠা নাই।

শ্রুতি, লিঙ্গ, 'বাক্য', 'প্রকরণ', 'স্থান' 'সমাখ্যা'র মধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কারণ মোমাংসক ভাস্কর প্রভৃতি অর্থসংগ্রহকারগণ বলেন যে, শ্রুতি—নিরপেক্ষা—সাক্ষাৎ উপদেশ। 'নিরপেক্ষো হ্যয়ং শ্রুতিঃ'। শ্রুতি নিরপেক্ষা এবং লিঙ্গ হইতে বলবতী হইলেও—'নিরবকাশলিঙ্গেন সাবকাশা শ্রুতির্বাধ্যতে'। নিরবকাশা শ্রুতিই মুখ্য শাস্ত্র-প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। "শ্রুতির্যোগমপহরতি"—এই ন্যায়ানুসারে 'যৌগিক' বৃদ্ধি হইতে 'রূঢ়ি' বলবতী বটে, কিন্তু অবিবক্ষিতরূঢ়ি কার্য্যকরী না হইয়া বিবক্ষিতরূঢ়িই কার্য্যকরী —ইহাই শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যাদি বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন।

'শাস্ত্রপ্রমাণ' বলিলেই যে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইবে, শাস্ত্রপ্রমাণাঙ্গীকারকারী আচার্য্যগণ এইরূপ কথা বলেন না। অস্মৎসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থপাদ শ্রীমহাভারততাৎপর্য্যে শিববাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—'শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রযোগি যৎ' অর্থাৎ শিবশাস্ত্রের যে সকল বাক্য ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, সেই সকল বাক্যই গ্রহণীয়। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও সন্দর্ভে শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিয়াছেন। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণের বক্তাও যখন শ্রীসূত, তখন শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রামাণ্য, অপর পুরাণের বাক্য ও সেইরূপ প্রামাণ্য হউক্। তদুত্তরে শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য ও ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য সন্দর্ভকার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—তাহা হইতে পারে না, কারণ অন্যান্য পুরাণবক্তা শ্রীরোমহর্ষণ সূত ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তে অনিপুণতানিবন্ধন তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে না, পরন্তু রোমহর্ষণি উগ্রশ্রবাসূত শ্রৌতপারম্পর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। যদি বল, এ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া পুত্রের বাক্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে! বৃদ্ধের বচন পরিত্যাগ করিয়া বালকের বাক্য প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে! তদুত্তরে বলিতেছেন,—বৃদ্ধসূত শ্রৌতপন্থী নহেন,

তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কথা শব্দ-প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, কিন্তু তৎপুত উগ্রশ্রবাসূত শুদ্ধ-আম্নায়-পারম্পর্য্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি কোন স্বকপোল-কল্পিত কথা বলেন না, শ্রৌতসিদ্ধান্তেরই কীর্ত্তন মাত্র করেন। সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তিতবাক্যই একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণরূপে গৃহীত ও সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। যদি বল তাহা স্বীকার করিব না, উগ্রশ্রবাসূতের কথা কেবলমাত্র তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ই মানিবে,—সকলে ত তাঁহার শিষ্য নহে, এবং তিনিও সকলের 'গুরু' নহেন। বিশালবৈষ্ণব জগতে একমাত্র গুরুগোসাঞি নাই,—ভজনবিদ্যা নিজ নিজ গুরুমুখী বিদ্যা,—ভজনরাজ্যে নানাভাবের ভজন প্রথা প্রচলিত আছে—নানা ভাবের ভজনানন্দী গুরুও আছেন, —প্রাচীন সিদ্ধসাধকগণের বিবিধ গণও আছেন,—গুরু পরম্পরাও আছে। সকলেই একজনের মতে চলিবেন, এরূপ আশা করা বড়ই অসঙ্গত আবদার'। যাঁহারা ভাগবতসম্প্রদায়ের বিরোধী মনোধর্ম্মী, তাহাদের মুখেই এই সকল কথা উচ্চারিত হয়। চিচ্ছড়-সমন্বয়-প্রয়াসকারী নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই এইরূপ যুক্তি। পরন্তু যিনি শ্রৌত-বাক্যের কীর্ত্তনকারী তিনি জগদ্‌গুরু। শ্রীযুত গোস্বামিমহারাজ—জগদ্‌গুরু, তিনি বলদেব আজ্ঞায় শ্রৌতকথা কীর্ত্তনকারী—ভাগবতসিদ্ধান্তের বক্তা— মনো-ধর্ম্মের বক্তা নহেন। তাই শ্রীনৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষি তাঁহাকে জগদ্‌গুরুর আসন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখেই ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিত বাক্যই শাস্ত্র। সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সকলেই মানিবেন। যিনি ভাগবতধর্ম্মকে সর্ব্বজীবমাত্রের একমাত্র ধর্ম্ম মনে না করেন—'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ'—এই বাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আত্মম্ভরিতা ও স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান করেন, তিনি ভাগবত-ধর্ম্ম-বহির্ভূত মনোধর্ম্মী ব্যক্তি মাত্র। সর্ব্বশাস্ত্র-চক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবতের মত কেবল ব্যক্তি-বিশেষ মানিবে এরূপ নহে, শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনকারীর কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণ মানিবে এরূপ কথা নহে। তবে অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে নাস্তিক হইতে পারেন, মনোধর্ম্মী হইতে পারেন, 'স্বতন্ত্র' মত কল্পনা করিতে পারেন, জ্ঞানি-কর্ম্মি অন্যাভিলাষী হইতে পারেন, প্রাকৃত-সহজিয়া হইতে পারেন 'পৌত্তলিক' গৌরভোগী গৌরনাগরী হইতে পারেন, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা হইতে পারেন, বিষ্ণু- বৈষ্ণবঅপরাধী হইতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ স্বতন্ত্রতা, স্বমত কল্পনা, আত্মম্ভরিতা, কখনই শ্রাদ্ধেয় নহে, পরন্তু তাহাদের দুর্দ্দৈব-পরাকাষ্ঠারই পরিচায়ক। শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী ভাগবত-ধর্ম্মবক্তার কথা সকলেই মানিবেন। সকলেই সেই ভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তনকারীর শিষ্য, এবং সেই ভাগবত-কীর্ত্তনকারীও সকলেরই গুরু,—

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা শ্রীযুত গোস্বামীর কথা সকলেই মানিবেন। যিনি মানিবেন না তাঁহার কেবল আচার্য্য-লঙ্ঘন-ফলে আত্মবিনাশ মাত্র লাভ হইবে। ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা শ্রীব্যাস দেব, শুদ্ধভক্তি-কীর্ত্তনকারী শ্রীযুতগোস্বামী মহারাজ, শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ,—ইঁহারা জগদ্‌গুরু। ইঁহাদের শিষ্যগণ কেবল ইঁহাদের কথা মানিবেন, এরূপ নহে। নিখিল জৈব-জগৎ ইঁহাদের শিষ্য। যে সকল জীব বিরূপ-গ্রস্ত হইয়া ইঁহাদের শিষ্যত্ব, অর্থাৎ ইঁহাদের দ্বারা শাসিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া মনোধর্ম্মের উদ্দাম স্রোতে ধাবিত হওয়া রূপ আত্মম্ভরিতাকেই বড় গৌরবের বিষয় মনে করিবেন, তাঁহারা কেবল অপরাধফলে অধঃপতিত হইবেন, ইহাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী জগদ্‌গুরু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথদ্বয়, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট আচার্য্যগণের কথা কেবল তাঁহাদের শিষ্যগণই মানিবে, অপরের তাহা মানা উচিত নহে, এরূপ বিচার বিরূপগ্রস্ত, জগতে মর্য্যাদাবুদ্ধিকারী, আচার্য্যে অসূয়াকারী, অপরাধী, দুর্ভাগা বদ্ধ-জীবের অথবা নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার মাত্র।

অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,—সকলেই যে শ্রীচৈতন্যকে 'ভগবান্', বলিয়া স্বীকার করিবেন, সকলেই যে তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন, সকলেই যে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করিবেন,—এরূপ হইতে পারে না। বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ বা গোস্বামিগণই

সকলের 'গুরু' হইবেন, এইরূপ হইতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্য একচাটিয়া হইতে পারে না। নদীয়া-নাগরীর বিচার ও তদ্রূপ। গৌরনাগরী ও তৎসমর্থনশীল চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদি-বাক্তি-গণের এইরূপ মনোধর্ম্মোত্থ অপন্থাধয়ন বিচারের খণ্ডনমুখে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অস্মিন্নী ভাষায় বলিয়াছেন যে, গৌরসুন্দরকে যাহারা সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব ও গৌরভক্ত-গণকে যাহারা জগদ্‌গুরু না জানেন, তাহারা 'নরপশু'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে 'দৈত্য' করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"
"যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ"

অভক্ত-সম্প্রদায় আচার্য্যদের এই সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে কি মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ ব্যতীত জগদ্বাসী বাদবাকী লোক সমস্তই 'দৈত্য'? বিশাল ধর্ম্ম জগতের সকলেই কি বিনষ্ট হইবে? ইহা কেবল সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী মাত্র। বিদ্ধ-সম্প্রদায় বলিবেন,—লীলা-লেখকগণ ঐরূপ বাক্য কেবল চৈতন্য ও চৈতন্য ভক্তের প্রতি লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ কথা নহে। বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে কখনও এক প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না। নামাপরাধী বিদ্ধভক্তগণের এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে গৌর ও গৌরভক্তগণের মহিমা 'অর্থবাদ মাত্র' পর্য্যবসিত হয়, অথবা ভক্তিকে অন্যান্য ইতর সাধন বা অন্যান্য শুভ ক্রিয়ার সহিত সমান বলিতে হয়। পরন্তু শুদ্ধ-সনাতন বা শুদ্ধ-বৈধাদ্বিক ধর্ম্ম মাত্র একটী, উহা বহু নহে, তাহাই—'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম', তাহাই আত্মধর্ম্ম, তাহাই জৈব ধর্ম্ম, তাহাই নিত্যধর্ম্ম, তাহাই শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তাহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাহাই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তখন ভাগবত-ধর্ম্ম বক্তৃগণও সর্ব্বজীবগুরু। ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা মাত্র বারজন ও তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায়। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতর-ধর্ম্ম—মায়িক ধর্ম্ম। ইহাই নিরপেক্ষ সত্য। যাঁহাদের এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ হইয়াছে তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্য-রহিত ব্যক্তির একথায় আস্থা নাই। যাঁহারা স্বরূপ দামোদর শ্রীরূপ প্রভৃতিকে 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারাই বলিয়া থাকেন, স্বরূপ-রূপানুগ বৈষ্ণব-বর্য্যের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে, সকলেই ত তাঁহার শিষ্য নহে, এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন। কিন্তু বৈশিক ও তর্ককোবিদগণ বলেন,—বিশাল বৈষ্ণব জগতের একমাত্র গুরুই তিনি—যিনি স্বরূপরূপানুগ, এতদ্ব্যতীত আর কেহ গুরুপদবাচ্য নহেন। স্বরূপ রূপের কৃপা-রহিত ব্যক্তিই লঘু—'গুরু' নহেন; 'লঘু' হইয়া 'গুরু'র দম্ভ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ 'ভজনানন্দী' হইতে পারেন না। বাদ বাকী লোকের ভজনের অভিনয় মাত্রার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ভজন—তাহা হরিভজন নহে। ইহাই শুদ্ধ ঐকান্তিকতা। ভজনরাজ্য বা ভজন প্রথাটা নিজের খামখেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ'-নহে; কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নাম—'ভজন'।

'মনের মানুষ' প্রভৃতি কথা আউল, বাউল, গৌরনাগরী, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি পৌত্তলিক দলের কথা। মনের অর্থাৎ আমরা মনোধর্ম্মোত্থ বিচারের—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের মানুষ কখনও 'মহাজন' নহেন—মনঃকল্পিত 'লঘুগুরুপরম্পরা'—'গুরু' পরম্পরা' নহে।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই শ্রীঅধয়জ্ঞান শ্রীভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অধয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে—ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আর পৌত্তলিক ও নির্ব্বিশেষবাদীর সিদ্ধান্ত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীভগবান্—অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, গুরুদেব ও অধয়তত্ত্ব; পূর্ণবস্তুর প্রকাশ—পূর্ণ। শ্রীগুরু খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন। তিনি পাঁচপোয়া সাড়ে তিন হাত মানুষ বিশেষ নহেন। যেমন এক বদ্ধজীব আর বদ্ধজীব হইতে স্বতন্ত্র, যেমন এক মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীবের মত আর এক মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীবের মত হইতে স্বতন্ত্র; অধয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ,—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সমবেদসম গুরুদেব বা তাঁহার কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত সেরূপ জাতীয় বস্তু নহে। অধয়বস্তু, অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীস্বরূপ দামোদর পৃথক্ নহেন, গুরুদেব তাঁহার মত পৃথক্ নহে, শ্রীস্বরূপ হইতে শ্রীরূপ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—শ্রীরূপ হইতে রঘুনাথ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—শ্রীরূপ হইতে শ্রীসনাতন পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—

শ্রীসনাতন হইতে শ্রীরঘুনাথ পৃথক্ নহেন বা তাঁহাদের মত পরস্পর পৃথক্নহে,—শ্রীসনাতন হইতে শ্রীগোপালভট্ট পৃথক্ নহেন—শ্রীগোপালভট্ট হইতে রঘুনাথভট্ট পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে শ্রীজীব পৃথক্ নহেন—শ্রীজীব হইতে রঘুনাথ পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পৃথক্ নহেন—কবিরাজ গোস্বামী প্রভু হইতে ঠাকুর মহাশয় পৃথক্ নহেন—ঠাকুর মহাশয় হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য পৃথক্ নহেন—শ্রীনিবাস হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর পৃথক্ নহেন, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর হইতে ঠাকুর মহাশয় পৃথক্ নহেন, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর হইতে শ্রীবলদেব পৃথক্ নহেন, শ্রীবলদেব হইতে শ্রীল জগন্নাথ পৃথক্ নহেন, শ্রীল জগন্নাথ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পৃথক্ নহেন। তাঁহারা সকলেই একসূত্রে গাঁথা ; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এক-সূত্রে গাঁথা। যাহারা বৈষ্ণব গুরুকে অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন মর্ত্য জীব বিশেষ জ্ঞান করেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে 'তোমার গুরু' হইতে 'আমার গুরু' পৃথক্, তোমার গুরুকে তুমি মান, আমার গুরুকে আমি মানি, তোমার 'কল্পিত গুরু' তোমার কাছে বড়, আমার 'কল্পিত গুরু' আমার কাছে বড়, তুমি লঘুতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া অগুরুকে 'গুরু' মানাও, আমিও তাহাই করি সুতরাং তোমার গুরু তোমার কাছে, আমার গুরু আমার কাছে।

নদীয়ানাগরী-ভজননিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপক্রম শ্লোকটী পড়া থাকিলে বা শ্রীমন্মহা-প্রভু প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তটী গুরুমুখে শ্রবণ করিলে কখনও এইরূপ 'বেদাস্' কথা বলিয়া 'শুদ্ধবৈষ্ণবদাস' হইবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারের অনুগতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় বাক্যের অপ্রামাণিকতা স্বীয় যুক্তিদ্বারাই প্রদর্শন করিতেন না।

'শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ' প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেই জাল পুঁথির প্রমাণ। পৌত্তলিক, মনোধর্ম্মী বাউল-সহজিয়ার কতগুলি গানকে 'শাস্ত্রীয় প্রমাণ' বলা 'শাস্ত্র' বিষয়ে অনভিজ্ঞতা মাত্র। পরবর্ত্তী কালে আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী সম্প্রদায় 'মহাজনের' নাম দিয়া বহু অসৎ সিদ্ধান্ত পূর্ণ জালপদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে অনিপুণ ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র গানের পদ-পরিবেশ, সুর-প্রাণ, অলঙ্কার, ভাষা এবং সুর তান,লয় মানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ ঐ সকল গান কীর্ত্তন ও মনোধর্ম্মী ইন্দ্রিয়তর্পণপর সমাজে ঐ সকল গানের প্রচলন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত রসিককুল-কৌস্তুভ শ্রীচণ্ডীদাসের কবিতা সাযোগ করিয়া অসচ্চিত্রপর বহু কুরুচিপূর্ণ গান সৃষ্টি করিয়াছেন, মিথ্যা করিয়া চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আজকাল হাটে বাজারে সেই সকল গান 'পদগান' রূপে গীত হইতেছে। শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীলোচনদাস প্রভৃতি মহাজন গণের নাম দিয়া গৌরনাগরী, কর্ত্তাভজা, প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অনেক ইন্দ্রিয়তর্পণপর পদ-গানের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস পূর্ণ পদ ও ছড়া দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর বা স্বরূপ-রূপানুগ-গণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কর্ণোৎসব বিহিত হয় না।

'গৌরাঙ্গপার্ষদ রসিক ভক্তদিগের দ্বারা লিখিত পুঁথি এবং 'পদ' বহুস্থানে অদ্যাবধি সংরক্ষিত আছে,—এই সকল 'ছেলে ভুলান' কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না। গৌরপার্ষদগণের হস্তাক্ষর সংরক্ষিত থাকিলে এতদিন 'রসিক বংশধরগণ' (?) ঐ সকল হাটেবাজারের প্রদর্শনীতে দেখাইয়া বহু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভোগানলে ইন্ধন প্রদান করিতে পারিতেন। তাঁহারা নামমন্ত্রের বিপণি খুলিয়াছেন, বিগ্রহ-প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, আর গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের স্বহস্ত লিখিত অক্ষর দেখাইয়া অতি সহজে অর্থসংগ্রহের সুযোগটা ছাড়িয়া দিয়াছেন, একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে কেন? তবে যদি কেহ কেহ গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতির মত নবীন জালপুঁথি দেখাইয়া উহাকে 'প্রাচীন' বলিয়া চালাইতে চান, তাহা স্বতন্ত্র। কাল কলি—এখন বাজারে মেকীই 'আসল' বলিয়া প্রচলিত। তাই এখন গৌরাঙ্গের হস্তাক্ষর বাহির হইতেছে, কত কি হইতেছে! কিন্তু এসকল অধিক দিন চলিবে না। সুধীসমাজ ধরিয়া ফেলিবেন।

'দীনকৃষ্ণদাস যে কবিরাজ গোস্বামী নহেন, তাহার প্রমাণ কি?—এরূপ উক্তি 'দশ চক্রে ভগবান্ ভূত' এই বাক্যের মধ্যে 'ভগবান্' শব্দটি যে পরতত্ত্ব বিষ্ণু নহেন, তাহার প্রমাণ কি এইরূপ জিজ্ঞাসার ন্যায়। পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র

ভগবান্ দশচক্রে পড়িয়া ভূত হন। কিন্তু ভগবান্ নামধারী অবতার মানুষই দশচক্রে পড়িয়া ভূত হন। স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বুকে কখনও অসৎ সিদ্ধান্ত নির্গত হয় না'—ইহাই 'নাগরী-কীর্ত্তনের রচয়িতা 'দীন কৃষ্ণদাস' যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু নহেন তাহার একটি প্রমাণ। যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নাগরীবাদের সমর্থনকারী হইবেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জগদ্বরেণ্য শ্রীগ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের কোথাও 'গৌরাঙ্গ-নাগর' শব্দটীর নামগন্ধও করিতেন না কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তরই দ্বিতীয় প্রমাণ।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ-রচিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের 'গৌরনাগরবর' শব্দটি দেখিয়া যাহারা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-কারকে গৌরনাগরীবাদের সমর্থনকারী বলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি ও দুঃসাহস হইতে বাউল-সহজিয়াদের যুক্তি আরও বলবতী ও দুঃসাহস আরও কম বলিতে হয়। কারণ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থান সমূহে 'বাউল' ও 'সহজ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কোথাও 'গৌরনাগর' শব্দটী ব্যবহার করেন নাই।

যথা,—বাউল—মধ্য ২।৪৯, ১৬।১৬১, ১৬৮, ২১।১৪৬, অন্ত্য ১১।৫১, ১২।৯, ২০, ২১, বাউলিয়া—আদি ১২।৩৬, ৪৯, মহাবাউল—অন্ত্য ১৪-৪৭ ॥

সহজ প্রেম মধ্য ১৪।১৬৭, সহজবস্তু মধ্য ২।৮৯, সহজ স্বভাব অন্ত্য ২।৩৫, সহজ গোপীর প্রেম ম ৮।২১৫।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদবিরচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে অর্থান্তরে ব্যবহৃত একটী মাত্র "গৌরনাগরবর" শব্দ দেখিয়া গৌরনাগরী নাচাইয়া উঠিয়াছেন। বাউল ও সহজিয়া-মতবাদ কিন্তু 'বাউল' ও 'সহজ' শব্দটী শ্রীচরিতামৃতে বহুবার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌরপার্ষদগণের মত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

নব্য প্রচারিত শ্লোককে 'শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের রচিত শ্লোক' বলিলে চলিবে কেন? গৌরনাগরীদল জাল পুঁথি গুলির বড়ই পক্ষপাতী। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভজনামৃতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তই দৃষ্ট হয়, তাহাতে গৌরনাগরীর কোন নামগন্ধও নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নামে যে সকল জাল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে, তাহা কখনও প্রামাণিক নহে।

গৌরনাগরীগণের পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত-রসিককুলচূড়ামণি, গৌর পার্ষদ-প্রবর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংরক্ষক ও সম্প্রদায়ের মূলস্তম্ভ আচার্য্যবর্য্য ষড়্গোস্বামীর একটী বাক্যেও তাহাদের মতবাদের সমর্থনকারী প্রমাণরূপে উদ্ধার করিতে পারেন নাই কিংবা শ্রীচৈতন্য-লীলালেখকাগ্রণী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতেও কোন প্রমাণ পান নাই। ছয় গোস্বামীর বিরোধী মত ও শ্রীব্যাস শুকের বিরোধী মত—ভাগবত বিরোধী মতকে 'শুদ্ধবৈষ্ণব মত' বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। সেই মতের কোন প্রতিষ্ঠা নাই; অতএব তাহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক।

• •

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
গ্রহণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"
"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।"

এই সকল শ্রুতি সাবধারণা ও নিরবকাশা অর্থাৎ অতি স্পষ্টভাবে ও নিশ্চয়রূপে শ্রীগৌরসুন্দর যে 'নাগর' নহেন, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। নিরবকাশা ও সাবধারণা শ্রুতির স্বকপোল-কল্পিত বিকৃত বা কদর্থ করিলে তাহা কখনও গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাবীর রাজার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই প্রমাণ যাবতীয় জাল ও আধুনিক পুঁথির প্রমাণ, এবং সাবকাশা শ্রুতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এ সকল প্রতিজ্ঞা বাক্য বা নিরবকাশা শ্রুতির অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—'এবং বদন্তি রাজর্ষে কথয়ঃ কেচনাহিতা' অর্থাৎ কোন কোন শ্রুতি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত হইয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন—এই বাক্য-প্রমাণ দ্বারা 'শ্রুতিবাক্য' হইলেও অনবধানতা-প্রযুক্ত বলিয়া সেই সকল বাক্যের স্বারস্য নাই। শ্রীশুকদেবাদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌তম শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-নিপুণ মহামুনিগণ কর্ত্তৃকও সেই সকল

স্বীকৃত হয় নাই; তদ্রূপ বিদ্বদ্ভক্ত-সমাজে 'মহাজন' বা 'মনের মানুষ' বলিয়া প্রচলিত কতিপয় ব্যক্তির পদগান ও মহাজনের নামে কতিপয় জাল পদাবলী 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' 'শ্রীচরিতামৃত' ও ষড়্গোস্বামিগণের প্রমাণ-বাক্যের বিরোধী বলিয়া সেই সকল বাক্যাবলীরও কোন স্বারস্য নাই। অল্প সময় অবকাশ-যুক্ত প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোস্বামিগণের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-দ্বারা উপমর্দ্দিত হইয়াছে।

'সবে শ্রীমাত্র না দেখেন দুই-কোলে ইত্যাদি বাক্য মহানদোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাই বলুন আর মূর্খেরাই বলুন, উহা শ্রীগৌরাঙ্গাবতারেই সম্বন্ধিত হইবে, ইহা শ্রীব্যাসাবতারের সাক্ষাদুপদেশ হইতে প্রমাণিত। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিন্তু মহামহিমান্বিত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এ'কথা বলেন নাই। তিনি মহামহিমবর হইয়াও রাসক্রীড়াকে রূপক বলেন না। যদি রূপক বলিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের সর্ব্বপ্রস্তাবেই রাসকৃষ্ণের রাসবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেন না—'যে ঈশ্বর মুনিগণ করেন নিন্দন। তাঁ'রাও রাসের রসে করেন স্তবন॥" রাসপঞ্চাধ্যায়ির ন্যায় মহামহিমগণ শ্রীনন্দ-নন্দনকে 'ব্রজবধূলম্পট', 'নাগররাজ' বলিয়া স্তব করিতে বিরত হন নাই। 'বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্ব্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার'। ভাঃ ১০।২৯।৪৬। ইত্যাদি শ্লোকে মহামহিম শ্রীশুকদেবের উক্তিই তাহার প্রমাণ। এই সকল মহামহিমগণ রাসলীলাকে রূপক বলেন নাই, শ্রীব্যাসদেব শ্রীরাসলীলাকে রূপক বলেন নাই, তাহা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকোক্তি হইতে প্রমাণিত হইবে। অতএব প্রবন্ধ লেখকের শ্রীচৈতন্যভাগবত-বাক্যের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যাও খণ্ডিত হইল।

গৌরনাগরী মতবাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেই সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, অসত্যের প্রতিষ্ঠা নাই, কেবল অসত্য-বাদিগণের অসদ্গোঁড়ামী আছে। গোঁড়ামী-দ্বারা মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা হয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬ সংখ্যার পর)

খাণ্ডোয়ার সংস্কৃত নাম 'খাণ্ডব বন'। এখানে কয়েকটী দেবালয় আছে। ইহা এই নামীয় জেলার সদর। বেলা ২টার সময় বাম্পীয়-যানে আরোহণ করিয়া আমরা মুম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে একটী মুসলমান উকিল ছিলেন। একটী গোয়াবাসী খৃষ্টান ভদ্রলোকও আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। মুসলমান উকিল মহাশয়ের নাম হবিবুল্লা। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটী বালকের অপব্যবহার দমন-কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বলিলেন। দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপকারের জন্য কোনও চেষ্টা না করায়, তিনি দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া নির্য্যাতিত মুসলমান পক্ষের ওকালতি করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণ বাবুর সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হওয়ায় তিনি আমাদের প্রচার্য্যবিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন। ধার্ম্মিক সমাজে ও ধর্ম্মযাজক-সমাজে যে সকল অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলাপ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, উক্ত সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবহারজীবী মহাশয় আমাদেরই ন্যায় স্বীয় ধর্ম্মসংরক্ষণে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া শেষ জীবন ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশে দরিদ্রগণের ধর্ম্মযাজকগণ হইতে নির্য্যাতন বিষয়ে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমাদের কথোপকথনে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উদার ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইলেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামের ষ্টেশনে অবতরণ করিলে তথা হইতে আর একটী প্রাচীন মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। তিনিও মুম্বাই যাইতেছেন। ইহার সৌজন্যও যথেষ্ট। ভুসাবল ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত বনমহারাজ ও ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দকে express গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল, উদ্দেশ্য—আমাদের পূর্ব্বেই তাঁহারা মুম্বাই সহরে উপনীত হইয়া তথায়

আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে নাসিক রোড ষ্টেশন হইতে নাসিক নগরী পরিদর্শন করি। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ বেলা ১১টার সময় মুম্বাই ষ্টেশনে নামিয়া বড় মন্দিরের সত্বাধিকারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তত্ত্বাবৈত-ভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ শাস্ত্রীর সহিত বনমহারাজের কিছু আলাপও হইয়াছিল। গোস্বামী গোকুল নাথ জীউ মহারাজ এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদিগের স্বভাব-সুলভ সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের বাসোপযোগী মন্দিরের সন্নিকটে স্থিতা অট্টালিকার তিনটী গৃহে আশ্রয় দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। উহাদিগের নিকট স্থান লাভ করিয়া আমাদিগকে আনিবার জন্য শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ও বনমহারাজ বেলা একটার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের সংগৃহীত আসাদের উদ্দেশ্যে তিন খানি অশ্বশকটে ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। মুম্বাই সহরের বর্ত্মগুলি ও পল্লীসমূহে উহাদের বাঙ্গ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। পরে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই স্থানটী ফুলেশ্বর বাজারের সন্নিকট। মুম্বাই নগরের অধিকাংশ বৈষ্ণব এই ফুলেশ্বর বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অবস্থান করেন। এই শ্রীবালকৃষ্ণের মন্দিরকে 'বড় মন্দির' বলিয়া সাধারণ লোকে জানেন। কলিকাতা বড়বাজারের লোকসংঘট্টের ন্যায় মুম্বাই এর ফুলেশ্বর বাজার সর্ব্বক্ষণ জনাকীর্ণ। এই পল্লীর মন্দিরে যাইবার রাস্তা সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক সমূহে পূর্ণ। সর্ব্বক্ষণই মন্দিরে দুই চারিশত লোক উপস্থিত আছেন। সেবা-কার্য্যের জন্য প্রায় দেড়শত গাভী গোশালার শোভা বর্দ্ধন করে। সহরের মধ্যে এই মন্দিরের বিস্তৃত ভূমি আছে ও তদুপরে বহু অট্টালিকা স্থিত রহিয়াছে। গোস্বামী মহারাজ মুম্বাই সহরের একজন সুপ্রসিদ্ধ আঢ্য গৃহস্থ আচার্য্য। ইঁহাদের অসংখ্য শিষ্য। মুম্বাই নগরে সনাতন ধর্ম্মীয় একটী সমাজ ও শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের একটী সমাজ লক্ষিত হয়। ইহাঁরা উভয়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের দুইটী স্তর। এতদ্ব্যতীত পার্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায় সহরের অধিবাসী। মুম্বাই সহরের গৃহভাড়া কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। খাদ্যদ্রব্যাদি কলিকাতা অপেক্ষাও মহার্ঘ। এক আনার নিম্নে কোন একটী খাদ্য দ্রব্য এমন কি শাক পর্য্যন্ত বিক্রীত হয় না। সহরটী কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ নহে। প্রসিদ্ধ পথগুলিতে ট্রামওয়ে আছে। কতিপয় ট্রামওয়ে গাড়ী দ্বিতল। টিকিটে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও ট্রাম-ষ্টেশনের নম্বর লিখিত আছে। অপরাহ্ণে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা Sassoon Dock এর দিকে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসি। সন্ধ্যার পর বহুজনতা-পূর্ণ সঙ্ঘ স্রোতের ন্যায় মন্দিরে দেবদর্শনোদ্দেশে গমন করিতেছে, দেখিতে পাইলাম; এবং রাত্রিশেষ উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে বহু ব্যক্তি প্রাতঃকালীন আবাত্রিক দর্শনে অগ্রসর হইতেছেন, দেখা গেল। 'কৃষ্ণ-নাম' ও সংস্কৃত স্তোত্রাদি উচ্চারণে স্থানটী মুখরিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগোড়ীয় মঠ

২২।১১।২৪ইং

নমস্তস্তুপ্রকাশে,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বৈষ্ণবের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি শ্লোকে' বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সহিষ্ণুতা' তদ্রূপ করিতে হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সহ্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হইলে তদ্রূপ সহ্য করিবেন। তাহাতে অসহ্য হইলেও কতকটা সহ্য করিবার শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পরে কলিকাতার দিকে আসিবেন। কিন্তু ইতো-মধ্যে ত্রৈপদিক ধর্ম্মশিক্ষার অবসর জানিবেন। অন্যান্য কথা পরে জানাইব।

নিত্যাশ্রিতার্থী

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

৬ জুন ২৩ মৌঃ

শ্রীযুক্ত • • অধিকারী ভক্তি • •

সমীপেষু

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ আমলাযোড়া হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী • • ও শ্রী • • উভয়েই আমলা যোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ আমলাযোড়ার সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ গৌরদাস মাতুলবাড়ী এবং তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা শ্বশুরোষ যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম আপনার শ্যালকের বিবাহ উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমলাযোড়ায় মঠ স্থাপন পূর্ব্বক গৌরদাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও গৌরদাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। দীনদয়াল ও হরেকৃষ্ণকেও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্তচাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়াযুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সেজন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গল-জনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, শ্রীগৌরদাসের জননী এবং আপনি পুত্রস্নেহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে ভক্তিবিলাস মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনাদেরও ভজন ব্যাঘাৎ ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও আমলাযোড়ার বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়ামোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাৎ করিবে। সে জন্য আমলাযোড়ার গৃহে থাকিয়া গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরিসেবার মঠ পৃথক্ বস্তু। যখন 'গৃহসেবাকেই' 'হরিসেবা' মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরিসেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্রস্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। অন্তঃপুরে মুকুন্দশায়ও যখন পুত্র-স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরিজন-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নী-সহবাস-সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করায়। আপনি 'ভক্তি • •' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন? শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহপাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মবোধে • • • গিয়া কিছুদিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন; পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গ প্রভাবে গৃহকর্ম্মকে হরিভজন বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন। আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শ্রবণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণসম্বন্ধাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্য বুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহাপেক্ষা ভালবুদ্ধি দিন ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

প্রশ্ন—'ভগবৎ পূজা' হইতে ভক্ত-পূজা শ্রেষ্ঠ কেন?

উত্তর—অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজা-ব্যতীত ভক্তির

প্রারম্ভ হয়না. কেবল বিতর্ক-দ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিঘ্ন নির্দ্দিষ্ট হয় না। অতএব অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে ভগবৎ পূজাই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধির প্রয়োজন। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধির সহিত যে ভগবৎ পূজা, তাহা পৌত্তলিকতারই প্রকার-ভেদ। পৌত্তলিক পূজকগণ ভক্তসঙ্গে শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধি লাভ করিলে বিশুদ্ধভগবৎ পূজক হইতে পারেন। এই জগতে জীবই চিন্ময়বস্তু, জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময়। চিন্ময়বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে জড় ও জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত 'কৃষ্ণপূজা' করিতে হইলে, কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা একসঙ্গীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা অথচ চিন্ময়তত্ত্বে পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, লৌকিকী শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। উপাস্য বস্তুতে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য সংশ্লিষ্ট; এই ত্রিবিধ বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলে, অর্দ্ধ-কুক্কুটিন্যায়ানুসারে একটি ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়, বস্তুতঃ উহাও শুদ্ধ নহে। কেননা, উহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি নাই।

বেদান্ত-ভাষ্যকার বল-সহায়ী বলদেবাভিন্ন বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ড প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"বিষ্ণ্বারাধনাৎ বৈষ্ণবারাধনং পরং— শ্রেষ্ঠং তত্ত্বমো তদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবারাধনা শ্রেষ্ঠতার কারণ, ভক্ত-পূজা ভগবৎ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 'ভক্তি' বলিলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ বাস্তব অভিন্ন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। একটির অভাবে অন্যের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। বিশেষতঃ ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের বিশ্রাম, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা শরীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণ তদ্রূপ অঙ্গী ভগবানের সেবাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জিহ্বাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপ নিজ ভোগোপযোগিবস্তু গ্রহণ ও স্বাদাদি দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি মনেরই সন্তোষ-বিধান করে, মনের তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি, সেইরূপ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের তৃপ্তিতেই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের পরিতৃপ্তি হয়। অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর স্বতন্ত্রভাবে সেবা যেরূপ তাহার সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তকে ছাড়িয়া অঙ্গী ভগবানের সেবাতেও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে না। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

লঘু ভাগবতামৃত উঃ খঃ ১ম শ্লোক।

তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় স্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না অর্থাৎ তাঁহাকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত নিরবয়বরূপে দর্শন করেন কিম্বা নিজকে আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের গোবিন্দ-পূজা অহংগ্রহোপাসনার প্রকার-ভেদ বলিয়া উহা দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র, শুদ্ধভক্তি নহে। এই জন্যই পূর্ব্বমহাজনগণ দাম্ভিকতার অবসর না দিয়া শুদ্ধভক্তপূজাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীল ভক্তি বিনোদ-রচিত নিম্নলিখিত গীতিটী আমাদের অনুক্ষণ আলোচ্য—

কৃপাকর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব,
'শুদ্ধ অভিমান তাজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান তার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

(কল্যাণকল্পতরু ৮)

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১০ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় ভবনে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীদশমশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করেন এবং সদ্গুরু-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে অতীব চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা করেন। সভাপ্রিয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর শুদ্ধভক্তি প্রচারে আন্তরিক যত্ন, উৎসাহ ও বিবিধ সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ ১৩ই চৈত্র বেড়চাপানিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং 'সদ্গুরু'গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

১৪ই চৈত্র যাদবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫ই চৈত্র উক্ত যাদবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র নাথ মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তৎকাল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং 'নাম-ভজন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৬ই চৈত্র স্বামিজী মহারাজ পুঁড়োগ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দুইদিবসকাল বিরাট সভায় ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতার দ্বারা শুদ্ধভক্তির প্রতি সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন।

রেঙ্গুনায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পদাঙ্কিত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রাণধন ভক্তবৎসল শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্থান রেঙ্গুন গ্রামে আবার গৌরনিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সনকালীয় শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী-প্লাবন শুক্লগৌরাঙ্গ রূপায় প্রকট করাইয়া সকলের হৃদয়ে গৌরনিত্যানন্দ ও প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণব্যক্তি শুদ্ধভক্তিপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন আদিত্য, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মোচরানা, শ্রীযুক্ত রাধামোহন রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ নন্দী, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র আদিত্য ও শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ মহান্ত মহাশয়, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর অধিকারী মহাশয়ও প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

চুঁচুড়া নগরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি জনরঞ্জন মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কয়েকদিন ধরিয়া শ্রীগ্রন্থ পাঠ বক্তৃতা ও নগরকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া চুঁচুড়া বাসীর যথেষ্ট সুকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তির প্রচার বিষয়ে প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস সাধু মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সাধুসেবায় অনুরক্তি বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি চুঁচুড়া-বাসীকে শুদ্ধহরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রাণপণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সাধু, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র সাহা প্রভৃতি ভক্তমণ্ডোদয়গণের চেষ্টা ও উল্লেখযোগ্য।

গত ২রা ও ৩রা বৈশাখ শুভক্রাইষ্টের সময় মেদিনী-পুর জেলার বাসুদেবপুর চিকনিয়া গ্রামস্থ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভাগবত জনানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক অপ্রকট-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং কাঁথি, তমলুক প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও সজ্জন ব্যক্তি উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীমঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবলাল কাব্যতীর্থ বি এ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহোদয় প্রভৃতি সজ্জনগণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়গানে মুখরিত হইয়া সজ্জনহৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব অমর্ত্ত্য আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিয়াছিল। সমাগত সহস্র সহস্র বালবৃদ্ধযুবনিতাকে প্রচুর পরিমাণে শ্রীশ্রীমহা-প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গত ২৯শে মাঘ শনিবার ভৈমী একাদশী তিথিতে শ্রীপাট দেহুড় গ্রামে অষ্টপ্রহর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ কেশবভারতী গোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে ধুলোট উৎসব, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজন এবং সন্ধ্যাকালে মাহুত সভায় উৎসব উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের লিখিত প্রবন্ধও কবিতা পাঠ এবং সংগীতাদি হইয়াছিল। ঐ দিন বর্দ্ধমান জেলার আউড়িয়া গ্রামেও ভারতী গোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
অনাসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-রহিত
বিষয়সমূহ সকলি মায়িক।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৪, ৭ই মে ১৯২৭	৩৭শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

যে-তে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বন্ধুত সকল অসংসার॥
ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরি নামে তারে করিবে সংহার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৭—৩০)

হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
মোরে দেখ হরিদাস বলে ডাকি দিয়া॥
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দৃঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তারা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নাহিনু বৈকুণ্ঠ হইতে সহা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তারে সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি দেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করে মুক্তি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিফল॥
কাটিতে না পারে। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়ে। তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লও।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কও॥
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভাল মতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে কি না করে ভক্তের কারণে॥
অনন্ত অনন্ত প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-দুঃখে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব রোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৩৪—৪১)

প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেক তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে।
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে রাখিলা সর্ব্বকাল॥
যেন স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৯৩—৯৭)

রূপ-দর্শন

'রূপ-দর্শন' সম্বন্ধে মনোধর্ম্মি-সমাজে নানাপ্রকার শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধিনী ধারণা ও কল্পনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কেহ বা কেহি বা ভোজবাজী-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা অত্যন্ত কল্পনা বা চিন্তার প্রতিচ্ছবি-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা ভূতপ্রেত-জাতীয় ছায়া-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা স্বপ্নাবস্থায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোন অঙ্কিত চিত্রের 'প্রতিবিম্ব-দর্শনকে'ই 'রূপ-দর্শন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অপরকে ভ্রমে পাতিত করেন। এই সকল দর্শন ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই প্রকারভেদ মাত্র।

অনেক সময় আমরা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণকেই ভগবৎ-কৃপা মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি। সেই সময় মনোধর্ম্মের কুবুদ্ধি আমাদিগকে মহানুভবগণের অকৃত্রিম-সেবা চেষ্টা ও ক্রিয়া-মুদ্রাকে অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া 'আনুসরণিক' শ্রৌতপন্থী করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'আনুকরণিক' 'অশ্রৌত-পন্থী' বা 'আরোহবাদি-প্রাকৃত-সহজিয়া' করিয়া ফেলে। এইরূপ আরোহবাদী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া আমরা অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপকে প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা কিংবা প্রাকৃত মনের দ্বারা দর্শন ও অনুভব করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকি। আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের উচ্ছ্বাস কতপ্রকার সঙ্গীত, কবিতা, ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে ব্যক্ত করিয়া আমাদের সমশীল অর্থাৎ জগতের অন্যান্য মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণের সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা কুদর্শন লইয়া সুদর্শন-চক্রকে দর্শন করিতে চাই, 'কুরূপ' লইয়া 'সুরূপ' দেখিতে চাই। ভগবান্ আমাদিগের রূপ দেখিয়া কি প্রকারে সন্তুষ্ট হইবেন, তজ্জন্য কোনও যত্ন না করিয়া অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক সেবাময় স্বরূপ যাহা অধুনা যাহা মলিনতা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহাকে মলিনতা-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ, কৃষ্ণের নেত্রোৎসবের যোগ্য করিবার যত্ন না করিয়া যে আমাদিগের রূপদর্শনের স্পৃহা, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্রূপদর্শন-লালসা নহে, পরন্তু কৈতবাবৃতা; দৈবীমায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মায়িক রূপদর্শনেচ্ছারই প্রকারভেদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র। কবে কৃষ্ণ আমার রূপ দর্শন করিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্তা হইবেন—এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে আমি 'কুরূপ' অর্থাৎ স্বরূপবিস্মৃত থাকিয়া, 'অধোক্ষজ-কৃষ্ণরূপ'কে ভোগের বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া, তাহা দ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উৎসব সম্পন্ন করিব—এইরূপ বুদ্ধি অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়ার বুদ্ধি। অধোক্ষজ কৃষ্ণ কখনও আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী হইতে পারেন না। আমি সেইরূপ বুদ্ধি লইয়া যে 'রূপ দর্শন করি বা করিয়াছি' প্রভৃতি বুদ্ধি পোষণ করি, তাহা কেবল আমার প্রতি আবরণী বা বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার ছলনা মাত্র।

অনেক মনোধর্ম্মিব্যক্তির ধারণা যে, যদিও ভগবান্ স্বরূপে অপ্রাকৃত-রূপ-বিশিষ্ট, তথাপি তিনি প্রাকৃত জীবের ন্যায় প্রাকৃতরূপ গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত হন। এইরূপ চিন্তাস্রোত হইতে কোন কোন কবিতা ও গান প্রসূত হইয়া থাকে—

মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্রজীব পাবে না তোমাকে?

• • •

মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্।
দুটী কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে ব'সে রবে।
কিরূপেতে গৌর-বোলা তোমা লাগ পাবে?

এইরূপ চিন্তা-প্রণালী কৃষ্ণে অপরাধী নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচার-উদ্ভূতা। এইরূপ বিচার বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা-ময় বিচারমাত্র; পরন্তু এই সকল বিচার প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক ও মনোধর্ম্মি সমাজে বড়ই সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

মায়াধীশ ভগবান্ কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে অবতীর্ণ বা জীবের নেত্র-গোচর হন না। তুরীয় কৃষ্ণের কথা ত' দূরে থাকুক, তাঁহার অংশাংশ কলা বিকলা পুরুষত্রয় —যাঁহাদের জগদাদি সৃষ্টিকার্য্য লইয়া ব্যস্ততার, তাঁহাদেরও মায়াস্পর্শ নাই, বিষ্ণুতত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবেরও মায়া-স্পর্শ নাই। বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে আগমন করেন না—ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥

. . .

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার॥

(চৈঃ চঃ আ ২।৪৯, ৫৪)

মায়ী = মায়ার অধীশ্বর

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৩)

শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত না হইলে কখনও ভগবদ্রূপ দর্শন হয় না। যাহারা স্বরূপ-রূপের অনুগত নহেন, তাঁহারাই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় বিপ্রের উদাহরণে তাহার সাক্ষ্য পাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, "যেহেতু শ্রুত্যাদিতে ব্রহ্মকে নাম-রূপ-রহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিত্য মূর্ত্তি নাই। তিনি স্বরূপে নির্ব্বিশেষ নিরাকার; মায়া-সংযোগে সাধকের কল্পনানুযায়ী রূপ গ্রহণ করিয়া সাধক-জীবকে সেই কল্পিত রূপ প্রদর্শন করেন।" শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতে নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই অসদ্ভ্রম নিরবকাশ শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা নিরাস করিয়াছেন; যথা শ্রীবাসুদেব অধ্যাত্মে—

অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্ রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বা সাকল্যরূপে ভগবানের গুণ কেহ বলিতে না পারায় তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার রূপের অপ্রাকৃতত্ব হেতু ভগবান্ 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শ্রীল রূপের অনুগত শ্রীল জীবপ্রভুচরণ সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহী ও দেহ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন বস্তু, শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুজনে সেইরূপ ভেদ নাই। ঈশ্বর বস্তুতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবের বিগ্রহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে, কিন্তু কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেবল—'রাহুর-শির' প্রভৃতি কথনের ন্যায় 'কৃষ্ণের বিগ্রহ' প্রভৃতি বাক্য বলা হয় মাত্র। আমরা বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে এই প্রসঙ্গ আর বিস্তার না করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করিব। এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবান্মুনি ও গোস্বামিপাদগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষাং সাধনানাং তৎ সাক্ষাৎকারো হি সৎফলম্।
তথৈবামূলতো মায়া নশ্যেৎ প্রেমাপি বর্দ্ধতে॥

দিগ্‌দর্শিনী—হি যস্মাত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাৎকার এব সদুৎকৃষ্টং ফলং তথৈব সাক্ষাৎকারে সত্যেব আমূলতঃ মূলং ভগবদ্বিস্মৃতিস্তৎপর্য্যন্তং মায়া নশ্যেৎ। তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে —"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" ইতি। যেহেতু ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবদ্বিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধেও বর্ণিত আছে যে, 'আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলেই ভগবদ্বস্তু-বেত্তার হৃদয়-গ্রন্থি ও অসম্ভাবনাদিরূপ সন্দেহ-রজ্জুসকল ছিন্ন হয় এবং অনাবৃত্ত ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ভগবদ্দর্শন-ফলে সমূলে মায়া বিনষ্ট হইলে ভগবদ্বিষয়ক প্রেমা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, রূপ-দর্শনের ফল আমূল ভগবদ্বিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনাশ অর্থাৎ মনো-ধর্ম্মরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ও ভগবানের অচিন্ত্যত্ব বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন এবং অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ভগবৎ-সেবানিষ্ঠা ও সেবামাধুর্য্য-উপলব্ধি। ভগবদ্রূপ দর্শন করি-বার পর জড়রূপ-মুগ্ধতা থাকিতে পারে না। যাহার জড়রূপ-মোহ রহিয়াছে, অথচ 'আমার ভগবদ্রূপ দর্শন হয়'—এইরূপ বাক্য সেই ব্যক্তির মুখ হইতে শুনা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবদ্রূপ দর্শন করে নাই; পরন্তু প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়ায় তাহার বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃতরূপকেই সে ভ্রমবশতঃ 'অপ্রাকৃত' মনে করিতেছে মাত্র।

অনেকের ধারণা যে, ভগবান্ বুঝি তাহাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী বা আয়ব্যয়োপস্থাসের কোন ভূত-প্রেতজাতীয় পাত্রবিশেষ যে, তিনি তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহার অধোক্ষজ ত্রৈলোক্য-সৌভগ-রূপ দর্শন করাইতে বাধ্য!

শ্রুত্যাদিশাস্ত্র এইরূপ ভোগময়ী ধারণার বিপক্ষেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তু প্রাকৃত দৃষ্টির মধ্যে আসেন না, প্রাকৃত চক্ষে ভগবদ্রূপের দর্শন হয় না। যিনি সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে ভগবান্‌কে বরণ করেন, ভগবান্ সেই শুদ্ধচিত্ত বা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তখনই আমাদের স্বরূপ-দর্শন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্রূপ দর্শন হয়। স্বরূপ-রূপানুগগণ এইরূপ ভোগপন্থারই রূপদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, (ভাঃ ১০।৩।২৮)—

রূপমেতৎ পৌরুষং ধ্যানসিদ্ধ্যৈ
যস্মা প্রোক্তং মাংস দৃশাং কুধীনাম্॥

স্বামিটীকা—পৌরুষমেতৎ ধ্যানসিদ্ধ্যৈ ধ্যানাস্পদং মাংস দৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মা কৃথাঃ।

হে কৃষ্ণ! তোমার এই ঐশ্বর্য্য-রূপ ধ্যানাস্পদ, তাঁহাকে মাংস-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গোচর করিও না।

দেবকীর এই বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের অতীন্দ্রিয় রূপ যাহারা জড়ের বস্তু বা মাংস, চর্ম্ম দর্শন করে, তাহাদের গোচরীভূত হয় না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সেইজন্যই বলিয়াছেন—একমাত্র সেবোন্মুখ হৃষীকে (ইন্দ্রিয়েই) স্বয়ংপ্রকাশ হৃষীকেশের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু মোক্ষধর্ম্মের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

রূপীতি হেতোর্নৃপতের্যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্য ইতি স্ম মা স্ম বিচার্য্যতাম্॥
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য কলিয়েঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্।
ততো নিজস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্॥
তদ্দর্শনে ত্বনুৎকণ্ঠা যমেষ্টেব চ কারণম্।
ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যূর্দ্ধপদাং স্বয়ং পুনঃ।
নস্তেরমিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশির্দর্শনে॥

(লঘু ভাঃ ৪০৯, ৪১০, ৪১১)

মোক্ষধর্ম্মের বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, রূপী বলিয়া যেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও নয়নের বিষয় হইয়া থাকেন, এরূপ নিশ্চয় করিও না। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভগবানের রূপবত্তা থাকিলেও স্বীয় অদৃশ্যত্ব জানাইয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা নিজ স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই রূপের দর্শন বা অদর্শনে আমার নিজস্ব ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং 'ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যূর্দ্ধপদাং' এই পদ্যার্দ্ধ বলিয়াছেন। 'নস্তেয়ং' শব্দে অদৃশ্য হইতে পারি; যেহেতু অদর্শনে 'নশ্' ধাতুর প্রয়োগ। সুতরাং ভগবানের নিজস্ব ইচ্ছাই ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের কারণ। যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ 'অচাক্ষুষরূপ' কোন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্রের বিষয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রূপদর্শন ঘটে; অন্যথা ভগবান্‌কে আমাদের বাগানের মালীর মত মনে করিয়া—'বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও এ'সে আমার হৃদয় মাঝে বা আমার নয়ন পানে' 'তোমার আন্‌তে যে হবে সে'—প্রভৃতি প্রলাপবাক্য বকিলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ অধোক্ষজ ভগবান্ তাঁহাকে আমাদের ভোগোন্মুখ-নেত্রেরও বিষয়ীভূত করিবেন না। তাই শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়স্ততঃ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেত্তামিতঃ প্রভুম্" ॥ ইতি

পাদ্মে চ—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ তস্য কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ" ॥

১৫০ ॥ ইতি।

সেই ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা 'স্বয়ংপ্রকাশ-শক্তি'-দ্বারা নেত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; কিন্তু চক্ষুর বিষয় বলিয়া চক্ষুতে অভিব্যক্ত হন না। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও স্বরূপ-শক্তিদ্বারা দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকেন; সেই স্বরূপশক্তি-ব্যতীত কেইবা অপরিমেয় প্রভু পরমেশ্বরকে দর্শনে করিতে সমর্থ হয়! পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ অর্থাৎ অচাক্ষুষ

হইয়া ও নিজশক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তজনের সেবোন্মুখ-নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবানের স্বেচ্ছাময়-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধার করিয়া শ্রীল রূপপাদ মনোধর্ম্মি-রূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিসমাজকে সতর্ক করিয়াছেন।

সত্যযুগে উপরিচরবসু নামে এক পরম বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। তাঁহার কায়মনোবাক্য নিখিল অবস্থায় হরি-সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। তিনি বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করিতেন না। তিনি পঞ্চরাত্রপথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তৎশেষ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিতেন। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, স্ত্রী ও যান-বাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্য বস্তু নারায়ণ-প্রসাদ-লব্ধ বলিয়া তিনি তাহাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুসেবাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; তিনি বিদ্ধাভক্তিকে কখনও আদর করিতেন না। পঞ্চরাত্র-বিৎ শ্রোত্রীয় ভক্তভক্তগণ তাঁহার হরিসেবাময় গৃহে প্রীতি-পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিতেন। মহারাজ উপরিচর সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট হইতে সপ্তর্ষি-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে সদা-সেবোন্মুখ উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ করিত ও আকাশপথে মহাবেগে ক্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অজ্ঞ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভাগবতবর উপরিচরকে কহিলেন,—এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কি নিমিত্ত বিষ্ণু হরি এই যজ্ঞেও দর্শন প্রদান করিলেন না? অতঃপর সেই ভাগবতবর উপরিচর এবং সদস্যগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই সুরাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। 'হে বৃহস্পতে! আপনি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য। আপনি বা আমরা তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ নহি; তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই'—

"ন শক্যাঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে!
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি"॥

অনন্তর একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক ঋষিত্রয় বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুর-গুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সনাতন পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদ-সাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তপস্যানুষ্ঠানে সমাপনের পর আমাদিগের অবস্থানস্থানে এই আকাশ-বাণী আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল,—'হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, তোমরা শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পার'। এইরূপ দৈববাণি শুনিয়া আমরা শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম, কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরম-পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে করিলাম, আমাদের বোধ হয় কঠোর তপোবলের অভাবে পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ ঘটিতেছে না। পুনরায় সাত-বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। তপস্যান্তে পরম প্রভা সম্পন্ন অনুক্ষণ নাম-কীর্ত্তন-পর শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মগণকে দেখিতে পাইলাম। আরও শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা 'পুণ্ডরীকাক্ষ,' 'হৃষীকেশ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিতেছেন। তৎকালে সেই মহাত্মগণের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। এই সময় একটী আকাশ-বাণী শ্রুত হইল যে, 'হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ পুরুষগণকে দর্শন করিলে,

ইহার প্রাকৃতেন্দ্রিয়-শূন্য ; ইহারা ভগবান্ নারায়ণের রূপ-দর্শনে সমর্থ। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, সেবোন্মুখ-ব্যক্তি ব্যতীত অন্য আর কেহই তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ হয় না'। হে সুব্রাহ্মণ্য ! আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও ধ্যান-করা প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের রূপদর্শনে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে ?

উপরি-উক্ত মহাভারতীয় উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নিজ-পৌরুষবলে বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে কোন অস্বতন্ত্র জীব স্বতঃসিদ্ধ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করিতে পারেন না। ভগবান্ কখনও মায়াবদ্ধ জীবের অবৈধ আবদার রক্ষা করিবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আসেন না ; তাঁহার 'স্বতঃ-প্রকাশিকা'-শক্তি যদি প্রেমাঞ্জন-ছুরিত অপ্রাকৃত-লোচনের নিকট কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত-রূপ প্রকট করেন, তবেই ভগবদ্রূপ দর্শন হয়, ইহাই নিখিল শাস্ত্রশাস্ত্র ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন, —'যদি কারুণ্যবিশেষ-শক্ত্যা ভক্তিপ্রভাবেণ বা দর্শনং স্যাদিতি ন তবেৎ তদা কথঞ্চিদপি মনস্তপি ঈক্ষণং তস্য দর্শনং ন স্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ কুতঃ স্বয়ং প্রভাবস্য স্বপ্রকাশস্য মনোবৃত্তীনামপ্যবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চ ঈশ্বরস্য পরমস্বতন্ত্রস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ।' তাৎপর্য্য এই যে, যদি বল ভগবৎকারুণ্যবিশেষ ও ভক্তিপ্রভাবই ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না, তবে বলিতেছি যে, তিনি যদি কৃপা না করেন বা আমরা যদি সেবোন্মুখ না হই, তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক, বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হউক, কোন উপায়েই দেখিতে পান না ; কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও মনোবৃত্তির অ-বিষয় এবং পরম স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ামক।

রূপং সত্যং খলু ভগবতঃ সচ্চিদানন্দমাত্রং
যোগৈরাদ্যং ভবতি করণৈঃ সচ্চিদানন্দরূপম্।
মায়াসিদ্ধ্যৈ তদপি ঘটতে তস্য কারুণ্যশক্ত্যা
সদ্যো হৃদ্যং তদুচিতগতের্দর্শনং সেবতা বা॥
তদ্দর্শনে জ্ঞানমূর্তেরিব ভাবমানেঽপি পন্থামাদ্যেদং দৃশ্যতায়াম্।
মানো ভবেৎ কৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাববিজ্ঞাপকো হর্ষ-বিশেষ-বৃদ্ধ্যৌ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৭৫-১৭৬)

শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেই রূপ সেবোন্মুখ বা যোগ্য ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারাই গ্রাহ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই অপ্রাকৃত রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মহাকারুণ্য শক্তি কিংবা তাঁহার নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাপ্রভাবে অপ্রাকৃতরূপদর্শন-যোগ্য জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়া মাংসনেত্র অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-চক্ষুর্দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে যে, 'আমি নেত্রদ্বয়-দ্বারাই দর্শন করিতেছি,' তখন হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচরীভূত অপ্রাকৃত রূপ আমি এই নেত্রের দ্বারাই দেখিতে পাইলাম', এইরূপ অভিমানে ভগবানের কারুণ্য-বিশেষ উপলব্ধিতে আনন্দ হইলে কৃষ্ণকৃপার প্রভাব-বিজ্ঞাপক। অহো ! পরমদুর্দর্শ এই রূপ সাক্ষাৎ ভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হইল) এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রূপ-দর্শনের ক্রম এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃ-করণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণ অপেক্ষণীয়, অতঃপর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ-শ্রবণদ্বারা তদুদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথগ্‌ভাবে রূপদর্শন-চেষ্টা কৃষ্ণ ভোগবুদ্ধিমূলা আরোহ-চেষ্টা মাত্র, তদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃত রূপ-দর্শন হয় না। শ্রীনামেই-সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীনামই আমাদিগকে রূপ-দর্শন করাইয়া থাকেন। কারণ শ্রীনামই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যসমন্বিত অদ্বয়বস্তু। প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে নাম-শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা অনর্থনিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থ পুরুষ সেই শুদ্ধচিত্তে রূপ-শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রৌতপন্থার কর্ণাঞ্জলিদ্বারা শ্রীরূপের সেবা করিতে করিতে শ্রীরূপ বিশুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তখনই আমাদের প্রেমাঞ্জন-ছুরিত ভক্তিনেত্রে রূপদর্শন হয়। রূপ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ রূপ-দর্শন-ফলে আমাদিগকে ক্রমে মায়াবাদীর ধারণার ন্যায় সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ অবস্থায় আরোহণ করাইবার পরিবর্ত্তে শ্রীরূপ আমাদিগকে সবিশেষ চিদ্বিলাস-

রাজ্যের নবনবায়মান সৌন্দর্য্য-কদম্ব-মাধুরী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। পরম কৃপাময় শ্রীনাম-চিন্তামণিই আমাদিগকে স্বীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য দর্শনের যোগ্যতা প্রদান করেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে রূপদর্শনের প্রয়াস-রূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীনাম-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্য-লীলা-শিক্ষা

[১০]

শ্রীনিমাই তাঁহার রুচি-পরীক্ষা-লীলায় বৈশ্যবৃত্ত্যুচিত ধান্য-কড়ি-স্বর্ণ-রজতাদি বা দেবল ও মৃতক অপাংক্তেয় অপসদব্রাহ্মণ-বৃত্ত্যুচিত খই-কলা প্রভৃতি দ্রব্যে রুচি প্রদর্শন না করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-আলিঙ্গন-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট, তাঁহাদের বৃত্তি পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত। সুতরাং তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের অনুসারে 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া অবশ্য বিনির্দ্দেশযোগ্য। ব্রাহ্মণগণেরই বেদান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা বেদ-পুরুষ-বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত—'ব্রহ্ম-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধভাষ্যং গ্রন্থঃ' শ্রীমদ্ভাগবত—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং, গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত—"সাক্ষাৎ শ্রুতি"; সুতরাং যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট, সেই সকল পুরুষগণ নিশ্চয়ই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। নতুবা কিরূপে তাঁহাদের "বেদান্তভাষ্য", "গায়ত্রীভাষ্য" ও "সাক্ষাৎ শ্রুতি" ও "বেদার্থ"-শ্রবণে অধিকার? প্রমাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতই (৩।৩৩।৭) তদ্বিষয়ক প্রমাণ—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতে যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী-পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। অহো! নামগ্রহণকারি-পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তেও ভগবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে 'শ্রীনাম' গ্রহণ করিতেছেন।

ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট ব্যক্তি নামকীর্ত্তনকারী। তিনি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্ববিধ সদাচার ও বেদাধ্যয়নাদি সমাপন করিয়াছেন, তৎফলেই তাঁহার শ্রীনামে অধিকার। সুতরাং সেই নামকীর্ত্তনকারীকে 'অব্রাহ্মণ' বলা বা তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য জন্মান্তরাপেক্ষার আবশ্যক প্রভৃতি বিচার ভাগবতধর্ম্মের বিরুদ্ধ বিচার। তাই, ভাগবত-ধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'সন্দর্ভে' ও 'দুর্গমসঙ্গমনীতে' বলিয়াছেন যে, যদ্যপি নামকীর্ত্তনকারীর স্বরূপতঃ দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি নারদাদি মহিগণ অর্চ্চনমার্গে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার প্রতি মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। যেরূপ ব্রাহ্মণকুমারগণের সৌক্ষ্য জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ অপরকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির নামোচ্চারণ-মাত্রে দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ পাপ বিদূরিত হইলেও তাঁহার পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। নামকীর্ত্তনকারী অদীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দ্বারা সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।

শ্রীভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সম্প্রদায়িত প্রণব বা শ্রীনামের 'উদ্গান' বা কীর্ত্তনমুখে 'উদ্গীথ' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশাস্ত্রে গীত, ও সর্ব্বদেবস্থ শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কখনই 'অব্রাহ্মণ' নহেন। ইহাই শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার রুচি-পরীক্ষা-লীলায় ভাগবতালিঙ্গন দ্বারা শিক্ষা দিলেন।

[১১]

শ্রীনিমাই যে বৃত্তির পরিচয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরোত্তর বিশেষ-ভাবে নানালীলাচ্ছলে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রাকৃত শিশু ক্ষুধায় পীড়িত, কীটদষ্ট, পীড়ায় ক্লিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। জাগতিক অভাব বা দৈহিক পীড়াই প্রাকৃত শিশুর ক্রন্দনের কারণ। প্রাকৃত অভাব কিছু-কালের জন্য বিদূরিত হইলে শিশুও কিছুকালের জন্য ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত-শিশু গৌরসুন্দরে সেইরূপ কোন প্রাকৃত অভাবের প্রসক্তিই না থাকায়, তাঁহার ক্রন্দন-লীলা নিশ্চয়ই প্রাকৃত অভাব-জনিত নহে, ইহাই সুনিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তিত হইতে পারে। শিশুরূপী গৌরহরির প্রাকৃত অভাব না থাকিলেও তিনি অপ্রাকৃত অভাব-লীলা ("কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন", শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে)—যাহা জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম, তাহা প্রদর্শনার্থই ঐরূপ ক্রন্দন-লীলার আবিষ্কার করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিবার জন্যই শৈশবলীলায় অপ্রাকৃত অভাব-লীলা বা কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-তাৎপর্যময়ী ক্রন্দন-লীলার অভিনয় দেখাইয়াছেন। তিনি এই ক্রন্দনলীলা-দ্বারা সর্ববিধ প্রাকৃত অভাব-মুক্ত স্ব-স্বভাবপ্রতিষ্ঠিত শুদ্ধজীবের সেবা-গাঢ়তা-পরাকাষ্ঠায় যে অপ্রাকৃত অভাব অনুভূত হয়, সেই অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন। নিমাই ক্রন্দন করিতে থাকিলে নারীগণ এবং অন্যান্য সকলে বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তির একমাত্র সঙ্কেত 'শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন' করিতে থাকিতেন। শিশুরূপী গৌরও তখন আনন্দভরে নৃত্য আরম্ভ করিতেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্বস্থান মুখরিত হইত। কীর্ত্তনকারিগণ 'হরিনাম' হইতে ক্ষণকাল নিবৃত্ত হইলেই বালক পুনরায় ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন; এইরূপে বালক ছলে-বলে বাল্য-লীলায়ই—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই শ্রীমুখ-গাথা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এইরূপে সকলকে নিজ-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়া শ্রীগৌর-চন্দ্র বৎসলরস-রসিকগণের প্রেমানন্দামৃত-দ্বারা লালায়মান হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলীলার আবিষ্কার করিলেন। ক্রমে দ্বিগুণ অর্থাৎ জানু-চংক্রমণ লীলা প্রদর্শন করিলেন।

এই স্থানে ভগবৎ-স্বরূপশক্তি-বিলাস-লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, নিমাই যদি অপ্রাকৃত বস্তুই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাতে শিশুত্ব ধর্ম্ম এবং ক্রমে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার কিরূপে থাকিতে পারে? যাহারা শ্রীভগবানের ঈদৃশ লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ, সেই সকল ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩।২৮) 'মাংসদৃক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা মাংসময় প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাস দর্শন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, শ্রীভগবানের মায়া-শক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। 'মাংস-চক্ষু' লইয়া স্বরূপ-শক্তির বিলাস দর্শন হয় না। তাই শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—'মাংসদৃক্পদোক্তভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাস তজ্জন্মাদিলীলাতত্ত্বানভিজ্ঞঃ' শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ এতদ্বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'তত্র হি ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্বা-দয়ো বিচিত্রা এব ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকাঃ সন্তীতি 'কো বেত্তি ভূমন্' ইত্যস্য ব্যাখ্যানে দ্বিতীয় সন্দর্ভে দর্শিতমেব। অত্র শ্রীরামানুজাচার্য্যাদয়স্তিরপি। শ্রীচৈতন্য 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া' স্বমেব স্বভাবমাশ্রিত আত্মমায়য়া স্ব-সদৃশরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ। মহাভারতে চ—অবতারশতান্যস্য লোকরক্ষণকর্ম্মণঃ। ন হ্যন্তমধিগচ্ছন্তি দেহিনো দেহধর্ম্মিণ ইতি। অথ বৃহদ্বৈষ্ণবে-ঽপি—'যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ। পক্ষেং সূর্য্যং স্পৃশেদ্ গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতীতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান্ লীলাবিলাসের জন্য শিশুত্বাদি ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া থাকেন বলিয়া ভগবদ্বপুকে ষড়্বিকারযুক্ত কিম্বা পরিণামশীল বলা যাইবে না। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্বাদি বিচিত্র ধর্ম্মসমূহ স্বভাব-সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা ভাগবতীয় (১০।১৩।২১) শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে,—হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যখন যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন, তখন ত্রিলোকী-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি, কোথায়, কিপ্রকারে আপনার লীলা জানিতে পারে? অথবা আপনি যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক কখন, কোথায়, কি প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কেই

বা তাহার ঈশ্বরতা করিবে? হে ভগবন্, আপনি অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যশালী, অনন্তলীল, আপনার লীলা কত প্রকার, তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। হে ভুবন, আপনি বিশ্বব্যাপক, অতএব কোথায় কি লীলা করিতেছেন তাহা কে জানিতে পারিবে? হে যোগেশ্বর, আপনি সর্ব্বসময়েই বর্ত্তমান, কখন কি লীলা করেন, তাহা কেই বা জানিতে পারে? কেবলমাত্র আপনার সেবোন্মুখ ভক্তগণই স্ববদীয় লীলাদি দর্শন করিয়া আপনার সচ্চিদানন্দস্বরূপগুণাদির বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হন।

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীরামানুজাচার্য্যেরও সম্মতি দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তি,—'আমি জন্মরহিত, অবিনাশী এবং সর্ব্বভূতেশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করি'। (এ স্থলে স্বামিপাদের টীকা ও আলোচ্য—'স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোজ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তাঃ। স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।') —এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—আপনাকে স্বভাবে অবস্থান করিয়া 'আত্মমায়া'—নিজ সত্ত্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা (আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি) নির্ঘণ্টুকার 'মায়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—মায়া-বয়ুন-জ্ঞান। শ্রীমহাভারতেও অবতার রূপের অপ্রাকৃতত্ব কথিত হইয়াছে,—এই পরমাত্মার দেহ ভূতসমূহের সমষ্টি অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক নহে; সুতরাং তাঁহাতে ষড়্বিকারের প্রসক্তি হইতে পারে না। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতির বিধানানুসারে সে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত। যদি কেহ দৈবাৎ তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে, তখনই তাহাকে সচেল স্নান করিতে হইবে এবং সূর্য্যদর্শন, গো-স্পর্শন ও ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে'।

বিষ্ণু-বিগ্রহের কথা দূরে থাকুক, ভগবৎপার্ষদ বা বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত নহে; ভগবৎ-পার্ষদ বা বৈষ্ণবের দেহ ষড়্বিকার-রহিত। তবে যে বহিঃপঞ্চ-চালিত-নেত্র তাঁহাতে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় বা বিপরিণাম প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের প্রতি মায়ার ছলনা অর্থাৎ মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির কার্য্যফল। মায়া তাহার আবরণাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা বঞ্চিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের চক্ষু আবৃত করিয়া 'বৈষ্ণব'-দর্শন করিতে দেয় না এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সম্বর্ত্তে মহাভাগবতবর শ্রীউদ্ধবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এবিষয়ের সমাধান করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতীয় (৩।২।৩)—"স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং পরঃ" অর্থাৎ 'শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণসেবা প্রভাবে বৃদ্ধ হইয়াছেন'—এই শুকোক্তি অনুসারে অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, উদ্ধবের ন্যায় ভগবৎ-পার্ষদ মহাভাগবতেরও শৈশবাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, অতএব ভগবদ্ভক্তের দেহ ষড়্বিকারাদি বিকারের অধীন বলিয়া প্রাকৃত। এইরূপ অজ্ঞজনের আক্ষেপ সমাধানার্থ শ্রীলজীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—"তদপি চিরকাল-সেবা-তাৎপর্য্যকমেব। তত্র 'প্রবৃদ্ধোঽপ্যসন্ যুবানোঽতিবলোজস' ইতি বিরোধাৎ" এস্থলে যে মহাভাগবতবর শ্রীল উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কালকৃত-বার্দ্ধক্য-প্রকাশার্থ নহে,—পরন্তু শ্রীউদ্ধব মহারাজ যে চিরকাল কৃষ্ণসেবা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সেবা-প্রবীণতা বুঝাইবার জন্যই। কারণ এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে ভাগবতীয় (১০।৪৫।১৯) শ্লোকোক্ত বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বৃষ্ণ্যন্ধকগণও যুবার ন্যায় হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা সেবাদ্বারা প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল যাদবাদির প্রাকৃত বস্তুর বহুদিন সেবা করিলে যেরূপ পরবর্ত্তিকালে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃতের নিত্য সেবাদ্বারা সম্ভাবনার অভাব-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহাদিগের আরও নব-নবায়মান ভাবে সেবা-লোলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, ভগবান্ তাঁহার সেবকগণের সেবানন্দামৃত-দ্বারা লালায়মান হইবার জন্যই বৃদ্ধাদি-লীলার অবিষ্কার করেন, আর ভগবদ্ভক্ত সেবা-প্রৌঢ়তা বা সেবা প্রবীণতা প্রদর্শন করিয়া সেবোন্মুখ জীবকুলকে অপ্রাকৃতের নিত্য সেবায় অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই বার্দ্ধক্যাদি বা যাবতীয় ব্যবহারিক দুঃখের অভিনয় করেন।

পারমার্থিক গৌড়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর)

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঋগ্বেদ মধ্যে পরমেশ্বর 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছি। কেবল যে সংহিতাংশে 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ আছে তাহা নহে, ব্রাহ্মণাংশেও 'বিষ্ণু' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ ও বিষ্ণুর পরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে—

(১) "অগ্নির্বৈ দেবানামবমো **বিষ্ণুঃ** পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতা"

(২) "অগ্নিশ্চ হ বৈ **বিষ্ণুশ্চ** দেবানাং দীক্ষাপালৌ"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৫)

(৩) "**বৈষ্ণবো** ভবতি **বিষ্ণুর্বৈ** যজ্ঞঃ যদ্যৈবৈনং তদ্দেবতায়া যেন ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।৪)

(৪) "অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামগ্নিশ্চ **বিষ্ণো** তব উত্তমং নহ ইত্যাহা **বৈষ্ণবস্য** হবিষো যাজ্যানুবাক্যো ভবতঃ।"

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৩)

(৫) "তং **বিষ্ণুং** প্রথমঃ প্রাণ স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ।

তস্মাদাহঃ "**বিষ্ণুর্দেবতানাং** শ্রেষ্ঠঃ ইতি॥"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।১।১।৫)

উপরি-উক্ত তৃতীয়সংখ্যক বাক্যে 'বৈষ্ণব' শব্দটীও 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই,—বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণু বা শ্রীবজ্ঞেশ্বরের উপাসকগণই বৈষ্ণব। বিষ্ণু স্বয়ংই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সমর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। অতএব 'বিষ্ণু' ও 'বৈষ্ণব' শব্দ ভগবন্মূর্ত্তি বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় ও সনাতন।

বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলীতেও 'বিষ্ণু' ও 'বৈষ্ণব' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে ; আমরা নিম্নে কতিপয় শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি,—

(১) সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি **তদ্বিষ্ণোঃ** পরমং পদম্

(কঠ ১।৩।৯)

(২) শব্দো **বিষ্ণুরূরুক্রমঃ** (তৈত্তিরীয় ১।১ ; ১।১০)

(৩) **বিষ্ণুযোনিং** কল্পয়তু (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২১)

(৪) জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে **বিষ্ণুঃ** সুষুপ্তে রুদ্রস্তুরীয়ং পরমাক্ষরং স আদিত্যশ্চ **বিষ্ণুশ্চেষ্বরশ্চ** স পুরুষঃ স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেষ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎপরং ব্রহ্ম বিভাতি।

(ব্রহ্মোপনিষৎ ১৭)

(৫) স এব **বিষ্ণুঃ** স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

(কৈবল্যোপনিষৎ ৮-৯)

(৬) **তদ্বিষ্ণোঃ** পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে **বিষ্ণোর্যৎ** পরমং পদমিতি।

(আরুণেয়োপনিষৎ ৪)

(৭) **বৈষ্ণবেন** বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তথা ন স্মরতি জন্ম-মরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি॥

(গর্ভোপনিষৎ ৪)

(৮) ব্রহ্মণ্যোদেবকী পুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।

ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো **বিষ্ণুরুচ্যুত** ইতি॥

(নারায়ণোপনিষৎ ৪)

(৯) তন্নো **বিষ্ণুঃ** প্রচোদয়াৎ॥ (ঐ ৬)

(১০) অক্ষরাত্মে রথক্রান্তে **বিষ্ণুক্রান্তে** বসুন্ধরে।

(ঐ ৮)

(১১) **বিষ্ণুনুখা** বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাল্লোকান্নন-পজয়দ্যজ্ঞভৃতম্। (ঐ ১০)

(১২) গরুড়ো ব্রহ্ম **বিষ্ণুশ্চ** নারসিংহস্তথৈব চ॥

(১৩) **বিষ্ণোরনুদক্ষরেম**।

(১৪) **বৈষ্ণবীং** লোক ইহ মাদয়ন্তাম্। (ঐ ২)

(১৫) **বিষ্ণুর্দ্দংষ্ট্রঃ** রুদ্রঃ (ঐ ৩৫)

(১৬) **বিষ্ণুঃ** (ঐ ৬৮)

(১৭) নমো **বিষ্ণবে** (ঐ ৭৫)

(১৮) ওঁ কারেরথমারুহ্য **বিষ্ণুং** কৃত্বাঽথ সারথিম্।

(অমৃতনাদোপনিষৎ ১)

(১৯) **বিষ্ণুস্তস্মৈ** বৈ নমো নমঃ।

(অথর্বশির উপনিষৎ ২)

(২০) যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন বস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ (ঐ ৫)

(২১) বিষ্ণুরুদ্রান্বিষ্টুপ্ ঋক্ষিণাগ্নিঃ ।

(২২) দ্বিতীয়া বিদ্যুন্মতী কৃষ্ণা বিষ্ণুদৈবত্যা ।

(অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ ১)

(২৩) সর্ব্বে দেবাঃ সংবিশন্তীতি বিষ্ণুঃ (ঐ ২)

(২৪) বিষ্ণুঃ প্রাণঃ

(২৫) ব্রহ্ম বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সম্প্রসৃজন্তে (ঐ ৩)

(২৬) বিষ্ণুরাদিত্যঃ

(২৭) বিষ্ণুমতী বিষ্ণু দেবত্যা (ঐ ১)

(২৮) সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বাণ্যশ্নুতি

(২৯) ধ্যানাদ্বিষ্ণুর্মনসি নাদাদ্যে

(৩০) ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ (ঐ ২)

(৩১) ব্রহ্মা রুদ্রো বিষ্ণুরিত্যেকেহগ্রমভিধায়ন্তে কেহগ্রং শ্রেয়ঃ কতমো যঃ সোঽস্মাকং ব্রূতীতি তান্ হোবাচেতি

(মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪।৫

(৩২) বিষ্ণুরহং (ঐ ৫।১)

(৩৩) সোঽহং বিষ্ণুঃ (ঐ ৫।২)

(৩৪) বিষ্ণুরিত্যাদিপতি (ঐ ৬।৪

(৩৫) বিষ্ণুর্নারায়ণোঽর্কঃ (ঐ ৬।৮

(৩৬) বিষ্কোর্ঘ্যদিদমগ্রম্ (ঐ ৬।১৩)

(৩৭) যজ্ঞো বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ । (ঐ ৬।১৫)

(৩৮) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং (ঐ ৬।২৩)

(৩৯) বিষ্কোঃ পরমং পদং (ঐ ৬।২৬)

(৪০) তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় বিষ্ণবে (ঐ ৬।৩৫)

(৪১) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম (ঐ ৬।৩৮)

(৪২) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম (ঐ ৭।৩)

(৪৩) বিষ্ণুর্নারায়ণঃ (ঐ ৭।৭)

(৪৪) পশ্চাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্

(বৃহজ্জাবালোপনিষৎ ৪।১০)

(৪৫) বিশ্বেশো বিষ্ণুরেব (ঐ ৪।২২)

(৪৬) বিষ্ণবে নমঃ (ঐ ৪।২৯)

(৪৭) ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানাং (ঐ ৪।৩৬)

(৪৮) বিষ্কোর্নিপুণ্যস্য মাহাত্ম্যং ব্রবীতি (ঐ ৭।৬)

(৪৯) ত্রিপুণ্ড্রক মন্ত্র বস্তুতে প্রথমা প্রজাপতিঃ দ্বিতীয়া বিষ্ণুস্তৃতীয়া সদাশিব ইতি (ঐ ৭।৭)

(৫০ স বিষ্ণুপুত্রো ভবতি (ঐ ৮।১)

(৫১) বিষ্ণুং প্রথমতস্ত্বাদ্যং

(নৃসিংহতাপন্যুপনিষৎ ৭)

(৫২) বিষ্ণুরুদ্রান্বিষ্টুপ্ ঋক্ষিণাগ্নিঃ (ঐ ১)

(৫৩) মহাবিষ্ণুং ভজীমহি (ঐ ৪)

(৫৪) মহাবিষ্ণুমিতি যঃ সর্ব্বালোকান্

ব্যাপ্নোতি (ঐ ১)

তস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি

(৫৫) প্রতিবিষ্ণুঃ স্তবতে (ঐ ৪)

(৫৬) বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো, নমঃ । (ঐ ২)

(৫৭ তদ্বিষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঐ ৮)

(৫৮) বিষ্ণুগায়ত্র্যাদিদৈবতং

(৫৯) যো বিষ্কৌ যো নাভ্যাং যঃ প্রাণে যো বিজ্ঞানে য আনন্দে যো দহ্রাকাশে স এতস্মিন্ সর্ব্বমিদমন্তরে সংচরতি সোঽহমাত্মা (সুবালোপনিষৎ ৪)

(৬০) তদ্বিষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঐ ৬)

(৬১) বিষ্ণুমেবাপ্যেতি (ঐ ৯)

উপরে কেবল বর্ত্তমানে প্রচলিত মাত্র কয়েকখানা উপনিষৎ হইতে 'বিষ্ণু'-শব্দ-সম্বলিত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখান হইল, পরন্তু সুপ্রাচীন বহু শ্রুতি এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ সকল শ্রুতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরি-প্রয়োগ ও বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, সচ্চিদানন্দময়ত্ব এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যাদির নিত্যত্ব কীর্ত্তিত থাকায় বেদবিদ্বেষি-বৌদ্ধ ও বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণকর্ত্তৃক তাহা লোক-লোচন হইতে অপসারিত হইয়াছে। বিষ্ণু-বিরোধি-অদেবগণের বেদহরণ-কার্য্যে এবং ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতারগণ-কর্ত্তৃক বেদ-আহরণ ও বেদ প্রতিষ্ঠা কার্য্যটী যুগে যুগেই হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীমৎকল্পদেব হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তদ্বাচক-স্বরূপ বেদরাশিকে আহরণ করিয়াছিলেন আবার বাগীশ্বরী-পতি শ্রীহয়গ্রীবের প্রশ্বাস বায়ু হইতে আবির্ভূত কমনীয় বেদ-বাণি মধু ও

কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কর্ত্তৃক লোক-সমাজের নিকট অবরুদ্ধ হইলে, অযোনিজ শ্রীহরি পুনরায় ব্রহ্মার দেহাদি হইতে আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ মধুপুষ্পিতা বিষ্ণুবিমুখ কর্ম্মমার্গের মূর্ত্ত বিগ্রহ-স্বরূপ মধু-নামক দৈত্য এবং বিষ্ণুভক্তি বা শুষ্ক-জ্ঞানের নিকট কীটবৎ প্রতিভাত বিষ্ণু-বিরোধি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বরূপ কৈটভ-নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া পুনরায় জগতে বেদ প্রচার করেন। মধু ও কৈটভ-দৈত্য বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত অর্থাৎ মধুপুষ্পিত কর্ম্মমার্গ ও শুষ্কজ্ঞানের নিকট কীটবৎ প্রতিভাত অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গ উভয়ে বিষ্ণুর মন্ত্র-স্বরূপ বেদের অপাশ্রিত অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণু-বিরোধে নিযুক্ত হয়। উহাদিগের চেষ্টা বেদ-ধ্বংসন-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে, পরন্তু বেদশাস্ত্র ঐ আসুরিক প্রবৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা কখনই উপমর্দ্দিত হইতে পারে না ইহা জানাইবার জন্য ঐ দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবাদকে খণ্ডন করিয়া শ্রীবিষ্ণু স্বীয় বাচক-স্বরূপ শ্রীবেদের সংরক্ষণ করেন।

সত্যকালেই বিষ্ণুবিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বেদ-প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব বিষ্ণুকে নানাভাবে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন হস্তদ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না, কেবলমাত্র ঐরূপ বৃথা-প্রয়াসকারী ব্যক্তিই সূর্য্যদর্শন হইতে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিষ্ণুর বাচক স্বরূপ বেদ হইতে বাচ্য বিষ্ণুকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও ব্যাপকতা ও স্বতঃপ্রকাশতা-ধর্ম্ম-নিবন্ধন সেই বৃহদ্বস্তু খণ্ডিত-চেষ্টাদ্বারা বাধিত হয় না। বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন যে, বেদে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত থাকিলেও উহা গুণীভূত; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য। কেহ বলেন, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রকৃতি বিষ্ণু-নাম-সমূহ 'পরাশ্রুতি'তে নাই।

বিষ্ণুবিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই সকল বাল-কোলাহলে যাহারা মুগ্ধ হন, তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের আর সীমা নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণের এইরূপ কুসিদ্ধান্তে কোন শাস্ত্র-সম্মতি নাই। মন্ত্রমধ্যে যে বিষ্ণুর পরম পদকে সূরিগণের নিত্যকালের ধ্যেয় বস্তুরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেই পরম পদকে গৌণ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বলা যাইতে পারে না। 'পরমপদ' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব এবং সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'সদা'—'ভূতবর্ত্তমান ভবিষ্যৎকালেষু' (সম্বর্ত্ত:), 'সদা' শব্দের অর্থ—অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবীকালে অর্থাৎ 'বিষ্ণুর পরম পদ' সূরিগণ অতীতকালে দর্শন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে দর্শন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দর্শন করিবেন। ইহা দ্বারা দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং এই নিরবকাশা শ্রুতিদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডিত হইল। একটী নিরবকাশা শ্রুতি মহাসুন্দরের ন্যায় বিরাজিত থাকিয়া কোটী কোটী মূঢ়ভাণ্ডতুল্য সাবকাশা শ্রুতিকে উপমর্দ্দিত করিয়াছে। বাদিরাজস্বামী বলেন "মহা-দণ্ডপ্রহারাগ্রে কিং মূঢ়ভাণ্ডপতেন তে" (যুক্তিমল্লিকা)

শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ—আর্ষ ও শ্রৌত। ঋষিগণের বাক্যের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কেবল ঋষিবাক্য বা আর্ষ-শব্দ প্রমাণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে বাস্তব সত্য নির্ণয় বাধিত হইতে পারে। কিন্তু বিষয়মনুভবসেবিত শব্দ-প্রমাণে, আর কোন সন্দেহের স্থল নাই। উক্ত মন্ত্রদ্বয় একাধারে নিরবকাশ-শব্দ-প্রমাণ ও বিষয়মনুভব দ্বারা বেদবাচ্য বিষ্ণুর পরতত্ত্বত্ব, মুখ্যত্ব, সবিশেষত্ব, উপাসক-উপাস্য, ও উপাসনার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রুতিকে যেরূপভাবে 'পরা' ও 'অপরা' শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিচারের একদেশদর্শিতাই প্রদর্শিত হয়। শ্রুতি বলেন, যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিত্যবস্তু অধিগত হয়, তাহাই 'পরাবিদ্যা' যে সকল অবকাশা অর্থাৎ অর্থান্তরের অবকাশ-যোগ্যা শ্রুতিদ্বারা বলপূর্ব্বক অক্ষর বা নিত্যবস্তুর অনিত্যত্ব প্রতি-পাদন করিবার চেষ্টা করা যায় অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পনা দ্বারা বিষ্ণু-বিরোধ করা যায়, তাহা কখনও পরা শ্রুতি-বাচ্য হইতে পারে না।

শ্রুতি পুনঃপুনঃ বিষ্ণুকেই 'পরম' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতির অনুগত স্মৃতি-পুরাণাদিও বিষ্ণুকেই 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্গত গীতা যাহা সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা বাণী বলিয়া গীতোপনিষৎ নামেও কথিত হইয়া থাকে, সেই গীতা-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"

(গী: ১৫।১৫)

অর্থাৎ হে অর্জুন, আমি (কৃষ্ণই) সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ।

যাহারা সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃতা এই বাণী বা শ্রুতির বিরুদ্ধে—"কৃষ্ণনাম বেদে নাই" এরূপ বলিতে চান, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রুতি-নিন্দক গ্রন্থের নাস্তিক।

শ্রুতিতে কৃষ্ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নাম অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। কেবল বিষ্ণুদ্বেষী ব্যক্তিগণই সে সকল শ্রুতিমাতার অবমাননা করিয়া বেদনিন্দক গ্রন্থের বৌদ্ধ বা ম্লেচ্ছসদয়ের পরিচয় প্রদান করে। আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদ তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুর বিভিন্ন নামপ্রতিপাদক বহুশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটী পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ঐ সকল শ্রুতির মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্বের নাম সমূহ সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে,—

ন তু পরস্ত বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাঽহং সহস্রধাঽহমমিতোঽহমনন্তো নৈবৈতে কায়ন্তে নৈতেভ্যোঽজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। (মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৮)

ভগ ঃ বা এতস্ত পরস্ত ত্রীণি রূপাণি **কৃষ্ণো রাম ঃ কপিল** ইতি ভগ ঃ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানি সর্ব্বাণা মিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথো বরাঃ সর্ব্ব এষাপূর্ণাঃ সর্ব্ব এব বন্ধাশ্চ মুচ্যন্তে চ কেতরেতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। (মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৯]

এইরূপ শত সহস্র শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ সূত্র ভাষ্যে [১।২।২৬] লিখিয়াছেন,—"সকলবেদশাস্ত্রাগমতন্ত্রযামলপুরাণাদিষু বিষ্ণুপরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি। যথাহি পাদ্মে—পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্"। অর্থাৎ নিখিল বেদশাস্ত্র আগম তন্ত্র যামল-পুরাণাদিতে পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পুরুষসূক্ত নিঃসংশিতভাবে নিত্য বিষ্ণুপরায়ণ। শ্রীমন্মধ্বপাদ পুনরায় বৃহৎসংহিতার বাক্য উদ্ধার করিয়া তৎ পরবর্ত্তী সূত্রে পুরুষ সূক্তের বিষ্ণুপরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা বৃহৎ সংহিতা বচন,—"পৌরুষং সূক্তং বিজ্ঞায়েবাভিধায়িকম্"। অধিক কি, পরম মুখ্যা বৃত্তিতে সমস্ত বর্ণ, সমস্ত শব্দ, সমস্ত বাক্য, সমস্ত বাস্তু, সমস্ত নাম, সমস্ত অভিধানই—বিষ্ণুপর বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে উপক্রম—উপসংহার ও অভ্যাস বাক্যে শ্রীবিষ্ণুরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বিষ্ণু, রেণু পরমাণু, ভূতভূত সূক্ষ্মভূত, সকলের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণু। সর্ব্ববস্তুতে ওতপ্রোত ভাবে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। ঊর্দ্ধে অধোদেশে, দিগ্‌বিদিগে, সম্মুখে পশ্চাতে, সর্ব্বত্র বিষ্ণু; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ সর্ব্বকারকে—শ্রীবিষ্ণু। অতএব বিষ্ণুই যে একমাত্র শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রাণিষু চ স্থিতঃ।
সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ সঃ॥

(মাধ্বভাষ্য ১।২।১ ধৃত স্কান্দ বচন)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

ধর্ম্মশালা হইতে নগরদর্শনের অভিপ্রায়ে আমরা একটী উত্তম অশ্বযানের সাহায্য গ্রহণ করিলাম। শকটবাহী আমাদিগকে সদাশিবপেঠ পল্লীতে লইয়া গেল। তথায় কতক বৎসর পূর্ব্বে শিবাজীর একটী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, দেখা গেল। তথা হইতে আমরা 'গোখলে সমিতি' নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় একজন মুর্শীদাবাদবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আমাদের সহসা সাক্ষাৎকার হইল। লোকটীর নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ সেন। তিনি কৃপা করিয়া 'গোখলে সমিতি'র গ্রন্থাগারের দ্বিতলপ্রকোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া গিয়া বৃহদ্গ্রন্থাগারের বিপুল সংগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। গ্রন্থগুলি অধিকাংশই রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও বিবরণ-বিষয়ক। সেন মহাশয় "গোখলে সমিতির" একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি আমাদিগকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়কালের কতিপয় বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থানের নিদর্শন করাইলেন। মহারাষ্ট্রীয় গীতি, তুকারামের দোঁহা প্রভৃতি সামান্য গানও তাঁহার সহিত হইল।

তথা হইতে আমরা Bhandarkar Oriental Research Institute ভাণ্ডারকার প্রাচ্য গবেষণা সমিতি) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় Mr. P. K. Gode M. A. আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত Institute গৃহের গ্রন্থাগার ও তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইলেন। তাঁহাদের প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা ক্রয় করিলাম। Gode মহাশয়ের এবং আমার ইচ্ছাক্রমে শ্রীমান্ কুঞ্জবাবু Research Institute (গবেষণা-সমিতি) এর সভ্য হইবার আবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা সভার অধিবেশনে শ্রীমান্ কুঞ্জবাবুকে উক্ত গবেষণা-সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকগত অধ্যাপক V. S. Ghate মহাশয় Doctorate উপাধির জন্য যে গবেষণা গ্রন্থটী লিখিয়াছেন, সেইটী বহুক্ষণের জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তথাকার সংগৃহীত কয়েকটী তালিকা পুস্তক আমরা ক্রয় করিয়াছিলাম। বেলা অধিক হওয়ায় তথা হইতে Fergusson College এর সৌধ দর্শন করিয়া আমরা ধর্মশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। উক্ত ধর্মশালায় মাধ্যাহ্নিক ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণানন্তর আমরা মুর্দ্ধবাড়া হইয়া পাণ্ডারপুর যাইবার জন্য পুণাষ্টেশনে বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিলাম। গাড়ীতে রেলের জনৈক বড়বাবু, (একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ) যাইতেছিলেন, তিনি সোলাপুরের অধিবাসী। কুর্দ্দবাড়ী-জংসনে পাণ্ডারপুরের যে গাড়ী আরোহীদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা নিতান্ত কদর্য্য। সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা ভালই বোধ হইল। পাণ্ডারপুরের অনেকগুলি পাণ্ডা আমাদিগকে বিশেষ বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। এখানে পাণ্ডার অত্যাচার অধিক থাকায় পাণ্ডারপুরে যাত্রী আসে জানা গেল। ট্রেণ হইতে নামিবার সময় আমরা পাণ্ডারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পাণ্ডারপুরে কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে, শুনা গেল। ষ্টেশনে এক ব্যক্তি আমাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী নূতন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই ধর্ম্মশালাটী এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ডেপুটী নামক একজন সাধু সেই ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করাইতেছেন। তাঁহার আলোক চিত্র দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ বৈরাগ্যবান্ বলিয়াই মনে হইল। তিনি স্বয়ং তখন তথায় ছিলেন না। ধর্ম্মশালার দ্বিতল কতিপয় প্রকোষ্ঠে আমাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গোয়া নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোনও পল্লীগ্রাম বাসী জনৈক গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডারপুরের সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষক সেই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদিগের জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া আমাদিগের কতিপয় ব্যক্তির খাদ্যাদি পাকের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। আমরা প্রাতে উঠিয়া ভীমানদীর তটে একাধোগে উপস্থিত হইলাম। তথায় চন্দ্রভাগা নদী, সুধামা মন্দির ও বিট্‌ঠল্ হরিদেবের প্রবেশ দ্বারের বহির্ভাগে জনৈক ভক্তের অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, দেখিলাম। আরও একটী মূর্ত্তি, যার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপিত আছে। একজন ভক্ত দরজী এবং অপরটী অস্পৃশ্য বংশে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহারা মন্দিরের বাহিরেই অবস্থিত আছেন। এখানে ভজনের কিছু আদর থাকিলেও সামাজিক শাসনানুসারে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার আদৌ গ্রহণ দেখিলাম না। এই পাণ্ডারপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে শুভাগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনিও পাণ্ডারপুর ক্ষেত্রকে স্বীয় পদরেণু দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী মহাপ্রভুর নিকট শ্রীশঙ্করারণ্য বসিষ্ঠদেবের সেই স্থানে (পাণ্ডারপুরে) সমাধি লাভের কথা বলিয়াছিলেন। আমরা সেই সমাধির বহু অনুসন্ধান করিলাম। কেহই আমাদিগকে সে বিষয়ে কোনও আলোক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীমানদীর গর্ভে কয়েকটী মন্দির দেখা গেল। পাণ্ডারপুর সহরটী তাদৃশ বৃহৎ নহে। একটী বাজার আছে, সেখানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া গেল। দ্রব্যাদির মূল্য নিতান্ত মহার্ঘ নহে। কতিপয় মিষ্টান্নের বিপণি বাজারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আমরা ডাকঘর হইতে কয়েকখানি পত্র লইয়া ধর্ম্মশালার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বিট্‌ঠল্‌নাথের পাণ্ডা আমাদের অনুসরণ করিল ও তাহার পুস্তকে সকলের নাম ধামাদি লিখিয়া লইল। সমবায়-সমিতির হিসাব-পরীক্ষক বাবু আমাদিগের নানা প্রকারে সেবা করিবার উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় Vascodagama তিনি উড়ুপী যাইতে Marma Goa য়া নামিয়া Vascodagamaর অবতরণ

করিতে উপদেশ দিলেন। হিসাব-পরীক্ষক বাবু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত আদর আছে, জানাইলেন। হিসাব-পরীক্ষক বাবু আরও বলিলেন, 'আমি শীঘ্রই কলিকাতা যাইব, সেই সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আপনাদের নিকট বাস করিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি তাঁহার orderly (আজ্ঞাবাহককে) আমাদিগকে ষ্টেশনে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। বাষ্পীয় যান কুর্দুওয়াড়ী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(৯) ভীষ্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

পরদিবস আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপে লোক-ক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। প্রচণ্ড বেগে শর বর্ষণ করিয়া, ভীষ্মদেব অবিরত যুদ্ধ করিলেও, কয় দিবসে পঞ্চপাণ্ডবের কাহাকেও নিহত বা গুরুতর ভাবে আহত করিতে পারিলেন না। কৌরবগণই নিহত ও বারম্বার পরাজিত হইতেছেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া, বিশ্রামাবকাশে, একদিবস, ভীষ্মদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন,—"মহারাজ! তোমাকে আমি পরম নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি;—পাণ্ডবদের সহিত বিবাদ করিওনা; বিপন্ন হইবে। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই; এক্ষণে, তাহারই ফল ভোগ করিতেছ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের শরণ, সহায়; তাঁহাদিগকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য। আমি, এ-বিষয়ে, তোমাকে একটি নিগূঢ় সংবাদ বলিতেছি, শুন। একদা মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমীপে এই গুহ্য কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা তিনি প্রথম শ্রীভগবানের একটি সুন্দর স্তব আবৃত্তি করিয়া কহিলেন;—হে দেবগণ, তোমরা আমার এই নিত্য আরাধ্য প্রভুর মহিমা শ্রবণ কর। তৃতীয় হরণের জন্য, তিনি আমাদেরই প্রার্থনায় কপট মানুষরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই বাসুদেব। তিনিই সর্ব্বলোকের অধিপতি। আমি তাঁহারই আত্মজ। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশঃ। তিনি অক্ষর, অব্যক্ত ও পরম শাশ্বত। তিনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যলীলা করিতেছেন বলিয়া, তোমরা তাঁহাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিওনা। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া ভক্তাভয়প্রদ পরমেশ হৃষীকেশকে মানুষমাত্র বলে, সে মূঢ়মতি কীটাধম। সে ঘোর তমে আচ্ছন্ন। সে ঘোর অন্ধকার গভীর নরকে নিমগ্ন হয়।

• মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব ৬৪ অধ্যায়।

'যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ সুদুর্ম্মতিঃ।
হৃষীকেশমবিজ্ঞায় তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥

• • • •

কিরীট কৌস্তুভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম্।
অবজানন্ মহাত্মানং ঘোরে তমসি মজ্জতি॥'

(মহা ভাঃ ভীষ্ম৬৮।১৯ ও ২২)

অখিল লোকে শ্রীকৃষ্ণই সকলের বন্দনীয়। ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

"মহারাজ,—মহর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া সতত শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদেরই সমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি, অপার মহিমা জ্ঞাত হইয়াছি। ধামযজ্ঞ, মার্কণ্ডেয়, ব্যাসদেব এবং দেবর্ষি নারদও আমাকে এই বেদগুহ্য পরম তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া কে না তাঁহার আরাধনা করিবে? তিনি সকলেরই আরাধ্য; তদীয় জনেরাও জগতের পূজ্য। তাই, মহাত্মা মহর্ষিরাও সকলে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণশরণাগত জনসমূহের বিপক্ষতাচরণ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু, তুমি অজ্ঞান-অন্ধকারে একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া এই সকল সুহৃদ্‌বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রূর রাক্ষসের মত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ জনের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়াছ। তুমি জানিয়াও জানিতেছ না,—যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম, আর যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়ও নিশ্চিত। সর্ব্বলোকের পিতামহ, পিতা, বন্ধু ও গুরু—গোবিন্দ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি অখিল লোকে অক্ষয় আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণশরণাগত জন সর্ব্বত্র মঙ্গল ও সুখ সম্ভোগ করেন। কেশব স্বয়ং সুদর্শন

ধারণ করিয়া স্বীয় শরণাগত ভক্তগণকে সতত রক্ষা করেন। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তজনেরা কখনও কোনও বিষয়ে মুগ্ধ হন না। হে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকৃপাবলেই অখিল লোকে অজেয়, অবধ্য।"

এই বলিয়া ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনকে ব্রহ্মার মুখে ব্যক্ত আর একটী কৃষ্ণস্তুতি পাঠ করিয়া শুনাইলেন, এবং শেষে বলিলেন,—"মুকুন্দে ভক্ত কৌরব! —বৎস, কৃষ্ণপ্রীতি লাভ কর; কৃষ্ণ ভজনা কর, পরিত্রাণ পাইবে।"

মহাভাগবত ভীষ্মদেবের মুখে এই অতি দুর্লভ ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপণ্ডিত দুর্য্যোধনও মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্ত পাণ্ডবদের বহুমান করিয়া বন্দনা করিলেন।

তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (১।৭।১০)

অর্থাৎ—আত্মারাম, নির্গ্রন্থ মুনিরাও শ্রীকৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণের এমনিই ভুবনমোহন মহান্ গুণ যে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট না হইয়াই কেহ পারেন না।

দুর্য্যোধন পক্ষে, এখানে 'আত্মারাম' শব্দের অর্থ,—দেহারাম, দেহাত্মবুদ্ধিমোহে মগ্ন, আত্মসুখপরবশ; 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অর্থ,—"বিধি নিষেধ বেদ শাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন।" অথবা "ধন সঞ্চয়ী" (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৪ পরিঃ ১৬—১৭); আর 'মুনি' শব্দের অর্থ,—"মননশীল"—মনোধর্ম্মে রত (ঐ মধ্য ২৪।১৫)।

ভাগবতোত্তম ভীষ্মদেবের কৃপালব্ধ এই ভাব দুর্য্যোধনের হৃদয়েও আভাসমাত্রেই লব্ধ হইয়া তাহা আমরণ আবৃত ভাবে ছিল; নষ্ট হয় নাই। সাধুকৃপালব্ধ এ ধন সনাতন; ইহা কখনও নষ্ট হইবার নহে। তাই, সেই আসন্নমরণ সময়েও, সেই ভীম-গদা-মথিত ভগ্নোরু-দেহে দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণার রক্ত বমন করিতে করিতেও, সর্ব্বস্বান্ত দুর্য্যোধন কৃষ্ণস্মৃতিচ্যুত হন নাই। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বত্থামাদি শোকবিহ্বল বন্ধুবিগকে সম্বোধন করিয়া অতিকষ্টে শ্বাস লইতে লইতেও দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন;—

"মা ভবদ্ভোঽনুতপ্যন্তাং লৌহবারিধনেন মে।
যদি বেদা প্রমাণং বো জিতা লোকা মহাক্রতৌ॥
মজ্জমানঃ প্রতীবক্ষ কৃষ্ণস্যামিত-তেজসঃ।
তেন ন চাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্য কথঞ্চন।
কৃতঃ ভবদ্বিধৈঃ সদৃশমনুকম্পিবান্ধবৈঃ॥"
(মঃ ভাঃ শল্য ৬৫ অঃ ২৮—৩০)।

অর্থাৎ,—"হে বন্ধুগণ, তোমরা, দুষ্কৃতাবশে আমার নিধনের জন্য অনুতাপ করিতেছ কেন? অনুতাপের ত কোনও কারণ নাই! এমন মৃত্যু যে বাঞ্ছনীয়! বেদ যদি সত্য হয়, তবে এই মৃত্যুতে আমি অক্ষয়-অব্যয় পদ লাভ করিব। কারণ, এ সময় আমি শ্রীকৃষ্ণেরই অসীম মহিমা অনুধ্যান করিতেছি! হৃদয়ে তাঁহাকে সম্যক্ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি, তাঁহারই কৃপায় স্বধর্ম্ম হইতেও চ্যুত হই নাই; তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি। এমন মৃত্যু কাহার না বাঞ্ছিত? ইহাতে শোক প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। এরূপ মৃত্যু কখনই শোচ্য নহে। তোমরা তোমাদের যোগ্য কার্য্যই করিয়াছ।"

আহা, এমত সময়ে, দুর্য্যোধনেরও হৃদয়ে এই যে অতি প্রসন্ন ও কৃষ্ণ-স্মৃতি উদয় হইয়াছিল তাহা কেবল ভীষ্মের মত মহাভাগবতের সঙ্গ ও সদুপদেশ শ্রবণেরই সাক্ষাৎ ফল! সাধুসঙ্গের ফল সর্ব্বত্রই অব্যর্থ!

কুরুক্ষেত্রাধীশ্বর শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে সেই কুরুক্ষেত্রের কাল যুদ্ধ, কিন্তু, সমভাবেই চলিতে লাগিল। যন্ত্র-চালিতের ন্যায় সূতগণ সকলেই সেই সংহার-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যে প্রধান সেনাপতি পদে সমর্থ ভীষ্মদেব অপ্রতিহত প্রভাবে পাণ্ডবদের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রে অসংখ্য সৈন্য ও সেনানী প্রতিদিন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ-প্রাণ পাণ্ডবদের এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় আরও একদিন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধমান ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিনও ভীষ্মদেব অব্যগ্র চিত্তে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া এই আমার বাক্য উচ্চারণ করিলেন;—

"এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেব-দেব নমোঽস্তুতে।
মমাদ্য সাধ্বত শ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে॥
ত্বয়া হি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ।
শ্রেয় এব পরং কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্ব্বতঃ॥
সম্ভাবিতোঽস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যনাথ সংযুগে।
প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ॥"
(মঃ ভাঃ ভীষ্ম ১০৯।৬৪-৬৭)।

অর্থাৎ,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে কৃষ্ণ, হে দেব-দেব, এস, এস,—আজ আমাকে তুমি এই সংগ্রামে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া সংহার কর; এই জড়দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি দাও। তোমার চরণে আমি দণ্ডবৎ হই। আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। পথ দাও আমাকে; আমি তোমার নিত্যলোকে গিয়া আবার তোমার নিত্যসেবা লাভ করি। হে নিষ্পাপানঘ শ্রীগোবিন্দ, আমি তোমারই দাস।"

(ক্রমশঃ)

অসাধারণ বিশ্বাস সম্বলকারীগণের। নিকট: কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যযুক্তের। আসক্তি-রহিত সহজ-সরিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

মায়িকতা দূরে। ভবিষ্যবিষয়ক। ভক্তিকুমি: সাহিত্যাদো বৈরাগ্যাং কর্ম কথাতে। ঐকান্তিক-সেবার সাধা অতুল বিষয় বলিয়া ভাবে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ২১শে মে ১৯২৭ | ৩৯শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

সর্ব্ব পাপ নেই দুই শরীরে কখন। বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না রহিল॥ অহর্নিশ মঙ্গলের সঙ্গে রঙ্গে থাকে। নহিলে বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥ যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়। সত্যধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥ সত্যাদি সভার যদি হয় নিন্দ্য কর্ম্ম। মঙ্গলের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩,৩৮-৪১)

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥ প্রভু বলে, এই দুই মঙ্গল নহে আর। আজি হইতে এই দুই সেবক আমার॥ সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥ যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এই দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥ সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ। জগাই-মাধাই হইল নিরপরাধ॥ প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই। হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥ তো সবার যত পাপ মুঞি নিনু সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥ যার অঙ্গ পরশিতে যম ভয় পায়। সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মণ্ডপে নাচয়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩,১৪৯, ২৮৯-২৯৭, ৩০২)

মহাপাপে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞী। বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥ নিন্দার না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ-লাভ। এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩,৩১০-১১)

এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে। এ দুয়ের পাপ বুঞি লইনু আপনে॥ এতেক যতেক কৈল এই দুই জনে। কহিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥ বড় ভাগ্যি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব। দেখিলে অভেদ-দৃষ্টে যেন তুমি সব॥ শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমারে। এ দুয়েরে নিন্দা কাঁর যে দিবে আহারে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু বৈসে। সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥ এ দুয়েরে যত মাত্র দিবে বেহ জন। তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥ এ দুই জনেরে যে করিবে উপহাস। এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩,৩১৬, ৩২০-২৪)

কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ। শিশুপ্রায় চরিত্র সবার সর্ব্বক্ষণ॥ মহাভাগ্য দুই সব হেন শিশুমতি। এই মত হয় বিষ্ণুভক্তের শকতি॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩,৩২৯-৩০)

ফাজিলামি কেন ?

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্র সকলই জগতে বিবিধ সর্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগেই 'আসুর' ও 'দৈব' বিবিধ সৃষ্টি যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়। আসুরগণের অপর নাম—দুর্জ্জন, দৈবগণের অপর নাম—সুজন। নির্দ্দয়ভাবে সুজনের প্রতি অসূয়া মৎসর-দুর্জ্জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি; আর দুর্জ্জনের মঙ্গল-চিন্তা পরম-করুণাময় সুজনের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

সত্যযুগে দুর্জ্জন-হিরণ্যকশিপু ও তৎসমশীল অসুরগণ সুজনবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রহ্লাদ কখনও দুর্জ্জনগণের ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অনিষ্টচিন্তা করেন নাই, তথাপি দুর্জ্জনগণ তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে "গায়ে পড়িয়া" সুজন-প্রহ্লাদের প্রতি নানাভাবে বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ত্রেতাযুগে দুর্জ্জন-রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি, দ্বাপরে দুর্জ্জন কংস-জরাসন্ধ-শিশুপাল-দন্তবক্রাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাপ্রকার অসূয়া প্রদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছায়ই আবির্ভূত হইয়াছিল। নতুবা যে ভগবানের ইচ্ছামাত্র সমস্ত বিশ্ব মুহূর্ত্তে প্রলয়-জলধি জলে নিমজ্জিত হইতে পারে, যাঁহার একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গি-বিস্তারে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণও ভয়ে কম্পিত হন, সেই ভগবান্ কিরূপেই বা ব্রহ্মাদি-সৃষ্ট ও ব্রহ্মরুদ্রাদি হইতে প্রাপ্ত-বর অসুরগণকে তাঁহার সহিত বিদ্বেষ বা যুদ্ধাদি করিবার অবসর প্রদান করেন? অতএব শ্রীভগবান্ ঐরূপ লীলা-বিস্তার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, দুর্জ্জন চিরকালই সুজনের হিংসা করিয়া থাকে। আরও একটী শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুর্জ্জনগণ আপাত-দৃষ্টিতে সুজন-গণের ন্যায়ই তপস্যাদি পরায়ণ, দেবতা-ভক্ত প্রভৃতি রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে সাধারণ লোক মনে করে যে, এই সকল ব্যক্তিও যখন তপস্যাদি পরায়ণ বা দেবতারাধনা-তৎপর, তখন ইঁহারা 'দুর্জ্জন' নহে। এইরূপে সাধারণ ব্যক্তি দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সজ্জনে সন্দেহ বিশিষ্ট হন এবং দুর্জ্জনের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন, সজ্জনের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া 'দুর্জ্জন'কেই 'সজ্জন' মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্বহির্মুখ জীবের বঞ্চিত হইবার সহস্রপ্রকার ছিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটী ছিদ্র আছে জানিয়া মায়াদেবীও সেই সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ সুরগণের পক্ষাবলম্বন করিতে না দিয়া অসুরের পক্ষাবলম্বন করিবার বুদ্ধিপ্রদানে সাধারণ জীবকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত হইতে দূরে রাখে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন সত্যযুগে হিরণ্য-কশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য বহুকষ্টসাধ্যতপস্যা-সহকারে ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিল, ত্রেতায় রাবণ সজ্জন-বিরোধ করিবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়াছিল, দ্বাপরে কংস বিষ্ণু-বিরোধ করিবার জন্য শিবচতুর্দ্দশীতে ভূতরাজের আরাধনা করিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের এই সকল কলাবতী দেখিয়া সাধারণ লোক সহজেই উহাদিগকেও 'ভক্ত', 'সজ্জন' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মুক্তোন্মুখ, তাঁহারা মায়া কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি প্রকারে জীবকুলকে বঞ্চনা করিতে পারে, তাহা চৈত্য-গুরুর কৃপায় বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কপটতাকে 'ভক্তি' বা 'সুজনতা' মনে করেন না; কারণ তাঁহারা দুষ্টগণের স্বভাব জানেন,—

"দুষ্টোঽহমস্মীতি কৃতে দুষ্টঃ ক্লিষ্টঃ ক্লেশহরং ভজেৎ।
শিবোঽহমস্মীতি বদন্ হীর্ভোগে রোগে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চকঃ॥"

(যুক্তিমল্লিকা)

অর্থাৎ দুষ্টব্যক্তির স্বভাবই এই যে, যখন সে কোন প্রকার অসুবিধায় না পতিত হয়, তখন 'আমার ন্যায় আর কে আছে'—এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার করে; আর যখন অসুবিধায় পতিত বা ক্লিষ্ট হয়, তখন ক্লেশহর-দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ভোগকালে তাহারা 'শিবোঽহং শিবোঽহং' উচ্চারণ করে, আর রোগকালে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চক হইয়া পড়ে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগের দুর্জ্জনগণের নাম প্রদত্ত হইল, কিন্তু কলিযুগে দুর্জ্জনের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়া শাস্ত্রে নামবিশেষ প্রদত্ত না হইলেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বঞ্চকাঃ কলিমাশ্রিতাঃ" ইত্যাদি

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অধ্যায় ধৃত বরাহ-পুরাণ বাক্য।)

সুজনগণের হিংসা করাই উহাদের ধর্ম্ম।

শুনা যায়, অহিত অর্থাৎ জগতের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকর,—বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষ এবং নির্জ্জলা হরি-কথার পরিবর্ত্তে গ্রাম্যকথা, সেই সকল অহিতবাদের প্রচার-কারী কোন একটী ভক্তিবিদ্বেষী অসদ্ভাষ্য, অস্পৃশ্য, খপাকের ন্যায় দূর হইতেও ঐরূপের অযোগ্য গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসত্যকথা মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষবশে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহকে কখনও ব্রহ্মক্রমেও স্পর্শ করি না, কারণ ঐরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষী অস্পৃশ্য বস্তু দৈবক্রমে দর্শন-পথে আসিলেও শাস্ত্রে সচেল গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাই আছে।

শ্রীরামানুজ মধ্ব-শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ যেরূপ আসুর-মত খণ্ডনার্থ অসদ্ভাষ্য দুর্ভাষ্যাদিকেও কৃপা-পূর্ব্বক দূর হইতে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণে উক্ত অসদ্ভাষ্য, অহিতবাদপ্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অসত্যকথার প্রতিবাদার্থ উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের আফিস হইতে মূল্যদ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তাহাদের মাৎসর্য্য-প্রসূত অসত্য কথার মূলে কঠোর পরুষ নিঃক্ষিপ্ত হয়, কিংবা ঐরূপ অধম ও অসত্য কথা প্রচারের জন্য ধর্ম্মাধি-করণে অভিযুক্ত হইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা উক্ত পত্র-খানি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়।

যাহা হউক, পরমকৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে এইরূপ অসদ্ভাষ্য, অস্পৃশ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কোন প্রকার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ না দিয়াই আমাদিগকে সচেলগঙ্গাস্নানের প্রায়শ্চিত্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উক্ত জড়ছিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি যে অসত্য গ্রাম্যকথার প্রচারক তদ্বিষয়েও উহার স্বীয় ব্যবহার দ্বারাই সুধীলোক-সমাজের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করাইয়াছেন।

আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইয়াছি যে, বিদ্বেষি-গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নাকি বলিয়াছে যে, কোন এক ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণববিদ্বেষীও পরকুৎসা-করণাপরাধে তাহাদের ন্যায় অপরাধফলে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হয়। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ জগতের অমঙ্গলকামনায় এই সকল কথা কি তাহাদের অসত্য কথা সৃষ্টির কারখানা হইতে গড়িয়াছে? যদি তাহাদের সাধারণ মনুষ্যোচিত জ্ঞানও থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত ছিল যে, যেমন 'কামরাটীকার অষ্টভুজ বিংশবর্ত্ত পরিমিত মনুষ্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে' প্রকৃতি 'আজগুবি' কথা প্রকৃতিজন-রঞ্জনার্থ তাহাদের অসত্য কথা নির্ম্মাণের কারখানায় এরূপ কথা সৃষ্টি হইতে পারে, তদ্রূপ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতাতিরিক্ত স্থানে সুপ্রচারিত একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ম্মা-লীক সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রচারকারী সজ্জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অসত্যকথা সৃষ্টি করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই। বিশেষতঃ, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া থাকাই ভাল। 'আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর' যেরূপ অনধিকারচর্চ্চার মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ নরনারী-চিত্র-অঙ্কনকারী ও অতিরঞ্জিত গ্রাম্য-খবর-প্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের শুষ্কহরিকথা-কীর্ত্তন-কারী শ্রৌতপন্থিগণের সম্বন্ধে আলোচনা অধিকারলঙ্ঘনাপ-রাধ বা 'কাজলামী' মাত্র।

হিতবাদী (?) গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, মাঝে মাঝে এইরূপ 'কাজলামী' করিয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ 'কাজলামী' করিবার পূর্ব্বে তাহার জানা উচিত—

"অথাপি ভগবদ্দ্বেষং বৃথা যো মন্যতে নরঃ।
তং দোষেষু শিলাক্ষিপ্তো দাক্ষ্যেণেবোপরোপমঃ।
প্রত্যাক্রষ্টগুণোৎসৃষ্টো ধানুষ্কমনুধাবতি॥"

(শুদ্ধিসৌরভ ৪৬ সংখ্যা)

যেরূপ ধনুকের কর্ণে শর যোজনা করিলে শর লিপাকে বিদ্ধ করিতে না পারিয়া পুনরায় নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ যে মানব ভগবানে মিথ্যা দোষারোপ করে, সেই দোষরাশিতেই আরোপকারী পতিত হয়।

এরূপ শ্রেণীর গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ত' দূরের কথা, উহার যাবতীয় অপভ্রষ্ট-দেবতা, অসুর, রৈত্য, দানবসকলে একত্র মিলিয়াও যদি সত্যের বিভু-বৈভবশ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান করে, তাহা হইলেও তাহাতে কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও সত্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না। হিরণা-কশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি দুর্জ্জনের শতচেষ্টাও সজ্জনের কেশস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই; অপিচ তদ্দ্বারা জগতে সত্যের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কংস-রাবণাদি অসুরগণ মাৎসর্য্যমূলে নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করিলেও তাহা বাগীশ্বরীকর্ত্তৃক 'নিন্দা' না হইয়া 'বন্দনা'য় পরিণত হইয়াছে।

যে কথা এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ জানেন না, সেইরূপ

কথা অন্যায়ভাবে প্রচার করিবার বিদেশী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কি অধিকার আছে? আমরা তিন জানি যে, কোন এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য-দেশে বিষ্ণুর আংশিক শক্ত্যাবেশ-অবতার-বিশেষ-প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের অনন্তকোটিগুণে উজ্জ্বল ও অসমোর্দ্ধ প্রচার করিবার জন্যই পাশ্চাত্য-ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ প্রমাণিত হয় না। আর যদি স্বতন্ত্রভাবশে জীব সত্যভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেই বা তজ্জন্য কোন্ বাস্তব সত্য-প্রচারকারি-সম্প্রদায় বা আচার্য্য দায়ী হইবেন,—এরূপ মূর্খতাপূর্ণ বিচার কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? এইরূপ মূর্খতাময় বিচার গ্রহণ করিলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্বাদিকারী ও সম্পাদকগণের গ্রাম্য-কথা-কীর্ত্তন, নগ্ননারী-চিত্র-দর্শন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, স্কন্ধে বোঝবৃদ্ধি, পাপ-ব্যবসায়ের দ্বারা উদরভরণ, অমেধ্যাদি গ্রহণ, কলিমহচ্চর বন্ধুর সঙ্গ প্রভৃতি শত শত অসদাচরণের জন্য ভগবানকে দায়ী করিতে হয়। কারণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-প্রচারকারিগণ জগতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে মাতৃকুক্ষিতে বিষ্ণুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, আমরা 'হরিকথা'-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু করিব না, কিন্তু তাহারা এখন আমার সেই নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যকথা-কীর্ত্তনরূপ অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্র-ম্লেচ্ছের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তজ্জন্য বিষ্ণুকে দায়ী করিতে হইবে? কিংবা বলিতে হইবে, বিষ্ণুর সেনানিই ও সেবোন্মুখ-কিঙ্করগণও আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ধর্ম্মান্তরগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের ন্যায় হইয়াছেন? অথবা ভগবান্ যখন তাঁহার অধীন জীবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যাবস্থা আছে বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে 'ভগবান্' বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না! মূর্খ অতাত্ত্বিক নাস্তিক সম্প্রদায় এরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু সাত্বতশাস্ত্র বলেন যে, পরম করুণাময় ভগবান্ কখনও জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না; জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে তাহার মূল কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। প্রকৃতি সেই কার্য্যের সাহায্য করে বলিয়া তাহাতে প্রকৃতির গৌণ কর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের অনুমন্তৃ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা মহারত্নের অপব্যবহার ফলে অবিদ্যাভিনিবেশ করায় তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অতাত্ত্বিক মূর্খ-সম্প্রদায় এই সকল বিচার বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অথবা দৈবকর্ত্তৃকই অসুবিধায় পতিত হইবার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, সে যত কিছু অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা ভগবানের ইচ্ছায়ই করে, সুতরাং তাহার আহার, নিদ্রা, ভয়াদি অসৎ প্রবৃত্তির জন্য ভগবানই দায়ী!

শাস্ত্র ও বিচারে পরাঙ্মুখ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ঐরূপ মূর্খতা-পূর্ণ নাস্তিক-বিচার গ্রহণ করিলে স্বয়ং ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুর যাবতীয় অবতারাবলী, আচার্য্য ও ভগবদ্ভক্ত-গণকে তাহাদের ভগবত্তা ও ঈশ্বরত্ব হইতে যাবিজ্ঞ করিতে হয়; তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গৌর-ভগবানের সেবা করিতে করিতে কালাকৃষ্ণদাসের ভট্ট যাত্রার স্ত্রীধনে লুব্ধ হওয়ার জন্য গৌরসুন্দরই দায়ী। স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে করিতে কালাকৃষ্ণদাসের কিরূপে ইতর বিষয়ে রুচি হইল? পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা জানাইলেন যে, স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার ফলে এরূপ অনর্থের উদয় হইতে পারে। তজ্জন্য ঐ জীবই দায়ী, ভগবান্ দায়ী নহেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার—জগতে ভক্তি শংসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে উদিত। তাঁহার পুত্রাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-তার অপব্যবহার ফলে ধর্ম্মান্তর অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু দায়ী বা শক্তিমদ্বিগ্রহ মহাবিষ্ণুর সামর্থ্যাভাব মনে করিতে হইবে?

"প্রথমেত আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার॥"

• • •

ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব-কারণ॥
স্বতন্ত্র হইলা তাঁরা না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তাঁরে স্কন্ধ কুদ্ধ হইলা॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৮-১০, ৬৭, ৬৮)

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আত্মধর্ম্মযাজীকেই ভক্তিসংশনাচার্য্য স্নেহাদি দানে সমন্বিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীকে তিনি বর্জ্জন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মব্যবসায়ী গুরুক্রব-সম্প্রদায় অবৈধ্যভোজী, বিষয়ী, কর্ম্মী, স্ত্রীসঙ্গী ও নানাপ্রকার অসদাচারী ব্যক্তিকেও অর্থের লোভে 'নিত্যসিদ্ধ' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহার সঙ্গ করে ও সারমেয়ের ন্যায় ঐরূপ অসদাচারী শিষ্যের মল ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত জীবকে 'স্বকর্ম্ম ফলভুক্' জানিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্য ও আচার্য্য-ক্রব ধর্ম্মব্যবসায়িগণের মধ্যে পার্থক্য। ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগুরুক্রবগণ শিষ্য বেন্তাসক্ত হইলে শিষ্যের বেন্তার কর্ণে মন্ত্র দিয়া শিষ্যকে অধিকতর ভাবে বেন্তাসক্ত হইবার সাহায্য করেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যের মনোরঞ্জন করিয়া ঐরূপ ধনপতির ধন গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে অর্থাদি প্রাপ্ত হন।

এইরূপ শ্রুত হয় যে, শঙ্কর নামক কোন এক ব্যক্তি প্রথমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট আগমনের অভিনয় করিয়া পরে স্বতন্ত্রভাবশে আত্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং আসাম দেশে শুদ্ধভক্তি বা সনাতনধর্ম্ম বিরোধি-নির্ব্বিশেষ মতবাদ প্রচার করেন। উক্ত শঙ্কর নামক ব্যক্তির এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য কি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দায়ী করিতে হইবে? অথবা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শক্তির অভাব মনে করিতে হইবে? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঐরূপ দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া 'নেড়ানেড়ি' নামক অসৎ-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, যিনি জগৎসংস্থাতা—ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ জগতে সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহার নিকট যুগে যুগে আবেদন জানাইয়া থাকেন,—যিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত—যিনি প্রাবেশমাত্রপুরুষরূপে সদ্গুরুগোগিগণ কর্ত্তৃক নিত্য আরাধিত, সেই মহাবিষ্ণু কি দায়ী হইবেন? ক্ষীরোদকশায়ী প্রভু জগতে ভাগবতধর্ম্মই স্থাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা দুর্দ্দৈববশে সেই ভাগবতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বা কোন প্রকার শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারা 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্'। বীরভদ্র প্রভুর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যতক্ষণ জীব সুকোমুখ থাকে, ততক্ষণই তাঁহাকে হরিসেবক বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে পতিত হইয়া মায়ার উন্মুখ হইলে আর তাহাকে সেই পদবী প্রদত্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য করে, ততক্ষণই রাজা তাহাকে রাজকীয় পোষাক ও রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আবার কোন কারণ বশতঃ রাজকার্য্যে অবহেলা বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাকে তখন রাজা হাতকড়ী দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তদ্রূপ জীব যখন ভক্তিতে উন্মুখ হয়, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গণও তখনই তাহাকে বৈষ্ণবচিহ্ন ও ভক্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন আবার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখন তাহার নিকট হইতে সেই সকল বস্তু কাড়িয়া লওয়া হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর রূপ কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ-মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী তাহার কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রভুর শিষ্যাভিমানী হরিবংশ একাদশীবাসরে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ড-বৎ করেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী হরিবংশের এই অনাচারের জন্য তাহাকে বর্জ্জন করেন। শুনা যায়, এইরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

আচার্য্যগণ কখনও স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহারকে প্রশ্রয় দেন না। বিপথগামী শিষ্যকে কেশে ধরিয়া বিপথ হইতে উত্তোলন করেন; আর যে ব্যক্তি কিছুতেই সুপথে আসে না, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করেন, ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আচরণ। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য আচার্য্য দায়ী হন না, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কোবিদগণের ও সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার।

পাত্রনির্দ্দিষ্ট অহিতবাণী গ্রামবার্ত্তাবহ যে সমস্ত অসত্য কথা প্রচার করিয়াছে, তাহা তাহার পত্র হইতে উঠাইয়া লউক। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তিনি যদি মিথ্যা কথা প্রচার করেন, তজ্জন্য তাহাকে ব্যঙ্কারের দায়ী হইতে হইবে। তাহার স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি 'মণের মুলুকে' বাস করেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে তাহাকে বাস করিতে হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ব্যক্তি কখনও কোন দিন কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। মাৎসর্য্য-মূলে এই প্রকার সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রচারের জন্য আমরা অহিত-প্রচারক গ্রামবার্ত্তাবহের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। "সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"।

পারমার্থিক গৌড়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

'বেদান্ত' শব্দের ব্যাসবাক্য এইরূপ—'বেদসমূহের অন্ত —'বেদান্ত'। 'বেদের অন্ত' কথাটী দুই ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 'অন্ত' শব্দে যেখানে 'শেষ' অর্থ করা হয়, সেখানে বেদের শেষ ভাগকেই 'বেদান্ত' বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বৈদিক শাখার স্বতন্ত্র 'ব্রাহ্মণ' আছে; আবার প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত 'আরণ্যক' সংযুক্ত। যেমন ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত—ঐতরেয় আরণ্যক', 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ইত্যাদি। 'ঐতরেয় উপনিষদ্' 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র শেষ পঞ্চাধ্যায়। আর 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ্' তৈত্তিরীয় আরণ্যকে'র শেষ-ত্রি-অধ্যায়। এরূপ বিচারে বেদের বিবৃতি ও ব্যাখ্যাস্বরূপ 'ব্রাহ্মণ', 'ব্রাহ্মণে'র পরিশিষ্টরূপ 'আরণ্যক' এবং 'আরণ্যকে'র শেষ অংশ উপনিষদ্‌কেই 'বেদান্ত' বলিতে হয়। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকারগণেরও এই মত। আবার কাহারও মতে বেদের 'অন্ত' অর্থাৎ চরম শিক্ষা যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই 'বেদান্ত'। এরূপ বিচারে উপনিষদ্ এবং কৃতার্থ-মীমাংসা-স্বরূপ 'বেদান্ত-দর্শন' বা 'ব্রহ্মসূত্র' উভয়কেই 'বেদান্তে'র মধ্যে পরিগণিত করা যায়। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন,—"বেদান্তো নাম 'উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারিণি শারীরক-সূত্রাণীনি চ"।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বেদের সংহিতাংশের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে 'বেদান্ত' অর্থাৎ 'উপনিষদ্' বা 'শ্রুতিপ্রস্থান' এবং 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'ন্যায়প্রস্থানে'র সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিব। প্রস্থানত্রয় বা মতান্তরে প্রস্থান-চতুষ্টয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা হইবে বলিয়া এস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্তের অপর নাম (১) 'উপনিষদ্' এবং (২) 'ব্রহ্মসূত্র'। উপনিষদের অপর নাম 'শ্রুতি'। 'উপ' পূর্ব্ব, 'নি' পূর্ব্ব, (বধ-অবসাদন-গত্যর্থ) 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষদ্' শব্দটি সাধিত হইয়াছে। উপরি-উক্ত ধাতুগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'উপনিষদ্' শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে পারে—যাহা দ্বারা ব্রহ্মেতর বিষয়ে আসক্তি ('সদ্' ধাতু যেখানে বধার্থে প্রযুক্ত) বিনষ্ট হয়, যাহা দ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা ('সদ্' ধাতু যেখানে অবসাদনার্থে প্রযুক্ত) উন্মূলিত হয় এবং যাহা দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে বা নিশ্চিতভাবে ('নি'—এই উপসর্গ হইতে আগত অর্থ) ব্রহ্মের সমীপে ('উপ'—এই উপসর্গের অর্থ) গমন করা যায়, ('সদ্' ধাতু যেখানে গত্যর্থে প্রযুক্ত) তাহাই 'উপনিষদ্'। ভ্রান্তি, রোগ, রোগভ্রান্তি, মহারোগ ও বিষয়-ভ্রান্তি এই পঞ্চদুর্ব্যাপদ্বৃত্তি দ্বারাই 'উপনিষদ্' বা 'শ্রুতি' শব্দের যে সহজ অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই বৈদান্তিকব্রুব-নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতবাদ-খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। 'উপনিষদ্' শব্দের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে উপগম্য, উপগন্তা ও উপগমন—এই তিনটী বস্তু ও ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম—উপগম্য, জীব—উপগন্তা এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—উপগমন। ইহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্য-অবস্থান, এবং তাঁহাদের মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। উপগম্য বস্তু নির্ব্বিশেষ হইলে বা উপগন্তার অবস্থান না থাকিলে কিংবা উপগমন কার্য্য উপগন্তা ও উপগম্যের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়ারূপে

না থাকিলে 'উপনিষদ্' শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না; তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও 'মায়া' বা 'মিথ্যা' হইয়া যায়। 'উপনিষদ্' এইরূপ মতবাদ নিরাস করিয়া বলিতেছেন যে, উপগন্তার উপগম্যের সমীপে উপগমন করিবার সার্থকতা আছে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু; যে বৃহদ্বস্তুর নিকট উপনীত হয়, সে বৃহদ্বস্তুর সমজাতীয় হইলেও ক্ষুদ্র। কারণ উপগন্তা যদি উপগম্যের ন্যায় সমপরিমাণে বৃহৎই হইবেন, তাহা হইলে উপগমন-কার্য্যের কোন সার্থকতাই নাই। ক্ষুদ্রই বৃহতের নিকট গমন করিয়া থাকে। অতএব জীব ব্রহ্মের সমীপস্থ হয়। "সমীপস্থ হয়" বলিলে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়—এইরূপ বিকৃতার্থ-কল্পনা অনাবশ্যক। ক্ষুদ্রবস্তু বৃহৎ-বস্তুর সমীপস্থ হইয়া বৃহদ্বস্তুর সেবা করে, ইহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যদি বল, কেবলমাত্র 'সমীপস্থ হয়'—এইরূপ বাক্য হইতে 'সেবা করে'—এইরূপ অর্থ কিরূপে পাওয়া গেল? তদুত্তরে এই যে, সমীপস্থ বস্তুর যদি কোন প্রকার ক্রিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'চেতন' না বলিয়া 'জড়' বলিতে হয়। জড়বস্তুই ক্রিয়াহীন; চেতন বা সজীবের লক্ষণই ক্রিয়াশীলতা। অতএব উপগন্তা যখন উপগম্যের সমীপে উপগমন করে, তখন তাহার সেবাই নিত্যধর্ম্মরূপে প্রকাশিত থাকে। ইহা দ্বারা উপগম্য ও উপগন্তার সমজাতীয়ত্বও প্রমাণিত হইল অর্থাৎ "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—অ-দেব কখনও দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে পারে না—এই ন্যায়ানুসারে উপনীত ব্যক্তি বা উপগন্তা নিশ্চয়ই উপগম্যের সমজাতীয়। কিন্তু সমজাতীয় হইলেও তৎসঙ্গে সঙ্গে উপগন্তার উপগম্যের অধীনত্ব, পৃথকত্ব প্রকাশ করিতেছে; তবে এইরূপ যুগপৎ সমজাতীয়ত্ব ও ভিন্নত্ব প্রাকৃত ভূমিকার অতীত স্থানে সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রাকৃত চিন্তা দ্বারা পরিমেয় নহে। অতএব রুচি, যোগ, যোগরুঢ়ি, মহাযোগ, বিদ্বদ্রূঢ়ি এই পঞ্চমুখ্য বৃত্তি শব্দ-দ্বারাই 'উপনিষদ্' শব্দটী অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক। নামাত্মক শব্দ-ব্রহ্ম মধ্যে রূপ, গুণ, ক্রিয়া, স্বরূপ সমস্তই অন্তর্ভুক্ত। 'উপনিষদ্' নাম উচ্চারণ মাত্রই বিদ্বদ্হৃদয়ে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উদয় হইয়া থাকে। উপগন্তার (জীবের) উপগম্য (ভগবানের) নিকট উপগমন-ক্রিয়া একমাত্র শ্রবণের পথদ্বারাই সাধিত হয়, এইজন্য উপনিষদের অন্য নাম 'শ্রুতি'। শ্রবণের ফলেই কীর্ত্তন; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধন বলিয়াছেন। অতএব 'উপনিষদ্' ও 'শ্রুতির' নিরুক্তি গৌর-ভগবানের সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের প্রচারিত সনাতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মই পরম মুখ্যাবৃত্তিতে নিখিল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে শ্রুতির প্রমাণদ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে আম্নায়-বাক্যই প্রমাণ, সেই প্রমাণের দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী প্রমেয়ের উপরিই হইয়াছে। প্রমেয়—(১) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব। (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (৩) তিনি অসীমরসামৃতসমুদ্র। (৪) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব। (৫) তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত। (৬) তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত। (৭) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। (৮) শুদ্ধ ভক্তিই জীবের সাধন। (৯) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

'আম্নায়বাক্য'ই যে মূল প্রমাণ, এবং 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' (যাহা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে জগতে প্রকাশিত) হইতেই যে 'সনাতনধর্ম্ম' প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ,—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

(মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥"

(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে পরম-মুখ্যাবৃত্তি-যোগে শ্রুতি-প্রমাণ—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এবো পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য,একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং
নেতরেষাম্॥"

(শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র)

"কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৭ সংখ্যাধৃত সামোপনিষদ্‌বাক্য)।

"গ্রামাচ্ছব্দং প্রপদ্যে শবলাচ্ছাবলং প্রপদ্যে"

(ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ-নিহিতং গুহায়াম্। পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা-বিপশ্চিতা॥" (তৈত্তিরীয় ২।১)

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়)

(ক্রমশঃ)

নিবেদন

(প্রাপ্ত)

সংসার অর্ণব-তরি, শ্রীবৈষ্ণব-পায়।
দীনহীন কায়-মনে, বিনতি জানায়॥
মায়ামুগ্ধ জীব আমি, সংসার বন্ধনে।
দিন দিন পড়িতেছি, সঙ্কট পিছনে॥
মধ্যকালে জরাগ্রস্ত, হ'য়েছি পাঁড়ায়।
সেই কালে ভয়-ভক্তি, শ্রীনাম বলায়॥
বলিলে কি হ'বে তাহা, মুগ্ধ লোভান্ধর।
অন্ন-বস্ত্র কুচিন্তায়, সদা রাখে দূর॥
এতদিন গত হ'ল, গ্রাম্যবার্ত্তা বলি।
জীবনে অধীত বিদ্যা, বিফল সকলি॥
ভাগ্য ক্রমে সাধু সঙ্গে, গৌড়ীয় বাণীতে।
শুনিতেছি সুসিদ্ধান্ত, কিছুদিন হ'তে॥
"ভক্ত প্রতি রাখ সদা, নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান।
গুরু-বৈষ্ণবের বাক্যে, হও মতিমান॥
তা' না হ'লে মায়াবাদে, অর্থবাদী জন।
অন্ধকারে ভুলাইবে, ভক্তির সাধন॥"
বহুদিন এই ভাবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
নৈরাশ্যে বৈষ্ণব-পদে, পড়েছি লুটিয়া॥
একমাত্র গুরুদেব, তদভীষ্ট জন।
তাঁদের চরণে সদা, এই নিবেদন॥
থাকে যেন মতি-গতি, নাম-ধাম-রূপে।
তাহা যেন নাহি ভুলি, সংসার তামসে॥
তথাপি যে জরাগ্রস্ত, পতাপতহীন।
প'ড়ে আছি কুসঙ্গায়, পরের অধীন॥
সেবাবিধি বৈষ্ণবের, আচরণ যত।
করিবার সাধ্য নাই, উহাতে বঞ্চিত॥
কেবল মনেতে সাধি, শ্রীগুরু-চরণ।
শ্রীনাম ও স্মৃতিপথে, করি সঙ্কীর্ত্তন॥
আর মাত্র শ্রীগৌড়ীয়, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
সারাদিন দেখি তাহা, আদি-মধ্য-অন্ত॥
কেবল ভরসা এবে, গৌড়ীয়-বার্ত্তায়।
করেন করুণা যদি, সপ্তাহদাতায়॥
তা' দেখি করিব সাধ্য, নাম-গুণ-গান।
জনমের কুসিদ্ধান্ত, করিব নিদান॥
ভবপঙ্ক ছিঁড়িবে কি, থাকিবেক তাহা।
শ্রীগুরু-চরণে তাহা দিয়াছি অর্পিয়া॥

শ্রীবিজয়গোবিন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—

গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে—

(১) গ্রাহকবর্গ পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইবেন।

(২) কোন বিষয় জানিতে হইলে ডাক টিকিট পাঠাইবেন; বেয়ারিং-পত্র গ্রহণ করা হয় না।

(৩) পত্র লিখিবার সময়ে সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(৪) কোন এজেন্টের নিকট কেহ কিছু দিলে তাহার রসিদ লইবেন।

গৌড়ীয় কার্য্যাধ্যক্ষ

আঁধার ও আলো

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের একটী ধর্ম্মগ্রন্থ, অনেক দিন হ'তে শুনে এসেছি। আমার কর্ম্মস্থলে থাকবার সময় কয়েকবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যাও শুনেছি। গত রবিবার দিন গৌড়ীয়-মঠে গিয়েছি, এমন সময় শুনতে পেলুম, ফোনে 'রিং' হচ্ছে। গৌড়ীয়-মঠের এক-জন ব্রহ্মচারী এসে গৌড়ীয়-মঠ-রক্ষককে বল্লেন,— '—বাবু আমাদের 'শ্রীমন্নাম-শিক্ষা' পাঠ করবার জন্য ডাকছেন'। মঠরক্ষক মহাশয় বল্লেন, হরিকথা হবে এতে আর আপত্তি কি? ব'লে দাও, আমরা লোক পাঠাচ্ছি।' এরূপ কথা শুনে আমারও পাঠ শুনতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। আমরা পাড়ী চ'ড়ে ঠাকুরদাস পালিত লেনে এসে উপস্থিত হলুম। প্রথমে কীর্ত্তন হ'ল, কীর্ত্তনের পরে পাঠ আরম্ভ হবে। পাঠ আরম্ভ হ'ল। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে গিয়ে ক'জন লোককে ডেকে আন্‌লেন। তা'র ভেতর একটী লোক এসে বস্‌তে না বস্‌তেই পাঠের মধ্যেই বক্তাকে নানা রকম অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেন। বক্তা শ্রীমদ্ভাগবতের "ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি"—এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা ক'রে 'অহৈতুকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম' একথা বল্‌ছিলেন, এমন সময় সেই লোক বক্তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, মশায়, 'অহৈতুকী ভক্তি' কখনও জীবে সম্ভব হয় না। বক্তা তখন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক হ'তে অহৈতুকী ভক্তির কথা ব্যাখ্যা করলেন। তা'তে ঐ ব্যক্তি বল্লেন, অহৈতুকী ভক্তি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সম্ভব হ'তে পারে, মহাপ্রভু সেটি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। বক্তা বল্লেন, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার আবার ভক্তির আবশ্যক কি? তিনি জীবের জন্যই এই উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি মহাপ্রভুর সেবিকা, তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব আর ভাগবতে "পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ"—এই বাক্যের 'পুংসাং' শব্দ হ'তেও জানা যায় যে, 'ভক্তি' জীবের জন্যই একমাত্র পরম ধর্ম্মরূপে উদ্দিষ্ট হ'য়েছে। তথাপি ঐ ব্যক্তি যেন সে সকল কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেন না এবং পাঠের মধ্যেই নানারকম বাগ্‌বিতণ্ডা করবার চেষ্টা কর্‌লেন। আমি তখন তাঁ'কে বল্লুম,—মশায়, পাঠের মধ্যে প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ রীতি-বিরুদ্ধ। তিনি বল্লেন,—'এরূপ নিয়ম কোথায়ও নেই'। এরূপ ব'লে সে ব্যক্তি যেন গায়ে প'ড়ে নানারকম তর্ক কর্‌বার অছিলা খুঁজতে লাগ্‌লেন। আর তাঁর সঙ্গী কয়জনও তাঁ'র সঙ্গে যোগদান কর্‌লেন; বেশ স্পষ্টই বোঝা হ'ল, এ' সবলোক এক দলের—হরি কথা-বিরোধী কপট ব্যক্তি। বক্তা তখন বাধ্য হ'য়ে পাঠ বন্ধ কর্‌লেন। এইরূপ তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য—বাড়ীর কর্ত্তা—(পরে শুন্‌লুম তাঁর নাম নাকি নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা শ্রোতাদের ভেতর কেউই সেই কুতার্কিককে থামাবার চেষ্টা করলেন না! একটী মাঝারী কাল চেহারা লোক তখন এসে খুব আকুপাকুভাব দেখিয়ে বক্তা মহাশয়কে বল্লেন, আজ্ঞে, কৃপা ক'রে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করুন। যদিও অন্য জায়গায় বক্তা মহাশয়ের পাঠের সময় চ'লে যাচ্ছিল, আর তিনি ঐ সব লোকের নানাপ্রকার অশিষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য কচ্ছিলেন, তবুও তিনি উপস্থিত কীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ক'রে সেই লোকটীর প্রশ্নের উত্তর দানে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যে ঐরূপ আকুপাকুভাব-দেখান কপট-তৃণাদপি-সুনীচের কপটতা ধরা প'ড়ে গেল। সেই লোক তখন শিষ্টাচার-লঙ্ঘন-দ্বারা নিজস্ব (পরে শুনা গেল, ঐ ব্যক্তি নবদ্বীপ সহরের একজন অন্নদাচারী ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী।) খাঁটী চরিত্র-প্রকাশ করে ফেল্‌লেন। বুঝ্‌লুম, এই সব কপট মহাশয়েরা কেউই হরিকথা শুনবার জন্য বক্তাকে আহ্বান করেন নাই, তাঁ'দের ভাব দেখে মনে হ'ল, তাঁরা বহুকাল ধ'রে যেন কি এক ভয়ানক মাৎসর্য্যের আগুনে জ্বল্‌ছিলেন, বৈষ্ণববিদ্বেষ, বৈষ্ণবাপরাধ ও বৈষ্ণবের প্রতি অশিষ্টাচার সেই ভীষণ আগুনের ইন্ধন হ'বে মনে ক'রে তাঁরা ঐরূপ একটী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এমন কি তাঁরা সামান্য ভদ্র-ব্যবহারটাও পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারেন নাই। আমি বহু সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বহু ভদ্রলোকের সহিত মিশেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ ছবি আমার জীবনে এই প্রথম দেখ্‌লুম! পরে শুনতে পেলুম, প্রথম তার্কিক মশায়টী একজন ব্যবসায়ী জাত্ গোঁসাইর শিষ্য, ব্যবহার-জীবি ও জাতিতে বণিক এবং

তাঁ'র সঙ্গীগণও প্রায় তাই। পত্রের ব্যক্তিটীর পরিচয় ত' পূর্ব্বেই দিয়েছি, তাঁ'রা কেউই শাস্ত্র বা সিদ্ধান্তের ধার ধারেন না—অসদাচরণ, গোঁয়ারতামী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষই ইঁহাদের ব্রত।

Kenedy সাহেবের Chaitanya Movement নামক পুস্তকে ব্যবসাদি-গুরুগণের কীর্ত্তিকলাপের কথা প'ড়েছি এবং সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনেক কথাও অনেক লোকের কাছে শুনেছি। সেদিনকার ঘটনা দেখে মনে হ'ল, এসব লোক আবার ধর্ম্মের ভাণ করে—গাঁয়ের সামান্য শিষ্টাচারের পর্য্যন্ত অভাব! বণিকের শিষ্য কখনও যে ভাল হ'তে পারে না, (এমন কি ভদ্রলোকও না হ'তে পারে)—এটি এতদিনে আমার ধ্রুবধারণা হ'ল। ধীরেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে এরূপ মাৎসর্য্যবহ্নি সহসা সন্দীপিত হ'বারই বা কারণ কি? তিনি না একদিন প্রাণগোপাল গোস্বামীর সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি সম্বন্ধে অনেককথা ব'লেছিলেন? তিনি বিচক্ষণ গৃহস্থ হ'য়ে নিজের গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গনে এরূপ দেবপ্রকৃতি লোকদের কি ব'লে স্থান দিলেন?

শ্রীচৈতন্যের নাম ক'রে জগতে কি ভণ্ডামি চ'ল্‌ছে তা' শিক্ষিত ভদ্রসমাজের একটু দেখা উচিত। সদ্‌ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কদর্য্য ব্যবসায় ও নীচ সঙ্গ-পরায়ণ ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় কোন দিনই আদর লাভ ক'রতে পারেন নাই। অধুনা নানাপ্রকার মনোরঞ্জক বাক্-চাতুর্য্য ও তোষামোদাদি-দ্বারা তাঁ'রা উচ্চজাতি ও শিক্ষিত সমাজের একটু কৃপাদৃষ্টি পাইতে পারেন কিন্তু তদ্‌বিষয়ে চেষ্টাপর হ'লেও তাঁ'রা কিন্তু তাঁ'দের ঘৃণিত স্বভাবটী ছাড়্‌তে পারেন নাই। শিক্ষিত-সমাজ কখনই এরূপ কপটব্যক্তি-গণের ভোগ্যায় হ'লেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামী অবর জাতির সঙ্গ করায় নিজকে 'নীচজাতি' বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এখন যাঁরা মুখে গোস্বামিগণের অনুগত ব'লে পরিচয় দেন, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে নীচজাতির সঙ্গ ক'রেও কি প্রকারে নিজদিগকে 'উচ্চজাতি' বলে পরিচয় দিতে চান, তাহা শিক্ষিত ও সদ্ভ্রান্ত সমাজ বিচার ক'র্‌বেন। যাঁ'রা নিজদিগকে 'নীচ' রেখে নীচের সহিত সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ ক'রে থাকেন, তাঁ'রাও নিশ্চয়ই 'নীচ' হ'য়ে যান। যা' হোক, এই সমস্ত কথা বিস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমি সেদিনকার ঘটনায় যেরূপ প্রত্যক্ষ ক'রেছি, তা' হ'তে আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছে যে, গৌড়ীয়-মঠ-ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে কোন নিষ্কপট, সরল ও সেবাপরায়ণ, সত্যি সত্যি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথের অনুসরণকারী, আচার-প্রচার-পরায়ণ ভক্তসঙ্ঘ আর নাই ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এ'রূপ পরম হিতকারি-সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের অহিতকর কার্য্যের ক্ষতি হ'চ্ছে ব'লে এবং যেখানে যত অসৎ ও কপট ব্যক্তি আছে, তাঁ'দের সকল কপটতা ও ভণ্ডামী ধরা প'ড়ে যাচ্ছে ব'লে, তাঁ'রা অসন্তুষ্ট হ'চ্ছেন। সত্যস্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বযুগেই সত্যের বিজয়-পতাকা সংরক্ষণ করেন। ব্যবসায়ি-গুরু ও অসৎ ব্যক্তিগণের শিষ্যবর্গ এত fanatic হয়ে প'ড়ে যে, তাঁ'রা তাঁদের fanaticism রক্ষা কর্‌তে গিয়ে শিষ্টাচার পর্য্যন্ত লঙ্ঘন ক'রে থাকেন।

জগতে আলো ও আঁধার, সূর্য্য ও ছায়া পাশাপাশি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, গত রবিবারের ঘটনা ও তার পরদিনের ঘটনায় তাই দেখতে পেয়েছি। পরদিন অর্থাৎ গত সোমবারে আমি গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌তে পেলুম যে, আজ সন্ধ্যার সময় কোন এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বাড়ী তাঁ'দের পাঠ আছে; মঠস্থ ভক্তগণ আমাকে তাঁ'দের পাঠের সঙ্গী হ'তে অনুরোধ কর্‌লেন। আমি বন্ধুবর, কাল ও আপনারা 'বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের' গৃহে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা'তে আমি ভাল করে 'বোষ্টোম' দেখে এসেছি। ওরূপ ব্যবহার সামান্য অশিক্ষিত বর্ব্বর ও অসভ্য জাতির মধ্যেও দেখা যায় না, আজ আর 'বোষ্টোম' দেখ্‌বার সাধ নেই। তা'তে মঠস্থ ভক্তগণ বল্লেন, আপনি, একবার 'চুণ খেয়ে মুখ পুড়েছে ব'লে কি 'দৈ' ব'লে জগতে কোন জিনিষ আদৌ নেই বল্‌তে চান? কা'ল চুণের আস্বাদ নেয়েছিলেন, আজ একটু সত্যি সত্যিই 'দৈ' আস্বাদ ক'রবেন আসুন। বৈষ্ণবের সাজ-পোষাক কিন্তু 'বৈষ্ণব', বাহ্যের দলের সাজা নারদ, কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ নন,—ভগবান্ আমাদিগকে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটনার ভেতর দিয়ে এ' সব শিক্ষা দেন। জগতে কপট ও নিষ্কপট, ভণ্ড ও ভক্ত বৈষ্ণবের সজ্ঞায় বহু-ধার্ম্মিক ও প্রকৃত বৈষ্ণব, অ-সুর ও সুর—এই দুই প্রকার সৃষ্টিই যে র'য়েছে তা' পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে বহুভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমি সাধুদিগের এই সব কথা শুনে তাঁ'দের অনুগমন কর্‌লুম বটে; কিন্তু পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে গত দিবসের

মালা-তিলক-ধারী শিষ্টাচাররহিত ব্যক্তিগণের কাপট্যের নাটা পুনঃ পুনঃ মনে জাগতে থাকল। তা'দের উদ্দিষ্ট গৃহে সকলেই উপস্থিত হ'লে দেখ্‌লাম, গৃহস্বামী একটী প্রাচীন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ; সাধু ব্রহ্মচারিগণকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য পূর্ব্ব হ'তেই অপেক্ষা ক'চ্ছেন। ভক্তগণ উপস্থিত হ'লে তিনি সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌লেন এবং নিজে বৈষ্ণবগণের চরণ প্রক্ষালন কর্‌বার জন্য জল নি'য়ে এলেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা গ্রহণ ক'র্‌লেন না। তাঁ'রা স্বহস্তে অন্য স্থান হ'তে জল গ্রহণ ক'রে পা ধুলেন। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণটী বড় চতুর, তিনি বৈষ্ণবগণের পদ-ধৌত-জল যে স্থানে প'ড়ে ছিল, গোপনে সে'স্থান হ'তে জল নিয়ে মস্তকে ধারণ কর্‌লেন এবং বৈষ্ণবগণের পদ-সম্মার্জ্জনী মস্তকে ধারণ ক'রে নৃত্য কর্‌তে থাকলেন। তৎপরে সকলকে তিনি যথোপযুক্ত আসন প্রদান ক'রে, স্বহস্তে সকলকেই প্রসাদী মালা-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত ক'র্‌লেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল, কীর্ত্তনান্তে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ হ'ল। সেই পরম ভাগবতের গৃহে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি) হ'তে আরম্ভ ক'রে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁ'রা সকলেই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌লেন এবং বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ ও শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের শরণাগতি-কীর্ত্তনে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হ'ল। পরমভাগবত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মঠস্থ ভক্তগণকে তাঁ'র গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং বৈষ্ণবগণকে সম্ভাষণ ক'রে নিজের মোটাই-যানে গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়ে দিলেন।

ভগবান্ অদ্বৈত ও দ্বৈত দুইটী সৃষ্টি পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছেন। একজনের সামান্য শিষ্টাচারের পর্য্যন্ত অসদ্ভাব, আর একজনের প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত আচরণ। একজনের কপটতা আর একজনের সরলতা, একজনের মাৎসর্য্য, হিংসা আর একজনের ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অতি স্পষ্টভাবে অনুভূতির বিষয়। একজনের বাহিরে মালা-তিলক-ঝোলা, আকুপাকু ভাব, ডিঙ্গিয়ে চলা—সব ঠিক আছে, কিন্তু অন্তরটিতে মৎসরতা বেশ ক'রে জাঁকিয়ে ব'সেছে—আর, আর একজন নিষ্কপট।

ধন্য ভাগবতবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর গৌর-করুণা-কটাক্ষ-বৈভব মহোদয়, ধন্য আপনার বৈষ্ণব-সেবা-বুদ্ধি। আপনি সত্য সত্যই মহাপ্রভুর করুণা-কটাক্ষে পতিত। আপনি সত্য সত্যই গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁ'রা বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করেন, তাঁ'দের আপনার ন্যায় সুবুদ্ধি হউক, তাঁ'রা কপটতা ও আত্মবঞ্চনাবৃত্তি ছেড়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের চরণাশ্রয় করুন, তা' হলে তাঁ'রাও ধন্য হ'তে পার্‌বেন। কপট প্রাকৃতসহজিয়াগণের মাৎসর্য্যানল-দগ্ধ হৃদয় দেখে বড় দুঃখ হয়। তাঁ'রা অন্যায় ভেদ ও পার্থের জোরে ব্যভিচারী, ব্যভিচারী, অসদ্‌গুরুগণকে সমর্থন কর্‌তে গিয়ে এবং অসদ্‌গুরুগণ এরূপ শিষ্যগণের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, উভয়েই ক্রমে ভীষণ হ'তে ভীষণতর তমোরাজ্যে চলে যাচ্ছেন।

দর্শক—

(অধ্যাপক) **শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল** (এম, এ

জাগ্রদাদি অবস্থা-চতুষ্টয়

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক তিনটী অবস্থার পরিচয় মানব মাত্রেই অবগত। এই অবস্থাত্রয় ব্যতীত আর একটী অবস্থা আছে, যাহার বিশিষ্ট পরিচয় মুক্ত পুরুষ ভিন্ন অপর কেহ জ্ঞাত নহে। মুক্তপুরুষগণলভ্য এই শেষোক্ত অবস্থাটী তুরীয় বা চতুর্থ নামে খ্যাত।

শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র বাস্তব বস্তু। তিনি মূল-চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব। চেতন-ধর্ম্ম অন্বিত থাকা হেতু তিনি স্বভাবতঃ ইচ্ছাময় এবং অঘটন-ঘটন-পটিয়সীরূপ অসীম শক্তির আধার বলিয়া তিনি নিত্যানিত্য বহুবিধ লীলার অভিনয়কারী। যদিও "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই শাস্ত্রোক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, তথাপি স্বতন্ত্রেচ্ছাময় লীলাকল্লোল-বারিধি শক্তিমানের যখন যেরূপ ইচ্ছা স্বতঃই স্ফুরিত হয়,

তখন শক্তি নিজ-স্বরূপকে শক্তিমান-তত্ত্বে পূর্ণমাত্রায় অভিন্নরূপে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দীপ হইতে দীপান্তর প্রকাশের ন্যায় শক্তিমানের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য বহুবিধ আকারে আপনাকে পরিণত করেন। এপ্রকার বহুবিধ শক্তির পরিণতিগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত (যথা—চেতন ও অচেতন) এবং তাঁহারা শক্তিমানের সত্তায় সত্তাবান অর্থাৎ শক্তিমানের সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া নিজ-স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। শক্তিমানের সত্তায় সত্তাবান হইলেও অজ্ঞ মানবগণের চক্ষে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট-রূপে দর্শনযোগ্য চেতন-পদার্থের ন্যায় ভাসমান বস্তুনিচয় 'জীব' নামে ও অচেতন স্থাণুপদার্থের ন্যায় প্রকাশ-শীলবস্তুগুলি 'জড়' নামে অভিহিত। যখন চেতন ও জড় উভয়বিধ পদার্থই শক্তির পরিণতি ও মূল-চেতনরূপ শক্তিমৎ-তত্ত্বের ইচ্ছা-পূর্ত্তির জন্য তদীয় শক্তি-কর্ত্তৃক অন্যাকারে প্রকটিত, তখন শক্তি-জাতীয়ত্ব হেতু তাহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য—সর্ব্বতোভাবে শক্তিমানের সেবা করা ও তাঁহার মহিমা-ঘোষণায় যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকা। এই তত্ত্ব শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, 'ভক্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। এবম্বিধ সেব্য-সেবকভাব-সংপুটিত যে জ্ঞান, তাহাকে অন্বয়-জ্ঞান কহে। অন্বয়জ্ঞানের জাগরূক অবস্থায় জীবগণ কায়-মনো-বাক্যে কেবলমাত্র শক্তিমানেরই সেবায় ব্যস্ত থাকেন ও জড়াকারে ভাসমান পদার্থসমূহকে শক্তিমানের সেবোপকরণ বুদ্ধিতে তাঁহারই সেবায় নিযোগ করিতে উৎসাহী হন। তাঁহারা কদাচ কোন জীবের দ্বারা নিজ সেবা করাইতে চাহেন না ও শক্তিমানের সেবোপকরণগুলিকে ভোগ করিতে রুচিবিশিষ্ট হন না। নিজ সেবার পরিবর্ত্তে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অন্য জীবকে শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত করিতে ত্রুটী করেন না। শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাই মুক্ত জীব ও তাঁহাদিগের কথিতপ্রকার সেবা-পর ভাবে যে অবস্থান, তাহাই 'তুরীয়' অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় স্থল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পুঞ্জীভূত সুকৃতি-অর্জ্জনের ফলে শ্রৌতপন্থায় রুচি জন্মে ও সেই রুচি হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর আনুগত্য লাভ হয়, যাহার ফলে মানবগণ চতুর্থগতিরূপ তুরীয়' অবস্থায় উপনীত হন, অন্যথা সম্ভবপর নহে।

দুর্ভাগ্যের প্রাবল্যে অন্বয়-জ্ঞান লাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণ মত বা ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন। ভেদ-বুদ্ধি-বশতঃ তাঁহারা চেতনাচেতন প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র সত্তাবানরূপে অবগত হন ও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা মূল-চেতন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ও আপনা-দিগকে শক্তিমান্ পদার্থ বিবেচনা করতঃ, ভোক্তা সাজিয়া ভোগ্য বস্তু আহরণে সদা রত। শাস্ত্রে এই শ্রেণীর মনুষ্যদিগকে বদ্ধ, অজ্ঞানী বা জড়-ভেদ-বাদী কহে। ইঁহারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয়ে বিচরণশীল ও পুনঃ পুনঃ দুঃখসঙ্কুল সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মত্তাবং ভিন্নমাত্মনঃ।"
"ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতে মৃতিঃ॥"

জাগ্রৎ অবস্থায় ভোগ্য পদার্থগুলি ভোক্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুরূপে বহির্জ্জগতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সমুদয় ভোগ্য-বস্তু, বহির্জ্জগতের পরিবর্ত্তে ভোক্তার আত্মাতে আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভিন্নাকার পরিত্যাগ করিয়া ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, যে কারণ ভোক্তা আর তাহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। যেহেতু সুষুপ্তিকালে ভোগ্য-বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্য জীবগণ সে সময় আপনাদিগকে ভোক্তা বলিয়া বুঝিতে অক্ষম হন। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাগত ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাবের বিরাম হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে জীবসমূহ মায়া-রচিত গুণ-নিগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ ব্রহ্ম বা চিৎ রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যথা শাস্ত্রে—"ইমাঃ লোকাঃ অহরহঃ ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তি, ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" অর্থাৎ এই প্রজাবৃন্দ প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমন করেন, কিন্তু অজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা ইহা জানেন না। ভোক্তৃত্বাদি মায়িক অহঙ্কার অস্তমিত হওয়ায় জীবগণ সুষুপ্তি দশায় নিজ বিশুদ্ধ চেতন বা ব্রহ্ম-রূপে অধিষ্ঠিত হন এবং সেই শুদ্ধ-চেতন-রূপে মূল চেতন বা শক্তিমৎ-তত্ত্বস্থ নির্গুণ চিদানন্দবিকাশিনী শক্তির যে অংশটুকু অবস্থিত, তাহার ক্রিয়া হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম-সুখ আস্বাদন করেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী গাঢ় নিদ্রার পর উত্থিত হইয়া মানবসমূহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা সুখে নিদ্রিত ছিলেন।' যখন নিদ্রা কালে বাহ্য পদার্থের সঙ্গ-লাভ অসম্ভব, তখন নিদ্রোত্থিত

ব্যক্তির উক্ত সুখ-স্মৃতিটুকু যে নির্গুণ ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হয়, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

বদ্ধ বা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গাঢ় পরিশ্রমের পর শ্রান্তিদূর করিবার জন্য নিশ্চেষ্ট বা জড়বৎ অবস্থান করিবার আশায় নিদ্রাকে আবাহন করেন। যেহেতু "নিদ্রাগত হইব" ইত্যাকার সংস্কার পোষণ করিতে করিতে নিদ্রিত হন, তজ্জন্য তাঁহারা নিদ্রাভঙ্গের পর "অচেতনবৎ নিদ্রিত ছিলাম" বলিতে বাধ্য হন। ব্রহ্মজ্ঞগণ কিন্তু "ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইব" ইত্যাকার বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুর ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যচিন্তার উপরম ভূমিকায় ব্রহ্মসুখ আস্বাদনে সমর্থ হন ও ব্রহ্মচিন্তনের অভাব সময়ে (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জাগ্রৎ-দশায় উপনীত হইলে) দেহেন্দ্রিয়াদির সুষুপ্ত ভূমিকানুভূত ব্রহ্মানন্দের সুস্পষ্ট স্মৃতি হৃদ্দেশে অনুভব করিতে অসুবিধা বোধ করেন না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ন্যায়ানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বরূপানভিজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধ জীব-সমূহ সুষুপ্তি-কালে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াও, সংস্কারাভাবে তাঁহার যথার্থ পরিচয়-লাভে বঞ্চিত হন। পুত্রের মৃত্যুকালে পিতা যেরূপ আপনাকে দুঃখী বোধ করেন, অথবা প্রাণসম একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকালে স্নেহবিহ্বলা জননী অত্যন্ত আসক্তি হেতু যেরূপ "নিজের মৃত্যু হইতেছে" ইত্যাকার ভ্রান্তিপূর্ণ-চিন্তাকে অকস্মাৎ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হন, সেই প্রকার মন্দ জীবসমূহও সুষুপ্তিকালে প্রিয় বাহ্য দেহাদির অদর্শনে মনে করেন যে নিজ অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বুঝি বা হারাইয়া যায়। সুতরাং নিদ্রাকালে যাঁহারা নিজ অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান হন, তাঁহারা প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমন ও ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিয়াও যে তাহা অস্বীকার করিবেন এবং তৎফলে নাস্তিকতার উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়া আমৃত্যু ভোগান্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেন, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

পরম কারুণিক ও সর্ব্বজীবৈকসুহৃদ মূল চেতনরূপ শক্তি-মন্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ত্রিতাপজনক দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়াইবার জন্য বদ্ধ জীবদিগকে প্রতিদিন সুষুপ্ত দশায় নির্গুণ ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,,—

"যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা।
"সুখঞ্চ নির্গুণং ব্রহ্মতমাত্মানমবেহি মাম্॥

বাহ্য-দশায় দৃশ্যমান কোন কোন পদার্থ—দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও তাহারা যে ভবিষ্যৎ কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যদিও নশ্বর, তথাপি দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে, এই হেতু তাহারা মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ও অজ্ঞব্যক্তি সকল সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। এতদ্ভূত মোহজাল ছিন্ন করাইবার উদ্দেশে পরস্পর ভাবে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাদ্বয়ের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় বহির্জ্জগৎ ও তত্রস্থ পদার্থসমূহ পূর্ব্ববৎ বাহ্য-দেশে অবস্থিত বলিয়া অনুভূতির বিষয় হয় না এবং আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় বাহ্য-দেশ-গত মোহকে ধ্বংস করে। আবার সুষুপ্তি-অবস্থায় উহাদিগকে আত্ম-দেশেও লক্ষ্য করা যায় না, অর্থাৎ উহাদিগের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপ নাস্তিত্বে পরিণত হয়। বাহ্য পদার্থসমূহের প্রতিদিন বাহ্যদেশ হইতে বিচ্যুতি ও তৎপরে আত্ম-দেশ হইতে অপ্রকট হওয়ার বিষয় মুহুর্মুহু চিন্তাপথে উদিত হইলে উহাদিগকে গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিনাশযোগ্য (অর্থাৎ মায়িক বা তাৎকালিক সত্তা) বিষয় বলিয়া স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যে পরিমাণে উহাদিগের নশ্বরতা বা মায়িকতা হৃদয়ঙ্গম হয়, তন্মাত্রায় মোহজাল ছিন্ন হইতে থাকে। মোহ যতই নিঃসৃত হয়, জীবগণ ততই শ্রীভগবানের আকর্ষণ-কৌশল বুঝিতে সমর্থ হন ও তাঁহার দয়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া নিত্যকালব্যাপী পরমাদ্ভুত সেবানন্দরস-আস্বাদনে প্রবৃত্ত হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
"মায়া মাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্-দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ॥"

শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী বা পরমাত্মরূপে সকল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়ের নিত্যকাল সাক্ষী। জীব যে সময় মুক্ত হন, সে সময় তিনিও সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। যদিও জীব সাক্ষীত্ব বা ব্রহ্ম-রূপতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও যে মূল সাক্ষী-তত্ত্বের কৃপায় জীবের সাক্ষীত্ব সিদ্ধ হয়, জীব তাঁহার স্থলে

অভিন্নিক বা তাঁহার সহ সমানৈশ্বর্যবান্ই হন না। শ্রীভগবান্ আশ্রয় ও তাঁর আশ্রিত,—ইত্যাকার ভেদ অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমানে থাকে এবং তন্নিমিত্ত মুক্ত-জীবগণ ব্রহ্মস্বরূপতা-নিষ্ঠির পরবর্ত্তিকালে অনন্যভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য প্রয়াসযুক্ত হন। অরণ্যের মধ্যে একটী মনুষ্য প্রবিষ্ট হইলে তিনি যেমন অরণ্যরূপে পরিণত হন না, ব্রহ্মলোকগত জীবও সেইরূপ মূল ব্রহ্মতত্ত্বের সহ মিলিয়া তদ্রূপে পরিণত হন না। ভোগ-বুদ্ধিরূপ অনর্থের ধ্বংসে মুক্তজীব তুরীয় অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া জানা যাওয়াই সমীচীন, যেহেতু শ্রীভগবান্ মায়ার অধীশ্বর ও মায়িক লীলার নিত্য সাক্ষী এবং তিনি তুরীয় অবস্থায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বদ্ধ বা ভগবদ্বিমুখ ও সংসারক্লিষ্ট জীবদিগকে তুরীয় অবস্থায় লইয়া যান।

এই প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন স্থির না করেন যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার অপেক্ষা সুষুপ্তি দশার বিশিষ্টতা যখন উক্ত হইয়াছে, তখন নিদ্রাবশ হইয়া কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত থাকাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুষুপ্তি-দশা যখন ভঙ্গ হইবার যোগ্য, (অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে) তখন উহা কখনই লোভনীয় বিষয় হইতে পারে না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশার বিচার হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই মাত্র স্বীকার্য্য। অজ্ঞ মানবমাত্র প্রত্যহই উক্ত অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন, অথচ উহাদিগের ভিতর হইতে সার গ্রহণে উদাসীন থাকেন; তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়!

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন এই। গত অগ্রহায়ণ মাসে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রী অত্র-স্থানে (মতলবগঞ্জে) প্রচার-কালে "গুরু"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদবধি আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া বড়ই সংশয়গ্রস্ত। আশা করি, কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার অনতিবিলম্বে প্রার্থিত প্রশ্নোত্তর প্রদানে সংশয় দূরীভূত করিয়া উপকৃত করিবেন।

প্রশ্ন।

১। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুদেবের মধ্যে প্রভেদ কি?

২। মৎস্যভোজী ও স্ত্রীসংসর্গী কুলগুরু শিষ্যকে দীক্ষা-মন্ত্র দিতে পারেন কিনা?

৩। শিক্ষা-মন্ত্র নামক কোন পৃথক্ মন্ত্র আছে কিনা?

৪। সদ্‌গুরু কি করিয়া পাওয়া যায়? নিবেদনমিতি।

বিনম্রাবনত দাসানুদাস

শ্রীশ্যামলাল পাল

১৮ই বৈশাখ
১৩৩৪ সন।

পোঃ মতলবগঞ্জ, জিঃ ত্রিপুরা।

উত্তর

১। যাঁহার দ্বারা মন্ত্রদান সম্পাদিত হয়, তিনিই 'দীক্ষাগুরু' এবং যাঁহাদের দ্বারা ভজন-শিক্ষা হয়, তাঁহারাই 'শিক্ষাগুরু'। দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু এক, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন। দীক্ষা এবং শিক্ষাভেদে শ্রীগুরুর দ্বিত্ব কথিত হইলেও উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। শ্রীগুরু-তত্ত্বে 'ছোটবড়' বা ভেদজ্ঞান নিরয়প্রাপক। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"মন্ত্রগুরুরেক এব নিষেধেষ্বনানত্বাদ্বহূনাম্; শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ মন্ত্রগুরু এক; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষা-গুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব।

২। মৎস্য-ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গাদি ঘোর সাধারণ নৈতিক বিচারেও অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া গর্হণযোগ্য। সুতরাং তদ্দোষনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের 'অভ্যর্থিতস্তদা ত্বষ্ট্রে' শ্লোকে যে কলিস্থান-পঞ্চকের উল্লেখ আছে, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপ-লব্ধি হইবে যে, দ্যূত অর্থাৎ পাশক্রীড়াদি, পান অর্থাৎ মাদক

ব্রতাদি সেবন, যোষিৎসঙ্গ, প্রাণিহিংসা এবং শ্রীভগবান্ ও তৎসিদ্ধভক্তগণের সেবা-ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অর্থের অনর্থাবহত্বাদি অধর্মের অনুসরণকারিগণ কলির দাস, সুতরাং অসৎ। তাদৃশ 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার'। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু এবং তাহার সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গদোষে আমাদিগের প্রবৃত্তিও অসৎ বা অসত্যবস্তুকে সত্যজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভীষণ বিবর্ত্তে পতিত হইবে। এক অন্ধ আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই ঘোর অন্ধকূপে পতিত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে সমস্ত উপদেশ-বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

মহাঃ ভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।১৮

অর্থাৎ ভোগাবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি-ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। তাহাতে গুরুত্যাগ-জনিত কোন দোষ উদ্ভূত হইতে পারে না। বলি মহারাজের অসৎপথেষ্টা শুক্রাচার্য্যকে বর্জ্জন এবং প্রহ্লাদের দৈত্যগুরুপরেশ অবাঞ্ছ-করণাদির উদাহরণ বিশেষভাবে আলোচ্য।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥ (পুরাণবাক্য)

অর্থাৎ বৎসরান্তে একবার আসিয়া গুরুদক্ষিণাদিরূপ বার্ষিকাদিচ্ছলে শিষ্যের বিত্তাপহারক বহু গুরু পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্যের নিত্যমঙ্গল-প্রয়াসী সদ্গুরু অত্যন্ত দুর্লভ।

সুতরাং শ্রীভগবদ্ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দীক্ষাদানের লীলাভিনয়কারী, অসদাচারী, হিংসাপরায়ণ, স্ত্রীসঙ্গী, বাহ্যে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা, অন্তরে ভীষণ কৃষ্ণাভক্ত অসদ্গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপটে ব্যাকুল-ভাবে ক্রন্দন আর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, "হে ভগবন্, আমার হৃদয়ে এতাদৃশী সদ্বুদ্ধির প্রেরণা করুন, যাহাতে আমি সদ্গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি"। এরূপ নিষ্কপট ব্যক্তির নিকটই শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজন পাঠাইয়া তাঁহাকে ভবকূপ হইতে উদ্ধার করেন। অতএব "পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ে ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ"—শ্রীভক্তিসন্দর্ভের এই বচনানুসারে জানিতে হইবে যে, ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্ব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। কেননা, "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"—অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর অভক্ত অথবা কপট বিষ্ণুভক্তের উপদিষ্ট মন্ত্র শ্রবণে ভব-বন্ধন মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।

৩। শিক্ষামন্ত্র বলিয়া কোন পৃথক্ মন্ত্রের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ নাই।

৪। নির্হেতুক ভগবদ্ভজনে প্রয়াসী হইয়া নিষ্কপটচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবান্ই তাঁহার নিজজনকে মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যিনি বাস্তব-সত্য লাভে একান্ত ধন্য-পরায়ণ, ভগবান্ তাঁহার নিকট সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন; আর যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করে, ভগবান্ও তাহার নিকট "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই প্রতিজ্ঞা-নুসারে মায়াদেবীকর্ত্তৃক বঞ্চক গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেবোন্মুখপ্রেয়ঃকামিব্যক্তি সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান, আর সেবা-বিমুখ প্রেয়ঃকামী ব্যক্তি অসদ্গুরু বা বঞ্চকের দেখা পান।

বস্তুপ্রদর্শক গুরুর কৃপায় আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাই। সাধুগণের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রীয় হরিকথা শ্রবণফলে আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে ভগবান্ই সেই সেবোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করিয়া সদ্গুরু চিনিবার ক্ষমতা দান করেন।

উত্তরপ্রদাতা—
গুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীবৈষ্ণবচরণাম্বুজেষু :—

পূজনীয় সম্পাদক মহাশয়! শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। জানিনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন্ সুকৃতি-বলে আজ আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। আপনাদের "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রিকাখানি পাঠে তাহাকে চির-তরে নিজস্ব করিবার মানসে এই বর্ষের প্রথম হইতে গ্রাহক-

শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা যে কি ছলে এ হেন অমূল্য বস্তু সামান্য মূল্যে বিতরণ করেন, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের বুঝা দুঃসাধ্য। আজ দেখিতেছি, ঈশ্বরের কৃপা অহৈতুকীরূপে আমার উপর বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। শুধু মুখেই যে শান্তি আসে তা নয়; যদি তা হইত, তবে জগতের যত বড় ধনীদের দুঃখ-শোকাদি পাইতে হইত না। শান্তি একমাত্র গৌড়ীয়েতেই আছে। এমন অপূর্ব্ব বস্তু অল্পমূল্যে বিতরণ করিয়া যে আপনারা কি মহান্ উপকার করিতেছেন, তাহা আর কি বলিব! তবে কি না সাধুদের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা জগতের দ্বারে দ্বারে অহৈতুকী কৃপা বিতরণের জন্যই ভ্রমণ করেন। এই পত্রিকাখানি যে কি বস্তু তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ; তবে এইমাত্র প্রার্থনা যে, এই বৈকুণ্ঠবাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার হইবে এবং শীঘ্রই সত্যযুগের উদয় হইবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবকানুসেবক—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পরামাণিক
জামশেদপুর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সেদিন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ গোস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা কাল শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান করেন এবং শ্রীল পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা এবং পূর্ব্বপ্রস্থ দর্শন, ভাবপ্রকাশিকা, ভাবদীপ, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি বেদান্ত-ভাষ্য-টিপ্পনীর সহিত বেদান্তের অপূর্ব্ব-প্রকরণ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। তিনি বলিলেন যে, গৌড়ীয় মঠের প্রচারফলে শিক্ষিত সমাজের সকলেই আর কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, এটী কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে পৃথক্ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ময়ূরভঞ্জরাজ্যের অন্তর্গত চাটনা গ্রামে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ প্রচারার্থে গমন করিয়া তথায় পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসা মহাশয়ের ভবনে পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি দ্বারা গ্রামবাসীর ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসা মহাশয়ের সেবা-প্রবৃত্তি ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপর প্রচারকবৃন্দ পিরণা গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বসা এবং তদীয় পিতৃব্য মহোদয়ের আগ্রহে একদিবস তাঁহার গৃহে পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপর দিবস পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আনন্দময় সাউ মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। ইঁহাদের এবং তত্রত্য পল্লীবাসিগণের আগ্রহ দেখিয়া প্রচারকবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত। ভগবদিচ্ছায় ইঁহাদের সেবা প্রবৃত্তি দিন দিন উন্মেষিতা হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচারকবৃন্দ রাজোকা গ্রামে আগমন পূর্ব্বক একদিন সর্ব্বসাধারণ-সমক্ষে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষয়ে এক সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পরম-মঙ্গলের কথা শ্রবণ করিতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় উপস্থিত ছিলেন। আবার স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহ এবং আগ্রহে ভক্তবৃন্দসহ শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-মুখে নগর-পরিক্রমা করা হয়। শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরম প্রীতিলাভ করেন। তৎপর দিবস পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মীনকেতন দাস মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়; শ্রোতৃবৃন্দের হরিকথা শুনিবার আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মীনকেতন দাস মহাশয় এবং তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামহরি দাস মহাশয় শুদ্ধাভক্তি-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন-প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস এবং শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস মহাশয়ের সেবাবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহারা সবংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র। শুদ্ধভক্তি-প্রচার বিষয়ে ইঁহাদের এতাদৃশী চেষ্টা গৃহস্থ ভক্তমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সহদেব দাস মহাশয় এবং অন্যান্য সকল ভক্তেরই সেবাবৃত্তি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। (ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি ত্যাগ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ১১ই জুন ১৯২৭	৪২শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণের শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥

কেন কৃষ্ণভক্ত নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্পজ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥

সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ববৈষ্ণবের পক্ষ নাহি হয়॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেই প্রভু ধাক্ত করে কেবা হয় আন॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৭।১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭-১০৮, ১১১-১২)

সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
তুমি ত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দড়॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১১৩, ২০৭—২১১)

দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা
বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৯।২২০, ২৪৬)

সত্য কহি মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর ভক্ত সে যায় বিনাশ॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য তুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥
ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন॥
সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।৩৬, ৩৯, ৪৮, ৪৯)

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিছানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায়॥
প্রভু বলে আরে বেটা জানিলা কেমনে।
খাও খাও বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥
তুই পাসরিলি তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি মুঞি বা না খাইব কেমনে॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্ন বা পাঁচন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ॥
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।৬০-৬১, ৬৬—৭০)

পরা-বিদ্যা-পীঠ

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে দৃষ্ট হয়, একদা শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" —হে ভগবন্, কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে আচার্য্য অঙ্গিরা মহাশাল শৌনককে বলিয়াছিলেন যে, পরাবিদ্যা-বেদ্য ভগবানকে জানিলেই সর্ব্ব বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ হয়। আরোহ-বাদী শ্রুতির এইরূপ অবরোহ-প্রণালীর বিরুদ্ধে জগতের বস্তু-বিজ্ঞান-দ্বারা যে ভগবদ্‌বিজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা শ্রুতির উপরি-উক্ত উপদেশানুসারে অশ্রৌত-পন্থা বলিয়া প্রমাণিত। জীব—যত বড়ই হউক না কেন, তাহার সঙ্কীর্ণোন্মুখী প্রতিভায়, সঙ্কীর্ণবিধ চেষ্টায়ও সে জগতের সকল বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; জীবের প্রতি পদে ভ্রম আছে, প্রমাদ আছে, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা আছে, বিপ্রলিপ্সা আছে। সুতরাং জীবের পক্ষে পরিদৃশ্যমান জগতের সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্তি একেবারে অসম্ভব।

সত্যলোক-পিতামহ আদি কবি ব্রহ্মা এই জন্যই শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণনা করিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। অতএব আরোহবাদ-দ্বারা যে ভগবদ্-বিজ্ঞান অসম্ভব, তাহাতে কোন সন্দেহের স্থল নাই। ভগবদ্-বিজ্ঞানের অভাবে পরিদৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তুর বিজ্ঞানও অসম্ভব; ইহাও শ্রুতি-বাক্যে প্রমাণিত।

অধোক্ষজ শ্রীপুরুষোত্তম একমাত্র পরাবিদ্যা-বেদ্য। মুণ্ডকশ্রুতিতে যে ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দো-জ্যোতিষ প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং যদ্দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু অধিগত হয়; তাহাই 'পরাবিদ্যা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই 'পরাবিদ্যা'ই ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরূপা ভক্তি-বিদ্যা—শব্দব্রহ্ম-নামেশ্বর বা বাগীশ্বরী-পতি শ্রীভগবানের ঈশ্বরী।

জগতে দুই শ্রেণীর "অতিবাদী" লোক দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী বলেন, অপরাদি বিদ্যা যখন অপরাবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তখন উহার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করিয়াই 'পাণ্ডিত্য', আর এক শ্রেণী তাহার ঠিক বিপরীতবাদী হইয়া বলেন, অপরাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া 'মহাধনা', 'অনূচানমানী' ও 'স্তব্ধ' হইয়া যাওয়াই 'পাণ্ডিত্য'। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরই মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া শ্রুতি বলেন,—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" (ছান্দোগ্য ৬।১।৩) যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিলে জগতে আর কিছুই শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাঁহার বিষয় বুঝিতে পারিলে জগতে আর কিছুই বুঝিবার বাকী থাকে না, যাঁহার বিজ্ঞান লাভ হইলে আপাতিক কোন বিজ্ঞানের জ্ঞান অসম্পন্ন থাকে না, তাঁহাকে জানাই বিদ্যার উদ্দেশ্য।

অপরাদি বিদ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা বা আরোহবাদমূলে অপরাদি-বিদ্যা-অর্জ্জন-ফলে নাস্তিক হইয়া যাওয়া উভয়ই অর্ব্বাচীনতা। সেইরূপ বিচারে 'নিরক্ষর' হইয়া থাকা বা খুব বেশী পড়িয়া শুনিয়া 'জাবপারে যাওয়া' উভয়ই মূর্খতা।

বৈষ্ণব সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী; কারণ বিদ্বৎ সমাজে 'বিদ্যা ভাগবতাবধি' বলিয়া যে বাক্য শ্রুত হয়, তিনি সেই বিদ্যার পরিনিষ্ঠিত-মূর্ত্ত-ভাগবত। তিনি পুরুষার্থ-শাস্তরূপিণী পরাবিদ্যার বিদ্বান্। এই বিদ্যা অপেক্ষা উচ্চ বিদ্যা আর নাই, ইহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও পরতমতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্ব্বেদাধ্যয়নফলে আরোহবাদী তত্তদ্‌বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীবিষ্ণুর উন্মুখী হওয়ার পরিবর্ত্তে তদ্‌বিমুখ বা তদ্‌বিরোধী হইয়া পড়েন, চতুর্ব্যূহ-মহাবিষ্ণু-তত্ত্বকে প্রাকৃত ও 'অপরাধ' মনে করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার জন্য প্রয়াসান্বিত হন। বিষ্ণুবাদ্য তাঁহাদিগকে ছলনা করেন বলিয়া তাঁহারা 'মুখে বেদ মানিয়াও' "(প্রচ্ছন্ন) বেদ-নিন্দক" বা বৌদ্ধাদি অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক হইয়া পড়েন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য বলেন যে, বেদচতুষ্টয়-চতুর্ব্যূহ মহাবিষ্ণু-তত্ত্বেরই শ্রীমূর্ত্তি। 'ঋগ্বেদ'—'বাসুদেব','যজুর্ব্বেদ'—'সঙ্কর্ষণ','সামবেদ'—'প্রদ্যুম্ন' এবং 'অথর্ব্ববেদ'—'অনিরুদ্ধ'। আথর্ব্বণ-ভাষ্যে পূর্ণপ্রজ্ঞানন্দাচার্য্যপাদ শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"ঋগাদ্যাপরাবিদ্যা যদা বিষ্ণুর্নবাচকঃ।
তা এব পরমা বিদ্যা যদা বিষ্ণুস্তু বাচকঃ॥"

ঋক্-যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-জ্যোতিষ প্রভৃতি যদি বিষ্ণুবাচক না হয়, তাহা হইলে তাহারা অপরা-

বিদ্যা, আর যদি তাঁহারা বাচ্য-বিষ্ণুর বাচক হন, তাহা হইলে তাঁহারাই পরা বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ণ, সমস্ত শব্দ, সমস্ত ধাতু, সমস্ত কারক, সমস্ত বিভক্তি, সমস্ত বাক্যই বিষ্ণুর বাচক। বিবর্ত্তবৃত্তি-দ্বারা সমস্ত শব্দশাস্ত্রই বিষ্ণু-পর। ভগবান্ বিষ্ণুর নিঃশ্বসিত বেদাদি কখনই অপরা বিদ্যা হইতে পারে না, কিন্তু যাহারা বিষ্ণুমায়ার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তিদ্বয়ে মোহিত হইয়া সেই বিষ্ণুবস্তুকে অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমের বাচক না জানিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণ অক্ষজ-বাচ্যবস্তুর বাচক মনে করে, তাহাদের ভূমিকা দেবী-ধামের অন্তর্গত; সুতরাং তাহারা স্বরূপতঃ পরাবিদ্যার শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিলেও বিরূপাভিধানে পৌত্তলিকের ন্যায় অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তিকে 'অক্ষজ বস্তু' মনে করে বলিয়া তাহাদের সুচিরশ্রম কার্য্যতঃ পরাবিদ্যার ছায়াশক্তিস্বরূপা অপরা বিদ্যারই সেবায় পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণ-সেবিকা অপ্রাকৃত বাণীশ্বরীতে তাহাদের সেবা নিযুক্ত না হইয়া তাঁহার ছায়ারূপা প্রাকৃত সরস্বতীতেই তাহাদের আরোহ চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাই কোন বৈষ্ণবকবি জগতের অপরাবিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অবস্থা দেখিয়া গাহিয়াছেন;—

"তার্কিকা ঘটপটেতি মুহুর্মুহুরিনঃ সদসদিতি বদেযুঃ।
স্মার্ত্তিকা অবগতেতি জপেযুর্বালকৃষ্ণচরণং ন ভজেযুঃ॥"

সর্ব্বকালেই বহির্ম্মুখ জগতে এইরূপ দশা দৃষ্ট হয়। পরম-করুণাময় ভগবান্ বাণীশ্বরীপতি বিষ্ণু কখনও স্বয়ং অবতরণ, কখনও বা তাঁহার নিজ শক্ত্যাবেশ অবতার প্রেরণ করিয়া জগতের এই বহির্ম্মুখতারূপ অপরাবিদ্যানিষ্ঠতা মোচনপূর্ব্বক তৎসেবাতাৎপর্য্যময়ী স্বরূপশক্তি পরাবিদ্যার সৌন্দর্য্য-মহিমা উদ্ঘাটিত করেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপের চিত্র আমরা এইরূপ-ভাবে অঙ্কিত দেখিতে পাই—

ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কথা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

* * * *

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্লোকের সহিত যম-পাশে বুড়ি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥

* * * *

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

কিন্তু সেই সময় পরাবিদ্যার অধ্যাপক-আচার্য্যসূত্রে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—

"ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বথা বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার॥"

আর, পাতালস্থ ভাগবতরক্ষা বাসুকি সর্ব্বশাস্ত্রের অবতারী পরাবিদ্যাপতি শ্রীবিষ্ণুরূপ—

"সর্ব্বশাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১০)

আবার স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব বেদপতি ভগবান্ গৌর নারায়ণ জগতের বহির্ম্মুখতারূপ অপরাবিদ্যা-নিষ্ঠতা মোচন কল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে পরাবিদ্যার সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন; তিনি অপরা বিদ্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর অনুচানমানিতা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—

দিগ্বিজয় করিব,—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভাঙ্গিতে সেই 'বিদ্যা সত্য' কহে॥

* * * *

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৪,১৭৯)

সরস্বতীপতি গৌরনারায়ণ তাঁহার অধ্যাপনা-লীলায় বিদ্যার সার্থকতা বা উত্তম-অধ্যয়ন-তাৎপর্য্য জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম॥
প্রভু কহে, সর্ব্বকাল 'সত্য' 'কৃষ্ণ নাম'।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি নাহি বলয়ে আন॥

আগম-বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণপদ-ভক্তি ধন॥
মুঞ্জ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
চাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১ম)

একদিন শ্রীশচীদেবী নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"—বাপ, আজি কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা॥
প্রভু বলে, আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণকমল-গুণ-ধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যাহা।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ড পায়॥
"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

নিমাই পণ্ডিত পড়ুয়াগণ পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় বসিয়াছেন,—

"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়ঃ?" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"
শিষ্য বোলে "বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে॥
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণ সোঙর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সমাক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১ম)

* * * * *

পড়ুয়া সকলে বলে "ধাতু-সাধ্য কায়?"
প্রভু বলে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যায়॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয়'—'নয়' তাই সব বুঝ মন দিয়া॥
পড়ুয়া সকলে বলে 'ধাতবান'—উচিত।
'সত্য'—'কৃষ্ণ' সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অধ্যয়ন এই সে—সকল শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই, দোষ আমা' সভাকার॥
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম-দোষে॥"

বেদপতি ভগবান্ গৌর-নারায়ণ পড়ুয়াগণের মুখে এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, সাঙ্গ ষড়াদি শাস্ত্র সমস্তই কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যময়, জীব নিজ বুদ্ধির দোষে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে নিজেন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করিলেই তাহার কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি পরা বিদ্যার পাদপদ্ম সেবা হইতে বিচ্যুতি ঘটে; তখন দুষ্টা সরস্বতী বা অপরাবিদ্যাই তাহার অঞ্চলের বিষয় হয়। যে স্থানে 'ন্যায়'—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের গুণানুবাদরূপ মুক্তার কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধরূপ অবৈধ বা অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সেই স্থানে জীব ন্যায়-ভূমিকা হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যায় ভূমিকায় নীত। সেইরূপ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তগণ "ঘটপটিয়া মূর্খ" বলেন। নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের যা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিরোধার্থ যখন অন্যায়রূপে 'ন্যায়কে' প্রযুক্ত করিবার প্রচেষ্টা হয়, তখন উহা মূর্খতা ও জড়তা ব্যতীত আর কিছুই নহে,—

'ঘটপটিয়া মূর্খ' তুমি ভক্তি (পরাবিদ্যা) কাঁহা জান?
হরিদাস ঠাকুরেরে তুই কহিলি অসমান!!

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৯৯)

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭২)

আবার, ব্যাকরণাদিজ্ঞান নিন্দিত হয় নাই; কারণ তাহা কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়, যথা—

"'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
নাটকাদ্যলঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কিন্তু যদি ব্যাকরণ-নাটকালঙ্কার-জ্ঞান কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য রহিত হয়, তাহা হইলে উহা 'গ্রাম্য কবিত্ব' কবিত্ব বা বিমুখমোহিনীর অপরা বিদ্যার কুনাট্য মাত্র। আমরা বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির দৃষ্টান্তে ইহা দেখিতে পাই।

রামানন্দি-সম্প্রদায়-কৃত 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', 'কাব্য-প্রকাশ-অধ্যাপক' 'রামদাস' নামক কোন এক ব্যক্তি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সহিত নীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কাব্যাস্ত্র-পণ্ডিতকে "অন্তরে মুমুক্ষু", "বিদ্যা-গর্ব্ববান্" জানিয়া তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়ী বিদ্যাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অকৃষ্ণ বস্তুতে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস আদর করিবার আদর্শ দেখান নাই। শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শেরই অনুগামী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ভট্টগোস্বামী রঘুনাথ প্রভুকে বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট 'ভাগবত' অধ্যয়ন করিবার আদেশ করিয়া তাঁহার কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যময়ী পরা বিদ্যার ভোগ-বুদ্ধিরূপ অদৈবজনোচিত-বৃত্তি প্রদর্শন করে, সেই সকল বিষ্ণুমায়ামোহিত অনুচান-মানী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার আদেশ করিয়াছেন। ঐরূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিতে শিখিলে, বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যময় বেদ-বেদান্তে অধিকার জন্মে না।

যাহাতে বেদ-পতি-গৌরবিহিতা পরাবিদ্যার সকলের অধিকার ঘটে এবং যাহাতে সরস্বতীপতির আবির্ভাব-ক্ষেত্র-সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে বিষ্ণুকান্তা বাগীশার লুপ্ত অর্চ্চনা পুনঃ প্রকাশিতা হইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের আত্মস্বরূপ-বৃত্তির সেবোন্মুখতা উদ্বুদ্ধ করে, তজ্জন্য শ্রীবাগীশ্বরীপতি গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় "পরা বিদ্যাপীঠ" ও তদন্তর্গত অবিদ্যা-হরণ বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ বৈখরীর্গের প্রসারণকল্পে ব্যাকরণ ও কাব্যের শ্রেণী খোলা হইয়াছে; পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে 'বেদান্ত', 'প্রস্থান চতুষ্টয়,' 'ন্যায়াদি দর্শন', 'স্মৃতি', 'জ্যোতিষ', 'উপনিষদ্', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'গীতা' ও অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যাপনার শ্রেণীগুলিও খোলা হইবে।

ব্যাকরণই শাস্ত্রপ্রবেশের দ্বার, সুতরাং প্রাথমিক পাঠার্থীর পক্ষে ব্যাকরণজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রাতি-পদিক, শব্দ, বিভক্তি, ধাতু, প্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত সমস্তই বিষ্ণুবাচক; এই সদ্যবীজ সুকোমলমতি পাঠার্থিগণের হৃদয়ে প্রথম মুখেই বপন করিবার জন্য গৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ এবং গোস্বামি-পাদ-রচিত বিশুদ্ধ কাব্য-নাটকাদির (যাহা অধিকারোপযোগী) অধ্যাপনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এইরূপ পরা-বিদ্যা-পীঠ অপ্রাকৃত-দারস্বত-তীর্থ সাধারণ বিদ্যা-পীঠের অন্যতম নহে। পরাবিদ্যানুশীলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ এই পরাবিদ্যাপীঠস্থ অবিদ্যাহরণ বেদ-বিদ্যালয়ে মধ্ব ভাষ্য, শ্রীমদ্ভ-রামানুজ-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক—এই সাম্প্রত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের নিত্যানুভূতি এবং মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্রসমূহ তত্তৎ সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী বিশিষ্ট-বৈষ্ণব-পণ্ডিতবর্গের দ্বারা অধ্যাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বালক-যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ-জাতিবর্ণ-যোগ্যতানুসারে সদাচারপরায়ণ, বিনীত, স্নিগ্ধ, নিষ্কপট, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রেই এই পরাবিদ্যাপীঠস্থ অপ্রাকৃত বাণীর মন্দিরে উপবেশন করিবার অধিকার পাইবেন।

এইরূপ নির্ম্মৎসর মহদনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি বাঞ্ছা করেন। কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-দ্বারা এইরূপ পরম সদনুষ্ঠানের সেবা করিলে নিঃসংশয়িত ভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ও স্বধর্ম্মপালনের মহৎ ফলশ্রুতি ঘটে,—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

(চৈ চ আ ৯।৪১)

পরাবিদ্যাপীঠে প্রবেশার্থিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৫ই আষাঢ় মধ্যে স্ব স্ব নাম-ধাম-যোগ্যতা উল্লেখপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
অথবা—পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ
শ্রীচৈতন্য মঠ, বামন পুকুর পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর
সুপ্রাচীন নবদ্বীপ।

শ্রীনীলাচল-মহোৎসবে আহ্বান

দেখিতে দেখিতে আবার ভক্তজন-হৃদয়ে আনন্দের লহরী তুলিয়া শ্রীনীলাচল-মহামহোৎসব আগত হইল—"গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িভকত সঙ্গে॥—গৌরজনবরের এই স্বাভীষ্ট-আশাময়ী-প্রীতি-চন্দ্রিকা গৌরভক্তগণের দেবা-চৈতন্য প্রস্ফুটিত করিয়া দিল—বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের পাদপদ্মরাগ নিক্ষাত-ক্ষেত্রে—কৃষ্ণান্বেষণলীলা-বিনোদ-ক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষ্টি-গৌরজনগণের মুখকমলবিনিঃসৃত গৌরবিহিত-রসস্তব কীর্ত্তন-মুখরিত-ক্ষেত্রে—মহানন্দাবেশাক্ত-গৌর-পার্ষদগণের অধ্যুষিত পরমোদার প্রেমময়ক্ষেত্রের অপ্রাকৃত-রজে সস্নান বিলুণ্ঠন করিবার জন্য আবার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

আগামী ৩০শে ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৩১, ৩১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৪ই জুন খৃঃ ১৯২৮ বুধবার দিবস শ্রীশ্রী-নীলাচলচন্দ্রের স্নান-যাত্রা-বাসর। উক্ত দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারে নীলাম্বুধির তটে অবস্থিত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইবে এবং ১৪ই আষাঢ় বুধবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের ভজনস্থলী—ভক্তিকুটী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে তাঁহার ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। স্নানযাত্রার পর শ্রীনীলাচলচন্দ্র একপক্ষকাল নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত বিলাস করেন, সেই সময়কে 'অনবসর' বা 'নিভৃতকাল' বলে। সেই নিভৃতকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদনচন্দ্র কাহারও দর্শন করিবার অধিকার নাই। সাধারণের তখন দর্শনের অবসর হয় না বলিয়া সেই পক্ষপরিমিত কাল "অনবসর-কাল" নামে কথিত হয়।

"আপনি আচরি, ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—এই স্বীকারলীলা-প্রদর্শনকারী মহাবদান্য বিপ্রলম্ভবিগ্রহ ভগবান্ গৌরসুন্দর নানাভাবে জীবকুলকে কৃষ্ণান্বেষণ ও স্বতরেচ্ছ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-সুখৈষণা শিক্ষা দিয়াছেন; তাই তিনি যে সময়ে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিভৃতে ক্রীড়ামোদে রত থাকেন, সেই পক্ষপরিমিত কাল কৃষ্ণ-দর্শন-বিরহে উন্মত্ত হইয়া শোকাকুলা কৃষ্ণ-কিঙ্করীর ন্যায় কোন নিভৃত স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিভৃতে কৃষ্ণার্থে ক্রন্দন করিবার জন্য গমনভঙ্গিলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"
(চৈঃ চঃ ম ১।১৯২)

• • • •

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"
(চৈঃ চঃ ম ১১।৬৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময় ভক্তগণের প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রদর্শন করিয়া আলালনাথ গমন করিবার ইচ্ছা জানাইতেন, কখনও বা লোক-সঙ্ঘট্ট এড়াইয়া নির্জ্জনে বাস করিবার জন্য আলালনাথ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে আলালনাথ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের একটী যোগ্য-স্থান।

'আলালনাথ' শব্দটী অলবরনাথ বা আলোয়ারনাথ শব্দের অপভ্রংশ। তামিল ভাষায় দিব্যসূরি বা ভগবৎ-পার্ষদগণকে 'আলোয়ার' বলে। শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন কোন আলোয়ার এইস্থানে চতুর্ভুজ-বাসুদেব শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রাণনাথ-জ্ঞানে "আলোয়ার-নাথ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

মহামহাবদান্য পরমকারুণিক গৌরজনের কৃপায় সেই আলালনাথ ব্রহ্মগিরিতে—দিব্যসূরিগণের অধ্যুষিতক্ষেত্রে—সর্ব্বোপরি সাবরণ গৌর-ভগবানের পাদপদ্মরাগপূত-ক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপন-ভূমিতে বর্ষকাল যাবৎ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। শ্রীগৌর-পদানুসরণে সেই স্থানে অনবসরকালে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তন মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় যথারীতি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, শ্রীনগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথাপ্রচার, শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা, কীর্ত্তনমুখে গৌরলীলাবর্ণন সন্দর্শন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন। এই সকল ভক্ত্যঙ্গ কৃষ্ণানুশীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল। বিশেষতঃ ভক্তজন-

সঙ্গে, অনুক্ষণ কীর্ত্তনরঙ্গে, কৃষ্ণ-কোলাহল-নিনাদিত কেত্রে বাস শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মায়া-মরুতে সুদুর্লভ। গৌরজনগণের কৃপায় যখন এরূপ সুদুর্লভ বস্তুও যথাচিত ভাবে বিতরিত হইতেছে, তখন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই সেই সুবর্ণ-সুযোগ হারান' উচিত নহে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সভ্য-মণ্ডলী বিশ্বের আপামর সকলকে এই গৌর-মনোহভীষ্ট-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসব-সেবায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আশা করি, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই সুমহৎ শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভক্ত্যনুগা সুকৃতি অর্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণকে কীর্ত্তনসেবায় অধিকার প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,
স্বর্গদ্বার, (পুরী),
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪ই জুন, গৌরাব্দ ৪৪১, বুধবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের** স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৮ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত "**শ্রীপুরুষোত্তম মঠে**" বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন বুধবার নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের** ত্রয়োদশ বার্ষিক **বিরহমহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে **শ্রীমঠে** প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। **অপরাহ্ণকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে** শ্রীগৌরাঙ্গমনোহভীষ্ট-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসব হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,**
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)।

প্রেরিত পত্র

সে আজ অনেক দিনের কথা—১২৭১ সাল। তখন শ্রীশ্রীরঙ্গবাসী মহাভাগবত সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার ভজন-কুটীরে ভজন করিতেন। সিদ্ধ জগন্নাথ বাবাজী মহারাজকে চিনেন না, এরূপ ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে নাই। সদ্ ব্যক্তি মাত্রেই সেই মহাপুরুষকে প্রাণের সহিত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং তাঁহার উপদেশ ও আদেশকে শিরোধার্য্য করিতেন ও এখনও করেন। তাঁহার বাক্য বেদ-বাক্যের ন্যায় 'অভ্রান্ত সত্য' বলিয়া জানিতেন ও জানেন। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল ও ব্রজ-মণ্ডলের তিনি একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-চক্রবর্ত্তী ছিলেন। এখনও তাঁহার নামে শত শত লোকের হৃদয় নাচিয়া উঠে; তাঁহার আদেশ জানিলে সকলের চিত্ত সেই আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয়।

একদিন সেই মহাপুরুষ ১২৯৭ সালে ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীকে—যিনি অনুক্ষণ সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের সেবা করিতেন, বাবাজী মহারাজ কোন স্থানে যাইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, সেই সেবককে (ইনি লেখকের গুরুদেব ও ব্রজবাসী) ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে বিহারি! আজ আমাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া চল্, আর দেখ্ সেখানে একখানা নৌকা পাওয়া যায় কিনা।" বাবাজী মহারাজ যখনই যে কিছু আদেশ করিতেন, তাঁহার সেবক (আমার গুরুদেব) তৎক্ষণাৎই সেই আদেশ পালন করিবার যত্ন করিতেন। আদেশ পাইয়া বাবাজী মহারাজের সেবক তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিলেন ও নৌকা-বাহককে ডাকিলেন। সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া নৌকা-বাহকগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একসঙ্গে বহু নৌকা-বাহক আসিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার নৌকায় বাবাজী মহারাজকে চড়াইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে থাকিলেন। কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ যে নৌকায় চড়িবেন, সেই নৌকা-বাহকের কখনও কোন অভাব হইবে না এবং তাহাদের

সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে। বাবাজী মহারাজের ইচ্ছামত তাঁহার সেবক তাঁহাকে একটী নৌকায় উঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও সঙ্গে চলিলেন। নৌকা গাঙ্গারে চরার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহারাজ নিজ শিষ্য শ্রীবিহারীলাল ব্রহ্মচারীর সহিত এক মাইল দূরে গিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধ-বাহ্য-দশায় শিষ্যকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওরে, আজ পরম আনন্দের দিন। কোথায় আসিয়াছিস্, জানিস্? আমার পরম দয়াল প্রভু মহাপ্রভু এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন যে স্থানে বসিয়াছি, এই স্থানে মহাপ্রভুর 'খোল-ভাঙ্গা-লীলা' হইয়াছিল। আয়, তোকে প্রসাদ দেখাইয়া দিতেছি। এক কাজ কর, একটি মৃত্তিকাখননের যন্ত্র নিয়া আয়।" আমার গুরুদেব তখন বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন, তিনি পূর্ব্বে জানিলে নবদ্বীপ হইতেই খনিত্রাদি যন্ত্র লইয়া আসিতেন; এখানে কোথায়ই বা সেই যন্ত্র পান! কি করেন, নৌকা-বাহকের কাছে গিয়া সন্ধান করিতে থাকিলেন; নৌকা-বাহকের নিকট খনিত্র না থাকিলেও লৌহময় অন্য প্রকার যন্ত্রাদি ছিল। অগত্যা সেই সকল যন্ত্র আনিয়া বাবাজী মহারাজের আদেশে আমার গুরু-দেব মাটী খুঁড়িতে থাকিলেন। প্রায় পাঁচফুট আন্দাজ মাটি খনন করা হইল। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"ওরে এখানে মহাপ্রভুর নিজ হস্তের খোলের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে", বাবাজী মহারাজ একটী বৃহৎ খোলের চাড়া বাহির করিলেন। বাহির করিয়াই ভাবে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'গৌর নাম' করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকিলেন। ধরণী-দেবী টলমল করিতে থাকিল। সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের নৃত্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি এই কথা বুঝিতে পারিবেন। গুরু-শিষ্য উভয়েই নৃত্য করিতে থাকিলেন। সেই নৃত্য দেখিয়া নৌকা-বাহকগণও সেখানে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বাবাজী মহারাজের পুনঃ পুনঃ অঙ্গকম্প-পুলক হুঙ্কার প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল হইতে থাকিল,—এক মহা প্রেমানন্দের তুফান ছুটিল; সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, এই স্থান মহাপ্রভুর লীলা-স্থান, এই স্থানের নাম মহাপ্রভুর খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা, এই স্থানে শ্রীবাস অঙ্গন ছিল, ঐ যে মহাপ্রভুর যোগপীঠ, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ—শচী দুলাল এইস্থানে হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, ইহা শুদ্ধ বৃন্দাবন—শীঘ্রই জগতে প্রকাশিত হইবে—বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে বহু লোক আসিয়া আবার মহাপ্রভুর নামে নৃত্য-গীতাদি করিবে—শীঘ্রই এইস্থানে মহাপ্রভু প্রকাশিত হইবেন।" এইরূপ অনেক কথা বলিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতে থাকিলেন। সকলেই বাবাজী মহারাজের মুখের এই সকল বাক্যকে 'বেদ-বাক্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন। বাবাজী মহারাজ পুনরায় নবদ্বীপে গমন করিয়া লোক-দ্বারা তদানীন্তন নদীয়া জেলার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজ শিষ্য শ্রীবিহারীকে বলিলেন যে, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় নিঃস্বার্থ, শিক্ষিত, সজ্জন বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য আর কেহই মহাপ্রভুর লুপ্ত-ধাম উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও লীলাভূমি জগতে প্রচার করিবার জন্য পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করিতে থাকিলেন। পূজনীয় ভক্তিবিনোদ মহাশয় অবনত মস্তকে বাবাজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন; তিনি তখন সেইখানে বাবাজী মহারাজের একখানি আলোক চিত্র উঠাইয়া নিলেন।

ভক্তিবিনোদ মহাশয় তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রথমে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুর লীলা-স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রথমে কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই; তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড় দুঃখ হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও শ্রী• • এবং • • বাবু ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। দশটা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গা-পার উত্তরদিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। শ্রী• • •কে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। • বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, কিছুই দেখি নাই। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাত্রির বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে তথায় একটী ভাল গাছ আছে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ঐ স্থান বরাণ-দীঘি, তথায় লক্ষণ সেনের দুর্গ-চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে

সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লাল-দীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রত্য পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম, শ্রীনরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্য-ভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম"।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরে বহুবার আসিয়া কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর যোগপীঠ দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ আবিষ্ট হইয়াছেন এবং সকলের নিকট সেই গুপ্তধামের পুনঃপ্রকাশের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি এই সকল কথা আমার গুরুদেব—যিনি শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত অনুক্ষণ থাকিতেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। এখনও আমার গুরুদেব এই সকল কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তিনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, আপেক্ষিক কালের প্রায় শতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি শ্রীধামে আছেন।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বাক্য—বেদবাক্য; তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ বা অপরকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নাই। চিরকালই অপ্রাকৃত বস্তু সমূহ অপ্রাকৃত সিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিবৃতিদ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা কৃষ্ণকেলি-স্থান লুপ্ত-বৃন্দাবন উদ্ধার করাইয়াছেন, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের হৃদয়ে উদিত হইয়া সজ্জন-বরেণ্য গৌরগত-প্রাণ শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীধাম জগতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। যুগে যুগে যখন যখন সত্যের প্রচার হইয়াছে তখন তখনই সুর-বিরোধিগণ সত্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন জগতে স্বর্ণের আদর হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেমিকেলেরও সৃষ্টি হইল। যখন বঙ্গদেশে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন, কিছুকাল পরেই রাঢ়দেশে ভগবানের কাচকাচিয়া মৈত্যেরও আবির্ভাব হইল, যখন যেখানে যেখানে আসল আবির্ভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নকলও সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ লোক যদি সেই নকলের আদর করে, তাহা হইলেও সত্যের কিছু আসিয়া যায় না। সত্য চিরকালই সত্য। আধুনিক নব্য-দলে সত্যবিপর্য্যয় করিবার নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে; তাহারা স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের পিতা-পিতামহকে 'বোকা' মনে করিতেছেন, ইহা বড়ই দুর্গতির কথা। শ্রীধাম মায়াপুর জগতের শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণব-সম্রাট্-গণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব-মণ্ডল চক্রবর্ত্তী সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী-মহারাজ, সিদ্ধ মহাত্মা পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, কালনার বাবাজী মহাশয় সকলেই প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুরকে 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ-মনীষিগণ একবাক্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রকাশিত শ্রীধাম মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তির ধর্ম্মব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠার ক্ষতি হইতেছে জানিয়া তাহারা দেব-বিরোধ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ বিরোধে সত্যের মর্য্যাদা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার লক্ষণও দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীমায়াপুরের সেবা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির তথায় সমাগম হইয়া থাকে; ইহাতেও স্বার্থপর ব্যক্তিগণের একটী মাৎসর্য্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৎসরতা সত্যের পুষ্টি ও তাহাদের অসুবিধা করিয়া দিতেছে, ইহা তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যের উদয় হইলে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক, আমি যাহা আমার গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, সেই ঘটনাটী যথাযথ লিখিলাম। বৈষ্ণবগণ আমার অপরাধ লইবেন না।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেব!

তোমারি দেওয়া পূজার সম্ভার,
তাই দিয়া পূজি তোমা।
জানিনা তোমার পূজা কিসে হয়,
নিজ গুণে কর ক্ষমা॥ ১

আমি যে দুর্ম্মতি সদা অধোগতি,
নাস্তিক সদ্গতি লেশ।
ছিলাম পড়িয়া সংসার ভিতরে;
দেখিতেছিনু দুঃখ শেষ ॥ ২
এহেন সময় করুণা করিয়া,
দিয়েছ চরণে টেনে।
করিলে আমার সব দুঃখ দূর,
অপার করুণা দানে ॥ ৩
এমন দুর্দ্দিনে তুমি বিনে আর,
দেখিনা সংসারে কেও।
ছাড়ি সব সুখ জীবের লাগিয়া,
ভাবনা যে অহরহঃ ॥ ৪
উপধর্ম্ম আর অপধর্ম্ম সব,
ধরিয়া আপন মূর্ত্তি।
নানা বেশে গিয়ে ঘরে ঘরে,
নাশিছে সজ্জন কীর্ত্তি ॥ ৫
নিভিয়া গিয়াছে সতের আলোক,
আঁধারে ঢেকেছে ধরা।
সকলে নিদ্রিত নাইকো চেতনা,
জীয়ন্তে হয়েছি মরা ॥ ৬
ভাগবত-সূর্য্য অমল কিরণে,
স্ব-স্বরূপ দেখাইয়া।
অরুণ জ্ঞানেরে সবলে নাশিয়া,
অধোক্ষজ জ্ঞান দিয়া ॥ ৭
এতই করুণা করিতেছ যদি,
মো হেন পামর জনে
দেওগো তোমার নিজজন সঙ্গ,
যাঁরা তব সেবা জানে ॥ ৮
তাঁদের সেবক হ'তে পারি যদি,
শিখিব তোমার সেবা।
জনমে জনমে এই অভিলাষ
(ও) অধম দাসেরে দিবা ॥ ৯

নিবেদক—
শ্রীরাধাচরণ (গোস্বামী)

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৯) ভীষ্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যার পর)

অর্জ্জুন দ্রুতপদে আগমন করিয়া, এবারেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন রথে আরোহণ করিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীমবিক্রম ভীষ্মদেব আবার পূর্ব্ববৎ তুমুল শরজাল বর্ষণ করিয়া, পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য ও সেনানী সংহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার বেগ রোধ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। সকলে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, স্ব স্ব শিবিরে বিশ্রামলাভে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে নবম দিবসের যুদ্ধ শেষ হইল।

নিশাকালে পাণ্ডবগণ বিপদ্‌বারণ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে মিলিত হইয়া, ভীষ্মের দেবব্রতের বধোপায় স্থির করিতে এবং যাহাতে শীঘ্র জয়লাভ হয়, তাহার সুপথ অনুধাবন করিতে পরস্পর নানাবিধ যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমানে থাকিতে কৌরবদিগকে কেহই পরাজয় করিতে পারিবেন না। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে অগ্রে ভীষ্মের প্রাণসংহার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? তিনি পিতার সকাশে ইচ্ছা-মৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মৃত্যুকে বরণ না করিলে, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ শেষে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন;—"চলুন আমরা সকলে তাঁহারই নিকটে গিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করি। তিনি সত্যই বলিবেন।" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ পাণ্ডবগণসহ ভীষ্ম-শিবিরে উপনীত হইলেন।

ভীষ্মদেব কপট মানুষ-বিগ্রহ বিশ্বাত্মা কেশবকে স্বজন-সহ তাঁহার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আনতমস্তকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বরণ করিয়া, মধুর কণ্ঠে কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, হে পাণ্ডবগণ, আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি করিব বল। তাহা দুষ্কর হইলেও আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিব।"

অতঃপর তাঁহাদের মুখে তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, মুহূর্ত্তের জন্য সদা প্রস্তুত সেই মহাত্মা গাঙ্গেয় লীলাময় শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চাহিয়া দৃঢ়স্বরে আপন সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন;—"কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত আমি কাহারও বধ্য নহি। এই ভূমণ্ডলে অন্য কেহই নাই, যিনি আমার বিক্রম সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার একটি সঙ্কল্প আছে;—আমি অস্ত্রকবচাদি-বিহীন, পতিত, পলায়মান ও ভীত ব্যক্তি, এবং স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র ও শরণাগত জনকে অস্ত্রাঘাত করিব না। হে অর্জ্জুন,—তুমি এক কাজ কর;—তোমাদের দৈরথযুদ্ধে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ রূপদ তনয় আছেন, তোমরা জান, তিনি কিরূপে স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষ-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তুমি বৃহস্থলে সেই পূর্ব্বতন শিখণ্ডীকে সম্মুখে লইয়া আমার প্রতি নিশিত শর-জাল নিক্ষেপ কর। আমি তাঁহার প্রতি শরত্যাগ করিব না। এই সুযোগে তুমি আমাকে অসংখ্য শরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া পাতিত কর। তাহা হইলেই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিলেন। এইস্থলে আমরা শিখণ্ডীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পূর্ব্বে যে কাশীরাজকন্যা অম্বার কথা বলা হইয়াছে; যিনি ভীষ্মের নিকট বিদায় লইয়া ইচ্ছামত প্রস্থান করিয়াছিলেন; তিনি শৌভপুরীর অধীশ্বর শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শাল্বরাজও গোপনে তৎপ্রতি আপন অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অম্বা যুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অনুরাগ-ভাজন শাল্বের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি কিন্তু আর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না; অন্যপূর্ব্বা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। অম্বা ইহাতে দুই কূল হারাইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। লজ্জায় লোকসমাজে আর মুখ দেখাইতে না পারিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তপস্বীদের আশ্রমে অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন; এবং তপস্বীদের চরণে পতিত হইয়া, আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়া সন্ন্যাসের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার তৎকালোচিত কর্ত্তব্য বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় মহাপ্রভাব পরশুরাম উপস্থিত হইলেন। তিনি অম্বার দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া মহা-পরবশ হইয়া কহিলেন,—"এই কন্যাকে এখন তবে ভীষ্মেরই গ্রহণ করা উচিত। ভীষ্ম আমার শিষ্য; তিনি নিশ্চয়ই আমার আদেশ পালন করিবেন। আমি স্বয়ং ইহাকে লইয়া তাঁহার নিকট যাইব। যদি তিনি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে ক্রুদ্ধ তাঁহাকে বিনাশ করিব।"

তৃতীয় দিবসে পরশুরাম অস্ত্র-সহ ভীষ্মের সমীপে আগমন করিলেন। এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, পার্শ্ব-গতা অম্বার বিপদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"হে ভীষ্ম, তোমারই জন্য এই নিরপরাধা রমণী বিপন্না হইয়াছেন; এক্ষণে তুমিই ইহাকে গ্রহণ করিয়া, ইহার দুঃখনাশে সহায় হও। আমার আদেশ পালন কর।" ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন,—"ইনি অপরের প্রতি অনু-রাগিণী; তাহা নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, ইহাকে আমি আর গৃহে স্থান দিতে পারি না। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিবে?" পরশুরাম পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার বাক্য অবহেলা করিও না; ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর। তোমার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া ইনি একান্ত আশ্রয়হীনা হইয়াছেন। তুমি আমার এই আদেশ অমান্য করিলে, কোনও কথা শুনিব না; আমি যুদ্ধে তোমাকে সংহার করিব।" মহাবল শান্তনব নির্ভয়ে আবার উত্তর দিলেন;—"আমি কাহারও ভয়ে কদাচ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না। এ বিষয়ে আপনি কৃপা করিয়া ক্ষান্ত হউন, অথবা অবিলম্বে যাহা করিতে ইচ্ছা হয় করুন।" শাস্ত্রে আছে, মহাত্মা মনুও কহিয়াছেন,—

"ওরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"
"স ত্বং গুরুরিতি প্রেম্না ময়া সম্মানিতো ভৃশম্।
গুরুবৃত্তিং ন জানীষে তস্মাৎ যোৎস্যামি বৈ ত্বয়া॥"
(মঃ ভাঃ উদ্‌যোগ ১৭৯ অঃ ২১)।
"কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন গর্ব্বিত পরম।
বিপথগামী যে গুরু ত্যাজ্য সেই জন॥"
গুরু বলি এত দিন দিয়াছি সম্মান।
হেরি বিপরীত এবে, করিব সংগ্রাম॥"

আমি এতদিন আপনাকে 'গুরু' বলিয়া সম্মান করিয়াছি ; কিন্তু, এক্ষণে আপনি গুরু-যোগ্য আচরণ (অর্থাৎ শিষ্যকে পরম শ্রেয়ঃপথে পরিচালন) করিতেছেন না ; সুতরাং আর আমি আপনাকে গুরু বলিয়া সম্মান দিতে প্রস্তুত নহি। আমি আপনার সহিত যুদ্ধই করিব। আপনি ব্রাহ্মণ ; আমিও ব্রাহ্মণকে বধ বা আঘাত করি না। কিন্তু, এক্ষণে আপনি যখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম-ত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্মে অস্ত্রধারণ করিতেছেন, তখন আপনি স্বধর্মচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব হারাইতেছেন। অতএব, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আপনার প্রতি অস্ত্রাঘাত বা আপনার প্রাণসংহার ব্রহ্মহিংসা বা ব্রহ্মহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে না। আর আমি ক্ষত্রিয় ; যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ করাই আমার ধর্ম। আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।"

অবিলম্বে উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপাগত হইলেন। ভীষ্ম-জননী গঙ্গা আসিয়া পুত্রকে নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—"ব্যোমকেশতুল্য পরাক্রমশালী পরশুরামের সঙ্গে বিবাদ করিও না ; বিপন্ন হইবে।" ধর্মের প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, ধর্মজ্ঞ পীতের তাঁহার জননী সুরবন্দিতা সুরধুনীর বাক্যও অগ্রাহ্য করিলেন। ভীষ্ম ও ভার্গবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দেবতা, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যুদ্ধ দেখিতে আসিলেন। শিবরামের যুদ্ধের মত এই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, যুদ্ধের বিরাম নাই ; কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষে নারদ-প্রমুখ মহর্ষিগণ ও ভীষ্মজননী জাহ্নবী আসিয়া উভয়কে শান্ত করিলেন। পৃথিবী শান্ত হইল।

পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া, অম্বাকে যথেচ্ছগমন করিতে আদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বার অন্তরে এবার ভীষ্মের প্রতি ভয়ানক প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রচণ্ড বহ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যে প্রকারে পারি আমি ভীষ্মকে বধ করিব।" কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অরণ্যে গমন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বর দিলেন,—তুমি দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। "তুমি স্ত্রীলোক হইয়াও দৈবক্রমে পুরুষত্ব লাভ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিবে। তোমার দেহান্তরে পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হইবে না।" অল্পদিন পরেই সেই অম্বা দ্রুপদতনয়া শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রুপদরাজা এই কন্যাকে পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুত্রের মত লালনপালন করিতে লাগিলেন। শিব তাঁহাকেও বর দিয়াছিলেন, তোমার কন্যা পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইবে। সেই ভরসাতেই দ্রুপদ, দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্মার কন্যার সহিত স্বীয় কন্যা শিখণ্ডীর বিবাহও দিলেন। ইহাতে আবার এক মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। নববধূ স্বামীকে স্বজাতি জানিয়া, পিত্রালয়ে গিয়া তাহা পিতাকে বলিয়া দিল। মহাক্রোধে রাজা হিরণ্যবর্মা দ্রুপদরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিখণ্ডী দেখিলেন, তাঁহার জন্যই এই ঘোর বিপদ উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে তথায় এক ঐশ্বর্যশালী যক্ষ, শিখণ্ডীর দুঃখের কথা শুনিয়া দয়া-পরবশ হইয়া; নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তাঁহাকে নিজ পুরুষত্ব দিয়া আপনি তাঁহার স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। শিখণ্ডী আনন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় সকল অনর্থ অপগত হইল। এখানে যক্ষপতি কুবের আবার পূর্বোক্ত যক্ষের স্বেচ্ছাচার দেখিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যাবজ্জীবন স্ত্রীরূপেই থাক। সুতরাং শিখণ্ডীকেও আর রূপান্তরিত হইতে হইল না। তিনি দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহারথ হইলেন এবং তিনি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকেই সম্মুখে লইয়া যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিলেন। শিখণ্ডী চিহ্নমাত্রেই পুরুষ ছিলেন ; তাঁহার অপরাপর সমস্ত স্ত্রীলোকের মতই ছিল।

দশম দিবসে ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যে শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের রথ চালনা করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অর্জুন, মহারথ শিখণ্ডীকে পুরোবর্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

প্রশ্ন

(৩) আজকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন প্রভৃতি টাকা ঘরে ফেরি চলিতেছে। ব্যবসায়ী প্রভু-সন্তানগণ অর্থের লোভে ঐরূপ পাঠাদি করিয়া থাকেন। এরূপ নামপ্রচার জীবকল্যাণ-দায়ক কি ?

বৈষ্ণব সেবাভিলাষী দাসানুদাস

শ্রীললিতমোহন পাল চৌধুরী

ঝলপাই ডাঙ্গি

উত্তর.

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। যাহারা ঐ সকল বস্তু লইয়া 'কেরি' করে, তাহারা 'নামাপরাধী'। পারমার্থিক ত দূরের কথা, ব্যবহারিক রাজ্যেও দেখা যায় যে, কোন পূজনীয় বা প্রিয়বস্তু লইয়া কেহ ব্যবসায় করিলে তাহাকে সমাজে 'অপাংক্তেয়', 'অস্পৃশ্য' 'অনভ্যস্ত,' 'অদৃশ্য' 'ঘৃণ্য' ব্যক্তি বলিয়াই জানেন। কেহ যদি নিজের 'উদর-ভরণ বা অর্থ-সংগ্রহের জন্য পূজনীয়কে ও অপর পুরুষের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু করেন, কিংবা নিজ আশ্রিতজনকে ঐশ্বর্য্যের ভোগ্যরূপে পরিণত করেন, তাহাকে লোকে প্রশংসা করে না; আর যেখানে সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তুকে নিজ উদর-ভরণের বস্তু বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সে স্থানে যে কিরূপ ভয়ানক অপরাধের কার্য্য করা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ও এইসকল ব্যক্তিকে 'অপাংক্তেয়' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ভাগবতকে যাহারা পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সকল নামাপরাধিদ্বারা কখনও নাম-প্রচার বা জীবের কল্যাণ হইতে পারে না। ঐরূপ নামাপরাধ কীর্ত্তন-শ্রবণ-কারী বক্তা ও শ্রোতার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কৃষ্ণ-বহির্মুখ ফল-লাভ, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি ভোগলাভ ঘটিলেও তদ্দ্বারা অনর্থ-মুক্তি বা আত্যন্তিক কল্যাণ হয় না। স্বরূপ-বিভ্রান্ত বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণই স্বাভাবিক-রুচি; তাই শ্রোতৃ-বদ্ধজীব ঐরূপ বক্তৃ নামাপরাধি-গণের বাগ্‌বৈখরী, বিন্যাস-চাতুর্য্য, বর্ণন-ভঙ্গী, কাব্য-কুশলতা প্রভৃতিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে; ও আর বক্তৃ-বদ্ধ জীব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে তাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহার উপর আবার সোণার সোহাগা সংযোগের ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মধ্যে যখন বিমুখ-বিমোহিনী-বঞ্চনাময়ী মায়াদেবী ভক্তির সজ্জা ও অনুকরণ-চেষ্টা রূপ একটী মহাজাল বিস্তার করেন, তখন জগতে এমন কোন্ বদ্ধজীব আছে যে তাহাতে আবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে ? ঐরূপ মোহজালে আবদ্ধ হইয়া অনর্থবক্তা ও শ্রোতা উভয়েই মনে করেন যে, 'আমরা পরম শান্তি পাইতেছি' (ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'শান্তি' মনে করে) আমাদের ভাগবত কীর্ত্তন ও শ্রবণ হইতেছে—আমাদের মঙ্গল হইতেছে ! প্রকৃতপক্ষে উভয়েই কিন্তু ভগবানের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বিপরীত দিকে দ্রুতগতিতে অন্ধতামসে প্রবিষ্ট হইবার জন্য দৌড়াইতেছেন। শাস্ত্রকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যে দশা হয়, এইরূপ-উভয়শ্রেণীর ব্যক্তিরও তদ্রূপ দশা হইবে—

"শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।১৮৮)

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা (ভাঃ ৭)

যাহারা ব্যবসায়ি ব্যক্তিগণের মুখে ভাগবত কথা (?) কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করে, তাহারাও বক্তার সহিত 'যমদণ্ডে ডুবিয়া মরে'। কিন্তু তাহারা বঞ্চনাময়ী মায়ার এইরূপ প্রলোভনে পতিত যে, তাহারা কিছুতেই এই সত্য কথা বুঝিতে পারে না এবং না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় মঙ্গলোপদেষ্টার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।

'সাবধান! যদি কেহ মঙ্গল চাও, তাহা হইলে ব্যব-সায়ী-বক্তার শ্রোতা হইও না—জানিও 'ভাড়াটীয়া' বা বণিক কখনও বৈষ্ণব নহে। কিন্তু বিমুখ-মোহিনী মায়া তাহার মোহিনীমূর্ত্তি এরূপভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিবে যে, তোমাকে কিছুতেই সত্য কথা শুনিতে দিবে না। ঐরূপ ব্যবসায়ী ভাড়াটীয়ার বাক্-চাতুর্য্য, অঙ্গ-ভঙ্গী, কাব্য-ব্যাকরণালঙ্কার-কুশলতা, বাগ্মিতা, কালোয়াতি, বামাকণ্ঠস্বর কখনও বা কৃত্রিম অশ্রু-পুলক-গদগদকণ্ঠস্বর;

তোমাকে কিন্তু মুগ্ধ করিয়া তাহার স্বরূপ চিনিতে দিবে না। মনে রাখিও, বাগ্‌বাহিনী পূতনা, যশোদা হইতে অনিকতর বৎসলতার ভাণ দেখাইতে পারে; বেণুর যেরূপ অধরের 'অন-কৃত্যান' নাভ-সঙ্গ, অঙ্গভঙ্গী, বাক্‌-চাতুর্য্যাদিতে কৃষ্ণসঙ্গ আছে, সই-মাঁর সেরূপ নাই। যাহারা ঐরূপ মোহে একবার মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কিছুতেই সৎ-পরামর্শ শুনিবে না—হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেও তাহারা সেই মাদকতা ত্যাগ করিয়া আসিবে না, কৃষ্ণ তাহারা তাহাদের মনগড়া নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের অসৎ-কার্য্যই সমর্থন করিতে চাহিবে, তাহারা বলিবে—অমরাবতী পুরীতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সভায় যখন রাজনিতার নৃত্য-গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তখন আমরা সেই আদর্শ কেনইবা গ্রহণ না করিব? যুগ-যুগান্তর হইতে ওঁরা রাজনিতার নৃত্য-গীত ও সঙ্গাদি কাম্য দর্শন (অসদ্ভোগ্নি-সম্ভারের মধ্যে) চলিয়া আসিয়াছে, তখন আমরা কেনই বা সেই পুরাতন পন্থার অনুসরণ করিব? আর যদি আমরা রাজনিতাদিগকে (তাহাদের অসৎ-কার্য্যে) প্রশ্রয় না দেই, তাহা হইলে তাহাদেরই বা জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? এইরূপ নানাবিধ মনঃকল্পিত যুক্তি অসৎসঙ্গী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' গোপিসম্প্রদায় তোমার নিকট উপস্থিত করিবে। মায়ার এই সকল বিষয়-মোহন-চাতুর্য্য-বৈচিত্র্যে যদি তুমি মুগ্ধ না হইতে চাও, তাহা হইলে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের চরণাশ্রয় কর—'সাধু ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'—'বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন'—পরীক্ষিৎ মহারাজের আদর্শ গ্রহণ কর—শুকদেবরূপ রসিকশেখর, কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ অপ্রাকৃত রসিককুল চূড়ামণি মহাভাগবতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ কর—'সতাং প্রসঙ্গান্মম' বীর্য্যসংবিদঃ—এই কথাটী ভুলিও না—সাধুগণ তীক্ষ্ণ শাস্ত্রোক্তিদ্বারা তোমার হৃদয়-গ্রন্থি—তোমার মনোধর্ম্মসমূহ ছেদন করিবেন—যদি তাহাতে বেদনা অনুভব করিয়া ভাড়াটীয়ার আপাত-সুখদ বাক্‌চাতুর্য্য-বৈচিত্র্যকে বরণ কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইল না, তুমি বঞ্চকের পাল্লায় পড়িলে—বঞ্চিত হইলে। মনে রাখিও দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বঞ্চিত হইবার জন্য পাও নাই!' সাধুগণ আমাদিগকে এই সকল কথাই বলিয়া থাকেন; সুতরাং ব্যবসায়ী আনুকরণিক প্রচারকগণের দ্বারা কখনও জগতে নাম-প্রচার বা জীবের কল্যাণ হয় না। তাহাদিগের দ্বারা জগদ্ভজান উপস্থিত হয়। অতএব তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য এবং সংসঙ্গ গ্রহণীয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত পত্র)

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু।

পতিতপাবন প্রভো, অম্বকেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তিনি এখানে বিনানই, কেদারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কেদারপুরের শ্রীযুক্ত শান্তোষ চৌধুরী এবং তাঁহার তিন সহোদর ভ্রাতার বাড়ীতে মহারাজ চতুর্দ্দিবস অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়গণ উক্ত প্রচারকবরকে এবং সতীর্থ ভ্রাতাদের বিশেষ আদর ও যত্ন করিয়া বিশেষ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং হরিকথা শ্রবণে অতিশয় উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হরিকথা প্রচারের সহায়তাপূর্ব্বক তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজের প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

উক্ত মহারাজ কেদারপুরে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে আসিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া, আমরা বালিয়াটীতে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। এখানে বহুলোক তাঁহার শ্রীমুখ গলিত মধুর হরিকথা শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং চাঁদা-ভজন করা জীব-মাত্রেরই যে একমাত্র কৃত্য তাহা অনেকেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত মহারাজ অতিশয় নিয়তিমানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং আমরা হরিজন ছাড়িয়া অন্যকার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়াতে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়া যাইতেছি, ইহা সুন্দররূপে তিনি

আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য সকলেরই প্রাণ অনুতাপে পূর্ণ হইয়াছে।

উক্ত মহারাজ এখানে আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া বালিয়াটীর নিকটবর্ত্তী সাটুরীয়া নগর হইতে কতিপয় ভক্ত মহারাজকে তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন এবং মহারাজ সতীর্থ ভ্রাতাদের সহ আমাদিগকে লইয়া তথায় শুভ বিজয় করেন। সাটুরিয়াতে শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন সাহা তথায় ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার দোকানে মহারাজ পদধূলি প্রদানপূর্ব্বক ৫ ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহুবীধরবাদ নিরসন পূর্ব্বক এক ঈশ্বর কৃষ্ণ-উপাসনাই জীবমাত্রের বিধি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনফলে সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। উক্ত সাহা মহাশয় হরিকথা পাঠ এবং কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণপূর্ব্বক জীবে দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনন্তর মহারাজের শুভাগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ক্রমে প্রচারিত হইতে থাকিলে আমতা গ্রাম হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। একদিবস তথায় ঢাকা জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা, বি, এ, ; বি, এল মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। উক্ত দিবসও হরিকথা-শ্রবণে সকলের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর আমতা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ষোড়শীলাল রায় মহাশয় মহারাজকে আপন গৃহে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করাতে তিনি সতীর্থ ভ্রাতাদের সহিত আমাদিগকে লইয়া তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করেন। তিনি মহারাজের হরিকথা-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের যুগপৎ আচার এবং প্রচার লক্ষ্য করিয়া সনাতন শুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনি হরিকথা-প্রচারে বিশেষ-রূপে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে করিবেন এরূপ আশা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি প্রশংসনীয় এবং আদর্শ। ইতি।

হরিজনকিঙ্কর

শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী

বালিয়াটী

১৩৩৪ সন ১৩ই জ্যৈষ্ঠ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বিনোদপুর গ্রামের এক বিরাট সভায় অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামে দক্ষিণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বনচারী দত্ত মহাশয়ের ভবনে গ্রামস্থ বহু সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত দুই দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বহুলোকের বহু সংশয় দূরীভূত করিয়াছেন। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত দক্ষিণপাড়া নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবনবিহারী হালদার মহাশয়ের গৃহে প্রাতে শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সদ্‌গুরুগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সকলেই স্বামিজী মহারাজের মুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলা শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া বহু লাভবান্ হইয়াছেন। বিনোদপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় বিনোদপুর প্রচার-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তিনি প্রচারক-গণের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাদের শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের আনুকূল্য পূর্ব্বক যথার্থ বৈষ্ণবগৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। হরিসেবাপরায়ণ ত্যাগী বৈষ্ণবগণের হরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করাই গৃহস্থ ভক্তগণের ধর্ম্ম। যাঁহারা তৎপরাঙ্মুখ, তাঁহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। শ্রীমদ্ভাগবত সেই সকল গৃহমেধিগণের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ ত্যাগী বৈষ্ণব-গণের সেবা করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও ভক্তানুখী সুকৃতি ও হরিভজন হয়। স্বামিজী মহারাজ পাইকড়া গ্রামে ইতঃপূর্ব্বে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন; যে সকল ভক্ত সত্যানুসন্ধিৎসু শুদ্ধ হরিকথাপ্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও মহাপ্রভুর পরম করুণাভাজন সন্দেহ নাই।

নারমা হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন,—

নারমা—নারায়ণগড়—মেদিনীপুর

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ইং ২৬।৫।২৭ তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও আদর্শ গুরুগৌরাঙ্গ-

সেবক শুদ্ধভক্ত সহ মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত নারমা গ্রামে শুভ বিজয় করেন। নারমা গ্রামের জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ও শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের সেবানুকূল্যে এবং কতিপয় ভক্তের আন্তরিক যত্নে সপ্তাহ-কাল শুদ্ধনাম সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে কলিপাবনী হরিকথা কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। সভাস্থলে বহুসংখ্যক শ্রদ্ধাসম্পন্ন স্ত্রীপুরুষ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অধ্যাপক প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতামুখে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন প্রাকৃত দর্শনই যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতার উৎস—ভগবৎসেবার প্রকৃত অধিকারী কে? মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কি? ইত্যাদি বিষয় অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় বহুবিধ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজীর বজ্রনিনাদী গম্ভীর স্বর-ঝঙ্কারে—শাস্ত্রযুক্তির তীব্র কশাঘাতে—নিরপেক্ষ কঠোর সত্যের সদম্ভ প্রচারোদ্যমে 'বেদাশ্রিত নাস্তিক সম্প্রদায়' নামুল অবনত করিয়া অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সংশয়বাদীর সন্দেহ নিরাকৃত হইয়া মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে—কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যথেষ্ট প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। স্বামিজীর তেজোগর্ভসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে বিপথগামী অনেকের কল্যাণোদয় হইয়াছে। শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের পদার্পণে এই গ্রামখানি তৃতীয় বার পবিত্রীকৃত হইল। বৈকুণ্ঠদূত স্বামিজী মহারাজের বার্ত্তানুকম্পা এই গ্রামবাসী বহু ভাগ্যবান জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরিত হইয়াছে। সাধু বৈষ্ণবের পাদরজোভিষিক্ত হইয়া গ্রামখানি ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। পতিতপাবন দয়াল মহারাজ কৃপাকটাক্ষে বহু পাষণ্ডীর হৃদয় মন অধিকার করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সাওনা, মণিনাথপুর, নয়াগ্রাম, ভুঁইরাজা, নিশ্চিন্তা' খেজনা, আওয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে পদধূলি দিয়া উক্ত গ্রামবাসী সুকৃতিমান্ জনগণকে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত পরপরা গ্রামের সুকৃতিমান্ অধিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত পুলিনবিহারী দে মহাশয়ের ভবনে গত ১৩।৫।৭ তারিখের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধভক্তসহ শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস রাত্রিতে পরপরা গ্রামস্থ বহুনরনারী সমবেত হইলে স্বামিজী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন করেন। পরদিবস পুলিনবাবু তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যায় এক সভার আয়োজন করেন। সভাস্থলে ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে "হরিকথা কীর্ত্তনই কলিকালে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য" এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের "সনাতনত্ব ও সার্ব্বভৌমত্ব" সম্বন্ধে অনর্গল ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ এক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজের মুখে নিরপেক্ষ সত্য কথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়া শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান হরিকথা দুর্ভিক্ষের দিনে এইরূপ নিরপেক্ষভাবে দ্বারে দ্বারে নাম প্রচার জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ পুলিন বাবুর বাটীতে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে নিরলসভাবে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। এই গ্রামের অধিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত রামপদ মিশ্র মহাশয়ের সেবাবৃত্তি প্রশংসনীয়।

———

আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৫ই জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস শ্রীসজ্জনতোষণী ইংরেজী—সংস্কৃত ও হিন্দি সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯১	১ম	১ম	কৃত হন	কৃত হন না
৬৬২	১ম	২য়	"ন সত্যাগণা"	"ন সত্যাদগা"
৬৬৫	২য়	৪র্থ	অঙ্কার	অঙ্গীকার
৬৬৮	২য়	সর্ব্বশেষ	(ক্রমশঃ)	
৬৯১	২য়	১৩শ		(ক্রমশঃ)

———

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

গৌড়ীয়

অনাসক্তি-বশতঃ বিষয়ের যথাযোগ্য গ্রহণ
বিষয়ের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে।
প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধিবস্তুর
ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে।
ত্যাগের অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২৫শে জুন ১৯২৭	৪৪শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

প্রভু বলে, ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁকে যাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
ও কথায় প্রভু হেতুভাগ সে সবার॥
তুমি হেন প্রভু যার গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মাতা ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু হে সর্ব্বজননী।
পুত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও ঘুচাইয়া করহ প্রসাদ॥
প্রভু বলে, উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি পলাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
চন্দ্রশেখর অপরাধ অন্তরীষ স্থানে।
তুমি জান সেহ কত হইল কেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
চইতন্য প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২২।২৫—৩৩)

বুঝিয়া সবার আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য চরণ-ধূলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে যাঁর হইলেন শক্তি॥
আচার্য্য চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি মানে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২২।৪৪—৪৭)

এমনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল প্রচার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥
জননীর সঙ্কোচ নিমিত্ত ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধে সাবধান॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাথ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥
অন্যের কি দায় গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥
বস্তু বিচারিতে সেও অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৫২, ৫৪—৫৮)

আমার দুর্বুদ্ধি !

শ্রীমদ্ভাগবতগোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, 'আত্মারাম'-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একস্থানে একটী পদ পাইয়াছিলাম—

"সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়"

পদটী অনেকবার পড়িয়াছি, কণ্ঠস্থ করিয়া লোকের নিকটও বহুবার বলিয়াছি, কিন্তু সেই বাক্যটীর মধ্যে যে 'সুবুদ্ধি' শব্দটী রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমি লোকের নিকট 'কৃষ্ণপ্রেমিক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, সভা সমিতিতে কৃষ্ণপ্রেমের বহর জগৎকে প্রদান করিতে ত্রুটি করি না; কিন্তু তথাপি দুর্বুদ্ধি-পিশাচীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না !

পিশাচী আমাকে 'কৃষ্ণপ্রেমিক' সাজাইয়া আকাশে তুলিয়া দিয়াছে। কাজেই আমি আমার নিজের অবস্থা বিচার করিতে পারি না। সুবুদ্ধিদেবীর সহিত দেখা হইলে তিনি আমাকে 'হয় ত' আমার প্রকৃত অবস্থাটী জানাইয়া দিতেন। কিন্তু দুর্বুদ্ধি কিছুতেই সুবুদ্ধির কাছে যাইতে দিবে না ; সাধুগণ আমাকে সুবুদ্ধিদেবীর নিকট লইয়া যাইতে চান, কিন্তু দুর্বুদ্ধিরাক্ষসী আমাকে এত উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছে যে, আমি সাধুগণকে আমা-অপেক্ষা 'ছোট' 'নীচ' প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের কথায় কাণই দিই না।

আমি মনে করি, আমি ব্রাহ্মণ-কুলীন, আমি পণ্ডিত-সম্প্রদায়, আমি ধনী-ক্রোড়পতি, আমার গায় বল-শক্তি আছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি-মেধা আছে, আমার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি আছে, আর যাঁরা সাধু, তাঁদের ওসব নাই বলিয়াই তাঁরা 'মনের দুঃখে বনে' আসিয়াছে, তাঁরা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্র-ভরণপোষণ করিতে পারে না বলিয়াই গৃহ ছাড়িয়াছে, তাঁরা মহামহোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি, ডি লিট্ হইতে পারিবে না বলিয়াই সাধুসঙ্গে পড়িতেছে, তাঁরা ব্রাহ্মণ কুলীন নহে বলিয়াই 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতেছে, গায়ে শক্তি নাই বলিয়াই মালা টানিতেছে, তাহাদের 'প্রতিভা' নাই বলিয়াই তাঁরা জড়-বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি নাই বলিয়াই গৃহ-ভজন ছাড়িয়া দিয়া হরি-ভজন করিতেছে, মেধা নাই বলিয়াই মেধাবর্দ্ধক পুষ্টিকর অমেধ্যাদি-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া 'পাক-পত্র-ফল-মূলে' উদরভরণ করিতেছে।

আমি দুর্বুদ্ধি-পিশাচীর পরামর্শ শুনিয়া বলিয়া থাকি, 'কেন আমি আমার কৌলিন্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা—এই সকল কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিয়া কৃষ্ণকে 'বড়' করিয়া দিব ! সেইগুলি ত' আমার তাঁতাতে রাখিয়া সুখে-আসলে ঐগুলিকে দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর করিয়া আমিও একটী 'কৃষ্ণ' সাজিতে পারি ! কৃষ্ণকে দিলে আমার কি লাভ হইবে, লাভের মধ্যে 'কৃষ্ণ হওয়া'র পরিবর্ত্তে আমাকে কৃষ্ণ হইতে ছোট অর্থাৎ তাঁর অধীন—তাঁর দাস হইতে হইবে !' দুর্বুদ্ধি-পিশাচী আমার এইরূপ বিপর্য্যয়-বুদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। 'কৃষ্ণের দাস' হওয়াকে অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে দুর্বুদ্ধি, 'অলাভ' ও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর বিকৃতে আচ্ছন্ন হওয়াকে 'পরমলাভ' বলিয়া পরামর্শ দেয়। দুর্বুদ্ধি আমাকে বলিয়া দেয়,—জগদ্গুরু এত লোক রহিয়াছে, কত মহামহোপাধ্যায়, কত পণ্ডিত-কুলীন, র‍্যাটিষ্টট্‌ল-গৌতম-গঙ্গেশ প্রভৃতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, চাণক্য-কপিল-কণাদ-ইয়াংচু-মিল-কাণ্ট প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় দার্শনিক, মনীষী, মেধাবী, প্লাটোনিউলস্-নেপোলিয়ান-গুপ্ত-নিগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় 'নামজাদা' বলবান্, কুবের-রাবণাদির ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্যবান্, মদনের ন্যায় সৌন্দর্য্য-বান্ ব্যক্তিগণ কেহই ত' কৃষ্ণের তহবিলে তাহাদের সর্ব্বস্ব দেয় নাই, তবে তুমি কেন জগদ্গুরু লোকের আদর্শ ছাড়িয়া তোমার পুঁজি-পাটাটী খোয়াইতে বসিবে ?

দুর্বুদ্ধির এইরূপ পরামর্শে আমি আমার জীবনটা কাটাইয়া দিই। যে কৌলিন্য-পাণ্ডিত্য-ঐশ্বর্য্য-বল-বুদ্ধি-মেধা-প্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এতদিন সবাকে সরা দেখিতাম, সেইগুলি যখন সংসারের চাকুরীতে সওয়া ষোল আনা বায় করিয়া ঘুণে খাঁশ বা সুনিষ্পেষিত ইক্ষুখণ্ডের পরিত্যক্ত অংশের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ি, তখনও কিন্তু দুর্বুদ্ধি-পিশাচীর সঙ্গ ছাড়িতে চাই না। তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আমা হইতে আর এক ছোঁটাও

তাহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ দোহন করিয়া পাইবে না জানিয়া আমাকে 'বুধাভারে' মনে করিয়া কোনও একটী 'পিঞ্জরাপোল' আশ্রয় করিবার পরামর্শ দেয়. দুর্বুদ্ধি-পিশাচী তখনও কিন্তু আমাকে ছাড়ে না, আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়,—"দেখ, কিছুতেই কৃষ্ণের ভহবিলে কিছু জমা দিবে না। এখন আর তোমার কৃষ্ণের দাসগণের নিকট যাইতে কোন ভয় নাই। কারণ তাহারা তোমার স্থায় অসার হইতে এককৌটা রসও নিংড়াইয়া লইয়া তাহা কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিতে পারিবে না। অপিচ তুমি এখন কৃষ্ণের তহবিল হইতে তোমার শূন্য তহবিলে কিছু কিছু করিয়া আনিতে পারিবে। কাজেই তোমার কৃষ্ণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে না। কৃষ্ণকে কিছু দিয়া সেবা করিলে ত' তাঁহার দাস হইতে হইবে? যখন তুমি তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া তোমার সেবা করাইয়া লইতে পারিবে, তখন আর তুমি তাঁহার দাস হইলে কিরূপে? অতএব আমার বুদ্ধি গ্রহণ কর। কোনও বৈষ্ণবের মঠ বা আশ্রমকেই তোমার পিঞ্জরাপোলরূপে নির্দ্ধারণ কর। সাবধান যে সে মঠে আখড়ায় যাইও না। কারণ যে-সকল বৈষ্ণবের আখড়ায় গাঁজা-ভাং-তামাক-স্ত্রীসঙ্গ-তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতি আছে, তা'রা বড় চতুর, তা'রা কিন্তু তোমাকে তাদের ভোগের কণ্টক মনে করিয়া স্থান দিবে না। তা'রা তোমারই ন্যায় আমদানী-রপ্তানি লইয়া চিরজীবনটা কাটাইয়াছে। কিন্তু যাঁ'রা পরদুঃখদুঃখী, পরোপকারী, তাঁ'রা ত' আর বণিক্ নহেন, তাঁ'দের কাজ কেবল জগৎকে বিতরণ, কেননা তাঁ'রা বিতরণ-কারী ঔদার্য্যময়বিগ্রহ ভগবানের সেবক বলিয়া অভিমান করেন। সুতরাং তাঁ'দের কাছে যাও।" সেখানে তোমার হরিভজনের কুটীর অর্থাৎ সারাজীবন সংসার-মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, নিঃশেষিত দেহের ক্লান্তি-মোচনের বিশ্রামাগার রচনা কর। দুর্বুদ্ধি কখনও আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা আমি চপলার চকিত চমকের ন্যায় সুবুদ্ধি-দেবীর দর্শন পাইয়া হরিভজনার্থ সঙ্কল্প করি এবং সেই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবৃত্ত হই; কিন্তু আমাকে হরিসেবায় একটু অমনোযোগী দেখিতে পাইলেই আমার দুর্জ্জনতার হিসাবেষিণী দুর্বুদ্ধি কোথা হইতে যেন হঠাৎ আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়, 'কেন তুমি তোমার এমন সোণার দেহ কৃষ্ণের কাজে মাটী করিতেছ? তোমার পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা, বাক্-বুদ্ধি কেনই বা কৃষ্ণের ভাণ্ডারে দিয়া নিজে ঠকিতেছ? আরও দেখ, তুমি বাড়ীঘর সব ছাড়িয়াছ, স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতার সঙ্গত্যাগ করিয়াছ, সন্ন্যাসী হইয়াছ, কিন্তু তোমারই যে আরও গুরুভাইরা আছে, তা'রা ত' সন্ন্যাসী না সাজিয়াও সাধু-গুরুর নিকট তোমা' অপেক্ষা বহুগুণে অধিক স্নেহসম্মান পাইতেছে। তুমি তা'দেরই অনুকরণ কর না কেন? দুর্বুদ্ধি পিশাচী আমার অপরাধ ও জঘন্য-দৌরাত্ম্য প্রভৃতি অনর্থের ছিদ্র পাইয়া নিবৃত্তানর্থ, তেজীয়ান্, মহাভাগবত, সহজ-পরমহংসগণের অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে 'চঙ্গ' প্রাকৃত-সহজিয়ার পরিণত করাইয়া চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। আমি দুর্বুদ্ধি-পিশাচীর ছলনা বুঝি না।

কখনও বা দুর্বুদ্ধি আমার কাছে আসিয়া বলে, "কেনই বা তুমি হরির জন্য এত খাটিতেছ? যদি সুনগর কৃষ্ণের সংসারই পত্তন করিতে হইল, সংসারের ন্যায় সেবা করিতেই হইল, তাহা হইলে তুমি নিজে 'কৃষ্ণ' সাজিয়াই ত' সেই সংসারে ভোগ করিতে পারিতে, কৃষ্ণভজন ত' পরিশ্রান্ত জীবনের শান্তি অর্থাৎ বিশ্রামানুসন্ধান। প্রকৃতির শোভাদর্শন বা মুক্তবায়ু সেবনের জন্যই ত' ধামবাস, কায়িক পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লইবার জন্যই ত' 'হরিনাম', ক্ষুধা-বৃদ্ধি বা অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার জন্যই ত' 'কীর্ত্তন-নর্ত্তন', ভীষণ পাপ-পঙ্কিল অতীত জীবনের অনুশোচনা-ক্লেশের সাময়িক বিস্মরণ জন্যই ত' কাব্যনাটকাদির ন্যায় 'গোপী-গীতা'-শ্রবণ, বৃদ্ধাবস্থায় শিথিল ইন্দ্রিয়ের চিরাভ্যস্ত কামলালসা চরিতার্থ করিবার অভাবটা মনে মনে ধ্যান-দ্বারা পূরণ করিবার জন্যই ত' নির্জ্জন-ভজন। অতএব তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম দরকার, ততটুকু মাত্র পরিশ্রম কর। সেখানেও পারত' তোমার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য কৃষ্ণকে খাটাইয়া লও। একটী করতাল বা 'মন্দুরী' লইয়া হরিনামের (?) গান, কথকতা প্রভৃতি করিয়া তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর। কৃষ্ণকে খাটাইয়া খুব সহজে পয়সা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, নিজে খাটিলে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। কৃষ্ণকে খাটাইয়া অর্থ সংগ্রহ কর, আর তাহা নিজের নিকট গচ্ছিত রাখ, কাহারও

অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। ইচ্ছামত তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে। একটী কুটীর বাঁধ। সেখানে সেই চিদানন্দ প্রভো সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে যাহা চিন্তাই (স্ত্রী-চিন্তাই হউক, আর গৃহ-চিন্তাই হউক) করনা কেন, লোকের নিকট নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিবে।" কখনও বা ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠাকামী থাকিয়াও লোকের নিকট 'নিষ্কিঞ্চন' বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য মুখে বলিবে বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইবে, 'আমার সুখ্যাতি যেন আপনার কাগজে প্রকাশিত না হয়!' অর্থাৎ যেন আরও বেশী করিয়া প্রকাশিত হয় এবং তৎসঙ্গে আরও একটু কথা যেন যোগ থাকে যে, আমি প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি কত বড় বৈষ্ণব! অর্থাৎ আমি কত বড় আনুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া' যে মাধবেন্দ্রপুরী-লোকনাথ প্রভৃতি সকল পরমহংস নিষ্কিঞ্চনগণকে অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাটী আমার তহবিলে আনিবার জন্য তাঁহাদের নিষ্কপট আচরণকে কপটতা করিয়া অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি!' দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিবার জন্য এত সব পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে বলিয়া দেয়,"তোমার দ্বারা যে বৈষ্ণবগণ হরিসেবা করাইতেছে, চল। কিন্তু তাঁহারা তোমার প্রাসাচ্ছাদন দেবার বিনিময়ে তাঁহাদের প্রাপ্য মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। তোমার মূল্য এত কম হওয়া উচিত নহে। ইহা তোমার ভজন নহে। তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণটীই তোমার 'ভজন'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধানের পরামর্শ তোমার গ্রহণ করা উচিত নহে। তুমি যতটা সেই পরামর্শ না শুনিয়া নির্জ্জনে আপন মনে আমার সহিত বাস কর, সেইটুকুই তোমার ভজন হয়।"

দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী এইরূপ ভাবে আমাকে আমার একমাত্র অনর্থ-নিবৃত্তির পথ—যাহা পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সুপথ হইতে সরাইয়া বিপথে লইয়া যাইবার জন্য, কতরূপেই না পরামর্শ দিতেছে। আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

লোকের কাছে 'ভজনানন্দী' 'হরিসেবক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কতটুকু হরিসেবা করিতেছি, আর কত অধিক পরিমাণেই বা নিজের সেবা অর্থাৎ নিজ-সুখ-শান্তি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যাভিলাষের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে জানিতে দেয় না। প্রত্যহ হরিসেবায় আমার চিত্ত কতটুকু দৃঢ় অনুরক্ত ও পরিনিষ্ঠিত হইল, সারাদিনের মধ্যে এ বিষয়টুকু ভাবিবার কোন অবসর দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে কখনও দেয় নাই; পরন্তু অনেক রাজ্যের অনেক কথা ভাবিবার—ধ্যান করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছে।

দুর্ব্বুদ্ধি কখনও বলিয়া দেয়, "প্রকৃত সাধুর কাছে যাইও না। যদি দৈবাৎ ঐরূপ সাধুর নিকট আসিয়া পড়, তাহা হইলেও তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দিও না; প্রকৃত সাধুগণ এমনই মোহিনী-বিদ্যা জানেন, যে তাঁ'দের কথায় মনোযোগ দিলেই তাঁ'রা সমস্ত চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়া লন। এমন কি অবশেষে তাঁ'রা সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়েন। নকল সাধুগুরুর কাছে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবার ভয় নাই। কারণ আমি যে তা'দেরও ঘাড়ে চাপিয়া আছি। তা'তে এ-কূল ও-কূল দুকূলই রক্ষা হইবে। লোকের নিকটও 'ভক্ত' 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লইতে পারিবে। অপর দিকে সংসারেরও সমস্ত সুখ ষোল আনা বজায় থাকিবে।" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া আমি লৌকিক শাস্ত্র হইতে আমার মনের মত বাক্যগুলি পুঁজিয়া লই। বলি, গৃহীদের ত্যাগীগুরু করা ভাল নহে। যেন আমরণ গৃহমেধী থাকাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য! আমি তখন আমা-অপেক্ষা সংসারে অধিক আসক্ত, আমা অপেক্ষা অধিকতর আয়ব্যয়ী-রপ্তানীর ব্যাপারী-মহাশয়কেই আমার ভোগ-বিবর্দ্ধন-বস্তের ধর্ত্বিক্ বলিয়া বরণ করি। আমি যেমন, আমার আদর্শটীও তেমন না হইলে চলিবে কেন? দুর্ব্বুদ্ধি তখন আমাকে বলিয়া দেয় "ঐ সকল সাধুদের কথা শুনিও না। কুলগুরু ছাড়িতে নাই, তাঁর অভিসম্পাতে সর্ব্বনাশ হইবে। আর তোমার গুরুই বা কোন্ অংশে কম? তাঁর বাড়ীতেও ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া স্ত্রী পুত্রের সেবা আছে, ঠাকুর-মন্দিরের নাম করিয়া সুপ্রশস্ত গৃহাদিও আছে, নিরন্তর ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনের নাম করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের একটী বড় মনোহারী দোকান আছে, সুতরাং তুমি যেরূপ বলিবে, তোমা-অপেক্ষা কোন অধিকতর বণিকই তোমার আদর্শ হওয়া উচিত। সমানে সমানে মিল হয়।

বিপরীত ধর্ম্মীর সঙ্গে তোমার সইবে কেন?" দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এই সকল পরামর্শ দিয়া আমার মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

অনেক সময়ে সুকৃতি-বলে সদ্বুদ্ধির পরামর্শে সাধু-সদ্গুরুর নিকট আসিয়াও যদি আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি, তখন অবসর বুঝিয়া দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিয়া বলে, "তুমি কেনই বা এখানে আসিলে? এখানে আসিয়া যে বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছ, ইহাদের হাত এড়াইবারও যে জো নাই। সর্ব্বদা এঁদের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনভাবে থাকিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকার গুরু—যিনি তোমার যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিতে পারেন, তাঁহার উপদেশ লইলে এতক্ষণ যে কত মনের ফুর্ত্তিতে থাকিতে পারিতে, তীর্থে তীর্থে বেড়াইতে পারিতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিতে, পিতা-মাতা-স্ত্রী কাহারও মনে কষ্ট দিতে হইত না, পান-তামাক চা-চুরুট কিছুতেই কোন আপত্তি ছিল না। গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতি শুনিবার নাম করিয়া রামকণ্ঠ শুনিতে পারিতে, লীলামৃত, ভাবনামৃত, লীলাকথা, গীতগোবিন্দ, সপ্তশতী প্রভৃতির নাম করিয়া কাব্যরস-সম্ভোগ ও স্ত্রী-চরিত্রসমূহ ধ্যান করিতে পারিতে। সময়ে সময়ে কপট অশ্রু-পুলক-কম্প দেখাইয়া 'রসিক' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতে। একাধারে ভোগ ও ভগবান্ এমন সুযোগ ছাড়িয়া কেনই বা বন্ধনের মধ্যে পড়িয়াছ। সাধু-সদ্গুরুর কাছে যে বড় কঠোরতা, তাঁর শাসন! একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নাই, একটু অন্যাভিলাষ, একটু কপটতা থাকিলেই তাঁদের কাছে ধরা পড়িতে হয়। দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এইরূপ কত কি পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক আত্মঘাতী পাষণ্ডগণের সমালোচনা-দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবকে বিচার করিতে—মাপিয়া লইতে পরামর্শ দেয়। আমাকে ভাবিতে দেয় না যে, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি; আত্মঘাতীদের উদ্দেশ্য ত' হরিভজন নহে। তাহারা আত্মবঞ্চিত, তাই অপরকে বঞ্চনা করিতে পারিলেই তা'রা তা'দের সমার্থ-সিদ্ধি হইল বলিয়া মনে করে।

বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে তাহার স্বরূপ বুঝিতে না দিয়া এ সকল বিচিত্র বেশে আমার নিকট আসিবার সাহস করে কেন? আমার দুর্দ্দৈব ও অনর্থই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। যদি আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানটী নিরবচ্ছ টন্‌টনে থাকিত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিবার কোন ছিদ্র পাইত না। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগোপীর উক্তিতে পড়িয়াছিলাম, "কৃষ্ণ যেন আম্র-আঠা"। 'কৃষ্ণ' যাহার নিকট 'আম্র-আঠা' তুল্য হইয়াছে, সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। সতত কৃষ্ণনিষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবের পাদ-পদ্মে আমার 'আঠা' হয় নাই, তাই দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ইতর-পরামর্শ দিয়া আমার নিত্য আত্মচরণ হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। যাঁ'দের কৃষ্ণে আঠা হইয়াছে, এরূপ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিরন্তর আনুগত্য বলেই আমার সুবুদ্ধিদেবীর সহিত আমার দেখা হইতে পারে,—

"কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে **রতিবুদ্ধি** পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি **শুদ্ধবুদ্ধো** পায়॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই **বুদ্ধি** দেন তাঁরে যাতে কৃষ্ণ পায়॥
• • •
সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ)

দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে সর্ব্বদাই সদসদ্বিচার করিতে নিষেধ করে। কখনও বলিয়া দেয়, "তুমি যখন অন্ধ-বিশ্বাসের পথ ধরিয়াছ, তখন বিচার করার আবশ্যক কি? ও-সব—নীরস জ্ঞানীদের জন্য! সদ্গুরু-অসদ্গুরু, সাধু-অসাধু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, নাম-নামাপরাধ, ভক্তি-অভক্তি, কাম-প্রেম, কৃষ্ণ-দেবা,—এ'সব বিচারের আবশ্যক কি? কেবল ভজন (আমার পরামর্শে তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধান) করিয়া যাও।" পাছে সদসদ্ বিচারবলে দুরভিসন্ধি দুর্ব্বুদ্ধির কুহক ধরা পড়িয়া যায়, এইজন্যই কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহা বুঝি না। সাধুগণের কথায়, শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করি।

মায়াবিনী বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি আমার সহিত যে কত ভাবে ছলনা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধির মাত্র কয়েকটী চিত্র আজ আমার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের গুরুভার খানিকটা লাঘব করিলাম।

আমার বন্ধুগণ হয়ত' বলিবেন, "তোমার দুর্বুদ্ধির কথা হাটে বাজারে ঘোষণা করিয়া লাভ কি ?" এখানে আমার একটী কথা আছে। আমি বড় ভণ্ড প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বদাই লোকের কাছে আমার অনর্থ, অকৈতবতা প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিয়া 'ভক্ত-প্রতিষ্ঠা' লইতে চাই। কিন্তু ইহাতে যে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা দুর্বুদ্ধি আমাকে বুঝিতে দেয় না। তাই, আজ আমি দুর্বুদ্ধি-পিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার গুরুবর্গের নিকট আমার রোগের কথা জানাইতেছি। রোগ যতই খারাপ ও ঘোরতর হউক না কেন, চিকিৎসকের নিকট ঢাকিয়া রাখিলে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের অভাবে রোগ ত' আরোগ্য হইবেই না, অধিকন্তু যত বেশী দিন যাইতে থাকিবে, ততই রোগ অধিকমাত্রায় বাড়িয়া গিয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িবে। তাই, আমার গুরুবর্গকে—আমার গুরুভ্রাতৃগণকে বন্ধু-বান্ধবকে যাহাদের ও সৎপরামর্শদাতা জানিয়া তাঁহাদের আমার রোগের কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহাদের নিকট চরণ ধরিয়া আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
নিজ পদছায়া দোষহ আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ ধামি' ছয় রোগ নোশি,
হও ত্বরা মোর দাসে।
হয় সংসঙ্গ দেহ যে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
ত্রয়োদশবার্ষিক
বিরহ মহা-মহোৎসবে

(১)

বরষ ঘুরিয়া
ভুবন ভরিয়া
উঠে কি আবার গভীর তান,
বিগলিত হিয়া
স্মরণে চালিয়া,
গাহে সবে কা'র বিরহ-গান !

(২)

উথলে সাগর
বহিয়া সে স্বর,
ভুবন নগর—'পুরুষ-উত্তম' ;
কি করুণা প্রীতি !
কোন্ মহা স্মৃতি
অশোক কি ভাবে ভরে ভুবন !

(৩)

মনে কি যে হয়,
এমনি সময়,
এই দিনে সেজ, লীলা পরিহরি,
গেলেন স্বধাম
ভকত-প্রধান
'ভকতি-বিনোদ' গাহি গৌরহরি !

(৪)

কি নব শোভায়
পূর্ণ-শশি-প্রায়
করিয়া উজল ভারতাকাশ,
কি সুধা ঢালিয়া
ক্ষণে লুকাইয়া
গেল আজি ওরে, করি নিরাশ।

(৫)

পূর্ণ প্রস্রবণ
কি রস পরম
ঢালিয়া অন্তর হইল শেষ,
অতৃপ্ত-পিয়াস
তবু কি হতাশ
করি মনে, পূত আপন দেশ !

(৬)

হায়, হায়, হায়,
পাব সে কোথায়
হেন নিধি আর এ ভব ধামে ,
বহাইবে ঘন
সে প্রেম-প্লাবন
কে আর তেমন গৌরাঙ্গ-নামে !

(৭)

নব নব তান
তুলিয়া সে গান
কে গাহিবে আর গম্ভীর রবে,
প্রাণ-ভরা তানে
কাঁদাবে সে গানে
প্রেমের অঙ্কুর উঠিবে পাষাণে !

(৮)

হা হা প্রভু মোর,
গৌর-প্রেমে ভোর,
কৃপাসুধাকর,—বিধুরে চিয়া
বিরহে তোমার,—
চাহ একবার
কর কৃপা সেবা-অধিকার দিয়া

(৯)

এই পুণ্যধামে
তব প্রিয়-স্থানে
পূজা অর্ঘ্য আজি সাজাইবে পত,
সেবি তব পদ,
স্বরূপে বরদ,
লহ পূজা, পূর্ণ কর মনোরথ।

(১০)

কর আশীর্ব্বাদ,
যেন নির্ব্বিবাদ
অনুসরি, পূত পদাঙ্ক তব,
প্রিয় আচরণে
তোমার ভুবনে,
সেবি সদা গৌরা-চরণ-পল্লব ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীশ্যামসেবক ব্রহ্মচারী
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি

'সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ' গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর শ্রীমুখকমলে আমরা সর্ব্বপ্রথম 'ভক্তি-বিনোদ'—এই মহীয়ান্ নামটী নিনাদিত দেখিতে পাই। স্থান—নীলাচল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত ; কাল—যখন গৌর-জলধর-বিচ্ছেদাবগ্রহমানি ভক্তশস্য-নিচয়কে দর্শনামৃত-বারিধারা-বর্ষণে সঞ্জীবিত করিতেছিলেন ; বক্তা—গৌড়ীয়-গণের ঈশ্বর—কৃষ্ণরসতত্ত্ববিদ্ ভগদ্গুরু। বিষয়—'গৌর-কৃপাবুধির কৃপা-প্রার্থনা'।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধি হইতে 'ভক্তিবিনোদ' নাম-

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী—

"এই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের চারি শত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থের উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্যের প্রধান কার্য।"

"যিনি যত্র-তত্র আচরণ করিয়া ধর্ম-শিক্ষক হেন, তিনিই আচার্য। কেবল বহুত উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্যের লাভ হয় না।"

(সজ্জনতোষণী ৩য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা)

"কলি যত প্রবল হইতেছে পরমেশ্বরাদির প্রতি ততই অবজ্ঞা হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি পাষণ্ডের কপটভক্তি তাহাদিগকে জগৎকে নানাপ্রকারে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে।"

(সজ্জনতোষণী ৩য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা)

"যিনি শুদ্ধভক্তি-অনুশীলনে প্রভূত হন, কলি তাঁহার তৎকার্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপথ সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।"

(সজ্জনতোষণী ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা)

নিধিটী আহরণ করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভক্তিবিনোদপ্রভু অমন্দোদয়-দয়া শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির সেই কৃপাশক্তি—যে কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন অর্থাৎ জীবকুলকে স্বভাবে প্রেরিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজ্জন, কৃষ্ণেতরতৃষ্ণারহিত অথবা বিপ্রলম্ভোন্মাদে মত্ত করিয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-প্রদান করেন—

"শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সদয়য়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

'মহাপ্রভুর পরম মর্ম্মী,' 'প্রেমভক্তি' শ্রীস্বরূপ লভু শ্রীচৈতন্য-কৃপা-ব্যাকর হইতে ভক্তিবিনোদ-কৃপানিধিটী জগতে অর্পণ করিয়াছেন; তাই বিবুধগণ ঠাকুরকে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-নামে কীর্ত্তন করেন এবং স্বরূপানুগবর 'মহাপ্রভুর নিজজন' বলিয়া জানেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক শ্রীস্বরূপের অনুগ বলিয়া বিবুধগণ ভক্তিবিনোদপ্রভুকে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধ-বসাভাসাদি-দোষনির্মুক্ত সংসিদ্ধাচার্য্য, শুদ্ধভক্তিরস-বিনোদনকারিরূপে দর্শন করেন। গৌর-সুন্দরের 'প্রণাম-শ্লোক-চন্দ্রিকায়' 'ভক্তিবিনোদ'-নামটী প্রদীপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কবিগণ ঠাকুরকে 'গৌর-পাদাব্জ-ভৃঙ্গরাজ' বলেন। বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহের দ্বিতীয়বিগ্রহ শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখকমলে 'ভক্তি-বিনোদ' নামটী সর্ব্বপ্রথমে নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোবিদগণ ঠাকুরের ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়ায় নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণোন্মাদ-চেষ্টা দেখিতে পান।

• • • •

অচৈতন্য জগতের তদ্ধানন্দানুভূতি মোচন করিয়া যিনি তথায় 'শ্রীচৈতন্য' বিতরণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দানুভূতির সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, সেই সচ্চিদানন্দনামী ভক্তিবিনোদপ্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

যিনি স্বরূপ-রূপের অনুগ, তাঁহার রূপের তুলনা কোথায়? সর্ব্ব-সুন্দর-সুন্দর কৃষ্ণসুন্দরের নয়নোৎসব-স্বরূপ, অসমোর্দ্ধ-সেবা-সৌন্দর্য্য-মাধুরী-স্বরূপ, স্বরূপের পরমাত্মীয়-স্বরূপ ভক্তি-বিনোদ প্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

কৃষ্ণের নিখিল গুণ যাঁহাতে বেদীপ্যমান, তন্মধ্যে অমন্দোদয়-দয়া-গুণটী যাঁহাতে মরকত-মণি-মণির ন্যায় অভিনবিতরূপে উজ্জ্বল, সেই গুণমণি ভক্তিবিনোদ প্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

জীবকুলকে কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনরূপ-ভক্তিধের-সাধ্য মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা অর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল-রসামৃত-সিন্ধুর সন্ধান-প্রদর্শনরূপ ভক্তিবিনোদন-কারাই যাঁহার লীলা, সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুবর কি আমাদের নয়ন-পথগামী হইবেন?

শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির অনুভূতা কৃপাশক্তিস্বরূপ শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুবর জগজ্জনতে যে অমন্দোদয়-দয়ার মন্দাকিনী-সহস্রধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা কৃতার্থ জীব অনন্ত কাল ধরিয়া পান করিতে পারিবেন। সেই কৃপা-স্বর্গঙ্গায় স্নান করিলে কাহারও কখনও অমন্দ ফলের উদয় হয় না। তাহাতে কোন প্রকার মলিনতা নাই—কৈতব নাই—ছলনা নাই। পরন্তু মলিনবস্তুও সেই কৃপা-সুরধুনী-ধারা-স্পর্শে পবিত্র হয়—তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দতা লাভ করে—কৃষ্ণার্চ্চনের যোগ্য হয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ক্রব-জগতে যে 'চক্রবাদ' বা অনুকরণ-পন্থা চলিয়াছে, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা সম্পূর্ণভাবে গর্হণ করিয়া মহাজন-পদাব্জানুসরণের কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাদের অপরাধময়ী বুদ্ধি লইয়া তাঁহার আচার-প্রচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় অসৎসঙ্গ-বিবর্জ্জনকারী ঠাকুরকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিয়া ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিতেছেন এবং গৌড়েশ্বরের শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিতে না পারিয়া গৌড়ীয়-ক্রব অগৌড়ীয় আনুকরণিক অগ্রৌঢ়পদবিমাত্র হইয়া পড়িতেছেন। পরদুঃখদুঃখী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রেণীর জন্য যে কিরূপ দুঃখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লেখনী ও জীবনী আলোচনা করিলে সুবুদ্ধিমানের উপলব্ধির বিষয় হয়।

আমরা নিম্নে তাঁহার অযাচিত-কৃপামৃত-তরঙ্গিণী হইতে কয়েকটী অঞ্জলি লইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু পরমার্থ-পিপাসু-পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। আশা করি, ইহাতে সত্যকৃষ্ণ মহাশয়গণের কৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে।

ঠাকুরের আচার ও প্রচার

ঠাকুরের দুইটী ভবিষ্যদ্বাণী—

(১) কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২য় বৃত্তি ৩য় ধারা)

(২) স্বল্পদিনের মধ্যে তন্ত্রিতে একটী মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে। আর সকল সম্প্রদায়ই সেই এক সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৯ম পরিচ্ছেদ)

ঠাকুরের পরদুঃখকাতরতা—

অনেক স্থলে বিশ্ব, দুলদল প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ত্তৃপক্ষকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তিরহিত ব্যক্তিগণই সেই সকল দুষ্টমতকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'মহাপ্রভুর মত' বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের দুঃখে আমরা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখ করিয়া থাকি। মহাপ্রভু দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে অবিচারিত বিধান হইতে উদ্ধার করুন। (শিক্ষামৃত-ভূমিকা)

নিখিল বিশ্বে ঠাকুরের একটি উপদেশ—

হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন-সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন, এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুদেব সর্ব্ব জীবের 'চৈত্যগুরু' হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম-মধু পান করিতে থাকুন। (শ্রীতত্ত্বসূত্র ৪১ সংখ্যা)

গৌরবিহিত শুদ্ধ-নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচার-দ্বারাই মহাচিৎসমন্বয় সম্ভব, অন্য প্রকারে নহে—

কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ-শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্ব-প্রদেশে নিত্যধর্ম্মপ্রচার করিয়া জীব সকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন,—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

এই অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ... আহা! যেদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়ার, প্রুসিয়ার ও আমেরিকার তত্রস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ সকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিশ্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্ম পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রধাবিত হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে! যে দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে! (সজ্জনতোষণী চতুর্থ খণ্ড ৪১ পৃঃ)

স্বদেশহিতৈষিগণের প্রতি—

প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অন্তঃসার স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদ্ব্যবস্থার বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া, মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থা-সকলকে নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অজ্ঞান পরামর্শক্রমে স্বদেশের সবিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভব-

গণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সামাজিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রমব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমরা বলা বাহুল্য। (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২০৪ পৃঃ)

কর্ম্মিগণের প্রতি—

কর্ম্মব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্ত পক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য। যখন কর্ম্মব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মসকলে পারমেশ্বরীভাব অর্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, 'পাষণ্ড-কর্ম্ম' হইয়া উঠিবে। • • কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্মে জ্ঞানযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে ফলার্পণ-ব্যবস্থাক্রমে অথবা ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। • • যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের যজন, তীব্র-ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন। (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২০৫-২০৬ পৃঃ)

সৎসম্প্রদায়-বিরোধিগণের প্রতি—

সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করেন। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারাও একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। • • সম্প্রদায়প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। • • সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। **যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবমাত্র তর্ক বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।** সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া অনাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার-লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। (সজ্জনতোষণী—৪র্থ খণ্ড, ৯১-৯২ পৃঃ)

ভক্তি-প্রচারক ও ভক্তিপ্রচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের প্রতি—

আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে কখনই ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নবদ্বীপের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। • • প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কলি-ক্রমে যে সকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মত্ত হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। (সজ্জনতোষণী—৪র্থ খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

বিদ্ধমত-সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ—

আপনার দেশে ঐ সকল গুটনত যদি থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও ভণ্ড লোকের সহিত যদি মনোবাদ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যদেহ দুর্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। • • যদি আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কলি-নির্ম্মিত 'সহজিয়া', 'বাউল' প্রভৃতি মত সকল দূর করিয়া জীবের সহজধর্ম্ম যে 'কৃষ্ণরতি', তাহাই আশ্রয় করিবেন। (সজ্জনতোষণী—৪র্থ খণ্ড, ১১৬ পৃঃ)

ভাগবত-ব্যবসায়ীর প্রতি—

এই ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসলিপ্সু। রসের নিকট আর **অপরাধ** করিবে না। 'রসো বৈ সঃ (তৈঃ আঃ ২।৭) এই বেদবাক্যে যাহা কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থগ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও, তবে **বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।** (চৈতন্যধর্ম্ম অষ্টাবিংশ অধ্যায়)

নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্যবসায়িগণের প্রতি—

হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সায় সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য; অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

(সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা)

আচার্য্যাভিমানিগণের প্রতি

গোস্বামী মহাশয়গণ বৈষ্ণবদিগের বিশুদ্ধ মত অনাদর করতঃ স্বকপোলকল্পিত ও লোকাপেক্ষাজনিত যে সকল অদ্ভুত মত মধ্যে মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাচার্য্য-বিরুদ্ধমত প্রচার করিলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই কলঙ্কিত হয়। • • নিঃস্বার্থ না হইলে আচার্য্যাসন-প্রাপ্তির অধিকার হয় না। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ ১১৪-১৫ পৃঃ)

পরমার্থলিপ্সু শিষ্যের প্রতি

(১) গুরুবরণবিষয়ে—

গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্তত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গ-দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (হৈরিবর্ম্ম, বিংশ অধ্যায়)

(২) সঙ্গবিষয়ে—

অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-শিষ্য স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। • • অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। • • প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব। (সজ্জনতোষণী, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ২১-২৪ পৃঃ)

(৩) নামগ্রহণবিষয়ে—

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম-চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সে স্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামযজ্ঞাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুইরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। (হরিনাম ৭ পৃঃ)

(৪) বৈধ-রাগানুগ-ভজনবিপর্য্যয়-চেষ্টা-বিষয়ে—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা-সম্বন্ধে বৈধ ও রাগানুগদিগের যে পৃথক্ উপাসনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য যেন কেহ চেষ্টা না করেন। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৫ পৃঃ)

(৫) রসগান-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিষয়ে—

শ্রীরাধাগোবিন্দের পূর্ব্বরাগলীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজনকথা, না কহিবে যথা তথা"—এই আচার্য্যবাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। • • গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া

পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত, তাহারা 'রং' ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপথা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত সুস্থশরীরের পাস্থীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও ভড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভাতে' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে 'নাম' ও 'প্রার্থনা' এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র-শুদ্ধ-রসিক-বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সময়ে নিজ সিদ্ধ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। **ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে!** অর্থলোভে ও উচ্ছিষ্টসুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া **নিতান্ত কলির কার্য্য।** (সজ্জনতোষণী, ষষ্ঠবর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৪ পৃঃ)

(৬) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে—

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত বিধি পুনঃপ্রচলিত করিতে হয় যথা,—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্য সঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব-অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত। (সজ্জনতোষণী, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)

(৭) ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব সম্বন্ধে—

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি-নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না। উন্নতি-গর্ভ-ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ উদ্বিতব্রত হইলে জীব কৃতকৃত্য হইয়া ভক্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। (সজ্জনতোষণী, ৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, ১১২ পৃঃ)

(৮) জাতি-বৈষ্ণব সম্বন্ধে—

আজকাল শুদ্ধভক্তির বিচার প্রায় রহিত হইতেছে। জাতি-বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধভক্তি-রহিত হইলেও 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান পাইবার দাবী করিয়া থাকেন এবং সেই দাবী অবিবেচক বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবের দ্বারা সম্মানিত হইতেছে। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৪ পৃঃ)

ঠাকুরের কুসুমাদপি কোমল ও বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়—

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন। সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি **কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চির-জীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।** সঙ্গম দেখিলে নৈষ্ঠী সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সঙ্গম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, ২১১পৃঃ)

ঠাকুরের জীবে দয়ার আদর্শ—

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে-দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। * * সঙ্কোচ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে-দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন ;—

"জীবের পাপ লয়ে মুঞি করি নরভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

(সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১৫২ পৃঃ)

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

(পূর্বপ্রকাশিত ৬৩শ সংখ্যার পর)

কর্ম-জড়-স্মার্ত-পরাবলেহী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন,—মহাপ্রভু কখনও শৌক্রব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন নাই। এরূপ বিচার সম্পূর্ণ প্রাকৃত। অবৈষ্ণব ব্যক্তিগণ ভগবানের আচরণে চিরকালই এইরূপ মোহিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কোন কর্ম-জড়-স্মার্ত বা বৈষ্ণব-বিচার-রহিত শৌক্রব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই। যথা,—(মহাপ্রভু)—"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।" (চৈঃ চঃ ম ৮।৪২) শ্রীমন্মহাপ্রভু লোক-শিক্ষক-আচার্য, তাঁহার আচরণ শাস্ত্রের সহিত অমিল হইতে পারে না। তিনি শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা বা শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে কথা প্রচার করাইলেন, সেই সমস্ত উপদেশ নিজেই ভঙ্গ করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় "পরোপদেশে পাণ্ডিত্য" কিন্তু নিজের বেলায় অন্যরূপ কপটাচরণের আদর্শ দেখান নাই। তাহার সাক্ষ্য তিনি শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যুষিত, শুষ্ক মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া তৎসেবন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া প্রসাদ সেবন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছেন। (মহাপ্রভু দ্বিজিহ্ব-কপট নহেন,—মনে মুখে ভিন্ন নহেন) (স্মৃতির বিচারানুসারে অপাংক্তেয় পতিত) মনোড়িয়া ব্রাহ্মণকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য জানিয়া 'বৈষ্ণব' জানিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে—যেখানে প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুসারে কোনপ্রকার স্পর্শাদিদোষ স্বীকৃত হয় না, সেই স্থানেই ঐরূপ দাস গোস্বামীর হস্ত হইতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন'! যদি গুরুস্মৃতি কর্মিগণ বা তদনুগ প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের ন্যায় মনোধর্মের সংকীর্ণ বিচারে পরমবিভু বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীজগন্নাথ ও তদর্চিত ব্রহ্মবস্তু শ্রীমহাপ্রসাদকে খণ্ডিত বস্তু বলিয়া প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবলমাত্র একটী স্থানবিশেষেই মহাপ্রসাদের (মহদ্বস্তুর) মাহাত্ম্য আবদ্ধ থাকিবে, অপর স্থানে নহে (অপর স্থানে শ্রীজগতের নাথ নাই, অপর স্থানে শ্রীবিগ্রহ নাই, অপর স্থানে শ্রীভগবানের প্রসাদ হয় না!—) এরূপ বিচার ভৌমবস্তুতে পুণ্যবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মীতে থাকিলেও লোকশিক্ষক মহাবদান্য মহাপ্রভুতে এরূপ বিচারের প্রসক্তি নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে ভোজন করিবার জন্য বলিতেছেন,—

"মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥"

(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬, ১০৭)

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।" আচার্য্য কর্মজড়-স্মার্ত্তবিধির অনুসরণে শৌক্রব্রাহ্মণকে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন করাইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণজ্ঞানে ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং যাঁহাকে গৌড়দেশের ভক্তিপ্রচারক আচার্যারূপে প্রেরণ করিলেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বারাও তিনি ঠাকুর উদ্ধারণাদির হস্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকশিক্ষক তিন প্রভুর এইরূপ সুস্পষ্ট আচরণ ও উপদেশ থাকা সত্ত্বেও যে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ বা অবৈষ্ণব-প্রকৃতি কর্ম-জড়-স্মার্তপরাবলেহি-প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতাচরিত-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি পথ ধরিতে পারেন না, তাঁহাদের কপাল মন্দ; ক্ষীণপুণ্য বা পাপপ্রবণ (পাপিষ্ঠ)। তাঁহারা দৈবকর্তৃক বিমোহিত। যুগে যুগে ভগবান্ এইরূপ অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে 'ভোগা' দিয়া থাকেন এবং অসুরগণকে বিমোহিত করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশবৈষ্ণব

(ভীষ্ম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতি সুন্দর ও সুকোমল উপাধান সকল আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দর্শন করিয়া সহাস্যে কহিলেন,—এ-রূপ উপাধান এ-শয্যার যোগ্য নহে। তারপর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া, আজ্ঞা করিলেন,—'বৎস, আমাকে তুমি উপযুক্ত উপাধান দাও।' ধনঞ্জয়, তখনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন। ঐ শরত্রয়, উপাধান স্বরূপ হইয়া ভীষ্মদেবের লম্বমান্ মস্তক ঊর্দ্ধে সমভাবে রক্ষা করিল। তিনি তখন সকলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—'যুদ্ধে এইরূপ শয্যায় এইরূপ উপাধানে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। আমি এখন এই ভাবেই শয়ন করিয়া, সাবিত্রী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকিয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিব। তোমরা আমার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া দাও। আর তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও। আমার মৃত্যুতে, আমার শোণিতেই এই পরিণামভীষণ সমরানল নির্ব্বাপিত হউক।

ভীষ্মদেবের প্রহরায় লোকজন রক্ষা করিয়া, নিশাগমে সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পরদিনও যুদ্ধ স্থগিত রহিল। প্রভাতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সহজ ভাবে সকলে শরশয্যাশায়ী শান্তনবের সমীপে সমবেত হইলেন। ভূপতিগণের প্রতি চাহিয়া ভীষ্ম পানীয় প্রার্থনা করিলেন।

দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দেখিয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—হে ভূপালগণ, আমি আর এখন প্রাকৃত জগতে জড় ভোগসুখের অপেক্ষায় তদনুরূপ বুদ্ধি বৃত্তিতে বদ্ধ নহি। এ-সকল আর আমার অপেক্ষিত বস্তু নহে। আমি এখন এ সকল অতিক্রম করিয়া, অবস্থান করিতেছি। আমাকে আমার যোগ্য পানীয় অর্জ্জুনই দিতে সমর্থ; সে-ই আমাকে দিবে। এই বলিয়া তিনি পার্শ্বগত পার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অচিরাৎ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিলেন; এবং সেই শরে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে ভূমি ভেদ করিলেন। তাঁহা হইতে অমৃত-তুল্য দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদযুক্ত বিমল বারিধারা উত্থিত হইল। তদ্দ্বারা ধনঞ্জয় যোগযুক্ত ভীষ্মের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। তিনি সানন্দে কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, হে মহাবাহো, জগতে যাহা সকলের অসাধ্য, তাহাও তুমি জগন্নাথ বাসুদেবের প্রসাদে অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পার। তুমি স্বজন সহ সর্ব্বোপরি জয়লাভ করিবে। আমি কৌরবগণকে এখনও নিষেধ করিতেছি, তাহারা এই বিফল উদ্যম ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করুক। যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর ক্ষান্ত হউক। নতুবা পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হইবে।'

অনন্তর মহাত্মা গাঙ্গেয় আত্মাকে পরমাত্মা-শ্রীভগবানে যোগযুক্ত করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহাবহিম মহাসত্ত্ব ভীষ্মের এইরূপ অভাবনীয় পতনেও যুদ্ধের অবসান হইল না। তাঁহার শেষ বাক্যও দ্বিধিষু কৌরবের কর্ণে প্রবেশ করিল না। করিবে কেন? আসন্ন-মৃত্যু দুর্জ্জন কখনও সুহৃদ্‌বাক্য গ্রহণ করে না। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দ্রোণ-কর্ণাদি মহারথিগণ একে একে সকলেই কৃষ্ণসখ পাণ্ডবদের দ্বারা নিহত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রই সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। অষ্টাদশ দিবসে ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্ম্মূল করিয়া এই কাল যুদ্ধের অবসান হইল।

যুদ্ধের পর, শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগে, তৎসহ হতাবশেষ বীরগণ ও পক্ষ পাণ্ডব, শরশয্যাশায়ী শান্তনবের সমীপে উপনীত হইলেন। পরম-কারুণ শ্রীকৃষ্ণ, আজ আপনার প্রিয়ভক্ত ভীষ্মের প্রেমাঞ্জননির্ম্মলভক্তিচক্ষে, স্বীয় পরম স্বরূপ প্রকটিত করিয়া, উপনীত হইয়াছেন। তিনি প্রশান্ত-পাবকসদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া, দীনভাবে কহিলেন,—শান্তনুকুমার, কেমন আছেন আপনি? আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির কোনও রূপ বিকার ঘটে নাই ত? শরাঘাত বাথায় আপনার দেহ একান্ত অবশ হয় নাই ত? আহা, শরীরে একটি সূক্ষ্ম সূচিকা বিদ্ধ হইলে কত বাথা হয়; আর আপনি এইরূপ আশীবিষ তুল্য শত শত সুতীক্ষ্ণ শল্যে সর্ব্বদেহে বিদীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন! আপনি বিহ্বল হন নাই ত?

ভীষ্মদেব সেই সুধা অপেক্ষা সুমধুর বাক্যে আনন্দে গদগদ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলে নয়ন যুগল নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—কৃষ্ণ হে, আমি তোমারই শাশ্বত স্মৃতি-সত্তায় এখনও জীবিত ও সুস্থ আছি। আমার জ্ঞান বুদ্ধি অবিকল আছে। আমি তোমার আনন্দময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ যে তোমার নবীন নীরদ-শ্যাম রূপ সুন্দর পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম-ভূষিত মহামেঘের মত শোভা পাইতেছে! সচন্দন তুলসীদাম-শোভিত শ্রীপদ যুগল, মধুপূর্ণ প্রফুল্ল কমলের মত আমার ইন্দ্রিয়-মধুকর-গণকে প্রবল আকর্ষণ করিতেছে! হে পুরুষোত্তম,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ,—আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার গতি, আমাকে চরণে রক্ষা কর!

"তৎপ্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছেঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ধ্যানস্থ সুরোত্তম॥"
(মঃ ভাঃ শান্তি ৫৩।১)।

বাসুদেব কহিলেন,—"হে পুরুষবর, আপনি আমার ভক্ত, তাই আমার এই আনন্দ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। যে আমার ভক্ত নহে, অথবা যে জন কুটিল স্বভাব; অর্থাৎ যে জন নিষ্কপটে সাধু-গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে না; আর, যে জন অশান্ত প্রকৃতি, চাঞ্চল্যের বশে নানা বিষয়ে ধাবিত হয়, সে জন আমার এইরূপ দর্শন পায় না। আপনি আমার সঙ্কল্পগায়িত ভক্ত ভক্ত। আপনার নিমিত্ত আমার নিত্যধাম-সকল সদাযুক্ত রহিয়াছে। তথা হইতে আর আপনাকে আবর্তিত হইতে হইবে না। আপনি এখনও ষট্পঞ্চাশৎ দিবস জগতে প্রকটিত থাকিবেন। তারপর দিব্য-দেহে সেই নিত্যধামে গতি লাভ করিবেন। এক্ষণে,যুধিষ্ঠিরাদি আমরা সকলে আপনার মুখে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ-মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত মেদিনীপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় একমাস কাল যাবৎ শ্রীগৌরবিহিত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি খড়্গপুর প্রচারকালে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তাঁহার পুরুষোত্তম অন্তর্ধানমুখে কিছু সময়ের জন্য খড়্গপুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। সেই সময় রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দ সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও পুষ্পমাল্যাদির সহিত অভিনন্দন প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামিজী ও গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় কর্ম্মকোলাহলরত রেলওয়ে কর্ম্মিগণও শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে প্রাণের আবেগে যোগদান ও আচার্য্যবন্দন করিয়া ভক্তানুগী সুকৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। প্রচারকগণ সহর মেদিনীপুর, দাতন, বেলদা, জামিরাপাশগড়, মনোহরপুরগড়, ঝাড়গ্রাম, গিড্‌নি, চাকুলিয়া, বাণিক পাড়া প্রভৃতি স্থান পবিত্র করিয়া বাঁকুড়া হইয়া শ্রীনীলাচল-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা স্থানে সমুপস্থিত হন এবং তথায় উচ্চকীর্ত্তন নর্ত্তন সহকারে শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উচ্চকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ডনৃত্যে এবং তৎসহ মৃদঙ্গ করতাল ও ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠধ্বনিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী মুখরিত করিয়া আবার যেন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সংকীর্ত্তন-স্মৃতি প্রতি হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সমবেত হইয়া প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সুধারস পান করিতে-ছেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বিচিত্র শ্রীমহা-প্রসাদেরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনবসরকালে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামিজীগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই অক্লান্তভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত আছেন। আগামী ৩০শে আষাঢ় রবিবার ১৫ই জুন বুধবার দিবস শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তর্ধান-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি বৎসরের মত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সেই উৎসবে যোগদান করিয়া বৈষ্ণব-ত্রিস্রোভাব-তিথির সম্মাননা করিবেন।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে,সমাধি মন্দিরে ও সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।
নিরপরাধঃ কৃষ্ণনামকে পূর্ণ বৈষ্ণবমুদ্রাতে।
আসক্তি-রহিত সদয়-সহিত
বিষয়মুক্ত সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
নীরাসি-দেবার যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২রা জুলাই ১৯২৭	৪৫শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

এ কালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিবে কত কালে॥

জননীর গর্ভে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান॥

চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণবনিন্দে যাইবে বন্ধন॥

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ নাহিক কোন জন॥

বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥

বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাত যায়॥

যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে।
নিন্দা করে দ্বন্দ্ব করে নরে ভাল মতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২২।১১৯-২১, ১২৯-৩১,১৩৩)

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৪১, ১২৭, ২৭৬)

যম কাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস।
তাহা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস॥

সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তানি তাহা চোরেও না হরে॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥

ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥

জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কারশক্তি আছে তাহা নষ্ট করিবার॥

মরিমু মরিমু বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥

বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥

আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জলপান করিল যখনে॥

এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার॥

বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥

দেখ ভাই এই সব ভক্তের মহিমা।
ভক্ত বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥

লৌহ জলপাত্র তাতে বাহুড়ের জল।
পরম আদরে পান করিল সকল॥

পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত জল হইল তখনে॥

ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৩৯৮, ৪০৩-৪২, ৪৫২-৫৫,

আমি জোলাই থাকিব

চরকা কাটিয়া সুতা তৈয়ার করা আমার বৃত্তি। আজ কাল স্বদেশী বিচারে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে আমার জাতীয় ক্রিয়াই প্রধান হইয়াছে। আমি হিন্দু সমাজে জলাচরণীয় জাতি নই। আমি এক তর্কবাগীশ তীর্থের নিকট দীক্ষিত হওয়ায় আমিও তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছি! দীক্ষিত হইয়াছি বটে কিন্তু গুরুর স্বরূপটী বুঝিবার কোন যত্ন করি নাই। আমার স্বরূপটী গুরু যাহা বুঝাইয়াছেন তাহাতে বুঝিয়াছি আমি জলাচরণীয় অন্যান্যের মধ্যে অবস্থিত হইলে যাঁহিয়া পাচিত অন্নদ্বারা আমার দেবত্বকে খাওয়াইবার অধিকার নাই। কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় আমার বাটীতে আসিলে আমার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতেন না; অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে গোপনে পদধূতির জল দিতে আরম্ভ করিয়াছি; তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কাব্য-তীর্থজী নিত্যানন্দের অনুগত বলিয়া আমাকে গোপনে বলেন, নিত্যানন্দ জলাচরণীয় নহে এরূপ জাতির ভাত খাওয়ার দরুন্ সমাজে ঠেকা হন। আজও আমাদের সে ঠেকা যায় নাই। সুতরাং প্রকাশ্যে আমাদের ভাত জল তোমরা দিও না। বিশেষতঃ শিষ্য তৃণাদপিসুনীচ কিনা তজ্জন্য গুরু-সেবা বা দেব-সেবা তাহার নিজহস্তে করিতে নাই। আমাকে টাকা কড়ি দিলেই আমি তাহা আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সেবায় লাগাইয়া দিব তা হলেই দেবসেবা হইয়া যাইবে। দেবসেবা গুরুসেবা, গুরুর স্ত্রী-পুত্রাদি সেবা পৃথক্ নয়। আমি স্বরূপতঃ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য জোলা বলিয়া আমার বেদ বেদান্ত পাঠে অধিকার নাই। ঐ সকল পড়িলে আমার তৃণাদপি ভাব চলিয়া গেলে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কাব্য ব্যাখ্যা করিবার কালে আমার শ্রবণাদি পিপাসা থাকিবে না। আমি একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, শুনিতে পাই ভাগবতে লক্ষণাদুসারে বৃত্তবর্ণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে তিনি আমাকে বলেন, তোমাদের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্র পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ চরকা কাটিতে কাটিতে হরিনাম করিলেই তোমাদের যখন সুবিধা হইবে তখন আমাদের জীবিকাটী তোমরা লইয়া ফেলিলে আমরা পুরুষানুক্রমে কাহার অন্নে পুষ্ট হইব? একেতো সমাজের অনুরোধে প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে কিছু লইতে পারি না। তোমাদের সহিত মিশিতে পারি না; আবার তোমরা যদি ভাগবত পড় তাহলে আমাদের ব্যবসাটী ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। আমি ভাবিলাম গুরুদেবের কথামত আমার জোলা থাকাই উচিত। বিশেষতঃ গুরুদেব যখন বুঝাইলেন আবহমানকাল মুচী, তাঁতি, নবশাখ, ব্যবসায়ী শুড়ি, মালি, সোনারবেনে, জেলে জোলা তিনি তাম্বুলী বামুন কায়েথ বদ্যি সব জাত নিজের নিজের জাত না খুইয়ে আমাদের খোলা-জাত দিয়েই ভজনসাধন কচ্ছে তখন আর নতুন করে তুমি আর পুথি পড়ো না। যা চলছে চলুক্। বরং তুমি ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছ তখন সেই লেখাপড়া দিয়ে হরিভক্তি-বিলাস খানা ও ভাগবত পুঁথি খানার বিচারটা গোলমাল করে দাও। যারা হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার কচ্ছে তাদিগকে গালাগালি দিতে থাক আর তোমার তৃণাদপি জোলাগিরি বজায় রেখে তোমার মত বৈষ্ণবদিগকেও চামড়ার পরিচয়ে বাধ্য করাও তাহলে আমার মনোমত কার্য্য হবে। তুমি নরোত্তম দাসাদি আচরণশীল ভক্তগণকে লোকচক্ষে গর্হণ করিতে শিখাও তবেই তোমার ধর্ম্মসিদ্ধিও হবে; আমার আশীর্ব্বাদে জন্ম-জন্মান্তরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থেকেও চরকা চালাইতে পারিবে। আমি বলিলাম কামারের কার্য্য প্রেস চালান তদ্দ্বারা যদি আপনার নাম দিয়ে তর্কাদি শাস্ত্র প্রচার করিয়া আমি আপনার কিছু উপকার করিতে পারি তাহাতে কি আপনার কিছু উপকার হবে না। তিনি তাহাতে সম্মত হওয়ায় আমি চরকাওয়ালা স্বরূপে তাঁতির কার্য্য থামাইয়া ইংরিজি তর্কশাস্ত্র ও খদ্দরের কাগজ প্রভৃতি বাহির করিতে আরম্ভ করি। বিশেষতঃ পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচার ছাড়িয়া আমি শুদ্ধ হইতে পারিব না সেদিকে আমার রুচি নাই। তাহাতে তৃণাদপি সুনীচতার ব্যাঘাত হয়ে যায়। আমি ভেক্ নিতে পারবো না যখন, তখন আমার জোলা পরিচয়টী বজায়ও থাকবে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করাও হবে। হরিভক্তিবিলাসের বিচার যাহাতে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য আমি ইংরিজি শিক্ষিত হইয়া সেই বিদ্যাদ্বারা বৈষ্ণবদিগকে অবমাননা করিব এবং যে যে হিন্দু যে যে জাতে আছে সেই সেই জাতের ধর্ম্মকে

বড় দাঁড়িয়ে খোপপোষাকি ধর্ম্মত বৈষ্ণব রাখাইব। গুরুদেব আমাকে আরও বুঝাইয়াছেন যে বৈষ্ণবের জাতি-সামান্য দর্শন মহাপ্রভুর অভিপ্রেত, মহাপ্রসাদে স্পর্শ দোষ বিচার অদ্বৈত প্রভুর তাড্য প্রপৌত্রের আমল থেকে সমাজে চালান হয়েছে এখন আর কিছুতেই বৈষ্ণবদের পরমার্থ বিচার চালাইতে দিও না। "দীক্ষাতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।" "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিশ্চ বা নারকী সঃ।" "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ" প্রভৃতি বিচার মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল। এখন উহা বদল করিয়া দেওয়াই কলিজনোচিত। তোমরা বাবা নাগ সোনারবেনে বুদ্ধি তিনি বন্ধ সকল ব্যবসাদার মিলিয়া নিজের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম রক্ষা কর তা হইলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে রক্ষন করিতে পারিবে। আর যখন "স্থানহিতাঃ" ভাগবতের শ্লোক আছে তখন তোমরা যতই জোলাগিরি বেণেগিরি চালাইতে পারিবে ততই তৃণাদপি শ্লোকের বৈষ্ণবতায় দীক্ষিত হইতে পারিবে। যতদিন তোমরা নিজ বর্ণধর্ম্মে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিবে ততদিনই আমাদের সনাতন ধর্ম্মটা বজায় থাকিবে আমরাও জোলা বেণের ব্রাহ্মণ হইয়া—অচল-জল হইলাও দু পয়সা পাইলা অশুদ্ধ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের দুষ্প্রাপ্য অর্থগুলি হজম করিতে পারিব। মেদিনীপুর অঞ্চলে আমাদেরই একজন পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগকে বেশ জব্দ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু কলিকাল সুতরাং "অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য" শ্লোকের বিধানানুসারে বৈষ্ণবের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় আমাদেরই একজন জাতি-বৈষ্ণব-বংশের চামড়া দেখাইয়া অনেকগুলি শিষ্য পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা মুগ্ধযন্ত্র ও কয়েকজন নিরপেক্ষ লোক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা হরিকথা লোকসমাজে আলোচনা করিয়া শুদ্ধ ভক্তির কথা বলিতেছেন। ইহাঁদিগকে নির্য্যাতন করিতে না পারিলে আমাদের ব্যবসাটা ভাল চলিবে না। সুতরাং বংশপরম্পরায় জাতিটাকেই বড় করা চাই, তা হলেই পরমার্থ আবরণ করিতে পারিবে এবং বংশপরম্পরাক্রমে অধোগতি পোষণ তোমরাই যদি না করিবে, তা হলে আমাদিগকে আগেই অনশনে প্রাণ ছাড়িতে হইবে। তজ্জন্য আমিও তাহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। শ্রী • • • জোলা।

সম্পাদকের পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় সমীপেষু—

আপনার প্রেরিত চৈত্র মাসের বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ১৪৭ পৃষ্ঠায় "বৈষ্ণব সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় মঠের সংবাদ পাঠ করিলাম। ঐ প্যারা লিখিত সংবাদে জানিতে পারিলাম যে, জনৈক শিক্ষিত যুবক বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া কি বৈষ্ণব হওয়া? এবং ইহাই কি বৈষ্ণব সংবাদ? এই প্রবন্ধটী কি ঈর্ষাবশতঃ উদ্ধৃত হয় নাই? আপনি কি জানেন না গৌড়ীয় মঠে ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে না। যে সকল গৃহস্থ বিষ্ণুর কার্য্য করিয়া থেন, তাঁহাদের যে মঠে তৎকালিক অবস্থান, উহা বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষার জন্য। উল্লিখিত যুবকটী মঠে শিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই নিজকার্য্যার্থ অন্যত্র গিয়াছেন। তিনি "প্রধান সংযোগী" ছিলেন এ কথা কোথা হইতে পাওয়া যায়? তিনি কোনদিন সপরিবারে মঠে বাস করেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এ সংবাদও আমাদের হস্তগত হয় নাই বরং তাহার নিকট হইতে যে পত্র আগত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনি শ্রীপ্রাণ গোপাল পণ্ডিত মহাশয়কে গালি দিয়া 'আচার ও আচার্য্য' প্রকাশ করেন নাই। উক্ত পণ্ডিতের আদর্শ আচার বৈষ্ণব মাত্রেরই অগ্রহণীয় এই কথা প্রচার করাইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ (?) করার ছলনায় উক্ত পণ্ডিতের তরফে সদাচার রক্ষিত হয় নাই। ভক্তিবিজয় প্রভু যাঁহার, তিনি ভক্তিবিজয়প্রভু; সুতরাং স্বরূপতঃ তিনি ভক্তিবশ্য হইতে কোন দিন চ্যুত হইতে পারেন না। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব খৃষ্টান হইয়া গেলেও বা মেদিনীপুর হিতৈষীর সম্পাদক ও পত্র লেখক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলেও স্বরূপে সকলে ভক্তিবিজয় প্রভুর দাস একথা কি আপনি বুঝেন না? আপনি কি বৈষ্ণবকে 'গুরু' বলিতে লজ্জিত হন? তাহা হইলে আপনার পূর্ব্বপুরুষ কি প্রকারে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে 'সতীর্থ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অনভিজ্ঞ মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক বৈষ্ণবসমাজবিদ্বেষী

বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু আপনার ন্যায় ভক্তিস্নিগ্ধ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, ভাগবতের ব্যবসায়কে পদদলিত করিতে পারেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীচরিতকিরিবিলাসকে পদদলিত করিবার আস্পর্দ্ধা অনভিজ্ঞ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের থাকিতে পারে,—কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব-নামধারি প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তের থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে অনুমোদন কখনও সম্ভবপর নহে, যেহেতু আপনি—

"শ্রুতাকর্ণিব নেক্ষেত লোকে বিদ্বদবৈষ্ণবম্"

—এই বাক্যের লঙ্ঘন করেন না; তবে আপনার ঐ জাতীয় সম্পাদকের সহিত মিত্রতা করিবার উৎকণ্ঠা কেন হইল? আপনাকে কি আমরা স্মার্ত্তাদুগ বৈষ্ণবস্মৃতি-অনভিজ্ঞ বলিতে পারি? হিতৈষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সম্পাদকের গ্রাম্য-কথা পরিহার করিবার উপদেশ আপনি মহাপ্রভুর নিকট পাইয়াও শ্রীগৌরসেবা হইতে কেন বঞ্চিত হন? আপনারই পূর্ব্বপুরুষের অন্যতম শিক্ষাগুরুকে লক্ষ্য করিয়া গৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অ ৩।২৩৬)—

'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।'

আপনি বৈষ্ণবাচার্য্যের অধস্তন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে বৈষ্ণবপত্রিকা সম্পাদন করিবেন? হিতৈষিবিদ্রুব গ্রাম্যবার্ত্তাবহের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-রূপ পাপাচরণের সহিত আপনার ঈর্ষানুলক সহযোগিতা আছে, ইহাই কি আপনি জানাইয়াছেন? ষড়গোস্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া মনগড়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষি স্মার্ত্তসমাজে বাস করিলেই কি আপনার ভক্তিগৌরব রক্ষিত হইবে? ভক্তিদেবীকে কিয়দ্দিনের জন্য বিদায় দিবার উদ্দেশেই কি আপনি আপনার পত্রিকার নেণু নির্দ্ধার করিলেন? কোথায় উক্ত নেণু দ্বারা অবৈষ্ণবীয় চিন্তাস্রোত ধ্বংস করিবেন, তাহা না করিয়া বৈষ্ণব-বিচার-হত্যাকার্য্য দ্বারা নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন? মিথ্যা-সংবাদ-প্রচারকারী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডনীয় ইহা জানিয়া শুনিয়াও বিদ্বেষীর বহ্নি দ্বারা বৈষ্ণব মত দগ্ধ করিতে অগ্রসর হওয়া আপনার পক্ষে শোভনীয় নহে। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নরমাতৃকন্যার অবলম্বনে যে বিপথে গমন করিয়া জগতের নিকট ঘৃণ্য হন, আপনি গৌড়ীয়ে আলোচিত নরমাতৃকন্যারে বুৎপন্ন হইবার পরেও তাদৃশ অসৌভাগ্য-রূপে নিমগ্ন হইলেন কেন? গৌরনাগরী—সিদ্ধান্ত রক্ষিত হইল না বলিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পক্ষাবলম্বন দ্বারা অসত্যের প্রচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিদ্বেষ পূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচতা' পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ বিচার কেন উদিত হইল? আপনার ন্যায় প্রবীণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ বিচারহীনতা কি সজ্জন সমাজে আদরণীয় হইবে? না কর্ম্মজড়ের বিচারানুসরণ-ফলে আপনার পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে? অলমতিবিস্তরেণ।

গুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা

গৌড়ীয়-সম্পাদক সঙ্ঘপতি

মৎসরতা ভক্তি নহে

অহো! মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জগতে আজ কি অসঙ্গত, অসৎ-সিদ্ধান্তেরই না তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে! মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচ্ছন্ন শত্রুতা করাটি যেন একটা ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের নামে ভারতের অধিবাসিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে যে বিষ্ণু-বিরোধ-বিষবৃক্ষ-বীজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, সর্ব্বাধিষ্ঠান-বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই বিষ-বৃক্ষাঙ্কুর উৎপাটিত করিবার জন্য ভক্তবেশে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অহো! আজ সেই অঙ্কুর উৎপাটিত হইতে না হইতেই আবার একদল লোক মহাপ্রভুর প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া সনাতন-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের—জীবের নিত্যশুদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত কিরূপ অবৈধ ভাবেই না বিরোধ করিয়া সমাজকে রসাতলে দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অহো! জগৎ কি অবশেষে এতই শ্রীহীন হইয়া পড়িল যে, এখন প্রকৃতি-জনমণ্ডলী পঞ্চম-বেদ-মহাভারত, বেদান্তভাষ্য-ভাগবত, উপনিষৎ-স্বরূপিণী শ্রীগীতার সিদ্ধান্ত, উপদেশ সমস্তই জলে ভাসাইয়া দিয়া শেষে মেয়েলি শাস্ত্রকে 'শাস্ত্র' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইল! কপটতাই বৈষ্ণবতার লক্ষণ হইল! গ্রাম্য-কথাই 'হরিকথা', গ্রাম্য সংবাদই 'বৈষ্ণব-সন্দেশ' বলিয়া স্বীকৃত হইল! গ্রাম্য-কথা-নিপুণ ব্যক্তি 'কাঙ্গাল বাবাজী বোষ্টমে'র

সহযোগী সঙ্গী বন্ধু হইয়া পড়িল! হায় হায়! দাসগোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সকল জীবকে বিশেষতঃ 'বাবাজী' অভিমানিগণকে যে উপদেশ-রত্নটী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে গোষ্টীজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া অস্থিরতা প্রদর্শন করাই কি শেষে কাঙ্গাল বাবাজীর ধর্ম্ম হইয়া পড়িল!

অহো! যাহারা মেয়েলি-শাস্ত্র ছাড়া সনাতন শাস্ত্রের ধার ধারে না, যাহারা নিষ্কিঞ্চন-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট কখনও অভিগমন করে নাই, যাহারা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ওরা-ব্যাধের মৃগয়ারূপ জ্ঞান করে, যাহারা দরিদ্রভাকে 'নারায়ণত্ব', প্রেতশ্রাদ্ধ, বিদ্ধ-একাদশী-পালন কিম্বা একাদশীতে ভোজন, মৎস্য-মাংস-গ্রহণ, স্ত্রৈণতা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রভৃতিকে 'সমাজ-ব্যবস্থা' বলিতে চায়, সেই সকল শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ আজ সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বসিয়াছে! অহো! ইহা অপেক্ষা আর ধৃষ্টতা কি হইতে পারে? আর ঈর্ষামূলে,—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিচারে অসমর্থ হইয়া সেই সকল গ্রাম্যবার্ত্তাকে—মেয়েলি কথাকে 'বৈষ্ণব-সংবাদ' বলিয়া প্রচার করিতে বসিয়াছেন, একজন কাঙ্গাল বাবাজী! ইহাই কি কাঙ্গাল অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর ধর্ম্ম? নীলামের ইস্তাহার ও গ্রাম্যকথাপ্রচারকারীই কি নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর সহযোগী ও বন্ধু? অথবা কলির কাতা হইতে গ্রাম্যকথা-প্রচারকারী হিতবাদী-ব্রুব বৈষ্ণববিদ্বেষী ও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব—শ্রীব্যাসদেবের বিচারে অসভ্য ও অদেধ্যভোজীর ন্যায় অদর্শনীয়, তাহারাই কি কলির প্রাবল্যে বাবাজী গোস্বামী, ভজনানন্দের সঙ্গী হইয়া পড়িলেন! বাবাজী, গোস্বামী কি শেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্মার্ত্ত ও অনাচারীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন! শাস্ত্র প্রবাদ ইহাই বলেন যে, সঙ্গের দ্বারাই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। নীলাম-ইস্তাহার-ঘোষণাকারী একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকের কথা আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি যাঁহাদিগকে তাঁহার গুরুবর্গ বলিয়া জানেন—তাঁহাদের চিত্রপট সমূহ তাঁহার অফিস ঘরে ও বৈঠকখানায় সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা করেন এবং বোধ হয় তাঁহাদের নিকট হইতে বৈষ্ণব মত খণ্ডন করিবার অনুপ্রেরণা পান, তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বহু স্ত্রী ও পুরুষের গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর হস্তস্পৃষ্ট অমেধ্য গ্রহণ করিতেন। বাবাজী নাম তাঁহার গ্রাম্যকথা প্রচারকারী সহযোগীকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয় কতদূর সত্য জানিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তিই কি বলিতে বসিয়াছেন যে, যাঁহারা সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক শ্রীনারদ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—ছান্দোগ্যের সিদ্ধান্ত ভাগবতের সিদ্ধান্ত—শ্রীধরস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত—মহাভারত-পাঞ্চরাত্র মোক্ষধর্ম্মের সিদ্ধান্ত—শ্রীসনাতন-গোপালভট্ট গোস্বামীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাঁহারা যে অনায়াসে সনাতন ব্যবস্থাকে পদদলিত করিতে পারেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

নীলাম ইস্তাহারের কাগজের সমাজের ব্যবস্থা—মৎস্য-ছাগ-কুক্কুট-মাংস-ভক্ষণকারী ব্যক্তিগণের গঠিত সমাজের ব্যবস্থা—চা-চুরুট-গাঁজা-ভাঙ্গ-মদ্য-পানকারিগণের সমাজের ব্যবস্থা—স্ত্রৈণ ও ব্যভিচারি-সম্প্রদায়ের সমাজের ব্যবস্থা—কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-গ্রাম্যবার্ত্তাপ্রচারকারী হিতবাদি-ব্রুব কাগজের সমাজের ব্যবস্থা—অথবা "অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ স্বার্থসিদ্ধার্থে সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—ন্যায়ানুমোদনকারী প্রজ্ঞর-কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কাল্পনার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মেয়েলি শাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা—ধর্ম্মব্যবসায়, নামাপরাধ ও উৎপথ গামী গুরুর অসদাচার-অসৎসিদ্ধান্ত-সমর্থনকারী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের কাগজের ব্যবস্থা—কিম্বা অপাংক্তেয়, পতিত ও নীচ-সংসর্গী গুরুব্রুব বণিক্‌সম্প্রদায়ের স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থাই যদি তথাকথিত সমাজের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অদৈব-সমাজের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়া বিবুধগণের ব্যবস্থাপিত দৈবসনাতন-ব্যবস্থাকে সম্মান করাই সৎসাহসের—সত্যনিষ্ঠার কার্য্য। ঐরূপ সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া—জগতে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গিয়া—ভাগবত-ভারত-স্মৃতির ব্যবস্থাপিত সত্যের বিজয়-ডিণ্ডিম ঘোষণা করিতে গিয়া—লুপ্ত-সনাতন-পাঞ্চরাত্র-স্মৃতি ব্যবস্থার বিজয়-বৈজয়ন্তী পুনরুড্ডীয়মান করিতে গিয়া যদি জগতের অনেক স্বার্থপর অনেক প্রতিষ্ঠাকামী—অনেক সুখপর—অনেক আরাম প্রয়াসী—অনেক জাড্যগ্রস্ত অনেক অধার্ম্মিক-লোক-ভীরু—অনেক দুর্ব্বলচিত্ত—অনেক অবৈধধর্ম্মবণিকমহাশয়-গণের অপস্বার্থের ব্যাঘাত করায় তজ্জন তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, দয়ার্দ্র-হৃদয়,

পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য স্বীকার করিয়া থাকেন। অহো! আচার্য্যের হৃদয় বহির্ম্মুখ জীবের জন্য—পাষণ্ডগণের জন্য—কোমলশ্রদ্ধগণের জন্য এতদূর না কাঁদিলে কি—আচার্য্য এতদূর ত্যাগের আদর্শ না দেখাইলে কি—তিনি জগতের নিত্য হিত করিতে পারেন? মহাপ্রভুর নিজজন—পরদুঃখদুঃখী অভিন্ননিত্যানন্দ বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন?

কলিঙ্গদেশের গ্রাম্যবার্ত্তাবহ কাগজখানার সম্পাদক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধে উদার কথা বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া স্বীয় অযোগ্যতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বেশী নয়, বিশেষতঃ তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন পথে চলে তাহা কিছুই জানেন না। তিনি একজন দলের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গৃহমেধী জীব মাত্র। তিনি শূদ্র, তাঁহার বেদে অধিকার নাই, তিনি কি করিয়া বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের কথা জানিবেন? মনুসংহিতা বলেন যে, তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাহা বলিবে, তাহা উন্মত্তের প্রলাপের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(১) প্রথমতঃ তিনি নগ্নমাতৃকন্যায়াবলম্বী। তাহার বিদ্যার দৌড় খুব বেশী বলিয়া কথাটী একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইতেছে। জীবমাত্রই মাতৃকুক্ষি হইতে দিগ্‌বসন ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ নগ্ন থাকে। তদনুসারে বালিকাও অতি শৈশবকালে পিতৃগৃহে দিগ্‌বসনা হইয়াই অবস্থান করে; সেই বালিকা যখন প্রাপ্ত-বয়স্কা হয় ও স্বামিগৃহে গমন করিয়া পুত্রবতী হয়, তখন সেই পুত্রবতীর উপযুক্ত পুত্র যদি অপরের মুখে মাতার শৈশবকালে নগ্নাবস্থায় থাকিবার কথা শুনিয়া মাতাকে পরবর্ত্তীকালেও নগ্না বলিয়া প্রচার করে, সেরূপ পুত্র যেরূপ মাতার উপযুক্ত পুত্র তদ্রূপ যাহারা সাধারণ লোকচক্ষের শৈশবকালীয় পরিচয় দ্বারা বৈষ্ণবকে পরিচিত করাইতে চান, তাহারাও নিজ মাতাকে দিগ্বসনা বলিবার ধৃষ্টতা করেন। সভ্য সমাজ এরূপ উক্তিকে অসৌজন্য বলেন।

(২) মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কথিত 'ব্রাহ্মণ-শিক্ষিত যুবকটী' শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রধান সহযোগী ও শিষ্য ছিলেন—এরূপ কথা আমি কখনও শুনি নাই। আমি উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণটীকে ভাগবতব্যবসায়ী শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামীর শিষ্য বলিয়াই জানি। আরও শুনিয়াছি যে, প্রাণগোপাল গোস্বামী নাকি উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়কে তাহার একজন প্রধান সহযোগী ও বৈষ্ণব বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণকে তাহার জপের মালায় প্রত্যহ ঘৃত মাখিতে বলিতেন। মালায় ঘৃত মাখিলে মালা শীঘ্রই কালবর্ণ ধারণ করিবে এবং বহু জপ-সাধনের ফলে তাঁহার শিষ্যের মালা ঐরূপ কালবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহা লোকের নিকট দেখাইয়া গোস্বামী মহাশয় একজন বড় গুরু-গোঁসাই সাজিতে পারিবেন, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। আরও শুনিয়াছি যে, উক্ত গোস্বামী নাকি ঐ ব্রাহ্মণ যুবককে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-পদ্ধতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দলীলামৃত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কৃত্রিমভাবে চক্ষু দ্বারা জল ও কম্প-পুলকাদি প্রদর্শন করিবার ও নানা প্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। চাকার একজন চাউল ও বস্ত্র ব্যবসায়ী রায় মহাশয়—শুনা যায়, যিনি ধর্ম্মপত্নী বিয়োগের পর উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হইয়া রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং পরে যিনি সেই রক্তবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই রায় মহাশয়ের হরিসভা হইতে পাঠক গোস্বামী উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে যে একখানি স্মরণ-মনন-পদ্ধতি-গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থখানি উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক আমাকে দেখাইয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ একদিন গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে কিরূপ নৃশংসতা ও বৈষ্ণব-বিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাও আমি উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি। প্রায় ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন গৌড়ীয় মঠের কোন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী চাকায় হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতার কথা শ্রবণ করেন এবং একদিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া কিছু মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করেন, তখন উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—'দেখুন, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অতিথিরূপে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে এমন কি শত্রুকেও যথোচিত সৎকার করা গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ইহা মহাপ্রভুর একটী বিশেষ শিক্ষা, কিন্তু আপনারা যাহাতে অনাহারে—অন্যত্রয়ে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করেন, আমি • • শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা

সেইরূপ আদিষ্ট হইয়াছি।' এরূপ কথাও আমি শুনিতে পাইয়াছি। আরও শুনিয়াছি যে, উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় ঢাকা হরিসভার সম্পাদকত্বে প্রাণগোপাল গোস্বামীকে বহু বার বহু অর্থ ব্যয়ে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিদায়কালে প্রভুপত্নীর জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঢাকাই সাড়ী, নথ, সোণার বাঁধা ঢাকাই শাঁখা, সোণার হার প্রভৃতি বহু বহু দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে জানিতে পারি যে, উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়েরই একজন প্রধান সহযোগী ও শিষ্য ছিলেন। আরও যে সকল কথা শুনিয়াছি প্রয়োজন হইলে পরে তাহাও জানাইব।

গৌড়ীয় মঠ হইতে সপরিবারে এক ব্রাহ্মণ যুবক অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ উক্তিরও ঈর্ষা ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তি নাই। কারণ গৌড়ীয় মঠ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের নিরন্তর আবাস-স্থান। সে স্থানে সপরিবার কোন গৃহস্থ অবস্থান করেন না, ইহা সকলেই জানেন। ভগবানের সেবায় সকলেরই অধিকার, তদনুসারে গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন বিভাগে সাধারণ ব্যক্তিগণও সেবা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য-বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করেন, উৎসবকালে যাঁহারা বিভিন্নভাবে সেবা করেন, কাঙ্গালী-ভোজনের সময় যে সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাতে যোগদান করেন, তাহারা যে সকলেই গৌড়ীয় মঠের সহযোগী ও শিষ্য, এরূপ যুক্তি নিতান্ত স্বকপোল-কল্পিতা।

(৩) গৌড়ীয় মঠে অনেকে শিক্ষার্থী হইয়া বহুদিন বাস করেন, কোন কোন গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকারে সত্য-প্রচারের সহানুভূতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা যতটা সত্যের জন্য চেষ্টা করেন, তদনুসারে ভক্তগণ অমানীমানদ-ধর্ম্মবশতঃ তাঁহাদিগকে সেবাকার্য্যে আরও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ভক্তিসূচক সম্মান প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন —ইহাই মানদ-বৈষ্ণব-সমাজের চিরন্তনী প্রথা। তাই বলিয়া ঐ সকল মনোধর্ম্মজীবি ব্যক্তিরা সকলেই গৌড়ীয় মঠের শিষ্য ও প্রধান সহযোগী, এরূপ অনুমান প্রাকৃত-ন্যায়শাস্ত্রও কখন সমর্থন করে না।

(৪) ব্রাহ্মণ যুবক সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ কথা ব্রাহ্মণযুবকের মুখ হইতে কিম্বা অন্য কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় নাই। বরং আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য দেশে সদাচার্য্য মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবার জন্য এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে একখানি বৃহদ্গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম-সম্বন্ধি-শাস্ত্রসমূহ নিয়মিতভাবে আলোচনার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। অপর পক্ষের বিষয় বিশেষ ভাবে জ্ঞাত না থাকিলে নিজ মতের সৌন্দর্য্য প্রচার করা যায় না। শীঘ্রই তাঁহার রচিত পুস্তকটী আমেরিকা হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, ইহাও শুনিতে পাইয়াছি।

(৫) মেদিনীপুরের গ্রামাবার্ত্তাবহের সম্পাদক শুদ্ধ-বৈষ্ণব-গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই, সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত মতে জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। তটস্থধর্ম্মী জীবের স্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও মনোধর্ম্মবশে অসদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে। সদ্গুরু পরমমুক্ত পুরুষ; তিনি কখনও কৃষ্ণপাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য ধর্ম্মগ্রহণ করেন না—অমুক্ত, গৃহ-ব্রত, মায়ামুগ্ধ, অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবের ন্যায় ভাগবত-ব্যবসায়, নামমন্ত্র-ব্যবসায়, পতিত ও পতিতা শিষ্যগণের সংসর্গ, দ্যূত-পান-স্ত্রী-সূনা প্রভৃতি অনর্থের বশবর্ত্তী হন না। কিন্তু সাধক তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্যে সাধনাবস্থায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে পারেন। তজ্জন্য সদ্গুরু দায়ী নহেন। ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এবং সমগ্র-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কালাকৃষ্ণদাস স্বয়ং-ভগবান্-মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া সাক্ষাৎভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতে করিতে ভট্টথারীর-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর তজ্জন্য মহাপ্রভুত্ব অপহৃত হইতে পারে না বা মহাপ্রভু মায়ামুগ্ধ জীবের ন্যায় স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না।

মহাপ্রভু ব্যবসায়ি-গুরুগণের ন্যায় ঐরূপ অসদাচারী পতিত শিষ্যের সংসর্গ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। কালাকৃষ্ণদাসকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন, ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু জাতিগোস্বামিগণ, গুরুব্রুবগণ, মৎস-মাংস অমেধ্য-ভোজনকারী মদ্যপায়ী বৃষলীপতি শিষ্যগণের সংসর্গ, তাঁহাদিগের অবৈধ যোষা কর্ণে মন্ত্র প্রদান, পতিতা ব্রাহ্মণের গুরুত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিয়া তাহাদিগের পরিত্যক্ত বিষয় ভোজন করেন।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ছয়জন পুত্রের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল ব্যতীত অপর তিন পুত্রাভিমানী গৌরবিমুখ হইয়াছিলেন বলিয়া—অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দায়ী বা অদ্বৈতাচার্য্য 'গৌরবিমুখ' হইয়া পড়িয়াছিলেন বলা যায় না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নশ্বর নামা অনৈক সংযোগী ও শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি আসাম দেশে অদ্বৈতাচার্য্যের মত-বিরোধী নির্ব্বিশেষ বাদ প্রচার করিয়া অদ্বৈতপ্রভু ও মহা-প্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলা যায় না। অদ্বৈত-প্রভু ঐরূপ গৌরবিমুখ পুত্রগণের ও শিষ্যগণের সর্ব্ব সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ঐরূপ অবৈষ্ণবতাদুষ্ট পুত্রগণকে ভাৎনার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসের শিষ্যাভিমানী জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি বাড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুর হরিদাসকে 'অতিবাড়ী' বলা যায় না। ঠাকুর হরিদাস ঐরূপ অতিবাড়ীর সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্য হরিবংশ একাদশীর দিবসে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া গোস্বামী প্রভুপাদ হরিবংশকে গুরু-বৈষ্ণবাচার-ত্যাগকারী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাসরত অসৎ গুরুক্রবগণ ঐরূপ তাম্বূলচর্ব্বণ-কারী কেন অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী, মদ্যপায়ী, কুক্কুট মাংসভোজী শিষ্যের অসৎকার্য্যে প্রশ্রয় দিবার জন্যই সর্ব্বদাই নিযুক্ত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশভূ শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যগণ হইতে নেড়া-নেড়ীর দল ও নানাপ্রকার ব্যভিচার উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বীরভদ্রপ্রভুকে সেই দলের দলপতি বলা যায় না। তিনি ঐরূপ স্বতন্ত্র, অসংমতগণের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কোন শিষ্য সংজিয়াদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া সহজিয়া মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে 'সহজিয়া' বলা যায় না। তবে মূর্খ, অতাত্ত্বিক, মৎসর ব্যক্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারে। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য রূপকবিরাজ মহাপ্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু বা তাঁহার একান্ত অনুগত সম্প্রদায়কে তদন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী রূপ কবিরাজের কণ্ঠস্থিত মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণববেষী দ্বিতবাদী সম্পাদকের শিষ্য ও অন্তেবাসিসূত্রে কাল্না ও মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তা-বহের সম্পাদকের ও তাঁহার মিত্র নাপ বাবাজীর অসদ্ধর্ম্ম প্রণালীর অসারতা এবং ও খল্লদৃষ্টি প্রমাণিত হইল।

(৭) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী মহাশয়কে কোনও গালি দেন নাই; কিন্তু তিনি সাধারণ গুরুক্রব ও ভাড়াটিয়া সমাজে যে সকল অবৈধ আচার-ব্যভিচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের সদুত্তর পাইবার জন্যই শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক পরিব্রাজকা-চার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে ত্রিশটী প্রশ্ন করেন এবং উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তরগুলির নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য তিনি অনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তৃতীয় পক্ষ জানিয়া—তাঁহার নিকট সমালোচনা প্রার্থনা করেন। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশ্নের উত্তর-প্রার্থী মাত্র; তিনি মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নহেন। যে কোন সাধারণ ব্যক্তির প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং বৈষ্ণববিদ্বেষদুষ্ট—মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বা কুমিল্লার ভাড়াটিয়া-বণিক্-সম্প্রদায়ের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ অথবা নবদ্বীপের গৌরনাগরী কাঙ্গাল বাবাজী 'বদ্‌লে গেল মতটা' এইরূপ অসত্য ও ছলনাদ্বারা সৎসিদ্ধান্তকে লোপ করিতে পারিবেন না। মনোধর্ম্মি মানুষের ব্যক্তিগত মতামত বদল হইতে পারে, কিন্তু পাত্র-সাধু-সত্য বদল হয় না। কোন ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় যদি বলেন, একে একে দুই হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি বিকার রোগগ্রস্ত হইয়া বলেন যে, একে একে তিন হয়, তাহা হইলে কিছু পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সত্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় না। 'আচার ও আচার্য্য' প্রবন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্য যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অনাদি অনন্তকাল যত দিন পৃথিবীতে ধর্ম্ম থাকিবে—যতদিন পৃথিবীতে সূর্য্যচন্দ্র উদিত হইবে—যতদিন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিবেন—যতদিন জগতে বেদ, ভারত, ভাগবতের সম্মান থাকিবে, ততদিন আচার আচার্য্যের সুসিদ্ধান্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়া নিরপেক্ষ সত্যানু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই সত্যনিষ্ঠা বৃত্তির উদ্বোধন এবং সত্য পথের সন্ধান করিয়া দিবে। 'বদ্‌লে গেল মতটা'র

ছলনা দেখাইয়া কিছু জগতে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, ভাগবত-ব্যবসায়, নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়, গুরুক্রবের বেস্তাশিষ্যানুবন্ধ, শৌক্রমত গোস্বামিত্ব, জাতি-গোস্বামীর অধস্তনগণের পরপুষ্ট পক্ষীর ন্যায় মৎস্যভোজন-সামর্থ্য, মদ্য-মাংস-স্ত্রী-সুরা প্রভৃতি কলিসহচর বস্তুর লভ্য করিয়াও আচার্য্যের সংরক্ষণ, শিষ্যকে পতিত রাখিয়া,—দীক্ষার পূর্ব্বজাতির পরিচয়ে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত ব্রত গ্রহণ করা সত্ত্বেও পতিত-পাবনত্ব ও সদাচারি-ব্রাহ্মণত্ব-সংরক্ষণ প্রভৃতি অসৎসিদ্ধান্ত ও অসৎতর্ক্য কখনও 'সিদ্ধান্তরত্ন' 'সদাচার' বা 'ধর্ম্ম' বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। সভা নিরপেক্ষ, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্মানকারী নহেন। সাধুদিগের গর্হণ করিলেই ব্যক্তিবিশেষের বৈষ্ণব-বিদ্বেষাপরাধ হইতে অপসর নাই এবং তাঁহার অসদাচার দুষ্ট মত উন্নত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

(৮) বুদ্ধিক-তাত্ত্বিকন্যায়ানুসারে শৌক্র ও বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। বৃত্তব্রাহ্মণতাই জগতের পক্ষে হিতকর। হরিভক্তিবিলাস পঞ্চম বিলাসধৃত বিষ্ণু-যামল-বাক্য কলি-কালে শৌক্রবিচারে শুদ্ধতার অভাব এবং পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদ্বারাই একমাত্র শুদ্ধি সম্ভব, বিচার করিয়াছেন। মহাভারত বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে শৌক্রবিচারে বর্ণনিরূপণ দূষিত কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ভারত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার পক্ষ সমর্থন এবং তৎসম্বন্ধে সহস্র সহস্র নজির দেখাইয়াছেন। ছান্দোগ্য, বজ্রসূচিকাদি-উপনিষদ্, শ্রীমদ্-ভাগবতের বহুস্থানে এইরূপ বৃত্তব্রাহ্মণতার বিচার ও নজির লিপিবদ্ধ আছে। বৃত্তব্রাহ্মণতা নাগ-নাথাদির অধীত-বিদ্যার কাছে বা মেয়েলি শাস্ত্রীয় সমাজের নিকট অভিনব মনে হইলেও উহাই উপনিষদ্, ভারত, ভাগবত শাস্ত্রের ব্যবস্থাপিত সমাজ-ব্যবস্থা। আর সমাজে যাঁহারা বর্ত্তমানে শৌক্রব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারাও আদিতে যাঁহারা বৃত্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদেরই অধস্তন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত আলোচনা করিলে জানা যায়।

(৯) যাহারা কেবল শৌক্রপন্থার পক্ষপাতী, তাহাদের মতে অনেক সময় কেল্নার হোটেলে কুক্কুট-শূকর-গবাদির মাংস ভক্ষণ করিয়াও বাহিরে লোক-দেখান-ব্রাহ্মণ থাকা যায়, গোপনে ম্লেচ্ছ বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অসতী রমণীর সংসর্গে থাকিয়াও সমাজে 'ব্রাহ্মণ' থাকা যায়, সন্ধ্যা-উপাসনা-ভ্রষ্ট নাস্তিক হইয়াও 'ব্রাহ্মণ' থাকা যায়; কিন্তু বৃত্তব্রাহ্মণতার প্রমাণে দেখা যায় শৌক্রব্রাহ্মণ শোকের বশবর্ত্তী হওয়া-কালে আর 'ক্ষত্রিয়' নাই, তখন তিনি 'শূদ্র'। আবার শোকাপগমে চিত্ররণসম্বন্ধীয় চিহ্ন দ্বারা 'ক্ষত্রিয়'। ভাগবত-পাঠে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ত্রিবন্ধনের শৌক্রপুত্র ত্রিশঙ্কু চণ্ডালতা লাভ করে, পৃষধ্র শৌক্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞাত গোবধ করিবার পর তাঁহার ক্ষত্রবন্ধুত্ব পর্য্যন্ত নাই—শূদ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট। আবার বীতহব্য শৌক্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ-বৃত্তি প্রদর্শন-স্থলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৃত্তব্রাহ্মণতার বিচারে কেল্নার হোটেলে বা প্রসাদ ভিন্ন অপ্রসাদ-বস্তু-ভক্ষণকারী ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ' নহে; পাতার ভেতরেও বন্দ্যোপাধ্যায়-চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি-ভট্টাচার্য্য বা ভেতরেও-গোস্বামী নাম না দেখাইয়া গোপনে ঐরূপ ভেতরেও-দলের লোকও 'ব্রাহ্মণ'-'গোস্বামী' বলিয়া নির্দ্দেশিত নহেন। কিন্তু শৌক্রপন্থার পক্ষপাতিগণের মতে ভিতরে গোপনে গোপনে যত বড় ভেতরেও-বন্দ্যোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য্য-গোস্বামী থাকুন না কেন, তবুও তিনি 'ব্রাহ্মণ' 'গোস্বামী'! কারণ তিনি কপট; তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বা গার্ডেনপার্টিতে ম্লেচ্ছের পরিবেশিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত অখাদ্য ভোজন করিয়া মুখ লুক্কিতে শিখিয়াছেন, পতিত ও পতিতা শিষ্যের পরিত্যক্ত বস্তু গোপনে ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে হারিদ্রুমত-গৌতমী 'সরলতা' ব্রাহ্মণতার লক্ষণ বলিয়াছিলেন, নারদ-শুক কিংবা মহাপ্রভুর সময় বহুবেগজাতিত্বই গোস্বামিত্বের লক্ষণ ছিল, আর বর্ত্তমানের সমাজ-ব্যবস্থা বেদের মতের বিরুদ্ধে কপটতাকেই ব্রাহ্মণতার লক্ষণ, অবৈধ-গৃহমেধীয়তাই গোস্বামিত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক হিতবাদিক্রব অহিতবাদীয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্পাদক, কুমিল্লার নাথ, কাল্নার প্রচ্ছন্ন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তক্রব প্রভৃতি সেই বেদবিরোধিসমাজ-ব্যবস্থাকে পদদলিত না করাই অর্থাৎ বেদের বিরুদ্ধাচরণ রূপ নাস্তিকতা বা ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বন করাই স্বীয় কুমতদ্বারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিচার করেন।

(১০) প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টের অনুসরণকারিগণের ত' নৈতিক চরিত্র আছে, ধর্ম্মভীরুতা আছে, পাপজ্ঞান আছে, কিন্তু যদি কেহ শ্রীতিসন্দর্ভ বা ভাগবত পাঠ করিবার ছল

করিয়া পর ধনীর প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, ভাগবত ভগবানকে দিয়া স্ত্রীর গহনাগুলি নিলাম বা উদরের সংস্থান করেন, দুরাচার পুত্রের দুশ্চর্য্য করিবার খরচ যোগান, তাঁহাদের যে নৈতিক চরিত্রটুকু পর্য্যন্তও নাই, সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞানটী পর্য্যন্ত নাই। ঐরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা খৃষ্টের অনুসরণকারী ব্যক্তি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এই সকল নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তি, পাপজ্ঞানরহিত ব্যক্তি খৃষ্টের অনুসরণকারী চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নীতি শিক্ষা করুন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে বলিয়া আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে গ্রথিত হইতে পারিল না। পরে আমি এই সকল কথা আরও বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিব। গৌড়ীয়ের মহানুভব পাঠক ও বৈষ্ণব-গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। অসদ্বস্তু-খণ্ডন ও সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গিয়া নিরপেক্ষভাবে অনেক সত্যকথা বলিতে হয়, এবং অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিতে হয়। এই দীন লেখকের সদুদ্দেশ্য বিচার পূর্ব্বক সুধী ও সদাশয় পাঠকগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকী সত্যনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

সদাশয়-বৈষ্ণব-শ্রোতৃবৃন্দের সেবাপ্রার্থী—

শ্রী * * চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেব!

(হেন) দিন কবে আমি পা'ব।
তোমার চরণে সকল সঁপিয়া
একান্তে শরণ ল'ব ॥ ১

মায়ার কবলে র'ব কত কাল,
ছাড়িয়া তোমার সেবা।
এ' সঙ্কট হ'তে ত্রাণ কর প্রভু,
নাহি মোরে উপেক্ষিবা ॥ ২

লক্ষ লক্ষ জন্ম (মোর) গেল এই ভাবে,
কৃপাবে কেনেছি ভর।
এ' বারও গেলে জনম বিফলে
আবার কোথা বা যা'ব ॥ ৩

ছাড়ি অন্য কার্য্য সংসার বাসনা,
বিষয়-লালসা যত।
(কবে) অনন্যভাবেতে চরণ-সেবনে,
সকল হইবে হত ॥ ৪

সেবোন্মুখী বুদ্ধি কবে হ'বে মোর,
তবে পা'ব হরিনাম।
বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ হবে মন,
হেরিব চিন্ময় ধাম ॥ ৫

অপরাধ সব দূরে পলাইবে,
অনর্থ না র'বে আর।
তোমার চরণ সতত চিন্তিব,
হইয়ে সংসার-পার ॥ ৬

সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে ভজিতে শিখিব,
নির্হেতু কৃপার লাগি'।
আপন স্বরূপ কবে বা বুঝিব,
অনিত্য সম্বন্ধ ত্যাগি' ॥ ৭

সকল জগতে দেখিতে পাইব
কেবল তোমার মূর্ত্তি।
নাহি রবে তবে ভোগ-বুদ্ধি আর,
হ'লে ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি ॥ ৮

তোমার সেবক- চরণের ধূলি
মস্তক-ভূষণ রবে।
সেই পদ-জল পান করি যদি
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে ॥ ৯

তাঁ'দের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া
আনন্দে থাকিব আমি।
এই কর প্রভু পতিত জানিয়া,
তুমিত' অন্তর-যামী ॥ ১০

সাধন-ভজন তোমারই কৃপা
অন্য বল কিছু নাই।
দাস-অনুদাস এ রাধাচরণে
শ্রীরূপে দেও গো ঠাঁই ॥ ১১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কিঙ্করাধম—
শ্রীরাধাচরণ (গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

প্রতিবাদ

গত বৈশাখ মাসের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্র' লিখিয়াছেন যে, গৌড়ীয় পত্রিকা মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীসম্বিত-বংশাবতংস পূজ্যপাদ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়কে স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কটাক্ষ করেন। কিন্তু উক্ত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা আরও বলেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নাকি কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসন্ধান ফলে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, পারমার্থিকরাজ্যে আধুনিকগণের বিচার, সিদ্ধান্ত ও অনুসন্ধান অপেক্ষা প্রাচীন প্রামাণিক-গণের—পূর্ব্ব মহাজনগণের সিদ্ধান্ত ও গবেষণা সর্ব্ব বিষয়ে অধিকতর প্রমাণযোগ্য ও শিরোধার্য্য।

আধুনিক যুগে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। মুখে একটু 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', 'গৌরাঙ্গ' শব্দ উচ্চারণ কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবতাদি দুই একখানা পুঁথি নাড়া চাড়া করিলেই আমরা তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' এবং 'মহাপ্রভুর পরম ভক্ত' বলিতে কুণ্ঠিত হই না। অনেক বৈষ্ণব-সম্মিলনী ও হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সম্পাদক ও নেতা গৃহে সম্পূর্ণ স্মার্ত্তাচার, যথা:—প্রেতশ্রাদ্ধ, একাদশীতে ভোজন কিম্বা বিদ্ধা একাদশী পালন, শঙ্খো-পাসনা, শঙ্খবস্ত্র, অবৈষ্ণব-গুরুকরণ, এমন কি বৈষ্ণবোচিত ভদ্রবেশ ও মালা-তিলকাদি অগ্রহণ অধিক কি মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, অবৈধ ও নীতি-বিগর্হিত-জীবন-যাপন করিয়াও যদি 'সভ্যানাং বৈষ্ণবো মতঃ'—এই প্রণালী অনুসারে সভা-সমিতিতে একটু কৃত্রিম ভাবুকতা দেখাইতে পারেন, কিম্বা লোক-দেখান গৌরভক্ত সাজিতে পারেন, অথবা বঙ্গদেশের বিদ্যা কবিত্ব ন্যায় বিদ্ধ-মত-পোষক গৌর বা রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে পারেন (যেমন, মহাপ্রভু পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন, ভগবান্ মায়া দিখাইয়া জগতে আসেন, স্বরূপ দামোদরের জঘন্যিত ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন; কৃষ্ণ জরা ব্যাধের বাণে কালগ্রস্ত হন !! ইত্যাদি ইত্যাদি যে সকল কথা শাস্ত্র-শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে পাষণ্ডোক্তি মধ্যে গণ্য), তিনিও আজকালকার বিচারে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও মহাবৈষ্ণব-মধ্যে গণ্য ! আজকাল যদি কেহ মহাপ্রভুর নামে দুই একটী শ্লোক বা কবিতা রচনা করেন কিম্বা দুই একটী গান বাঁধেন কিম্বা মহাপ্রভুর নাম (?) করিয়া কীর্ত্তনের অভিনয় করেন (ঐ সকল মতই তত্ত্ববিরুদ্ধ, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাস-দুষ্ট হউক না কেন), তথাপি তিনি মহাগৌরভক্ত বলিয়া বিবেচিত হন; আর যদি কোন স্বরূপরূপানুগ আচার-প্রচার-পরায়ণ মহাজন কোন গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা সঙ্গীত প্রচার করেন, তাহা হইলে আধুনিকগণের বিচারে ঐ সকল গৌরবিহিত শুদ্ধ সঙ্গীত মহাজনগণের বাঁধা কীর্ত্তন বিনষ্ট করিয়া; আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপনার্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অনাদিবহির্ম্মুখতা আমাদিগের দ্বারা নানা ছলে বৈষ্ণব-বিরোধটী করাইয়া লন। বর্ত্তমানে এইরূপ বৈষ্ণবতার স্বরূপ বিচারের অনভিজ্ঞতার মূল কারণ এই যে, বিচারকগণ অধিকাংশই হরিবিমুখ, অথবা কোষলশ্রদ্ধ, কিংবা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত। শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যানু-গত্যে মধ্যমাধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে 'বৈষ্ণব' ও 'অবৈষ্ণব' চিনিয়া লওয়া যায় না, একথা প্রাকৃত বা বিদ্ধ-সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না, তাই তাঁহারা অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' ও বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' মনে করেন। পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তকেই 'গুরু' জ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। যদি মহাপ্রভুর নামে দুই একটী শ্লোক বা কবিতা রচনা করিলেই কাহারও 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার কারণ ছিল, তাহা হইলে যুক্তি-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর চরিত্রে

নাটক-লেখক বাঙ্গালা করিকে 'বৈষ্ণব' বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? মায়াবাদী, স্মার্ত, পঞ্চোপাসকগণ কৃষ্ণের স্তব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোন যথার্থ কৃষ্ণভক্ত তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বা 'কৃষ্ণভক্ত' বলিবেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐরূপ শ্রেণীর বিদ্বদ্ভক্তব-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"যিনি তাঁর কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বস্তু জ্ঞানে তাঁহার স্তবন॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় আমরা আধুনিক বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-বিচারক পণ্ডিতগণকে আর একটী কথা শুনাইয়া রাখি,—'জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম, আর একটী বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতম নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম। বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই প্রকার,—(১) কর্ম্মবিদ্ধ ও (২) জ্ঞানবিদ্ধ। স্মার্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ; সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বৈষ্ণব-মন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা-পূজাদি সমস্তই বিষ্ণুবিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম' নহে। এতদ্ভূত বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন (বৈধধর্ম্ম)।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে সকলেই (বিদ্ধ) স্মার্তমত-প্রচারক বলিয়া জানেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধ-তত্ত্বের উপক্রমে লিখিয়াছেন,—"প্রণম্য সচ্চিদানন্দং কৃষ্ণং বেদান্তবিষ্কৃতম্। পার্ব্বণাদিশ্রাদ্ধতত্ত্বং বক্তি শ্রীরঘু-নন্দনঃ।' তাঁহার এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম-শ্লোক-সত্ত্বেও তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। কারণ তিনি যে শ্রাদ্ধতত্ত্বের উপক্রমে বেদান্তবিষ্কৃত কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন, তন্মধ্যেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিগর্হিত 'প্রেতশ্রাদ্ধ' বা বৈষ্ণব-স্মৃতির তাবার 'রাক্ষস-শ্রাদ্ধের' ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। মায়াবাদিগণও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নারায়ণ-স্তব করিয়া চরমে সেই নারায়ণেরই নিত্য-রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-পরিকরাদির বেদসিদ্ধ নিত্যত্বের ধ্বংস করিতে পরাসী হন। তাঁহারা কৃষ্ণ-নারায়ণ-স্তব করেন বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণিত হন না।

তদনুসারে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজ স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অনুগত মাননীয় রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতাবলম্বী বলিয়াই জানেন। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে সেই বংশীয় কেহ কেহ মাননীয় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহাপ্রভুর অনুগত শুদ্ধ-বৈষ্ণব প্রতিপন্ন করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্ববংশের কর্ম্মজড়-স্মার্তানুগত্যরূপ কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা প্রশংসাই। কিন্তু নিরপেক্ষ সত্য, ব্যক্তি বা বংশবিশেষের সন্তানকারী নহে বলিয়া অন্যরূপ প্রমাণ প্রদান করিয়া থাকে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পুত্রাভিমানী শ্রীবলরাম মিশ্রের অবতরণ। সংস্কৃত অদ্বৈতচরিতগ্রন্থ বলেন,—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণ-মিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। ব্রহ্মত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতা-গর্ভাব্ধিসম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ॥ চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥" উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীল অচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র এবং শ্রীগোপাল দাস সীতাগর্ভ-সমুদ্র-সম্ভূত এই আচার্য্যতনয়ত্রয়ই গৌরগণমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকে গৌরগণের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুকে শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয় ও শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর গৌরৈক-প্রাণতার কথা কোটি-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই তিন গৌরভক্তপুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া অপর তিন জনকে 'অসারগ্রাহী', (চৈঃ চঃ আ ১২।১) 'স্বতন্ত্র' (আ ১২।৯) 'অবাধ', 'আচার্য্য-আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী' (আ ১২।১০) 'ছাড়না' (আ ১২।১২) 'কুতন্ত্র' (আ ১২।৬৮) 'শুষ্ক কাষ্ঠসম', 'জীবন্মৃত', 'যমদণ্ড্য', 'চৈতন্যবিমুখ', (আ ১২।৭০-৭১) প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং অদ্বৈত-প্রভুর

'সারগ্রাহী' চৈতন্য-জীবন' সন্তানত্রয়কে প্রণাম ও 'অসার-গ্রাহী'কে প্রণাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি সেই সকল অসারগ্রাহি-অদ্বৈত-সন্তান-ত্রয়কে সারগ্রাহি অদ্বৈত-সন্তানত্রয়রূপ ধাপ্পাবাজি হইতে জাৎনার স্থায় উড়াইয়া দিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-শাখার সংস্কার বিধান করিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনও তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এই সব কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র সুশীতল। তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল প্রামাণিক চৈতন্যলীলা-লেখকগণের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং তাঁহার অনুগত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল এই তিন জন আচার্য্য-সন্তানই শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আজ্ঞা পালন করায় মহাপ্রভুর গণ ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অপর তিন জন—"স্বমত কল্পনা করে বৈষ্ণবতন্ত্র। ... না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব-কারণ।" অতএব ইঁহারা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনী অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ত্যাজ্য পুত্র মধ্যে গণ্য। মাননীয় শ্রীরাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সেই ত্যাজ্য-পুত্রত্রয়ের অন্যতম শ্রীবলরাম মিশ্রের বংশধর। সুতরাং সেই বংশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গৃহীত না হওয়ায় শুদ্ধবৈষ্ণবতা নাই; স্মার্ত্তানুগত্যেরই প্রাবল্য, ইহাই প্রামাণিক ইতিহাসসমূহ প্রমাণ করেন। মাননীয় শ্রীগোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মলমাসতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও শুদ্ধিতত্ত্বের টিপ্পনী রচনা করিয়া স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু একদিন শান্তিপুরে মহা মহা কুলীন সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও এবং স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-সমাজ-বিধিকে পদদলিত করিয়া অহিংশু-কুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০) যে ভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্য শান্তিপুরে নিজগৃহে ঠাকুর হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া এক পংক্তিতে যবনজ্ঞাতীয় মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার লীলা প্রদর্শন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১০৭) করিয়াছেন, যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্য জগতে শুদ্ধভক্তির মর্য্যাদা স্থাপনার্থ জ্ঞান-ব্যাখ্যার ছলনা আবিষ্কার করিয়া মহাপ্রভুর তত্ত্বে দণ্ড-গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন-দ্বারা ভক্তিবিরোধি-মায়াবাদস্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তগ্রন্থাদি-ব্যাখ্যা-বর্জ্জন করিবার শিক্ষা (চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১৪১) প্রদান করিয়াছেন, যে নিরপেক্ষ-সত্য-প্রচারক আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রতি,—'যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর। বৈষ্ণব-অপরাধী, মুঞি না দেখোঁ গোচর'॥ (চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১৭৫) প্রভৃতি বাক্য বলিয়া নিরপেক্ষতা ও শুদ্ধবৈষ্ণবতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কুলে যদি তদ্বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কিরূপে অচ্যুতানন্দের অধস্তনগণ অর্থাৎ অচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতসন্তানগণ ঐরূপ বৈষ্ণববিরুদ্ধ আচরণকে স্মার্ত্তানুগতা বলিবার পরিবর্ত্তে শ্রীঅদ্বৈতানুগত্য বলিবেন? ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি নিরপেক্ষ বৃদ্ধবৈষ্ণবগণ অচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতবংশসূত্রে অনচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতবংশের যে সকল ঐতিহ্যবিবরে বিশেষ খবর রাখিতেন, তাহা অপেক্ষা আধুনিক অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের অনুসন্ধানের মূল্য অনেক কম। উপরি-উক্ত মহাত্মগণ অনচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈত-বংশে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাব এবং স্মার্ত্তানুগত্যেরই যথেষ্ট ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিছু দিবস পূর্ব্বেও (এখন আছে কিনা, অনুসন্ধান দ্বারা যে কেহ জানিতে পারেন) উক্ত বংশে বিষ্ণুমন্ত্র পর্য্যন্তও গৃহীত হইত না, এমন কি প্রেতশ্রাদ্ধ, পঞ্চোপাসনা, সধবার একাদশী নিষেধ, পরিবারবর্গের মধ্যে অনেকের মৎস্যাদিগ্রহণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচারের বিরুদ্ধ আচার ও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সেই বংশের কেহ কেহ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ও মায়াবাদীর অনুগত হইয়াও 'নিখিল-বৈষ্ণবসমাজ-নিকাত শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ' প্রভৃতি নামে প্রচারিত হইবার যত্ন করিতেছেন, তদ্রূপ মহা-মহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের অনুগত মাননীয় রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও মহাপ্রভুর মতাবলম্বী 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্য' বলিয়া প্রমাণ করিবার যত্ন হইতেছে। আধুনিক কালে—'বন্দে মদনগোপালং ক্ষণিভূষণ-বিগ্রহম্। (১) শ্বেতদ্বৈবং শুক্লদ্বৈত বাহ্যকল্পতরুং মুদা।' প্রভৃতি স্তব রচনা করিয়াও 'অন্নাজ্ঞা' শ্লোকের ব্যাখ্যা

'কোনটী নারায়ণপক্ষে, কোনটী সূর্য্যপক্ষে, কোনটী শিবপক্ষে, কোনটী দুর্গাপক্ষে' হইতে পারে, (২) এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া, শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদিরূপে স্থাপন প্রয়াস দেখাইয়া এবং 'শিবস্ত ভাগবতঃ রসমালয়ং' পদের ব্যাখ্যায় (৩) জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-স্বামি-বিরোধী মত যথা—আলয়ঃ —মোক্ষকালপর্য্যন্তং, সাধনদশামারভ্য সিদ্ধদশাপর্য্যন্ত-মিত্যর্থঃ ; অনুবাদ—সাধন কাল হইতে মোক্ষকাল পর্য্যন্ত ইত্যাদি ভাগবতাদ্বয়ানুবাদ করিয়া ; ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের স্মার্ত্তসভায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-স্মার্ত্তগণের মতপোষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া এবং সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মত শঙ্করমতাবলম্বনে অপ্রামাণিক বলিবার যত্ন করিয়াও যদি বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ব্রুব-সমাজে শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈত-বংশাবতংস মহাবৈষ্ণবরূপে গণিত হন, তবে বহুদিবস পূর্ব্বে—আমাদের চক্ষের অন্তরালে—অতীতকালে—যে কালের ঐতিহ্যে আমরা সাধারণ লোক সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি, সেই সময়ে আবির্ভূত মাননীয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াও,—'ভট্টাচার্য্য' এই স্মার্ত্ত উপাধিতে বিভূষিত থাকিয়াও—স্মার্ত্তাচার্য্যের শ্রাদ্ধ-তত্ত্বাদির টীকা লিখিয়াও (কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বৈষ্ণবগ্রন্থ ব্যতীত অপর বৈষ্ণববিরোধি গ্রন্থের টীকা লিখিবার প্রযত্ন করেন না) মহাপ্রভুর অনুগত 'শুদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া প্রচার স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবব্রুব সমাজে গণ্য হইবেন, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মাননীয় স্মার্ত্ত-গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পরম পণ্ডিত ব্যক্তিও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু বা শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের মতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারিবে।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য বি,এ)

---

(১) ১৩৩২ সনের 'ভারতবর্ষে' পৌষ-সংখ্যায় "নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা" ও ফাল্গুন-সংখ্যায় "জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ" এবং ১৩৩৩ সালের বঙ্গবাণী পত্রিকায় (খুব সম্ভব বৈশাখ মাসের কোন সংখ্যায়) "সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন" শীর্ষক প্রস্তাবগুলিতে জনক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামীর 'গুরুদেব' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কবিভূষণ তর্ক-বাগীশ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের-প্রতি কিরূপ কটাক্ষ ও তাঁহার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক (?) বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামীর 'অন্নাস্তুত' প্রবন্ধের তাৎপর্য্য পাঠে পাঠকগণের সিদ্ধান্তানুরূপ কিনা সুধী বৈষ্ণব-পাঠকগণ বিচার করুন।

(৩) কিন্তু জনক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী যে শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন, সেই শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্যাখ্যা উক্ত গোস্বামীর মায়াবাদ-ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীধরস্বামীর টীকা যথা—

ন চ ভাগবতানুবন্ধনাৎ মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যত্বমিতি—আলয়ঃ, লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়বতিষ্ঠাপা, নহীয়ঃ অর্থাদিস্বরূপমুক্তিরূপেক্ষ্যতে কিন্তু দেবত্বং এব। যজ্ঞান্তি দি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।

প্রাপ্ত পত্র

কয়েকদিন পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আমার এক বন্ধুর নিকট "দেশবাসীর প্রতি নিবেদন" নামক একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, চারুবাগানে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে এবং তাহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্রব্য প্রদর্শন ও গান কীর্ত্তনাদি হইতেছে। আমি গত ১০ই আষাঢ় শনিবার দিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হই। আমি জন্মাষ্টমীর সময় দুই তিন বার গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম, সেই উৎসব দেখিয়া আমার ধারণা ছিল যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও ত্যাগী সন্ন্যাসী লোক আছেন। গৌড়ীয় মঠের উৎসবে সর্ব্ব সাধারণকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রসাদও বিতরণ করা হয়। প্রবাদ আছে, 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ', আমিও সেই স্থানে সন্ন্যাসিগণের মুখে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও তদন্তে উৎকৃষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতে পাইয়া (আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী) কিছুক্ষণের জন্য আমার কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলাম।

আমি মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ উচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গত শনিবার চারুবাগান-প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই আমার কর্ণে বামাকণ্ঠ ধ্বনি পৌঁছিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি,

বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা একটী সুন্দরী যুবতী তাহার গলদেশে বহু স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া ব্যাসাসনের নিকট দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিতেছে আর একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহার অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম বুক 'দুরু দুরু' করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমরা দুর্ব্বল জীব, আসিলাম ভগবানের কথা শুনিতে, কি করিয়া হৃদয়ে বল পাওয়া যায়, কি করিয়া লোভ-লালসা পাপ-প্রবৃত্তি দূর হয়, কি করিয়া ভগবানের দিকে অনুক্ষণ চিত্ত ধাবিত হয়—কি করিয়া মায়া জয় হয়, কিন্তু দেখি এখানেও মায়ার অভিনয়—এখানেও মায়ার রঙ্গালয়। নিকটস্থ একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়, ঐ আসনে যে একটী গলায় মালা, নাকে তিলক মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি কে? লোকটী বলিলেন ইঁহাকে আপনি চিনেন না! ইহার নাম প্রভুপাদ • • • • গোস্বামী।

কিছুক্ষণ পরে অভিনয় শেষ হইলে দেখিলাম, উক্ত গোস্বামী মহাশয় ঐ সুন্দরী অভিনেত্রীর গুণপণা শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং 'তুমি চিরসুখিনী হও' বলিয়া যুবতীটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ই স্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীগণ! যেমন বজ্র-পত্নীগণ তাঁহাদের পতির অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণ বলরামকে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ আমাদিগকে অর্থ প্রদান কর; আমাদের এখন ছয় হাজার টাকার আবশ্যক, তোমরা যে কেহ ইচ্ছা করিলে একাই সেই টাকা দিতে পার, অথবা সকলে মিলিয়াও দিতে পার।" গোস্বামী মহাশয় অর্থযাচ্ঞার সময় স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট সুখ্যাতিও করিলেন। পরে শুনিয়াছি যে, সেদিনকার এরূপ আবেদনফলে কোন একটী স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা রমণী তাহার গাত্রের যাবতীয় অলঙ্কার খুলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের চরণে দক্ষিণা দিয়াছেন।

শনিবার দিন উক্ত স্ত্রী-সভায় একজন ব্যবসায়ী গায়ক হারমনিয়ম, তবলা, বেহালা প্রভৃতি লইয়া গান ধরিলেন। সেই গান সাধারণের কতদূর শ্রোতব্য জানিনা কিম্বা আপনাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের তৎসম্বন্ধে কি মত তাহাও আমি ভাল করিয়া জানিনা, তবে আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি হইতে বলিতেছি যে, ঐরূপ গান যদি সকল প্রকার স্ত্রীসভায় কিম্বা দুর্ব্বলচিত্ত মায়ামোহমুগ্ধপুরুষগণের নিকট গান করা হয়, তাহাতে অনেকের হৃদয়ে নানাপ্রকার কুরুচি ও কুভাবের উদয় হওয়াই সম্ভব। গায়ক যে সকল অঙ্গভঙ্গীপূর্ণ চিত্র বর্ণনা করিলেন, তাহা আমি সাধারণে বর্ণন করিতে অসমর্থ। এইরূপ গান হইতেছে শুনিয়া এবং তদ্রূপ আমার অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমি অচিরেই সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দেখিলাম বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ কেহ পান চিবাইতে চিবাইতে, কেহ বা সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে, কেহ বা রঙ্গরস করিতে করিতে সেই গান শুনিতেছেন। গায়ককে দেখিয়া মনে হইল, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নহেন। একজন ব্যবসায়ী মাত্র।

সাধারণের স্বোপার্জ্জিত অর্থ রঙ্গরস ও কুরুচিপ্রবর্ত্তনার্থ দাবী করা কতদূর সমীচীন! জগতে সাধারণের অর্থের দ্বারা সাধারণের যত উপকার হইতে পারে বরং ঐ সকল অর্থ যদি জগতে যে সকল রঙ্গরস ও কুরুচি প্রথা শত শত বৎসর ধরিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল অনর্থ উৎপাটনে ব্যয়িত হয়, তবেই সাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহার।

উক্ত প্রদর্শনীতে আরও দেখিলাম যে, 'মহাপ্রভুর হাতের লেখা' ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি বলিয়া কতকগুলি পুঁথি প্রদর্শিত হইতেছে আমি ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রভুর রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না, তদ্বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল স্থান হইতেই জানিতে পারিয়াছি যে, মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীস্থিত কতিপয় শ্লোক ব্যতীত মহাপ্রভুর রচিত আর কোন পুস্তক নাই। মহাপ্রভুর রচিত পুস্তকাবলী থাকিলে ঐ সকল পুস্তকের কথা তাঁহার সমসাময়িক জীবনী লেখক এবং পরবর্ত্তী প্রামাণিক জীবনী লেখকগণ (বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ) উল্লেখ করেন নাই কেন? এই সকল কল্পিত দ্রব্য দেখাইয়া সাধারণ লোককে বিপথগামী করা পারমার্থিকের শোভনীয় নহে।

যতদূর শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল নবদ্বীপ-সহরাদির ন্যায় তীর্থস্থানে যেরূপ বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া এক এক জনের উদর সংস্থান ও ধনাগার পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এস্থানেও ব্যবসায়ী বক্তা দ্বারা কথকতা এবং ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়া দ্বারা রসকীর্ত্তন, স্ত্রীলোকের সঙ্গীত-অভিনয়, নানাবিধ রঙ্গরস ও নানাপ্রকার কল্পিত জিনিষ পত্রের প্রদর্শনী খুলিয়া সাধারণ লোককে ভক্তি পথ জানিতে বাধ্য দেওয়া ঠিক নহে। ত্যাগী, নিঃস্বার্থপর মহাপুরুষ-গণ ছাড়া কোন যুগে কোন ব্যবসায়ী বা ইতরকার্য্যে অভি-নিবিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মিলনী দ্বারা জগতে সত্যধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। বাংলার এখন যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাংলার স্ত্রীপুরুষ-বালবৃদ্ধ-

মূল্য মালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে কবলিত, প্রতিবৎসর বসন্ত-কলেরা তার উপর নূতন আমদানী 'ব্লেগি বেরি' রোগে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, নানা প্রকার অশান্তি, অসুবিধায়, অভাবে লোক ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত। এই দুর্দ্দিনে ধনসংগ্রহ করিবার সময় আর নাই। সাধারণের অর্থ কিম্বা ধনীর অর্থদ্বারা ধর্ম্মব্যবসায়িগণের উদর স্ফীত বা ধনাগার পূর্ণ করিবার দিন আর নাই। এখন যদি একমাত্র নির্দ্দোষ নিষ্কপটভাবে নিঃস্বার্থ ব্যক্তির দ্বারা, সর্ব্বস্ব ত্যাগিদ্বারা আবার মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-প্রচারিত হয়, তবেই সর্ব্বসাধারণের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ব্যয়িত হয় এবং গুণকর্ম্ম-বিভাগানুসারে প্রাচীন বর্ণাশ্রম বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন হয়, তবেই ভারতের সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান ও ভাবতাকাশে সৌভাগ্য-রবির পুনরুদয় সম্ভব। বাঙ্গালার বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মহাশয়গণ যুবকগণ মৈত্রেয়ী-অরুন্ধতী-শচী-শ্রদ্ধাবতীর দেশের না-লক্ষ্মীগণ কখনই ব্যবসাদীর প্রলোভনে মিঠা বুলিতে ভুলেন না, রঙ্গচঙ্গ দেখিয়া বুদ্ধি হারাবে না। একটী কথা এই যে, যেখানে ব্যবসায়, সেখানে ধর্ম্ম নাই—সেখানে সত্যানুরাগ—নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা নাই—কেবল আছে—অন্ধ পরম্পরা-স্রোত—কেবল আছে লোকের চিত্তরঞ্জন করিবার কৌশল। সত্য—নিরপেক্ষ; উহা লোকের চিত্তরঞ্জন বা বহু লোকের মতামতের উপর নির্ভর করে না। জগতে সত্য অতি দুর্লভ, সত্যের বিরোধী বহু লোক; কিন্তু তথাপি শ্রুতির বাণী—"সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"।

শ্রীঅনীগোপাল মুখোপাধ্যায়

[উক্ত প্রবন্ধের মর্ম্ম ও মতামতের জন্য সম্পাদক আমরা দায়ী নহেন। তবে লেখক শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোনপ্রকার ভ্রম ধারণা পোষণ না করেন, এইজন্য বলা হইতেছে যে, (১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ-মতে শ্রেষ্ঠ নামে স্ত্রীলোকের সঙ্গীত প্রভৃতি শ্রবণ করা একান্ত নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু বলেন,—"দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন" শ্রীমদ্ভাগবতও ৯ম স্কন্ধ, ১৯ অ, ১৭ শ্লোকে বলেন,—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" অন্তস্ত্রী-দর্শন বা তাহাদের মুখে সঙ্গীতাদি শ্রবণ ত' দূরের কথা, এমন কি নিজ মাতা, ভগ্নী এবং কন্যার সহিতও কখনও নির্জ্জনে বাস করা উচিত নহে। কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'স্ত্রীগান' শব্দটী শুনিবামাত্র মহাপ্রভু যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা হইতেও জানা যায় যে, স্ত্রীসঙ্গীত বা অভিনয়াদি পুরুষের শ্রবণ কখনও মহাপ্রভুর প্রচারিত মত নহে। তবে স্ত্রীভক্তগণ বা পুরুষভক্তগণ স্বতন্ত্র হইয়া হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন। (২) তরলা, বাঁয়া, হারমনিয়ম্ প্রভৃতি সংযোগে 'সখের গান' বা তাড়াতাড়ির মুখে কীর্ত্তন কিম্বা হাটে বাজারে প্রদর্শন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। যাহারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রতি আস্থা-বিশিষ্ট নহেন—নামাপরাধী ও সমাজের শত্রু মাত্র। (৩) ধনাঢ্য-নীত পদদলিত করিলে ধার্ম্মিক হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নৈতিক সমাজের 'অপাংক্তেয়', 'পতিত', বলিয়া বিচারিত হয়। (৪) গুরু-হরিকথা-প্রচারের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের যে আত্যন্তিক উপকার করা হয়, তদ্বিষয়েই সাধারণের অর্থ ব্যয়িত হইলে অর্থের সার্থকতা। (৫) 'শিক্ষাষ্টক' ও কয়েকটী শ্লোক ব্যতীত মহাপ্রভু-বিরচিত কোন গ্রন্থ বা হস্তাক্ষর নাই। গৌঃ সঃ]

পুরীধাম হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার—

GAUDIYA Calcutta, 30 June.

The thirteenth Anniversary Mahotsab of Disappearance of His Divine Grace Thakur Bhaktivinode most successfully celebrated yesterday, it was unique unprecedented and unparrelled. A grand meeting presided by his Holiness Bharatimaharaj moved the audience by profonnd learned and heart-rending Lectures and Kirtan. Mahaprosad arrived at 3 P. M. and numberless pilgrims including all Sadhus of different local Maths were sumptuously fed upto dead hours of the night.

শ্রীপুরুষোত্তম-মহামহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আলালনাথেও বিরাট্ উৎসব হইয়াছে।

রথাগ্রে নৃত্য—গত শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার দিবস শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তসঙ্ঘ শ্রীগৌরাঙ্গ-গমনে রথাগ্রে নৃত্য ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছেন। বিস্তৃতবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোদ্রুমে সমাধিকুঞ্জে বিরহ-মহামহোৎসব—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে গত বুধবার ৺ বিষ্ণু-পাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক সুকণ্ঠগায়কবর শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সুললিত সংকীর্ত্তনে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ মহাশয়ের ঠাকুরের জীবনী আলোচনা দ্বারা সমাধিকুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্ত ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
নিরাসক্তি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিশ্বে বলিয়া তাহে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড ১ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে আষাঢ় ১৩৩৪, ৯ই জুলাই ১৯২৭ | ৪৬শ সংখ্যা।

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

কহিলেন মাত্র শ্রীধরের গুণগান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান।
ভক্তস্ত-বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে পোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে॥
কি বল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে হায় হায়॥
ভক্ত-বল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
গোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা-শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮)

যেখানে যেরূপ ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ 'কর্ম্ম' না জানয়ে আর॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫০১, ৫০২)

চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান।
তাঁহারা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখয় অন্যোন্যে দ্বন্দ্ব বাদে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
আর বৈষ্ণবের নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ কারে নাহি নিন্দে।
সেই সর্ব্বগণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫১৭-৫২০)

যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস॥
ছাড়িয়া আপন দাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব গৃহের দ্বারে থাকে নিরন্তর॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।২৬, ২৭)

ঈশ্বরে ঈশ্বরে সেই কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অন্তর দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।২২-২০১)

ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌর সুন্দর।
শুক্লাম্বরের অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর॥
হেন প্রভু বলে তুল্য যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদ নাহি আর॥
কি গৌড়দেশের স্বাদ না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত রান্ধিল কোন মতে॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল।
তোমা সব লাগি মোর আদি মূল॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
হেনজন অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।২৯-২৭, ৩০)

ভজনীয়-তত্ত্বানুসন্ধান

[শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগণাকর, ধানবাদ]

ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং ভজনীয়-তত্ত্ব অর্থে সেব্য-তত্ত্বকেই বুঝায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেব্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ধারণা মানব হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি মনে করেন, পিতা মাতাই সেব্য বস্তু, কাহার মতে দেশ বা সমাজ সেব্য বিষয়, অপর কেহ অর্থ বা গৃহাদিকে সেব্য পদার্থ স্থির করেন, কোন কোন ব্যক্তির ধারণা, ধনী রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সেব্য, অন্য কেহ আতুর বা দরিদ্রদিগকে সেব্য বলিয়া বুঝেন, কেহ কেহ মাদক দ্রব্যাদিকে সেব্য পদার্থরূপে অনুভব করেন এবং কোন কোন মনুষ্য পশুতুল্যকে সেব্য বিষয়রূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইহার অতিরিক্ত আরও অনেক প্রকার সেব্য-বিষয়াত্মিকা ধারণা মানব-বুদ্ধির দ্বারা নিরাকৃত হয়, যাহার তালিকা প্রবন্ধের বিস্তারভয়ে প্রদত্ত হইল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য কর্তৃক সেব্য আকারে পরিলক্ষিত বিভিন্ন বিষয়সমূহের প্রত্যেকটী কি যথার্থ সেব্য বস্তু? যদি তাহা না হয়, তবে পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত সেব্য বিষয় ও কি প্রকারে তাহা অনুসন্ধেয়? সেব্যতত্ত্ব বা ভজনীয়-তত্ত্বের অনুসন্ধানপর এই প্রশ্নত্রয়ের শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক সদুত্তর দিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পিতা মাতাদি গুরুজনবর্গ ও আতুর বা দরিদ্র ব্যক্তির স্থূল দেহ পরিত্যক্ত হইলে, ধনাদির ক্ষয়ে এবং মাদক দ্রব্যাদির অভাবকালে কেহ আর উহাদিগের সেবা করিতে সমর্থবান্ হন না। আবার ঐ সমুদয় পদার্থের সদ্ভাবসত্ত্বে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তিনি আর পূর্ব্ববৎ উহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন না। স্থূলদেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ এবং বিদ্যার সেবাও দূষিত হইয়া যায়। কাজেই এক নশ্বর দেহ কর্তৃক অন্য নশ্বর বিষয়ের নিত্যকাল সেবা সম্ভবপর নহে।

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশাকালে মানব-চক্ষু সম্মুখস্থ পদার্থসমূহকে যথাযথরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত রাত্রিকালে কেহ কেহ রজ্জুতে সর্পের আকার দর্শন করেন ও সর্প-ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন। সেই সমুদয় ব্যক্তি যদি পুনশ্চ আলোক সাহায্যে ঐ কল্পিত সর্পকে দর্শন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পূর্ব্ববৎ সর্পাকারে দর্শন না করিয়া রজ্জুরূপেই দর্শন করিবেন ও অমূলক ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রজ্জুতে সর্পবোধ যেমন কিয়ৎকাল মাত্র স্থায়ী ও কাল্পনিক, নশ্বর বাহ্য স্থূল পদার্থে সেব্যবুদ্ধিও সেই প্রকার প্রতীতিকাল মাত্র স্থায়ী ও অলীক। অন্ধকারের ব্যবধান বশতঃ যেরূপ রজ্জুতে সর্পবোধ জন্মে, মানব-বুদ্ধির অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভূমিকায় তদ্রূপ বাহ্য স্থূল নশ্বর পদার্থে সেব্য বুদ্ধি স্থাপিত হয়। যেমন সর্পের পরিবর্ত্তে বালুকারাশিকে সেবন করিলে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নিত্যবস্তুর পরিবর্ত্তে অনিত্য বাহ্য স্থূলপদার্থে সেব্যবুদ্ধি স্থাপন করিলে পরম মধুর সেবানন্দরসের অবিচ্ছিন্ন (তৈলধারাবৎ) আস্বাদন সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, (১) নশ্বর স্থূল বাহ্যবস্তু সমূহের নিত্যকাল সেবা অসম্ভব, (২) তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেব্য বিষয় নহে, ও (৩) তাহাদিগের সত্তায়, বিবর্ত্তক্রমে নিত্য বস্তুর সেব্যত্ব, অজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুসর্পবৎ আরোপিত হয় মাত্র। যে নিত্য বস্তুর সেব্যত্ব নশ্বর পদার্থে আরোপিত হয়, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া কঠ-শ্রুতিকার বলিতেছেন,—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাম্ যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবানই একমাত্র আদি নিত্য চেতন বস্তু ও অন্যান্য নিত্য বস্তু সমূহের চেতনত্ব বা নিত্যত্ব তাহা হইতে সিদ্ধ। শ্রীগীতার "অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইত্যাকার সিদ্ধান্তবচন হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, জীবগণের আত্মাসমূহ উপরি লিখিত শ্রুতিমন্ত্রে অন্যান্য নিত্য চেতন পদার্থ। যেহেতু জীবগণের আত্মস্বরূপগুলিও নিত্য, তদ্বিনিমিত্ত সেই আত্ম-স্বরূপ সমূহের দ্বারা নিত্য আদি চেতন-তত্ত্বরূপ শ্রীভগবানের নিত্যকাল সেবা সম্ভবপর। শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র সেব্য বা ভজনীয় বস্তু, তাহা নিম্নে লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়,—

(ঙ) ওঁ আর্হত জানন্তো নাম
চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো
সুমতিং ভজামহে ও তৎসৎ।
(ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল)।

(চ) মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।
(ভাগবত ১০।৩৩।৩১ শ্লোকে
শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার ব্যাখ্যা)।

(ছ) অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।
(গীতা ১০।৮)

(জ) আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(ভাগবত ১০।৪৭।৬২)

(ঝ) ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
(হরিভক্তিবিলাস ১০ম বিলাস ৯১ শ্লোকধৃত বচন)

(ঞ) অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষম্ তমহম্ ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

(ট) ওং নিত্যোঽহং ভজ গুণনিধে পাবনানাং পবিত্রা-
শ্রদ্ধা-রত্যাদ্যতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নক্তংকরণকুহরে হন্ত যদ্ভাবভানো-
র্ভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৫১)

(ঠ) অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।
(গীতা ৯।৩৩)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রকৃত সেবা বা ভজনীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্-কালে নশ্বর স্থূল বাহ্য পদার্থসমূহ যে ভজনীয় বস্তু নহে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহারা এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদিগকে পরপর ভাবে আরও তিনটী পরমূলক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। সেই তিনটি বাধা যথা,—

(১) নানা দেবতার সেবা-বুদ্ধি, (২) অতিসূক্ষ্ম নশ্বর বাহ্য বা জড়-পদার্থে সেবা-বুদ্ধি ও বহুীশ্বর-বুদ্ধি। আয়াস-পারম্পর্য্যক্রমে লব্ধ বা শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে এই বাধা-ত্রয়কে অতিক্রম করিতে হয়। স্থূল নশ্বর বাহ্য পদার্থে সেবা-বুদ্ধি যেরূপ সাধারণ নিত্যানিত্যবিবেকদ্বারাই অতিক্রম যোগ্য, পর-তত্ত্ব-মূলক এই বাধা-ত্রয় সেরূপ বিবেকদ্বারাই বিদূরিত হইবার নহে। পর-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রোজ্জ্বলা দিব্যজ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ বাধাত্রয়ের করাল কবলে নিপতিত ও "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ"। তাহারা ক্ষণিক পার্থিবসুখে যেরূপ বঞ্চিত, নিত্যানন্দ-লাভেও ততোধিক বঞ্চিত। ইহাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দিব্য-জ্ঞান-লব্ধ ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবগণের এক মাত্র ভজনীয় বস্তুই শ্রীভগবান্। সুতরাং জীবগণ যে শ্রীভগবানের সেবক-জাতীয় বস্তু, ইহা সুস্পষ্ট। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, যথা—"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" এই প্রমাণ বাক্য হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দেবতাগণ যখন শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তখন উহারাও তাঁহার দাস বা সেবক। সেবকগণ যেহেতু জীব-পর্য্যায় ভুক্ত, তন্নিমিত্ত দেবতাগণকে নিশ্চয়ই জীব-তত্ত্ব মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে যে সমুদয় জীব প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা ভগবদিচ্ছায় কিয়ৎকালের জন্য দেবতাদিগের পদবী প্রাপ্ত হন। দেব-লোক-প্রতিষ্ঠিত দেবতাখ্য জীববৃন্দ, পৃথিবীতে অবস্থিত নরদেহধারী ভোগোন্মুখ জীবগণের পূজায় তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের ভোগেরই সহায়তা করেন। ভোগ-পন্থায় মানবগণকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া উচ্চ ও নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ ও দীর্ঘকালে অজস্র দুঃখ উপভোগ করিতে হয়। সুতরাং ভোগের সহায়করূপ দেবতাকুলের আরাধনা ফলে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তির আশা করা অনুচিত। যে সকল মনুষ্য, সর্ব্বজীবের উৎসরূপ শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক, দেবতা বা অন্য

কাহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাহাদিগের চেষ্টা, বৃক্ষের মূলে জলসেচনের পরিবর্তে শাখা পল্লবাদিতে জল সেচনের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম মাত্র। শাখা-পল্লবাদিতে জল সেচন করিলে বৃক্ষ যেরূপ শুকাইয়া যায়, দেবতা বা অন্য কোন জীবের আরাধনাকারী সেই প্রকার ক্রমশঃ অধোগতি-প্রাপ্ত হইতে থাকেন। শ্রীভগবানের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া দেবতাগণ নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করেন বলিয়া দেবোপাসনা গৌণ ভগবদুপাসনার মধ্যে পরিগণিত। সাক্ষাদ্ ভাবে ভগবদুপাসনার দ্বারা যে নিত্যানন্দরূপ চরম ফল-প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনই গৌণোপাসনার দ্বারা লভ্য নহে। গৌণোপাসনা হইতে জীবগণ পূর্ণতা লাভরূপ উন্নতির পরিবর্তে আংশ অপূর্ণতা লাভ করিয়াও অভাবগ্রস্ত হইয়া অধোগতিই প্রাপ্ত হন। যথা, শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্য—

"যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

অতএব দেবতাদিগকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে নিত্য-সেব্য বিষয় মনে করা সমীচীন নহে। বহুসহকারে যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রকার অসৎবুদ্ধিকে পরিহার করা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত।

দেবতায় সেব্যবুদ্ধিরূপ পরতত্ত্বমূলক বাধা অতিক্রম করিবার পর অতি সূক্ষ্ম বাহ্য বা জড়পদার্থে সেব্যবুদ্ধি স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। অতি সূক্ষ্ম জড়তত্ত্বে সেব্যবুদ্ধি হইতে শূন্যবাদ ও সোঽহংবাদরূপ দুইপ্রকার অপসিদ্ধান্তের উদয় হইয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ স্থির করিয়াছেন যে, শূন্যই যোগ বা সেব্য বিষয় ও আহার ধ্যান-প্রভাবে চেতনত্বের ধ্বংস সাধিত হইলে স্থূল-সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি রুদ্ধ হয় ও জীবগণ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, যাবৎ চেতনত্বের ধ্বংস সাধিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবসমূহ সুখের আশায় ধাবিত হন ও অনিচ্ছাসত্ত্বে নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়া থাকেন। যেহেতু চেতন থাকাকালে সুখের আশা প্রবুদ্ধ হয়, তন্নিমিত্ত উহার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, ইত্যাকার বৌদ্ধদিগের বিচার। ব্রহ্মবাদী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ বলেন যে, চেতন-পদার্থের বিপরীত বস্তু যখন জড়তত্ত্বনামে প্রসিদ্ধ, তখন বৌদ্ধগণ যাহা শূন্য বিশিষ্টাকারে দর্শনযোগ্য অচিৎ তত্ত্বের পরিবর্তে যাহা ভাবরহিত জড়তত্ত্ব বা অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইবার জন্য উদ্যত। সুতরাং বেদ-বিরুদ্ধ শূন্যবাদ যে, জড়বাদেরই প্রকার ভেদ এবং তদাশ্রয়কারী বৌদ্ধগণ যে আত্ম হনন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, ইহা কোন্ সুস্থ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? সোঽহংবাদ অবলম্বনকারী জ্ঞানিগণ মুখে বলেন যে, তাঁহারা বেদ মানেন এবং চেতন ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহাদিগের মতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটীরহিত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই ব্রহ্ম এবং জীবগণ সেই প্রকার ব্রহ্ম বস্তুর আলোচনা করিতে করিতে ক্ষুদ্র জীবরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। নাম ও রূপ আকারে যাহা কিছু মানবগণ কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, সে সমুদয়কে ইহারা বাস্তব-সত্তাহীন বা মায়িক বস্তু বলেন এবং যাহাতে সে সমুদয় বিষয় আরোপিত হয় তাহাই নির্ব্বিশেষ বা জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাব শূন্য ব্রহ্ম বস্তু। পূর্ব্বে শাস্ত্রোদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবগণ সেবকজাতীয় বা আশ্রিত চেতন বস্তু এবং শ্রীভগবান্ সেব্য-তত্ত্ব ও আশ্রয় চেতন পদার্থ। চেতনপদার্থে যে চৈতন্য ধর্ম্ম বিরাজিত তাহার ক্রিয়া স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয় ও তদ্দ্বারা এক চেতন বস্তু অপর চেতন বস্তুর অস্তিত্বাদি অনুভব করিয়া থাকেন। যে কালে কোন মনুষ্য অন্য কোন পদার্থের চেতন-সত্তার অস্তিত্বাদি অনুভব করেন, সেকালে অনুভবকারীর চেতনত্বের পরিচয় মূল-চেতন-স্বরূপ হইতে উচ্ছলিত হইয়া জড়দেহ ও মানসদেহ পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়। চেতনেতর সত্তার অস্তিত্বাদি অনুভবকালে কিন্তু তাহার চেতনত্বের পরিচয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় পদার্থ অবলম্বিত হইলে চেতনস্বরূপে ও দেহ-মনে এবং অতি সূক্ষ্ম জড়তত্ত্ব বা অব্যক্তা প্রকৃতি অবলম্বিত হইলে কেবলমাত্র চেতন-স্বরূপে অনুভবযোগ্য। অজ্ঞজীবগণ নিদ্রাকালে মনে করেন যে, তাহাদিগের চেতন ধর্ম্মের ক্রিয়া স্থগিত থাকে। সূর্য্য সদা প্রকাশশীল। রাত্রিকালে আমাদের চক্ষু সূর্য্যদর্শনে সমর্থ হয় না। যেহেতু রাত্রিকালে সূর্য্য দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্য কি বলিতে হইবে যে সূর্য্য আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশশীলভাবে অবস্থিত নাই? ইহা যিনি বলেন, তিনি যেমন বিজ্ঞ-সমাজে হাস্যাস্পদ হন, নিদ্রিত অবস্থায় সুপ্ত দেহমনঃকর্ত্তৃক চেতনসত্তা-

গত ক্রিয়াশক্তি না হওয়ায় যে-ব্যক্তি মনে করেন যে, তৎকালে চেতনত্বের লোপসিদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ। নিদ্রাবস্থা ও সোঽহংবাদীর ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি উভয়ই তুল্যরূপীয়। এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিদ্রা অল্পকালস্থায়ী ও ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি দীর্ঘকালস্থায়ী। নিদ্রা হইতে প্রতিদিনই জাগরণ সম্ভবপর; কিন্তু মহাপ্রলয়ের পর যাবৎ না ভগবদিচ্ছায় বিশ্ব পুনঃপ্রকটিত হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত জীবের পুনরায় ভোগার্থে দেহধারণ অসম্ভব। সুতরাং সোঽহংবাদিগণ প্রচ্ছন্ন জড়বাদী। এই প্রকার জ্ঞানীদিগকে ধিক্কার দিবার জন্য ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন এবং যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানতপা বিদ্যারত, তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পিতামাতা-দেশ-সমাজ ইত্যাদি বাহ্য স্থূলদেহ অবিদ্যার স্থূল অভিব্যক্তি এবং অপরাবিদ্যা, শূন্যবাদ, দেবতাবাদ ও সোঽহংবাদ আদি সেই অবিদ্যার সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বা কারণরূপ অভিব্যক্তি। সুতরাং অবিদ্যার সেবা বলিতে তাহার যাবতীয় আবির্ভাবের উপাসনাকে বুঝায়। উহাদিগের হেয়তা ঘোষণা করাই উক্ত শ্রুতি-মন্ত্রের অভিপ্রায়।

'ঈশ্বর' শব্দ ঈশিতার বাচক। সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য যে-সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের শাসনাধীন বস্তু বলিয়া অবগত হওয়া সমীচীন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পৃথক্ পৃথক্ রাজার বিদ্যমানতা দর্শনে যে সকল ব্যক্তি মনে করেন যে, হিন্দুর ঈশ্বর পৃথক্, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর অন্য কেহ, মুসলমানের ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু, শাক্তের ঈশ্বরী দুর্গা বা কালী, শৈবের ঈশ্বর শিব, গণপতি কাহারও ঈশ্বর, সূর্য্য অন্যের ঈশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁহারা 'ঈশ্বর' শব্দের যথার্থ ধারণা সম্যগ্‌রূপে অবগত নহেন ও বহুঈশ্বরবাদী। তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, যিনি এক জীবাত্মার ঈশ্বর, তিনিই অন্য সকল জীবাত্মার ঈশ্বর, তাহা হইলে পরস্পর কলহ বা মারামারি করিতে সাহসী হইতেন না। ঈশ্বর যে তিনি এক ও সকলেরই প্রভু, এই প্রকার ধারণা না থাকায় হেতু পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং হৃদয় হইতে কলুষরাশি দূর করিতে হইলে জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবম্প্রকার বহ্বীশ্বর বাদের প্রশ্রয় না দেওয়া।

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উপরি-উক্ত চারিপ্রকার বাধা যথা (১) মনুষ্যাদিতে সেবা বুদ্ধি, (২) দেবতার সেবা বুদ্ধি, (৩) অতি সূক্ষ্মজড়তত্ত্বে সেবা বুদ্ধি ও (৪) বহু ঈশ্বরবুদ্ধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত আস্তিক ও যথার্থ সেবা-তত্ত্বের সেবাপ্রার্থী। তাঁহার বুদ্ধিই শুদ্ধ এবং তিনিই নিষ্কিঞ্চন। বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাঁহাতেই প্রযোজ্য। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত। তাঁহাকে সাম্প্রতসম্প্রদায়ভুক্ত বা সাম্প্রদায়িকতা-দোষযুক্ত প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক কহে। দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হইবার তিনিই যোগ্য পাত্র। শ্রবণ-মননাদি যাহা কিছু তাঁহার দ্বারা কৃত হয়, তদ্দ্বারা তিনি প্রকৃত ঈশ্বর বা ভজনীয়তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নাম রূপ, তাঁহার ধ্যান বা পূজা, প্রার্থনা বা বিজ্ঞপ্তি যাহা কিছু সাধনাঙ্গ জ্ঞানে তিনি সাধন করেন, তাহা ভজনীয়তত্ত্বের অনুসন্ধানরূপ ক্রিয়ার প্রকার-ভেদমাত্র। দেহান্তে বৈকুণ্ঠ-গমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ সূত্রে শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিবার প্রাগ্‌ভূমিকায় ভগবদুদ্দেশে যাবতীয় কার্য্য সাধন-ভক্তি-রূপে নিষ্পন্ন করা হয়, তৎসমুদয়ই ভজনীয়-তত্ত্বের অনুসন্ধান-মূলক। ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান ফলে ভগবত্তত্ত্ব-গত সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা ভজনেচ্ছুগণের হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকে। যাঁহার হৃদয়ে উক্ত সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা যে মাত্রায় বিকসিত হয়, তিনি সেই পরিমাণে ভগবত্তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। যে কালে উহারা পূর্ণরূপে বিকসিত হয়, সে সময় সাধক সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপ্রেমে আবদ্ধ হন ও বিমল প্রেমানন্দরস চিরকালের জন্য আস্বাদন করিবার-ভাগ্য লাভ করেন। ইহাই মানব জীবনের চরম প্রাপ্য বিষয়।

যাঁহার ইচ্ছা হইতে আমরা স্থূল দেহ লাভ করিয়াছি, তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মার ইচ্ছা পিতার বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্থূল দেহের উৎপত্তি সাধন করেন এবং সেইজন্য তিনি প্রজাপতি বা পিতামহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। জীবের কল্যাণার্থে তিনি শ্রীব্রহ্মসংহিতা নামক একখানি অমূল্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই

পরমেশ্বর বস্তু। অতএব অনন্তিত্বে তাঁহার সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত জীবের কল্যাণ লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। সিদ্ধান্তের বাক্য স্বীকার করিতে যিনি অপারক বা অনিচ্ছুক, তিনি প্রকৃত পক্ষে নাস্তিকের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে

হৃদয়োচ্ছ্বাস *

(১)

গৌর-নাগর করুণা-সাগর
ভকতি-বিনোদ দীনের শরণ।
(তব) বিরহ-উৎসবে মাতিয়াছি সবে
করিতে তোমার গুণ-সংকীর্তন।

(২)

শ্রীচরণে নিবেদন দয়াময়
(আজ) সবার হৃদয়ে হও হে উদয়
এ বড় ভরসা পূরিবেক আশা
ও চরণ হৃদে করি বরশন।

(৩)

(তুমি) গৌরাঙ্গ-সহিতে আসিয়া ভারতে
তাঁর লীলা পুষ্টি কৈলে ভালমতে
পুনঃ তব সেই নিত্য লীলাপীঠে
নিজ কার্য্য-শেষে করিলে গমন।

(৪)

ত্রিতাপজগতে পুনঃ এ ভারতে
হইল বিরহ-নেড়া-বাউলেতে
ভাসিল সকলে মায়াবাদ-স্রোতে
শুষ্কভক্তি দূরে কৈল পলায়ন।

(৫)

'মায়াপুর' নাম গেল লুকাইয়া,
গৌর-জন্মস্থান হইল কুলিয়া
নাগরী-বঙ্গবেশ নেড়া-সহজিয়া
লোক-চক্ষে হলো বৈষ্ণবে গণন।

(৬)

যেন দুর্দ্দিবসে গৌরাঙ্গ-আদেশে
আসিলে এদেশে দীন-ভক্ত-বেশে,
জানাইলে শেষে শুষ্ক-ভক্তি-রসে
বাল-বৃদ্ধ আপামর সাধারণ।

(৭)

ভক্তহৃদে শ্বেতদ্বীপ জাগাইয়া
স্থাপি মায়াপুরে গৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া
প্রকাশিলে সত্য অপ্রাকৃত-তত্ত্ব
সেই 'নবদ্বীপ'—সেই 'বৃন্দাবন'।

(৮)

'শিক্ষামৃত' আর 'সজ্জন-তোষণী'
'বৈষ্ণবধর্ম', 'হরিনাম-চিন্তামণি'
প্রকাশিলে সব ভক্ত-গ্রন্থ-খনি
(ভক্তি) সাধনের পথ কৈলে প্রদর্শন।

(৯)

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ প্রকাশিয়া
প্রেমে নাচাইলে শুষ্ক-ভক্ত-হিয়া
মনোমত লতা বৃক্ষে সাজাইয়া
বৃন্দাবন-কুঞ্জ কৈলে উদ্দীপন।

(১০)

তোমার মহিমাগুণ অগণন
(এ) বদ্ধ জীব কিসে করিবে বর্ণন
হৃদে ধরি সাধু-মহান্ত-চরণ
পাইয়াছি বল করিতে কীর্তন।

(১১)

গুরুদেব প্রভুপাদ-সরস্বতী
জাগালেন হৃদে এই ক্ষুদ্র গীতি
(তাই) ভকতি-বিনোদ-বিরহ-উৎসবে
গাহিতেছি এই উদ্ভাস কীর্তন।

---

* শ্রীগুরুদেবের সহ ঠাকুর-বিরহোৎসবে বিরহকাতর- জনিত:- স্বরচিত গীত।

(১২)

জ্ঞানি-বেদধারি গৌরাঙ্গের গণ
সঙ্গে ব্রহ্মচারী শুদ্ধ-ভক্ত-গণ
কৃপা বিতরণে এ ভক্তিরতনে
ধূলি-কণা জ্ঞানে পদে দেহ স্থান।

(১৩)

ভকতি-বিনোদ প্রভু হে আমার
(আমি) কি দিয়া পূজিব চরণ তোমার
তু-ভক্তি-প্রসূনে গাঁথিয়া যতনে
আনিয়াছি মালা করহ গ্রহণ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)
কটক, উড়িষ্যা।

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪ সংখ্যার পর)

(৩) 'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় ১০৮)

দুর্গমসঙ্গমনী—একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং বিধাবির্ভূতম্।

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

সচ্চিদানন্দ রসময় ('আমি' পদে বিভিন্ন রসের বিষয়-বিগ্রহ) তত্ত্ব এক অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'আশ্রয়'— এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বিশেষতঃ—বক্তা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ-সংযোগেনৈবেত্যুক্তং" (শ্রীজীব প্রভু) "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ-র্যজন্তি হি সুমেধসঃ" (ভাঃ ১১।৫।৩২), "যদ্যত্তত্তদভিপ্রেত্য দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তবঃ" (ভাঃ ৮।২৩।১৬) (শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—) মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ক্ষুণ্ণ দ্বারা), তন্ত্র হইতে (কৃষ্ণ-বৈদগ্ধীভা-দ্বারা) এবং দেশ কাল পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম-সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে। অতএব শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে যে কার্য্য হয়, তাহাই স্পষ্ট ও নিশ্ছিদ্র।

(৪) অদীক্ষিত বা অবৈষ্ণবোপদিষ্ট ব্যক্তি কখনও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির আচরণ বুঝিতে পারেন না; যদি তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করেন, তবে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-গুরু কর্ত্তৃক কিরূপ ভাবে বিনির্দ্দিষ্ট হন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪) "অতস্তাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমনার্গেন শুদ্ধির্ন্নৈব শ্রৌত-বর্ত্মনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩য় সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য) "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যা-ধৃত তন্ত্রসাগর-বচন) টীকা—'নৃণাং' শব্দে দীক্ষিত সকলেরই; 'দ্বিজত্বং' শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)। "এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্বৈ বি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥" (মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬) "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।" (পাদ্মোত্তরখণ্ডে) "শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।"

দীক্ষিত ব্যক্তি যদি অব্রাহ্মণই থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার শালগ্রাম-পূজাধিকার কিরূপে সাব্যস্ত হইবে? তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২২৪ সংখ্যার টীকায় শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—নারদীয়ে—"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি।" ইতিহাসসমুচ্চয়ে। —"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি।"

(৫) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে জীব-কোটি ব্রহ্মার জন্ম শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০ ও চৈঃ চঃ আ ২০।৩০২, লঘুভাগবতামৃতধৃত শাস্ত্রবচন ও ধারকার সুবর্ণ-সভায় আগত চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। "মূর্খলোকে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ"—এই মহাজন

বাক্যানুসারে মূর্খগণ 'ব্রহ্ম একজন জীব বিশেষ' এ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও প্রকৃত ঘটনা তাহাই। যোগ্য জীবের অজ্ঞানে কখন ও কখন ও গর্ভোদকশায়ী অংশে ব্রহ্ম হন।

(৬) নিরীশ্বর কাপিল-মত যে সাধুগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ লঘুভাগবতামৃতধৃত পাদ্মবচন দ্রষ্টব্য। অত্রিবংশজ কপিল, জীব ও সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ কুতর্ক পরিপূর্ণ সাংখ্যতন্ত্র-প্রচারক, আর ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি-কপিল (যাঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে) সর্ব্ববেদার্থসম্মত সাংখ্য-তন্ত্র-প্রচারক। নিরীশ্বর কাপিল মত বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে পতিত হইয়াছে।

(৭) কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাবলম্বীর শ্রাদ্ধ যে আসুর শ্রাদ্ধ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিক জানিতে হইলে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ১৯ বিলাস ও পদ্মপুরাণ মহাভারতাদি শাস্ত্র দ্রষ্টব্য। সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে কোন মহাভাগবত জীবকুলকে আসুর শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আদর্শ স্থাপনার্থ হরির অবশেষ দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারত ও ভাঃ ৭।১৪।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৮) কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন—একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বেদ-ভাগবতাদিশাস্ত্র তারস্বরে ভগবান্ হইতে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ভক্ত-প্রেমবশ ভগবান্ ভক্তকে স্কন্ধে, শিরে, বক্ষঃস্থলে রাখেন; ভক্ত ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগুহকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) কেবল অর্চ্চা-পূজক কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)। সন্দর্ভ ও সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

(১০) যোগাদি-পন্থা-দ্বারা যে জীবের প্রয়োজন লাভ হয় না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—(ভাঃ ১১।২৪।১৪)

"যোগস্তপস্তস্য চ ন্যাসস্তস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥"

—যোগ, তপ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক লাভ করেন; কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরূপ বক্ষী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁরা বক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে মিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে, তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের হাঁড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩২—১৩৬)

(১১) শ্রেষ্ঠ যোগিগণও যে যোগভ্রষ্ট হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সৌভরি মুনি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত যোগিগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যোগাদি-পন্থা সঙ্কট ও ভক্তিপন্থা নির্ভয়, তদ্বিষয়ে শব্দ-প্রমাণ—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৩০)

—অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিনীতদ্যাসধারণানাম্নোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২)

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পশ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩৩)

—এই নিমিত্ত যাহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তি-পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই

সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

এরূপ শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন হইতে পারে।

(১২) জটাকুটধারী কৃত্রিম সাধু বা ব্যবহারিক সমাধ-মধ্যে মগ্নমাত্র ব্যক্তি হইলেই যে আত্মধর্ম্মের বক্তা হইবে, এইরূপ অনুমান প্রাকৃত ন্যায়শাস্ত্র দ্বারাও সিদ্ধ নহে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ভাঃ ৬।৩।১৯, ২০, ২১ ও ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১৩) অমেধ্যভোজী মলদাচারী ব্যক্তির মুখে শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হইতে পারে না, এ বিষয়েও আশ্চর্য্যের কিছু নাই। প্রাকৃত সহজিয়া ও ভোগী সম্প্রদায় মনে করেন যে, ধর্ম্মের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ অনুমান দ্বারা তাঁহারা ভোগ-বৃত্তিটী সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই একবাক্যে বলেন যে, প্রসাদ ব্যতীত অন্য অশুদ্ধ দ্রব্যগ্রহণকারী ব্যক্তি কখনও ভক্তিপথের দ্বারেও আসিতে পারেন না। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ যথা—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।" (ছান্দোগ্যো-পনিষৎ ৭।২৬।২)।

অর্থাৎ আহার শুদ্ধি হইলে (নির্গুণ বস্তু গ্রহণকলে) সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্ত সুনির্ম্মল হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবদ্বিষয়িণীস্মৃতি নিশ্চলা হয়। স্মৃতি ভগবদ্বিষয়ে নিয়োজিত হইলে সর্ব্ববিধ অবিদ্যাগ্রন্থি সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন হয়। সেই প্রকার অনর্থমুক্ত পুরুষই তমোবাজ্যের পরপার অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিবার অধিকারী; ইহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যাগত পরম সত্য। শ্রীকার্ত্তিকেয় এই কথা ভগবান্ সনৎকুমারকে বলিয়াছেন।

শ্রীগীতা (১৭।১০) বলিয়াছেন,—'অমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্'। মদ্য-মাংসাদি অপবিত্র দ্রব্য সকল তামস-প্রিয়। শ্রীহরিনাম অমেধ্যভোজী ব্যক্তির জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না; অপবিত্র আঁস্তাকুড়ে ভগবান্ আসেন না। শুদ্ধজিহ্বার লোভে শুদ্ধব্যক্তির কৃষ্ণসেবা-লোলা নাই। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনাম অবতীর্ণ হন। অশুদ্ধ শ্রীনামের উদয় অসম্ভব—'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাজ্জিতাক্ষেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥"
(ভাঃ ১১।৮।২১)

—যে কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয়।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
(চৈঃ চঃ অ ৬।২২৭)

(১৪) পরনারীসক্ত সহজিয়াগণ 'বৈষ্ণব' নহে বা স্ত্রৈণ ব্যক্তিও বৈষ্ণব নহে, এ বিষয়ে সহস্র সহস্র শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন হইতে পারে। দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে,—(ভাঃ ৭।৬।১১,১২ ও ১৭ শ্লোকে অসুর বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ) "স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহব্রত গো-দাস কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? সে জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়জাত সুখকেই বহু-মানন করায়, ছন্নমোহগ্রস্ত হইয়া কিরূপে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে?"

(ভাঃ ৭।১৪।১২-১৩ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীদেবর্ষির উক্তি) "যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোক্তৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতকে জয় করেন। অধিমে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্য্যবসান-যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, সেই স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্, সত্য, সনাতন, আত্মাই বা কোথায়?"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ লঃ)—"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধাম্न্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥" অর্থাৎ, 'যে অবধি নিত্য নব-নব-চিদ্‌রসনিলয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে আমার চিত্ত অনুরাগোদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি স্ত্রীসঙ্গের কথা স্মরণ হইলেই আমার অতিশয় মুখ-বিকৃতি ও নিষ্ঠীবন-ত্যাগ হইতে থাকে।'

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৭ম লঃ)—ঘনকপিঞ্জরয়ে স্বত্বা পিনদ্ধে পিশিত-বিমিশ্রিত-বিশ্র-গন্ধভাজি। কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্নবেহনুদীর্ণে॥" অর্থাৎ, 'অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদিতা হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গ্লাচকপিঞ্জরময়, চর্ম্মাবৃত, মাংসময়, আমগন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা আর রমণ করিবেন ?'

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪)

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী কখনও বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যার পর)

কুর্দ্দু বাড়ীতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা হড্‌গি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে গড়কের দিকে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে বিজাপুরের একটী উকিল ছিলেন, তাঁহার নাম দেশাই। তাঁহার সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে, উড়ুপীর উত্তরাদি মঠের শ্রীমাধবযতিবর সেইকালে বিজাপুরে বাস করিতেছেন। তিনি আমার পূর্ব্বপরিচিত অধ্যাপক কেত্‌কারের কথা বলিলেন এবং তিনি সম্প্রতি বিজাপুরে আছেন, তাহাও জানাইলেন। মহারাষ্ট্রাধিপ শিবাজীর অনেকগুলি কীর্ত্তি বিজাপুরে আছে। রাত্রে আমরা বিজাপুর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম। সেখানে অবতরণের সুযোগ হইল না। প্রাতে হড্‌গীতে গাড়ী বদল করিলাম এবং মধ্যাহ্ন কালের পূর্ব্বেই হুব্‌লিতে নামিলাম। তথায় মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া লোণ্ডাভিমুখে যাত্রা করি। হুব্‌লিতে একটী কৃষ্ণকায় রেলকর্ম্মচারী আমাদিগকে নানাপ্রকারে অবথা উদ্বেগ দিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা লোণ্ডায় পৌঁছিলাম। রাত্র দুইটার পূর্ব্বে আর গাড়ী না থাকায় আমাদিগের সে দিবস বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। লোণ্ডায় বাজার ও বাসস্থান আদৌ নাই বলিলেও চলে। আমরা রেলওয়ে বিশ্রামাগারে রাত্রের অধিকাংশ কাটাইলাম। এখান হইতে অধিক পরিমাণে নারিকেলবৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। এখানে আম কাঁঠালের গাছও আছে। রাত্র দুইটায় আমরা গোয়া যাইবার গাড়ী পাইলাম বটে, কিন্তু আমাদের গাড়ীতে একটী শ্বেতাঙ্গিনী সম্ভ্রান্তিক মহিলা যাইতেছিলেন বলিয়া আমরা সেই গাড়ীতে উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমাদের অসুবিধা দেখিয়া তিনি একটী প্রথমশ্রেণীর কক্ষে তাঁহার স্থান নিলেন। লোণ্ডার রেলবিশ্রামাগারে অবস্থিতিকালে পুনার একজন সম্ভ্রান্ত পার্শি ঠিকাদারের (contractor) সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের সুবিধার জন্য বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরিচিত বন্ধুর বাসায় চলিয়া যান। শেষরাত্রে গাড়ীতে অবস্থান করায় আমরা 'কালদ্ রক্' নামক জলপ্রপাত দর্শন করিতে সুবিধা পাই নাই। 'কোলেম' নামক ষ্টেশনে আরোহিদিগের যাবতীয় দ্রব্য শোধনের জন্য ঐ সকল ধূম্রান্বিত করা হইয়াছিল, এবং রোগ-পরীক্ষক ডাক্তারগণ সকলের নাড়ীপরীক্ষা করিয়াছিলেন। অষ্টেরম ও কাষ্টামের লোকসকল তাঁহাদের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'সমুদ্রম্' ষ্টেশনে কতিপয় গোয়ানিজ্ সপরিবারে আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহারা সেণ্ট জেভিয়াস্ এর বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসবে যাইতেছিলেন ১০ টার সময় আমরা তাঙ্কোডাগামায় অবতরণ করিলাম। তথায় নরসিংহরাও নামক অনেক গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত-ধর্ম্মশালায় আমাদের বাসস্থান হইল। এই ব্রাহ্মণটী সবংশে সহযাত্রিগণে আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমরা তার পরদিন উড়ুপী যাইবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতে 'মারমা গোয়ায়' গেলাম। সেখানে 'কিলিক্ নিম্মানের' স্থানীয় বড়বাবু একজন গৌড়সারস্বত-ব্রাহ্মণ, কাণে কিছু কম শোনেন, আমাদিগের জাহাজে সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় (ধর্ম্মশালায়) আসিলেন। যদিও এই সকল প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ অত্যন্ত অধিক, তথাপি ফলগুলি অত্যন্ত ছোট এবং দর অত্যন্ত বেশী। পর্ত্তুগীজ-রাজ্যে ভূমির কোন খাজনা নাই, কিন্তু নারিকেল বৃক্ষের ফলগুলি সরকারের প্রাপ্য। উহাই ভূমির করস্বরূপে আদায় হয়।

এখানে এক পয়সার পোষ্টকার্ড ও দুই পয়সার খামের পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা পর্ত্তুগীজ রাজ্যে ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পত্রাদি লেখা যায়। এখানে চোরের প্রতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, শোনা গেল। এতদ্দেশের অধিবাসী অধিকাংশই সেণ্ট্ জেভিয়ার্স এর ভক্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ স্থানীয় অধিবাসিগণ অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষক, মাঝি প্রভৃতির বসনাদি না থাকিলেও গলদেশে এক একটী ক্রুশ ঝুলিতেছে।

তাম্বোডাগামা বা মারমা গোয়া হইতে মোটারযোগে-কায়তোলিম্ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তথায় নদীর অংশ-বিশেষ নদী পার হইয়া অপর পারে মোটারের বন্দোবস্ত আছে। তদ্দ্বারা প্রাচীন গোয়া ও নবীন গোয়া উভয় স্থানেই যাওয়া যায়। ঐ গুলি আরব সাগর বেষ্টিত দ্বীপপ্রায়ভূমি।

আমরা পরদিবস মোটারযোগে তথায় গিয়াছিলাম। সেই দিবসও প্রাচীন গোয়ায় সেণ্টজেভিয়ার্স এর উৎসব হইতেছিল। অসংখ্য মানবশিরে সেই স্থান এতাদৃশ আকীর্ণ হইয়াছিল যে, পদব্রজে সেখানে গমন করাই কঠিন। পুণ্যার্থী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দলে দলে এরূপ ভিড় করিয়াছিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায়ও তাদৃশ জনসঙ্ঘ পরিলক্ষিত হয় না। আমরা নবগোয়ার কয়েকটী ধর্ম্মাধিকরণ ও বিপণিবিশিষ্ট পণ্যবীথিকা দর্শন করিলাম। ছুটির দিন বলিয়া গভর্ণরের অফিস প্রভৃতির ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইলাম না। প্রাচীন গোয়ায় উৎসব-উপলক্ষে শতসহস্র মটরকার ও টঙ্গাগাড়ী উপস্থিত ছিল। গোয়াপ্রদেশে প্রাচীন আর্য্যদিগের দেবমন্দিরাদি সম্প্রতি ত্যক্তপূর্ব্বরূপে অনাদৃতাবস্থায় পতিত আছে। এমন কি, কয়েকটী তীর্থস্থানে হিন্দুদিগের অভিধান নিষিদ্ধ হইয়াছে! পবিত্রোদক জলাশয়ে তীর্থস্নানাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ! একদিন এই গোয়ায় শ্রীবিদ্যারণ্য ভারতী যাবনিক সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তরপ্রদেশে সকলকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহার কয়েক শতাব্দি পরেই এখানে পুর্ত্তুগীজরাজ্য হইয়াছে। আমরা মধ্যাহ্নের অনতিবিলম্বেই তাম্বোডাগামা ফিরিয়া আসি ও বৈকালে রেলে মারমাগোয়ায় পৌঁছি। সঙ্গের দ্রব্যাদি স্বতন্ত্রভাবে মারমাগোয়ায় প্রেরিত হয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা 'বাহাদুরী' নামক কারগো-জাহাজে মাল্পি যাইবার জন্য স্থান লাভ করি। গোয়া হইতে মাল্পি যাইবার প্রথম-শ্রেণীর কেবিনভাড়া ১৭৷৵০ উচ্চশ্রেণীর শুদ্ধ ৯৷৵০ এবং নিম্নশ্রেণীর ৬৷৵০। ১১টা ১৫ মিনিট রাত্রে মারমা গোয়াবন্দর হইতে অর্ণবপোত কারবারাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। পথে তদ্রি ঈমার ষ্টেশন। 'তদ্রি' হইতে ৩ মাইল ঘুরে গোকর্ণ-তীর্থ। রাত্রি দুইটার সময় আমরা জাহাজ হইতে মাল্পি যাইবার জন্য নৌকায় অবতরণ করি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিন্ধু-মারুতের বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। কিন্তু রাত্রি শেষের দিকে মাল্পিতে নৌকায় উঠিবার সময় অনেকটা শান্ত ভাব পরিলক্ষিত হইল। আমরা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই অর্থাৎ জাহাজ হইতে একঘণ্টা নৌকাপথে গিয়া মাল্পির চড়ায় পৌঁছিয়াছিলাম। অষ্টেয়রের কর্ম্মচারী না আসা পর্য্যন্ত আমাদিগকে নৌকায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল। তথায় নামিয়া একটী পক্কোপাসক, সামান্য ইংরেজী জানেন,—এরূপ একজন ব্রাহ্মণের সহিত কথোপ-কথন হইল। ইত্যবসরে গো-শকটবাহীর মধ্যে একজন অযোক্ষজ প্রভুর একখানি পট্টবস্ত্র হরণ করিয়া ফেলিল। কিছুতেই তাহা আর পাওয়া গেল না। আমরা কয়েক খানি শকটে আরোহণ করিয়া প্রাতঃকালেই উড়ুপী পৌঁছিলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং—মহাশয়, আমি গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক নহি, কিন্তু একজন গৌড়ীয় পাঠক ও গ্রাহক-সংগ্রাহক। শ্রীপত্রিকার নানাস্থানে পড়িয়াছি,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এই তোমার সঙ্গ নাহি করি॥

এই তোতাটীর পরিচয় বিশেষভাবে বিস্তারিতরূপে জানিবার একান্ত বাসনা। বিশদভাবে জানাইয়া বাধিত করিলে উপকৃত হইব।

'তোতা কহে'—এ 'তোতা' কে? তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছা করি। ইনি কি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব —এই দোষ চতুষ্টয় বর্জ্জিত? তাঁহার বাক্য কি বেদবাক্যের ন্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অবশ্যই প্রতিপাল্য? যদি আমার উপরি উক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি শ্রীগৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে। ইতি—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত
শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর

অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম ভগবান্ শক্তিমদ্বস্তু; শক্তি—তাঁহার আশ্রিত। সেই শক্তির বিবিধ প্রকাশ,—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি এবং অতি উপাদেয়রূপে ভগবানে নিত্যা আশ্রিতা। তদ্বিপরীত মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তিরও শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সেই মায়াশক্তি পরিহতভাবে পূর্ণপুরুষ ভগবানেই আশ্রিত। ইহাই প্রমাণ চূড়ামণি বিদ্বদনুভব-স্বরূপ বাদরায়ণের সমাধিলব্ধ প্রত্যক্ষ এবং চতুঃশ্লোকীর "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" শব্দ-প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। অতএব যেখানে যেখানে শ্রীভগবানের স্বরূপ বা তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানেই সম্যক্-প্রণিহিত-অমলচিত্ত বিদ্বদ্গণ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিত ভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে ভগবানে সমাহিত না হইলে, কেহই স্বরূপশক্তিসমন্বিত পূর্ণপুরুষ এবং অপকর্ষ-ভাবে তদধীনা বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীনারদোপদিষ্ট ব্যাসদেব সমাধি-যোগে ভগবৎ স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তিযোগী ব্যাসানুগগণও তাহা দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অপরে পারেন না। যেমন, ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে যে ভূত আক্রমণ করিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত থাকিয়া সেই বিমুগ্ধবিমোহিনী পিশাচিনীকে চিনিতে পারে না। ব্যাসদেব যেরূপ নারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মায়ার স্বরূপ জানিবার অভিনয় ও আদর্শ দেখাইয়া ছিলেন, তদ্রূপ মায়াবিমোহিত জীবও মায়ানির্ম্মুক্ত শ্রীগুরু দেবের কৃপায় ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও সম্যক্ প্রণিহিত হইয়া স্বরূপশক্তিসমন্বিত ভগবান্ ও তদপাশ্রয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পত্রে যে তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়, তিনি সেই প্রকার ব্যাসানুগ অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের কোন এক মহাপুরুষ। ভক্তিযোগপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধীভূত এবং ভগবানে সম্যগ্রূপে সমাহিত ছিল, তাই তিনি একদিকে যেমন স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবক ছিলেন, অপরদিকে আবার ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা বিমুগ্ধবিমোহিনী মায়ার বিচিত্ররঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ পরদুঃখ-কাতরতা বশে মায়ার নাট্যগুলি পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু-জনগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাধন পথের পরম বন্ধু ও গুরুগিরির কার্য্য করিয়াছেন। সর্ব্বকালেই মহাজনগণের এইরূপ অযাচিত করুণায় জীবকুল ধন্য হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রে শ্রীব্যাসদেব ভট্টপ্রাভাকর, কণাদ, প্রশস্ত-পাদ, ক্ষণিকবাদি-বৈভাষিক, শূন্যবাদি-সৌত্রান্তিক, স্যাদ্-বাদি মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদি যোগাচার, চারুবাক্‌নিপুণ চার্ব্বাক প্রভৃতি মায়াবৈচিত্র্যরঙ্গবাদিগণের মতবাদসমূহ বেদান্ত অর্থাৎ বৈদিক সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণকে জানাইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ব্যাসানুগ-আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরও—

"নানামত গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপয়িত্বা বিমুচ্যৈতান্ গৌরচন্দ্রে ন বৈষ্ণবান্॥

ব্যাসানুগ মহাত্মা তোতারামও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যাহা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে সকল শ্যামাশস্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার

স্বরূপ অর্থাৎ সেগুলি যে প্রকৃত ধাম নহে, তাহা উপরি উক্ত পদ্যে সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলির প্রভাবে মহাত্মা গোতামাম-কথিত ত্রয়োদশটী অসৎসঙ্গ আরও বিভিন্ন আকারে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নাম-ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। উপরি-উক্ত তেরোটী বিদ্ধমতের বিস্তৃত পরিচয় একটী প্রবন্ধে অসম্ভব। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে উহাদের পরিচয় এবং ঐ সকল মতের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। অসৎসঙ্গিগণের কথা আলোচনা করিলে জগতের অধিকাংশ লোকেরই অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। কারণ জগতের অধিকাংশই আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অসৎসঙ্গে পতিত। শ্রীগৌড়ীয় ঐরূপ অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াও লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত আছেন। অসৎসঙ্গের আলোচনায় অনেক অসৎকথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। কারণ, তাহা না হইলে অসদ্ব্যক্তিগণের স্বরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, এজন্য আমাদিগকে গৌড়ীয়ের সহিষ্ণু ও সদাশয় পাঠকবর্গ এবং কৃপাময় বৈষ্ণববর্গ ক্ষমা করিবেন।

উপরি-উক্ত তেরটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতটীই মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারী। ঐ সকল বিদ্ধমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের বাস্তবিকভাবে 'পুষ্টি' অর্থাৎ নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে ঐ সকল কদর্য্য বিদ্ধমত বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া পরমোপাদেয় বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের নির্ম্মল সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে সাহায্য করিলেও ঐ সকল মতের সহিত অন্বয়ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সর্ব্বসৎসিদ্ধান্তসমন্বিত কোনও সম্বন্ধ নাই। উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধমত শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোধর্ম্মের যুক্ত-প্রযুক্তি হইতে উদিত হইয়াছে।

ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আনুকরণিক। সৎসিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্গুরুর অনুসরণে আত্মধর্ম্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে বিপরীত ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বা তদতিরিক্ত অন্যান্য বিদ্ধসম্প্রদায়। ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-লেখক-গণের দু'একটী শব্দের কদর্থ ও বিপর্য্যয় করিয়া স্ব-স্ব-মতের প্রতিষ্ঠার্থ প্রযত্ন এবং অধোক্ষজ গুরু ও ভগবান্‌কে মনোধর্ম্মের কারখানায় ফেলিয়া (?) স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে মাপিবার, পরিবার অসতী প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১। আউল বাদ—'আউল' শব্দটী 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দের পরিণাম। আর্ত্ত, আতুর, কাতর, বিহ্বল প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ। সাহিত্যে প্রেমার্ত্ত, প্রেমাতুর, কামার্ত্ত, কামাতুর, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, শোকার্ত্ত, শোকাতুর প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাবনিক ভাষায় 'আউল' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রথম বুঝায়। শ্রেষ্ঠের অনুগত অবয়বগণ তাঁহাদের পুরুষকে বা ভাইকে আউল বলিয়া থাকেন।

সর্ব্ববিধভেদাভেদবিবর্জ্জিত সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত চিদ্বিলাস-রাজ্যে নায়ক বা বিষয়ালম্বন একজন; তিনি অন্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই একমাত্র বিষয়ালম্বনের আশ্রয়ালম্বন অবশিষ্ট সকলেই। সেইরূপ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে যে স্বাভাবিকী নিষ্কপাধিকা প্রীতি, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমে কোনও প্রকার কামগন্ধ নাই। চিদ্বিলাস-রাজ্যের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড়বিলাসরাজ্যে ভোক্তাভিমানী পুরুষের বহুক্ষ-হেতু হৈতুককাম-ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতের বিচারে তাহা যতই শুদ্ধ ও উচ্চ হউক না কেন, তথাপি তাহা হউকসুখতাৎপর্য্য না হইলে নিশ্চয়ই কামগন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু অন্বয়তত্ত্বব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়ালম্বনগণের নিষ্কপাধিকা প্রীতি সম্পূর্ণ নির্ম্মল; কারণ সেখানে—"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ", "কৃষ্ণ লৌহ বস্তু বৈছে নাহি কোন দাগ।" তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥" অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণ যখন একমাত্র অধোক্ষজ বিষয়ালম্বনের সুখৈককামী হইয়া তাঁহার সেবাতুর হন, তখন যে ব্যাকুলতা, কাতরতা ও বিহ্বলতা, তাহা প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার ভুক্তোগোত্থ কাতরতার সহিত সমান নহে। বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের জন্য, অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণের যে অপ্রাকৃত সহজ আতুরতা, প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতে

কিম্বা জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সেই উৎপাত বিভিন্ন আকারে উপরি-উক্ত প্রবোধশচী বিদ্ধসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। 'আউল' নামক আনুকরণিক সম্প্রদায়টী সেইরূপ উৎপাতপূর্ণ মতবাদের অন্যতম। এই আনুকরণিক সম্প্রদায় কিরূপভাবে উৎপন্ন হইল, তাহা নিম্নে বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দ হইতে 'আউল' 'আউলায়' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে.

যথা:—(১) নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥
(চৈঃ চঃ অ ৮।২৩)

(২) ভাগবত পড়িতে প্রেমে **আউলায়** তাঁহার মন।
(চৈঃ চঃ অ ১৩।১২৬)

(৩) মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ-দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈল মন, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর **আউলায়**॥
(চৈঃ চঃ অ ১৪।৫১)

(৪) যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী চিত্ত **আউলায়**।
(চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬)

(৫) কাজে নাহিক **আউল**।
(চৈঃ চঃ অ ১৯।২১)

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আউলায়' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-সাহিত্যে 'আউল' শব্দে অপ্রাকৃত, 'প্রেমাতুর,' 'প্রেমার্ত্ত,' 'প্রেমবিহ্বল,' 'প্রেমশিথিল', 'প্রেমপূর্ণ', 'নিষ্কিঞ্চন' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে; ইহাতে কোন-প্রকার হেয়তা বা কামগন্ধযুক্ততা নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা আত্মবৃত্তির সহজভাব ও তদ্ব্যঞ্জক শুদ্ধশব্দের তাৎপর্য্য ধারণা করিতে অসমর্থ কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনগড়া একটী অবৈধ মতবাদ সৃষ্টি করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাহাকে 'আউল' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন এবং "মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ-প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও গোস্বামিগণ সকলেই আউল ছিলেন (কারণ শ্রীচরিতামৃতাদি শাস্ত্রে 'আউল'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)"—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এই 'আউল'বাদ সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা-মতেরই ভিন্ন আকার ও ভিন্ন পরিভাষামাত্র। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানি-ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে 'প্রকৃতি' বা ভোগ্য; এবং নিজদিগকে 'পুরুষ' বা 'ভোক্তা' মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের 'ঢং' বা অনুকরণ করিয়া অবৈধভাবে বিলাসরত হওয়াকেই 'সাধন' বলে। এক একজন 'আউলে'র সহিত বহু 'প্রকৃতি' থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ নিজস্ত্রী, কেহ বা পরস্ত্রী, বারবনিতা প্রভৃতি। ইহারা নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী ও বারবনিতা কোন ভেদ করে না। ইহাদের কাহারও সহিত অ সময়য় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ইহারা এত উদার যে, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়! বাউলদের মত আউলগণ দাড়ী গোঁপ রাখে না। ইহারা বলে,—"সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই—এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক; অতএব সাধকমাত্রেরই তাহা ত্যাজ্য।" ইহারা মনে করে, বেদাদিশাস্ত্র "যাহা আছে, তাহা শুদ্ধ নহে। তাহাদের মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বেদাতীত, বা বেদ-শুদ্ধ সুতরাং তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট!"

এই বিদ্ধমতবাদ কোনও শুদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। এই অসৎ মতবাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের অপ্রাশ্রিত হেয়তামাত্র। এই বিদ্ধমত কোন প্রকারেই যে 'বৈষ্ণবমত' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে,—

(ক) বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই মায়াবাদের বিরোধী; কিন্তু বিচার করিলে জানা যাইবে যে, আউলমত মায়াবাদেরই একটী প্রকার বিশেষ। কারণ বৈষ্ণবমতে আশ্রয়ালম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও বিষয়ালম্বনের বহুত্ব নাই। বিষয় আলম্বন এক অদ্বয়তত্ত্ব; কিন্তু আউল মতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। বহুপ্রকৃতির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে বহু পুরুষ স্বীকৃত হয়।

(খ) শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীবমাত্রই প্রকৃতি। কিন্তু আউলগণের মনোধর্ম্মীয় মতে জীবের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাভিমানী, কতকগুলি প্রকৃতি-অভিমানী।

(গ) আউলগণ বিবর্ত্তবাদী, কারণ তাহারা দেহে

আত্মবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণ বা গোলকেই 'পুরুষ' বা 'প্রকৃতি' বিচার করিয়া থাকে।

(ঘ) বৈষ্ণবমতে জীব কখনও নিজকে ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি বিচার করে না; কিন্তু 'আউল'গণ সর্ব্ববৈষ্ণবশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজদিগকে 'কৃষ্ণ' 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরাধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং আউলমত মায়াবাদেরই অন্তর্গত।

(ঙ) শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে জীব নিজকে বিষয়ালম্বন জ্ঞান করা দূরে থাকুক, এমন কি জীবের মূল আশ্রয়গণের সহিত ও একত্ব-ভাবনা 'মায়াবাদ' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। (শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ৩৭সংখ্যক দ্রষ্টব্য) এমতাবস্থায় আউলমত যে কখনই বৈষ্ণব-মত নহে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি?

(চ) একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা বা তাঁহার লীলাবিলাসের চঙ্গ বা অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণ-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(ছ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারে পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি কার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণও কখনও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীগৌর বা গৌরপার্ষদগণকে পরবর্ত্তিকালের মনোধর্ম্মী ভোগপর-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণিত হইবে।

(জ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে কামকথার অবকাশ থাকা দূরে থাকুক, তাহাতে হৈতুক অভিলাষ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। সেই প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম কখনও ব্যভিচারযুক্ত মত হইতে পারে না। অতএব আউল মত কখন মহাপ্রভুর মত নহে।

(ঝ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শাস্ত্রত-শাস্ত্রবিরোধী ও সচ্ছাস্ত্র-বিচারহীন আউলগণের মনোধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

(ঞ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের প্রতি আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি। আর আউলের ধর্ম্ম অক্ষর রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি হৈতুক কামবৃত্তি। একটী অপ্রাকৃত, আর একটী প্রাকৃত। একটী অব্যভিচারী আর একটী হেয়-ব্যভিচারী।

(ট) গোস্বামিগণ বা কোনও কৃপানুগ মহাজন আউলমত স্বীকার করেন নাই। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মহামহোৎসব

গত শ্রীস্নানযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসব, —প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীধাম-পরিক্রমা, কীর্ত্তন-মহামহোৎসব, দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। অনবসর কালে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠেও সংকীর্ত্তনাদি-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীপুরীধাম হইতে বহু যাত্রী এবং ভক্তগণ তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পুরী শ্রীরাধাকান্ত মঠের ভক্তগণ এবং আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও পুরী হইতে সমাগত যাত্রিগণ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুর অক্লান্ত সেবায় আলালনাথের ন্যায় চর্ম্মস্থানেও বহু লোকের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার সর্ব্ববিধ সুযোগ এবং সংকীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। গত ১৪ই আষাঢ় বুধবার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীভক্তি-কুটীতে তাঁহার তিরোধান বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের অপ্রকট তিথি-বাসরে অপরাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সংলগ্ন রত্নাকর-তটস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য ভবনে একটী সভা আহূত হয়। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় হইতে দলে দলে লোকসমূহ আগমন করিয়া সভায় যোগদান করিতে থাকেন। অবশেষে তাহা একটী বিরাট সংসঙ্গে পরিণত হয়। এমন কি, জনতা এত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল যে, প্রাসাদতুল্য ভবনের চতুর্দ্দিকে

লোকসমূহে দণ্ডায়মান হইয়া চিৎপ্রতিকার ন্যায় ভক্তবৃন্দের বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। প্রথমতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত একটী কবিতায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বন্দনা-গীতি গান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু, পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক ও কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্. এ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রভৃতি বহু বক্তা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার ও প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা ও ভক্তি-প্রাণতার সহিত স্বীয় আচার্য্যদেবের চরিত্র বর্ণন করিতে থাকিলে শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই হরিকথামৃত পান করিতে থাকেন। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলারও সেই স্থানে সমাবেশ হইয়াছিল; তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা ছিল। বক্তৃতার পর উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে সমাগত ভক্তসঙ্ঘকে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বিভিন্ন মঠ হইতে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত মহোদয়গণ, দূর দেশান্তর হইতে শ্রীরথযাত্রা দর্শন-পিপাসু ব্যক্তিগণ, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অনিকেত কাঙ্গালগণ এবং বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ প্রচুর পরিমাণে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ গৌর-বিহিত পদাবলী ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে থাকিলে প্রসাদসন্ধানকারিগণও সেই সকল পদাবলী-অনুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শত শত লোকের সমবেত কণ্ঠধ্বনি প্রতি মুহূর্ত্তে মুখরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহলের অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দিয়াছিল।

এই উৎসবে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যমণ্ডলী ও মঠের ব্রহ্মচারিগণ বিশেষতঃ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ যে অক্লান্ত গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক মাত্রেরই অনুসরণীয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীরথযাত্রার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অগণিত ভক্তবৃন্দ একটী বিরাট্-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথাগ্রে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। রথযাত্রার দিবস তথায় মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিলেও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের অতি সম্মুখে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে গুণ্ডিচা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংকীর্ত্তন-সেবায় এতদূর প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন-নৃত্য হইতে বিরত হন নাই।

গত ১৯শে আষাঢ় হেরা-পঞ্চমী দিবস হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবের সবিশেষ বিবরণ উৎসবান্তে শ্রীপত্রে প্রকাশিত হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই, গৌরাব্দ ৪৪১, সোমবার শ্রীলক্ষ্মীবিজয় দিবস হইতে ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত কটক "শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে" মহা-মহোৎসব হইবে। ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই শনিবার উক্ত মঠে **শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের অভিষেক** হইবে। এতদুপলক্ষে উৎসবকালে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীহরি-কীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীভক্তি-বিবেক ভারতী, শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। শ্রীঅতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা** বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ) **শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা** (সান্যাল) **শ্রীপিয়ারীমোহন দেবশর্ম্মা** মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
ফল্গুবৈরাগ্য-রহিতা সম্বন্ধ-সহিতা
বিষয়ান্ ভুঞ্জতো সর্ব্বে মাধবে।

গৌড়ীয়

নাপরিজ্ঞানতো যুক্তা বিনিযুঞ্জতিরূপতঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যারা অনুকূল
বিষয় বলিয়া তাদের ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩১শে আষাঢ় ১৩৩৪, ১৬ই জুলাই ১৯২৭ | ৪৭শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে॥
প্রভু বলে তোমরা চিন্তহ কি কারণে।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমরা যা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিযাঙ আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা আমি না ছাড়িব কোনক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম যেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার॥
এই মত আরো আছে যত অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতে ও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা সঙ্গে॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৭।১৩-১৪, ১৬)

সর্ব্ব বেদে ভাবেন প্রভুরে দেখিতে॥
কীর্ত্তন করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।৬)

সর্ব্ব বেদে পুরাণে আগম মোর চারি।
ভক্তের আশ্রমে মুক্তি থাকে সর্ব্বারি॥
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিচার।
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্ব অবতার॥
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা' সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সবে সত্য জান' ইহা॥
(চৈঃ ভাঃ অ ১।২৬-২৭)

অগৌরে উঠিয়া প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন কোনে ভয় কর কার॥
এই মোর সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিন্দে যে বিপ্র চরে॥
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তোরা কেনে দেখ ফের ফিরে সুদর্শন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ২।৪২-৪৩)

বাংদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক যাহিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ২।১৫৬-১৫৮)

সম্পাদকীয়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় গৌড়ীয়-সম্পাদককে জানাইয়াছেন,—

'ছিদ্রান্বেষী-সম্পাদক যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত নিরপেক্ষ লোক উক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্পাদকের কুমতের তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রকৃতিবাদী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত—যে বৈষ্ণব আচার ব্যবহারের কোন ধার ধারে না, সে ত্রিজগদ্বরেণ্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি গায়ের জোরে ঈর্ষামূলে বিদ্বেষ করিবে, তাহা কোন নিরপেক্ষ সাধু ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেন না; এখন তিনি কাগজিক হিসাবে জগতের লোকের নিকট যত বড়ই হউন না কেন তাঁহাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিবৃত্ত করান সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমি একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠাইলাম, তাহা আপনাদের পত্রে স্থান দিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।'

নিবেদক—

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

কুচবিহার।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয় গৌড়ীয়-সম্পাদককে লিখিয়াছেন,—

'ছিদ্রবাদী-সম্পাদকের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্বন্ধে অন্যায়-ভাবে তত্র সমালোচনা লিপ্টাচারে খণ্ডন করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার কি অধিকার আছে? তিনি নিজে কতদূর বৈষ্ণব-পদ আচরণ করেন? তিনি কোন্ বৈষ্ণব-গুরুর কাছে কোন দিন অভিগমন করিয়াছেন কি? জাগতিক বদ্ধ জীবের মুক্তপুরুষ বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কি যোগ্যতা আছে? নিজের ওজন বুঝিয়া ওরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভাল ছিল না কি? আমরা তাঁহার একপ অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ছিদ্রবাদীর অশিষ্টাচারে দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি যখন নিজে বৈষ্ণব নহেন, তখন তাঁহার চুপ থাকাই ভাল ছিল। সকল সাধু ব্যক্তি তাঁহার এরূপ অবিবেচনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অচিরেই তাঁহার ভিত্তিহীন ঈর্ষামূলক কথাগুলিকে নিরস্ত করিবেন।'

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ বহু প্রতিবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাবে বর্ত্তমান সংখ্যায় সমস্ত পত্র-গুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয়ের বিস্তৃত প্রতিবাদ-প্রবন্ধটীও এবার পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারিল না; আশা করি, তজ্জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

গৌড়ীয়ের এই সংখ্যায় অনেকগুলি প্রতিবাদ-পত্র এক সঙ্গে প্রকাশিত হইল। গৌড়ীয়ের বৈষ্ণব-পাঠকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা-নিবন্ধন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—'ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিজনে' এই আদেশ বাক্যটী স্মরণ করিয়া এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-খণ্ডনরূপ আদর্শ বৈষ্ণবাচার স্মরণ করিয়া আমাদিগের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এইরূপ প্রবন্ধে তাঁহারা কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, অভাবাদীর স্বরূপ বিশ্বরূপে জানিতে পারিয়া ঐ সকল অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ গ্রহণ-রূপ বৈষ্ণবাচার—যাহা মহাপ্রভু সমগ্র জীবকে পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার আত্যন্তিক কর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কর্ম্ম-শান্তিপ্রয়াসিগণ অনেক সময় বাদ-বিসম্বাদ পছন্দ করেন না, কিন্তু অন্যথা ও ব্যতিরেক-বিচার-রহিত হইয়া কখনও পরাশান্তিদেবীর কৃপা পাওয়া যায় না। চতুঃশ্লোকী ভাগবত ও আচার্য্যগণের চরিত্র ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ভক্তি-পথ আকর্ষক-কারীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে নিজের ভক্তিবিষয়ে শিথিলতা প্রকাশ পায়। গৌড়ীয়ের সুধী পাঠকগণ ইহা বিশেষরূপে জানেন, সুতরাং বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

কল্যাণ-কামনা

'শ্রীভক্তিপ্রভা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভক্তি-বাচস্পতি মহাশয় 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্বজিজ্ঞাসা-' নাম অবলম্বন করায় সজ্জন-সমাজ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। কাজীর নিকট গিয়া 'দোল-দুর্গোৎসব' আছে

কিনা জিজ্ঞাসা করিলে মাননীয় কাণী মহাশয় নিশ্চয়ই উত্তরে বলিবেন যে, তাঁহাদের 'ভড়িঙে' ইলসকের উল্লেখ না থাকায় ঐরূপ 'অদ্ভুত' পদ্য হিন্দুর হইতে পারে না। অথবা নব জ্ঞানে নবদ্বীপের সহিত আলাপ করিতে গেলে সে নিশ্চয়ই আলা কোরী সভ্য নরের কাণ্ড-চোপড় ছিঁড়িয়া দিবে। নির্বিশেষবাদি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকের নিকট যদি কেহ অশেষকল্যাণৈকগুণনিধি চিন্বিলাসপরায়ণ ভগবানের অস্তিত্বের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক মহাশয় নিশ্চয়ই বলিবেন, কৃষ্ণের লীলাবলীর কথা বেদে নাই, রাধিকার কথা ভাগবতে নাই, সুতরাং নব্যমতাচারিত রাধাকৃষ্ণ উপাসনা অশাস্ত্রীয়। কিম্বা আধ্যাত্মিকজ্ঞান-গর্ব্বিত ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়কে যদি গৌরাঙ্গলীলা সমালোচনা করিবার মুকস্কিগিরি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ডাক্তার মিত্র মহাশয় বলিবেন, গৌরাঙ্গ "বায়ু-রোগগ্রস্তা জননীর গর্ভে জন্মলাভ করায় উত্তরাধিকারিসূত্রে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রচারিত মত অদ্ভুত মত ও অগ্রাহ্য। শাক্তগণ তাঁহাকে শাক্তধর্ম্ম-বিরোধী এবং প্রাচীন মতের হিন্দুগণ তাঁহাকে বেদমূলক ধর্ম্মের উচ্ছেদক তথা স্মৃত্যুদিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপ্লবকারী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কেবল কিছুকাল হইতে এবং ইদানীং কতকগুলি লোক প্রাচীন সাধনভজন প্রণালীর সংস্কার-বাসনেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনকারী বিবেচনায় তাঁহাকে তদনুরূপ সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন।" (ভুবনেশ্বর মিত্রের গৌরাঙ্গলীলাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদীকে যুক্তরাক্ষণতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, 'যখন তাঁহার গ্রাম্যবার্ত্তার মেহেলি অভিধানে ঐরূপ শব্দ নাই, তখন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেও ঐরূপ শব্দ বা কথা থাকিতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার ঐরূপ অর্ব্বাচীনা উক্তিতে মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

হিতবাদী-সম্পাদকের সিদ্ধান্ত-মতে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদক মূলধর্ম্ম নহে'—এইরূপই মনে হয়। সুতরাং তিনি যে বেদ ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে কতদূর সম্মান করেন এবং কতদূর বৈষ্ণবধর্ম্মের সমালোচনা করিবার অধিকারী, তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করিবেন। তাঁহার লেখনীর প্রতি অক্ষরে বৈষ্ণববিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না, তিনি ১৬ই আষাঢ়, ১৩০৪ সাল তারিখের তাঁহার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের স্বত্ব শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি-সঙ্কলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস' নামক গ্রন্থ এবং তৎপরবর্ত্তী সংখ্যার বাস্তবিকে 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' নামক আর একটী গ্রন্থের সমালোচনায় যে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয় অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত বৈষ্ণববিরোধভাবটী সুবুদ্ধি-মান লোকলোচনের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে গ্রন্থে বৈষ্ণব-মত ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা নির্ণয়াতিত হইয়াছে,সেই গ্রন্থ না * সেইরূপ সিদ্ধান্তই হিতবাদীর মতে 'বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী'! উপযুক্ত বাঙ্গালী বটে!

শ্রীমধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ সমালোচনায় হিতবাদীর সম্পাদক বলেন,- 'গ্রন্থকার শাক্তধর্ম্মের প্রতি যে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা আদৌ বৈষ্ণবোচিত হয় নাই। হিতবাদিসম্পাদকের মত এই যে, অবৈষ্ণবগণে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করা এবং সভ্য সমাজের শিষ্টাচারগঠন করাই মনুষ্যোচিত; কিন্তু সত্য কথা প্রচার করা বৈষ্ণবোচিত নহে! হিতবাদিসম্পাদক সাধারণ সভ্যসমাজের সৌজন্যটী পর্য্যন্ত জানেন না দেখিয়া সভ্যসমাজ তাঁহার দুর্ভাগ্যে দুঃখিত। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক মহাশয়ের অন্ধভক্তি ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশাভাব ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের মতামত প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা করেন অথচ জানেন না যে, শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য বেদান্তের 'উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে ও 'অনুবন্ধাধিকরণে' কিরূপ প্রবল যুক্তিদ্বারা শাঙ্করবাদ নিরাস করিয়াছেন! ব্রহ্মসূত্রের উক্ত অধিকরণে 'মহাবামা', 'মধ্যবামা' ও 'অনুবামা' এই ত্রিবিধ শক্তিপক্ষই খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি শক্তি-পরিণামবাদী সাত্বত আচার্য্যগণও তামসোত্থ শাঙ্করবাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভতীর্থ মুনি 'ন্যায়-সুধায়', বাদিরাজ স্বামী 'যুক্তিমল্লিকায়', শ্রীল জীবগোস্বামী-প্রভু 'সন্দর্ভে', শ্রীল বলদেব গোবিন্দভাষ্য-সিদ্ধান্তরত্নে

* ইহার প্রমাণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।—

ও ঐরূপ ব্যাখ্যাদাতাদের বেদানুমোদকত্বকে শাঙ্করবাদ নিরাস করিয়াছেন। ঐ সকল সাম্প্রত আচার্য্যের কার্য্য বৈষ্ণবোচিত হয় নাই, এইরূপ অনুযোগের ন্যায় উক্তি আনন্দকেশব্যা-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী আধ্যক্ষিক বিবর্ত্তবাদী বার্ত্তাবহ-সম্পাদকে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কোন শাস্ত্রবিদের ইহা কুমতি নহে।

শাঙ্করমতখণ্ডক-তন্ত্র বেদের প্রতিযোগ, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আচার্য্যগণ প্রদান করিয়াছেন। শঙ্করমতাবলম্বী শ্রীমদ্ভাগবতীয় 'পরিমল' ও 'তত্ত্বদীপিকা'র তত্ত্বমতের পোষণপোষণ করিয়াছেন; তবে সাম্প্রত আচার্য্যগণ ভারত-প্রণোদিত স্বয়ং নারায়ণপ্রোক্ত সাম্প্রত-পঞ্চরাত্রাদিকে বেদের একায়নশাখা বা বেদানুগশাস্ত্র এবং শাঙ্করমত-প্রতিপাদক তামসক তন্ত্রকে বেদবিরোধী বলিয়া জানাইয়াছেন। গ্রাম্যকথা বিকৃতরুগ এ সকল খবর রাখেন না।

ঐতিহ্যিকবিবাদে সাম্প্রত-তন্ত্রেরই প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। তবে যে সাম্প্রতশাস্ত্রের কোথায় কোথায় রাজস ও তামস শাস্ত্রের প্রমাণও দৃষ্ট হয়, উহাও তাহার মীমাংসা মেধেলিপ্সাপ্রদর্শী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-সম্পাদকের জানা না থাকিলেও তত্তীর্থপাদ জানাইয়াছেন। 'সাম্প্রতশাস্ত্র ত' এই কথা বলেন-ই এমন কি তামসিক, রাজসিক, পাষণ্ডশাস্ত্রও এই কথা স্বীকার করেন', এইরূপ কৈমুতিক বিচার প্রদর্শনার্থই সাম্প্রতআচার্য্যগণ কোন কোন স্থানে তামস-রাজসশাস্ত্রাদির বচন উদ্ধার করেন। ইহা দ্বারা সমগ্র তামসশাস্ত্রটী প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইল না; এ বিষয়ের যথেষ্ট বিচার সন্দর্ভকারও প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদকল্পিত স্বতিনিবন্ধ গ্রন্থের মাৎসর্য্যভরে গ্রন্থের ঘোরে আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার অসুস্থা দেখাইতে পারেন; কিন্তু শ্রীগোপালভট্ট পরিবার পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহাশয় যে মনুস্মৃতির প্রমাণমূলে আধুনিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কথা অপস্বার্থের খাতিরে শুনিতে নারাজ।

হিতবাদী-সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন যে, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস' নামক পুস্তক প্রণেতা 'তত্ত্বমাধ্যবাদের উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন।' ইহা হইলে তিনি সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ও গোস্বামিগণ-বিগর্হিত মায়াবাদের একজন সমর্থনকারী। হিতবাদীসম্পাদক যে অন্তঃসাক্ষ্যে ধর্ম্মিষ্ঠের (স্বার্থসিদ্ধার্থে) সভায়াং বৈষ্ণবো মতের সঙ্কা এবং বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণকারী, প্রকৃতিবাদী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, স্মার্ত্তানুগ এবং মহাপ্রভু ও তদনুবর্ত্তী শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধমত-পোষণকারী ইহা তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ প্রভুগোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম প্রভু ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় নাম ও তাঁহাদের মতামত লইয়া 'সাধুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'—এই প্রাকৃত ন্যায়াবলম্বনে পল্লব-গ্রাহী অনভিজ্ঞের ন্যায় দুই একটী ধর করা বড় বড় কথা মুখে আওড়াইলেও তাহার অন্তর্নিহিত তামস-শাক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণববিরোধিতার সুবুদ্ধিমান্ ও শুদ্ধচতুর বৈষ্ণবদাস-ব্রাহ্মণগণের বুঝিয়া ফেলিতে বাকী নাই। হিতবাদী-সম্পাদক বোধ হয় মনে করিয়াছেন, উপরি-উক্ত আচার্য্যগণ কালের প্রাচীনত্ব-হেতু যখন সাধারণ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত-নাম হইয়াছেন, তখন উহাদিগের বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলা হয়, তাহা হইলে বিষয়ওলীর অনেকেই তাহার প্রতিবাদ করিবে। অতএব তাঁহাদের প্রতি অন্তরে অন্তরপভাব পোষণ করিয়াও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় পূর্ব্বক যদি তাঁহাদের নামগুলি অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিয়া পাঁচমুখীর অধিকারী ইন্সপেক্টর বাবুর বিচারানুকূলে তাঁহাদের প্রচারিত মতের দুষ্ট অনুবর্ত্তনকারিগণের বিরোধ করি, তাহা হইলে কার্য্যতঃ মহাপ্রভু, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই বিরোধ করা হইল, কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার দরুণ অজ্ঞ লোকে বুঝিল,—'এই ব্যক্তি মহাপ্রভুকে মানেন কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণের প্রাচীন মত মানেন না।'

প্রাকৃত লোকের নিকট কালের প্রাচীনতা দুর্জ্জনকেও 'সজ্জন' বলিয়া বিবেচনা করায়। এই প্রাকৃত ন্যায়ানুসারে হিতবাদী বার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ বাচালতাবশে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরোধিমত হৃদয়ে পোষণ করিয়াও সভাতে "মুরুব্বি" সাজিবার জন্য অন্য প্রকার পোষাক গ্রহণ করিয়াছেন। যদি হিতবাদী-সম্পাদক মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন তাহা হইলে তাহার আচার-ব্যবহার দ্বারা মনে হয় তিনিও আর্ত্ত 'পাষণ্ডী হিন্দু'—(চৈঃ চঃ আ ৭।২০৩) গণের সহিত কাজীর নিকট গিয়া বলিতেন—

হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি করি জাগরণ॥
তাতে মদ্য, মাংস, যজ্ঞ,—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাঞি পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
• • • •
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥

(চৈঃ ভঃ আ ১৭।২০৪-২০৯, ২১০-২১২)

নিত্যানন্দ উদ্ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর অনুন্নতীয় জাতির (?) হস্ত-পাচিত-অন্ন গ্রহণ করেন, অদ্বৈত চৈতন্যের অনুমোদনে অহিন্দুর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন, অহিন্দুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণপ্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের মতকে উড়াইয়া দেন, শ্রীগোপাল ভট্ট কুক্কুরস্পৃষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজনে ব্রাহ্মণগণকে আদেশ ও বৈষ্ণববিদ্বেষি কর্ম্মজড়গণকে নিন্দা করিবার পরামর্শ দেন (হঃ ভঃ বিঃ ১০।১০), শ্রীসনাতন বিষ্ণুস্পৃষ্ট মতকে মাংসাদ্যপর কল্পিত মতবাদ বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করিতে বলেন (হঃ ভঃ বিঃ ৪।২২৪), বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত নরমাংসের বিপ্রত্ব এবং তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যে দর্শনকারীর নিশ্চিত-নরকপ্রাপকত্ব নির্দ্দেশ করেন (হঃ ভঃ বিঃ ঐ), শ্রীল জীবগোস্বামী 'যস্ত যল্লক্ষণপ্রোক্তম্' শ্লোক উদ্ধার করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা, 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণ' শ্লোক উদ্ধার করিয়া হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা, 'সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ' এই গারুড় বচন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণবের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতা, 'পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা' প্রভৃতি বাক্য উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবী-দীক্ষা দ্বারা নরমাংসের অত্যুচ্চ গোত্রতা (সন্দর্ভ) প্রভৃতি প্রতিপাদন করেন, শ্রীনরোত্তম, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণোত্তমকে স্বপদাশ্রিতকে স্থান প্রদান করেন, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিক মুরারি শত সহস্র শৌক্র ব্রাহ্মণকে চরণ-সেবার অধিকার দেন, অহিন্দু হরিদাস বিদ্বেষ-মর্য্যাদাকুলোদ্ভূত রামানন্দ বসুকে শিষ্য করেন, সুতরাং এই সকল ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী—হিতবাদী-সম্পাদক তৎসমর্থক ব্যক্তিগণের সহিত এরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বৈষ্ণব-বিরোধী পাষণ্ড মহাপ্রভুর সময়ও যথেষ্ট ছিল; তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। এক একজন পাষণ্ড সম্পাদক নিত্যানন্দকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী জ্ঞানে স্বীয় গোয়াল ঘরে স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 'স্মার্ত্তপাষণ্ডী হিন্দুগণ' মহাপ্রভুর মতকে 'অশাস্ত্রীয় নব্য মত' ও যোগিপালগীতে মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি পূজা প্রভৃতিকে 'শাস্ত্রীয় মত' বলিয়া প্রচার এবং চরিনদী গ্রামের এক ভণ্ড স্মার্ত্ত ঠাকুর হরিদাসের মত 'শাস্ত্রবিরোধী নব্য মত' বলিয়া প্রতিপাদন প্রভৃতি করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সময়েও বৈষ্ণব-বিরোধি স্মার্ত্তের অভাব ছিল না বলিয়াই ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভুকে অশ্রিত শাস্ত্রীয় সত্য-কথা তার স্বরে কীর্ত্তন করিতে হইয়াছিল—'কলিযুগে সকল ব্রাহ্মণ বিপ্রাধমে' ইত্যাদি। 'ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়' ইত্যাদি। 'স্বপাকমেব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্'। 'তবে পাপি মোর তাঁর শিষ্যের উপরে', 'ভাগবত যে না মানে, সে যবন সম' ইত্যাদি।

শুনিয়াছি, হিতবাদী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথি ছাপাইয়াছেন। তাহারা কি ঐ সকল অংশ বাদ দিয়া পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন? অথবা 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' ন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক যে গ্রন্থের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ-প্রকাশক নিজে মানেন না—স্বীয় চরিত্রে পালন করেন না এবং সর্ব্বতোভাবে আচার-প্রচারে তাঁহাদের বিদ্বেষ করেন, সেইরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ ছাপিয়া ভক্তিবিদ্বেষি-শরীর-পোষণোপলক্ষে অর্থরোজগারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? এইরূপ অবৈধ আচরণ-সমর্থনের জন্যই কি তাহারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, নামাপরাধী ভক্তিদ্বেষি জাতি-গোস্বামিগণের সহিত সহযোগিতা? শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নহে। যে সকল মহাজন ও গ্রন্থের বাক্য সর্ব্বতোভাবে আচার প্রচার দ্বারা তিনি সম্মান করিতে শিক্ষা করেন নাই, সেইরূপ গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা স্ত্রীপুত্র-পরিবার-পোষণ বা তাঁহাদের মতামত লইয়া অবৈধ মুরুব্বিগিরি করিবার তার মহাপ্রভু বা ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভু তাঁহাকে দেন নাই। এইজন্য তাহার বিষ্ণুর সত্য ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হইতে হইবে।

শ্রীসংক্রিয়া সারদীপিকা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত নহে—এরূপ কথা তাহার প্রায় অপ্রামাণিক ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণিত সদাচারবিরোধি ব্যক্তি গায়ের জোরে বলিলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। শ্রীগোপালভট্ট প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাঁহার প্রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর যাবতীয় সিদ্ধান্তকে নিরাস করিয়াছেন। চাক্কাক-ব্রাহ্মণ 'বেদ'কে ভণ্ডধূর্ত নিশাচরের প্রণীত পুস্তক বলিলে কিংবা শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রীব্যাসের রচিত নহে, শ্রীব্যাসদেবের রচিত প্রস্থৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অভিসন্ধিমূলে ঢক্ক বাজাইলেই সংক্রিয়া সারদীপিকা', 'সংস্কারদীপিকা' বেদ, ভাগবত প্রভৃতি অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থ-প্রচারে কতকগুড়-ব্রাহ্মণের অপব্যাখ্যের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহারা চাক্কাক, দয়ানন্দের ন্যায় শ্রীগোপাল ভট্টপাদের উপরি-উক্ত গ্রন্থকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা' নিরঙ্কুশ বৈদিক প্রমাণগুদ্ধিত গ্রন্থ মাত্র। তাহাতে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ন্যায় শাস্ত্র ও প্রমাণ ও সদাচার-তত্ত্বগুদ্ধি-মূলে সদাচার সংগৃহীত আছে। সুতরাং উহা কোনরূপেই অপ্রামাণ্য হইবার উপায় নাই। পরলোকগত বিপ্রবিহারী গোস্বামীর রচিত 'সংক্রিয়াসার-দীপিকা' সম্বন্ধে কোন কথাই শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কোনদিনই হয় নাই। পরলোক-গত ব্রজেশ্বর গোস্বামী হইতে নারায়ণ মন্ত্র মাত্রে দীক্ষিত উক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রকটকালে সংক্রিয়া-সার-দীপিকাসম্বন্ধে কোন গল্প সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তবে মৃত প্রিয়নাথ নন্দী গোপনে গোপনে তাঁহার ঈর্ষামূলক লেখনী মধ্যে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব-সাধারণে প্রচার করিলে তখনই তাহার প্রতিবাদ এবং ঐরূপ অভিসন্ধি-মূলা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা প্রচার করিবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা ধাক্কাধারে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইত। কথাগুলি সত্য নহে বলিয়াই তিনি ঐরূপ কথা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিতে সাহসী হন নাই। ছাপরা জিলার আদর্শ প্রবীণ বেদধারী বৈষ্ণব-পণ্ডিত পরব্রহ্ম শ্রীরামচরণ দাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীপুরুষোত্তমের সাতাশন মঠ ও ঢাকা দৌহজঙ্গের জমিদার পরলোকগত শ্রীচন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে তিনটী বিভিন্ন স্থানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ সঙ্কলিত 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং তাঁহারাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন। গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণব-সার্বভৌম সিদ্ধ জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের অনুজাক্রমের ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রচার-কার্যে অনুপ্রাণিত হন। বাবাজী মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমেই সেই দুই গ্রন্থের প্রতিলিপি তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংরক্ষিত আছে। 'সংক্রিয়া সার দীপিকা' 'সংস্কার দীপিকা' শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালেই তাঁহার সজ্জন-তোষণী পত্রিকার ১৩শ, ১৭শ সংখ্যায় (৪১৯ গৌরাব্দে) প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বিদ্বদ্বরেণ্য সকলেই এই গ্রন্থকে শ্রীগোপাল ভট্টের বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রোগ-বিশেষ চিকিৎসক গুরী বাউল বা ঘরপাগলা সম্প্রদায়ের নেড়া মৃত প্রিয়নাথ নন্দী প্রমুখ পাষণ্ডসংহক ব্যক্তিগণ কল্পিত গল্পে ও তাহার আশ্রিত শ্রীমান্ সংতোষ নাথ বোসের অভিসন্ধি-মূলা ভিত্তিহীন কথায় শ্রীগোপাল ভট্টের সহিত 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকার' সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল ঠাকুর শ্যামানন্দ শ্রীল রসিক মুরারির যদি অব্রাহ্মণই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই—"প্রতিলোমং বৈ তদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্" (বৃঃ আঃ ২।১।১৫) 'অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয় (উপলক্ষণে বৈশ্য, শূদ্র, অন্যান্য) জাতির নিকট উপনীত হইতে পারে না, এইরূপ কার্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।'—এই শ্রুতিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া শত সহস্র ব্রাহ্মণের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর কার্য করিতেন না। শ্রীযামুনাচার্য আগম-প্রামাণ্যে ইহা বিশেষ রূপে বিচার করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি স্বতঃ পরমহংসগণ একায়নশাখি বৈদিক ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাঁহারা বাজসনেয় শাখা অবলম্বন করিতে বাধ্য, এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী। তাঁহারা কেবলমাত্র বৃত্তবিচারহীন শৌক্রজাতিত্ব প্রধানীর জাতি ব্রাহ্মণ নহেন, পরন্তু সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিত্য গুরুদেব বৃত্ত ব্রাহ্মণ।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভর্ষণ-সন্দর্ভনী টীকায় বৈষ্ণ-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ-মাত্রে) সবনযজ্ঞে যোগ্যতা প্রাপ্তির প্রতিকূল ভক্তাভিমানাদির মূল প্রারব্ধ-পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার বীজ ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না ; যে হেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ—বিধানের বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন যোগ্যতা-নির্দ্দায়ক বিশেষ পুণ্যফল সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নাম কীর্ত্তনমাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা-লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ব্রহ্মসংহিতা-টীকায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন এবং সম্বর্ত্ত শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুও দিগ্দর্শনীতে 'দ্বিজত্ব' শব্দের অর্থ 'বিপ্রতা' এবং বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রের টীকায় দীক্ষিত ব্যক্তির মালা-তিলক-উপবীত চিহ্ন ধারণের অবশ্য আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং এতদ্বিষয়ে যাহারা অন্য প্রকার কদর্থ করিবার যত্ন করেন, তাহাদের সেই সকল কদর্থ যে কেবলমাত্র অভিসন্ধি-মূলক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হিতবাদী-সম্পাদক নিজে সংসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নহেন। যদি দূরে থাকিয়া অন্যান্য প্রাদেশিকগণের ন্যায় 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা জানিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে জগতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতা' জাগতিক অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায়ই একটা বিষয় হইত। হিতবাদীর বৈষ্ণববিদ্বেষকে বা পাঁচ সিকায় মালা বদলকেই 'বৈষ্ণবতা' বলা যাইত। তাদৃশ ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি-যোগ
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ।

হিতবাদী সম্পাদক (১) শাঙ্করের নির্ব্বাদ সমর্থন করেন, (২) জ্ঞানকর্ম্মভক্তিকে সমকক্ষীয় জ্ঞান করেন, (৩) মায়াবাদ সমর্থন করেন, (৪) শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন, (৫) পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন, (৬) কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ পোষণ করেন, (৭) বৈষ্ণবকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, (৮) হাটে বাজারে নামকীর্ত্তন ও নাম কীর্ত্তন ব্যবসায় সমর্থন করেন, (৯) সামাজ তন্ত্র-সমাজের ব্যবহার লক্ষণ করেন, (১০) সংস্তবান্ন-ভোজন সমর্থন করেন, (১১) বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মের বিরোধ করেন। (১২) বৈষ্ণবনিন্দা করেন। এইরূপ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক শুদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনগণের আচার প্রচার সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন! পারমার্থিকগণ তাঁহার ঐ সকল কথা প্রকৃত-স্থানে কখনও শুনিবেন না।

শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (গোস্বামী)
কলেপড়ি, অধুনা শ্রীধাম বৃন্দাবন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু—

মহাশয়,

হিতবাদী নামক একটী সাধারণ লোকপাঠ্য সংবাদপত্রে "অমৃত প্রবাহ" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় কুসাম্প্রদায়িক মন্তব্য পাঠে অবগত হইলাম যে হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতির অসম্মান করিয়া যে সকল হরিবিমুখ-নব্যস্মৃতি হিতবাদী সম্প্রদায়ের অনুগত নব্য হিন্দুনামধারী সমাজে চলিতেছে, তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ করাই 'হিতবাদ'। হরিভক্তিবিলাস-লেখক শ্রীগোপাল ভট্ট-রচিত সৎক্রিয়াসার-দীপিকা প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধের স্থানে বহুবীশ্বর-বিচারপর ভবদেব পদ্ধতি অথবা রঘুনন্দনীয় আধুনিক সংস্কারতত্ত্বের অনুগমন করাই 'হিতবাদ'। তদুদ্দেশে 'শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' নাম্নী শ্রৌতস্মার্ত্ত স্মৃতির অনাদর না করিলে সম্পাদক মহাশয়ের অভীষ্ট নিজ অবৈধ মতের প্রচার হয় না। হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বামনবাক্যে যে তত্ত্বসাগর নামক প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধে নব্যপন্থী সম্পাদকের রুচি নাই। তত্ত্ব-সাগরাদি আকরগ্রন্থের সাহায্যেই বঙ্গদেশীয় রঘুনন্দন ভট্টা-চার্য্যের নব্যস্মৃতির অভ্যুদয়—একথা আজকালকার হিতবাদীর নবাগতের জানা নাই। এই তত্ত্বসাগর বৈষ্ণবদীক্ষা সম্বন্ধে তারস্বরে কি বলিয়াছেন—হিতবাদী প্রচারকের তৎসম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক। তত্ত্বসাগর বলেন "যথা কাঞ্চনতাং

যাতি কাংক্ষং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন বিকল্পং ভাবতে নৃণাম্॥" এই কথাই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ দাস পশ্চা সংক্রান্ত-দীপিকা টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল গোপীনাথ গৌড় ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারই বংশধরগণ সম্প্রতি বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণজীর সেবাধিকারী, পণ্ডিতবর শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী তথা তাঁহার গুরুদেব ও অধ্যাপক নিত্যলোকপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লখালাল গোস্বামিবর হরিভক্তিবিলাস ও দিগ্দর্শিনী টীকাকে বিশেষ সম্মান করেন ও করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুপস্থিতে মৃত ডাক্তার নন্দী সম্প্রদায়ানুগত হিতবাদী-সম্পাদক কেন নিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বুঝা যায় না। কি কারণে অসৎ ক্রিয়া সার দীপিকার মতকে গ্রহ মানন করিবার প্রবৃত্তি মৃত ডাক্তার নন্দীর হইয়াছিল, আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। উক্ত নন্দী ডাক্তারের অভিসন্ধিমূলে প্রচারিত গল্প শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় কেন গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহার নিরবকাশ শ্রুতি-প্রমাণ আবশ্যক। নতুবা হিতবাদীর উক্তি অসৎ সম্প্রদায়ের ক্রিয়ার অসারতার আবহ হইবে। ডাক্তার নন্দী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারের বিদ্বেষী ছিলেন না, ইহা অগ্রে প্রমাণ না করিয়া হিতবাদী-সম্পাদক ন্যায়বিধি লঙ্ঘন করিলেন কেন? মানব রিপুর বশবর্ত্তী হইলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় এবং হিতজ্ঞান হারাইলে অহিতকে হিত বলিয়া স্থাপন করে। প্রমাণ বিষয়ে সকলবৃত্তিতে দুটি যৌগিক ও যোগরূঢ়ি বৃত্তিত্রয় বর্ত্তমান। অজরূঢ়িবৃত্তিক্রমে যদি মৃত নন্দী মহাশয় সংক্রিয়াসার-দীপিকা সম্বন্ধে কুমত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার সমর্থনে অজরূঢ়িবৃত্তি চালিত আখ্যায়িকাকে প্রমাণ বলিয়া কিরূপে গৃহীত হইবে? বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য্য যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার সহ অজরূঢ়ি বৃত্তি চালিত প্রমাণ কক্ষদানে অসমর্থ।

বিজ্ঞ মুরুব্বীর মত হিতবাদী-সম্পাদক তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন, অথচ তন্ত্রশাস্ত্র কত প্রকার এবং তাহার প্রমাণ বিষয়ে কোন্ কোন্ প্রাচীন শাস্ত্রের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা না জানিয়া "সব্ জান্তা ভাব" আজকাল পল্লবগ্রাহিতার চূড়ান্তত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যাহার যে বিষয়ে অধিকার নাই, কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাতে বাচালতা প্রকাশ চাণক্যও নিষেধ করেন। সাধারণ নীতিশাস্ত্রের যাবৎ মুর্খো ন ভাষতে তাবৎ শোভতে পণ্ডিত নিজজ্ঞানের অভাব প্রদর্শনেও আজকাল সব্জান্তা সম্পাদকশ্রেষ্ঠ পশ্চাৎপদ নহেন। সংক্রিয়াসার-দীপিকা একখানি পদ্ধতিগ্রন্থ বা সংগ্রহ-পুস্তিকা। বেদমন্ত্র ও গৃহ্য সূত্র প্রতিপাদ্য প্রয়োগবিধি তাহাতে আছে। তাহার প্রতিপক্ষে বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি মতাবলম্বীর মতভেদ থাকিতে পারে। কোন হিন্দু নামধারীর সে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহাকে বেদবিরোধী নাস্তিক সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। উপধর্ম্মের যাজকগণে নাস্তিকতা অবস্থিত বলিয়া ডাক্তার নন্দী সম্প্রদায়ের বহির্মুখতা ও হিংসা হিতবাদী-সম্পাদকে কিপ্রকারে সংক্রামিত হইল, তাহার সঠিক অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবব্রুব সম্প্রদায়ের মূর্খতা ও ব্যভিচারের কথা প্রতিষ্ঠিলাভ করিয়াছে। সেই প্রসিদ্ধির প্রতিদমনীর লক্ষালিত অসৎকল্পনা ঘরপাগুলা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। শুদ্ধভক্তিপর গৌরানুগ সম্প্রদায় এই প্রকার গৃহী বাউলের বিচারের আদর না করায় তাহাদের সকল অনভিজ্ঞতা চাকলো যে সংক্রিয়া সারদীপিকা সম্বন্ধে ভ্রান্তি, তাহাই নব্য হিতবাদী-সম্পাদকের বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়াছে। "ধান ভানিতে শিবের গীত" প্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ নব্য হিতবাদী-সম্পাদক সম্প্রদায় অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়া স্বীয় গাত্রজ্বালা নির্ব্বাপণের যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহার কাপড় পড়িয়া কেহই প্রতারিত হইতে পারেন নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ এইরূপ ভ্রান্ত-মতপ্রচারকারী ভক্তিবিদ্বেষের পৃষ্ঠপোষণ করেন না। বিশেষতঃ অনধিকারী ভিন্নপথের পথিকের ভক্তি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা সাধারণ বিচারেই আদৃত হয় না। যাহারা ছাত পান স্ত্রী সুনা ও আতরুপের সঙ্গত্যাগ না করেন তাঁহাদের কলিমনোচিত মীমাংসা ভাগবত আদর করেন নাই, "ধর্ম্মং বক্ষ্যত্যধর্ম্মজ্ঞা হরিরোহোত্তমাসনং প্রভৃতি কলিধর্ম্ম কাল্পনিক অশূদ্রব্রুব সম্প্রদায়ে আদৃত হইতে পারে, কিন্তু শ্রৌতবিচারে শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মী কখনই নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী অবৈষ্ণবগণকে উচ্চাসন দেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক উচ্চ উপাধিধারী অথবা আচার্য্য প্রভুর প্রত্যেক অধিকারী কৃষ্ণবংশ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের মালিক নহেন। ভক্তিবৃত্তির অভাবে প্রাকৃত অহঙ্কার তাহাদিগকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইতে দেয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকাল হইতে

চারিশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া কি প্রকার শ্রীগৌরবিরোধের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে এবং বিরোধি-সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ বলেন—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার প্রতিপালন না করিলে হিতবাদীর বিচারে নবীন গৃষ্টি বাউল মতই ভক্তি বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীনিশিকান্ত সেনশর্ম্মা (মৌলিক)
ধানবাদ

আলোচকের আলোচনা

[নদীয়া-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

হিতবাদীর (১১ ও ২৩ আষাঢ়ের) দুইটী প্রকাশে দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিতে পাইলাম। একখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাসে আর একখানি গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ।

আলোচকের অধিকার-বৈষম্যে আলোচনার প্রকৃত অধিষ্ঠান পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য, উপকারিতা, মর্য্যাদা, ঐতিহ্য-যোগ্যতা প্রভৃতি আলোচকের যোগ্যতা, ঐতিহ্যজ্ঞান, সামাজিক মত্ত্ব, কামক্রোধ-মাৎসর্য্যাদির আতিশয্য বা দুর্লভ্য, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা বা উদারতা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবানুগতা বা বাস্তববিচার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

বাস্তবকল্পিত ত্রিধাতুক কূপমাণ্ডিমানে আলোচকের মতিগতি সর্ব্বদা এক না থাকায় বিচারবৈলক্ষণ্য অবশ্যম্ভাবী। আবার স্বার্থাদ্ধতাবশে ব্যক্তিগত রুচি-তারতম্যে গ্রন্থের স্বরূপপ্রদর্শনে সম্পাদকে যে ভ্রান্তি জগজ্জনের কারণরূপে পাঠকের ক্ষতি করে, তজ্জন্য তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারী লেখনী দায়ী নহেন বলিতেও তাঁহারা ব্যস্ত।

ভদ্রসমাজে বাস করিয়া শিক্ষিত সমাজের রীতিদর্শনে যাঁহারা অন্ধ ও অশিষ্টানুগমনে যাঁহাদের উদাম নৃত্য দেখা যায়, তাদৃশ ব্যক্তির সম্পাদক হইবার যোগ্যতা ও সাধারণ পাঠকের অভ্রান্ত উৎপন্ন করিবার জন্য সমালোচকের লজ্জা, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই মনে হয়। ঈর্ষা-লে যাঁহাদের চিত্ত দগ্ধ অঙ্গারসদৃশ, তাঁহারা নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের মুখে সংবাদপত্রের পাঠকগণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া রুচিবিকারবশতঃ নিজের অমঙ্গল করেন। হিতবাদী-সম্পাদকের সর্ব্বদৃষ্টি, শাস্ত্রজ্ঞানাভাব, সংসমাজে বিচরণাভাববশতঃই ঐ প্রকার দুর্ব্বলতা সমালোচনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্র-নিষ্কাত, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবদ্ভক্তগণের নামোল্লেখপ্রসঙ্গে সাধারণ সৌজন্যবিধি যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি আত্মপর-মর্য্যাদানীতি কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরলোকগত সাহিত্যিক নিবোধো নিবাসী ৺পাঁচকড়ি দত্ত মহাশয়-রচিত শিশুপাঠ্য তৃতীয় পাঠ পর্য্যন্ত পড়া থাকিলেও নৈতিকজীবনে "তবে আগে আপনার মুখ মিষ্টি কর" বা 'মর্য্যাদালঙ্ঘন' আদর করিবার বিষয় নহে—সম্পাদক জানিতে পারিতেন। ধান-ভানিতে শিবের গীতের প্রবন্ধ আনিয়া তিনি যে সত্যের অমর্য্যাদা স্থাপনোদ্দেশে তাঁহার মতের ও তাঁহার কুমত-প্রতিকূল আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ করিবার দৃষ্টান্ত করিয়াছেন, তাহা কোন সৎসমাজই আদর করিবেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা বার্ত্তাবহের অজ্ঞমুখে সাধারণে জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহিত্য-দূষণার সভা বিপর্য্যয় করিতে গিয়া সম্মানিত জনগণের মর্য্যাদা-হানি কেহই অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাকে শিখাইতে হইবে না যে কোন ভদ্রলোকের নাম লিখিতে গেলে তাঁহার নামের অগ্রে শ্রীযুক্ত, Mr. Herr, M. প্রভৃতি প্রাথমিক লিখা আবশ্যক। যেমন তিনি আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের লেখকের নামাগ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত লিখিয়াছেন। যাঁহার সভ্যসমাজের রীতি-জ্ঞানের অভাব থাকে, তাঁহাকে পাঠক ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু এই দুইটী সমালোচনার মধ্যে একটীতে 'শ্রীযুক্ত' এবং অপরটীতে বিদ্বেষবশে তাহা না দেওয়ায় তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তাঁহার হিংসা ঈর্ষা নৃশংসতা বা

অন্য কোন বিপুলশব্দবহিতা জানিতে হইবে; তাঁহাদের সমাজের নিকট হইতে উহার মীমাংসা প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদবিচারে যিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া তাদৃশ রুচিবশে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার লিপিকৌশলের গুণগ্রাহিতাসূত্রে হিতবাদী-সম্পাদকের বুকফুলে যাঁরা পড়িয়াছে। ইহা সম্পাদক মহাশয়ের প্রাকৃত গণনেতৃ, সুতরাং স্বীয় কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে উহাই সংলগ্ন থাকায় তুলসী মালিকারূপ রামানুজের আদর করিতে তাঁহার নিরপেক্ষতার অভাব। মায়াবাদীর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই শ্রীমদ্রামানুজের সংসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উদারতায় বৌদ্ধ জৈন নিরীশ্বরিষ্ঠাদৈত পক্ষোপাসনার সমন্বয়বিচারে ঔদার্য্য না দেখাইতে পারিলেও তাহার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদনিত দোষদুষ্ট, একথা ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় হিতবাদী-সম্পাদকেরও বোধাতীত।

হিতবাদী-সম্পাদক বলেন—মায়াবাদপ্রচারক আচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া "প্রচ্ছন্ন বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন"। মায়াবাদ প্রমেয়জাত জ্ঞানাবৃত বিদ্বদ্ভক্ত ভক্ত্যুন্মুখ আচার্য্যের জীবনী প্রচারে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল কিরূপে হইল, ইহার একটু বিস্তৃতি জানিতে গেলেই স্বীকার করিতে হইবে—যিনি শাস্ত্রিত্য অবজ্ঞা করিয়া বিষ্ণুভক্তির বিরোধস্থলে নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিহার করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, যিনি একায়ন শাখা শঙ্করাচার্য্যের অবৈদিকতা স্থাপনে বিদ্বন্মনোরঞ্জন হইয়াছেন এবং তাহাতে শ্রীরূপগোস্বামি লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-প্রকটিত "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গুকথ্যতে॥"—শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই উপদেশ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া অবৈষ্ণবোপাদনারূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের সমর্থন হইতে পারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই প্রচ্ছন্নতা হইতে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল হয় ইহা কিরূপ বিচার? শ্রীনামাভাস স্বরূপ শ্রীরূপজীবাদি আচার্য্যবর্গের প্রতিকূল সম্প্রদায়ের মালিক হওয়ায় রাজেন্দ্রবাবু শঙ্কর চরিত লিখিয়া নিত্যা ভক্তি হইতে বাঙ্গালী জাতিকে মোহিত করিয়া প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদে নিহিত করায় বাঙ্গালী জাতি বা গৌড়ীয়ের মুখ উজ্জ্বল হয় নাই, ইহা বলিবেন—স্বদেশপ্রেমিক প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ঘোষক শ্রীল শিশিরকুমার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ইতিহাসলেখক হিতবাদী-সম্পাদকের আধুনিক ভ্রান্ত বিচারের আদর না করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী, সম্পাদক 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী,' 'গৌড়ীয়-বিদ্বেষী', 'আর্য্যাবর্ত্ত-বিদ্বেষী', 'তত্ত্ববাদানভিজ্ঞ', 'শাস্ত্রদর্শন-রহিত', 'ভগবৎসেবাবঞ্চিত,' 'বৈদেশিকপ্রেমোন্মত্ত,' এবং আরোও কত।

যে ভক্তিবিদ্বেষী হিতবাদী-সম্পাদক মায়াবাদগরল হইয়া ভক্তিবিরোধকল্পে তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক শ্রীমৎ শঙ্করপাদকে তদুপরি আসন দেন এবং দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে মায়াবাদপ্রচারকের অন্যতরতা প্রচার করেন, তাহার অজ্ঞান অপনোদনকল্পে গৌড়ীয় মঠের যে কোন তরুণ বৈষ্ণব, হিতবাদী-সম্পাদকের বহুদিনসঞ্চিত ভক্তিবিরোধবাদরোগের চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। আজকাল উন্নত সাহিত্যবাদিগণের একটা বিষম রোগ এই যে, বঙ্গভাষায় যে যত নাস্তিক্যবাদ স্পষ্ট করিতে পারিবে, সে ততই পণ্ডিত ও সাহিত্যাচার্য্য এবং ভাষার সমৃদ্ধিকারক।

হিতবাদীর সব্রহ্মচারী বৈষ্ণববিদ্বেষী সম্পাদকের মাৎসর্য্য, বেদান্তজ্ঞানে দরিদ্রতা, জ্ঞানবাদে অমৃতমরুত্ব-রূপ দোনার-পাথর বাটীস্থাপন এবং ভক্তিকে "বাদ" বলিয়া অভিধানে সাহিত্যজ্ঞানে সমধিক দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ন্যাকা-বোকার স্বরূপ

—বলিতে গেলেই লোকে আমাকে চিনিয়া ফেলে। আমার জিবের জড়তা এখনও যায় নাই। তথাপি আমাকে বাচাল বলিয়া জানাইতেই হইবে। আমি শুভঙ্করীর ধারাপাত কড়া'কে পোট্'কে ভাল করিয়া শিখি নাই; কিন্তু অপরের কাগজের সম্পাদন-কার্য্যে ওস্তাদ বলিয়া লোককে ধাঁধা দিয়াছি। সেজন্য আমি একখানা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ মুক্তিয়ানার জন্য পাইয়াছি। আমি শুদ্ধবুদ্ধিবিহীন বালকের মত, কিন্তু আমার বয়স ৩০ হইয়াছে। এরই মধ্যে দাঁত উঠিয়াছিল। সেই দাঁত দিয়

বাহাদুরী করিয়া লোহা চিবাইতে গিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর চিবানোর ক্ষমতা নাই। পুরুষানুক্রমে আমি জাগতের সম্পাদক, কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাই ও খাস্ত চিবাইয়া লই। এই সুযোগ পাইয়া আমাকে 'জাকাবোকা' সাজিতে হয়। 'চশমকে নস্ত করা' আর 'নস্তকে চশ্ম করা' স্বার্থপর দল আমাকে 'ফুটবল' করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য তাঁদের শিং পরিয়া আমি 'টু' মারিতে যাই, পরিবেষে পরচুলো ও দাড়ানো শিং যে খসিয়া পড়িবে, তার চিন্তা করি না। নেড়ীকেশ কথাগুলো ধার ক'রে নিয়ে আমার 'প্রাক্টিক্যাল হাস্ত দেখান' একটা কাজ। কা'কে 'সৎ' বলে, কা'কে 'অসৎ' বলে—এ'-কথা বুঝতে অক্ষম আমি 'জাকা' সাজি। সয়তানেরা আমাকে শিখণ্ডী সাজিয়ে বোকা বানায়। আমিও তাঁদের খেলায় পুতুল হ'য়ে স্ট্রাংটি ওয়ালা মহাপুরুষ বর্ণীর মত চেউ গুনতে থাকি। কখনও বা কেনেডি সাহেবের 'চৈতন্য-মুভমেণ্টের' দেখার 'পলিসি' নিয়ে কতকগুলো অপদার্থ অদূরদর্শীর নিকট মিথ্যা সংবাদকে 'সত্য' বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার দোষ দেখাইবার জন্য চৈতন্যমহাপ্রভুর নীতিবিরুদ্ধ উপলব্ধি তাঁহার অপেক্ষা কম ছিল বলি। সে সুযোগ লইয়া আরও বলি যে—তাহার দলের লোকেরা বেশ্যার অর্থে আচার্য্য হইয়া জীবন ধারণ করে। একটী অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণকে সাহিত্য-দর্শনাদিতে পণ্ডিত দেখাব দিয়া, তাহার মুখ হইতে দুর্নীতির বাক্যগুলি আদর্শচরিত্র-বৈষ্ণবের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিন্দা করি, কৃষ্ণকে নিন্দা করি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজনকে গর্হণ করি। আমার দাকাই—"আমি জাকা-বোকা", আর বৈষ্ণবেরা আমাকে আদালতে লইয়া গিয়া কষ্ট দিতে ঘৃণা বোধ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথা-ইচ্ছা গালি দিয়া সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করি। আমি 'জাকাবোকা' সাজিয়া বর্ণধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিচার নিজে বুঝিতে পারি না। চং দেখাই আর আমার জাকামির সাহায্যে আমারই মত লোকদিগকে বোকা বানাই। আমি 'নয়নাভ্যক্ত ন্যায়' বুঝিতে না পারার ভাণ করিয়া মূর্খ-লোকচক্ষে বৈষ্ণবের প্রাগ্বর্ণ ও প্রাগাশ্রমের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে আমারই মত দ্যূত-পান-স্ত্রী সম্ভোগ ও গোলাকার চক্র বিনিময়ের প্রাপ্য বস্তু মনে করি। কখনও বা রামধীর পদযুগল ধ্যান করিয়া নিতাই সদৃশ বৈষ্ণবকে গোয়াল বাড়ীতে জায়গা দিই। কখনও বা বলি, কাজীর বেটা আবার হরিনাম ক'রে তিলপুরীর গোপাল বামুনের নাক-কাণ খসিয়েছিল, এ সব কথা মানি না। কখনও বলি, শচী দিদির ছেলে যা'দের উপাস্য, তা'রা আবার বেদ-বেদান্তের কি ধার ধারে? কখনও জাকামি করিয়া বলি, বৈষ্ণবেরা আমারই মতন ভোগী, তাঁরা গোত্তের। সুতরাং তা'রা আমারই মত যমের বাড়ী যাবে না কেন? কখনও বলি ভাগবতের অজামিলোপাখ্যান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। আমরাও যমের বাড়ী যাবো, নারায়ণ নামোচ্চারণকারীও যমের বাড়ী যাবে। কৃষ্ণকে নরবুদ্ধি করলে যমের বাড়ী যেতে হয় না, বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে জীবন্মুক্তি ঘটে, ওসব কথা আমার মত জাকা-বোকারা বুঝতে চায় না। আমার জাকামি-বোকামি দেখিয়ে দু'পয়সা চাই। আমার বড় জাত হওয়া চাই। কিন্তু আমি ভিখিরীর বংশ একথা মনে থাকে না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কাঁচকলানন্দ ছিলেন। সেজন্য আমিও মাঝে মাঝে কাঁচকলানন্দ শর্ম্মা হ'য়ে ডিগ্বিয়ে চলি। আমাকে যখন ভার্গবীয় মনুসংহিতার "যোড়শবীতা ছিজো বেদান" দেখাইয়া আমার ঊর্দ্ধ চৌদ্দপুরুষের নাবি চৌদ্দ পুরুষকে যজ্ঞসূত্র পরাইবার অধিকার নাই দেখি, ও আমার নেওয়া যজ্ঞসূত্রটা কলিকালে ছিঁড়ে যায় এবং একারন আর্য্য বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে উহা পুনরায় ধারণ করিতে পারি না বুঝি, তখনই আমি জাকামি ছুড়ি ও লোকগুলিকে বোকামির জোঙালে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা করি। আমি বলি, আমি যখন রেলগাড়ীতে উঠ্‌তে পেরেছি ও আমার মত লোকেরা রেলের গাড়ীর মধ্যে বসে আছে, তখন আর কাউকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেবো না। আবার মধ্যে মধ্যে বোকা সাজি। 'কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না' এ কথা শুনেও কাঠের বেড়াল সাজতে দৌড়াই। কখনও মনে করি, ইঁদুরের দলে ছুটে জ্যান্ত বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলে আমাদের ইঁদুরের ব্যবসাটা ভাল চলতে পারবে। আমার জাকামী পদে পদে ধ'রে ফেলে, তাই আমি বোকা বনতে যাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক এবং বেদবিরুদ্ধ—এই কথা শঙ্করের 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' পড়তে গিয়ে শাণ্ডিল্য-ঋষিকে অপমান ক'রে বসি। আবার শ্রীঅপ্পয়দীক্ষিতের জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে, যামুনাচার্য্যের আগমপ্রামাণ্যের

দোষ দেখাইতে গিয়া বোকামি করি। কখনও জাকা-বোকা সাজিয়া সংক্রিয়াসারদীপিকার নিন্দা করিয়া বলি। ঐ পুঁথিখানাকে অন্য চার পুঁথির সহিত সমান বলিয়া মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া কেহ ভুল করিব মনে করি। কখনও বা বাটুপেড়ে সেজে আম্রমুকুলগুলিকে আম্রসেওড়ার ফল ব'লে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হই। কখনও বা আম্রমুকুল বলেনাইয়া ধোলাইয়া সেওড়ার বাগানকে আমের বাগান বলিয়া লোক বুঝাই। সেওড়া বাগানে আমের গাছ আছে বলিয়া লোককে ধোঁকা দি। কখনও বা শ্রৌতপণ্ডিত বলিয়া নকব লইয়া 'চাহারাম' জমিকে 'আউল' জমি সাজাই। কখনও বা ভাগবতের 'বস্তু বস্তুকণং' শ্লোকটী বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণোত্তমতার অদ্বিতীয় নিদর্শন বলিয়া ধোঁকা দি। আবার যখন ভারতে দেখি, ভারতের নানাস্থানে বৃত্তবর্ণেরই বিচারের প্রচুরতা দেখান হইয়াছে, তখন চম্পট দেওয়া ছাড়া আর জাকামির নাচ দেখাইতে পারি না। যখন হরিভক্তি-বিলাসের "অতঃ শূদ্র-কুলে হি ব্রাহ্মণ্যাঃ কলিসম্ভবাঃ।" "তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা" পাঠ করি, তখনই আমার এক গালে চূণ একগালে কালি দেওয়া মুখখানা দেখিবার জন্য যে সকল আয়না আমার সম্মুখে আছে, সেইগুলিকে লুকাইয়া ফেলিয়া মনে করি, আমার চূণ কালি গাল হইতে পুঁছিয়া গেল। কপটযুক্তি ও গুমোর ফাঁক হইয়া গেল। আমি যে সকল পুঁথিকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহারিক স্বার্থের পেছন পেছন চলি, তখনই বৈষ্ণবস্মৃতি আমাকে পিছু হটাইয়া দেয়। আমি জাকাবোকা সাজিয়া রামানুজের বেদান্তভাষ্যের বিচারের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে 'দেচম্পট' সলিসি গ্রহণ করি। বালিঘাই সভায় যখন আমার জাকামি-বোকামি ধরা পড়িয়াছিল, তখন আমি ভিন্ ঘাটে থাকিয়া পালিয়ে আসি ও শ্বশুরীর বাড়ী হইতে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্যের" কর্ম্মাগুলি গোপনে সংগ্রহ করি। বাগ্-বাজারের আবড়ায় সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া ভীমরুলের চাক্ ঘাটাইতে নাই,—পলিসি নেই। ভাগবতের নবমস্কন্ধ, হরিবংশ, মহাভারত, সংহিতা, উপনিষৎ, বৃশ্চিক-ভাণ্ডুলিক ন্যায় প্রভৃতি বৃত্তবর্ণবিচারগুলি আলোচনা করিবার সময় আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়। আমি যে জাকাবোকা সাজেই নিজস্বরূপ দেখাই, তখনই সাতগুন মাপ। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা নিজেরা বৈষ্ণবদিগের নিকট "প্রাবেশ বেদ ভবিষ্যৎ" বিচার শ্রবণ করি, সেই সময়ই আমাদের 'খোলাকেটে-বাদুন ঘরে' প্রবাদটী হ'তেও আমাদের আচার্য্যকে দেয়ানা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না। ক'খানা সংক্রিয়াসার দীপিকা ও তর্কসাগর বাতিল করে আস্থন দিয়ে সূর্য্য ঢাকার মত জাকামি ক'র্‌তে পার, এমন যে ভাবনার অতীত হ'য়েছি। উৎকলীতে বশিষ্ঠ, মৎস্যকন্যার ব্যাস উৎপন্ন হ'য়েছে ব'লেও তাঁহার বিস্তৃত শব্দ, নাম, বন্ধুঃ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, মহাভারতগুলির শাণিত ছুরিকা বা উদ্যত কথায় আমার জাকামি ছাড়িয়ে দেবে ভাবি, তখন বোকামিই আমার একমাত্র সম্বল হয়। যখন শৌক্রসাবিত্র-দৈক্ষ বিচার ত্রিশির কণ্টকের ন্যায় আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে, তখন ভার্গবীয় মনুর শ্লোক—"মাতুরগ্রেঽধিজননং" পুঁছে ফেল্‌তে ইচ্ছা করে। আর বাক্ দণ্ডের শ্লোকটা ভুলে গিয়ে ত্রিদণ্ড বিধির উপর কাল ঝাড়্‌তে ইচ্ছে হয়। জাকাবোকার নাচুনীতে অধিকারী বাচস্পতি মহাশয়ের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈদিকত্ব নষ্ট হ'বে না। আর তা'তেই "স্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" শ্লোকের স্মৃতিবিধান বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তের পুঁথি হইতে উঠিয়া যাইবে না। আমি জাকা-বোকা মায়াদেবীর ন্যায় বহুরূপিণী হইয়া অনেক ঘটেই জাকামি-বোকামি ক'রে অচিৎ হইতেই চিৎ প্রসব করিয়াছে, এইরূপ বেদবিদ্বেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী, বেদান্তবিদ্বেষি-মত প্রচার করি। শ্রীমানন্দতীর্থের শাস্ত্রের মতবাদ-খণ্ডন দু'টী চক্ষু খুলিয়া দেখিব না। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভ পড়িব না, জাকামি করিব কেবল অধিকারীর পুস্তক লইয়া। বোকামি করিব, যেহেতু 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কার দীপিকা' বৈষ্ণবের প্রামাণ্য গ্রন্থ সুতরাং তাহার মূলোৎপাটন করিবার পন্থা সৃষ্টি করিব। যত কেনই না, জাকামি করি, "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" তাহারা জাকামি বোকামি ধরিয়া ফেলিবে। বাদীর ঘট হইতে আমার কাষ্ঠা ত্যাগ করাইবে। তবে আমার একটা ভরসাও আছে, যে সকল অনভিজ্ঞ পাঠক গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগুলিকে বুদ্ধিমান মনে করে, তাহাদের নিকটই আমি curtain lecture দিই। তাহারা আমার জাকামি ধরিতে পারিবে না। কিন্তু গৌড়ীয় আমার বিষম শত্রু। আমি যে ঘটই আশ্রয় করি না, সেই ঘটকেই লৌহমুদ্গরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া

ফেলে। আমার ফাকামি বোকামি ধরিয়া দেয়। তাই আজ আমি গৌড়ীয়কে হাত করিবার জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছি। কখনও ফাকামি করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলিতে প্রচার করি যে, চালতে বাগানের গৌণীত্রিক মন্দিরে গৌড়ীয় যান না কেন? তাহাদিগকে বহু যোজন দূরে রাখেন কেন? তারাও ত' ছড়া গান করে। রাইকানুর গানের কোয়ারা ছড়াইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। তাহাদিগের হইতে কি গৌড়ীয় ভিন্নমত, না তাহাদেরই বাস্তব ভাগবত সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মত? গৌড়ীয় বিবাদ-সঙ্কুচিত তাম্বুল চর্ব্বণ করেন না, গৌড়ীয় অসরলতা কপটতাকে প্রশ্রয় দেন না, গৌড়ীয় চশ্চরিত্রতাকে ভক্তিধর্ম্ম বলেন না, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে সাধনভক্তি বলেন না, তাঁহারা আত্মহিংসা, বিবাদ চতুষ্পাদ পশুহিংসা করেন না, সুতরাং বীরভোগ্যা বসুন্ধরার তাঁহাদের স্থান নাই। বেদবিরুদ্ধ উপাসনা-প্রণালী গৌড়ীয় মঠ স্বীকার করেন না। মায়াবাদীকে প্রৌঢ়মতাবলম্বী বলেন না। কর্ম্মী স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকে 'বৈষ্ণব' বলেন না। কিন্তু বেদবিরোধী দলের ঘটেই আমার নিত্য অবস্থান। আমি খপরের কাগজের ঘটে, স্মার্ত্তের ঘটে, প্রচ্ছন্নস্মার্ত্তের ঘটে, অর্ব্বাচীনের ঘটে নিরন্তর চাপিয়া বসিয়া আছি। সুতরাং গৌড়ীয়কেই আমি ভয় করি। তবে অনভিজ্ঞের সংখ্যা অধিক ও কাল কলি, ইহাই আমার ভরসা। বিবাদ বাধাইয়া ফাকাবোকা পাঠকদের নিকট হইতে বার্ত্তাবহের ভক্ত আহারের নামে কিছু ইন্দ্রিয় তর্পণের current coin ছোঁ মারিয়া লইব। আমার ফাকামি বুদ্ধিতে তোপি সম্প্রদায়ের বুদ্ধি নাই। তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি যে, আমাদের গ্রাম্যবার্ত্তাগুলি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত কোন সাধুই পড়েন না ও আমাকে কষ্ট দেন না। আমার কতকগুলি কথা বলিলাম। আরও এইরূপ হাজার হাজার পত্র লিখিয়া প্রপঞ্চে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বৈদিক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট উপস্থাপিত করিব। সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে একটু স্থান দিবেন। আপনার পত্রিকার গ্রাহক গৌড়দেশবাসী সকল স্বদেশী মহাত্মগণ, স্বদেশহিংসক স্বধর্ম্মহিংসকগণের সহিত আপনাদের মত-ভেদ আছে আমি জানি। সুতরাং আমাকে একটু স্থান দিলে আপনার পাঠক-সংখ্যা গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সকলকে পরাজিত করিবে।

শ্রীফাকা-বোকা-স্বরূপদাস।

প্রতিবাদ পত্র

(প্রাপ্ত)

মাননীয় শ্রীযুত হিতবাদী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই প্রতিবাদ-পত্রিকাখানি আপনার "অদ্ভুত প্রশ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা-নাশিনী হইলেও আশা করি, আপনি উহা আপনার পত্রে প্রকাশ করিবার সৎসাহস দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। আপনার সুসরলতা ও অদূরদর্শিতা এবং ইতিহাস ও সত্যোপলব্ধির দুর্ভিক্ষের শোচনীয়তা দর্শনেই এইরূপ প্রতিবাদপত্রের অবতারণা। আপনার পত্রখানি কায়স্থজাতীয় শূদ্র ও অশুদ্ধ শূদ্র-প্রায় কলিসম্ভব সংস্কার-বর্জ্জিত বিপ্রসন্তানের সাহায্যে সম্পাদকীয়-স্তম্ভ আবর্জ্জনাদ্বারা পরিপূরিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সত্যপ্রিয় কোন ব্যক্তিই ইহা স্পর্শ করেন না। শুদ্ধগৌড়ীয় সনাতনধর্ম্মিমাত্রেই জানেন যে, খপরের ন্যায় হিন্দুজাতির অদর্শনীয় বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দাকারী জনগণ ও তাহাদিগের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সহিত তাঁহাদের কোনপ্রকার সম্বন্ধ রাখিতে নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত কেহই আপনার শৌক্রজাতি অমমত্ব কাগজ বিগত দ্বাদশ বর্ষ হইতে স্পর্শ করেন না। আপনি শ্রীহট্ট সারুটিয়ার বৈরাগী ব্রজমোহনকে এবং গৃহি বাউলসম্প্রদায়ের নেতা মৃত প্রিয়নাথ নন্দীয়দল ও তাঁহার আত্মীয় শ্রীমান্ সন্তোষনাথ বসু প্রভৃতি অদূরদর্শি লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপনার কাগজখানিকে যে নামে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিদ্বৎ-সমাজের মতভেদ আছে। আপনার তথা কথিত "হিতবাদী" নাম সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অভিজ্ঞ সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আপনি যে কথায় আপনাকে সংজ্ঞিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ ভাবেই আপনার অভিধান হওয়া সঙ্গত। পরন্তু অপরের ভেদ-দর্শনে আপনি যেরূপ দৃষ্ট হন, তাদৃশ বিভূষণে তাঁহাদের বিচারে তাঁহারা ভূষিত করিতে পারেন। আপনি যেরূপ বৈষ্ণব-বিদ্বেষে গৌড়ামী করিতে গিয়া আধাযোড়ে অর্থাৎ মিশ্র বা বিদ্ধ বৈষ্ণবোপসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পুরস্কৃত হইয়া, তাদৃশ তাণ্ডব নৃত্য হইতে আপনাকে ও

আপনার পালিত আশ্রিত বিশ্ববৈষ্ণবগণকে 'ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম্ম শিখাইবার জন্য এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির অসামান্য সংসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করাইবার জন্যই শ্রীনারায়ণের ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সনাতনধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন প্রবৃত্তি। আপনার বিশ্বমধ্যাশ্রিত ঐকান্তিক বৈষ্ণববিদ্বেষি জনগণের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র তাৎপর্য্যে যে সকল উক্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভগ্রন্থে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। সনাতন-ধর্ম্ম-প্রতীপ দ্বিপপ্রকৃতি শ্রেণীর মূঢ়-কায়স্থকুলোদ্ভূত শাস্ত্রের আশ্রিত ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসক ডাক্তার মৃত নন্দী বাবু যেরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষ আরম্ভ করিয়া তদনুগত সত্যেন্দ্র বাবু, ভবিভূতি বাবু, শাস্ত্রী মহাশয় ও অধিকারী ইন্স্‌পেক্টরবাবু প্রভৃতি জনের দ্বারা পুষ্ট হইয়া চাদ্‌ডিয়াবাগানের মিশ্র ও বিষ্ণুজনের পোষণকল্পে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কুদর্শনীর অদৈব বিচারপর লক্ষণগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের অপরপারে প্রেরণ করার জন্য শুদ্ধভক্তিমান্ বিষয়গুলীর চেষ্টা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আধ্যক্ষিকগণের পূজা কিন্তু শিষ্টধারণার ভ্রমপূর্ণ দিগ্‌দর্শিনী-গ্রস্ত বর্ত্তমানকালের বঙ্গভাষার ছাত্রগণকে যে প্রকার অকৃত-কর্ণধারের নৌকার ন্যায় অতল জলধিতে ডুবাইয়া দিতেছে, এবং সেই বিদ্যা লাভ করিয়া আপনার যে ভ্রান্ত ধারণা হইতেছে, তাহা সুজনগণ অধিক আদর করেন না।

ভারতাদি ঐতিহ্য পাঠে আপনি অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রাপঞ্চিক সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সদসৎ-দেবাসুর, আলোক অন্ধকার, উচ্চাবচ প্রভৃতি বিচারে দ্বন্দ্বময় বর্ত্তমান। অনুচানমানী হইয়া আপনি তাহাদিগের বিচার হয় বানন করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতরাজ বাদিরাজ স্বামী আপনাদের ন্যায় ভক্তিবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-পূতিগন্ধ-রাশি মুক্তিমল্লিকার পরিমলেতে বিদূরিত করিয়াছেন। ভাগ্যহীন বিদ্ধ ও মিশ্র গৌড়ীয়ক্রবসম্প্রদায় সেই সৌরভের আস্বাদনে বঞ্চিত হওয়ার জন্যই বৈষ্ণব-বিদ্বেষপর অপারমার্থিকের অশিষ্টাচারকেই 'শিষ্টাচার' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীবাদিরাজ যতীন্দ্র যে মল্লিকা-সুরভি-দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের নাসায় মকরন্দবায়ু প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমোদিত গৌড়ীয় শুদ্ধব্রাহ্মণ-সমাজ ঐকান্তিক চৈতন্যানুগতো প্রতিপক্ষের কুদর্শন ও বৈষ্ণবশিষ্টাচারোল্লঙ্ঘন আরব সমুদ্রের অপর তটবিশেষে বিদ্বেষীর অকৃতকর্ণধার তরীকে উটজ করাইবে। 'অন্ত-বিষ্ণু-ভয়ঙ্করী', 'শঙ্করী করকরাহতে'—ন্যায়াবলম্বনে প্রতীপেরা যতই অনভিজ্ঞ সমাজের নিকট তারস্বরে শাস্ত্রের কদর্থ প্রচার করুন না কেন, তাহাদিগকে যে ষট্‌কুটিপ্রভাত ন্যায়ানুসারে কামাদি ষড়রিপুর অকৃত্রিম-সেবক অধোক্ষজ-সেবা হইতে চিরবঞ্চিত করাইতেছে, তাহা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দেবী তাহাদিগকে বুঝিতে দিতেছেন না। কিন্তু আধ্যক্ষিক বিচার নিরাসকল্পে ভাগবতসম্প্রদায় জগতের বিদ্বৎসমাজের সাহায্যে দেশবিশেষ-প্রচলিত কুসংস্কার-সমূহ জ্ঞানের বিস্তারক্রমে প্রদর্শন করাইবে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

এই শ্লোকের কদর্থ হইতে প্রতিপক্ষিগণ সৎপথে আনয়ন করিয়া অহৈতুকী অপ্রতিহতা অধোক্ষজ-সেবাকৃপা দয়ার অধিকারী করাইবে। অধিকারী ইন্স্‌পেক্টর বাবুর স্বকপোল-কল্পিত মত ও চেষ্টাদ্বারা কখনই শাস্ত্রের মতবাদ ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। রেণুর যে প্রকার হিমালয় স্খলনে শক্তি নাই, আধ্যক্ষিক বৌদ্ধ চার্ব্বাক, লোকায়তিক, কাপাদ, পাতঞ্জল, গৌতমীয়, জৈমিনীয় তথা হেগেল, কাণ্ট, র‍্যাসপুটিন প্রভৃতি অনন্ত অসংখ্য ইদৃক ও তাবি অপরাবিদ্যাভিমানী অনুচানমানিগণের মুহুর্ম্মুহা শক্তিও তদ্রূপ কোন কালান্তরে বাস্তব সত্যো উপনীত হইতে শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারিবে না। ভক্ত বলেন,—কামাদি ষড়রিপুর সেবা করিয়া আমি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে নির্লজ্জের ন্যায় ভাগবতসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুযুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছি, তাদৃশ অনুষ্ঠান আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক এবং এ মনিষগুলির কৃতকসূত্রে অকুণ্ঠক, অদেবল, দক্ষিণা পথাবলম্বী বাধাচরণ-গণের কুমত পরিপোষণ-কল্পে আমি যে শুল্কপাত করিয়াছি, তাহা আমার মজুরীর পরার্দ্ধাংশের এক অংশও বিনিময়ে প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই; এই জন্য আমি অন্য কার্য্য-গণের অমনোযোগ দয়ার প্রার্থী হইব। কুকেতরা মায়া আর আমাকে নির্লজ্জ করাইতে পারিবে না। আমি বৈষ্ণবের চরণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে অবস্থান করিয়া ভগবানেরই ভজন করিব, ভগবৎস্থষ্ট বর্ত্তমান কালে ভগবদ্-বিমুখ অবৈষ্ণবমন্যমান, অনুচানমানিগণকে তাহাদিগের

সুপ্তা নিত্যা-ভক্তিকে জাগরণ করাইয়া উহকালে ও ভবিষ্যতোত্তরকালের মঙ্গল বিধান করাইব। অনুচানমানি-গণের (pedants) ভক্তিবিদ্বেষ ও অনাত্মধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য পথাবিস্থাপীঠের উজ্জ্বল আলোকে অমানিশার বক্ষস্থলের অভিনয় সমূহ যেরূপ দূরে পলায়ন করে সেইরূপ গৌণ-ভাবেই বিক্ষিপ্ত হইবে।

আপনি সি এইচ ডি বাবুর, সত্যেন্দ্র বাবুর, বৈরাগি-ব্রহ্মমোহনের ও গৃহিবাতুল উপসম্প্রদায়ের নায়কগণের কথায় ভ্রমপথে চলিতেছেন ও জগজ্জাল উপস্থিত করিয়া উহাকেই চিৎসাদ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং আপনার মনে সংখ্যাতীত Vox populi আছে জানিয়া শ্রুতির ও শ্রৌতপথের অমর্য্যাদা করিতে যে দুঃসাহসিকতা করিতেছেন, তাহা অচিরেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। অবশ্য সত্যের বিরুদ্ধে যে সকল বাচালতা ও বিতণ্ডা আছে, তাহা আশ্রয় করায় জন্য আপনার গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ বহির্মুখ অচক্ষুষ্কুলে অর্থাৎ নিম্ন ও নিম্নতরকুলবাসী কুলে ও মায়াবাদী বৌদ্ধ-সঙ্ঘে লোকায়তিক প্রভৃতি যথেচ্ছা-চারী অশ্রৌতকুলে আদৃত হইতে পারে এবং আপনি তজ্জন্য কিছু প্রাকৃত অর্থেও লাভবান্ হইতে পারেন সত্য এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগের বৈষ্ণববিদ্বেষীকে গৌণভাবে সাহায্য করা হইবে বলিয়া যে অপরাধ লক্ষিত হইতেছে, তাহা আচার্য্য-সেবার উদ্দেশে বিপরীতপক্ষকে গৌণভাবে উৎকোচ প্রদান মাত্র তজ্জন্য শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীনরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু যে অমল সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা শাঙ্কের মতবাদের অনুকূল নহে, তাহা মায়াবাদের অনুকূল নহে, তাহা আধাঘোড়ে গৌড়ীয় মিশ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকূল নহে, উহা স্মার্ত্তকুল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসমূহ ও তর্কাসার সুদর্শনসদৃশ। শ্রীসুদর্শন, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, শ্রীদ্রবিড় ন্যায়প্রচারক শঠকোপদাস, খৃষ্টপূর্ব্ব কালোদ্ভূত বেদেশ্বরতনয় শ্রীনাথমুনি আদি বিষ্ণুস্বামী, মধ্যযুগীয় শ্রীরাঙ্গগোপাল দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বানন্দ স্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য স্বামী, শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থানুগপর্য্যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতনয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীলোকনাথতনয় শ্রীনরোত্তম, শ্রীচৈতন্যতনয় পরমহংস শ্রীরঘুনাথ প্রভৃতি ভগবদ্ বিষ্ণুপাদ সমূহ যে মহাজন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মহাজন পথের প্রতিকূল সম্প্রদায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ কুমারিল, শ্রীপাদ শবরস্বামী, শ্রীপাদ প্রকাশপাদাচার্য্য, শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী, অপ্পয়দীক্ষিত, সংক্ষেপ-শারীরক-রচক-মধুসূদন-রামানন্দ-সরস্বতী-পূজিত-চরণ শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি, শ্রীপাদ বিদ্যারণ্য, আগমবাগীশ শাক্তেয়ানন্দ কৃষ্ণানন্দ, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি অসংখ্য শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী অমিশ্র কর্ম্মিজ্ঞানী ও মিশ্র মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় ঐক্যান্বিক বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের দ্বারা বিস্তাপিত ও বিধ্বংসিত হইয়া জগতে প্রতিপক্ষের নায়কস্থলে সম্মানিত হইয়াছেন। সেইপ্রকার পুলিস ইন্সপেক্টর অধিকারী বাবু, বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তানুগ আতিগোস্বামিগণ, মহামহোপাধ্যায় তালখড়িব তর্কবাগীশ ও ভাটপাড়ার তর্করত্ন মহাশয়-প্রভৃতি ব্যক্তি এই সুযোগে ভক্তিশাস্ত্রের বিদ্বেষ করিবার সুযোগলাভ এবং আপনি সবজের কাগজের বহু গ্রাহকলাভ প্রভৃতি গৌণ উদ্দেশ্য সফল করিবার সুযোগ পাইবেন। আপনাদিগকে গৌণভাবে সুযোগ দিবার জন্য শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের অনভিপ্রেত আপনাদের প্রতি সৎপথে আনয়নের অকৃত্রিম দয়া-চেষ্টা-প্রকাশানন্দ সার্ব্বভৌমাদির প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের দয়াকণা-নদীর আমাদিগের কৃতাপরাধের অবশ্যই উপশম করিবে।

আপনার লিখিত প্রবন্ধের একবিন্দুও সত্যের সহিত মিল নাই, ইহা আংশিকভাবে প্রদর্শন করিতে হইলেও আমাদিগের প্রত্যেক বারে অন্ততঃ ৫টী স্তম্ভ করিয়া প্রবন্ধ দুই বৎসর কাল প্রকাশ করিতে হইবে। যেহেতু আপনারা তিনিয়াঞ্চের বিচারের পক্ষীয় বিশেষতঃ শ্রৌতশাস্ত্রে অনধিকারী আপনাদিগের দুর্বিচারে আমাদিগের বহু বৃথা কালাতি-পাত করিতে হয়, ইহা শ্রৌতপন্থিমাত্রেই অবগত আছেন। আপনাদের অসত্যকথার প্রতিবাদস্বরূপ কতিপয় প্রবন্ধ যখন আপনাদের কাগজে প্রচার করিবার জন্য কোনও শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন সেইগুলি আপনার গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রচার করিবার সৎসাহস দেখাইলে অন্য পুন-রায় কতকগুলি অসত্য কথা প্রচার করিয়া স্বীয় শাস্ত্র-বৈমুখ্য প্রকাশ করিতেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি যে, বাদুনাপাড়ার যজ্ঞেশ্বর গোস্বামীর শিষ্য বিদ্ধ-মতাবলম্বী বিপিনবিহারী গোস্বামী 'সংক্রিয়াসার-

দীপিকা'-নাম্নী পুস্তিকার প্রচারকালে ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের পরামর্শ-সভায় আসিত হন নাই। গ্রন্থ প্রচারের এক বৎসর পরে তিনিও তাদৃশ একখানি গ্রন্থ আছে, জানিতে পারেন। উক্ত গোস্বামীর মহামহোপাধ্যায় প্রমুখ যে সকল কল্পিত কথা হৃষীকেশ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র বাবুর নিকট বলেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাময়ী। ঠাকুর মহাশয় সংগৃহীত 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা'-গ্রন্থ কল্পনা-প্রিয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে চাল পুঁথি নহে। উহাই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-স্বাক্ষরিত গ্রন্থ এবং সংস্কার-দীপিকা ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট তৎসম্বন্ধে শ্রীগোপীনাথ পূজারীর সঙ্কলিত। আপনার মনগড়া কল্পনাবাবলম্বনপ্রথা ঘটকচূড়ামণি-প্রভৃতি-স্থানেও অপ্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে সভ্য সমাজের রীতি অনুসারে পরপক্ষকে সম্মানসূচক শব্দে অভিহিত করিবেন, নতুবা বিদ্বৎসমাজ আপনাকে সভা হইতে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন জন্য অপসারিত করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন সাহিত্যে ও আচার্য্য শঙ্করের অনুগত সম্প্রদায়ের পরস্পর বাক্যাবলীতে যে সকল সাধারণ সম্ভাষণানুমোদিত ব্যবহার অতিচারু হইয়াছে, তাদৃশ ব্যবহার খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের বিরুদ্ধে কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। মুসলমানদিগের মধ্যে ও পাশ্চাত্য দেশে এক হস্ত দ্বারা সম্মান-বিধি প্রচলিত আছে, তাই বলিয়া তাঁহারা হস্তযুগদ্বারা ভারতীয় অভিবাদন-বিধির প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পাশ্চাত্য বিধি প্রচলন করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সাধারণ অবৈষ্ণব হিন্দুশাস্ত্রেও গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক বৈষ্ণবের প্রতি অসম্মানসূচক নিজ বিধি চালাইতে গেলে দণ্ডাই কিনা, সে বিষয়ে আর কিছুদিনের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইবে। যদি হজরত মহম্মদকে "পূর্ব্বধর্ম্মীজ্ঞানে অগ্নি উপাসক" বলিয়া তৎকৃত ধর্ম্মপ্রচারের পরবর্ত্তিকালেও "অগ্নি-উপাসক" রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে হজরতের অনুগত সম্প্রদায় তাহাতে আপত্তি অবশ্যই করেন, প্রাকৃত সাহজিক বিষয়ে অবস্থিত থাকিয়া এই সামান্য জ্ঞানটুকু আপনি বুঝিতে পারেন না। ইতিহাস-বর্ণনায় বিপিন বিহারী গোস্বামীকে 'চট্টোপাধ্যায়' বলা যাইতে পারে, পরন্তু হাজরত্নজ গোস্বামীর বংশজাত, সুতরাং তিনি কুলধর্ম্মে মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী নহেন,—ইহা বলিতে পারেন না। উক্ত গোস্বামীর অনুগত সম্প্রদায় তাঁহাকে তাঁহার বাল্যকালের নবদ্বীপস্থ উপ সম্প্রদায়ের অনুগত অভিধানে চিরদিন অভিহিত করিতে পারেন না। তিনি বর্দ্ধমানের উকিল বেলুন নিবাসী পরলোকগত রাধালদাস সরকারের বাসায় থাকা-কালে ও কাশীধাম শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর আনুগত্যে অবস্থান কালে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশাধিকার হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে উপসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এবং তাদৃশ উপসম্প্রদায়ের অধীন শ্রীযুক্ত অবলাকান্তের—গুরু এরূপ বলিলে মহা-মহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আপনাকে ছাড়িয়া দিবেন না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়কে 'মহামহোপাধ্যায়' নহেন, 'পি এইচ্ ডি' নহেন, 'গোস্বামী' উপাধিধারী নহেন, বলিয়া ভাগবতবাক্য বলিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না। রামানন্দী অর্থাৎ উহা তাঁহাদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। রামাৎ বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় বশিষ্ঠ গোত্রীয় ঋষিতনয়গণ ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধর ও বিভিন্ন বর্ণ—আপনাদিগের এই জাতীয় বিচার কলুটোলার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু যখন হিতবাদী নাম দিয়া কলুটোলার বাহিরেও অন্যত্র ঐ কাগজ প্রচারিত হইতেছে, তখন একটু সাবধানে স্ব স্ব অজ্ঞতা প্রকাশ করা সুধন ও বিদগ্ধজনের অনুমোদিত নহে কি?

জাতি বৈষ্ণবের সহিত মতভেদ প্রদর্শন করিবার ছলনায় কতিপয় গল্প রচনা ধর্ম্মাধিকরণের বিচার্য্য বিষয় হয়,—একথা আপনি এখন বুঝিতে না পারিলেও বুঝিবার সময়ের বোধ হয়, বেশী বিলম্ব নাই। আপনার কতকগুলি অনভিজ্ঞতা প্রসূত লেখনী শ্রীগৌরগোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ের সঙ্কলিত "প্রতাপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর" প্রবন্ধে প্রোদ্ভাসিত আছে। উহা পাঠ করিলেই আপনার বল বুদ্ধি ভরসাকর গৃহিবাউলদিগের বিচার-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত আছে, সুতরাং সতোন্দ্র বাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে হইবে না। আপনার পরম্বগ্রাহিতা ও সর্ব্বদৃষ্টি চিকিৎসা দ্বারা কতকটা সংশোধিত হইতে পারে। 'গৌড়ীয় কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে ধৃত শ্রীব্যাসুন বাক্যই আপনার পক্ষে ওকালতি করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে—"তত্রাপ্যজ্ঞানমেব অপরাধ্যতি, ন পুনরাধুনতো দোষঃ"।

আপনারা অনন্যকেশ ভক্তিবিদ্বেষী, অথচ ভক্তিগ্রন্থ ছাপিয়া তাহার লাভাদি গ্রহণ করেন। ভগবান্ যাহাদিগের নিকট ভোগের বস্তু, তাহারা মহাপ্রভুর দ্বারা, প্রতিনাসের দ্বারা দেবতের বুদ্ধিক্রমে নিজের প্রাপঞ্চিক দেহকেই পুষ্ট করিয়া থাকেন। গৌরসুন্দরের আশ্রিত জনগণ এই প্রকার পাপাচরণ করেন না বা অপরাধ আবাহন করেন না।

—•— শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত

অমানবকুল বিনাশে যথাবুদ্ধপরায়ণঃ।
নিশীথঃ কুলসঙ্গে দুষ্ট রোগাধ্যুষ্যতে।
আসন্ধি-বর্জিত সবন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

সাংক্রামিকতয়া মুহ্যন্ত ধরিসম্ভবিতবন্ধঃ।
মুমুক্ষুঃ পরিত্যাগো রোগাণাং কস্ত কথাতে।
ঈশ্বরি-সেবনে যারা পরমপূর্ণ
বিষয় বলিয়া তাদের হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৩শে জুলাই ১৯১৭	৪৮শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

না জানিয়া সেবকে অন্তক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাক্রোধ হয়।
সর্ব্বকাল কৃতাঞ্জলি প্রভু জীবে করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে॥
যে মতে সেবকে ভয়ে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে॥
এই তান স্বভাব শ্রীভক্ত-বৎসল।
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৭১-৭৪)

প্রিয়ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী॥
আজি ধন্য লোচন সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি বাসুদেব মোরে হইলা প্রকাশ॥
এত বলি প্রিয়ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৬৯-১৭৩)

প্রভু বলে আমি যে আছি পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে॥
পুরী গোসাঞির আমি নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
একবার যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র॥

ভক্ত রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন বিহার॥
অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালী-বধে সুগ্রীব-মিলিতে॥
সেবকের দাসা প্রভু করে নিজমনে।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্তসঙ্গে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।২৫৫-২৫৭, ২৬০-২৬২)

যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
সদা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগোপ্ত করিহ ভক্তি মত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বন্দন।
তবে সে তোমার সব পাপ-বিমোচন॥
নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥
এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধুজন।
ছয় সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই ১৭পিশুন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৫৩-৪৭৯, ৪৯১, ৪৯২)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কাল—শ্রীমদ্গোপাল দেবের পুনর্যাত্রা, ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভু বিগ্রহের অধিষ্ঠানবাসর।]

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

ইন্দ্রিয়াতীত কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুনতে পাই, সে সকল কথা শুনবার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সকল কথা 'সত্য' কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টী ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানের অতীত বলে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত বস্তুকে নাসাবদ্ধ বলীবর্দের শতসহস্র-যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, সেইরূপ আমার ন্যায় বামনেরও চন্দ্রস্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল। যে বস্তু আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না, সে বস্তু বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সে স্থান পর্য্যন্ত যাবার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপন্থা অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ের কোনও সন্ধান ক'রতে পা'রবো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে সকল কথা আমাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। 'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী আমি কর্ণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রতে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা শ্রবণ-ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হয় না। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই। যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্যবিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী (sceptic) হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণ কার্য্যটীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তসিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করাবে, সেইটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়।

পরজগৎ সম্বন্ধে যেসকল কথা সাধারণ তার্কিক সম্প্রদায় বলেন, সেই সকল অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি চালিত বাগ্‌বৈখরী বা শব্দাক্ষর মাত্র। শব্দবৃত্তি ত্রিবিধ—(১) রূঢ়ি, (২) যৌগিকী ও (৩) যোগরূঢ়ি। রূঢ়িবৃত্তি স্বতঃপ্রকাশিত, যেমন উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জনীমুখে প্রযুক্ত শব্দের বৃত্তি; তাহা গরুতেও বোঝে, মানুষেও বোঝে, ভাষার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে। নিরুক্ত শাস্ত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী-বৃত্তির নির্দ্দেশক। রূঢ়ি ও যৌগিকী-বৃত্তি যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যোগরূঢ়িবৃত্তির কার্য্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃপ্রকাশিকা শব্দবৃত্তিতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেইস্থানে আমি অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। আবার আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অনুভূতি বা বিষদনুভব যে স্থানে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত করিতেছে, সেস্থানে বিষদ্-রূঢ়ির কার্য্য।

একটী সন্তান প্রসূত হ'লে আপনা থেকে জান্‌তে পারে, 'আমি খাব কি'? গোবৎসকে মাতৃস্তন্যপানের কথা শিখাইয়া দিতে হয় না—কোন যৌগিক উপায় দ্বারা শিখাইয়া দিতে হয় না। ইহজগতে শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বস্তু, সেই বস্তুর সহিত শব্দের ভেদ আছে, অর্থাৎ শব্দের সহিত শব্দিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, 'বাটগাছ'—এই শব্দটী বলিবামাত্র ওষ্ঠ স্পন্দিত হ'য়ে সেই শব্দটী ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু শব্দটী বস্তুর দ্যোতক মাত্র।

বেদান্তবিদ্গণ পরতত্ত্ব জ্ঞেয়বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত-ধারণা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'রতে পারে না। যখন এই সকল কথা আদি গুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিতে পাই, তখনই আমার পরিপ্রশ্নের উদয় হয়।

যে বস্তুতে অজ্ঞরুচির কার্য্য নাই, এমন বিষয় যখন ভগবান্, তখন সাধারণ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্-বস্তু নিশ্চয়ই পার্থক্য-লাভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি বিচার-নিপুণ বল্‌বেন, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা জানা গেল না, তাহা কেবল 'শব্দ' মাত্র। কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ দ্বারা যে ভাব বা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু দ্বারা শব্দ সমর্থিত হইয়া থাকে।

এখানে ঐরূপ বিচারের সহিত পার্থক্য আছে—এখানে শব্দই বস্তু। শব্দটী যদি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ হয়—খণ্ডিত না হয়, তা' হ'লে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহজগতের শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বা সংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অনুকীর্ত্তন বা গানের দ্বারা জ্ঞাপনাত করা যায়, সেই শব্দটীই আমি গুরুমুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয়ে পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'রতে হ'বে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ের অভিজ্ঞানলাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত-দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তি-দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নাড়াচাড়া ক'রতে পা'র্‌বো। গুণজাত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অন্বয়তত্ত্বে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না। শ্রবণ করা ব্যতীত অন্বয়জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'রতে হবে না। অন্বয়জ্ঞান-বস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অন্বয়জ্ঞানের সেবা ক'রতে হবে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন করবার অধিকার আছে,—"কি ক'রে অন্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়?" যেখানে সংখ্যা দ্বিত্ব বহুত্বসংখ্যার পার্থক্য স্থাপিত হ'য়েছে, সেখানেই অন্বয়জ্ঞানের অভাব। অন্বয়জ্ঞান 'তত্ত্ববস্তু' শব্দে কথিত হয়; সেখানে ভেদজ্ঞান ক'রতে হ'বে না—সেখানে তাহাকে পুরুষ মনে ক'রতে হ'বে না। অবশ্য শব্দ এবং শব্দিত বস্তু যেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হ'চ্ছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহা নানা প্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অন্বয়জ্ঞানকে তর্কদ্বারা প্রতিহত করার আবশ্যক হয় না। মনোধর্ম্মোত্থ বিচার সঙ্কল্প ও বিকল্পধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে দু'টী পক্ষ আছে। কিন্তু সত্যসঙ্কল্প অন্বয়জ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তুই (বিকল্প) না থাকায় তর্কজন্য সঙ্কল্প-বিকল্প নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই নাই। যে বস্তু অতর্ক্য বস্তু, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে 'গ্রহণ ক'রবো কি না;ক'র্‌বো'—এইরূপ 'সঙ্কল্প-বিকল্প' না ক'রে তত্ত্ববস্তুর সেবা করাই আবশ্যক—পূজ্যবস্তুকে পূজা করাই কর্ত্তব্য। অন্বয়জ্ঞানে বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি তর্কদ্বারা বিচারযোগ্য নহে। শ্রুতি বলেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অবিক্ষেপের সহিত সাতত্যই নিষ্ঠা। যাঁহার বৃহদ্বস্তুতে এইরূপ সাতত্য হইয়াছে, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় না। যিনি শ্রৌতপন্থায় পারঙ্গত, তিনিই 'শ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় পুরুষের আত্মবৃত্তিতে নিত্য সেবন-ধর্ম্ম সমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। কিন্তু তিনি যে যুক্তিচারক বা অবিচারক, তাহাও নহে। তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত বস্তু তর্ক্য বা বিচারা-ধীন নহে। 'বৈকুণ্ঠ' মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যবস্তু নহে। যাঁহার নিকট হ'তে আমরা শ্রৌতপন্থা শিক্ষা ক'র্‌বো তিনি কে? শ্রুতি বলেন, তিনি 'সৎ'—তিনি স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রৌতবাক্য শুনবার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'র্‌বার পর যাবতীয় শ্রুতিবিরোধী অনুমান-প্রত্যক্ষ থেমে যায়। গুরু-পাদপদ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, যদি অজস্রচিবৃত্তিদ্বারা তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে শব্দ-ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডত্ব আরোপ করার দরুণ শব্দ এবং শব্দিত বস্তুতে ভেদধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অন্বয়জ্ঞান বস্তুতে

কোন প্রকার ভেদ নাই, কেন না তাহা চিদ্বস্তু। চিদ্বস্তুতে যে কথা আরোপ করা যায়, সে কথা নিজে বলিছি, সেই কথাই নিজে ফিরিয়ে নেওয়া। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সহিত শব্দ-শক্তি রূপের কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রুচিতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম্ম যেমন সংশ্লিষ্ট, বিদ্বদ্রুচি-বৃত্তিতেও বিদ্বত্ত্ব তেমনই অবিভাজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি ?

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানবের বা বহুজীবের নয়ন গোচর কিছু, তাহা সকলই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বা প্রকৃতির বিকৃতি। তাই মানবের চিন্তা মানবের বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। মানব প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠা বা পূজ্যা জ্ঞানে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতিকে 'ঈশ্বরী' মনে করিয়া ভুক্তিকামী হয়। প্রকৃতির নিকট ধন, জন, যশঃ কামনা করিয়া থাকে; কখনও বা প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী-রূপে কল্পনা করিয়া চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের সংখ্যা করিয়া থাকে, কখনও বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতি-লয়কেই বহুমানন করে। আবার প্রকৃতিজাত-জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া প্রাকৃত-অনুমান-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতত্ব সংস্থাপন করে এবং তৎফলে অপ্রাকৃত-ধারণার অসমর্থতা-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রকৃতির অন্তর্গত মনে করিয়া 'অপরিণামী', অপ্রাকৃত-নামরূপ—'অসত্য' বা অচিরস্থায়ী, পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ শুদ্ধজীবস্বরূপের নিত্য সত্তার নিত্য অধিষ্ঠান নাই, এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া প্রচ্ছন্ন-প্রকৃতি-লয়বাদ বা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদের আবাহন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বমীমাংসা এই অসীম শক্তিশালিনী প্রকৃতির মোহে অন্বিত হইয়াই প্রাকৃত কর্ম্মজড়বাদিরূপ শৃঙ্খলে প্রাকৃত মানবকে আবদ্ধ করিতেছে, বৈশেষিকের অণু-পরমাণু-বিচার বা গৌতমের ষোড়শপদার্থের আলোচনা, সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাঁহারই অনিষ্ট মিত্র পাতঞ্জল এই প্রকৃতি-সুন্দরীর রূপমোহ দর্শনেই ব্যস্ত।

আবার প্রাকৃত-সহজিয়াকুল "অপ্রাকৃত" কথাটী মুখে বলিয়াও প্রকৃতির প্রভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই। কারণ তাহারা প্রকৃতিজাত মনকে সম্বল করিয়াই অপ্রাকৃত কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

শুদ্ধ অপ্রাকৃত নবীনমদনের ভোগময় বাস্তব জগতে যাহা কিছু 'নানা মত নানা পথ', তাহা সমস্তই প্রকৃতিজাত ধারণা বা মনোধর্ম্মের বৈচিত্র্য। অপ্রাকৃত-রাজ্যে যে প্রকার অপ্রাকৃত বস্তুর রূপ-চমৎকারিতা বিস্তারের জন্য অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রাজ্যের ছেয় ও বিকৃত-প্রতিফলন-স্বরূপ প্রাকৃত রাজ্যেও এই সকল প্রাকৃত-বৈচিত্র্য বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত একাদশেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত ও বদ্ধজ্ঞান জীব এই সকল প্রকৃতি-বৈচিত্র্যকে 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদিগের প্রাকৃত সামঞ্জস্য বা সমন্বয়বিধানের জন্য 'চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদ-রূপ' একটী মতবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক 'প্রকৃতিলয়' প্রাপ্ত হইবার আশা পোষণ করে।

প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়ের উপর এতদূর প্রভাব-বিস্তারিণী-শক্তি-বিশিষ্টা যে, সে অপ্রাকৃত বস্তুকেও 'প্রাকৃত' করিয়া দেখিতে চায়। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রামে অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা-যোগ্যতা নাই, একথা প্রাকৃত জীব বুঝিয়াও বুঝে না। শ্রীভগবানের অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রাকৃত লোকের নিকট ভগবানের বিরাট্ ও ভূমা রূপ অধিক আদরের। শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে বিরাট্ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা 'প্রাকৃত'; কিন্তু অপ্রাকৃত লোকের ধারণায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত। স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতিতে সমাধিস্থ হইবার কথা তাঁহার প্রাকৃত কবিতায় মুখে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক প্রকৃতিবাদিগণ উক্ত কবিবরকে একজন বড় আস্তিক ও ঈশ্বরপরায়ণ বলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশের বহু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের উপর এরূপ প্রকৃতির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সদেশের কম্‌টির মতে মানব পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম যাজন করিবে। মানবের অন্তঃকরণের বৃত্তির আলোচনা-ক্রমে ঐ বৃত্তির পরিপুষ্টিসাধন করাই 'ধর্ম্ম'।

তাহার পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে একটী মনঃকল্পিত (প্রাকৃত) বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী বিষয় হইলেও তাহা দ্বারা মনুষ্যের চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবীই তাঁহার মহত্তম (Supreme Fetich) দেশই তাঁহার কার্য্যাধার, (Supreme Medium) মানব প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সখা, supreme being। হস্তে একটী শিশু লইয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি যেন সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ ভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহার পূজা বিধান করিবে। এইরূপ চিন্তাস্রোত যে ঐ comteতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যরহিত হইয়া জননী জন্মভূমির পূজা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই প্রকৃতি-পূজা।

প্রকৃতিজাত দেহ ও মনের দ্বারা পরিচালিত মানব মাত্রেই এইরূপ চিন্তাপ্রণালীকে নানা ভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। বেদান্তে প্রকৃতিবাদীকে "স্মার্ত্ত" বলা হইয়াছে। কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তবাদ ও প্রকৃতিবাদে কোনও ভেদ নাই।

এই প্রাকৃত চিন্তাস্রোত বা প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জ্ঞানই আমাদের ভজনের মূল শত্রু। এই প্রাকৃত-জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মধর্ম্ম—চিৎপ্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাই অপ্রাকৃত-সহধর্ম্ম বা শুদ্ধা ভক্তির [illegible] কোটীর মধ্যেও একটী পাওয়া দুর্লভ, আর প্রাকৃত-ধর্ম্মের গ্রাহক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই।

এই প্রকৃতি আমাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত উপস্থাপন করিয়া আমাদিগকে 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' বলিয়া ধারণা করায়, তখন আমরা পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ-সনাতন-জীবস্বরূপের নিত্য স্বভাব বা শ্রীল সনাতন প্রভুর শিক্ষোদ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতিই আমাদিগকে আমাদের বিরূপাবস্থা হইতে স্বরূপাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা প্রদান করে।

প্রকৃতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া যখনও আমরা পরা-প্রকৃতি শুদ্ধ জীবস্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে বাধ্য হই এবং অপ্রাকৃত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া কল্পনা করি। তখন আমরা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তত্ত্বীয় সমন্বয় অবরুদ্ধান, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর শক্তি-সিদ্ধান্ত, শুদ্ধ-দ্বৈত-বাদীর অপ্রাকৃত বিচার হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। সুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্যের অচিন্ত্যত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব বা অধোক্ষজত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় আমরা বেদান্তিক প্রতিপাদ্য সত্যকেও বহু মতবাদের অন্যতম 'বাদ' বলিয়া নিরস্ত হই।

অপরা প্রকৃতিই পরাপ্রকৃতি বা জীবের উপর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আনয়ন করিয়া জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবের জড়োপাধি প্রতি উৎপাদন করিয়া জড়ীয় বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী-সামগ্রী-চতুষ্টয়ের মিলনে ঐ রতিকে জড়ীয় রসতায় অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আমরা জগৎকে ভগবৎসেবোপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও ফলভোগ কামনা করিয়া অজ্ঞাতিবাদী ও কর্ম্মী হইয়া পড়িতেছি, কখনও বা ফলত্যাগ কামনা করিয়া জগন্মিথ্যাত্ব প্রচারপূর্ব্বক নির্ব্ভেদজ্ঞানী প্রভৃতি হইতেছি। সুতরাং প্রকৃতিই আমাদের ভজনের মূল প্রতিবন্ধক। 'অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন,—

সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
বংশীবদনিল হরি'॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ ভজ অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণ চরণে,
শুদ্ধে বাধা সদা নত॥

প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হওয়াতেই আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। পরাপ্রকৃতিপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধারার্থ নিজকে অধিষ্ঠাতা প্রকৃতির কিঙ্করী জানাইয়া অধিষ্ঠাতৃ পুরুষোত্তম শ্রীব্রজরাজকুমারের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়)—

বৈরাগ্য করয়ে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারে আমি তাহার বদন॥
চক্ষার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

শ্রীল সনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।"

• • •

"তত্ত্বাভেদ জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥

• • •

বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

—•—

আনুগত্য

সমস্ত কৃষ্ণভজন ব্যাপারটী এক অপ্রাকৃত চিন্ময়-রাজ্যের কথা। প্রাকৃতাভিমানী জীবকর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইবার বস্তু নহে। এ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

বলিয়া যে শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ অনুধাবন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ ও লীলা সব চিন্ময়, অতএব অপ্রাকৃত। জীবের জড়েন্দ্রিয় এইগুলি-সম্বন্ধে কোনরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। সেবা-পরায়ণ অধিকারী জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জিহ্বাদিতে স্বয়ং স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হন মাত্র।

"অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃতগোচর" এইবাক্যে শ্রীগৌর-সুন্দর পরমার্থলাভ-বিষয়ে জীবের সমস্ত প্রকার প্রাকৃত চেষ্টাকে 'নিরর্থক' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হরিভক্তের তটস্থ লক্ষণ-নির্দ্দেশচ্ছলে বলিতেছেন,—

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি জন্ম বা কর্ম্মের দ্বারা, বর্ণাশ্রম বা জাতির দ্বারা এই চর্ম্মময় কোষের আশ্রিত বাহাদুরী করেন না, তিনিই হরির প্রিয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীহরির কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও 'অপ্রাকৃত'। তাঁহারা এ জড়জগতে অধিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা কোন অপ্রাকৃত ধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রাকৃত কলেবরে কৃষ্ণভজন করেন। কৃষ্ণভজন বিষয়ে জীবের জড়ানুভূতির অহঙ্কার কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র; আর অন্য কিছু নহে।

সাধু ও শাস্ত্রগণ জীবের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকারে ধিক্কার প্রদান করতঃ আনুগত্যকেই এই অপ্রাকৃত ভজনলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আনুগত্য' বলিতে অবশ্য অধিকন কৃষ্ণানুগতজনগণেরই আনুগত্য বুঝিতে হইবে। এই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ জনগণই জীবের উপদেষ্টা বা গুরু। ইঁহাদের আনুগত্যে জীবনযাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। গুরুকে কৃষ্ণসেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই 'বস্তুজ্ঞান' লাভ করিতে হইবে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

কিন্তু আনুগত্য ব্যাপারটি আমরা যত সোজা মনে করি বস্তুতঃ ইহা তত সোজা নয়। অনুগত জনের সঙ্গলাভ-ব্যতীত কেবলমাত্র অন্ধমনুষ্যভাবে শাস্ত্র-পাঠ বা শ্রবণে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ নহি। আমরা 'অনুগত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করিতে পারি, এবং এইরূপ বৃথা অভিমানের ফলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপালাভ হইতে চিরতরের জন্য বঞ্চিত থাকিতে পারি, কিন্তু যদি কোন দিন কৃষ্ণকৃপায় ভক্তজনসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সেবা-ময় জীবনের শুদ্ধকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিময়ী চেষ্টাসমূহের পর্য্যালোচনা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আনুগত্য-ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধিক্রমে তদ্লাভে আমাদের এতাবৎ কাল কৃত যাবতীয় চেষ্টাকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর

জানিতে পারিয়া আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হইবে।

আবার আমরা 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' প্রত্যাশা করার ন্যায় আপনাতে আনুগত্যের সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান সত্ত্বেও ভজনে ফলোদয়ের কামনা করি, এবং তদ্দর্শনে ভজন এবং ভজনীয় বস্তু-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমরা একটি বারও ভাবিয়া দেখি না যে, শ্রীমন্দিরাজ্যনকের হাটে শ্রদ্ধামূল্যেই বস্তু বিতরিত হয়। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ফলেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি জন্মে এবং জাতরতি ব্যক্তিই নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। বৈষ্ণবকে অভিন্ন-বিষ্ণুজ্ঞানেই সেবা করিতে হইবে। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। শ্রীনামগ্রহণাদি কার্য্যও সেবাবুদ্ধেই অনুষ্ঠান করিতে হয়, নতুবা ইহাও জীবের আরোহচেষ্টাই হইয়া পড়ে এবং পরিণামে ইহা অভীপ্সিত ফল দান না করিয়া জীবের পিত্তবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ বেদ উচ্চে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবের উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥

যতটুক আনুগত্যের ফলে হরিভক্তি লাভ হয়, তাহা যদি আমাদিগের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা (হরিভক্তি) কি প্রকারে আশা করিতে পারি? আমরা আমাদের দুর্দ্দৈবের ফলে বর্ত্তমানে হরিভক্তি লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়াই যে ভক্ত ও ভক্তির প্রতি উদাসীন হইয়া অন্য তন্ত্রিপথে অধিকতর নির্ভরে বিচরণ করিব ইহাই বা কি প্রকারে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? কৃষ্ণভক্তিই যদি নিত্যবস্তু হয়, এবং তল্লাভই যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিজ স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহারক্রমে আনুগত্যময় জীবন লাভ করিবার জন্য কেনই বা না আমরা অধিকতর উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিব?

শ্রীল তুলসীদাস মহারাজ তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী একটি দোহাতে বলিয়াছেন,—

সন্ত ঝড়ে পরমারথী, শীতল উন্‌কি অং।
তপন বুঝা ওত আউরকে, ধরা ওত আপনা রং॥

ইহার অর্থ এই যে, সাধু পরমার্থবেত্তা, তাঁহার হৃদয় সংসার বাসনানলে উত্তপ্ত নহে। তিনি উপদেশ দানাদির দ্বারা শিষ্যের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মত করিয়া লয়েন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সরলভাবে যদি আমরা ভক্তিলাভেচ্ছু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট গমন করি, এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলি, তবেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-বারিতে সঞ্জীবিত হইতে পারি। গুরু শিষ্যের চালক, নিয়ামক বা শাস্তা। শিষ্যের সহিত ব্যবহারে তিনি শিষ্যের কোন উপদেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা করেন না। গুরুর এবম্বিধ আচরণে শিষ্য যদি তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধ হন, তবে শিষ্য গুরুর অনুগত নন, প্রকারান্তরে গুরুকেই শিষ্যরূপে পরিণত করিতে উদ্‌গ্রীব, বলিতে হইবে। কায়িকরের পুতুলের ন্যায় শিষ্যকে গুরুর নিকট অবস্থান করিতে হইবে, এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর থাকিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি যত শীঘ্র আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুর মনকে নিজের 'মন' করিয়া লইতে পারিবেন, গুরুর 'কৃত্য'কে নিজ-কৃত্য বলিয়া বরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত শীঘ্র গুরু-কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইবেন।

বৈষ্ণবগণের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহাদের সেই আনুগত্যময় জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের মত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য এ মরজগতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সুমধুর বাক্যাবলীতে তাঁহাদের স্বভাব এতদূর প্রস্ফুটিত রহিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের এই পাষাণ হৃদয়েও আনন্দ, বিস্ময় ও ধৈর্য্যের সঞ্চার হইবে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গুরুগৌরাঙ্গের নিকট নিজের আনুগত্য এই-রূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

ঐশ্বর্য্য তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।

আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
সতিনিন ভরে তাহা ॥
বসিয়া তুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিয়া সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥

ঠিক্ এইরূপ সংকল্পভাবে আমাদিগকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে বলিদান দিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত অকিঞ্চন হইয়া ভক্তির যাজন করিতে সমর্থ হইব না, প্রকৃত আনুগত্যাভাবে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। গুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি ভোগ্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিতই রহিয়া যাইব।

কৃষ্ণ অব্যভিচারী ভক্তিযোগ-দ্বারাই সেবিত হন। সদ্-গুরুর আনুগত্য ব্যতীত ভক্তি অব্যভিচারী হইতে পারে না। ব্যভিচারী ভক্তি জীবের সংসার-ধ্বংসক্রমে সুফলের শ্রীনন্দ-নন্দনের অপ্রাকৃত ভজনে সামর্থ্য বিধান করিতে পারে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অসৎ বাসনাতে মন সদন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ রৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥
অযোধদর্শী প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রিত কাহারও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। জীবও নিত্য, তাহার ভজন-প্রণালীও নিত্য। যিনি যতটুকু এই নিত্য-ধর্ম্মের যাজন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ফল পাইবেন। যিনি যতটুকু আনুগত্য করিবেন, তিনি ততটুকু বৈষ্ণবতা লাভ করিবেন। ফলদানে নিত্যানন্দ নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি কাহাকেও ছাড়িতেছেন না। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমার মত পামরের একমাত্র ভরসা। নতুবা আর গতি কি ছিল। আসুন! আমরা সকলে সরল অন্তঃকরণে শ্রীচরিত নিজনিজগণের নিকট প্রার্থনা করি,—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি মুই নিবেদন,
মুই বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥

আরো বলি—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥

শ্রীনিত্যানন্দ দাস অধিকারী (বি, এ, বি ; বি, টি)

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যার পর]

(১৪) ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণ শাস্ত্র হইতে বহু বহু প্রমাণ ও যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৪) ভবিষ্য-বুদ্ধাবতারের কথা বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"

বঙ্গানুবাদ—তৎপরে একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের নিমিত্ত 'বুদ্ধ'—এই নামে অঞ্জনপুত্ররূপে গয়া-প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

জীব-সম্মোহন কার্য্যটী কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া উদিত। দেববিদ্বেষ বা জীবের তামস ভাবও আত্মনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। বিষ্ণুভক্তিরূপ সুগোপ্য অমূল্য নিধিটি সেই সকল দেববিদ্বেষী তামসিক লোকের নিকট হইতে গোপনে সংরক্ষণ করা সর্ব্বগুণনিধি শ্রীবিষ্ণুর একটী কার্য্য।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব সেইরূপ কোন নিমিত্ত বা প্রয়োজন সাধনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ভগবান্ বিষ্ণু যদি মায়ে কৃপাপূর্ব্বক ভক্তগণ-গীত ভক্তিকে অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের নিকটে গোপন না রাখিলেন, তাহা হইলে ভক্তিরাজ্যে আরও কত কি বাজিগারেই স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কে জানে! সুতরাং শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ঐরূপ অসুরমোহনকার্য্যটী নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক—সার্ব্বকালিক নহে। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বপ্রসঙ্গপর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন—

"মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথিস্থিতঃ।
পুরং অ কল্পয়ামাস মুনিবুদ্ধিবিনির্ম্মিতম্ ॥
তত্তঃ সংমোহয়ামাস বিনাম্নায়মুবাচেদান্।
ভগবান্ বিষ্ণুরাত্মানমহিংসাবাচিভির্হরিঃ॥"

মোহিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট অসুরাংশ ব্যক্তিগণই ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অবৈদিক 'বৌদ্ধ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। পরন্তু যাঁহারা বিষ্ণু-শ্রীবুদ্ধের প্রচারিত সত্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট ছিলেন, সেই সকল বিষ্ণুসেবোন্মুখ সুকৃতি শ্রীবুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার এবং নিজদিগকে বিষ্ণুপাসক 'বৈষ্ণব' জানিয়া অসুরমোহের যোগ্যতানুযায়ী দেহ ও মনের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তিকেই বরণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যের ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের গমনকালে সব-উপদেশ-গ্রহণ সত্ত্বেও পরস্পরের যোগ্যতার পার্থক্যে সত্যোপলব্ধির পার্থক্য এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য। অতএব এস্থানে শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের কার্য্যে কোনওপ্রকার বৈষম্যদোষ আরোপ করিতে হইবে না। মঙ্গলময় বিষ্ণুর কার্য্যের গম্ভীরার্থ সাধারণজীবের বোধগম্য নহে।

বিষ্ণুর কর্ণ-সচিব শ্রীশঙ্করের অবতাররূপ আচার্য্য শঙ্কর যে সময়ে ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ন্যায় একটী জগদ্গুরুর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণুবিরোধি-বৌদ্ধগণের মূলোচ্ছেদে প্রায় হইয়াছিল। যে সময়ে শূন্যবাদের চরমনিনাদে ভারত পরিপূরিত হইল, সেই সময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির কথা কে শুনিবে? যে হাটে 'শূন্য' বা 'নাস্তি'তত্ত্বের কোলাহল, যেখানে কিছুই 'সত্য' বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সেই হাটে অধোক্ষজ-চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা কিরূপে বিকাইবে? তাই, বিষ্ণুর ইচ্ছায় বিষ্ণুর কর্ণসচিব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলময় শম্ভু আচার্য্য শঙ্করবেশে উদিত হইয়া 'নাস্তি'বাদকে 'অস্তি'বাদে, 'শূন্য'বাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন। এবারও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তিমহারত্নটী বহির্ম্মুখ লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু নিজ কর্ণসচিব শঙ্করকে বলিয়া দিলেন—

"প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চ ত্বমিমান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥"

(পঃ পুঃ উঃ ৬২ অঃ ৩১ শিবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

এই বহির্ম্মুখ-লোকবঞ্চনা কার্য্যটী বৌদ্ধাবতারের কার্য্যের ন্যায়ই নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। অতএব স্বয়ং শঙ্কর-বাক্য—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

(পঃ পুঃ উঃ ২৫ অঃ ৭)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। কিন্তু এইরূপ কার্য্যে বিষ্ণুর আদেশ-পালক শঙ্করের কোন দোষ নাই। তথাপি তাঁহার প্রচারিত মত 'অসুরমোহন'-নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া সেই মতকে 'নৈমিত্তিক' না জানিয়া 'নিত্য'জ্ঞানে গ্রহণ করিলে জীবের নিত্যধর্ম্ম ভক্তি হইতে বিচ্যুতিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে। তাই, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য—

তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তা'র হয় সর্ব্বনাশ ॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৯)

(১৬) শ্রীব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত যে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষরহিত একমাত্র অমল প্রমাণ, তদ্বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভগবৎসন্দর্ভে বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে যতটুকু বিচ্যুত, তাহারা সেই পরিমাণে নাস্তিক—এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন বলিয়া বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন না, তাঁহারা বেদান্ত-বিরোধী—সুতরাং বেদ-বিরোধী—সনাতন ধর্ম্মবিরোধী।

'কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-দ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যায় হইতে পারে না'—একথাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। প্রাচীনগণ বলেন,—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, মায়াবাদী প্রভৃতি অন্যত্র ভাগবত-বিদ্বেষী অনুচানমানিগণ, কিম্বা বৈষ্ণবাপরাধিগণ অথবা ভাগবতব্যবসায়ি নামাপরাধিগণ প্রাকৃত লোকের নিকট যত বড়ই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হউন না কেন, তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত ভাগবতের তাৎপর্য্য-গ্রহণে সামর্থ্য নাই। তাঁহারা ভাগবত অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্ম—

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াঞা সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
ভাগবত পড়াঞা কারো বুদ্ধি নাশ।
নিজে অবধূত চাহে জগৎ নিবাস॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায়॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(১৭) অশ্রুপুলকাদি সকল ক্ষেত্রেই যে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ বলিয়া বিচারিত হইবে, ইহা নহে। প্রতিষ্ঠাকামী মায়ুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের কিম্বা নিসর্গপিচ্ছিল ভাব-প্রবণ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি কখনই সাত্ত্বিক বিকার বা ভাব-লক্ষণ নহে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কোন কোন গ্রন্থে এরূপও কৈতবযুক্ত মত দৃষ্ট হয় যে, কেহ যদি চক্ষে সিন্ধুনচূর্ণ ধারণ করিতে করিতেও অশ্রু বিসর্জ্জন অভ্যাস করে, তথাপি কালে তাহাও ভাবলক্ষণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ কুত্রিম পন্থা শ্রৌতপন্থা বা ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এই সকল মতবাদ নিরাস করিবার জন্যই অপ্রাকৃত-রসিকরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতীয় (২.৩।২৪) 'তথাস্পারং' শ্লোকের টীকায় শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

অশ্রু-পুলকাবের চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শঙ্কাতে বক্তুম্, যতঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—

"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদ্ভাবোদয়েঽপি চ।
সম্ভ্রমাদিং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রু-পুলকাদয়ঃ॥ ইতি
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৫২ শ্লোক)

• • তত্তশ্চ রতিপ্রযুক্তয়োঃ সত্ত্বোদ্রেকয়োরপি যদ্যপি ন বিক্রিয়েত তথাপি তাভ্যামিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ জন্যবিক্রিয়া-লক্ষণাত্তাসাধারণ্যানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীনেব জ্ঞেয়ানি। • • কনিষ্ঠাধিকারিণাং সম্বৎসরানন্তরং সাপরাধচিত্তত্বা-দ্যনগ্রহণবাহুল্যেঽপি তস্যাবশ্যংভূতত্বাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রি-য়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যসম্ভবাৎ জন্যরতত্বা নিশ্চৈব। কিঞ্চ তেষা-মপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠাকচ্যাদিভূমিকাক্রমেণ কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাস্পন্দারূঢ়মপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্ত-দ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাস্পন্দারূঢ়তা তিষ্ঠত্যেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

(যদিও ভক্তিনামে চিত্তদ্রবতার বাহুল্যরূপ 'অশ্রুপুলকাদি' তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত-দ্রবের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গম-সঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদি বিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর, এইরূপ লোকের হৃদয়ে সম্ভ্রমাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিদ্রুত না হয়, তাহাই পাষাণ সদৃশ কঠিন। ভাবাঙ্কুরের মুখ্যলক্ষণসমূহ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ আগন্তুক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎসেবা-যুক্ততা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী আরোচকতা (ভাঃ।১৪। ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপটে 'তৃণাধম'-জ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ—ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, (৬) সমুৎকণ্ঠা—কৃষ্ণপ্রীতি লাভের জন্য

যে অত্যন্ত দুর্লভ, (৭) নামগানে সদাকচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের দেহোদ্গত জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় ভজন-বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধলক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব অসাধারণ কান্তিই, নামগ্রহণে অসাধারণ আসক্তিই ভজন-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মহদপরাধযুক্ত বৈষ্ণব-প্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধে) প্রবণেও নাম মাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক 'কান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ-হেতু পাষাণ-তুল্য কঠিন, সুতরাং নির্দ্দয়। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রকৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

সভক্তিপ্রণতিপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন এই যে,

আমি আপনাদিগের শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ২২৪২ নং এর গ্রাহক এবং কয়েক বৎসর যাবৎ আপনাদের ভক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলী পাঠে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা এই যে, যেন আপনাদের কৃপাকণা হইতে কখনও বঞ্চিত না হই। অদ্য একটী বিশেষ বিষয়ে আপনাদের দ্বারস্থ হইতেছি। প্রার্থনা, দয়াপ্রকাশে উপদেশসহ উত্তর দানে কৃপণতা করিবেন না।

সম্বেতস্বরে বাদ্যাদি সহ "নগর-কীর্ত্তন" সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা বর্ত্তমান আছে। উৎসবাদি উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুগণ সম্বেতস্বরে নগরে নগরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উক্তরূপ 'নগর-সংকীর্ত্তন' যে হিন্দুশাস্ত্রের অঙ্গ ও হিন্দুগণের অবশ্য করণীয় তাহা কোন্ কোন্ শ্রীগ্রন্থে কোন্ কোন্ স্থানে আছে, অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগকে জানাইবেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ আপনাদের ন্যায় মহাজনের অবশ্যই জানা আছে, তাই ভরসা করিয়া ঐ বিষয় জানিবার জন্য আপনাদেরই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য বিবেচনায় আপনাদিগকে এই ক্লেশ দিতে সাহসী হইয়াছি। 'শ্রীগৌড়ীয়' পাঠ করিয়া সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, আপনারা দয়াপ্রকাশে জিজ্ঞাসুর প্রতি সর্ব্বদাই কৃপা-পরায়ণ। তাই আশা করি, দয়ার এ অকিঞ্চনের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সদুত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন। শ্রীচরণে বিনীত নিবেদন ইতি।

দীন কৃপাভিখারী

শ্রীকালীপদ দত্ত

১২৪ চৈত্র, ১৩৩৪ উকিল, শিরোমণিপুর, বরিশাল

উত্তর

শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন সনাতন ধর্ম্মের কেবল অঙ্গবিশেষ নহে, পরন্তু একমাত্র অপরিত্যাজ্য প্রধান নিষ্ঠা কৃত্য। শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন যে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে শত সহস্র প্রমাণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। 'সংকীর্ত্তন' শব্দের অর্থ আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—'বহুভি-র্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্'—বহুলোকের একত্র মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যে ভগবদ্-গুণানুবাদ, তাহাই 'সংকীর্ত্তন'। 'কীর্ত্তন' উচ্চৈঃস্বরে সাধিত হয় বলিয়া 'জপ' হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে। যথা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২লঃ—'নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, অপরিত্যাজ্যতা এবং যাবতীয় শুভকার্য্য বা অনুষ্ঠানের হরিসংকীর্ত্তনৈকাধীনত্ব, কলিকালে হরিসংকীর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তরের অনস্তিত্ব প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। যথা, "নামকীর্ত্তনমেকমুচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামাক্ষরন্তু

[illegible] পঠন্তিত্যাদৌ। অত্র যথোপরিষ্টম কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। কৃপাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি। ইহ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়া-দীনত্বনৈকবিধত্বাদ্যাকরণাদীতি শ্রুতি-পুরাণাদিতি শ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। অতঃ কলৌ-তদ্যোযোগ-বিধা-ভক্ত্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাদ্যা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুপণৈরাদি দেহিভিরিতি। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননাদ্যাদেনৈব তত্তৎযুগপ্রসিদ্ধমহাসাধনানাং সর্ব্বেষাং ফলং দদতো কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলিপ্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য তদুৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমার্গে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীহরিকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যং ইত্যপেক্ষয়ৈব তদুৎকর্ষোক্তিরিতি স্থিতম্। অতএব যস্যকস্য ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ সর্ব্বসাধনৈরেকৈকতো যত্নৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রাধান্যেনৈবাস্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ।"

অনুবাদ,—এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "দাম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলাচেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান প্রদানকারী, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।" এই কীর্ত্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি যে দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং কর্ম্মবিষয়ে যিনি অতি দীনহীন বা দরিদ্র, তাঁহার পক্ষেই একমাত্র আশ্রয়ভূতা ও অপার দয়াময়ী, ইহা ("অতৈশ্বর্য্য-প্রত-শ্রীচিং" ইত্যাদি শ্লোকমুখে) শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায়, কলিযুগে (স্বাভাবিক অভাবমূলে) সাধারণতঃ লোকের দারিদ্র্য—সিদ্ধ, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—"অতএব কলিযুগে তপ, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচক্ষণ দেহধারী পুরুষকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না। অতএব কলিযুগে স্বভাবতই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কৃপানিধি তাঁহার স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে পূর্ণ পূর্ণ, যথোচিত মহামহাসাধনসমূহ সমস্ত ফলই প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয়ে। এজন্যে কলিযুগ-মাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই উৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবর্ণন, অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিকার্য্যেই কালদেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি-অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহ-যোগেই যে, সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে,—ইহাই কথিত হইয়াছে। যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তদ্ভিন্ন অনধিকারীর কৃপা-গুরু-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধ নামকীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবল মাত্র-হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত [illegible] কেবলমাত্র শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১শ বিলাসে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে শতশত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ৮ম বিলাসে গীত, নৃত্য ও বাদ্য-যুক্ত হরি-সঙ্কীর্ত্তনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—ভাবে বিষ্ণুনারদ-সংবাদে—"গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। বিষ্ণুসম্বন্ধিসঙ্গীতমেতন্মে মুনিসত্তম। ত্রৈলোক্যোপরিসংস্থিতম্" নামধ্যেয়ে—"বিষ্ণোর্গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ। ব্রহ্মব্রাহ্মণসাধূনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ" এবং [illegible] শ্রীভগবদ্বাক্য,—"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গায়কস্যাভিমুখং মদিঃ। মদি বুদ্ধিঃ সমায়াতি গায়েদ্যস্মাৎ সকথাঃ" হরিভক্তি-সুধোদয়ে—"যো গায়তীমমনিশং তুবি ভক্ত উচ্চৈ[illegible]

সমস্তজনপাপক্ষিদেহসম্বন্ধঃ", "যদানন্দকরং গানং তৎ পুণ্যাক্ষর পঠিতং। তৎ সর্বতীর্থদলিলস্নানং সর্বযজ্ঞেশ্বরম্।" বারাহে—"নারায়ণানাং শ্রেষ্ঠোহসি, গায়ন্ শ্রেষ্ঠতমং ভবঃ। গায়েনারাধিতো বিষ্ণুঃ সর্বকীর্তিজনার্চনঃ। দদাতি তৎ স্থানং যৎ যথাস্থে কৌশিকাদয়ঃ।" নন্দিকেশ্বরে—"বীণা-বাদন-তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি।" বিষ্ণুধর্মোত্তরে—"বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য ততৈবাপ্নুয়াৎ পরং পদং।" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আরও লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্য-বাদ্যাদিযুক্ত তাঁহার নামসংকীর্তন না করেন,—"শ্লাঘ্যা কিং ন ব্রজোৎসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুলকিত হয়েন না বা রসাতলে গান করেন না। শ্রীমূর্তির গমনকালেও কীর্তন-নৃত্য-বাদ্য-বাদ্যাদির সহিত গমনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহারা সেইকালে শ্রীমূর্তির অনুগমন না করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"নানুব্রজতি যো মোহাদ্রথস্থস্য জগদীশ্বরম্। জ্ঞানাক্ষিপ্তকর্মাণি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।" (রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিসোদয়ধৃত পুরাণবাক্য)—"মূঢ়তা-প্রযুক্তবশে ব্যক্তি, শ্রীমূর্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা সকল কর্ম দগ্ধ করিলেও, 'ব্রহ্মরাক্ষস' বলিয়া পরিগণিত হয়।"

মহামান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অসামান্যা সমাদর-তায় নির্বিবাদে সনাতনধর্মযাজন ও আচার-প্রচারের পথ অতীব সুগম হইয়াছে। মহামান্যা মহারাণীর ঘোষণাপত্রই তাহার সাক্ষ্যস্থল। সুতরাং বর্তমানকালের সম্বন্ধে ত' কোন কথাই নাই, চারিশত বৎসর পূর্বেও যখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান-শাসনের অধীন এবং নবদ্বীপ নগরী যখন কোতোয়াল কাজী সাহেবের একটী প্রধান আসনরূপে নির্দিষ্ট ছিল; সেই সময়েও তদানীন্তন প্রবলপরাক্রান্ত মাননীয় কাজী মহাশয় যাহা প্রধান করিয়াও সনাতনধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ যাহা নৃত্য-গীতাদি-যুক্ত উচ্চ নগর-সংকীর্তন, সেই অবাধ-অপ্রতিহত সনাতন ভক্তিপথের চিরপ্রবাহিতা পুণ্যস্রোতো-ধারা রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। এমন কি অবশেষে তদানীন্তন কাজী মহাশয়ও তীর্থযাত্রের নিষ্কাম্য যে অনন্যসংকীর্তন, তাহাতে স্বয়ং দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীর নগরকীর্তনাদি অনুষ্ঠানে যাহাতে সর্বতোভাবে কোনও প্রকারে বাধাপ্রদান না হয়, তজ্জন্য নিজ অনুচরবর্গের 'তাবাক' মধ্যে দিয়া গিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের অতি প্রামাণিক ও প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এতদ্বিষয়ে সবিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি বর্তমান রহিয়াছেন এবং তৎসন্নিকটে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। বৃদ্ধি বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় সহস্র সহস্র লোক নগরসংকীর্তন-মুখে সেই স্থান পরিক্রমা এবং কাজীর-সমাধির প্রতি দণ্ডবদ্ধতি প্রভৃতি যথা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসংকীর্তনের অনেক উদাহরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাই।

এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
* * *
হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হার নাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাঁহার সুখ নাগরিকগণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্তন॥
* * *
মন দিয়া শুন ভাই নগর-কীর্তন।
যে কথা শুনিলে কৃষ্ণরত্নের মোচন॥
করতাল মন্দিরা সবার সোঙরে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ॥
বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সব লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহ কেহ না জানে পরমানন্দ রঙ্গে॥
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কেবা করে কেবা মেলে হেন রঙ্গ হয়॥

নগরে উঠিল মহা প্রেম কোলাহল।
হরি বলি' হাসি কান্দি নাচয়ে সকল॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সব নবদ্বীপ বায়॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
প্রেমময় হরিধ্বনি গোবিন্দ-গোপাল॥
হর কৃষ্ণ মুরারি-মুকুন্দ-বনমালী।
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি॥
হর-কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥

(চৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩শ অধ্যায়)

নগরসঙ্কীর্তন-বিরোধীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য,—

সঙ্কীর্তন আরম্ভেতে আমার অবতার।
কীর্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সঙ্গ পাত্রকীও যদি করয়ে কীর্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্তন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ)

ভাগবতাদি সনাতন ধর্মশাস্ত্রে উচ্চ-সংকীর্তনের মাহাত্ম্য,—

হরাম গৃহ্যবিধান্ শ্রোতুনাম্নানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টশ্চ দেহিতে॥

(ভা ১০।৩৪।১৭)

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জানিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে॥

(চৈঃ ভাঃ অ ১৬)

অতএব শাস্ত্র-প্রমাণ ও পূর্ব পূর্ব নজীর দ্বারা নগর-সংকীর্তন সনাতনধর্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ, সিদ্ধান্তিত হইল।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

ভীষ্ম

(পূর্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

ভীষ্ম, স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—লোকনাথ, তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইল! আহা, কে উপদেশ কোথায়, কাহাকে দিবে—কৃষ্ণ? তুমি থাকিতে উপদেশ দিব আমি? তুমি বিদ্যমান থাকিতে, এই অতি ক্ষুদ্র শিষ্য এমন ধৃষ্টতা করিবে কেমনে? হে অখিল-লোক-কর্তা, তোমাতেই ত সকল বাক্য সদা বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমা হইতেই ত বেদাদি সকল শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে!—তুমিই স্বয়ং উপদেশ দাও। নাথ,—কৃপা কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—গাঙ্গেয়, আপনার অন্তর দিব্য জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল আপনার নিরন্তরনির্মলহৃদয়ে ঊর্ধ্ব সত্ত্বগুণ মেঘনির্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত প্রকটিত। আপনি দিব্য দর্শনে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবেন। উপদেশ দান করুন।

সূর্যদেব অস্তগমন করিলেন। এ-দিবস আর কোনও কথা হইল না। সকলে বিদায় হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পরদিবস যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ সকলে আবার তথায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কুশল প্রশ্ন করিলে, ভীষ্মদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমার আর কোনও কষ্ট, কোনও অভাব নাই। তোমাকে ধ্যান করিয়া, তোমার কৃপায়, আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। আর, তোমার বাক্যে, বেদ-বেদান্তাদিগত সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আমার অন্তরে অপূর্বরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহা আমি এখন উত্তমরূপে কীর্তন করিতে পারিব। কিন্তু, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, জনার্দন,—তুমি থাকিতে আমি কেন উপদেশ দিব? এই অধমের প্রতি এ আদেশ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমি আপনার কীর্তি অক্ষয় করিয়া রাখিব। যত দিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আপনার অশেষ কীর্তি-কাহিনী সর্বত্র বিঘোষিত হইবে। আপনার এইবাক্য বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত হইবে। আপনার বাক্য যে পালন করিবে, সে পরলোকে সমুদয়

সদনুষ্ঠানের সুফল ভোগ করিবে। কৃতনিশ্চয়ই, তাই আমার ইচ্ছাতে এত ব্যস্ত। আমরা সকলেই উপস্থিত আছি। এক্ষণে, আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি তাহার উত্তর দিবেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষ্মদেব তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সপ্ত মত শাস্ত্রোপদেশ দিতে লাগিলেন। আর সকলে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সকলে প্রত্যহ তথায় সমবেত হইতেন এবং সন্ধ্যায় বিদায় লইতেন। এইরূপে সাধু শাস্ত্রজন প্রবুদ্ধ পরিত্যাগের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশ দান করিলেন। তাহাই মহাভারতের বিরাট শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে। আমরা সেই অগাধ সিন্ধু হইতে সাধু-কৃপায় কয়েকটি অমিয়নিধি আহরণ করিয়া, আমাদের এই বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান রক্ষা করিব।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু ত্রৈতৈর্ভাবৈস্তত্ত্বতঃ।
দুর্গাণ্যতিতরেদ্ যেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥"

(শান্তিঃ ১১০।১)।

অর্থাৎ—হে পিতামহ, এই মায়াধিকৃত জগতে বিষয়বিমুগ্ধ জীবগণ নানাভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, সতত কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহারা কিরূপে এই দুর্গম বিষয় বিপাক হইতে উদ্ধার হইতে পারে, তাহা বলুন।"

উত্তরে ভীষ্মদেব পুরোবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া সকলকে কহিলেন,—

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
তত্ত্বতো নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
য এষ পদ্মপত্রাক্ষঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
সুহৃদ্‌ভ্রাতা চ মিত্রং চ সখা চ তব সাত্বতঃ॥
য ইমান্ সকলাল্লোকান্ কোশংবর্দ্ধবৎপরিবেষ্টয়ৎ।
ইচ্ছন্ প্রবৃত্তচিত্ত্যাত্মা গোবিন্দ পুরুষোত্তমঃ॥
দ্বিজ প্রিয়হিতে নিত্যঃ স এষ পুরুষোত্তমঃ।
রাজংস্তব চ ছন্দর্ষো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষর্ষভ॥
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥

(শান্তি ১১০।২৪—২৮)।

অর্থাৎ,—যে রাজন্, এই যে সর্ব্বভূতপতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন; এই যে পদ্মপলাশ-লোচন, পীতবসন নারায়ণ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন; এই যে অচিন্ত্যপ্রভাব পরমেশ শ্রীগোবিন্দ, যাঁহা ভক্তগণের হিত-সাধনে সদা রত রহিয়াছেন; যিনি আমাদের একমাত্র পরমাত্ম জন;—তাঁহারই প্রতি যাঁহারা একান্ত অনুরক্ত,—তাঁহারই অভয় পদে যাঁহারা একান্ত আশ্রিত,—এক কথায় যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহারাই দুর্গম বিষয়-বিষবন হইতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আর যাঁহারা ভক্তির সহিত ভক্তের মুখে, এইরূপ ভক্ত ও ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও বিষয়-বিষ-দাহ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত স্নানযাত্রার দিবস হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে পরাবিদ্যাপীঠ সারস্বতগৌড়ে প্রবীণ পণ্ডিতবর শ্রীবনমালী রায় বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, মহোদয় অবিশ্রান্তভাবে বেদবিদ্যালয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতেছেন এবং শ্রীনরোত্তমবর্ত্মবিবরাজমানী বৈদান্তিকপণ্ডিতকুলমুকুটমৌলি "বৈতণ্ডিকসার্ব্বভৌম" অধ্যাপক-কেশরী শ্রীমদ্বনমালী বিদ্যাভূষণাচার্য্য মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বেদান্তভাষার সম্প্রদানচতুষ্টয় বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেছেন। গৌড়ীয়-পত্রে পরাবিদ্যা-পীঠের উপাধি-পরীক্ষাসমূহের গ্রন্থ-তালিকা ও নিয়মাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরগোবিন্দ মহারাজ বিদ্যাবের বহু স্থানে তাঁহার স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি ভাগলপুরে টাউনহলে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিদ্বারা অলঙ্কৃত একটী বিরাট সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কাশীধামেও মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। অধুনা তিনি মুঙ্গেরে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শী এবং অনর্গল মধুরস্বরে বক্তৃতা-প্রদানে বিশেষ নিপুণ। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা-প্রদানকালে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ঘশোহর জেলার বহরমপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া বহু সভ্যাসুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ উক্ত বেলার নবাটী গ্রামে নগর কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রধানকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে পাণিহাটি গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে আহূত এক বিরাট সভায় বহু পণ্ডিত ও সজ্জন সমক্ষে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে দীর্ঘ ও দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে সভায় সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে উক্ত গ্রামেই শ্রীযুক্ত পশুপতি ভদ্র মহাশয়ের বাটীতে 'সংসারবন্ধ' সম্বন্ধে একদিন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে 'শুদ্ধতত্ত্ব' ও 'সম্বন্ধ জ্ঞানের' বিষয় দুই দিন আলোচনা করিয়া তত্রত্য শুদ্ধ-ভক্তিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণের পরমা সুকৃতি বিধান করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ রাজাপুর গ্রামে শুভাগমন করিয়া তত্রত্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে দিবস-ত্রয় অবস্থানপূর্ব্বক 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন-তত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা তথা নগরকীর্ত্তন করিয়া পুরুষ ও প্রমদা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই আত্মকল্যাণ বিধান করেন।

কটকে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ২৪শে আষাঢ় ৮ই জুলাই তারিখ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিষ্ঠান উৎসব উপলক্ষে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কটকনগরীতে সমুপস্থিত হন। শ্রীনগরীবিজয় হইতেই শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত কটক নগরীতে গৌরজনসঙ্ঘের আগমনে কটক নিবাসী সজ্জনগণ এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে অভ্যর্থনা এবং নানাপ্রকার আচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন। ২৪শে আষাঢ় সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সমাগত নরনারী-বালবৃদ্ধযুবার সমাবেশ হইয়াছিল। গৌরবিহিত কীর্ত্তনাচার্য্য, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক, সঙ্গীতবৈষ্ণবভূষণ-বিভূষিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুর সুমধুর ভক্তি-সিদ্ধান্তরসময় সংকীর্ত্তনে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ সমুপস্থিত হইয়া-ছিল। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সভাস্থ ও শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীবিগ্রহ পূজা সম্বন্ধে একটী দীর্ঘা বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ এবং কতিপয় শুদ্ধ কিছুকাল শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাত্রিক, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সংকীর্ত্তন, স্তব-পাঠ ও উদ্দণ্ড নৃত্যাদি-মুখে শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ দর্শন অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্ত্তনের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আচার্য্যোচিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর অধ্যক্ষতায় ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদাদি বিতরণ করেন। ইহার কয়েক দিবস পূর্ব্বেও কটক সহরে একটী বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া-ছিল। কটকবাসী বহু প্রাচীন লোক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এইরূপ বিরাট নগর সংকীর্ত্তন কটক নগরে পূর্ব্বে আর দর্শন করেন নাই। স্থানীয় উড়িয়া ও ইংরেজী সংবাদ-পত্রে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সংকীর্ত্তন উৎসব ও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের কটক নগরীতে শুভাগমন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদানের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ২৫শে ও ২৬শে আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে বক্তৃতা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকগণ, কলেজের ছাত্রগণ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান প্রথিত-নামা দেওয়ান বাহাদুর, শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহোদয়, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকিল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবনমোহন পট্টনায়ক, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন প্রভৃতি সজ্জনগণ দুই বেলাই শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণার্থ উপস্থিত থাকিতেন। পরমভাগবত ভক্তিরত্ন মহোদয় সমবেত বৈষ্ণব-গণকে একদিন তাঁহার ভবনে ভিক্ষা করাইয়া আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে কটকবাসীর পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান দেওয়ান বাহাদুর মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে নটযানে করিয়া কটক ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

From Pearymohan Mukherjee
Cuttack Chandnichauk, To Gaudiya, Calcutta,

Adhibash Ceremony of disappearance of Sanatan Goswami most successfully celebrated last evening. Big gathering held in Math compound. Elites of Town attended Swamijis delivered lectures. All highly appreciated Jagannath Mahaprasad came in at 10 P. M. Everyone sumptuously fed.

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি ত্যাজ্য।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
হরি-সেবায় যার অনুকূল
বিশ্ব বলিয়া আসে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই শ্রাবণ ১৩৩৪, ৩০শে জুলাই ১৯২৭ | ৪৯শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আত্মজ পারিষদ উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রণামে সে কু-বুদ্ধি বিনাশ॥
কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিত্য ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩৪৮১-৪৮৮, ৪২৩-৪৯৬)

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যাদি মদে।
যে দেহি ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত।
নবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥
অদ্বৈতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ভাসিলেন তাঁর কলেবর॥
অদ্বৈতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অদ্বৈত প্রবিষ্ট হইল প্রভুর দেহেতে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১২৪, ১২৫, ২০২, ২০৩)

বৈষ্ণব-নিন্দক দুই পাপী-দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে ভক্তিমতি।
কেমতে করিবা তুমি পাষণ্ডী-পাপেতে-রতি॥
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজা ও তাহার কৃষ্ণ নাহিকরে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৫৪—৩৬২)

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে ঠাকুর গোপাল লইয়া পুতুল খেলা সর্ব্বত্রই যেন একটা কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীভগবান্ বা বদ্ধজীবের প্রতি অসীমান্ত কৃপাময় শ্রীভগবদবতার শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ আমাদের পূজ্য বা সেব্য বস্তু, আর 'পুতুল' আমাদের ভোগ্য বস্তু। পুতুলকে আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন গড়িতে পারি, যেমন ইচ্ছা তেমন নাচাইতে পারি, সর্ব্বপ্রকারে উহাদ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইতে পারি। 'পুতুল' আমার ভোগ্য বস্তু। আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য 'আমার 'কল্পনায়েস' অনুসারে আমার কারখানায় গড়া, আমার পয়সায় কেনা সামগ্রীমাত্র। সাধারণ কথায়ও লোকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বস্তুত্ব ধর্ম্ম বুঝাইতে বলিয়া থাকে,—'এই বস্তু বা এই ব্যক্তি যেন ইহার পুতুল বা ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছে'।

অধুনা তীর্থস্থানগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই সেবা-শিথিলতা ও সেবা-বৈমুখ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এবার শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীরথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনবযৌবনোৎসবের দিন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বস্ত্রপতন (?) রূপ ঘটনা কি স্ত্রীপুত্র-জনের সেবা-বৈমুখ্যের নিদর্শন নহে? অবশ্য অপ্রাকৃত শ্রীক্ষেত্রে বা শ্রীজগন্মন্দিরে বস্ত্রপতনাদি হেয় ব্যাপারের কোন স্পর্শ নাই; কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছায়ই আমাদের ন্যায় ভগবৎসেবাবিমুখ সেবাপরাধীর চৈতন্যোৎপাদনের জন্য ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধু-সজ্জনগণ শাস্ত্র-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন যে, বোধ হয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সেবা-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেবাপরাধ-ফলেই বা এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

কৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে এত ভাবে পুনঃ পুনঃ আমাদের সেবাপরাধ ও সেবা-বৈমুখ্যের কথা জানাইয়া দিতেছেন, তথাপি আমাদের পাপ-পাষাণ হৃদয় কি জড়তা পরিত্যাগ করিতেছে! শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের এই ব্যাপার শুনিয়া আমরা কয়জন সেবাবিষয়ে সাবধান হইয়াছি? তপ্তলৌহে জলবিন্দু-পতনের ন্যায় আমাদের ভোগানল-তপ্ত হৃদয়ে ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রত্যক্ষ-শিক্ষাবাণীও পর মুহূর্ত্তেই বিলীনতা প্রাপ্ত হইতেছে।

শাস্ত্রে যে সকল সেবাপরাধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভোগ, কুত্রস্থ অর্থাৎ গল্পিকাপান, নিষ্যাক অর্থাৎ অহিফেন্-ভোজন, ভগবদ্অগ্রে তাম্বূল-চর্ব্বণ, তির্য্যক্‌পুণ্ড্র-ধারণ, অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ননিবেদন, ভগবৎ-শপথাদি-করণ, নিন্দালোকন, দেব-কোশোপজীবন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সেবাপরাধ ত্যাগ করিতে আমরা কোন যত্ন করি না। শাস্ত্র বলেন,—

"দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

(শ্রীবামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত শাস্ত্র-বচন)

—যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তিদ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেবাধিকারী অভিমানিগণকে দেবকোশোপজীবী প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে নবদ্বীপাদি সহরে "ভেটপ্রথা" নামক আর একটী নূতন দেবকোশোপজীবিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ সেবাপরাধী, তাহাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য যে ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না, ইহা আমরা অনেকেই বুঝি না।

সেদিন কয়েকটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তিনটী প্রধান তীর্থস্থান শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীবৃন্দাবনের ধর্ম্মব্যবসায়িগণের ভীষণ অপরাধময় তাণ্ডব-নৃত্যের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন যে, কোন সময় কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবদ্বীপ সহর দর্শন করিতে গমন করিলে স্থানীয় একটী বৃহৎ মন্দিরের অধ্যক্ষ—একজন বিখ্যাত ভেট-গুরু আদায়কারী উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। এমন কি নিজে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মোটর-যানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ মন্দিরাধ্যক্ষ মহাশয়ের এই কপট সৌজন্য বুঝিতে পারিয়া সেই মোটর-

স্থানে আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই নবদ্বীপ সহরে গমন করেন। যে কয়দিন তাঁহারা নবদ্বীপ সহরে উপস্থিত ছিলেন, সে কয়দিন মন্দিরাধ্যক্ষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে ভেট গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই 'পুনর্মূষিকো ভব' মতে দীক্ষিত হইয়াছেন। আরও শুনা গেল যে, বিশিষ্ট ও ক্ষমতাশালী বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যাহাতে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টক না হন, তজ্জন্য ঐ মন্দিরাধ্যক্ষ সেই সকল ব্যক্তিকে বড় বড় মৎস্য, ঘৃত, আম্র প্রভৃতি ভেট প্রদান করিয়া থাকেন। হায়! এইরূপ কপটতাদ্বারা সাধারণ মানুষকে ভোলান যাইতে পারে বা অজ্ঞলোকগণের চোখে ধূলি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবান্ কি এইরূপ কপটতায় ভুলিবেন?

নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভগবান্‌কে 'গোলাম' করিবার চেষ্টা, মৎস্যের উৎকোচ প্রদান করিয়া সত্য চাকিবার চেষ্টা কি সেবক বা গোস্বামীর ধর্ম্ম? ইহা কি একাধারে ভীষণ সেবাপরাধ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব এবং আম্র ও লোক্ত-বঞ্চনা নহে? মৎস্য, ঘৃত প্রভৃতির উৎকোচ অপরে গ্রহণ করিলেও নিরপেক্ষ সত্যধর্ম্ম-প্রচারক গৌড়ীয় তাহা কখনও গ্রহণ করেন না জানিয়াই গৌড়ীয়ের প্রতি অবৈধভাবে বিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মব্যবসায়িগণের অন্য কোন প্রকার অস্ত্র নাই।

আর এক প্রকার ভেট-প্রথা বর্ত্তমান ধর্ম্মব্যবসায়ীর মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে; সেটী হইতেছে, সাধারণে বা ধনীর দ্বারে ভগবদ্বিগ্রহ-ভাগবত দেখাইয়া ভেট-সংগ্রহ। গৌড়ীয় এতৎসম্বন্ধে বহুবার বহুভাবে লোকের নিকট জানাইতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে ইন্দ্রিয়-তর্পণের খাতিরে ভাগবত-ব্যবসায়ি-নামাপরাধিগণের দ্বারা বিস্তারিত অপরাধ-সংক্রামক-ব্যাধি হইতে দূরে থাকিবার যত্ন করিতেছেন না! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, রঙ্গালয়ে নায়কনিতার অভিনয় বা বাদ্যকণ্ঠরবে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যেমন উহার ভাবী-কুফলের কথা নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের মুখে পুনঃপুনঃ প্রচারিত ও উপদিষ্ট হইতে শুনিয়াও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইবে বলিয়া কু-অভ্যাস ছাড়িতে পারে না, এবং এইরূপ অভিনয়াদি দর্শনে ও শ্রবণে অনেক ধর্ম্মকথা ও নীতি শিক্ষা করা যায় প্রভৃতির ছলনা দেখাইয়া অবাধগতিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণেই পা'চালিয়া দেয়, এক্ষেত্রেও তাহাই।

সেবাপরাধ হইতে নামাপরাধের গুরুত্ব অধিক। নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়িগণ নামাপরাধী। তাঁহারা দক্ষিণা-মার্গীয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের আদর্শে সর্ব্বশাস্ত্রোপজীবিকারূপ একটী সংসার-প্রাপক নামাপরাধের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত' (পৃঃ ২।৬২), "ধনসিদ্ধ্যাদি-সিদ্ধ্যর্থৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে।" "বিদুষ্টমাত্তরমতাত্মা তত্ত্বাশ্চ নাজ্ঞতা।" (পৃঃ ২।১২৮), শ্রীভক্তিবিলাসে শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভু ও বিদগ্ধমাধবে শ্রীসনাতনপ্রভু—"ন জীবনায় যুক্তীত বিপ্রঃ পাণ্ডিত্যমুত্তমং।" প্রভৃতি বাক্যে নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়ীকে ভক্তি-দেবীর চরণে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেদিন পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট সন্ন্যাস মহোদয়গণ জানাইলেন,—নবদ্বীপ, বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে এইরূপ একটী কমিটী সংগঠিত হইতেছে, যে কমিটীতে এইরূপ একটী সর্ত্ত প্রস্তুত হইতেছে যে, বৃন্দাবন-নবদ্বীপ-পুরুষোত্তমাদি স্থানে কোন বিধবা স্ত্রীলোক একাকী আসিয়া যেন বাস করিতে না পারেন। পরমপবিত্র তীর্থস্থানাদির এইরূপ কলঙ্কের কথা শুনিয়া কাহার হৃদয়ে দুঃখানুভব না হয়? এইজন্যই কি শ্রীমন্মহাভারতের বনপর্ব্বে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন—"কলৌ তু দৈত্যভূয়িষ্ঠং সর্ব্বং ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি" অর্থাৎ কলিকালে তীর্থস্থানসমূহ দৈত্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে বস্ত্রপতন (?) এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাভ্যন্তরে আরও কয়েকটী অঘটনের কথাও শুনা গিয়াছে। অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তিস্থলে এইসকল উৎপাতের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অক্ষজ-অস্মিতায় অনুভূত অক্ষজ-জগতের মিথ্যাত্ব অস্বীকৃত না হওয়ায় ভগবান্ জগতে ভগবান্ জীবের উপর উহার কার্য্যকারিতা আছে। বদ্ধজীবের উহা এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন ভীষণ সেবাপরাধের ফলে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সজ্জনগণ এইরূপই ধারণা করেন।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে যিনি জগন্নাথ-মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট, তিনি বর্ত্তমান পুরুষোত্তমাধিপতির

নহী হইলেও এবং তাঁহার বাহ্যকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা থাকিলেও শ্রীভগবৎসেবাধিকারের কার্য্যে তাঁহার যোগ্যতার অভাব কিছু অযৌক্তিক নহে। অতএব শ্রীমন্দিরের সেবাদি-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন-ভার সেরূপ কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

আমরা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে, তিনি কোন সময় শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণ ও সেবা-পূজাদির সুবন্দোবস্ত ও পরিচালনাদি কার্য্যের অন্যতম-স্বরূপে নিযুক্তি হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার মঠসমূহে যাহাতে সেবা পূজার বিশেষ সুবন্দোবস্ত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অতি আপনজনে যত্ন করিতেন, উহার আভাস তাঁহার "Maths of Orissa" নামক পুস্তক-পাঠে অবগত হওয়া যায়। এক সময়ে সাহত-সম্প্রদায়-দুষ্টের ব্যতীত ইতর সম্প্রদায়ের কয়েকটী বিশেষ প্রতিষ্ঠা-শালী ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথমন্দিরে যাহাতে তাহাদের প্রভাব বিস্তারিত হয়, এইরূপ কয়েকটী কার্য্য শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা করাইয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষক আদর্শ-সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইতর সম্প্রদায়ের ঐরূপ প্রস্তাবকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া গৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে 'মুক্তিমণ্ডপে'র পরিবর্ত্তে 'ভক্তিমণ্ডপ' প্রভৃতি রচনা করিয়া তথায় সজ্জনগণসহ সাহত-শাস্ত্রালোচনা ও মহাপ্রভুর কথাপ্রচার এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার নানাপ্রকার সুবন্দোবস্ত সম্পাদন করেন।

কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যার সর্ব্বজন-সুপরিচিত সরকার বাহাদুরের সুবিস্তৃত, বিহার ও উৎকলদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, প্রবীণ, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, কর্ম্মঠ, কটক-নগরের বর্ত্তমান মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণসখাপাত্র মহোদয় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষপদে বৃত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। এইরূপ অভিজ্ঞ ও সেবাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে সেবাভার নিযুক্ত হইলে সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান দেওয়ান সাহেব মন্দির-সংক্রান্ত ভার ছাড়িয়া কেবল যদি বিষয়কার্য্যের ভার লইয়া সেবাকার্য্যের ভার যোগ্য হস্তে সমর্পণ করেন, তবে বোধ হয় ভালই হয়।

শ্রীক্ষেত্র ও উড়িষ্যার প্রধান নগর কটকনগরে শ্রীমাধ্বাপুর-নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠরূপে যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপিত হইয়াছে, সেই মঠদ্বয়ের প্রচারকবৃন্দ উড়িষ্যার সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। উড়িষ্যা অক্ষরে কতিপয় ভক্তিগ্রন্থও কটক-নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মৎসর শ্রৌতপন্থি-সাধুগণের দ্বারা নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচারিত হইলেই অসৎস্বার্থপর ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মনোধর্ম্মীয় কুমত ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ বাধিত হইবে বিচার করিয়া বিশেষ সন্তপ্ত হন এবং তজ্জন্য মৎসরতামূলে নানাভাবে সত্যপ্রচারের বাধা-প্রদান করিবার উদ্যোগ করেন। স্থানীয় নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তিগণ উড়িষ্যার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ ও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের কার্য্যাবলীর কথা প্রচার করাইয়াছেন। শুনা যায়, তাহাতে কতিপয় কুমতবাদিব্যক্তির মৎসরতা উৎপন্ন হইয়াছে।

'উৎকলদীপিকা' নামক একটী কাগজে একটী বেনামী লেখকের পত্রে কতিপয় মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়পত্রে পূর্ব্বেই ঐ সকল মিথ্যা সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ ও ঈর্ষ্যামূলক ভিত্তির কথা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। উক্ত ভিত্তিহীন ঈর্ষ্যামূলা কথারই পুনর্ব্বর্ণন 'উৎকলদীপিকা'য় প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই মনে করিতেছেন যে, কোন অপস্বার্থপর ব্যক্তি বা কুমতবাদি-সম্প্রদায় যাহার বা যে সম্প্রদায়ের কুমত গৌড়ীয়পত্রে খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার বা তৎসম্প্রদায়ের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে, এইরূপ কোন ব্যক্তিই মৎসরতা, নীচতা, ও কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার অপাশ্রিত প্রদেশে ছায়াটীও অনুগমন করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ একমাত্র কলিযুগাবতারী শচীনন্দন-গৌরসুন্দর ও তদভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যতীত (১) পরবর্ত্তিকালে মনোধর্ম্মি-শিষ্যগণকল্পিত জীববিশেষকে গৌর-নিত্যানন্দের অবতার বলেন না বলিয়া, (২) তুলসীপ্রদানরূপ পাষণ্ডাচারের অনুমোদন করেন না বলিয়া,

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত তারক-ব্রহ্মনাম ব্যতীত অপর কোন ব্যাকরণদুষ্ট, তত্ত্ববিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষযুক্ত নব-কল্পিত ছড়াকে 'মহানাম' বা 'নাম' প্রভৃতি বলেন না বলিয়া, (৪) যাঁহারা 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রৌতপদ্ধি-বহির্ভূত সম্প্রদায়ান্তর্গত নহে'—এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদিগের নবীন মত শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের বিরোধী মত, সুতরাং সেই কুমতকে শুদ্ধত্যাগী অভিবাড়ী মতেরই প্রকারান্তররূপে বিচার করেন বলিয়া, (৫) একাদশীতে অন্নগ্রহণ মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে প্রচার করেন বলিয়া, (৬) 'সচ্চিদেকনামক চৈতন্যমত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিবর্গের অনুমোদিত মত নহে,'—এই সত্য কথা প্রচার করেন বলিয়া, (৭) ধর্ম্মের আবরণে ব্যভিচারের প্রশ্রয়-প্রদান করেন না বলিয়া কতিপয় দুষ্ট-মতাবলম্বী ব্যক্তি তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া দুই একটী ভিত্তিহীন ঈর্ষাবৃদ্ধা মিথ্যা কথা বেনামী পত্রের সাহায্যে বিচারহীন লোকগণের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ মৎসরতা চরম-দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কি? নিজে সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া অপস্বার্থের খাতিরে সাধারণকে সত্য জানিতে বাধা দিলে কিরূপ ভীষণ অপরাধ-পঙ্কে পতিত হইতে হয়, তাহা মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মৎসরতা কিয়ৎ ক্ষণের জন্য দূর করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবার সুবুদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমরা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা

ঠাকুর বৈষ্ণব চরণ সেবন
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি মূল।
ইহা না জানিয়া জনম বিফল
ভজন সাধন ভুল॥ ১॥

অন্য চেষ্টা সব দূরে পরিহরি
(তুমি) বৈষ্ণব কৃপা যাচিলে।
তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন দিলে॥ ২॥

বৈষ্ণব ছাড়িয়া কোন দিন কেবা
কৃষ্ণভক্তি লভিয়াছে।
নাহি কৃষ্ণভক্তি কোন কালে কেহ
সাধার না তরিয়াছে॥ ৩॥

বৈষ্ণব-চরণ পরশ পাইয়া
ধরণী পবিত্র হয়।
শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ
(যায়) সব অমঙ্গল ক্ষয়॥ ৪॥

বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তেরে আনিয়া
প্রতি ঘরে করি দান।
দুর্লভ জীবনে চেতন করিতে
নাহি কেহ বলবান্॥ ৫॥

কোটী কোটী জন্ম বেদ অধ্যয়ন
কোটী তীর্থ পর্য্যটন।
করে যদি কেহ ভক্তি নাহি পায়
বিনে বৈষ্ণব-সেবন॥ ৬॥

বৈষ্ণব-মহিমা বেদেও ব্যানে না
মানুষের কি শকতি।
সেই সে জানিবে, (যারে) একান্ত জন্মিবে
বৈষ্ণব-চরণে রতি॥ ৭॥

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব অভিন্ন বিগ্রহ
অচিন্ত্য চিন্ময়-তত্ত্ব।
বৈষ্ণব-করুণা যাহারে হইবে
সেই জানিবে গুরুত্ব॥ ৮॥

জন্ম-মৃত্যু কভু বৈষ্ণবের নহে
জাতি-কুলাশ্রম ধর্ম্ম।
বৈষ্ণবের দেহ চিদানন্দ ময়
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম॥ ৯॥

হেন বৈষ্ণবের পদ-রেণু-জল
আর ভুক্ত-অবশেষ।
যে জন লভিবে সেই ভাগ্যবান্
নাহি তার দুঃখ লেশ॥ ১০॥

সংসার-বন্ধন হবে ছাড়ে তার
হবে ঘোর মায়া যায়।
কৃষ্ণদাস হ'বে বৈষ্ণব সঙ্গেতে
(পাবে) কৃষ্ণ-সেবা অধিকার ॥ ১১ ॥

যদি বা বৈষ্ণব করুণা করিয়া
দিয়েছেন মোরে সঙ্গ।
আপন ভাবিব কাহারে কহিব
(মোর) বৃদ্ধ ভ্রমে হয় ভঙ্গ ॥ ১২ ॥

শুন শুন প্রভু বৈষ্ণব-ঠাকুর
তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু।
কৃপার সমুদ্র পতিতপাবন
জগতজীবের গুরু ॥ ১৩ ॥

কোটী কোটী কোটী প্রণতি আমার
তোমার কমল-পায়।
বৈষ্ণব-মহিমা গাহিয়া গাহিয়া
(যেন) যাদের জনম যায় ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণ-কিঙ্করাধম
শ্রীরাধাচরণ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
উৎসবে আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের দিন সমাগত-প্রায়। শ্রীকৃষ্ণের ফুলন-যাত্রার পূর্ব্ব দিবস হইতে উৎসবের অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব ও মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব আরম্ভ হইবে। গৌড়দেশবাসীর নিরন্তর হরিভজন করিবার ইহা একটী প্রধান সুযোগ। গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধানা নগরী কলিকাতা সহরে গৌড়-দেশবাসিগণকে শ্রীগৌড়ীয়ের পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা আচরণশীল, নির্ব্যলীক ও নিঃস্বার্থ সাধুমুখের দ্বারা শ্রবণ করাইবার জন্য এই গৌড়ীয় মঠ গৌরজনের ইচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছেন। অনেকের মনে হইতে পারে, গৌড়দেশে মহাপ্রভুর কথা-প্রচারকের অভাব কি? যেখানে সেখানে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, গৃহস্থের দ্বারে, বিপণির সম্মুখে, রঙ্গ-মঞ্চে, যাত্রা-অভিনয়ে, বায়স্কোপে, গ্রামোফনে, বারবনিতার মুখে, চর-কীর্ত্তনে, ভাড়াটিয়ার মুখে, ভাগবতপাঠে, কথকতায়-বক্তৃতায়, চলন্ত বাষ্পীয় যানে ভিক্ষুক বালকের মুখে, কল্পিতবস্তুর প্রদর্শনীতে, 'রিক্রেয়েশন রুমে', 'রেষ্টুরেণ্টে', ক্লাব-হাউসে —সকলই মহাপ্রভুর প্রচারিত কথা, বৈষ্ণব-পদাবলী-গান, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কথা শুনিতে পাওয়া যায়!

হে গৌড়দেশবাসিগণ! তোমরা জগতের সভ্যজাতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত। আমরা তোমাদিগের সেই বুদ্ধিমত্তার নিকট আমাদের আবেদন জানাইতেছি, তোমরা একটু অনহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বান্ধব—ইহা মুখের কথা নয়, তোষামোদের কথা নয়, সত্য সত্য প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের কথা। বান্ধবের নিকট হৃদয়ের দুঃখের কাহিনী না বলিয়া আর কাহাদিগকেই বা বলিব? এ হৃদয়ের গুরুতার আর কেই বা লাঘব করিতে পারিবে? কিন্তু তোমাদের নিকট একটী ভিক্ষা, তোমরা যেন আমাদের এই দুঃখের কাহিনী শ্রবণকালে, 'ইহার সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ নাই' মনে করিয়া ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িও না। আমরা সকলেই এক পরম প্রভুর দাস, আমরা পরস্পর সেই পরম প্রভুর সম্বন্ধে পরম আত্মীয়। আমাদের পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। স্বরূপস্থ হইলেই এই কথাগুলি আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া আমরা মনে করি, আত্মরাজ্যের কথার সহিত বোধ হয়, আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; দেহ ও মনের কথার সহিতই আমাদের সম্বন্ধ! যাঁহারা দেহ ও মনের উন্নতির কথা—দেহ ও মনের তর্পণের কথা বলিয়া যেন, তাঁহারাই বুঝি বান্ধব! কিন্তু হে ভ্রাতৃ-মণ্ডলি! হে আমার পরম প্রভুর সেবকগণ! হে আমার পরম আত্মীয়গণ! তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি —শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহারা দেহ ও মনের প্রীতিপ্রদ কথা বলিয়া দেয়, যাহারা আপাতপ্রেয়ঃকথা বলিয়া দেয়— যাহারা প্রেয়ঃকথা বলিয়া দেয়, তাহারা মিত্রের বেশে পরম শত্রু। সরল শত্রুকে ধরা যায়, বুঝা যায়, শত্রুর স্বরূপ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু

প্রচ্ছন্ন শত্রু,—মিত্রের বেশে শত্রু, ভয়ানক বিশ্বাসঘাতী। হে গৌড়বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! অত্যন্ত আত্মীয়জ্ঞানে, জগতের কপটতার নৃত্য দেখিয়া, হৃদয়ে মর্ম্মাহত হইয়া, তোমাদিগের চরণে ধরিয়া বলিতেছি, তোমরা ভুল ভাবিও না; নির্লজ্জ হইয়া নিজের বিজ্ঞাপন নিজকে প্রচার করিতে হইতেছে বলিয়া সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকবঞ্চনাকারী লোকের কথায় পড়িয়া ভুল ধারণা পোষণ করিও না। রাজকীয় ভৃত্য চোরকে 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয় দেখিয়া চোরও সেই সুযোগে নির্দ্দোষকে—সাধুকে 'ঐ চোর' 'ঐ চোর' বলিয়া দেখাইয়া দেয় বলিয়া রাজকীয় ভৃত্যকেও —নির্দ্দোষকেও 'চোর' ভাবিও না। চোর ধরাইয়া দিতে হইলে রাজকীয় ভৃত্যকে 'রাজপুরুষ' বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ নির্লজ্জতা না দেখাইলে রাজকীয় পুরুষ 'চোর' ধরাইয়া দিতে পারেন না। হে বুদ্ধিমান্ ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা এ সকল ব্যবহারিক কথা খুব ভালই জান।

আহা! দুঃখ রাখিবার স্থান দেখি না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, দুঃখের কথা না কহিলেও নয়। আমার প্রাণের ভাই ত্রিতল ছাদে উঠিয়া মায়া-ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার আপাত-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, কোন ভ্রাতা কি এমন নির্ম্মম আছে, এমন স্বার্থপর আছে যে, প্রাণের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়াও ঘুড়ির মোহে মত্ত ভ্রাতার অপ্রীতিকর হইয়াও এবং ভ্রাতার মিত্রের বেশধারী সহস্র শত্রুগণের অশ্লীল গালিবর্ষণ সহ্য করিয়াও পরম আত্মীয় ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত না হইয়া উদাসীনতা অবলম্বন করিতে বা নিজ সুখচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে পারে?

হে গৌড়দেশবাসি আমার ভ্রাতৃগণ! তোমরা পথে-ঘাটে, রঙ্গালয়ে, ভাড়াটিয়ার মুখে যে সকল কীর্ত্তন ও হরি-কথার অভিনয় দেখিতে পাও, তাহাতে প্রাকৃত কাব্য আছে, সুর-তান-মান-লয় আছে, লোকচিত্তহরণ করিবার কৌশল আছে, সেবাবিমুখ হৃদয়-স্তরে তাৎকালিক রসের প্রধান করিবার পারিপাটা আছে স্বীকার করি; কিন্তু হে বুদ্ধিমান্ গৌড়বাসিগণ! একবার আত্মস্থ হইয়া বিচার করিয়া দেখ, একমাত্র প্রেয়ঃকাম হইয়া শ্রেয়ঃকাম হইয়া সুচিন্তা করিয়া দেখ, তাহাতে কি 'প্রাণ' দেখিতে পাও? অসৎ আদর্শ সম্মুখে পাও? যদি নকল ও আসল এক হইত, তাহা হইলে মানুষের কথা দূরে থাকুক, ঐ যে অজ্ঞান পশু, ঐ যে তৃণ-ভক্ষণকারী গাভী যখন মৃত-বৎসা হইয়া পড়ে, তখন মানুষ উহার নিকট একটী প্রাণহীন কল্পিত বৎস প্রস্তুত করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ অজ্ঞান পশুও তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। হে ভ্রাতৃগণ! আমাদের স্নেহময়ী জননীগণ কি প্রাণহীন নকল পুত্র লইয়া—পুতুল লইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের স্বভাব-সুলভ স্নেহের উৎস খুলিয়া দিতে আনন্দবোধ করেন? তাই বলি, তোমরা বুদ্ধিমান্, বিচার হারাইও না। যে বিচার-শক্তিটীর জন্য তোমরা 'মানুষ' বলিয়া দাবী কর, সেইটী আপাত-সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িয়া—ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া জলাঞ্জলি দিও না। সাধুগণের আনুগত্যে বিচার-শক্তিটী নিয়মিত কর। তোমরা জান, 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' বস্তুতঃ এক নহে। আমি দু'পয়সা খরচ করিলেই কিম্বা কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে নারদ-ঋষির অনুকরণ করিয়া, তাঁহার ন্যায় সাধু সাজিয়া লোক ভুলাইতে পারি; কিন্তু সত্য সত্য যদি আমাকে ভক্তরাজ নারদের অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কত জন্ম-জন্মান্তর, কত সাধন-ভজন, কত পরিমাণ ভক্তের কৃপা, কৃষ্ণের কৃপা আবশ্যক, তাহা বুদ্ধিমান্ তোমরাই বিচার কর। তাই বলি—নির্লজ্জ হইয়া বলি—প্রভুর কথা বলিতেছি বলিয়া প্রভুর দাস-সূত্রে প্রভুর বার্ত্তাবাহক মাত্র জ্ঞানে হৃদয়ের অত্যন্ত আশা ভরসা ও সাহসের সহিত উচ্চকণ্ঠে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া বলি যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রধান কার্য্য জগতের আনুকরণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণ চেষ্টারূপ তুষরাশি বা ফাংনা হইতে আনুসরণিক-সম্প্রদায়ের নিষ্কপট-ভগবৎ-সেবা-চেষ্টারূপ ধান্যরাশিকে পৃথক্ করা। অনন্তকাল ধরিয়া তুষরাশিতে ঘাত-প্রতিঘাত করিলেও তন্মধ্যে শরীরপোষক লভ্য পাওয়া যাইবে না। অতএব ভেজালের পক্ষপাতি-সম্প্রদায়ের তুষরাশি বা ফাংনার সহিত যে ধান্য-লাভের সমধর্ম্ম-চেষ্টা, সেই চেষ্টা জীবের মঙ্গলের বাধক বলিয়া ফাংনা উড়াইয়া ধান্যরাশিকে পৃথক করা একটী মহাপ্রভুর বিশেষ অভিপ্রেত কার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

হে আমার বুদ্ধিমান্ ভ্রাতৃগণ! এই ফাংনা-উড়ান-কার্য্যটী—নামহট্টের ঝাড়ুদারের কার্য্যটী ভাড়াটিয়া আমাদের

নিকট আপাত-অপ্রীতিকর হইলেও ইহাতে আমাদিগের যাচ্ঞালাভ হইবে। আমরা নানচটের কাড়ুদার আচার্য্যের প্রস্তাবিত শতমুদ্রার এক একটী নূন মাত্র হইবার আস্পর্দ্ধা করিতেছি। তোমরা বুদ্ধিমান্ ও আমি ক্ষমার্হ; আমাদিগের এই আস্পর্দ্ধাটুকু, এই গল্পটুকু নিজ গুণে ক্ষমা করিলে—কিছুকালের জন্য একটুকু ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিলে, আমরা তোমাদের নিত্যকালের বান্ধবের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারি।

তাই শ্রীনানচটর কাড়ুদার-পরিচয়ে গৌরব অনুভবকারী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রকটোৎসবের (আগামী ১০শে ভাদ্রের) এক মাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে (আগামী ২৩শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে) শুদ্ধকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। নানাভাবে ভক্তগণ অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিবেন। শ্রীদাসকূট বা শান্তানন্দী এবং দাসকূট বা ভক্তানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই মাসাধিক কাল চিত্র-বৈচিত্র্য হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। প্রত্যহ বেদ-উপনিষদ্-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণপাঠ ও ব্যাখ্যা, সাত্বত স্মৃতি-পাঠ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চরাত্র-পাঠ-ব্যাখ্যা এবং এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-পণ্ডিতমণ্ডলীর বক্তৃতা, আরতিসংযোগে তন্ত্রবিরুদ্ধ মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন ও গৌরনিহিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-সেবা প্রভৃতি সকলই অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ভক্ত ও ভগবানের বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনাদিও হইবে।

হে গৌড়দেশবাসি ভ্রাতৃগণ! এই নামযজ্ঞ—নামাভাস বা নামাপরাধ-কীর্ত্তন যজ্ঞ নহে, ইহা শুদ্ধ-নামযজ্ঞ—যাচ্ঞার প্রাপ্য বস্তু লাভন পুরুষার্থ। ইহাতে অনুকরণ-পন্থা নাই, শ্রৌতপন্থা বা অনুসরণপন্থায় এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। এখানে দাসদার নাই, ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের অপস্বার্থ নাই, কল্পিত-বস্তু-প্রদর্শনী দ্বারা লোককে ভ্রমপথে চালিত করিবার কোন অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি নাই, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের আয়োজন নাই, তবে এখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণৈক-মূলে—ঈশাবাস্য শ্রুতির আদেশপালনমুখে কৃষ্ণসেবকাভিমানে কৃষ্ণপ্রদত্ত বস্তুর সেবারূপ অনুষ্ঠান বা চিদ্বিলাস-সাহিত্য বর্ত্তমান আছে। জড়বিলাস-সাহিত্য বা অজ্ঞবিলাস-সাহিত্য না থাকিলেও চিদ্বিলাস-সাহিত্যরূপ ভগবদ্ভক্তি-প্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও অনুগত জনের একমাত্র কৃত্য; ইহাই জীবের পরম মঙ্গলের সেতু।

হে গৌড়বাসি ভক্তবৃন্দ! আপনারা এই মহামহোৎসবে সর্ব্বান্তরে যোগদান করুন।

—•—

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।
তারিখ—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৪।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট রবিবার হইতে ২৪শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মাসাধিকব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাবমহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)
শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, (আচার্য্যত্রিক)
(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

উৎসব তালিকা

সোমবার ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রা। বুধবার ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট শ্রীরূপগোস্বামীর অভিধান। শুক্রবার ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শ্রীবলদেব জন্মোৎসব। শনিবার ৩রা ভাদ্র ২০শে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-

উৎসব। রবিবার ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট নন্দোৎসব। বৃহস্পতিবার ১৫ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শনিবার ১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা-সপ্তমী। রবিবার ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর আবির্ভাব। শুক্রবার ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীজীবগোস্বামীর তিরোৎসব। শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রকটোৎসব। সাধারণ মহোৎসব। শনিবার ২৪শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর অনন্ত চতুর্দ্দশী। রবিবার ২৫শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—নগর-কীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান। অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা। প্রদোষে—হরিনামকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

---

* দৈবানুরোধে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

১। 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' কাহার কৃত? গৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহা বাহির হইবে, তাহাই বা কাহার কৃত? গোপাল ভট্টের কৃত তাহার বা প্রমাণ কি? হিতবাণীর বাক্য সত্য কি না? কোন্ প্রমাণে অসত্য?

২। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সিদ্ধান্ত-বিলাসী গোস্বামীর সহিত যুক্তি করিয়া কি কারণে প্রকাশ করেন নাই? প্রিয়নাথ নন্দী কি প্রকাশ করিয়াছিলেন?

৩। শ্রীজীব গোস্বামীর "যন্নামধেয়—" শ্লোকের 'কোণঠাসা' টীকার অর্থ কি? ঐ টীকায় কি বলে? বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ আছে? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া ছিলেন কি না? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ের বা তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব-গণ বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর সাময়িক বৈষ্ণবগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? কেন করেন নাই? তাঁহাদের চেয়ে বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণ বুদ্ধিমান্ কি না?

৪। কোন গোস্বামীর নিকট গ্রহণ না করিয়া নিজে নিজে হরিনাম-মহামন্ত্র জপ করিলে ফললাভ হইবে কি না? মনে মনে গুরু-করণ একপক্ষের মত চলিতে পারে কি না?

প্রণতঃ শ্রীহেমচন্দ্র পাল তমলুক, মেদিনীপুর।

উত্তর

১। 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রণীত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বিশুদ্ধ টীকা ও অনুবাদ সহ যে গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছেন, সেই গ্রন্থরাজও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুরই রচিত। উক্ত গ্রন্থরাজ যে, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কৃত তদ্বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ আছে, তাহার কতিপয় এই,—(ক) ছাপরা জিলার লীলাপ্রবিষ্ট পরমবৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ ঘোষের প্রেমিক শিষ্য শ্রীরামচরণ দাস বাবাজীমহারাজ, শ্রীপুরুষোত্তম সাতাসন মঠের কুঞ্জবিহারী দাসের শিষ্য লক্ষ্মক্ষেত্র মহান্ত গোবিন্দ দাস ও শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আনীত ঢাকা দৌহ-রের জমিদার পরলোকগত শ্রীচন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী—'শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' নামক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে প্রদান করেন। অনুসন্ধান করিলে এখনও উক্ত গ্রন্থ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর মহাশয় উক্ত গ্রন্থত্রয় একত্র মিলাইয়া উহার মুদ্রাঙ্কণ জন্য লিপি প্রস্তুত করাইয়া সজ্জনতোষণী পত্রিকা-ভাণ্ডারে প্রকাশিত করিয়াছেন। (খ) গৌড় ও ব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ গ্রন্থপ্রকাশের ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে উক্তগ্রন্থ ভাবী প্রকৃতবৈষ্ণবসমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞানে এবং উহা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কলিত জানিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিতে আদেশ করেন। আজও তাঁহার নিজদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গুরুদেব প্রাচীন শ্রীল বিহারীলাল ব্রজবাসী মহাশয় স্বয়ং সংস্কার গ্রহণ করিয়া-ছেন। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় পণ্ডিতাভিজ্ঞ-বৈষ্ণব-সম্রাটের আধুনিক অপরার্দ্ধান্ত বা

কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তাদুগ নগণ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় লোক-বঞ্চনা-পৃহা ছিল না। তাঁহাতে ঐরূপ দোষারোপ করিলে ভীষণ-বৈষ্ণবাপরাধের-ফলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতে হইবে। (গ) 'সংক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকার' দাক্ষিণাত্যবাসিবৈষ্ণবগণের সদাচারের প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। উহা দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী প্রভুরই সঙ্কলিত। (ঘ) 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা' শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায়ই সদাচার-স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থ; সুতরাং উহাকে অপ্রামাণিক বলিলে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রকেও অপ্রামাণিক বলিতে হয়। (ঙ) শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্য ও মহাপুরুষ—যাঁহার জীবন সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক ছিল, যিনি কখনও কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই, কলির স্থান-পঞ্চকের কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম কোন দিনই যাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে স্বার্থপর কলুষিতচরিত্র জনগণের দ্বারা আরোপিত হইতে পারে নাই সুতরাং অনৃত বা সত্যের অপলাপ-চেষ্টারূপ কলিস্থানের ধারাতে আদৌ প্রবৃত্তি নাই, সেইরূপ 'নির্দ্দোষ', 'সত্যসার' 'অকাম' ও 'বিজিতষড়্‌গুণ' মহাপুরুষ যে গ্রন্থ স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাবি শুদ্ধ ভক্তসমাজের হিতের জন্য সিদ্ধ-বৈষ্ণব-মহাত্মার আদেশে স্বয়ং ঐ গ্রন্থের সম্পাদন ও অনুবাদাদি করাইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন এবং যে গ্রন্থের বিধি অনুসারে এখনও বৈষ্ণব-সমাজের বহু স্থানে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের মধ্যে নানাবিধ কার্য্যকলাপাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রন্থকে বৈষ্ণব-বিরোধী জড়ভোগী স্মার্ত্তকিঙ্কর, পঞ্চোপাসক, অসাম্প্রদায়িক, গৃহিবাউল বা পাকের মতাবলম্বী আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি যদি ঈর্ষামূলে অপ্রামাণিক বলেন, তাহা কখনও নিরপেক্ষ সুধী-বৈষ্ণব-সমাজ গ্রহণ করিবেন না। (চ) প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন 'সংক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কৃত বলিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া ছিল, তখনও ইহা গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর রচিত নহে বলিয়া কেহই প্রতিবাদ করেন নাই। বরং অনেক সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবমহাত্মা ও পণ্ডিত উহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-পাদেরই কৃত জানিয়া উহার সম্মান করিয়াছেন। অধুনা ধূম্র-যোগে নব্যমতাবলম্বী কতকগুলি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও তৎপদাশ্রিত কয়েকটী স্বার্থান্ধ নগণ্য ব্যক্তি ঈর্ষামূলে নূতন গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, শুনা যায়। (ছ) শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ—যাহা বহু বহু আচার্য্যগণের দ্বারা সেবিত হইয়াছেন, মধ্বমুনির ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণব, শ্রীধর স্বামীর ন্যায় পণ্ডিত-কুলাবিরাজ, অধিক কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে গ্রন্থরাজকে সাক্ষাৎ ভগবদ্ অবতার ও একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ শ্রীব্যাসদেবের রচিত নহে—এরূপ সাক্ষ্য বিগার ও যখন অসংখ্য লোক পাওয়া যায়, তখন একখানি গোস্বামি-গ্রন্থকে, অন্তরে-গোস্বামিমতবিরোধি কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত ও তদনুগগণ লোপ করিবার চেষ্টা দেখাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হিতবাদীর বাক্যের আদৌ কোন ভিত্তি নাই, উহা আমাদের বিচারে সত্য নহে, কারণ উহা ঈর্ষামূলক ও নগণ্য অপস্বার্থান্ধবৈষ্ণবমতবিদ্বেষিগণের দ্বারা কল্পিত;—তিনি সৎসাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন; তিনি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। তিনি দূরে থাকিয়া সৎসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সদাচারের কথা জানিতে পারেন না। নগণ্য অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণের সম্বন্ধে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু বলেন,—

(১) "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ, পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রলাভ করিলে নরকগমন হয়; অতএব যথাশাস্ত্র পুনর্ব্বার বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

(২) "অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ তেষা-মাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩)—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

(৩) "শ্বপাকমিব নৈজেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১০)—অবৈষ্ণব বিপ্রকে কুক্কুরভোজনকারী চণ্ডালের ন্যায় দর্শন করিতে নাই। আর বৈষ্ণব অন্ত্যজকুলে অবতীর্ণ হইলেও ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

(৪) "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।২২৩ বিষ্ণুধর্ম্মনী)—ভগবদ্ভক্ত শূদ্র কুলেই প্রকটিত হউন,

আর নিষাদস্বপচাদি অন্ত্যজকুলেই আবির্ভূত হউন, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যে দর্শন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র' 'নিষাদ' বা 'শ্বপচ' বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতন করিয়া থাকে।

(৪) "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা রৌরবসংজ্ঞিতে"॥ (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দবচন)—যে মূঢ়গণ বৈষ্ণব-মহাত্মদিগের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণ সহ মহা-রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

(৫) হিতবাদিসম্পাদক অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করেন এবং শাস্ত্রের মতবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীপাদ বলেন, "ন সঙ্কেত্যং পুনর্ভক্তিং হরেরেকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স **পাষণ্ডী** ভবেদ্ধ্রুবম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৩)—যে সমস্ত জড়বুদ্ধি বিষ্ণু-সাম্যদর্শী অর্থাৎ অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমজ্ঞানকারী, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত তুল্যজ্ঞানে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

(৬) হিতবাদি সম্পাদক মায়াবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু মায়াবাদের নিন্দা করেন—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডবাক্য) শ্রীমহাদেব কহিলেন হে দেবি! মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

(৮) হিতবাদী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুপাদকৃত গোস্বামি-কথিত উক্তিকে "**অজ্ঞান-মিশ্রিত ও অজ্ঞানের উপযোগী**।(ক) বলিয়া সমর্থন করেন, সুতরাং তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর বিদ্বেষী—

(৯) হিতবাদি-সম্পাদক ভাড়াটীয়ার কথকতা ও কীর্ত্তন সমর্থন করেন, (খ) কিন্তু গোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভু তাহার বিরুদ্ধে বলেন—"গীতনৃত্যাদি কুর্ব্বীত বিষ্ণুদেবাদি-তুষ্টয়ে। **ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ** পাপভিয়া কবিঃ"॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

বিপ্র, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে নৃত্য-গীত করিবেন, কিন্তু জীবিকার্থ কদাচ করিবেন না, জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়। পাপী ও পাপসমর্থনকারী ব্যক্তি উভয়ই পাপী।

শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভু হিতবাদীর মতকে বিষ্ণু-বিরোধ বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত বলেন, সেজন্য মনে হয়, হিতবাদীর শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর প্রতি অন্তরে বিজাতীয় ক্রোধ। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থখানি বঙ্গদেশের বহুলোকে সম্মান করেন বলিয়া তিনি সোজাসোজি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন না। এই জন্যই তিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' যাহাতে হরিভক্তিবিলাসের সার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই সার গ্রন্থটীকে শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুপাদের নহে বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা দেখাইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর প্রতি তাহার আন্তরিক প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের শান্তি করিতে চাহেন। কিন্তু সাধুগণ বলিবেন, গোস্বামী আচার্য্যবর্য্যের চরণে

(ক) এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা পরে প্রদর্শিত হইবে। (খ) হিতবাদী ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসের কোন একটী সংখ্যায় অনুন্যূনক ভাড়াটীয়া মানব একজন ব্যবসায়ি-কুলকের কথকতা ও গানের প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত ব্যবসায়ী কথক-কীর্ত্তনীয়ার অদ্ভুত বিজ্ঞাপন কিরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচারের বিরোধী, তাহা সুধী পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-হিতবাদী ঐ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়া অধিকারী-অনধিকারী-নির্ব্বিশেষে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কীর্ত্তন শ্রবণ কথকতায় আপনি নিম্নের কোন্ বিষয়টী শুনিতে ইচ্ছুক?

(১) কংসবধ (২) বস্ত্রহরণ (৩) রাসলীলা (৪) গোষ্ঠবিলাস (৫) মাথুর-বিরহ (৬) সখী-সংবাদ (৭) কলঙ্ক-ভঞ্জন (৮) নৌকা-বিলাস (৯) মানভঞ্জন (১০) পূর্ব্বরাগ (১১) বাসক-শয্যা (১২) কলহান্তরিতা (১৩) বিরোগিনী-মিলন (১৪) প্রেমের বাঁধন (১৫) ভ্রমর সংবাদ ইত্যাদি। এই চিহ্নিত পালাগুলি পুত্রবধূ জননী ও পতিব্রতা রমণীর হৃদয়ে ইহার প্রত্যেকটী মৃত-সঞ্জীবনী।"

সুধী পাঠক, আপনারা এই বিজ্ঞাপন হইতেই সকল কথা বুঝিয়া লইয়াছেন, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ বিজ্ঞাপন-প্রচারকারী ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়ার উক্ত-প্রশংসাকারী হিতবাদী কি মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের প্রচারিত ধর্ম্মের পক্ষ নহেন? আপনারাই বিচার করুন।

এইরূপ অপরাধ তাহার মতের কারণ হইবে না। তিনি প্রকৃতিস্থ হউন।

হিতবাদীর দাবী যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষামূলে সঙ্গত, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, মৃত প্রিয়নাথ নন্দী যশোহরাদি পূর্ব্বদেশীয় বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক দিন বাস করায় তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখিতেন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবোচিত ভদ্রবেশ ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাউলের ন্যায় লম্বমান অস্ত্র সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব-সদাচারও পালন করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সংস্কৃত-শাস্ত্রাদিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই মৃত প্রিয়নাথ নন্দীর কল্পিত গল্পই হিতবাদীর মূল প্রমাণ। মৃত প্রিয়নাথ নন্দীর গল্প কিছু আপ্তোপদেশ নহে। হিতবাদি-সম্পাদক তাহাকে মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করায় তাহা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ-চতুষ্টয়ের সমষ্টি বলিয়া সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। যদি মৃত-প্রিয়নাথ নন্দী বা তৎসম্পর্কিত-সম্প্রদায়ের কয়েকটী কল্পিত ভিত্তিহীন স্বপ্ন গল্প প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসক উক্ত ডাক্তার ও তৎমতসমর্থনকারী কতিপয় ব্যক্তি অপেক্ষা শত সহস্র গুণে পণ্ডিত, বিদ্বান্, সংস্কৃত-শাস্ত্র-পারদর্শী, বহুলোক-মান্য দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রসিদ্ধ কবিরাজ মৃত গঙ্গাধর সেন বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মত —('শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাসদেবের রচিত নহে) প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউক্, অর্থাৎ সেই সকল মত যেরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ঈর্ষামূলক ও শ্রৌতসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া সত্য নহে, সেইরূপ মৃত প্রিয়নাথ নন্দী ও তদনুগামুল হিতবাদি-সম্পাদকেরও বাক্য সত্য নহে।

২। নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের কোন দিনই 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' সম্বন্ধে কোন আলাপ হয় নাই। শুনা যায়, বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর চরণে কয়েকবার বৈষ্ণব গুরুতে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ করায় শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী-চরণের শিক্ষার পুষ্টিকল্পে শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরবর্ত্তিকালে অভিমতঃ শোধনকারী বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়কে আদর করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ প্রচারের ৫।৭ বৎসর পরে তিনিও তাদৃশ একটী গ্রন্থ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র!

ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকটের বহুদিন পরে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-প্রবীণ মৃত প্রিয়নাথ নন্দী ডাক্তার বাবু অভিসন্ধিমূলে কি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও গোস্বামী মহাশয়ই জানেন। সুতরাং মৃত নন্দী মহাশয় বহু পরবর্ত্তিকালে তাহার ঘরে গোপনে গোপনে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, আমাদিগের জানা নাই।

৩। 'ধর্ম্মমধের' শ্লোকের বিস্তৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আচার ও আচার্য্য' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বহুল প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্য বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়-বিচার দ্বারা উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীহর্ষদনঙ্গমনী-টীকা যাহা বলেন, তাহাও তৎগ্রন্থে পাইবেন। ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয় আলোচ্য।

'দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ' কথাটী আধুনিক, 'দৈক্ষ-সাবিত্র্য-পদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণ' ও 'শৌক্র-সাবিত্র্য-পদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণ' বলাই শাস্ত্র-সঙ্গত। 'দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণ' অপর ভাষায় বৃত্ত-ধর্ম্ম-বিচারে 'বৃত্ত-ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হন। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রকৃতি শাস্ত্রে দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণের ভূরি ভূরি প্রমাণ ও নজির রহিয়াছে। 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে', 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত', পঁচিশ বৎসরের সজ্জনতোষণী পত্রিকা, পাঁচ বৎসরের গৌড়ীয়ে এই সকল বিচার প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা ধারাক্রমে পৃথক্ প্রবন্ধে চারি সাম্প্রত সম্প্রদায় তথা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে দৈক্ষ-সাবিত্র্য বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা চিরদিন স্বীকৃত আছে, তদ্বিষয়ে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপ্রভুর নিজ-ভক্তগণ—যাঁহারা বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, সকলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে যোগপীঠের গুরু কার্য্য করার আবশ্যক হইয়াছিল, সেখানেই তাঁহারা শাস্ত্র-বিধিমতে ব্রাহ্মণাচার প্রবর্ত্তিত

করিয়াছিলেন। যেখানে শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু শুকসাগরের বচন উদ্ধার করিয়া দীক্ষাপ্রভাবে **জন্মমাত্রেরই 'বিপ্রত্ব'** প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেখানে "পিতুর্গোত্রেণ বা কস্য স্বামি-গোত্রেণ গৌরিকা। তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—প্রভৃতি বাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তির গোত্রান্তর ও বিপ্রতার কথা শ্রুত হয়, যেখানে শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু "যত্র যল্লক্ষণম্" এই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা-প্রমাণ করেন, যেখানে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু হৈমুতিক-ন্যায় প্রমাণে বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিক বিপ্রতার কথা কীর্ত্তন করেন, যেখানে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শৌক্র-সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মের কথা স্বীকার করেন, যেখানে শ্রীজীবপ্রভু ব্রহ্মসংহিতার টীকায় নজিরসহ দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নের কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করেন, সেখানে দীক্ষিত বৈষ্ণবের পারমার্থিক 'বিপ্রত্ব' সিদ্ধ হওয়ায় পরও পারমার্থিক বিপ্রত্বের নির্দ্দেশ-সূচক লক্ষণ মালা-তিলক-উপনয়নাদি গৃহীত হয় নাই (দিগ্‌দর্শনীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু মালা-তিলক-উপনয়নাদিকে দীক্ষার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন)—এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীর 'প্রসূতি' আখ্যা লাভের ন্যায় উক্ত বিচার-সমূহ শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যেখানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষি পাষণ্ডগণ মাৎসর্য্যানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দীক্ষিত-বৈষ্ণবগণের উপনয়নের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, এবং যে স্থানে দুর্ব্বলহৃদয়, বহির্ম্মুখ-লোকজীব সদাচারভ্রষ্ট, বিদ্বদ্ধীন-সর্পদমূল আচার্য্যের অবস্থানগণ ঐ বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-অবৈষ্ণব-সমাজের মাৎসর্য্যানলে স্ব স্ব দীক্ষাসূত্র আহুতি প্রদান করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গুরুত্বে অধিকার নাই, প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শ্রীপাটে (যথা তড়া-আটপুরে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট প্রকৃতিতে) আচার্য্যসন্তানগণের স্বহস্তে শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চন করিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই। ঐ সকল শ্রীপাটের অবস্থা দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, মহাপ্রভুর সময় কোন সূত্রকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণবকে শালগ্রাম পূজার অধিকার দেওয়া হইত না, সেইরূপ অনুমান যেমন অযৌক্তিক, তদ্রূপ কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব-সমাজ-শাসনের করাল-কবলে নিপতিত হইয়া দুর্ব্বল ও সদাচারভ্রষ্ট আচার্য্য সন্তানগণ একায়নশাখি পরমহংস বৈষ্ণবের অনুকরণে উপনয়ন-সংস্কারে নিষিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই—এরূপ অনুমানেরও স্থানাভাব নাই। শ্রৌতসূত্র শঙ্করমতাবলম্বিগণ যেরূপ গোধাধন বৃত্তির অস্তিত্ব, রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে ছিল না—প্রমাণ করিবার অযৌক্তিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামানুজ ও তচ্ছিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারাই যোধাধনবৃত্তি কল্পিত হইয়াছে—এরূপ বলিতে চান, তদ্রূপ আধুনিক শুষ্ক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও শুষ্কবৈষ্ণব-সদাচার-ভ্রষ্ট স্মার্তপদাশ্রিতগণ মহাপ্রভুর সময় কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনুমান-প্রমাণমাত্রবলে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সময় ও তৎপরবর্ত্তিকালে একায়ন-শাখি পরমহংস-বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদগণ হরিনাম মন্ত্র-মাত্রে বা ভাগবতী দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত, অনর্থযুক্ত সাধারণ জীবের ও তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীনারদাদি-অভিপ্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিকমার্গ গ্রহণ করা উচিত নহে—এরূপ যুক্তি যেমন অযৌক্তিক, তদ্রূপ পরমহংস একায়নশাখি বৈষ্ণবগণের অনুকরণে অর্চ্চনমার্গের অধিকারী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দাস পারমার্থিক ব্রাহ্মণের সদাচারাদি গ্রহণ না করিয়াই কেলাকে ছাতে উঠিবেন অথবা সেই ছলনায় কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত সমাজের অধীনতা স্বীকার করিবেন, ইহা কখনও মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের অনুমোদিত নহে। শ্রীনন্দী ছোড়, শ্রীমঙ্গলবৈষ্ণব ঠাকুর, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীখণ্ডের ঠাকুর, শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরামহরি মহান্ত, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি এবং অন্যান্য বহু আচার্য্যগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভের পর সাবিত্র-সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। এখনও বহুস্থানে সেই প্রথাটী পালিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অনেকে স্ব-স্ব-সদাচার হইতে ভ্রষ্ট ও গৃহব্রতধর্ম্ম-পালন-হেতু অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তসমাজের অপেক্ষাযুক্ত হওয়ায় এবং তাহাদের শাসনের করালকবলে নিজদিগকে কবলিত অভিমান করায় সেই সদাচারটী অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তবহুল সমা-

সাধারণে প্রদর্শিত হয় না। ইহা ব্যক্তিগত তুষ্ণতার পরিচায়ক হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পর সাবিত্র সংস্কার গ্রহণ-প্রমাণের অস্তিত্বই প্রতিপাদন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ এখনও শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পর তদ্বংশধরগণের মধ্যে কিছুকালের জন্য উপবীত গ্রহণ করিয়া পরে উহা পরিত্যাগ করা হয়। ঐরূপ সাবিত্র-সংস্কার-পরিত্যাগ পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে সমীচীন হইলেও অর্চনাধিকারী বা আচার্যের আসনগ্রহণকারী মহামাধিকারী বৈষ্ণবের পক্ষে উচিত নহে। যথা—"যদ্বিঃ সূত্রং ত্যজেদ্-বিদ্বান যোগসূত্রমনাদিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥" (ব্রহ্মোপনিষৎ ২৮ শ্লোক)

পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামী বেকালে চৌধুরি-হাদয়ানন্দ মহাপাত্র বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা চালিত হইয়া গোপীবল্লভপুরের বৈষ্ণবাচার্যগণের বিরুদ্ধে মত করিয়াছিলেন, সেই কাল হইতে বৈষ্ণবগণ সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্তের আনুগত্যে বাস করা সঙ্গত নহে বুঝিয়াছিলেন। রাঢ়দেশের বৈষ্ণবগণের সহিত নিত্যানন্দ বংশের আদান-প্রদানের ইতিহাস জগতে অধিক প্রচারিত নাই বলিয়া সৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণের পদ্ধতি ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইয়াছে ও অজ্ঞতরিবৃত্তি-চালিত স্মার্ত-নবাজ শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সমুদয় বৃটিশভারতে ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে দাস-প্রথা যাহাতে উঠিয়া না যায়, এরূপ কতকগুলি আবেদন পত্র ও ক্রীতদাস-জাতিগণের নিকট হইতে বিচক্ষণ সরকার বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ সূদ্গী, তেলী, সোণার-বেণে, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তত্তদ্ জাতীয় অভিমান সংরক্ষণের যত্নে ও তদুপদেষ্টৃ-স্বরূপ স্মার্ত ও স্মার্তানুগ আচার্য-ক্রবগণের প্ররোচনায় শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সদাচার পুনঃ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আবেদন বা আক্রমণ-পত্র প্রদত্ত হইতেছে।

এই ত' গেল মহাপ্রভুর ও তাঁহার অবাবচ্ছিত পরের কথা। কিছুকাল পূর্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংরক্ষক, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু খণ্ডাইত কুলে আবির্ভূত হইয়াও চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুধোদনানুসারে আচার্যের কার্য করিতে গিয়া সৈক্ষ সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও অনেক অধিকারী বংশে পাঞ্চ-রাত্রিক দীক্ষার পর সৈক্ষ-সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা যে কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিলেই সর্বত্র দেখিতে পাইবেন। মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপরবর্তী কাল হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিতব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, এরূপ আচার কোথা হইতে আসিল? তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কালক্রমে যেরূপ সমস্তই সদাচারও ভ্রষ্ট হইয়া যায় ও নানাপ্রকার বিকৃত আকার ধারণ করে, তদ্রূপ এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যেটী একমাত্র শিষ্যপরম্পরায় বস্ত্র-বর্ণ-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইটী কালক্রমে পৌক্ত-বংশগত হইয়া পড়িয়াছে।

মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা বর্তমান বৈষ্ণবগণ অধিক বুদ্ধিমান্ বা কম বুদ্ধিমান্ এই উভয়বিধ-বিচারই অবৈষ্ণব-কর্মমার্গীয় বিচার। বর্তমান বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণেরই বৈভব-প্রকাশ। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমান্ বা কম বুদ্ধিমান্—এইরূপ প্রাকৃত-বিচার বৈষ্ণব-গুরুতে কর্মমার্গীয় জীববিশেষ-বুদ্ধি বা গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর পরে উদিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গৌর-জন নহেন বা মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা কমবুদ্ধিমান্—এইরূপ বিচার প্রাকৃত কর্মীর বিচার মাত্র। তাঁহারা সকলেই গুরু-পর্য্যায়ে একই বস্তু। শ্রৌতপন্থী কর্মিজীবগণের বুদ্ধি পরস্পর কম বেশী হয়, কিন্তু শ্রৌত-পন্থি নিত্যসিদ্ধ গুরু-বৈষ্ণবে সেরূপ প্রাকৃত হেয়তার প্রসক্তি নাই। ইহার বিপরীত অকরণবিচার অবৈষ্ণবতা বা দিব্যজ্ঞানের অভাব।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট হরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ না করিলে জপ বা কীর্তনের কোন ফললাভ হয় না, বৈষ্ণবতা লাভ করা যায় না। 'গোস্বামী' বলিতে জাতি-গোস্বামী বুঝিতে হইবে না। কারণ মহাপ্রভুর সময়ে বা তার গোস্বামীর সময়ে জাতি-গোস্বামীরূপ বিকৃত প্রথা ছিল না।

গোস্বামিগণ সকলেই মহাবৈরাগী, ত্যাগিপুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণ নাম-মন্ত্র, শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবসায় ও প্রচলন করেন নাই। গোস্বামিগণ কেহই সংসারে প্রমত্ত বা ক্ষণিক্ষু-সমাজের অধীন ছিলেন না; সুতরাং জাতি-গোস্বামিগণ মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচারিত পথের বিরুদ্ধপথে চলিয়াছেন ও নাম-মন্ত্রাদির ব্যবসায় দ্বারা নামাপরাধ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকটে শুদ্ধ-হরিনাম পাওয়া যায় না। তবে যেমন সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব অবতীর্ণ হইতে পারেন, সেইরূপ জাতি গোস্বামী-বংশেও যদি কেহ শুদ্ধ-বৈষ্ণব অবতীর্ণ হন—তিনি কোন প্রকার ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রশ্রয় প্রদান করেন না, অর্থ-প্রতিষ্ঠাদির বশীভূত হন না, স্মার্ত্ত-সমাজের অনুগত্য করেন না, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করেন না, সর্ব্বদা আচার-প্রচার-পরায়ণ থাকেন, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত হন, তবে সেইরূপ মহাপুরুষ-বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে দীক্ষামন্ত্র বা মহামন্ত্র-গ্রহণ করা যায়। যদি প্রকৃত গোস্বামী মহাগুরু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলভাবে ভগবানের নিকট সদ্‌গুরু লাভের জন্য প্রার্থনা ও ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনিই মহাগুরুকে দেখাইয়া দেন। তবে প্রার্থনা নিষ্কপট হওয়া চাই, মনোধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাস যায় না হয়। একলব্যের মত গুরুকরণ পরমার্থ-রাজ্যে হয় না। একলব্যের আদর্শে একাগ্রতা থাকিলেও (অসুরেরও একাগ্রতা, তপস্যাদি আছে) অন্তরে বৈষ্ণব-দ্বেষ, গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি ও নাস্তিকতা বর্ত্তমান। একলব্যের আদর্শগ্রহণকারী কৃষ্ণের অনুকূল-কৃপা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হন না। একলব্যের আদর্শে চলিলে পদে পদে বৈষ্ণবাপরাধ সম্ভব। গুরুর ঐকান্তিক আনুগত্যের অভিনয় দেখাইয়াও গুরুর অভিন্ন অঙ্গ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী ব্যক্তি নিষ্কপট গুরুকৃপা পান না সুতরাং কৃষ্ণকৃপাও পান না; তাই দেখিতে পাওয়া যায়, একলব্য অসুরের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সংসার-অর্ণব-তরী শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে
—নিবেদন—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব উপদেশ করিতেছেন, "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"। এই বাক্যটী ভজন-বিঘ্ন-বিনাশক সদ্‌গুরুর উপদেশ, তবে না কেন? মহাজন-পথে পথিক যাঁরা, তাঁহারাই ত' তত্ত্ববিদ্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্র আদি, মধ্য, অন্ত্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, নানাদেশে প্রচার-ক্ষেত্রে যতগুলি শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সকল শ্রীমঠে শ্রীমূর্ত্তি-পূজক, রক্ষক, সেবক এবং শ্রীশ্রীভক্তিপ্রচারক বৈষ্ণব আছেন, সকলেরই ভগবৎ-সেবায় একনিষ্ঠতা, ত্যাগে, বহুশোধোধক ব্রহ্মচর্য্যে ও প্রচারক-প্রভুগণের ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে "সার্ব্বজনীন একতা-মুখে" ওতপ্রোত।

এই শ্রীপত্রিকায় লেখকগণের সুলিখিতপূর্ণ হরিকথা ও পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যবিশ্বসম্পারক-সঙ্ঘের "তত্ত্ব বিচার" এবং শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যে সর্ব্বদেশের সেবোন্মুখ নরনারিগণের অনুকূল সেবা-তৎপরতা-প্রকাশ সদাচারের উন্নত আদর্শ। এইরূপ আদর্শ জনই শুদ্ধ ভক্ত। বিমুখমোহিনী মায়ার যে কোন সজ্জা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভগবৎসেবা বিঘ্ন করিতে পারিতেছে না। দিন দিন ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অতএব ভগবৎসেবা-প্রচার এবং আচার শ্রীনামের দুই কার্য্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রচেষ্টাই 'সজ্জন তোষণী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শুদ্ধ ভজনের পথ-প্রদর্শক হওয়ায়, আচার প্রচারের সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক। এই জন্য "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"। আর সব "যে তিমিরে, সেই তিমিরে"।

"শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু" সেবায় যাদৃশ বিকলাঙ্গ অভাজনের সাধ্য নাই। কেবল পরমুখাপেক্ষী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সক্ষম চক্ষুষ্মান এবং হস্ত দুখানি হরিকথা আলোচনা করিবার সহায়তা করিতেছে। সমর্থ-জীবন-কাল গ্রাম্য-কথায় অতিবাহিত করায় এই দুর্গতি। এখন মনের সাধ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করি, বিকলাঙ্গতায় তাহা কি হইবে? একমাত্র সম্বল, শ্রীপত্রিকা-মুখে হরিজনগণের আচার, প্রচার, পাঠ, কীর্ত্তন সেবা। শ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণু কিসে লাভ করিতে পারিব, এ নিরয়-গামীকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, নতুবা এ জনম বিফলে যায়। ইহাই শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি ১৩৩৪।১২ আষাঢ়

পরা-বিদ্যাশ্রয়-কৃষ্ণৈকশরণ
বিশুদ্ধ তুরীয় তত্ত্ব, অনাদি-চৈতন্য।
সর্ব্ব-চতুর্ব্যূহ আশ্রী, কারণ-অতীত॥

বিভু সর্ব্বাধার ; সূক্ষ্মরূপ মহাকাশে।
না হয় গোচর কোথা, আদি রূপ বসে॥
অর্থ-বিধি লোক-ধর্ম্ম, অপরা বিদ্যায়।
শিক্ষা পীঠে যত কথা, প্রত্যক্ষ বিচার॥
"নমস্যঃ পরঃ" অতীন্দ্রিয়, পরতত্ত্ব ধন।
বৈষ্ণব-গুরুর শিক্ষা, করায় দর্শন॥
পরা-বিদ্যা-বেদবিদ্, হরিজন-গণ।
সর্ব্ব-মর্ম্মে শিক্ষা দেন, শ্রীকৃষ্ণ—কারণ॥
সর্ব্ব-শব্দে "নাদ-ব্রহ্ম", অভিধান যার।
অরূপা হইলে শব্দ, বিরূপতা পায়॥
দেশ-কাল-পাত্র-বাক্যে, যত সর্ব্বনাম।
নামামৃত ব্যাকরণে, সূত্র প্রায়-নাম॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-রূপ-তপ, যত লোক-ধর্ম্ম।
সকল সমাধান প্রতি, শ্রীগোবিন্দে মর্ম্ম॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে শ্রেয়স্কর, যত উপাখ্যান।
"পরিত্রাণায় সাধূনাং" সকল প্রমাণ॥
শব্দময় আকাশের, যত প্রতিধ্বনি।
উদয়াস্ত-গ্রহ-তারা সবে কৃষ্ণ ধ্বনি॥
পরাবিদ্যা বেদ-বেদ্য, পুরুষ প্রধান।
বেদান্তের সুসিদ্ধান্ত, অমল প্রমাণ॥
মানবে কল্পনা করি, আরোহি-জনেরা।
সজ্জিত ক'রেছে কত, রূপের পসরা॥
করিলে কি হবে তাহা, অশ্রৌত পন্থায়।
তাদের চরম-জ্ঞান, প্রণবে লুকায়॥
বৈষ্ণবের অধিকার, ভাগবতাবধি।
সে বিদ্যায় মূর্ত্তিমান, কৃষ্ণই অবধি॥
পুরুষার্থ-লাভ কৃপা, পরা-বিদ্যা ধন।
বৈষ্ণবের অধিকার, ভজনে অর্জ্জন॥
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।
চারিবেদে ব্রহ্ম-বিদ্যা, ঘটায় হরিষ॥
বৈষ্ণবে আশ্রয় করি, কৃষ্ণ-লীলা গায়।
বিদ্বদ্ বৃত্তিবৃত্তি যারা, সজ্জন তোষয়॥
সর্ব্বকালে বহির্ম্মুখী, বিশ্ববাসি জন।
স্বরূপে বিরূপ জ্ঞান, করয়ে পোষণ॥
চাত্রিযুগে কলিযুগ, সর্ব্বযুগ-সার।
হরিতে জীবের দুঃখ, গৌর অবতার॥
লীলার প্রচার কার্য্যে, হরি-জন-গণ।
তত্ত্ববিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র, করিয়া মন্থন॥
তুলিলেন নামব্রহ্ম, অমৃত আপন।
ভক্তিশাস্ত্রে রাখিলেন, করিয়া গ্রহণ॥
পরা-বিদ্যা-পীঠে উহা, শ্রীবৈষ্ণব-গুরু।
সদাচারে শিক্ষা দেন, হ'য়ে কল্পতরু॥
একমাত্র অধিকার, গুরু-বৈষ্ণবের।
আর মাত্র গুরুপদে, আশ্রয়ী জনের॥
দিগ্বিজয় ফল যাহা, বিদ্যা তাহা নয়।
পরমে, চরমগতি, বিদ্যা তারে কয়॥
হেন বিদ্যা শিখিবার, যদি থাকে মন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে, লওহে শরণ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাহা বিদ্যাবিনোদ।
(৩১৫নং গ্রাহক)
সাং বাস্তিঐর, পোঃ সোণাতলী।
(পাবনা) ১৩৩৪।১২ই আষাঢ়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মহাশয় মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বাদশীতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রপঞ্চ প্রকট তিথির মহোৎসব যথারীতি মহাসমারোহে তাঁহার শ্রীপাট দেমুড়ায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

The "Search-light," Wednesday July 20, 1927

A largely-attended public meeting, presided over by Mr. Justice Kulwant Sahay, was held at 7 P.M. on Saturday, the 16th July in the Behar Youngmen's Institute Hall. Sj. Tridandi Swami, Bhakti-Hriday Ban Maharaj of the Gaudiya Math, Calcutta, spoke on 'Eastern Philosophy' for over an hour and a half in English. Beginning with an exposition of what philosophy is, the speaker traced the evolution of the philosophical thoughts in India and observed that the system had reached its perfection in the doctrine of Bhakti. Devout Submission to God,—not a impersonal deity, but One having His purely spiritual form and spiritual region,—according to the speaker, was the easiest and surest way to salvation.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
হরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে শ্রাবণ ১৩৩৪, ৬ই আগষ্ট ১৯২৭	৫০শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁর দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠমালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাৎ আছেন যমরাজ॥
এতেকে আমার দৃষ্ট-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥
কিছু না জানিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখানে ঈশ্বর তুমি চিত্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখীরে উদ্ধারে।
তত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥
যাহারে যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি ত্রাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব-পিতা॥
বৈষ্ণব ভজের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইনু॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৬৩—৩৭৪)

প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ ছার শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যহে।
পুনঃ পুনঃ করি তুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠ-রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥
মহাভাগবত-বুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিবে হেলে॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৭৫—৩৮২)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কি প্রকার সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর হইতেছে, তাহা আমরা গত সপ্তাহের 'সাময়িক-প্রসঙ্গে' শ্রীহেরেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পাঠক-বর্গকে জানাইয়াছি।

'নামাপরাধ' ও 'সেবাপরাধ' প্রভৃতি বর্জ্জনে আমরা একান্ত উদাসীন। তাহার কারণ আমরা নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী নামাপরাধীর নিকট হইতে ভজন (?) এবং দেবতান্তি-সেবাপরাধীর নিকট হইতে সেবা-প্রণালী (?) শিখিয়া থাকি।

আমরা পদ্মপুরাণোক্ত দ্বিতীয় নামাপরাধ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবান্; শিবাদি দেবতা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বিষ্ণুরই অন্তর্গত। সেই শিবাদি দেবতাকে যাঁহারা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বা বিষ্ণু হইতে পৃথক্ কল্পনা করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। ঐরূপ বিচারে শিবপূজা কখনও বৈষ্ণব-রাজ শিবপ্রভুর প্রীতিকর হয় না; তাহাতে সেবাপরাধ হইয়া থাকে।

আবার বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভুকে প্রচেতোগণের ন্যায় বিষ্ণুর প্রিয়তম অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ শুদ্ধ-স্বরূপ গুরুরূপে কিম্বা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের আদর্শে শ্রীরুদ্রে শ্রীনৃসিংহদেবের অধিষ্ঠান জানিয়া বিশুদ্ধ স্বরূপে শ্রীরুদ্র পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তমোবর্দ্ধনকারি মোক্ষদাতৃরূপে বা স্বতন্ত্ররূপে পূজার শাস্ত্রানুসারে চরিত্রবৈগুণ্য ও কৃতশাপ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শিবপূজা বিষয়ে চারিটী অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন,—(১) শুদ্ধবৈষ্ণব-স্বরূপেই শিব—সর্ব্বজনমান্য; (২) শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই পূজ্য; (৩) স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজার পাষণ্ডিত্ব বা কৃতশাপ অনিবার্য্য; (৪) বৈষ্ণব-প্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

সুতরাং যদি কেহ (১) সেই শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণব-রাজ শুদ্ধসত্ত্ব শম্ভুকে পঞ্চিকা, সিদ্ধি প্রভৃতি কলিসহচর বস্তুর প্রেরয়-দাতৃ আদর্শস্বরূপ মনে করেন, (২) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বিল্বকেন নামক ব্রাহ্মণের ন্যায় রুদ্রাধিষ্ঠানে রুদ্রান্তর্যামি-সঙ্কর্ষণ-বিষ্ণুর পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অজ্ঞরুচিবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া শ্রীরুদ্রদেবকে অশুদ্ধভাবে পূজা করেন, (৩) ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব মহেশ্বরকে পরম-মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, (৪) কিম্বা বৈষ্ণব-প্রবর শিবের অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারে শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ শ্রীশিবপ্রভুর পূজা কখনও প্রীতিকর হয় না। তিনি সেবাপরাধ ও ভগবদ্ভক্তি-ক্রম সহ্য করেন না। দাক্ষিণাত্যের বিল্বকেনবিপ্রপূজিত 'লিঙ্গকোট' ও উজ্জয়ীর নিকট বাদিরাজস্বামি-পূজিত শিবলিঙ্গই তাহার প্রমাণ। অতএব এই সকল সেবাপরাধ বর্জ্জন করিয়া আমাদিগের শ্রীরুদ্রের পূজা করা আবশ্যক।

কয়েকদিবস পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীর চৌরঙ্গী ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সন্ধিস্থলে বৃহত্তলা নামক স্থানে যে একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাকে অবৈধভাবে চালিত করায় সনাতনধর্ম্মিমাত্রেরই হৃদয়ে কিরূপ দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকগণ অবগত আছেন। শাস্ত্রেও আছে,—"শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।" কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রবর্ত্তিত সুশাসনে—যেখানে কাহারও ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই,' তন্মধ্যে বাস করিয়াও সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘিত হইতে যদি দেখা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-স্বরূপে শ্রীরুদ্র সর্ব্বজন-মান্য। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন তৎ-প্রিয়তমরূপে দর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-প্রিয়তম শিবের অন্তর্যামি-সূত্রে শিব-হৃদয়ে—শুদ্ধচিত্ত বসুদেবে শ্রীবাসুদেবের অবস্থান বা গুরুহৃদয়ে গোবিন্দের বিশ্রাম জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য শ্রীশিবের প্রতি যে সম্মান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায়—

> শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ কাশী বুঝাইতে।
> নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
>
> * * *
>
> সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
> শিব-লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
>
> (চৈঃ ভাঃ অ ৩।৩৯৯, ৪০৪)

আমাদের সেবাপরাধ-নিবন্ধন বৃহত্তলার 'বৈদ্য' বা 'বৈদ্যনাথ' শিব-লিঙ্গকে যেরূপ অবৈধভাবে চালিত করা

হইয়াছে, তজ্জন্য বৈষ্ণবগণ প্রাণে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। আশা করি, এবিষয়ে সদাশয় সরকার যথাশীঘ্র সকলের হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতি সত্বরই বিধান করিবেন, আর উপাসকগণের দিক হইতেও অবৈধ শিবারাধনার প্রচেষ্টা যাহাতে আর না দেখা যায় এবং শুদ্ধভাবে মহেশ্বর শ্রীশিবের পূজার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। আশা করি, আমরা শীঘ্রই বৃন্দাবনস্থ শ্রীশিবলিঙ্গের সেবাপরাধ-রহিত শুদ্ধভাবে আরাধনা দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইব।

বর্ষশেষে নিবেদন

গৌড়ীয়-পত্র আজ পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিলেন। এই পাঁচ বৎসরে গৌড়ীয়ে পরমার্থ-পথের পথিকগণের অনেক প্রকার সমস্যা, বিপদ্-আপদের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই গৌড়ীয় পাঠে, এই গৌড়ীয়ের সেবায় বহুজীবের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাইয়াছি।

গৌড়ীয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন-প্রকার এলোমেলো বা সামঞ্জস্যহীন কথার অবতারণা হয় না। গৌড়ীয়ের সত্যগুলি একসূত্রে গাঁথা। গৌড়ীয় পাঁচ বৎসরের আদিতে যে কথা বলিয়াছেন, মধ্যে যে কথা বলিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ যে কথা বলিয়াছেন, পঞ্চমবর্ষশেষে যে কথা বলিতেছেন, তন্মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। গৌড়ীয়ের উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাস একই সত্য প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয়ের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, গৌড়ীয় যে কথা [illegible] তাহা নিঃসংশয়ে বলেন। যাহা বাদপ্রতিবাদের দ্বারা কোন কালে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—এরূপ কোন কথা গৌড়ীয় কখনও বলেন না। কারণ—গৌড়ীয় শ্রৌত-বাণীর প্রচারক। শ্রৌতকথায় কোন সংশয় নাই, উহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার যোগ্য নহে।

গৌড়ীয়ের এই সকল শ্রৌতকথা যদি কাহারও অপ্রীতি-কর হয় বা 'গোঁড়ামি' বলিয়া মনে হয়, তবে আমরা সেই-রূপ পুরুষের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক ধৈর্য্য-সহকারে পুনঃ পুনঃ এই গৌড়ীয়ের সত্য কথাই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে থাকুন। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন ও সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, তখন গৌড়ীয়ের শ্রৌতবাণী বা সত্যকথা আর অপ্রীতিকর মনে হইবে না। পিত্তরোগীর মুখে মিশ্রি ঠিক বোধ হইলেও তাহার পক্ষে মিশ্রিই ঔষধরূপে ব্যবস্থিত। পিত্তাপগমে মিশ্রির স্বাভাবিক মিষ্টত্ব উপলব্ধি হইবে।

গৌড়ীয়ে অনেক সময় অসংসিদ্ধান্ত ও ভ্রমসঙ্কুল প্রবন্ধাদি খণ্ডিত হয়, তদ্দর্শনে কর্ম্ম-শান্তি-প্রিয় বা সম্ভোগ-রসলিপ্সু অনেকে হয় ত হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন না; তাঁহাদের চরণেও আমাদের সকাতর নিবেদন এই যে, আমরা এবং তাঁহারাও স্বরূপতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস—যে মহাপ্রভু কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ, তর্ক-বিরোধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষ সহ্য করিতে পারেন না—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥"

এইজন্য শ্রীস্বরূপ দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকরূপে মহা-প্রভুর সমীপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। যাহাতে স্বরূপ-রূপের অনুমোদন নাই, যাহা মহাপ্রভুর নিতান্ত অপ্রীতিকর, যাহাতে মহাপ্রভুর ক্রোধ উৎপন্ন করে,—এরূপ মত কি আমাদের 'মহাপ্রভুর দাস' বা 'মহাপ্রভুর দাসের দাস' বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীকার করা উচিত? স্বীকার করি, যদি পাঁচ মিশালে দর্শনের বা জগতের বিভিন্ন মনো-ধর্ম্মীর যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় এবং সকলই সমান, সকলই এক ভগবানকেই লক্ষ্য করে—এইরূপ বলিয়া খোঁজামিল দেওয়া যায় এবং তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যায়, তথাপি বিশ্ব উহাতে স্বরূপ-রূপের সন্তুষ্টি হয় না বা মহাপ্রভুর প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। তুলাদণ্ডের একদিকে সর্ব্বজন-প্রিয়তা আর একদিকে মহাপ্রভু-প্রিয়তা রক্ষা করিলে কোন্‌টী গুরুতর হইবে? কোন্‌টীর মূল্যই বা অধিক হইবে? আমাদের মনে হয়, জগতের সমস্ত অভক্তগণী লোকেরও যদি অপ্রীতিকর [illegible] তথাপি গৌর ও গৌরজনের [illegible] সেইরূপ

মত বা সেইরূপ চিন্তাস্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও দেন আমাদের হৃদয়ে অধিকার না করেন ইহাও আমাদের একটী বর্ষশেষে নিবেদন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে কি তোমরাই একমাত্র সিদ্ধান্ত কর, মহাপ্রভুর কোন্‌টী অপ্রীতিকর, প্রীতিকর বুঝিতে পার, একমাত্র তোমরা লোক আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না? আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী এইরূপ প্রশ্নকারী পুরুষেরও চরণযুগল ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি আমাদের ন্যায় দাম্ভিকের দম্ভ করিবার একটী বিষয় আছে, স্বরূপ-রূপ ও তাঁহাদের অনুগগণই কোন্‌টী মহাপ্রভুর অপ্রীতিকর, বা কোন্‌টী প্রীতিকর, তাহা বুঝিতে পারেন, অপরে তাহা পারেন না। লৌকিকচক্ষে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত অপর ব্যক্তিগণ, যে মত বা সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া শতকণ্ঠে তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন, শ্রীস্বরূপ সেই উচ্চ-প্রশংসিত মতকে নিতান্ত 'পাষণ্ডমত' বলিয়া পরিহার করেন। তাহার সাক্ষ্য আমরা বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির উদাহরণে দেখিতে পাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আচার্য্য এবং তৎসঙ্গে বহু বৈষ্ণব 'পরমোত্তম' বলিয়া সেই নাটকের প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল স্বরূপপ্রভু সেই নাটকের কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই তাহাতে যে-সকল তত্ত্ব-বিরোধাদি দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রকবিকে, তৎসমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই তৎসমুদায় স্থির-চিত্তে পাঠ করিলে অনেক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, অনেক (লৌকিক) বিশ্বাস-ভক্তিতাবুকতার ধর্ম্মে বাদ প্রতিবাদের অবতারণার বিরোধী, অনেক কল্পশান্তিপ্রধানী, অনেক লোক-রঞ্জনকারী, অনেক জন-প্রিয়তা-সংগ্রহকারী ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন হইতে পারে।

অনেক সময় সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা দুষ্ট-মতাদি বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তত্তন্মতবাদী বা তন্মত-সমর্থন-কারি ব্যক্তিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহাদের চরণেও আমাদের ন্যায় দীনের সকাতর নিবেদন যে, তাঁহারাই যখন অমানী-মানদ-তৃণাদপি সুনীচতা-প্রতিপাদ্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব, সুতরাং তৃণহীন আমরা তাঁহাদের কৃপার্হ। আমাদিগকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিবার অবসর প্রদান করিয়া যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন এবং মিষ্ট কথা ও লোক-রঞ্জনে অনভ্যস্ত আমাদিগের কর্কশ বাক্যগুলির কর্কশ আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের নিজগুণে তন্মধ্য হইতে কোমল বিষয় আহরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদেরও সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

গৌড়ীয়ের গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি পদের প্রতিও আমাদিগের নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশও যদি তাঁহাদের দীন ব্রাহ্মণের দুই একটী কর্কশ কথা শুনিবার জন্য প্রদান করেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্বের একাংশ দ্বারা গৌড়ীয়ের যে কোন প্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের সেবার অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও আমাদের মঙ্গল কামনা করেন জানি, কারণ যদি স্নেহ নাই করিবেন, তবে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কর্কশ কথা—যে কথায় কোন প্রকার আপাত-মধুরতা নাই,—কোন প্রকার মনোহর সাজ-সজ্জা নাই,—কোন প্রকার গল্পময়ী বা ঊর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই,—উপন্যাস, নবন্যাসের ন্যায় পত্রে পত্রে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র নাই,—ইন্দ্রিয় পার্থিবের ন্যায় দেহমনের প্রয়োজনসাধক উপদেশ-সঙ্কেত নাই, সেই সকল কর্কশ, অপ্রিয় সত্য কথাও আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতেছেন কেন? আমরা তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করি, এবং তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃণাদপি শ্লোকের সহিষ্ণুতামন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি—নিত্যকাল যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য তাঁহাদের চরণে বর্ষশেষে এই নিবেদন জানাইতেছি।

পরিশেষে আমরা সকল জীবের চরণে কৃপানুবাদে জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধু বৈষ্ণব, নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া—সকল অভিধান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন। ইহাই আমাদের বর্ষশেষে নিবেদন।

গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কি ?

'গৌড়ীয়'—বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া তাহা জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণই গৌড়ীয়ের কার্য্য। গৌড়ীয় বলেন,—

'কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই'।

কিন্তু—'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ'-ন্যায়াবলম্বী আমি গৌড়ীয়ের এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতে পারি,—গৌড়ীয়ের ভিক্ষা যদি সকল জীবকে কৃষ্ণ-শিক্ষা-দান ও বৈকুণ্ঠ-যাত্রার সাথী করাই উদ্দেশ্য হইবে, তাহা হইলে তিনি আবার তাঁহার বার্ষিক ভিক্ষা-স্বরূপ মুদ্রা-ত্রয় যাচ্ঞা করেন কেন ?

কিম্বা হয় ত' আমি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের গুরুমাদারকারী কার্য্যাধ্যক্ষসূত্রে বলিতে পারি—'অন্যান্য বার্ত্তাবহের ন্যায় গৌড়ীয়ও যখন একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য বা অর্থ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারও কার্য্য এবং উদ্দেশ্য অন্যান্য প্রাকৃত বার্ত্তা-বহেরই অনুরূপ'। কেবল গৌড়ীয়ে 'মূল্য' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'ভিক্ষা' শব্দটীর ব্যবহার-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নাই ; শব্দাড়ম্বরগত পার্থক্য মাত্র।

অথবা আমি নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ভাগবতব্যবসায়ী ভাড়াটিয়া-কথক-বক্তা-প্রকৃতি-সূত্রে বলিতে পারি,—'গৌড়ীয় অপ্রাকৃত-বস্তু-নাম-মন্ত্র-হরিকথা-ভাগবতাদি কীর্ত্তন-ব্যাখ্যা প্রবৃত্তির বিনিময়ে প্রাকৃত অর্থ বা দক্ষিণা গ্রহণাদি ধর্ম্ম-ব্যবসায়কে নিরয়প্রাপক অপরাধ বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তিনি নিজের বেলায় অপ্রাকৃত বস্তু হরিকথার বিনিময়ে—ভাগবতাদি গ্রন্থের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন কেন ? তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া হরিকথা-দানের বিনিময়ে বার্ষিক ৩৲ টাদা, কিম্বা ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্য-বিশেষ চান কেন' ?

কিম্বা হয় ত' নিজকে গৌড়ীয় অপেক্ষাও চতুর মনে করিয়া বলিতে পারি,—'গৌড়ীয় হয় ত' বলিবেন, আমি স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য অর্থ গ্রহণ করি না, তোমরা স্ত্রী-পুত্রের জন্য অর্থ গ্রহণ কর।' আমি গৌড়ীয়ের এই কথায় বলি, তাহাতেই বা কি ? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, আমি তাহাদের জন্য ধর্ম্ম-ব্যবসায় করিয়া অর্থ গ্রহণ করি, গৌড়ীয়ের স্ত্রী-পুত্রের পরিবর্ত্তে নিজের পোষণচিন্তা আছে, তাই তিনি নিজ পোষণের জন্যই অর্থ গ্রহণ করেন !

আমি ত' আমার কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম ; আর আমি যেরূপ মনোধর্ম্মী, জগতে আমারই মত লোক পনর আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি কিম্বা তাহা অপেক্ষাও বেশী। সুতরাং আমার কথা—আমার চিন্তা-স্রোত—আমার পরিভাষা—আমার অজ্ঞত-বিজ্ঞাবুদ্ধি বিচার-প্রণালী তাঁহারা আমার মুখ হইতে কথা পড়িতে না পড়িতেই বুঝিয়া লইবেন এবং আমার বিচারের সহিত তাঁহাদের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি সমতানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠায় তাঁহারা আমার বাকাই বেদবাক্য মনে করিবেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা-বহ গৌড়ীয়ের আচরণগুলি, কথাগুলি, বিচারপ্রণালীগুলি ও তদ্ব্যঞ্জক পরিভাষাগুলি এই প্রাকৃত দেবীধামের অন্তর্গত না হওয়ায় এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধি-অস্তিক-মায়ু ও বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি ওতপ্রোতভাবে প্রাকৃত ভূমিকায় সংলগ্ন থাকায় আমার গৌড়ীয়-কথা বুঝিতে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। গৌড়ীয় যদিও আমারই ন্যায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত শব্দের দ্বারাই কথা বলেন, তথাপি আমার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসংযুক্ত শব্দের অজ্ঞতরিবৃত্তি ও তাঁহার সেই সকল স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দেরই বিজ্ঞতরিবৃত্তির মধ্যে ভূলোক ও গোলোক ব্যবধান।

আমি বলিতে চাই, গৌড়ীয় কেন হরিকথা প্রচারের বিনিময়ে প্রতি বর্ষে তিন মুদ্রা ভিক্ষা বা মূল্য-যাচ্ঞা করেন ? এখানে গৌড়ীয় বলেন যে, বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত অমূল্য-বার্ত্তা কখনও তিন মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় না। যে সকল ভক্তিবিরোধী নামাপরাধী ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাকে কোন প্রাকৃত মূল্যবিশেষের দ্বারা বিক্রয় করিবার নিরয়-প্রাপণী চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হন। গৌড়ীয় অমূল্য বস্তু। কিন্তু অমূল্য হইলেও অপ্রাকৃতবৈকুণ্ঠবস্তুর অচিন্ত্য-বিরোধ-ধর্ম্ম-বশতঃ তাঁহার 'মূল্য' আছে। সেই 'মূল্য' আর কিছুই নহে—একমাত্র নিষ্কপট-শ্রদ্ধা-মূল্য।

গৌড়ীয়ের ভিক্ষা তিন মুদ্রা মাত্র নহে। গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—জীবের সর্ব্বস্ব। গৌড়ীয় সর্ব্বস্বের ভিখারী। এই সর্ব্বস্ব ভিক্ষাটী অপ্রাকৃত কবির ভাষায়—

'কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই'।

যাহাদের গৌড়ীয়কে সর্ব্বস্ব প্রদান করিবার বল-ভরসা নাই, তাঁহাদিগের জন্যই কৃপাময় বৈকুণ্ঠাবতার গৌড়ীয় তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বের কোটাংশের একাংশ-স্বরূপ একটী অকিঞ্চিৎকর নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। যেমন যাহারা বিষ্ণুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন নাই, সেই সকল কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য সর্ব্বস্বাপহারকারী বিষ্ণু পঞ্চম-কৃপাবতারে শ্রীবিগ্রহরূপে 'পঞ্চোপচার', 'দশোপচার', 'ষোড়শোপচার' প্রভৃতি একটি নির্দ্দিষ্ট পূজাবিধি স্বীকার করিয়া ঐরূপ অধিকারি জীবের আত্ম-ভোগ ও আত্ম-পূজা-পিপাসারূপ অনর্থ ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া থাকেন এবং গৃহব্রত-দিগকে বিত্তশাঠ্যরূপ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্যের উদয় করাইয়া থাকেন, সেই প্রকার অমূল্য, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীগৌড়ীয়ও সর্ব্বস্ব ভিক্ষাদানে অপারক, মুহূর্ম্মুহু, অনর্থযুক্ত জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার প্রার্থনা-প্রাপ্য জীবের সর্ব্বস্বের কিয়দংশ মাত্র ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-হরিকথা-শ্রবণ ও শুদ্ধ হরিসেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। আমার ন্যায় অত্যন্ত প্রাকৃত অর্থাসক্ত বদ্ধ জীব—যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ নিজের ভোগের জন্যই অর্থাদি-চিন্তায় ব্যস্ত, যাহাতে বিত্তশাঠ্যরূপ-সেবাপরাধ বৃদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবিত না হয়, তজ্জন্য কৃপাবতার বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় আমার ন্যায় প্রত্যেক ভোগিজীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে বিত্তশাঠ্যরূপ-অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।

আমার ন্যায় ভোগী জীবের সদুপায়ে বা অসদুপায়ে উপার্জ্জিত যে সকল অর্থ নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসনে কিম্বা আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণের চরিবিবৃদ্ধ শরীর পোষণে নিযুক্ত হইত, কিম্বা আমার ন্যায় কদর্য্যাশী বা নশ্বর বৈরাগীর অর্থাদির প্রতি বাহ্য অনাদরকারীর ভোগ-যজ্ঞের উপকরণ বর্দ্ধন করিত অর্থাৎ আমি যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করায় কৃষ্ণসেবোপ-করণগুলি ভোগীর ভোগোপকরণে পর্য্যবসিত হইত, সেই সকল অর্থ বা সেবোপকরণ যাহাতে সর্ব্ব অর্থের মালিক শ্রীলক্ষ্মীপতির বার্ত্তাপ্রচাররূপ হরিসেবায় নিযুক্ত হয়, তজ্জন্যই অমূল্য অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগৌড়ীয় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণে সাহসযুক্ত কৃষ্ণ জীবের নিকট হইতে শ্রীবিগ্রহের পঞ্চোপচার বা দশোপচার পূজা গ্রহণের ন্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুতরাং এই নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাটী গৌড়ীয়ের 'মূল্য' বা ভাড়াটিয়া কর্ম্মকর্ত্তার 'ভাড়া' বা 'বেতন' স্বরূপ নহে। 'ভিক্ষা' শব্দটী 'মূল্য' শব্দের প্রতিশব্দ নহে বা লোক-বঞ্চনার উদ্দেশ্যে শব্দ-বৈখরী মাত্রও নহে। আমার ন্যায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অবৈষ্ণব অনেক সময় মনে করেন যে, বাহ্যদর্শনে যখন 'সাধু' ও 'অসাধু', 'বৈষ্ণব' ও 'অবৈষ্ণবে'র চেষ্টা অনেকটাই সমান, তখন সাধু বা বৈষ্ণবগণ কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর দ্বারা নিজ মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়া নিজদিগকে অসাধুর পর্য্যায় হইতে পৃথক্ করিবার প্রয়াস করেন। যেমন অনেক অবৈষ্ণবের ধারণা, "বিষ্ণু ও বৈষ্ণব আমাদেরই মত জন্ম-মৃত্যুর অধীন; কেবল নিজদিগে। মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য 'জন্ম'কে 'আবির্ভাব' বা 'প্রকট', 'মৃত্যু'কে 'তিরোভাব' বা 'অপ্রকট' প্রভৃতি কতকগুলি বাগ্ বৈখরী দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ ভাত ডালকে 'মহাপ্রসাদ', পাথরকে 'শালগ্রাম', পুতুলকে 'শ্রীবিগ্রহ' প্রভৃতি বড় বড় নামের দ্বারা সাজাইয়া সাধারণ বস্তুকে বড় করিয়া তুলিতে চান, পরন্তু ভাত ডাল ও মহাপ্রসাদে, পাথরে ও শালগ্রামে, পুতুলে ও শ্রীবিগ্রহে, প্রাকৃত জীবের জন্ম-মৃত্যুতে ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রকট-অপ্রকটে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই।" এইরূপ বিষ্ণু-বিরোধিনী দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া আমিও মনে করি, 'গৌড়ীয়ের ভিক্ষা শব্দটী সাধারণ বার্ত্তাবহের বার্ষিক মূল্য বা চাঁদারই প্রতিশব্দ মাত্র। কেবল 'ভিক্ষা' শব্দটীতে বাগ্-বৈখরীর সমাবেশ-প্রাচুর্য্য—এইমাত্র পার্থক্য'।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয় তাহা নহে। অমূল্য গৌড়ীয় ঐ প্রকার প্রাকৃত মূল্য বা চাঁদার বিনিময়ে বিক্রয় বা বিতরণের বস্তু নহেন। যাহারা গৌড়ীয়কে সেইরূপ বস্তু মনে করেন, করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের প্রথম মুখেই শ্রীগৌড়ীয়ের চরণে প্রাকৃত বুদ্ধি বা ইতরবার্ত্তাবহ-সামান্য-বুদ্ধিরূপ জাতিবুদ্ধি থাকা-হেতু গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত কথার প্রবেশাধিকারই হইবে না। তাঁহারা অপরাধ-নিবন্ধন শ্রীগৌড়ীয়ের শিক্ষা বুঝিতে পারিবেন না। আমার গৌড়ীয় যখন বুঝিতে পারিব না,—তখন গৌড়ীয় পড়িয়া কায় কি?

এইরূপ ফাঁকা-বোকা সাজিয়া শ্রীগৌড়ীয়ের চরণ হইতে দূরে থাকিলেও মঙ্গল হইবে না ; কারণ,—

'পলাইবার পথ নাহি যম আছে পিছে'।

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়ের ঐ প্রকার অসামাজ্য-কৃপায় কার্পাটী আমার ন্যায় ভোগী জীবের ভাগবত পড়িয়া, কীর্ত্তন করিয়া, নাম মন্ত্র আদান-প্রদানের অভিনয় করিয়া অর্থসংগ্রহরূপ নরক-প্রাপক অপরাধের সহিত সমান নহে। অথবা উহা 'প্রাণিদ্ধ-প্রাণায়াম-ন্যায়ে' 'ভিক্ষা' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া হরিকথার বিনিময়ে অর্থসংগ্রহও নহে। যদি আমি নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ভাগবত-ব্যবসায়ীর 'কুমন' বা তাদৃশরূপ পাপময় কার্য্যের সহিত (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮।১১১ দ্রষ্টব্য) গৌড়ীয়ের কিম্বা গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজির নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা গ্রহণ সমান জ্ঞান করি, তাহা হইলে বলিতে হয় যে পরম পূজনীয়া অকৃত্রিম স্নেহময়ী জননী ও বালঘাতিনী পূতনা কিম্বা সন্তানৈকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী ও স্বার্থপরা কপট প্রেমব্যাজকারিণী এক জাতীয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীগৌড়ীয় বা গৌড়ীয় ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজির ভিক্ষা জীবের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা। ইতর বার্ত্তাবহ বা ব্যবসায়িকুলের ইতর গ্রন্থ উহাদের বিনিময়ে কিছু মূল্য লইয়াই থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বা শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রন্থরাজি ঐরূপ দক্ষিণামাত্রগ্রাহী বনবাসের পথিকগণের ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর বিনিময়ে ক্ষুদ্র মূল্য লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, অসমোর্দ্ধ বস্তু, বৈকুণ্ঠবস্তুর প্রচারক বলিয়া জীবের **সর্ব্বস্ব** ভিক্ষা চাহেন। তবে জগতে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অনর্থযুক্ত জীবেরই পরিমাণ অধিক বলিয়া ঐ সকল জাগতিক ব্যক্তি প্রথম মুখেই সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দিবার বল হৃদয়ে পাইবে না এবং ঐ সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে বিভুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে বাধা দিবার শাস্ত্রমর্য্যাদারূপ অনেক গুরুাচার্য্য জগতে আছেন জানিয়া, গৌড়ীয় ত্রিমুদ্রা-যাচ্ঞার ছলনায় জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী বলি মহারাজের আদর্শের কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বলি মহারাজের আদর্শের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া স্বার্থপর গুরুাচার্য্যগণের পরামর্শ ও সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, একমাত্র তাঁহারাই তখন বুঝিতে পারেন যে, গৌড়ীয়ের ঐ ত্রিমুদ্রা-যাচ্ঞা ত্রিবিক্রমের বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি-যাচ্ঞারূপ-ছলনার ন্যায়। প্রকৃত পক্ষে ত্রিমুদ্রা-ভিক্ষা গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু ত্রিমুদ্রা-ভিক্ষার ছলনায় জীবের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা।

গৌড়ীয়—ভোগী বা ত্যাগী নহেন। আমার মত ভোগিব্রুব 'গৌড়ীয়' নাম-মন্ত্র-ভাগবতাদি অপরাধময় বণিক্‌বৃত্তি করিয়া স্ত্রীপুত্র বা নিজ পোষণের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন না বা আমার মত কনকত্যাগীর ন্যায় অর্থ—অনর্থের মূল, টাকা—'কাঁটা' প্রভৃতি মুখে বলিয়া হরিসেবোপকরণকে ভোগিগণের ভোগপাত্রের আহুতিরূপেও নিক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী হন না। তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক। নিজে নিখিল বস্তু দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করেন ও অপরকেও সর্ব্বান্তিরে কৃষ্ণকীর্ত্তনসংযোগে কৃষ্ণসেবা করিতে বলেন।

যাঁহার অর্থ নাই, তিনি তাঁহার হরিসেবা-সুপটু দেহ গৌড়ীয়কে ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে পারেন, কিম্বা যাঁহার তাহারও অভাব, তিনি তাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য প্রভৃতি গৌড়ীয় চরণে ভিক্ষা দিতে পারেন। যদি একটীর অভাব থাকে তাহা হইলে গৌড়ীয় নিষ্কপট ভিক্ষা-গ্রহণান্তে যে কোন একটী বস্তুর ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তবে কপটতা করিয়া 'হে প্রভো, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া দিয়াছি' মুখে বলিয়া অর্থভাণ্ডারের চাবিটী কোমরে লুকাইয়া রাখিলে গৌড়ীয় কপটতা ধরিয়া ফেলিবেন। যাঁহার যাহা আছে, তাহাই নিষ্কপটভাবে গৌড়ীয়কে ভিক্ষারূপে দিতে হইবে—ইহাই গৌড়ীয়ের ভিক্ষা।

গৌড়ীয়—ভজন-চতুর ; সুতরাং ছলে-কৌশলে সেবা-শিথিল আমা-দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লন। আমি এতদূর অর্থপ্রিয় যে, যদি আজ গৌড়ীয় কৃপা পূর্ব্বক আমার নিকট তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাটী গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় ভাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তি গৌড়ীয়ের পাতাগুলি পর্য্যন্ত উল্টাইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতেন না। আমার উপার্জ্জিত অর্থ বা ভোগের ভাণ্ডার হইতে কিছু দিতে হইতেছে বলিয়া অন্ততঃ আমি আমার অত্যন্ত অর্থপ্রিয়তার দিক্ হইতেও গৌড়ীয়ের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া থাকি অর্থাৎ যখন আমাকে প্রতি সংখ্যায় কিছু পয়সা দিতে হইতেছে, তখন এই পয়সাগুলির সার্থকতা করিবার জন্য অন্ততঃ গৌড়ীয় হইতে কিছু পাঠ করা যাউক, ক্ষণকালের জন্যও আমার হৃদয়ে এইরূপ একটু বিচার স্থান পায়।

যাঁহার যে বিষয়ে আসক্তি, তাঁহার সেই

আসক্তির বস্তুটীই গৌড়ীয়ের ভিক্ষা। যাঁহার ধনে আসক্তি, তিনি যদি ধন দিয়া গৌড়ীয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তের সেবা করিতে প্রস্তুত না হন, তবে জানিতে হইবে, তাঁহার অনর্থে শ্রদ্ধা কিম্বা পরমার্থ বা ভগবানে শ্রদ্ধার অভাব। এমন লোকও আছেন, যাঁহারা অর্থ দ্বারা গৌড়ীয়ের সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দেহ-প্রাণ-পাণ্ডিত্য-কৌলীন্য প্রভৃতি দ্বারা নিষ্কপটে গৌড়ীয়ের সেবা করিতেছেন। গৌড়ীয় সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেই ভিক্ষাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেহ যদি গৌড়ীয়কে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দেন, অর্থাৎ যাঁহার যাহা আছে, তাঁহার সেই সর্ব্বস্বটীর দ্বারা নিষ্কপটে গৌড়ীয়ের অকপট সেবক হন, তাহা হইলে গৌড়ীয় আর তাঁহার নিকট ত্রিদণ্ডমুদ্রা-ব্যাজাদিরূপ ছলনা করিবেন না। তখন গৌড়ীয় ত্রিবিক্রমের ন্যায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারীকে নিজস্বরূপ দেখাইয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সত্যকথা কীর্ত্তন করিবেন।

আমার ন্যায় একটী কূপ-মণ্ডূক গৃহব্রত, নিজ ক্ষুদ্র অপস্বার্থ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ দেহ-পোষণ-তোষণ-চিন্তা ও আমার ভোগোপকরণ স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-চিন্তায় রত নানাপরাধী বণিকের পাপময় অসদ্ব্যবহারের সহিত দয়া-মহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী, অমন্দোদয়া দয়া বিতরণকারী গৌড়ীয়ের সদাচার সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার বস্তু নহে। গৌড়ীয়ের সম্পাদক-সঙ্ঘ ও সেবকগণ আমার মত ধর্ম্মণিক্-ভোগী জীবের ন্যায় তাঁহাদের সেবার বিনিময়ে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগৌড়ীয়-চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের পোষণ ভাবেন না; কারণ তাঁহারা আত্মসমর্পণকারী—তাঁহারা সম্প্রদানবাচিচতুর্থী বিভক্ত্যন্ত 'নমঃ'শব্দ-পরিপুষ্টিত অপ্রাকৃত মন্ত্রে দীক্ষিত।

"নিজের পোষণ, করু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥"

যাঁহারা নিজের পোষণ ভাবেন, তাঁহারা কি কখনও বিশ্বম্ভরে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া বিশ্বে বিশ্ব-বৈষ্ণব-বার্ত্তা প্রচার করিতে পারেন? তাই বলিতেছিলাম, গৌড়ীয়ের জিজ্ঞাস্য—জীবের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা। গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন পরিভাষায় তাৎপর্য্যে—সকাতরে জীবের এই সর্ব্বস্ব ভিক্ষা করিতেছেন।

'গৌড়ীয়ের ভিক্ষা শুধু ত্রিদণ্ডমাত্র নহে; পরন্তু ত্রিদণ্ডের ছলে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা'—ইহা শুক্লাচার্য্যগণ অন্তরে বুঝিতে পারিয়াই তত্ত্ববস্তুভিমানিগণকে বলিয়া থাকেন—

"ত্রিভিঃক্রমৈরিমাল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বমঃ বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।২০।৩৩)

—তুমি ত্রিপাদমাত্র ভূমি (গৌড়ীয়-পক্ষে—ত্রিদণ্ডমাত্র ভিক্ষা) দিতে প্রতিশ্রুত হইলে সত্য, কিন্তু বামনদেব (গৌড়ীয় পক্ষে—সাধারণ মনুষ্য জাতির বিচার হইতে যে গৌড়ীয়ের বিচার স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতপক্ষে পরমোদার বা ত্রিলোক-বিস্তারী হইলেও সাধারণ বহির্ম্মুখ মনুষ্য-চক্ষে উহা অতিশয় ক্ষোভানিপূর্ণ, সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ) তিন পদেই সমুদয় লোক আক্রমণ করিবেন (গৌড়ীয়পক্ষে—ত্রিদণ্ডমুদ্রা ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ক্রমে জীবের কায়মনোবাক্যরূপ সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিবেন)। ওরে মূঢ়, বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া তুই অবস্থান করিবি কিরূপে? (গৌড়ীয়পক্ষে কায়মনোবাক্যরূপ সর্ব্বস্ব গৌড়ীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব-গুরুর সেবায় প্রদান করিলে প্রাকৃত অস্মিতারূপ ভূমিকার অবস্থান হেতু কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা বা বদ্ধ-জৈবধর্ম্ম কোথায় দাঁড়াইবে?)

এই জন্যই শুক্লাচার্য্যগণ তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় পাছে গৌড়ীয়ের ত্রিদণ্ডভিক্ষার ছলনায় পড়িয়া সর্ব্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিয়া ফেলেন এবং বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলে শুক্লাচার্য্যের শৌক্র-পরম্পরাগত কুলগুরুত্ব এবং বণিগ্‌বৃত্তি পাছে সংরক্ষিত না হয়, এই ভয়ে বলিয়া থাকেন যে, গৌড়ীয়ও 'দ্রাবিড়-প্রাণায়াম-ন্যায়ে' আমাদেরই ন্যায় ভিক্ষার ছলে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শুক্লাচার্য্যগণের এইরূপ যুক্তিতে 'সাধ্যাবশিষ্টতা দোষ' বর্ত্তমান। এইরূপ সিদ্ধান্ত হেত্বাভাসযুক্ত। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ যুক্তিকে '*Argumentum adhominem fallacy*' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেমন কোন সাধু ব্যক্তি সাধারণের হিতার্থে কোন প্রকৃত অসৎ প্রকৃতি ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'এই ব্যক্তি চোর'। চোর যদি তখন আবার প্রকৃত সাধুকে বলিয়া উঠেন,—

'মহাশয়, আপনি আমাকে 'চোর' বলিতেছেন, আপনাকে যে আমি গতকল্য রায় মহাশয়ের বাগান হইতে ফুল চুরি করিতে দেখিয়াছি'। এই দৃষ্টান্তটীও উপরি-উক্ত হেত্বাভাসের উদাহরণ অর্থাৎ চোরের এইরূপ যুক্তিতে কিন্তু চোরের চৌর্য্যাপরাধটী 'সাধুত্ব' বলিয়া প্রমাণিত হইল না বা চোর তাঁহার চৌর্য্যাপরাধের বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। পরন্তু সাধারণ লোককে ধোঁকা দিবার জন্য এবং আপাততঃ তাঁহার অন্যায়কার্য্য-নির্দ্দেশকারীর মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহার অন্যায় কার্য্য চালিবার জন্য একটী কৌশল খেলিলেন মাত্র। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, যখন চোরও চুরি করে আবার চোরের নির্দ্দেশকারী সাধুও চুরি করে, তখন 'তুমিও চুপ্, হামিও চুপ্' ন্যায়াবলম্বন করাই ভাল। সাধারণ লোকের তলাইয়া দেখিবার অবসর হইল না যে, চোর সাধারণ গৃহস্থের অপকার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত ভোগার্থে চুরি করে। সুতরাং ঐরূপ চোর দণ্ডিত না হইলে জগতে গৃহস্থগণের বাস করা কঠিন হইবে। আর সাধুর মুখ বন্ধ করিবার জন্য প্রকৃত চোর যে সাধুকে 'ফুল-চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সাধুর কার্য্যটী প্রকৃত চৌর্য্যবৃত্তি নহে। সাধু দেবতা-পূজার জন্য ভোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার বাগান হইতে ফুল আহরণ করিয়াছেন মাত্র। শাস্ত্রও বলেন, বিষ্ণুর জন্য ঐরূপ পুষ্প-হরণ চৌর্য্য বা অপরাধ-মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং সাধুর কার্য্যের দ্বারা কোন প্রকার অপরাধ বা গৃহস্থের অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতসারে গৃহস্থের সুকৃতিই হইয়া থাকে। ভোগী গৃহস্থ তাঁহার বাগানের ঐ ফুল নিজের চক্ষুরিন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি কিম্বা নানা প্রকার বিলাসাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতেন; সাধু ভোগীকে ঐরূপ পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করাইয়া উহা বিষ্ণুর পূজায় প্রদান করিয়া ভোগী গৃহস্থেরও মঙ্গল কামনা করিলেন।

সাধারণ লোক ধর্ম্মব্যবসায়িগণের এই সকল কপটতা ও কৌশল বুঝিতে পারেন না। তাই তাঁহারা উহাদের কথায় ও উহাদের নানা প্রকার হেত্বাভাসযুক্ত সিদ্ধান্তেই ভুলিয়া যান। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ সুদর্শন গৌড়ীয় এই সকল কপটতার বিশ্লেষণ করিয়া জীবকুলকে বৈকুণ্ঠের যাত্রী ও পরম সত্যের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণার্থ উপযুক্ত চিন্তবলে বলীয়ান্ করিবার জন্যই নিমুদ্রা-যাচ্ঞার ছলনায় জীবের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্ম করিয়া থাকেন। পরন্তু গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কোন খণ্ডিত বস্তু নহে—**গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—জীবের সর্ব্বস্ব।**

গৌড়ীয়-সেবাকাঙ্ক্ষী জনৈক দীন

প্রেম

প্রেমের স্বরূপ কি? প্রেম সম্বন্ধে প্রাকৃত কবিরন্দ নানাভাবে বর্ণনা করিলেও মহাজনগণের সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। তাই অপ্রাকৃত-কবি-শিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিখিল বৈষ্ণবের প্রিয়-প্রভুরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে" নিম্নলিখিত নিদর্শনগুলি মায়াবদ্ধ জীবকুলকে সন্ধানপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
দোঁহ আর হেন যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য "নিজসম্ভোগ" কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য "প্রেম"ত প্রবল॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥

শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মনঃশিক্ষাচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।
• • •
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
• • •
জীব চায় কৃষ্ণ ভক্তি, যেন ছেড়ে যায় মক্তি,
সেবে জীব পাশরে আপনি।
• • •
সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
(আমি) পুরুষ অভিমানে মরি।

অপ্রাকৃত কবি-কুল-মুকুটমণি শ্রীচণ্ডীদাস-শ্রীবিদ্যাপতি-শ্রীরায়বের-কৃত অপ্রাকৃত প্রেমরসময় গীতি-সমূহের মর্ম্মার্থ জড়বদ্ধ জীব আমরা কি বুঝিতে পারি? একে আর বৃত্তি: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি মায়িক জগতের ভোগোন্মুখী বৃত্তি লইয়া থাকা কালে কোটী জন্মেও সেই অপ্রাকৃত প্রেমের সন্ধান, আমাদের পাপপঙ্কিল কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবে না। দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ভ্রান্ত জীব আমরা কামের সহিত প্রেমের সাদৃশ্য থাকায়, 'হেয় কামকেই'

'উপাদেয় প্রেম' বলিয়া বরণ করিয়াছি। তাই বর্ত্তমানে আমাদের এ দুর্দ্দশা। সামান্য কাচখণ্ড আর মহামূল্য মণি দেখিতে একই প্রকার হইলেও চতুর জহুরী যেমন উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন, সেই প্রকার কাম ও প্রেমে বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও শুচতুর রসিক ভক্তগণ তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদটী বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব? আমরা সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই, তাই বর্ত্তমানে আমরা দুরন্ত কলির কবলে পড়িয়া 'কামকেই' 'প্রেম' বলিয়া মনে করিয়াছি। আমার শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়াছে। মরুভূমির মরীচিকাকেই শুশীতল জল বলিয়া বুঝিয়াছি, বিবর্ত্ত বুদ্ধিতে কানের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া 'কাম'কেই 'প্রেম' বলিয়া বরিত হইয়াছি।

—হায়! হায়! বিষকেই অমৃত বলিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছি, তাই ক্রমশঃ আমি করাল মৃত্যুর কবলীভূত হইয়া পড়িতেছি। চতুর্দ্দিকেই দারুণ অন্ধকার দেখিতেছি। দারুণ কলিকাল-দিবে আমার জীবন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

—আমি কলির কিঙ্কর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু মূর্ত্তিতে নানাভাবে লোক-বঞ্চনারূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কামকেই 'প্রেম' বলিয়া প্রচার করিয়াছি। কারণ সকলেই কিছু শাস্ত্রজ্ঞ নহে। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে, এরূপ মনুষ্য অতীব বিরল। এক সদ্গুরুদেব ভিন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত 'সত্য' উদ্ঘাটন করিয়া দিবার সামর্থ্য অন্য কাহারও নাই। আমি কখনও ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া শাস্ত্রবক্তা হই। আমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বা কামবৃত্তি এত দূর প্রবল যে, আমি ধর্ম্মশাস্ত্রকে—স্বয়ং ভগবদ্গ্রন্থকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিতে চাই এবং বিলালিপ্সা-বশে সেই কামকেই 'প্রেম' বা 'ভক্তি' বলিয়া লোকবঞ্চনা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনা করি। আমার কপটতা বুঝিতে পারে, সাধারণের এ শক্তি নাই। শ্রীবিগ্রহকে আমি পরমা উপার্জ্জনের পুতুল করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড় করাই। ইহা যে আমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রবল কাম-বিকার, তাহা কি আমি একবারও চিন্তা করি? আমার গতি কি হইবে, আমি তাহা একবারও ভাবি না। বৈষ্ণব ঠাকুর! আমাকে কৃপা করুন, আমার ভ্রম যেন আমি বুঝিতে পারি, আমাকে এ সামর্থ্য প্রদান করুন। কিন্তু আমি আবার কি দুর্ভাগা—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ কামের তাড়নায় কিরূপ বুদ্ধিভ্রষ্ট যে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিটীর কথা স্বীকারটী পর্য্যন্ত করিতে চাই না। কোন বৈষ্ণব যদি আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমার ঐরূপ চেষ্টা কাম মাত্র, উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরূপ প্রেম নহে, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। বরং তাঁহার প্রতিবাদ ও বৈষ্ণবের সঙ্গে শত্রুতা করিতে বদ্ধ-পরিকর হই। অহো! রত্নাকরের ন্যায় এখনও ত অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে না! এখনও ত বুঝিতেছি না, যাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া—যাহাদের জন্য এই সমস্ত পাপাচরণ করিয়াছি, সেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধুজন কেহই যে পরিণামে আমাকে যম-যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি অজিত ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণাবতারস্বরূপ ভাগবতকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের—কামের ইন্ধন মনে করিয়াছি!

বুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য মোহান্ধ আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবকে আমার কামযজ্ঞের ধিক্ করিয়াছি, সেব্য গুরুকে আমার ভোগ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীভগবানের চরণদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ শ্রীভগবানের বাহুদ্বয়, নবম স্কন্ধ কণ্ঠদেশ, দশম মুখমণ্ডল, একাদশ স্কন্ধ শ্রীললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ শিরোভাগ। এই দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের একটী মূর্ত্তবিগ্রহ। বিষয়ান্ধ কামুক হইয়া আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। গ্রন্থরূপী ভাগবতকে সচন্দন তুলসী পত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা আমার অর্চ্চন করাইয়া লইতেছি। শ্রীভাগবতকে আমার পূজক (?) করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিকে নানাবিধ বাস্ত্র-অলঙ্কার-বেশভূষা প্রভৃতি ষোড়শোপচারদ্বারা অর্চ্চন করাইবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে, পাপ করিতে করিতে এতদূর পাষাণ হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। প্রকৃত গোস্বামী না হইয়াই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম পরিপূরণের জন্য অবৈধভাবে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ কত কি কীর্ত্তন করিয়াছি। শিব না হইয়া বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য, সেইরূপ 'গোস্বামী' না হইয়া, অনধিকারী হইয়া ঐরূপ অপ্রাকৃত লীলা-গ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তনের অভিনয় দেখাইতে গেলেও যে আমার মৃত্যু লাভ করিতে ও চৈতন্য-চরণ ভ্রষ্ট হইতে হইবে, ইহা আমার কামকঠিনচিত্তে আদৌ স্থান পায় না। দৈবী বিষ্ণুমায়া-মোহিত জীব আমি, কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং আমি নিজে না বুঝিয়া অপরকেও বুঝিতে না দিয়া অজ্ঞাতভাবে কত জীবের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

'কামের' তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত প্রবল॥

এই শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য মায়াদেবী আমাকে বুঝিতে দেন নাই বলিয়া আমিও তাহা অপরকে বুঝিতে দেই না। মেঘ যেরূপ আমাদের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া সূর্য্যদেবকে দেখিতে দেয় না, তদ্রূপ আমিও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ

কাম মেষজলধারা 'প্রেম' সূর্য্যকে আমার ও লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়াছি। কামের তাৎপর্য্য, নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা অর্থাৎ দেহ, গেহ, মনের সুখকর নিজ সম্ভোগ, আর প্রেমের তাৎপর্য্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীহরি-সেবারূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। "কাম ও প্রেমের" এই প্রভেদ নিত্যকাল বর্ত্তমান; কিন্তু আমি দুর্দ্দৈব বশতঃ গোস্বামিপাদের এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি নাই। তাই শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তর্পণকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করিয়াছি। শাস্ত্রে এই উভয়ে ভক্তির লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত উভয় অভিলাষযুক্ত, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, প্রতিকূলভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই উত্তমাভক্তি। এই কাম ও প্রেম দেখিতে এক হইলেও রসিক ভক্তগণ কামকে অন্ধতমের সহিত এবং প্রেমকে নির্ম্মল ভাস্করের সহিত উপমা দিয়াছেন। "কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"। "কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥" কাম ও প্রেমে লৌহ এবং স্বর্ণের ন্যায় বিস্তর প্রভেদ বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এই কাম ও প্রেমের প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" হে জগদীশ, আমি ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমার জন্ম-জন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতে যেন অহৈতুকী অর্থাৎ ধনং দেহি, জনং দেহি প্রভৃতি হেতুরহিতা ভক্তি থাকে। সুন্দরী কবিতা শব্দে—দেহকথিত ধর্ম্ম, ধন শব্দে—অর্থ, জন শব্দে—কলত্রাদি কামনার বিষয়সমূহ উক্তিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ কখনই শ্রীভগবানে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহং' প্রভৃতি উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ নাবুজ্য লাভের আশায় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে গিয়া পরিণামে প্রস্তরাদিরূপ অচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হন।

ইহা কখনই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যে ভক্তি অনিত্য, যাহা ধন, জন, বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি কামনা-হেতু শ্রীভগবানের শুদ্ধ সেবায় বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনই শুদ্ধা ভক্তি বা "প্রেম" শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

প্রেম উপাদেয়, নির্ম্মল ও অমৃতস্বরূপ। কাম অনুপাদেয়, নশ্বর, তুচ্ছ আপাত সুখ ও মোহ উৎপাদক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই স্থূলভূত এবং সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক দেহের অভ্যন্তরেই সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবাত্মা বাস করেন, তিনি অণুচৈতন্য হইলেও শুদ্ধস্বরূপ, তাঁহার বৃত্তি বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া, পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ কারাগারে সত্ত্ব, তমোরূপ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া দেহ ও মনোরূপ পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্য-পাপাদি নানা কর্ম্ম করিতে করিতে চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুকৃপায় কৃষ্ণোন্মুখী হইলেই জীবের নিস্তার,—তবেই জীব শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি যাচ্ঞাপূর্ব্বক লাভ করিতে পারেন।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীবিজ্ঞান আশ্রম।

অনধিকার চর্চ্চা

কি আশ্চর্য্য! যদি, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে কি ব্যবস্থার চলে না? অধিকারিক সীমায় হস্তক্ষেপ করিয়া সীমা লঙ্ঘন কি বর্ত্তমানকাল কলির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম? শ্রীভগবান্ আছেন, পরকাল আছে, মরিতেই হইবে; চর্ম্ম, রক্তমাংস ও তজ্জনিত ওড়াভিমান সমস্তই নশ্বর, অচিরস্থায়ী; ইহা কি একবারও মনে হয় না? হায়! জীব, তোমার কি এতই দুর্ভাগ্য যে, ভীষণ যন্ত্রণা-দায়ক সংসারকারাগারে মায়া-হস্তীতে হাতে, পায়ে ও গলদেশে বাঁধা থাকিয়াও— প্রতিমুহূর্ত্তে কারাকর্ত্রী শ্রীদুর্গাদেবীর কৃপা লালায়িতা হইয়াও নিজে। ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না?

যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুভাগমনে আসমুদ্র হিমাচলবাসী—সমস্ত পাপী, তাপীগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' রব-রোল তুলিয়াছে, যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রচার-কার্য্য সভাপিপাসু সুবুদ্ধিমানবর্গ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন, যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার-চেষ্টা চিন্ময়ধাম-দর্শনকারি-মহাত্মগণ ও প্রাবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সশ্রদ্ধান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন, আজ তাহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফলে নিজস্ব গ্রাম্য-বাস্তবতে অশিষ্টভাষা-প্রয়োগে কয়েক লাইন লিখিয়াই কি উড়াইয়া দেওয়া যাইবে! হিতবাদ-প্রচার-চলনার ঐরূপ মনে করাও কি নিজকে নিজে 'নগণ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার দৃষ্টান্ত নহে?

বর্ত্তমান কালে মানুষ যে প্রকার স্বাধীন-চেতা, তাহাতে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এতদিনে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত। হাড়, মাংস, চর্ম্মের বড়াই করিয়া চর্ম্মের উপাসক 'চামার' হইয়া যাইত।

কেবল চামড়ার আসক্ত বর্ণাভিমানী যে-সকল ব্যক্তি সমাজের 'নেতা', 'শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত', 'গোস্বামী', 'পুরোহিত' প্রভৃতি বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সদাচার-বর্জ্জিত। আর সাধারণ সমাজে ত সদাচার-ভ্রষ্ট লোকের অভাবই নাই।

কেহ বা যদিও মুখে 'সদাচার' মানেন, তথাপি গৃহমেধিধর্ম্মে রুচিবশতঃ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজনের আব্দারে পড়িয়া তাহাদের অসদাচরণের সাহায্য হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে পান না, এমন কি—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা কিম্বা তৎসম্পর্কিত শালা, সম্বন্ধী, কিম্বা সম্বন্ধীর সম্বন্ধী,

কোন না কোন ব্যক্তি কেন্দ্রনের হোটেলে আতিথ্যগ্রহণ করায় তিনি সমাজে অপাংক্তেয় ও গোপনে স্পর্শদোষ হইতে নির্মুক্ত নহেন। অতএব যাঁহারা ঐ প্রকার মৌলালিদের সমাজ লইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা প্রকৃত সদাচারী—বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণের আচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে—শ্রীবিষ্ণু দীক্ষা-গ্রহণে পারমার্থিক দ্বিজ-ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারিত, তাঁহারা তথা-কথিত অদ্বয়াচারী বৃত্তচ্যুত বর্ণ চতুষ্টয়ের সহিত সহযোগিতা রাখেন না। বহু অসৎসঙ্গদোষে তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া শ্রীবিষ্ণু-সেবার উপযোগী বৈষ্ণবাচার রক্ষা করেন। তাঁহারা সমাজে কোনপ্রকার সম্মান বা বিবাহ-আদান-প্রদান-প্রথানী হইয়া—শ্রীকৃষ্ণ-দাসাখ্যার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরোধি-প্রকৃতিবাদী স্মার্তসমাজের 'চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি পদবীলাভের চেষ্টা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅচ্যুত-গোত্র ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম-ভোগময় জড়-পরিচায়ক গোত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন না। অবৈষ্ণবোচিত কোন প্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহারা যোগদান করেন না। পতিতদ্বারা পরিবেষ্টিত পতিতপাবনের সজ্জা-গ্রহণকারী গোস্বামিব্রুবগণের পতিত শিষ্যগণকে আহরণ করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তোষণের ইন্ধনে বাধা প্রদান করেন না। তাঁহারা নিজে শুদ্ধভক্তিমানী নহেন; একমাত্র শ্রীগুরুসেবাভিমানে হরিসেবাই তাঁহাদের জীবনের চরম-লক্ষ্য। তবে যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বা বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত সৎসঙ্গ ও সুকৃতির ফলে জানিতে পারিয়াছেন—'আমি পতিত, আমাকে উদ্ধার হইতেই হইবে' তাঁহারাই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবে প্রপত্তির প্রয়োজন বোধ করিয়া বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করেন। অবশ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুদেবের কৃপায়—তাঁহাদের পতিতা আর থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য!

এখন শুদ্ধভক্তিমানী গুরুক্রবগণ যদি এই প্রকার উদ্ধার-কামী পতিতের উপর পতিত-পাবন-গিরি দেখাইতে চাহিয়া মৎসরতা-বশে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপর যথেচ্ছাচারিতার সহিত অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদিগকে বলিবার যোগ্য ভাষা 'আসুরভিপর্য্যয়ঃ' অথবা—'রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিতা', প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রযুক্ত ভাষা-ব্যতীত আর কি সমীচীনা ভাষা আছে? তাহারা অবৈষ্ণব, সুতরাং—"স্বপাকমিব নেক্ষেতে" আদেশ বাক্যই পালনীয়।

যাহাবতার গৌরজন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে প্রকার নিন্দকের মাথায় লাথি মারিয়া, নিন্দককেও কৃপা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই প্রকারে—যদিও অসভ্যতায়, তথাপি পরচর্চ্চা-দুষ্ট-অভিমানি-ভক্তিহীন-দীন-জন-হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগৌড়ীয় শাস্ত্রযুক্তিমূলক সুসিদ্ধান্ত দ্বারা ঐসকল বৈষ্ণব-বিরোধিগণের অসিদ্ধান্ত-দুর্সিদ্ধান্ত খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া সর্ব্ব-সাধারণে কৃপা বিতরণ করিতেছেন। তথাপি দুর্ভাগ্যের তাড়নায় সংযত না হইয়া 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' এই প্রবাদ-বাক্যের সাক্ষ্য-স্বরূপ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণবদ্বেষী-কর্ণধারগণ—'মান জানতে শিবের গীত' গাহিয়া ফেলিয়াছেন। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' সুতরাং এই সকল আচার্য্য সজ্জনকারী—শুদ্ধভক্তদ্রোহী—হতশ্রীগণের নিকট শাস্ত্র শাসন-বাণী-কীর্ত্তন অরণ্যে রোদন মাত্র। সজ্জন-বিদ্বেষের জন্যই কি ইহাদের সংসারে অবস্থান! সজ্জন-বিদ্বেষের অবাধ গতির পন্থা আবিষ্কার করাই কি ইহাদের জীবনের প্রধান ব্রত? 'পিপীলিকার পক্ষ হয় মরিবার তরে' সুতরাং মৃত্যুই যাহাদের কাম্য বস্তু, তেমন গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রচারকদের জন্য এই প্রকার কয়টী গ্রাম্য মেয়েলি প্রবাদ কথা বলিয়াই আজ উপসংহার করিলাম। কারণ গ্রাম্য মেয়েলী প্রবাদ কথায় তাহাদের যথেষ্ট রুচি দেখা যায়।

সাধু সাবধান। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ সজ্জন-বিদ্বেষসূচক ভাষা-প্রয়োগে সর্ব্বসাধারণের প্রাণে ভীষণ আঘাত দিতেছেন। ইহার তীব্র প্রতিবাদ করার অধিকার সাধারণের নিশ্চয়ই আছে জানিবেন। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ মায়ার কুহকে পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া হিতবাদের ছলনায় যতই অহিতবাদ প্রচারের আয়োজন করুন না কেন, শ্রীগৌড়ীয় তাঁহার নিরপেক্ষ সংবাদ কুসমবাদ-খণ্ডন নিরস্তকুহক সত্য নিত্যকাল প্রচার করিতেই থাকিবেন। আর শ্রীগৌড়ীয়ের বর্ত্তমান আচার্য্য, বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুরের জয় জয় ধ্বনি আরও প্রবল বেগে চক্রবালে বিঘোষিত হইতে থাকিবে। সুতরাং—

"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।
• • • •
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাভিক্ষু
শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভক্তিরত্ন)

শুদ্ধিপত্র

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩	১০	১ম	২৭	ব্রাহ্মণের	পৌরব্রাহ্মণের